বর্ষ, ৭ম সংখ্যা
াষমাস, ১৩৭৭

আর্য্যশাস্ত্র

পুষ্যাভিষেক যাত্রা
মহাভারত—৩১

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ।

ওঙ্কারমঠ

১২।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব!
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব!
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব!

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত!
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত করবার জন্যই আমি যুগে যুগে দেহ ধারণ করি। ব্রহ্মা বলিলেন—

শ্রুতি-স্মৃত্যুদিতং ধর্ম্ম যো নাচরতি মূঢ়ধীঃ।
তনঃশেকেন নূনং স ভবাব্ধিং তর্তুমিচ্ছতি॥
ধর্ম্মমূলমিদং সর্ব্বং ধর্ম্মমূলং জনার্দ্দনঃ।
ধর্ম্মেণ নীয়তে তস্মাৎ ধর্ম্মূলং প্রতি মানবঃ॥
অতএব পরো ধর্ম্মো যেন গম্যো ভবেদ্ধরিঃ।
যেন ন প্রাপ্যতে বিষ্ণুঃ স ধর্ম্মো মূলবিচ্যুতঃ॥
(বৃহদ্ব্রহ্মসংহিতা, ২য় পাদ সপ্তম অধ্যায়)

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

৭৫৫.১
০০১/৮

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক—শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন সংস্করণের মহানাক্ষ
সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে

যুগ্ম-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় ৺কালীপদতর্কাচার্য্য * শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাপদ বিদ্যাভূষণ — শ্রীনারায়ণ গোস্বামী কাব্যতীর্থ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ — শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

প্রত্যাবিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জয়গুরু সম্প্রদায়)

যুগ্ম-কর্ম্মকিঙ্কর :—
বিহর বিমলানন্দ
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
এম্-বি, ডি. ও. এম্. এস্

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৪৪০৮)

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারত ও পূর্ব্ববঙ্গে সডাক ১৫'০০, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১০'০০, প্রতি সংখ্যা ২'০০, মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মহাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, বাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যথেতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রভৃতি থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।১, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩১" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সকালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকের নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে অবশ্যই লিখিতে হইবে। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন না বলে করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। কার্য্যালয়ে আসিয়া বা ডাকযোগ ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ১-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র

চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[নারদেন নাগরাজস্যাথাকস্য সমীপে সুমুখেন সহ মাতলিকন্যায়া বিবাহ-প্রস্তাবসোত্থাপনম্, নারদ-সুমুখার্যাকৈঃ সহ মাতলেরিন্দ্রসদনং প্রতি গমনম্, সুমুখস্য দীর্ঘায়ুঃপ্রাপ্তিঃ, সুমুখ-গুণকেশ্যোর্বিবাহশ্চ]

(ঋষ উবাচ

মাতলের্বচনং শ্রুত্বা নারদো মুনিসত্তমঃ।
অব্রবীন্নাগরাজানমার্যাকং কুরুনন্দন।)

নারদ উবাচ

সূতোঽয়ং মাতলির্নাম শক্রস্য হরিতঃ সুহৃৎ।
শুচিঃ শীলগুণোপেতস্তেজস্বী বীর্যবান্ বলী। ১
শক্রস্যায়ং সখা চৈব মন্ত্রী সারথিরেব চ।
অস্ত্রান্তরপ্রভাবশ্চ বাসবেন সমো রণে। ২
অয়ং হরিসহস্রেণ যুক্তং হৈত্রং রথোত্তমম্।
দেবাসুরেষু যুদ্ধেষু মনসৈব নিযচ্ছতি। ৩
অনেন বিজিতানৈষোঽর্ণাঃ ক্ষয়তি বাসবঃ।
অনেন বলভিৎ পূর্বং প্রহ্লাদে প্রহরতাতে। ৪
অস্য কন্যা বরারোহা রূপেণাপ্রতিমা ভুবি।
সত্যশীলগুণোপেতা গুণকেশীতি বিশ্রুতা। ৫
তস্যাস্তু বয়মুচ্ছ্রিতশ্বেলোকাননরহাতে।
সুমুখো ভবতঃ পৌত্রো রোচতে দুহিতুঃ পতিঃ। ৬
যদি তে রোচতে সম্যগ্ ভুজগোত্তম মা চিরম্।
ক্রিয়তামার্যক ক্ষিপ্রং বুদ্ধিঃ কন্যাপরিগ্রহে। ৭
যথা বিষ্ণুকুলে লক্ষ্মীর্যথা বাহা বিভাবসোঃ।
কুলে তব তথৈবাস্তু গুণকেশী সুমধ্যমা। ৮
পৌত্রস্যার্থে ভবাংস্তস্যাঃ গুণকেশীং প্রতীচ্ছতু।
সদৃশীং প্রতিরূপস্য বাসবস্য শচীমিব। ৯
পিতৃহীনমপি হ্যেনং গুণতো বরয়ামহে।
বহুমন্যেচ্ছ ভবতস্তথৈবৈরাবতস্য চ। ১০

চতুরধিকশততম অধ্যায়।

[নারদ কর্তৃক নাগরাজ আর্যকের নিকট সুমুখের সহিত মাতলির কন্যার বিবাহের প্রস্তাব উত্থাপন, নারদ, সুমুখ ও আর্যকের সহিত মাতলির ইন্দ্রের নিকট গমন, সুমুখের দীর্ঘায়ু-প্রাপ্তি এবং সুমুখ ও গুণকেশীর বিবাহ।]

(ঋষ বলিলেন,—কুরুনন্দন! মাতলির বাক্য শুনিয়া মুনিশ্রেষ্ঠ নারদ নাগরাজ আর্যককে বলিলেন।) নারদ বলিলেন,—নাগরাজ! ইনি ইন্দ্রের প্রিয় সখা ও সারথি মাতলি। ইনি পবিত্রচিত্ত, সৎস্বভাববিশিষ্ট ও সমস্ত সদ্গুণে বিভূষিত। ইনি তেজস্বী ও বল-পরাক্রমশালী। ১

ইনি ইন্দ্রের মিত্র, মন্ত্রী ও সারথি। প্রত্যেক যুদ্ধেই ইনি ইন্দ্রের সহিত অবস্থান করেন। ইহার প্রভাবও ইন্দ্রের অপেক্ষা ন্যূন (কম) নহে। ২

ইনি দেবাসুর-যুদ্ধে সমস্ত অশ্বে যোজিত দেবরাজের বিজয়-শীল শ্রেষ্ঠ রথকে মনের সঙ্কল্পানুসারে (সঞ্চালন ও) নিয়ন্ত্রণ করেন। ৩

ইনি নিজ অস্ত্রদ্বারা যে শত্রুগণকে ক্ষয় করেন, তাহাদিগকে ইন্দ্রও নিজ বাহুবলে পরাজিত করিয়া থাকেন। প্রথমে ইহার দ্বারা প্রহৃত হইলে পর বলাসুরবিনাশী ইন্দ্র শত্রুগণকে প্রহার করেন। ৪

ইহার এক পরমা সুন্দরী কন্যা আছে, যাহার রূপের তুলনা এই ভূমণ্ডলে পাওয়া যায় না। তাহার নাম গুণকেশী। সে সত্য, সৎস্বভাব ও সদ্গুণে বিভূষিতা। ৫

দেবোপমকান্তিমান নারদ ঐ মাতলি অতিশয় যত্ন-সহকারে কন্যার জন্য বর আহরণে প্রবৃত্ত হইয়া তিন লোক বিচরণ করিতে করিতে এখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। আপনার পৌত্র সুমুখকে ইনি নিজ কন্যার যোগ্য পতিরূপে মনোনীত করিয়াছেন। ৬

নাগশ্রেষ্ঠ আর্যক! যদি আপনারও এই সম্বন্ধ উত্তম বলিয়া অভিপ্রেত হয়, তবে শীঘ্রই ইহার কন্যার বিবাহের জন্য মতি স্থির করুন। ৭

যেরূপ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর বুকে লক্ষ্মীদেবী ও অগ্নির মুখে স্বাহাদেবী শোভা প্রাপ্ত হন, সেইরূপ সুন্দরী গুণকেশীও আপনার কুলে সুশোভিত হউক। ৮

অতএব আপনি আপনার পৌত্রের জন্য গুণকেশীকে গ্রহণ করুন। যেরূপ শচীদেবী ইন্দ্রের অনুরূপা, সেইরূপ আপনার সুযোগ্য পৌত্র সুমুখের যোগ্যা এই গুণকেশী। ৯

আপনার ও ঐরাবতের প্রতি আমাদের হৃদয়ে বিশেষ সম্মান আছে এবং এই সুমুখও সদাচার, শৌচ ও ইন্দ্রিয়সংযমাদি গুণাবলিতে বিভূষিত, সেইজন্য সুমুখ পিতৃহীন হইলেও আমরা তাহার গুণের জন্য তাহাকে বরণ করিতেছি। ১০

সুমুখস্ত গুণৈশ্চৈব শীল-শৌচ-দমাদিভিঃ।
অভিগম্য স্বয়ং কন্যামদ্য দাতুং সমুদ্যতঃ ॥ ১১
মাতলিস্তস্য সম্মানং কর্ত্তুমর্হো ভবানপি।

কশ্য উবাচ।

স তু দীনঃ প্রহৃষ্টশ্চ প্রাহ নারদমার্য্যকঃ ॥ ১২

আর্য্যক উবাচ।

বিরূপায়াং তথা পৌত্রে পুত্রে চ নিধনং গতে।
কথমিচ্ছামি দেবর্ষে গুণকেশীং সুতাং প্রতি ॥ ১৩
ন মে নৈতদ্ বহুমতং মহর্ষে বচনং তব।
সখা শক্রস্য সংযুক্তঃ কন্যায়াং নেষ্যতে ভবেৎ ॥ ১৪
কারণস্তু তু দৌর্ব্বল্যাচ্চিন্তয়ামি মহামুনে।
অস্ত দেহকরস্তাত মম পুত্রো মহাদ্যুতে ॥ ১৫
ভক্ষিতো বৈনতেয়েন দুঃখার্ত্তস্তেন বৈ পুনঃ।
পুনরেব চ তেনোক্তং বৈনতেয়েন গচ্ছতা।
মাসেনান্তেন সুমুখং ভক্ষয়িষ্যে ইতি প্রভো ॥ ১৬
এবং তথা তদ্ ভবিতা জানীমস্তস্য নিশ্চয়ম্।
তেন দুঃখং প্রনষ্টং মে সুপর্ণবচনেন বৈ ॥ ১৭

কশ্য উবাচ।

মাতলিস্ত্বরয়ৈবেনং বুদ্ধিরত্র কৃতা ময়া।
জামাতৃভাবেন বৃতঃ সুমুখস্তব পুত্রজঃ ॥ ১৮
সোঽয়ং ময়া চ সহিতো নারদেন চ পন্নগঃ।
ত্রিলোকেশং সুরপতিং গত্বা শক্রন্তু বাসবম্ ॥ ১৯
শেষেণৈবাস্ত কার্য্যেণ প্রজ্ঞাস্যাম্যহমায়ুষঃ।
সুপর্ণস্ত বিঘাতে চ প্রয়তিষ্যামি সত্তম ॥ ২০
সুমুখশ্চ ময়া সার্দ্ধং দেবেশমভিগচ্ছতু।
কার্য্যসংসাধনার্থায় স্বস্তি তেঽস্তু ভুজঙ্গম ॥ ২১
ততস্তে সুমুখং গৃহ্য সর্ব্ব এব মহৌজসঃ।
দদৃশুঃ শক্রমাসীনং দেবরাজং মহাদ্যুতিম্ ॥ ২২
সঙ্গতা তত্র ভগবান্ বিষ্ণুরাসীচ্চতুর্ভুজঃ।
ততস্তং সর্ব্বমাচষ্টো নারদো মাতলিং প্রতি ॥ ২৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ পুরন্দরো বিষ্ণুকৃতাচ ভুবনেশ্বরম্।
অমৃতং দাতুকামস্তৈঃ ক্রিয়তামমরৈঃ সমঃ ॥ ২৪

এই মাতলি স্বয়ং যাইয়া কন্যা দেখিয়াছেন উত্তম। আপনিও ইহাকে যথোচিত সম্মান দান করুন। কশ্য বলিলেন,—তপোধন! তখন নাগরাজ আর্য্যক প্রসন্ন হইয়া সৌজন্যভাবে নারদকে বলিলেন ॥ ১০-১২

আর্য্যক বলিলেন;—দেবর্ষে! আমার পুত্র নিহত হইয়াছে এবং পৌত্রও সেইভাবে মৃত্যুকে বরণ করিতে যাইতেছে; অতএব আমি গুণকেশীকে বধূরূপে বরণ করিবার ইচ্ছা কিরূপে করিতে পারি? ১৩

মহর্ষে! আমার নিকট আপনার এই (বিবাহ-প্রস্তাবসম্বলিত) বাক্য বহু সম্মানযুক্ত নয়, এমন কথা নহে এবং মাতলিও ইন্দ্রের সমযুক্ত সখা; সুতরাং ইনিই বা কাহার প্রিয় না হইবেন? ১৪

কিন্তু হে মাননীয় মহামুনে! (মৃত্যুবরণে ইচ্ছুক এই) কারণের দুর্ব্বলতায় আমি চিন্তামধ্যে পতিত হইলাম। মহাতেজস্বিন্! এই বালকের পিতা, যে আমার পুত্র ছিল, তাহাকে গরুড় ভক্ষণ করিয়াছে। এই দুঃখে আমরা সকলে পীড়িত। প্রভো! যখন গরুড় এখান হইতে চলিয়া যাইতেছিল, তখন সে বলিয়া গিয়াছে যে, আমি অন্য মাসে সুমুখকেও ভক্ষণ করিব। অবশ্যই তাহার এই কথা প্রতিপালিত হইবে; কারণ, গরুড়ের নিকটেই আমরা জানি। গরুড়ের সেই বাক্যে আমার আনন্দও নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ১৫-১৭

কশ্য বলিলেন, তখন মাতলি আমাকে বলিলেন, আমি এবিষয়ে বুদ্ধি অনুসারে একটি স্থির সিদ্ধান্ত করিয়াছি। আপনার পৌত্রকে আমি জামাতারূপে বরণ করিয়া লইয়াছি ॥ ১৮

অতএব নাগকুমার আমার ও নারদের সহিত ত্রিলোকাধিপতি দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট যাইয়া তাঁহাকে দর্শন করুক ॥ ১৯

পন্নগশ্রেষ্ঠ! তারপর আমি অবশিষ্ট কার্য্যদ্বারা ইহার আয়ুবিষয় জানিতে পারিব এবং ইহাও বিশেষ চেষ্টা করিব যে, গরুড় যাহাতে ইহাকে নিহত করিতে না পারে ॥ ২০

নাগরাজ! আপনার কল্যাণ হউক। সুমুখ শীঘ্র অতীষ্ট কার্য্যসিদ্ধির জন্য আমার সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট গমন করুক ॥ ২১

তারপর সেই সব মহাতেজস্বিগণ সুমুখকে সঙ্গে লইয়া স্বর্গের সিংহাসনে বিরাজিত, পরমকান্তিমান্ দেবরাজ ইন্দ্রকে দর্শন করিলেন ॥ ২২

সৌভাগ্যে তখন সেখানে চতুর্ভুজ ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুও উপস্থিত ছিলেন। তারপর দেবর্ষি নারদ মাতলির সহিত সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন ॥ ২৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন, জনমেজয়! তদনন্তর ভগবান্

মাতলির্নারদশ্চৈব সুমুখশ্চৈব বাসব।
লব্ধ্বাঽঽঢ্যং ভবতঃ কামাৎ কামমেতু যথেপ্সিতম্ ॥ ১৫
পুরন্দরোঽথ সঞ্চিন্ত্য বৈনতেয়পরাক্রমম্।
বিষ্ণুমেবাব্রবীদেনং ভবানেব দদাতিতি ॥ ১৬

বিষ্ণুরুবাচ

ঈশস্ত্বং সর্বলোকানাং চরাণামচরাশ্চ যে।
ঋতা দত্তমদত্তং কঃ কর্তুমুৎসহতে দ্বিজো ॥ ১৭
প্রদেহ্যুক্তক্রতস্তস্মৈ পন্নগাশায় বাসবম্।

শ্রীবিষ্ণু ভুবনেশ্বর ইন্দ্রকে বলিলেন, দেবরাজ! তুমি সুমুখকে অমৃত প্রদান কর এবং তাহাকে দেবগণতুল্য কর ॥ ১৪

বাসব! এইরূপে মাতলি, নারদ ও সুমুখ—ইহারা সকলে তোমার ইচ্ছানুসারে অমৃত পাইয়া নিজেদের অভীষ্ট মনোরথ পূর্ণ করুক ॥ ১৫

তখন দেবরাজ ইন্দ্র গরুড়ের পরাক্রমের কথা চিন্তা করিয়া ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুকে বলিলেন,—আপনিই ইহাকে পরমায়ু প্রদান করুন ॥ ১৬

ভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন,—প্রভাবশালী ইন্দ্র! তুমি এই

ন যেনমমৃতপ্রাশং চক্রাথ বলতত্ত্বজ্ঞ ॥ ১৮
লব্ধ্বা বরং তু সুমুখঃ সুমুখঃ সমপদ্যত হ।
কৃতদারো যথাকামং জগাম চ গৃহান্ প্রতি ॥ ১৯
নারদস্ত্বার্ষভকৈশ্চৈব কৃতকার্যৌ মুদা যুতৌ।
অভিজগ্মতুরভীষ্টা দেবরাজং মহাদ্যুতিম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি মাতলিসরাবেষণে চতুরধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৪

অগতে যত চরাচর প্রাণী আছে, তাহাদের সকলেরই ঈশ্বর। তোমার প্রদত্ত আয়ুকে কে অপ্রদত্ত করিতে সাহস করিবে? ১৭

তখন ইন্দ্র সেই নাগকে উত্তম আয়ু প্রদান করিলেন, কিন্তু বল ও বৃত্রাসুরনাশী ইন্দ্র তাহাকে অমৃতভোগী করিলেন না ॥ ১৮

ইন্দ্রের বর পাইয়া সুমুখের মুখ সৌন্দর্যযুক্ত হইয়া উঠিল। সে বিবাহ করিবার ইচ্ছা করিয়া নিজ গৃহে গমন করিল ॥ ১৯

নারদ ও আর্ষভক উভয়ে কৃতকার্য হইয়া মহাতেজস্বী দেবরাজ ইন্দ্রকে অর্চনা করিয়া আনন্দিত মনে নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যাইলেন ॥ ২০

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত ভগবদ্যানপর্বে মাতলির বর অন্বেষণ বিষয়ক চতুরধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীভগবতা বিষ্ণুনা গরুড়স্য সর্বনাশং, দুর্যোধনেন কণ্বমুনেরুপদেশসাবমাননা চ।]

কণ্ব উবাচ।

গরুড়স্তত্র তচ্ছ্রুত্বা যথাবৃত্তং মহাবলঃ।
আয়ুঃপ্রদানং শক্রেণ কৃতং নাগস্য তারত ॥ ১
পক্ষবাতেন মহতা কম্পয়ন্ ত্রিভুবনং খগঃ।
সুপর্ণঃ পরমক্রুদ্ধো বাসবং সমুপাদ্রবৎ ॥ ২

পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়।

[ভগবান্ বিষ্ণুকর্তৃক গরুড়ের গর্বভঞ্জন এবং কণ্বমুনির উপদেশকে দুর্যোধনের অবহেলা করা।]

কণ্বমুনি বলিলেন,—ভারত! মহাবল গরুড় এই সমস্ত বৃত্তান্ত যথার্থরূপে শুনিলেন যে, ইন্দ্র সুমুখনাগকে দীর্ঘায়ু প্রদান করিয়াছেন ॥ ১

ইহা শুনিয়াই আকাশচারী গরুড় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নিজ পক্ষের প্রচণ্ড বায়ুতে ত্রিভুবনকে কম্পিত করিতে করিতে ইন্দ্রের নিকট ধাবিত হইয়া আসিলেন ॥ ২

গরুড় উবাচ

ভগবন্ কিমবজ্ঞানাদ্ বৃত্তিঃ প্রতিহতা মম।
কামকারবরং দত্ত্বা পুনশ্চলিতবানসি ॥ ৩
নিসর্গাৎ সর্বভূতানাং সর্বভূতেশ্বরেণ মে।
আহারো বিহিতো ধাত্রা কিমর্থং বাধ্যতে ত্বয়া ॥ ৪

গরুড় বলিলেন,—ভগবন্! আপনি অবজ্ঞাভরে আমার জীবিকার কেন বাধা সৃষ্টি করিয়াছেন? একবার আমাকে আমার ইচ্ছানুসারে কার্য করিবার বর দান করিয়া পুনরায় তাহা হইতে কেন আপনি বিচলিত হইলেন? ৩

সমস্ত প্রাণীর ঈশ্বর বিধাতা সকল প্রাণীদিগের সৃষ্টির সময় আমার আহারের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। আপনি কি কারণে তাহাতে বাধা সৃষ্টি করিতেছেন ॥ ৪

বৃতশ্চৈব মহানাগঃ স্থাপিতঃ সময়শ্চ মে।
অনেন চ ময়া দেব ভর্তব্যঃ প্রসবো মহান্ ॥ ৪
এতস্মিংস্তু তথাভূতে নাহং হিংসিতুমুৎসহে।
ক্রীড়সে কামকারেণ দেবরাজ যথেচ্ছকম্ ॥ ৬
সোঽহং প্রাণান্ বিমোক্ষ্যামি তথা পরিজনো মম।
যে চ ভৃত্যা মম গৃহে প্রীতিমান্ ভব বাসব ॥ ৭
এতচ্ছ্রৈবাহমর্হামি কৃচ্ছ্রং বলবৃত্রহন্।
ত্রৈলোক্যেশ্বরো যোঽহং পরভৃত্যত্বমাগতঃ ॥৮
ত্বয়ি তিষ্ঠতি দেবেশ ন বিষ্ণুঃ কারণং মম।
ত্রৈলোক্যরাজ্যে রাজ্যং হি ত্বয়ি বাসব শাশ্বতম্ ॥ ৯
মমাপি জনকস্য সুতা জননী বরূপঃ পিতা।
অহমপ্যুৎসহে লোকান্ সমস্থাদ্ বোঢুমঞ্জসা ॥ ১০
অসঙ্গং সর্বভূতানাং মমাপি বিপুলং বলম্।
ময়াপি সুমহৎ কর্ম কৃতং দৈতেয়বিগ্রহে ॥ ১১
শ্রুতশ্রীঃ শ্রুতসেনশ্চ বিবস্বান্ রোচনামুখঃ।
প্রস্তুতঃ কালকাক্ষশ্চ ময়াপি বিদিতা ভৃতাঃ ॥ ১২
যৎ তু স্বজস্থানগতো ত্বয়াং পরিচরামাহম্।
বহামি চৈবাসুরং তে তেন মামবমন্যসে ॥ ১৩
কোঽন্যো ভারসহো স্বস্তি কোঽন্যোঽস্তি বলবত্তরঃ।
ময়া যোঽহং বিশিষ্টঃ সন্ বহামীমং সবান্ধবম্ ॥ ১৪
অবজ্ঞায় তু মং তেঽহং ভোজনাদ্ বাপরোপিতঃ।
তেন মে গৌরবং নষ্টং ত্বত্তশ্চাস্মাচ্চ বাসব ॥ ১৫
অদিত্যাং ত ইমে জাতা বলবিক্রমশালিনঃ।
ত্বমেষাং কিল সর্বেষাং বলেন বলবত্তরঃ ॥ ১৬
সোঽহং পঞ্চৈকদেশেন বহামি ত্বাং গতক্লমঃ।
বিমৃশ ত্বং শনৈস্তাত কো গত্র বলবানিতি ॥ ১৭

দেব! আমি সেই মহানাগকে আমার ভোজনের জন্য স্থির করিয়াছি এবং উহার সময়েরও নিশ্চিত করিয়াছি। উহার দ্বারা আমি আমার বিশাল পরিবারের ভরণ পোষণ করিতে চাই ॥ ৪

ঐ নাগ যখন পীড়িত হইয়া গেল, তখন আমি বর্তমানে উহার পরিবর্তে অন্যকে হিংসা (নিহত) করিতে পারি না। দেবরাজ! আপনি স্বেচ্ছাচারের যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়া ক্রীড়া করিতেছেন ॥ ৬

বাসব! এখন আমি প্রাণত্যাগ করিব। আমার পরিবারের মধ্যে এবং গৃহে যে সমস্ত ভরণপোষণ যোগ্য প্রাণী আছে, তাহারাও ভোজনের অভাবে প্রাণ হারাইবে। এখন আপনি একাই গমন করুন ॥ ৭

বল ও বৃত্রাসুরবিনাশী দেবরাজ! আমি এরূপ ব্যবহারেরই যোগ্য; কারণ, তিন লোকের পালন করিতে সমর্থ হইয়াও আমি অপরের সেবা করিবার অঙ্গীকার করিয়াছি ॥ ৮

দেবরাজ! ত্রিলোকাধিপতে! আপনি থাকিতে ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুও আমার জীবিকানির্বাহ করিবার কারণ হইতে পারেন না; বাসব! যেহেতু ত্রিলোকের রাজ্যভার আপনারই উপর বর্তমান আছে ॥ ৯

আমার মাতা দক্ষপ্রজাপতির কন্যা, আমার পিতা স্বয়ং বরুণ এবং আমিও অনায়াসে সমস্ত লোকসমূহের ভার বহন করিতে সমর্থ ॥ ১০

আমার মধ্যে যেরূপ প্রভূত বল বিদ্যমান আছে, যাহা সমস্ত প্রাণিগণ একত্রে সংমিলিত হইলেও সহ্য করিতে সমর্থ হইবে না। আমিও দৈত্যগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ হইলে তাহাতে মহাপরাক্রম প্রকাশ করি ॥ ১১

আমিও শ্রুতশ্রী, শ্রুতসেন, বিবস্বান্ রোচনামুখ, প্রস্তুত ও কালকাক্ষনামক দৈত্যগণকে বধ করিয়াছি ॥ ১২

তথাপি আমি যে রথের অগ্রভাগে থাকিয়া বহুপ্রকারে আপনার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীবিষ্ণুর সেবা করি ও তাঁহাকে বহন করি, সেইজন্যই আপনি আমাকে অবজ্ঞা করিয়াছেন ॥ ১৩

আমি ব্যতীত অন্য আর কে আছে, যে ভগবান্ বিষ্ণুর গুরুতর ভার বহন করিতে পারে? আমা অপেক্ষা অধিক বলবান্ কে আছে? আমি সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট শক্তিশালী হইয়াও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত এই ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর ভার বহন করি ॥ ১৪

বাসব! আপনি আমাকে অবমাননা করিয়া যে আমার ভোজন হইতে আমাকে বঞ্চিত করিয়াছেন, তাহার জন্য আমার সমস্ত গৌরব নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং উহার কারণ হইলেন আপনি ও শ্রীহরি ॥ ১৫

বিদ্বন্! অদিতির গর্ভ হইতে যে সমস্ত বল ও পরাক্রমশালী দেবতা উৎপন্ন হইয়াছেন, ইঁহাদের সকলের মধ্যে বল ও পরাক্রমে আপনিই সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তিশালী ॥ ১৬

তাত! আপনাকেও আমি আমার পক্ষের একদেশদ্বারা বহন করি, তথাপি আমার কোন শ্রমই হয় না। সুতরাং আপনি শান্তচিত্তে বিচার করুন—এখন কে সর্বাপেক্ষা অধিক বলবান্? ১৭

কণ্ব উবাচ

স তস্য বচনং শ্রুত্বা খগস্তোমর্ষভাক্ষজম্।
অক্ষোভ্যং ক্ষোভয়ন্নার্চ্যমুবাচ রথচক্রভৃৎ ॥ ১৮
গরুত্মন্ মন্যসেঽহ্যেবানং বলবন্তং সুদুর্বলম্।
অনয়স্বংসমক্ষং তে ক্ষোভুমাত্মানমঞ্জসা ॥ ১৯
ত্রৈলোক্যমপি মে কৃৎস্নমশক্তং দেহধারণে।
অহমেবাত্মনাত্মানং বহামি ত্বাং ন ধারয়ে ॥ ২০
ইমং তাবন্মমৈকং ত্বং বাহুং সর্বোত্তরং বহ।
যত্নেনং ধারয়স্বৈকং সকলং তে বিকর্ষিতম্ ॥ ২১
ততঃ স ভগবাংস্তস্য স্কন্ধে বাহুং সমাদধৎ।
নিপপাত স ভারার্তো বিহ্বলো নষ্টচেতনঃ ॥ ২২
যাবান্ হি ভারঃ কৃৎস্নায়াঃ পৃথিব্যাঃ পর্বতৈঃ সহ।
একস্য দেহশাখায়াস্তাবদ্ ভারমমন্যত ॥ ২৩
ন চৈনং পীড়য়ামাস বলেন বলবত্তরঃ।
ততো হি জীবিতং তস্য ন ব্যনীনশদচ্যুতে ॥ ২৪

ঋষি বলিলেন,—রাজন্! গরুড়ের এই বাক্য শ্রবণ করিয়া চক্রপাণি শ্রীবিষ্ণু কোনরূপেই ক্ষুব্ধ হন না; তিনি সেই গরুড়কে স্তব করিতে করিতে বলিলেন—গরুত্মন্! তুমি তো অহঙ্কার করিলে, তথাপি তুমি নিজেকে অধিক বলবান্ বলিয়া মনে কর। অতএব! আমার সম্মুখে তুমি কখনও এরূপ আত্মপ্রশংসা করিও না। ১৮-১৯

সমগ্র ত্রিভুবন মিলিত হইয়াও আমার শরীরকে বহন করিতে অসমর্থ। আমিই আমার দ্বারা আমাকে বহন করি এবং তোমাকেও ধারণ করি ॥ ২০

আচ্ছা, প্রথমে তুমি আমার কেবল দক্ষিণ হস্তের ভার বহন কর। যদি তুমি এই একটিমাত্র হাতকে ধারণ করিতে পার, তবে তোমার আত্মপ্রশংসা সফল হইবে ॥ ২১

এই কথা বলিয়া ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু গরুড়ের স্কন্ধে নিজের দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিলেন। তখন তাহার ভারে পীড়িত ও বিহ্বল হইয়া গরুড় নিপতিত হইলেন এবং চেতনাও নষ্ট হইয়া যাইল ॥ ২২

পর্বতসমূহ সহ সম্পূর্ণ পৃথিবীর যত ভার হইতে পারে, তত ভারই একটিমাত্র হাতে আছে, তখন গরুড় এইরূপ মনে করিলেন ॥ ২৩

অতিশয় বলশালী ভগবান্ অচ্যুত গরুড়কে বলপূর্বক পীড়িত করেন নাই, তাই তখন তাহার প্রাণনাশ হয় নাই ॥ ২৪

ব্যাক্রান্তঃ স্রস্তকায়শ্চ বিচেতা বিহ্বলঃ খগঃ।
মুমোচ পত্রাণি তদা গুরুভারপ্রপীড়িতঃ ॥ ২৫
স বিষ্ণুং বিরসা পক্ষী প্রণম্য বিনতাসুতঃ।
বিচেতা বিহ্বলো দীনঃ কিঞ্চিদ্ বচনমব্রবীৎ ॥ ২৬
ভগবন্নোকসারস্য সমূলেন বপুষ্মতা।
ভূজেন বৈষমুক্তেন নিষ্পিষ্টোঽস্মি মহীতলে ॥ ২৭
ক্ষন্তুমর্হসি মে দেব বিহ্বলস্যাবচেতসঃ।
বলবাহবিনষ্টস্য পক্ষিণো ধ্বজবাসিনঃ ॥ ২৮
ন হি জ্ঞাতং বলং দেব ময়া তে পরমং বিভো।
তেন মন্যে স্বহং বীর্যাদ্ বলেনো ন সমঃ পরৈঃ ॥
ততশ্চক্রে স ভগবান্ প্রসাদং বৈ গরুত্মতঃ।
মৈবং ভূয় ইতি স্নেহাৎ তদা চৈনমুবাচ হ ॥ ৩০
পাদাঙ্গুষ্ঠেন চিক্ষেপ সুমুখং গরুড়োরসি।
ততঃ প্রভৃতি বাহ্বেষ সহ দর্পেণ বর্ততে ॥ ৩১

সেই বাহুর গুরুভার দ্বারে পীড়িত হইয়া গরুড় দুর্বিষহ বোধ করিয়া ফেলিলেন, তাঁহার সর্বাঙ্গ শিথিল হইয়া যাইল। তিনি অচেতন ও বিহ্বল হইয়া বারংবার মলমূত্র ত্যাগ করিয়া ফেলিলেন ॥ ২৫

তদনন্তর অচেতন ও বিহ্বল হইয়া বিনতাপুত্র পক্ষিরাজ গরুড় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর চরণতলে প্রণাম করিলেন ও দীনভাবে কিছু বলিলেন ॥ ২৬

ভগবান্ সংসারের মূলসমেত সমস্ত আপনার এই বপু, যাহাকে আপনি স্বাভাবিক ভাবে আমার উপর বসিয়াছিলেন, তাহাদ্বারা নিষ্পিষ্ট হইয়া আমি ভূতলে পতিত হইয়াছি ॥ ২৭

দেব! আমি আপনার ধ্বজাতে স্থিত এক সাধারণ পক্ষী আমি এখন আপনার বল ও তেজে মুগ্ধ হইয়া ব্যাকুল এবং অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িয়াছি। আপনি আমার অপরাধ ক্ষমা করুন ॥ ২৮

দেব! আমি আপনার পরম বল সম্বন্ধে কিছুই জানি না। বিভো! সেইজন্য আমি নিজের বল ও পরাক্রমকে অপরের সমান বলিয়া মনে করি না (তাহা হইতে অধিক বলিয়া মনে করি) ॥ ২৯

গরুড় এই কথা বলিলে পর ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু তাঁহার উপর কৃপা করিলেন এবং স্নেহসহকারে বলিলেন,—তুমি পুনরায় কখনও এরূপ গর্ব প্রকাশ করিবে না ॥ ৩০

রাজেন্দ্র! তারপর ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু নিজ চরণের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলিদ্বারা সুমুখ নাগকে উঠাইয়া গরুড়ের বক্ষঃস্থলে স্থাপন

এবং বিষ্ণুবলাক্রান্তো গর্বমস্যুপাগতঃ।
গরুড়ো বলবান্ রাজন্ বৈনতেয়ো মহাবলঃ ॥ ৩২

কণ্ব উবাচ।

তথা ত্বমপি গান্ধারে যাবৎ পাণ্ডুসুতান্ রণে।
নাসাদয়সি তান্ বীরাংস্তাবজ্জীবসি পুত্রক ॥ ৩৩
ভীষ্মঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠো বায়ুপুত্রো মহাবলঃ।
ধনঞ্জয়েন্দ্রপুত্রো ন হন্যাতাং তু কং রণে ॥ ৩৪
বিষ্ণুর্বায়ুশ্চ শক্রশ্চ ধর্মস্তৌ চাশ্বিনাবুভৌ।
এতে দেবাস্ত্রয়া কেন হেতুনা বীক্ষিতুং ক্ষমাঃ ॥ ৩৫
তদলং তে বিরোধেন শমং গচ্ছ নৃপাত্মজ।
বাসুদেবেন তীর্থেন কুলং রক্ষিতুমর্হসি ॥ ৩৬
প্রত্যক্ষদর্শী সর্বস্য নারদোঽয়ং মহাতপাঃ।
মাহাত্ম্যান্ত তদা বিষ্ণোঃ সোঽয়ং চক্রগদাধরঃ ॥ ৩৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

দুর্যোধনস্তু তচ্ছ্রুত্বা নিঃশ্বসন্ ভৃকুটীমুখঃ।
রাধেয়মভিসম্প্রেক্ষ্য জহাস স্বনবৎ তদা ॥ ৩৮
কদর্থীকৃত্য তদ্ বাক্যমৃষেঃ কণ্বস্য দুর্মতিঃ।
ঊরুং গজকরাকারং তাড়য়ন্নিদমব্রবীৎ ॥ ৩৯
যথৈবেশ্বরসৃষ্টোঽস্মি যদ্ ভাবি যা চ মে গতিঃ।
তথা মহর্ষে বর্তামি কিং প্রলাপঃ করিষ্যতি ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি মাতলিবরান্বেষণে
পঞ্চাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৫

করিলেন। সেই সময় হইতেই পাণ্ডব সর্বদা সেই দর্পের সহিতই অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ৩১

রাজন্! এইরূপে মহাবশী বলবান্ বিনতানন্দন পক্ষী ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর বলে আক্রান্ত হইয়া অহঙ্কারশূন্য হইয়াছিলেন ॥ ৩২

কণ্বমুনি বলিলেন,—গান্ধারীনন্দন বৎস দুর্যোধন! এইরূপে তুমিও যতক্ষণ না রণভূমিতে বীর পাণ্ডবদিগের সম্মুখীন হইতেছ, ততক্ষণ জীবনধারণ করিতে পারিবে ॥ ৩৩

মহাবল ভীম যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বায়ুর পুত্র এবং অর্জুন ইন্দ্রের পুত্র। ইহারা দুইজনে যুদ্ধে কোন্ ব্যক্তিকে না বিনাশ করিবে? ৩৪

বিষ্ণু, বায়ু, ইন্দ্র, ধর্মরাজ যম, ও দুই অশ্বিনী কুমার—এই সকল দেবতাই তোমার বিরুদ্ধে। তুমি কি কারণে এই দেবগণকে দেখিবার সাহস করিতে পার? ৩৫

রাজকুমার! সুতরাং এই বিরোধে তোমার কিছুই লাভ হইবে না। তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন কর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে সহায়করূপে পাইয়া তুমি নিজ কুলকে রক্ষা করিবার জন্য সচেষ্ট হও ॥ ৩৬

এই মহাতপস্বী নারদ সেই সময় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর মাহাত্ম্য প্রত্যক্ষভাবে দর্শন করিয়াছিলেন। সেই চক্র ও গদাধারী শ্রীবিষ্ণুই "শ্রীকৃষ্ণ" ॥ ৩৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কণ্বমুনির এই কথা শ্রবণ করত সেই সময় দুর্যোধন ভ্রুকুটি করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে রাধেয়-কর্ণের দিকে তাকাইয়া উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিতে লাগিলেন ॥ ৩৮

সেই দুর্মতি দুর্যোধন কণ্বমুনির বাক্য অবহেলা করিয়া নিজ হস্তিশুণ্ডতুল্য রুক্ষবর্ণ উরুদেশে চপেটাঘাত করত এই কথা বলিলেন ॥ ৩৯

মহর্ষে! বিধাতা আমাকে যেরূপ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহা অবশ্যম্ভাবী হইবেই এবং আমার যেরূপ অবস্থা, আমি তদনুসারে কার্য করিতেছি। আপনারা কেন এই প্রলাপ বাক্য বলিতেছেন ॥ ৪০

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীকৃষ্ণযানপর্বে মাতলির বর-অন্বেষণবিষয়ক পঞ্চাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্যোধনং প্রবোধয়তো নারদেন "ধর্মরাজস্য বিশ্বামিত্রপরীক্ষায়াঃ, বিশ্বামিত্রসমীপে গালবস্য গুরুদক্ষিণায়ৈ যাচ্ঞায়া আর্থনাশপ্রযুক্তকারিতায়াশ্চ বর্ণনম্]

জনমেজয় উবাচ।

অনর্থে জাতনির্বন্ধং পরার্থে লোভমোহিতম্।
অনার্য্যকেষ্বভিরতং বন্ধনে কৃতনিশ্চয়ম্ ॥ ১
জ্ঞাতীনাং দুঃখকর্তারং বন্ধূনাং শোকবর্ধনম্।
সুহৃদাং ক্লেশদাতারং দ্বিষতাং হর্ষবর্ধনম্ ॥ ২
কথং নৈনং বিমার্গস্থং বারয়ন্ত্যুত বান্ধবাঃ।
সৌহৃদাদ্ বা গুরুং স্নিগ্ধো ভগবান্ বা পিতামহঃ ॥ ৩

বৈশম্পায়ন উবাচ।

উক্তং ভগবতা ধাত্রামৃতং ভীষ্মেণ যৎ ক্ষমম্।
উক্তং বহুবিধং চৈব নারদেনাপি তচ্ছৃণু ॥ ৪

নারদ উবাচ

দুর্লভো বৈ সুহৃচ্ছ্রোতা দুর্লভশ্চ হিতঃ সুহৃৎ।
তিষ্ঠতে হি সুহৃদ্ যত্র ন বন্ধুস্তত্র তিষ্ঠতে ॥ ৫

শ্রোতব্যমপি পশ্যামি সুহৃদাং কুরুনন্দন।
ন কর্তব্যাস্তু নির্বন্ধা নির্বন্ধো হি সুদারুণঃ ॥ ৬

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
যথা নির্বন্ধতঃ প্রাপ্তো গালবেন পরাজয়ঃ ॥ ৭

বিশ্বামিত্রং তপস্তপ্তং ধর্মো জিজ্ঞাসয়া পুরা।
অভ্যগচ্ছৎ স্বয়ং ভূত্বা বশিষ্ঠো ভগবানৃষিঃ ॥ ৮

সপ্তর্ষীণামন্যতমং বেশমাস্থায় ভারত।
বুভুক্ষুঃ ক্ষুধিতো রাজন্নাজগাম কৌশিকস্য তু ॥ ৯

বিশ্বামিত্রোঽথ সম্প্রাপ্তং প্রত্যগৃহ্ণাৎ ন বৈ চকম্।
পরমান্নস্য যত্নেন ন চ তং প্রত্যপালয়ৎ ॥ ১০

অন্নং বেলা তদা তস্যৈবং ভূতস্যোপতিষ্ঠতি।
অথ পুনরাজগামাশু বিশ্বামিত্রোঽপ্যনাগসম্ ॥ ১১

ষড়ধিকশততম অধ্যায়।

[দুর্যোধনকে প্রবোধ দান করিতে করিতে নারদ কর্তৃক ধর্মরাজের বিশ্বামিত্রকে পরীক্ষা এবং গালবকর্তৃক বিশ্বামিত্রের নিকট গুরু দক্ষিণা যাচ্ঞার চাঞ্চল্যতা বর্ণন।)

জনমেজয় বলিলেন,—মুনে! দুর্যোধনের অনর্থকর কার্য্যে অধিক আগ্রহ ছিল। পরদ্রব্যে অত্যন্ত লোভ থাকায় তিনি মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দুর্জনগণের উপরই তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি সত্যাচরণ করিতে দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছিলেন। তিনি জ্ঞাতিগণের দুঃখদায়ক ও বন্ধুবর্গের শোকবর্দ্ধক ছিলেন। তিনি সুহৃদ্গণকে ক্লেশ দিতেন এবং শত্রুদিগের হর্ষবর্দ্ধন করিতেন। এইরূপ কুপথে গমনকারী এই দুর্যোধনকে তাঁহার বন্ধুগণ কেন নিবৃত্ত করেন নাই? কোন সুহৃৎ, স্নেহপরায়ণ বান্ধব অথবা পিতামহ ভগবান্ ব্যাসদেব তাঁহাকে সৌহার্দ্দবশতঃ নিষেধ করেন নাই কেন? ১-৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ভগবান্ বেদব্যাসও দুর্যোধনকে হিতোপদেশ করিয়াছিলেন ভীষ্মদেবও তাঁহাকে যাহা উচিত ও কর্ত্তব্য, তাহা বলিয়াছেন এবং দেবর্ষি নারদও তাঁহাকে বহুপ্রকার উপদেশ দিয়াছিলেন। (আমি সেই সমস্ত বলিতেছি), তুমি সেই সব শ্রবণ কর। ৪

নারদ বলিলেন,—চিত্তাকাঙ্ক্ষী সুহৃদের বাক্য যে সব সময় শ্রবণ করে, সেরূপ শ্রোতা দুর্লভ। কারণ, যে সময়কালে জ্ঞাতিগণ বন্ধুবর্গের অবস্থান করে না, সেই সময়কালে সুহৃৎ কিন্তু অবস্থান করে। ৫

কুরুনন্দন! আমি তোমার এখন নিজ সুহৃদ্গণের উপদেশ অবশ্যই শ্রবণ করা উচিত, অতএব তুমি কোন একটি বিষয়ে বাধিবে না, কারণ, উহার পরিণাম অতি ভয়ঙ্কর। ৬

এই বিষয়ে লোক সুকথাপ্রিয় এতদ্বিষয়ে পুরাতন উদাহরণ দিয়া থাকেন, যাহা দ্বারা বুঝা যায় যে, মহর্ষি গালব চাঞ্চল্যতা বা দুরাগ্রহবশতঃ পরাজয় লাভ করিয়াছিলেন। ৭

পুরাকালের কথা—সাক্ষাৎ ধর্মরাজ মহর্ষি ভগবান্ বশিষ্ঠের রূপ ধারণ করিয়া তপস্যানিরত বিশ্বামিত্রকে পরীক্ষা করিবার জন্য তাঁহার নিকট গমন করিয়াছিলেন। ৮

ভারত! ধর্ম সপ্তর্ষিগণের মধ্যে একের (বশিষ্ঠের) বেশ ধারণ করত ক্ষুধায় পীড়িত হইয়া ভোজনের ইচ্ছায় বিশ্বামিত্রের আশ্রমে আসিলেন। ৯

বিশ্বামিত্র তখন অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত তাঁহাকে উত্তম ভোজন দিবার উদ্দেশে যত্নসহকারে চরু পাক করিতে আরম্ভ করিলেন; কিন্তু অতিথিদেব তাহার জন্য প্রতীক্ষা করিতে পারিলেন না। ১০

যখন তিনি অন্ন উপস্থিতগণ কর্তৃক প্রদত্ত অন্ন ভোজন করিয়া

ভুক্তং মে ভিষ্ঠ তাবৎ ত্বমিত্যুক্ত্বা ভগবান্ যযৌ।
বিশ্বামিত্রস্ততো রাজন্ স্থিত এব মহাদ্যুতিঃ ॥ ১২
ভক্তং প্রগৃহ্য মূর্দ্ধ্না বৈ বাহুভ্যাং সংশিতব্রতঃ।
স্থিতঃ স্থাণুরিবাভ্যাসে নিশ্চেষ্টো মারুতাশনঃ ॥ ১৩
তস্য শুশ্রূষণে যত্নমকরোদ্ গালবো মুনিঃ।
গৌরবাদ্ বহুমানাচ্চ দমেন প্রিয়কাম্যয়া ॥ ১৪
অথ বর্ষশতে পূর্ণে ধর্মঃ পুনরুপাগমৎ।
বাশিষ্ঠং বেশমাস্থায় কৌশিকং ভোজনেপ্সয়া ॥ ১৫
স দৃষ্ট্বা শিরসা ভক্তং ধ্রিয়মাণং মহর্ষিণা।
তিষ্ঠতা বাহুভক্ষেণ বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা ॥ ১৬
প্রতিগৃহ্য ততো ধর্মস্তথেত্যুক্ত্বা তথা নবম্।
ভুক্ত্বা প্রীতোঽস্মি বিপ্রর্ষে তমুক্ত্বা স মুনির্গতঃ ॥ ১৭
ক্ষত্রভাবাদপগতো ব্রাহ্মণত্বমুপাগতঃ।
ধর্মস্য বচনাৎ প্রীতো বিশ্বামিত্রস্তদাভবৎ ॥ ১৮

বিশ্বামিত্রস্তু শিষ্যস্য গালবস্য তপস্বিনঃ।
শুশ্রূষয়া চ ভক্ত্যা চ প্রীতিমানিত্যুবাচ হ ॥ ১৯
অনুজ্ঞাতো ময়া বৎস যথেষ্টং গচ্ছ গালব।
ইত্যুক্তঃ প্রত্যুবাচেদং গালবো মুনিসত্তমম্ ॥ ২০
প্রীতো মধুরয়া বাচা বিশ্বামিত্রং মহাদ্যুতিম্।
দক্ষিণাঃ কাঃ প্রযচ্ছামি ভবতে গুরুকর্মণি ॥ ২১
দক্ষিণাভিরুপেতং হি কর্ম সিধ্যতি মানদ।
দক্ষিণানাং হি দাতা বৈ অপবর্গেণ যুজ্যতে ॥ ২২
স্বর্গে ক্রতুফলং তদ্ধি দক্ষিণা হ্যভিরুচ্যতে।
কিমাহরামি গুর্বর্থং ব্রবীতু ভগবানিতি ॥ ২৩
জ্ঞানানন্তেন ভগবান্ স্থিতঃ শুশ্রূষণেন বৈ।
বিশ্বামিত্রস্তমসকৃদ্ গচ্ছ গচ্ছেত্যচোদয়ৎ ॥ ২৪
অসকৃদ্ গচ্ছ গচ্ছেতি বিশ্বামিত্রেণ ভাষিতঃ।
কিং দদানীতি বহুশো গালবঃ প্রত্যভাষত ॥ ২৫

ছিলেন, তখন বিশ্বামিত্রও অন্যান্য উক্ত ভোজন লইয়া তাঁহার সেবার জন্য উপস্থিত হইলেন। ১১

সেই ভগবান্ ধর্ম 'আমি ভোজন করিয়াছি, এখন তুমি অবস্থান কর' এই কথা বলিয়া গমন করিলেন। রাজন্! তখন মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্র সেই অবস্থায় দাঁড়াইয়া রহিলেন। ১২

কঠোর ব্রতপালনকারী বিশ্বামিত্র দুই হাতে ভোজন পাত্র ধরিয়া মস্তকে স্থাপন করত আশ্রমের নিকট বৃক্ষের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। তখন তিনি কেবল বায়ুই আহার করিতেন। ১৩

সেই সময় তাঁহার প্রতি গুরুবুদ্ধি, বিশেষ আদর-সম্মান-ভাব ও প্রেম-ভক্তি থাকায় তাঁহার প্রসন্নতার জন্য গালবমুনি যত্নসহকারে তাঁহার সেবা-শুশ্রূষায় নিরত থাকিলেন। ১৪

তারপর শত বর্ষ পূর্ণ হইলে পুনরায় ধর্মদেব বশিষ্ঠমুনির বেশ ধারণ করিয়া ভোজনের ইচ্ছায় বিশ্বামিত্রমুনির নিকট আগমন করিলেন। ১৫

তখন তিনি দেখিলেন,—পরম বুদ্ধিমান্ মহর্ষি বিশ্বামিত্র বাহু পান করিয়া মস্তকে ভোজনপাত্র ধারণ করত দাঁড়াইয়া আছেন। ইহা দেখিয়া ধর্মদেব সেই ভোজন গ্রহণ করিলেন। সেই অন্ন তখন সদ্য প্রস্তুত অন্নের ন্যায় উষ্ণ হইয়া যাইত। তাহা ভোজন করত তিনি বলিলেন,—ব্রহ্মর্ষে! আমি তোমার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। এই কথা বলিয়া মুনিবেশধারী ধর্মদেব চলিয়া যাইলেন। ১৬-১৭

ক্ষত্রিয়ত্ব হইতে মুক্ত হইয়া ব্রাহ্মণত্ব লাভ করত বিশ্বামিত্র ধর্মের বচনে সেই সময় প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮

বিশ্বামিত্র নিজ শিষ্য তপস্বী গালবমুনির শুশ্রূষা ও ভক্তিতে সন্তুষ্ট হইয়া এই কথা বলিলেন। ১৯

বৎস গালব! এখন আমি তোমাকে আজ্ঞা দিতেছি, তুমি যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে পার। তিনি এইরূপ আদেশ করিলে পর গালবমুনি প্রীত হইয়া মধুরবাক্যে মহাতেজস্বী মুনিশ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্রকে ইহা জিজ্ঞাসা করিলেন—ভগবন্! আমি আপনাকে গুরুদক্ষিণারূপে কি প্রদান করিব? ২০-২১

মানদ! কারণ দক্ষিণাযুক্ত কর্মই সর্ব্বত্র সফল হয় এবং দক্ষিণাপ্রদানকারী পুরুষই সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয়। ২২

দক্ষিণাদাতা মনুষ্যই স্বর্গে যজ্ঞের ফল লাভ করিয়া থাকে। শাস্ত্রে দক্ষিণাকেই শান্তিপ্রদ বলা হইয়াছে। অতএব পরমপূজ্য গুরুদেব! আপনি বলুন—গুরুদক্ষিণারূপে কি লইয়া আসিব? ২৩

গালবমুনির সেবা-শুশ্রূষায় ভগবান্ বিশ্বামিত্র তাঁহার বশীভূত হইয়াছিলেন, সেইহেতু তিনি বারংবার তাঁহাকে বলিলেন, আচ্ছা, যাও, যাও—ইহা বলিয়া তাঁহাকে যাইবার জন্য প্রেরণা দিতে লাগিলেন। ২৪

তিনি বারংবার 'যাও, যাও' এইরূপ বলিলেও গালবমুনি

নির্বন্ধতস্তু বহুশো গালবস্য তপস্বিনঃ।
কিঞ্চিন্নাগতসংরম্ভো বিশ্বামিত্রোঽব্রবীদিদম্ ॥ ২৬

একতঃ শ্যামকর্ণানাং হয়ানাং চন্দ্রবর্চসাম্।
অষ্টৌ শতানি মে দেহি গচ্ছ গালব মা চিরম্ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্‌যানপর্বণি গালবচরিতে
ষড়ধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৬

বহুবার আগ্রহসহকারে বলিতে লাগিলেন—আপনাকে গুরু দক্ষিণারূপে কি প্রদান করিব? ১৫

তপস্বী গালব গুরুদক্ষিণা প্রদানে বহুবার আগ্রহ প্রকাশ করিলে বিশ্বামিত্রের কিছু ক্রোধ উপস্থিত হইল, তখন তিনি এই কথা গালবমুনিকে বলিলেন ॥ ২৬

তুমি আমাকে চন্দ্রতুল্য শ্বেতবর্ণ এরূপ আট শত অশ্ব প্রদান কর, যাহাদের কর্ণের একভাগ শ্যামবর্ণ হইবে। যাও, বিলম্ব করিও না ॥ ২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত ভগবদ্‌যানপর্বে গালবচরিতবিষয়ক ষড়ধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[মহর্ষি-গালবস্য চিন্তা, তস্যৈ গরুড়স্যাশ্বাসদানঞ্চ]

নারদ উবাচ

এবমুক্তস্তদা তেন বিশ্বামিত্রেণ ধীমতা।
নাস্তে ন শেতে নাহারং কুরুতে গালবস্তদা ॥ ১
ক্ষণান্নিষ্ক্রম্য চরিতশ্চিন্তয়ানোঽপরাহ্ণগঃ।
শোচমানোঽতিমাত্রং স দধ্যমানশ্চ মন্যুনা ॥
গালবো দুঃখিতো দুঃখাদ্ বিললাপ সুযোধন ॥ ২
কুতঃ পুষ্টানি মিত্রাণি কুতোঽর্থাঃ সঞ্চয়াঃ কুতঃ।
হয়ানাং চন্দ্রশুভ্রাণাং শতান্যষ্টৌ কুতো মম ॥ ৩
কুতো মে ভোজনে শ্রদ্ধা সুখশ্রদ্ধা কুতশ্চ মে।
শ্রদ্ধা মে জীবতশ্চাপি চিন্তা কিং জীবিতেন মে ॥ ৪
অহং পারে সমুদ্রস্য পৃথিব্যা বা পরম্পরাৎ।
গত্বাত্মানং বিমুঞ্চামি কিং মমার্থে জীবিতেন মে ॥ ৫
অধনস্যাকৃতার্থস্য তস্য নির্বিদ্যতে ফলৈঃ।
ঋণং ধারয়মাণস্য কুতঃ সুখমনাত্মনা ॥ ৬
বন্ধুদাসো হি ধনৈঃ ক্রীতো ভবতি প্রণয়ীপ্সিতম্।
প্রতিকর্তুমশক্তস্য জীবিতাদ্‌বরণং বরম্ ॥ ৭

সপ্তাধিকশততম অধ্যায়।

[মহর্ষি গালবের চিন্তা এবং গরুড় কর্তৃক তাঁহাকে আশ্বাস প্রদান।]

নারদ বলিলেন,—রাজন্! সেই সময় পরম জ্ঞানী বিশ্বামিত্র এই কথা বলিলে গালবমুনি তখন হইতেই চিন্তামগ্ন হইয়া কোথাও বসিয়া থাকিতে পারিলেন না, শয়ন করিতে পারিলেন না এবং ভোজনও করিতে পারিলেন না ॥ ১

তিনি শোক ও চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া পড়ায় তাঁহার শরীরের বর্ণ পাণ্ডুর হইয়া যাইল। তিনি চিন্তায় এমন কৃশ হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার শরীরে কেবল অস্থি ও চর্মই অবশিষ্ট ছিল। দুর্যোধন! অতিশয় শোক প্রকাশ করিতে করিতে এবং চিন্তারূপ অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইতে দুঃখিত গালবমুনি দুঃখের সহিত বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ২

আমার এরূপ মিত্র কোথায়, যিনি ধনে পুষ্ট? কোথায় আমার ভক্ষ্য বহু ধন সংগৃহীত হইয়া সঞ্চিত আছে? এবং কোথায় আমি চন্দ্রতুল্য শ্বেতবর্ণ আটশত অশ্ব পাইব? ৩

এই অবস্থায় আমার ভোজনে রুচি কিরূপে হইবে? সুখ-ভোগের ইচ্ছা কিভাবে আসিবে? এবং এই জীবনেই বা আমার আর কি প্রয়োজন? এই জীবনকে সুরক্ষিত করিবার জন্য আমার যে আগ্রহ ছিল, উহাও নষ্ট হইয়া গিয়াছে ॥ ৪

আমি সমুদ্রের পরপারে কিংবা পৃথিবী হইতে বহুদূরে যাইয়া এই শরীর পরিত্যাগ করিব। আমার বাঁচিয়া থাকিয়াই বা কি লাভ হইবে? ৫

যে ব্যক্তি ধনহীন, যাহার অভীষ্ট মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই এবং যে ব্যক্তি নানাপ্রকার শুভ কর্মফল লাভে বঞ্চিত হইয়া কেবল ঋণের ভারই বহন করিতে থাকে, এরূপ ব্যক্তির বিনা ঋণে জীবনধারণ করাতে কি সুখলাভ হইবে? ৬

যে ব্যক্তি ইচ্ছানুসারে প্রীতিপূর্ণ সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সুহৃদ্‌গণের ধনভোগ করত তাহাদের প্রত্যুপকার করিতে অসমর্থ

প্রতিশ্রুতা করিষ্যেতি কর্ত্তব্যং তদকুর্বতঃ।
মিথ্যাবচনদগ্ধস্য ইষ্টাপূর্তং প্রণশ্যতি ॥ ৮
ন স্বপন্নমৃতস্যাস্তি নানৃতস্যাস্তি সন্ততিঃ।
নানৃতস্যাবিপন্নস্য কৃত এব গতিঃ শুভা ॥ ৯
কৃতঘ্নঃ কৃতঘ্নস্য যশঃ কুতঃ স্থানং কুতঃ সুখম্।
অশ্রদ্ধেয়ঃ কৃতঘ্নো হি কৃতঘ্নে নাস্তি নিষ্কৃতিঃ ॥ ১০
ন জীবত্যধনঃ পাপঃ কুতঃ পাপস্য তর্পণম্।
পাপো ধ্রুবমবাপ্নোতি বিনাশং নাশয়ন্ কৃতম্ ॥ ১১
সোঽহং পাপঃ কৃতঘ্নশ্চ কৃপণশ্চানৃতোঽপি চ।
গুরোর্যঃ কৃতকার্য্যঃ সন্নহং কর্তাস্মি ন ভাষিতম্ ॥ ১২
সোঽহং প্রাণান্ বিমোক্ষ্যামি কৃত্বা যত্নমনুত্তমম্।
অর্থিতা ন ময়া কাচিৎ কৃতপূর্বা দিবৌকসাম্।
মানয়ন্তি চ মাং সর্বে ত্রিদশা যজ্ঞসংস্তরে ॥ ১৩
অহন্তু বিবুধশ্রেষ্ঠং দেবং ত্রিভুবনেশ্বরম্।
বিষ্ণুং গচ্ছাম্যহং কৃষ্ণং গতিং গতিমতাং বরম্ ॥ ১৪
ভোগা যস্মাৎ প্রতিষ্ঠন্তে যাচ্ঞা সর্বান্ সুরাসুরান্।
প্রপন্নো দ্রষ্টুমিচ্ছামি কৃষ্ণং যোগিনমব্যয়ম্ ॥ ১৫
এবমুক্তে সখা তস্য গরুড়ো বিনতাসুতঃ।
দর্শয়ামাস তং প্রাপ্য সংক্লিষ্টঃ প্রিয়কাম্যয়া ॥ ১৬
সুহৃদ্ ভবান্ মম মতঃ সুহৃদশ্চ মতঃ সুহৃৎ।
ইত্যভিপ্রেত্যাভিপ্রায়ং যোক্তব্যো বিভবে সতি ॥ ১৭
বিভবশ্চাস্তি মে বিপ্র বাসবাবরতো দ্বিজ।
পূর্বমুক্তস্ত্বয়ার্থশ্চ কৃতঃ কামশ্চ তেন মে ॥ ১৮

হয়, সেই ব্যক্তির জীবনধারণ করা অপেক্ষা মৃত্যুবরণ করাই ভাল ॥ ৭

যে ব্যক্তি 'করিব' এই কথা বলিয়া কোন কার্য্য করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়া থাকে, কিন্তু কার্য্যের অবসরে সেই কার্য্য সাধন করিতে পরে সমর্থ হয় না, মিথ্যাভাষণরূপ অগ্নিতে দগ্ধ সেই ব্যক্তির দেবপূজাদি ইষ্ট কর্ম্ম ও কূপখননাদি পূর্ত্ত কর্ম্ম নষ্ট হইয়া যায় ॥ ৮

সত্যপূত মনুষ্যের জীবন কখনই নষ্ট হয় না, মিথ্যাবাদী মনুষ্যের সন্তানলাভ হয় না, সত্যাচার প্রতিপালন করিতে পারে না, সুতরাং তাহার শুভ গতিপ্রাপ্তি কিরূপে হইবে ? ৯

কৃতঘ্ন মানুষের সুখ কোথায় ? কৃতঘ্ন মানুষ বিশ্বাসের যোগ্য নহে। কৃতঘ্ন ব্যক্তি কোনরূপেই নিষ্কৃতিলাভ করিতে পারে না ॥ ১০

ধনহীন ও পাপী ব্যক্তির জীবন প্রকৃতপক্ষে জীবনই নয়। পাপী মনুষ্য নিজ কুটুম্বাদির পোষণ কিরূপে করিতে পারিবে ? পাপাত্মা পুরুষ নিজ পুণ্য-কর্ম্মসমূহ নাশ করিতে করিতে স্বয়ংও অনিশ্চিত নষ্ট হইয়া যায় ॥ ১১

আমি পাপী, কৃতঘ্ন, কৃপণ ও মিথ্যাবাদী। যে আমি গুরুর নিকট কৃতকার্য্য হইয়াছি, সে-ই আমি গুরুকে গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, উহা আমি পূরণ করিতে পারিতেছি না ॥ ১২

অতএব আমি কোন বিশেষ যত্ন করিয়া আমার প্রাণ পরিত্যাগ করিব। আমি পূর্ব্বে দেবগণের নিকট হইতেও কোন কিছু প্রার্থনা করি নাই। সকল দেবতাই যজ্ঞে আমার সম্মান করিয়া থাকেন ॥ ১৩

এখন আমি ত্রিভুবনের পতি, দেবতাশ্রেষ্ঠ এবং সকল প্রাণীরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশ্রয়স্বরূপ সচ্চিদানন্দময় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুরই শরণাগত হইলাম ॥ ১৪

যাঁহার কৃপায় সমস্ত দেবতা ও অসুরগণ যথেষ্ট ভোগপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই অবিনাশী যোগী শ্রীবিষ্ণুকে আমি প্রণাম করিয়া তাঁহার দর্শন কামনা করিতেছি ॥ ১৫

গালব এই কথা বলিলে তাঁহার সখা বিনতানন্দন গরুড় অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া তাঁহার প্রিয় করিতে ইচ্ছা করত গালবমুনিকে দর্শন দান করিলেন এবং বলিলেন ॥ ১৬

গালব ! তুমি আমার প্রিয় সুহৃৎ এবং আমার সুহৃদ্গণেরও প্রিয় সুহৃৎ। সুহৃদের কর্ত্তব্য হইল—যদি তাহার নিকট ধন-বৈভব থাকে, তবে উহাদ্বারা নিজ সুহৃদের অভীষ্ট মনোরথ পূর্ণ করিবার জন্য উদ্যোগ করা ॥ ১৭

ব্রাহ্মণ ! আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈভব হইলেন—দেবরাজ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু। আমি পূর্ব্বে তোমার বিষয় তাঁহার নিকট নিবেদন করিয়াছি এবং তিনি আমার এই প্রার্থনা স্বীকার করত আমার মনোরথ পূর্ণ করিয়াছেন ॥ ১৮

স ভবানেতু গচ্ছাব মন্বিচ্ছে ধাং যথাসুখম্।
দেশং পারং পৃথিব্যা বা গচ্ছ গালব মা চিরম্ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্‌যানপর্বণি গালবচরিতে
সপ্তাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৭

অতএব চল, আমরা দুইজনে গমন করি। গালব! আমি তোমাকে সুখের সহিত এরূপ যেখানে লইয়া যাইব, যাহা পৃথিবীর অন্তর্গত, অথচ সমুদ্রের পরপারে স্থিত। চল, বিলম্ব করিও না। ১৯

শ্রীবরহরি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্বে গালবচরিতবিষয়ক সপ্তাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[গালবসমীপে গরুড়েন পূর্বদিশো বর্ণনম্]

সুপর্ণ উবাচ।

অনুশিষ্টোঽস্মি দেবেন গালবাজ্ঞাতযোনিনা।
ব্রূহি কামং ত্বং কাং যামি ভদ্রং প্রথমতো দিশম্ ॥ ১
পূর্বাং বা দক্ষিণাং বাপ্যথবা পশ্চিমাং দিশম্।
উত্তরাং বা দ্বিজশ্রেষ্ঠ কুতো গচ্ছামি গালব ॥ ২
যস্যামুদয়তে পূষা সর্বলোকপ্রভাবনঃ।
সবিতা যত্র সন্ধ্যায়াং সাধ্যানাং বর্ততে তপঃ ॥ ৩
যস্যাং পূর্বং মতিং যাতা যয়া ব্যাপ্তমিদং জগৎ।
চক্ষুষী যত্র ধর্মস্য যত্র চৈষ প্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ৪
কৃতং যতো হৃতং হবাং সর্পতে সর্বতোদিশম্।
এতদ্ দ্বারং দ্বিজশ্রেষ্ঠ দিবস্য তথাস্যনঃ ॥ ৫

অত্র পূর্বং প্রসূতা বৈ দাক্ষায়ণ্যঃ প্রজাঃ স্ত্রিয়ঃ।
যস্যাং দিশি প্রসূতাশ্চ কশ্যপস্যাত্মসম্ভবাঃ ॥ ৬
অদোমূলা সুরাণাং শ্রীযত্র শক্রোঽভ্যষিচ্যত।
সুররাজ্যেন বিপ্রর্ষে দেবৈশ্চাত্র তপস্তপ্তম্ ॥ ৭
এতস্মাৎ কারণাদ্ ব্রহ্মন্ পূর্বেত্যেষা দিগুচ্যতে।
যস্মাৎ পূর্বতরে কালে পূর্বমেবাবৃতা সুরৈঃ ॥ ৮
অত এব চ সর্বেষাং পূর্বামাশাং প্রচক্ষতে।
পূর্বং সর্বাণি কার্যাণি দৈবানি সুখমীপ্সতা ॥ ৯
অত্র বেদান্ ভৃগৌ পূর্বং ভগবাল্লোকভাবনঃ।
অত্রৈবোক্তা সবিত্রাস্যাং সাবিত্রী ব্রহ্মবাদিনা ॥ ১০

অষ্টাধিকশততম অধ্যায়।

[গরুড়কর্তৃক গালবের নিকট পূর্বদিকের বর্ণনা।]

সুপর্ণ (গরুড়) বলিলেন,—গালব! অমিতদেব ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু আমাকে আদেশ করিয়াছেন যে, আমি তোমার সহায়তা করি। অতএব তুমি নিজ ইচ্ছানুসারে বল—আমি প্রথমে কোন্ দিকে গমন করিব? ১

দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব! তুমি বল, আমি পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর বা দক্ষিণ কোন্ দিকে (তোমাকে লইয়া) গমন করিব? ২

বিপ্রবর! যেদিকে সমস্ত জগৎকে উৎপন্ন ও প্রভাবিতকারী ভগবান্ সূর্যদেব প্রথম উদিত হন, যে দিকে সন্ধ্যার সময় সাধ্যগণ তপস্যা করেন, যে দিকে (গায়ত্রীরূপ দ্বারা) প্রথমে এই বুদ্ধি উৎপন্ন হয়, যাহাদ্বারা সম্পূর্ণ জগৎ পরিব্যাপ্ত, ধর্মের দুইটি নেত্র-স্বরূপ চন্দ্র ও সূর্য প্রথমে যে দিকে উদিত হন এবং (প্রায়শঃ পূর্বমুখ হইয়া ধর্মানুষ্ঠান করা হয় বলিয়া) যেদিকে ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন ও যে দিকে গমন করিলে পর আহুতি সম্পূর্ণ অন্য দিকসমূহেও বিস্তৃত হইয়া থাকে, এই সেই পূর্ব দিক্; ইহা দিন ও সূর্যমার্গের দ্বারস্বরূপ। ৩-৫

এইদিকে প্রজাপতি দক্ষের আদিত সুন্দরী কন্যাগণ সর্বপ্রথমে প্রজাবর্গকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন এবং এই দিকেই প্রজাপতি কশ্যপের আত্মজ সন্তানগণ বর্ধিত হইয়াছিলেন। ৬

ব্রহ্মর্ষে! দেবতাগণের লক্ষ্মীর মূলস্থান হইল এই পূর্ব দিক্। এই দিকে ইন্দ্রকে দেবরাজ্যে অভিষিক্ত করা হইয়াছিল এবং এই দিকেই দেবতারা তপস্যা করিয়াছিলেন। ৭

ব্রহ্মন্! এই সব কারণেই এই দিক্‌কে "পূর্ব" দিক্ বলা হয়; কারণ, বহু পূর্বকালে প্রথমে এই দিক্ দেবগণকর্তৃক আবৃত ছিল, অতএব ইহাকে সকলদিকের আদি দিক্ বলা হয়। সুখ লাভ করিতে ইচ্ছুক ব্যক্তিমাত্রেরই দেবসম্বন্ধী সমস্ত কার্য প্রথমে এই দিকেই করা কর্তব্য। ৮-৯

লোকস্রষ্টা ভগবান্ ব্রহ্মা প্রথমে এই দিকেই বেদসমূহ গান

অত্র দত্তানি সূর্যেণ যজ্ঞার্থি দ্বিজসত্তম
অত্র লব্ধবরঃ সোমঃ সুরৈঃ ক্রতুষু পীয়তে ॥ ১১
অত্র তৃপ্তা হুতবহাঃ স্বাং যোনিমুপভুঞ্জতে।
অত্র পাতালমাশ্রিত্য বরুণঃ শ্রিয়মাপ চ ॥ ১২
অত্র পূর্বং বসিষ্ঠস্য পৌরাণস্য দ্বিজর্ষভ।
সৃতিশ্চৈব প্রতিষ্ঠা চ নিধনঞ্চ প্রকাশতে ॥ ১৩
ওঙ্কারস্যাত্র জায়ন্তে স্বরতো দশতীদৃশ।
পিবন্তি মুনয়ো যত্র হবির্ধূমং স্ম ধরপাঃ ॥ ১৪
প্রোক্ষিতা যত্র যজ্ঞবো বরাহাদ্যা মৃগা বনে।
শক্রেণ যজ্ঞভাগার্থে দৈবতেষু প্রকল্পিতাঃ ॥ ১৫

অত্রাহিতাঃ কৃতঘ্নাশ্চ মানুষাশ্চাসুরাশ্চ যে।
উদয়ংস্তান্ হি সর্বান্ বৈ ক্রোধাদ্ধস্তি বিভাবসুঃ ॥ ১৬
এতদ্ দ্বারং ত্রিলোকস্য স্বর্গস্য চ সুখস্য চ।
এষ পূর্বো দিশাং ভাগো বিশাবোঽত্র যদীচ্ছসি ॥ ১৭
প্রিয়ং কার্যং হি মে তস্য যস্যাস্মি বচনে স্থিতঃ।
ব্রূহি গালব যাস্যামি শৃণু চাপ্যপরাং দিশম্ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্‌যানপর্বণি গালবচরিতে
অষ্টাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৮

করিয়াছিলেন এবং সবিতাদেব ব্রহ্মবাদী মুনিগণকে এই দিকেই সাবিত্রী মন্ত্রের উপদেশ করিয়াছিলেন ॥ ১০

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই দিকেই সূর্যদেব মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে শুক্ল-যজুর্বেদের মন্ত্রসমূহ প্রদান করিয়াছিলেন। এই দিকে দেবগণ নানাবিধ যজ্ঞে সেই সোমরস পান করেন, যাহা তাঁহারা বরস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ॥ ১১

এই দিকে যজ্ঞদ্বারা পরিতৃপ্ত অগ্নিগণ নিজ যোনিস্বরূপ জলকে উপভোগ করেন। এই দিকে বরুণদেব পাতালের আশ্রয় লইয়া লক্ষ্মীকে লাভ করিয়াছিলেন ॥

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই দিকে পুরাতন মহর্ষি বসিষ্ঠের আবির্ভাব হইয়াছিল। এই দিকেই তিনি প্রতিষ্ঠা (সম্মানিগণমধ্যে স্থান) লাভ করিয়াছেন এবং এই দিকেই তাঁহাকে নিমির অভিশাপে দেহত্যাগ করিতে হইয়াছিল ॥ ১৩

এই দিকে প্রণব অর্থাৎ বেদের সকল শাখাসমূহ প্রকটিত হয় এবং এইদিকেই ধূমপায়ী মহর্ষিগণ হবিষের ধূমপান করিতেন ॥ ১৪

এই দিকে দেবরাজ যজ্ঞভাগের সিদ্ধির জন্য বনে বরাহাদি হিংস্র পশুদিগকে প্রোক্ষিত করিয়া দেবগণকে সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥ ১৫

এই দিকে উদিত হইয়া ভগবান্ সূর্যদেব যাহারা অপরের অহিত করে, যে সকল মনুষ্য কৃতঘ্ন এবং যাহারা দেবগণের বিরোধী, তাহাদের সকলকে ক্রোধপূর্বক বিনষ্ট করেন (তাহাদের আয়ু ক্ষীণ করিয়া দেন) ॥ ১৬

গালব! এই পূর্বদিক্ ভাগ ত্রিলোক, স্বর্গ ও সুখেরও দ্বার-স্বরূপ। তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে আমরা প্রথমে এই দিকেই প্রবেশ করি ॥ ১৭

আমি যাঁহার আজ্ঞার অধীন, সেই ভগবান্ বিষ্ণুর প্রিয় কার্য করা আমার অবশ্যই কর্তব্য। অতএব হে গালব! বল আমি কি পূর্ব দিকে গমন করিব কিংবা তুমি অপর কোনদিকের বর্ণনা শ্রবণ করিবে? ১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্বে গালবচরিতবিষয়ক অষ্টাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দক্ষিণদিশো বর্ণনম্]

সুপর্ণ উবাচ।

ইয়ং বিবস্বতা পূর্বং শ্রৌতেন বিধিনা কিল।
গুরবে দক্ষিণা দত্তা দক্ষিণেত্যুচ্যতে চ দিক্ ॥ ১
অত্র লোকত্রয়স্যাসা পিতৃপক্ষঃ প্রতিষ্ঠিতঃ।
অত্রোষ্মপানাং দেবানাং নিবাসঃ শ্রূয়তে দ্বিজ ॥ ২
অত্র বিশ্বে সদা দেবাঃ পিতৃভিঃ সার্ধমাসতে।
ইজ্যমানাঃ স লোকেষু সম্প্রাপ্তাস্তদা ভাগভাম্ ॥ ৩
এতদ্ দ্বিতীয়ং দেবস্য দ্বারমাচক্ষতে দ্বিজ।
ত্রুটিলো লবশশ্চাপি গণ্যতে কালনিশ্চয়ঃ ॥ ৪
অত্র দেবর্ষয়ো নিত্যং পিতৃলোকর্ষয়স্তথা।
তথা রাজর্ষয়ঃ সর্বে নিবসন্তি গতব্যথাঃ ॥ ৫
অত্র ধর্মশ্চ সত্যঞ্চ কর্ম চাত্র নিগদ্যতে।
গতিরেষা দ্বিজশ্রেষ্ঠ কর্মণামবসায়িনাম্ ॥ ৬
এষা দিক্ সা দ্বিজশ্রেষ্ঠ যাং সর্বঃ প্রতিপদ্যতে।
মৃতো জনবশেনেহ সুখং তেন ন গম্যতে ॥ ৭
নৈর্ঋতানাং সহস্রাণি বহূন্যত্র দ্বিজর্ষভ।
সৃষ্টানি প্রতিকূলানি দ্রষ্টব্যান্যকৃতাত্মভিঃ ॥ ৮
অত্র মন্দরকুঞ্জেষু সিদ্ধবিদ্যাধরেষু চ।
গায়ন্তি গাথা গন্ধর্বাশ্চিত্রবুদ্ধিহরা দ্বিজ ॥ ৯
অত্র সামানি গাথাভিঃ শ্রুত্বা গীতানি বৈরতঃ।
গতদারো গতামাত্যো গতবাদ্ধবো বনং গতঃ ॥ ১০

নবাধিকশততম অধ্যায়।

[দক্ষিণ দিকের বর্ণনা।]

গরুড় বলিলেন,—গালব! এ কথা প্রসিদ্ধ আছে যে, পূর্বকালে ভগবান্ সূর্যদেব যেখানে বিধি অনুসারে যজ্ঞ করত আচার্য কশ্যপকে দক্ষিণাস্বরূপে এই দিক্ দান করিয়াছিলেন, সেই হেতু এই দিকের নাম 'দক্ষিণ' দিক্ হইয়াছে। ১

ব্রহ্মন্! ত্রিলোকের পিতৃগণ এই দিকেই প্রতিষ্ঠিত আছেন এবং 'উষ্মপ' নামক দেবগণ এই দিকেই বাস করেন—ইহা শুনা যায়। ২

পিতৃগণের সহিত বিশ্বে-দেবগণ সদা দক্ষিণ দিকেই বাস করেন। ইহারা সকলে সমস্ত লোকে পূজিত হইয়া শ্রাদ্ধে পিতৃগণের সমান ভাগ প্রাপ্ত হন। ৩

হে ব্রহ্মন্! পণ্ডিতগণ এই দক্ষিণ দিককে ধর্ম দেবতার দ্বিতীয় দ্বাররূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এই দিকেই চিত্রগুপ্ত প্রভৃতি 'ত্রুটি' ও 'লব' আদি সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম কালাংশের উপর দৃষ্টি রাখিয়া প্রাণিদিগের আয়ু নিশ্চিতরূপে গণনা করিয়া থাকেন। ৪

দেবর্ষিগণ, পিতৃলোকনিবাসী ঋষিগণ ও সমস্ত রাজর্ষিবৃন্দ দুঃখ-শূন্য হইয়া সদা এই দিকেই বাস করেন। ৫

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই দিকেই (অবস্থান করত চিত্রগুপ্ত প্রভৃতির দ্বারা ধর্মরাজের নিকট প্রাণিদিগের) ধর্ম, সত্য ও সাধারণ কর্ম সমূহ নিবেদিত হয়। মৃত প্রাণী ও তাহার কর্ম এই দিক্‌কেই আশ্রয় করে। ৬

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই সেই দিক্, যে দিকে মৃত্যুর পর সকল প্রাণীকেই যাইতে হইবে। এই দিক সদা অজ্ঞানান্ধকারে আবৃত থাকে, সেইজন্য সুখের সহিত এই দিকে গমন করা যায় না। ৭

দ্বিজোত্তম! এই এই দিকে ঘোরতরদর্শন ও ক্রূর আচরণপরায়ণ সহস্র সহস্র রাক্ষস সৃষ্ট হইয়াছে, যাহাদের দর্শন অশুদ্ধচিত্ত ব্যক্তিগণের পক্ষে দুষ্কর। ৮

ব্রহ্মন্! এইদিকে গন্ধর্বগণ মন্দরপর্বতের কুঞ্জমধ্যে ও ব্রহ্মর্ষিগণের আশ্রমমধ্যে মন এবং বুদ্ধিকে আকর্ষণকারী বহু গাথা গান করেন। ৯

পূর্বকালে এইদিকে রাজা বৈরত গাথারূপে সামগান শুনিতে শুনিতে নিজ স্ত্রী, মন্ত্রী ও বান্ধব হইতে বিযুক্ত হইয়া বনে গমন করিয়াছিলেন। ১০

---

* এক সময় রাজা বৈরত নিজ কন্যা রেবতীর বিবাহের জন্য বর অনুসন্ধান করিতে করিতে ব্রহ্মার নিকট গমন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে প্রত্যাবর্তন করিবার সময় তিনি মন্দরাচলের পুণ্য প্রদেশে গন্ধর্বগণের সামগান শুনিলেন এবং কিছুক্ষণ অবস্থান করিলেন। সেখানকার কিছুকালই মনুষ্যলোকের দীর্ঘকালতুল্য হয়। রাজা যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখন সত্যযুগ ও ত্রেতাযুগ গত হইয়া দ্বাপরযুগের অধিকভাগ উপনীত হইয়াছে। মন্ত্রী ও পরিবারের সকল লোকই মৃত্যুকবলিত। তখন তাঁহার রাজধানী কুশস্থলীতে দ্বিবা দ্বারকাপুরী স্থাপিত হইয়াছে। রাজা বৈরত নিজ কন্যা রেবতীর সহিত বলরামের বিবাহ দিয়া তপস্যার জন্য বনে গমন করিয়াছিলেন।

অত্র সাবর্ণিনা চৈব ঋক্ষেণোত্তানুজেন চ।
মর্য্যাদা স্থাপিতা ব্রহ্মন্ যাং সূর্য্যো নাতিবর্ত্ততে ॥১১
অত্র রাক্ষসরাজেন পৌলস্ত্যেন মহাত্মনা।
রাবণেন তপস্তীব্রং সুরেভ্যোঽমরতা বৃতা ॥ ১২
অত্র বৃত্তেন বৃত্রোঽপি শক্র শক্রত্বমীয়িবান্।
অত্র সর্ব্বাসবঃ প্রাপ্তাঃ পুনর্গচ্ছন্তি পঞ্চধা ॥ ১৩
অত্র দুষ্কৃতকর্ম্মাণো নরাঃ পচ্যন্তি গালব।
অত্র বৈতরণী নাম নদী বিতরণৈর্দুতা ॥ ১৪
অত্র গত্বা সুখস্যান্তং দুঃখস্যান্তং প্রপদ্যতে।
অত্রাবৃত্তো দিনকরঃ সুখসং কুরুতে পথঃ ॥ ১৫
কাষ্ঠাং চাসাদ্য বাশিষ্ঠীং তির্য্যগুৎক্রমতে পুনঃ।
অত্রাস্তং গালব পুরা ক্ষুধার্তঃ পরিচিক্ষিপ ॥ ১৬
লঙ্ঘমানৌ ত্বয়া যৌ বৈ বৃহন্তৌ খগ-বল্লভৌ।

অত্র চক্রধনুর্নাম সূর্য্যাক্ষাতো মহামুনিঃ ॥ ১৭
বিদুর্ধং কপিলং দেবং যেনার্তাঃ সগরাত্মজাঃ।
অত্র সিদ্ধাঃ শিবা নাম ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ॥ ১৮
অধীত্য সকলান্ বেদাংস্ত্রেভিরে মোক্ষমক্ষয়ম্।
অত্র ভোগবতী নাম পুরী বাসুকিপালিতা ॥ ১৯
তক্ষকেণ চ নাগেন তথৈবৈরাবতেন চ।
অত্র নির্ব্বাণকালেঽপি তমঃ সম্প্রাপ্যতে মহৎ ॥ ২০
অভেদ্যং ভাস্করেণাপি স্বয়ং বা কৃষ্ণবর্ত্মনা।
এষ তস্যাপি তে মার্গঃ পরিচর্য্যাং গালব।
ব্রূহি মে যদি গন্তব্যং প্রতীচীং শৃণু চাপরাম্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্ব্বণি ভগবদ্যানপর্ব্বণি গালবচরিতে
নবাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৯

ব্রহ্মন্! এইদিকে সপ্তর্ষি মণ্ডল হইতে উত্তরদিকস্থ সূর্য্যের গতির মর্য্যাদা (সীমা) স্থাপিত হইয়াছিল, যাহা সূর্য্যদেব কখনও উল্লঙ্ঘন করেন না। ১১

পুলস্ত্যবংশোৎপন্ন মহাত্মা রাক্ষসরাজ রাবণ এই দিকেই তপস্যা করিয়া দেবগণের নিকট হইতে অমরতার বর লাভ করিয়াছিলেন। ১২

এইদিকেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ঘটনাদ্বারা বৃত্রাসুর শ্রেষ্ঠত্ব ইন্দ্রের সমত্ব হইয়াছিল। দক্ষিণ দিকেই অগ্নিহোত্র সকল যাইয়া স্বর্গে পুনরায় (প্রাণ, অপান, সমান উদান ও ব্যান—এই) পঞ্চভাগে বিভক্ত হইয়া যায় (অর্থাৎ প্রাণী নূতন দেহ ধারণ করে)। ১৩

গালব! এই দিকেই পাপাচরণকারী নরগণ নরকাগ্নিতে পাক হইতে থাকে। এই দক্ষিণ দিকেই সেই বৈতরণী নদী আছে, যে বৈতরণী নরকের অধিকারী পাপিগণের দ্বারা পরিখাত। ১৪

মনুষ্য এই দিকেই যাইয়া সুখ ও দুঃখের অন্তকে পাইয়া থাকে। এই দক্ষিণ দিকে প্রত্যাবৃত্ত হইলে (অর্থাৎ উত্তরায়ণের অভিমুখভাগে আসিয়া দক্ষিণায়নের প্রারম্ভে যখন বর্ষা ঋতু অবস্থান করে, তখন) সূর্য্যদেব সুস্বাদু জলের বর্ষণ করেন। ১৫

পুনরায় বশিষ্ঠমুনিসেবিত উত্তরদিকে যাইয়া (অর্থাৎ উত্তরায়ণের প্রারম্ভে যখন শীত ঋতু থাকে, তখন) তিনি হিম বর্ষণ করেন। গালব! পূর্ব্বকালের একটি ঘটনা—আমি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়া চিৎকার করিলাম, সেই সময় এই দিকেই দুই বিশাল প্রাণী গরুড় ও কচ্ছপকে পরস্পর যুদ্ধরত অবস্থায় আমি লাভ করিয়াছিলাম। ১৬

ক্ষুধাতুলা তেজস্বী মহর্ষি কর্দ্দম হইতে উৎপন্ন "চক্ষুষ" নামক মহর্ষি এই দিকের নাম করেন, যাঁহাকে সকল লোকেই "কপিলদেব" বলিয়া জানে। ইনিই সগরপুত্রগণকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। ১৭

এইদিকে 'শিব' নামে প্রসিদ্ধ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ বাস করেন, যাঁহারা সকলেই বেদে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহারা সকলে সমগ্র বেদকে অধ্যয়ন করত (তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা) অক্ষয় মোক্ষপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১৮

এই দক্ষিণ দিকেই সর্পরাজ বাসুকি কর্ত্তৃক পালিত এবং তক্ষক ও ঐরাবত নাগদ্বারা সুরক্ষিত ভোগবতী নামক নগরী বিদ্যমান। ১৯

সূর্য্যের পথ এই দক্ষিণ দিকে গমনকারী প্রাণিগণকে এরূপ ভয়ঙ্কর অন্ধকারের সম্মুখীন হইতে হয়; যাহা সাক্ষাৎ অগ্নি ও সূর্য্যদেব কর্ত্তৃকও অভেদ্য। ২০

গালব! তুমি আমার দ্বারা পরিচর্য্যা প্রাপ্ত হইবার (আমার সেবা গ্রহণ করিবার) যোগ্য, সেইজন্য তোমাকে এই দক্ষিণ মার্গ সম্বন্ধে সব কিছু বলিলাম; যদি এইদিকে যাইতে হয়, তবে আমাকে বল অথবা পশ্চিমদিকের বর্ণনা শ্রবণ কর। ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্ব্বে গালবচরিতবিষয়ক নবাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পশ্চিম-দিশো বর্ণনম্।]

সুপর্ণ উবাচ।

ইয়ং দিগ্ দয়িতা রাজ্ঞো বরুণস্য তু গোপতেঃ।
সদা সলিলরাজস্য প্রতিষ্ঠা চাদিরেব চ ॥ ১

অত্র পশ্চাদয়ং সূর্য্যো বিসর্জয়তি গাঃ স্বয়ম্।
পশ্চিমেত্যভিবিখ্যাতা দিগিয়ং দ্বিজসত্তম ॥ ২

যাদসামত্র রাজ্ঞোন সলিলস্য চ গুপ্তয়ে।
কশ্যপো ভগবান্ দেবো বরুণং স্বাভ্যষেচয়ৎ ॥ ৩

অত্র পীত্বা সমস্তান্ বৈ বরুণস্য রসাংস্তু ষট্।
জায়তে তরুণঃ সোমঃ শুক্লস্যাদৌ তমিস্রহা ॥ ৪

অত্র পশ্চাৎ কৃতা দৈত্যা বাগ্ভির্না সংগতাস্তদা।
নিঃশ্বসন্তো মহাবাতৈরদিতাঃ সুষুপুর্দ্বিজ ॥ ৫

অত্র সূর্য্যং প্রবিশন্তং প্রতিগৃহ্ণাতি পর্ব্বতঃ।
অস্তো নাম যতঃ সন্ধ্যা পশ্চিমা প্রতিসর্পতি ॥ ৬

অতো রাত্রিশ্চ নিদ্রা চ নির্গতা দিবসক্ষয়ে।
জায়তে জীবলোকস্য হর্ত্তুর্মথমিবাসুখঃ ॥ ৭

অত্র দেবীং দিতিং সুপ্তামাত্মপ্রসবধারিণীম্।
বিগর্ভামকরোচ্ছক্রো যত্র জাতো মরুদ্গণঃ ॥ ৮

অত্র মূলং হিমবতো বনস্পতি যাতি শাশ্বতম্।
অপি বর্ষসহস্রেণ ন চাস্যান্তোঽধিগম্যতে ॥ ৯

অত্র কাঞ্চনশৈলস্য কাঞ্চনাম্বুকৃতস্য চ।
উদধেস্তীরমাসাদ্য সুরভিঃ ক্ষরতে পয়ঃ ॥ ১০

অত্র মধ্যে সমুদ্রস্য কবন্ধঃ প্রতিদৃশ্যতে।
স্বর্ভানোঃ সূর্য্যকল্পস্য লোক-সূর্য্যৌ জিঘাংসতঃ ॥ ১১

সুবর্ণশিরসোঽপ্যত্র হরিবোহ্নঃ প্রগায়তঃ।
অদৃশ্যস্যাপ্রমেয়স্য শ্রূয়তে বিপুলো ধ্বনিঃ ॥ ১২

দশাধিকশততম অধ্যায়।

[পশ্চিম দিকের বর্ণনা।]

গরুড় বলিলেন,—এই সম্মুখে যে দিক্ দেখা যাইতেছে, ইহা জলাধিপতি দিক্‌পাল রাজা বরুণের সদা প্রিয়। এই দিক্ তাঁহার আশ্রয় ও উৎপত্তি স্থান। ১

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! দিনের পশ্চাতে অর্থাৎ শেষে সূর্য্যদেব স্বয়ং এই দিকেই নিজ কিরণরাজি বিসর্জন করেন, সেইহেতু এই দিক্ 'পশ্চিম' দিক্ নামে বিখ্যাত। ২

পুরাকালে ভগবান্ কশ্যপ যম-বরুণগণের আধিপত্য ও জলের রক্ষা করিবার জন্য এই দিকেই বরুণকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন। ৩

অন্ধকারবিনাশকারী চন্দ্র বরুণের নিকট থাকিয়া ছয় প্রকার সম্পূর্ণ রসসমূহ পান করত শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ্‌তিথিতে এই দিকেই নূতনরূপ ধারণ করিয়া উদিত হন। ৪

মরুদ্! পুরাকালে বায়ুদেব তীব্র তীব্র বেগে এইদিকে ফুৎকার দৈত্যগণকে এরূপ পরাঙ্মুখ, আবদ্ধ ও পীড়িত করিয়াছিলেন যে, তাহাতে দৈত্যরা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ঘরাশায়ী হইয়াছিল। ৫

এই দিকেই অস্তাচল পর্ব্বত আছে, যে পর্ব্বত নিজ প্রীতিপাত্র সূর্য্যদেবকে প্রতিদিন গ্রহণ করে এই দিক্ হইতেই পশ্চিম (সায়ং) সন্ধ্যার প্রসার হয়। ৬

সেইহেতু এই দিক্ হইতে দিনের শেষে প্রাণিজগতের অর্দ্ধ আয়ু হরণ করিবার জন্যই যেন রাত্রি ও নিদ্রা প্রকটিত হয়। ৭

এই দিকে দেবরাজ ইন্দ্র নিদ্রিতা গর্ভবতী দিতিদেবীর (উদরে প্রবেশ করত তাঁহার) গর্ভ উচ্ছেদ করিয়াছিলেন, যাহা হইতে মরুদ্‌গণের উৎপত্তি হইয়াছিল। ৮

এই দিকে হিমালয়ের মূলভাগ সদা মন্থরাচল পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়া উহাকে স্পর্শ করিয়া আছে। সহস্র বর্ষেও উহার অন্ত (শেষ সীমা) পাওয়া যায় না। ৯

এই পশ্চিমদিকে সুবর্ণময় পর্ব্বত মন্থরাচল এবং স্বর্ণময় পদ্মে সুশোভিত ক্ষীরসাগর তীর পর্য্যন্ত রহিয়া সুরভিদেবী তীব্র দুগ্ধ নিঃসৃত করেন। ১০

এই পশ্চিমদিকে সমুদ্রমধ্যে সূর্য্যতুল্য তেজস্বী রাহুর কবন্ধ দেখা যায়। এই রাহুই সূর্য্য ও চন্দ্রকে নিহত করিতে সদা অভিলাষী। ১১

এই দিকেই পিঙ্গলবর্ণ কেশ-সুশোভিত, অপ্রমেয় প্রভাবশালী ও অদৃশ্যমূর্ত্তি মুনিবর সুবর্ণশিরাঃ সামগান করেন। তাঁহার সেই সামগানের বিপুল ধ্বনি এখনও শুনা যায়। ১২

অত্র ধ্বজবতী নাম কুমারী হরিমেধসঃ।
আকাশে তিষ্ঠ তিষ্ঠেতি তত্রৌ সূর্য্যস্য শাসনাৎ ॥ ১৩
অত্র বায়ুস্তথা বহ্নিরাপঃ খং চাপি গালব।
আহ্নিকং চৈব নৈশঞ্চ দুঃখং স্পর্শং বিমুঞ্চতি ॥ ১৪
অতঃপ্রভৃতি সূর্য্যস্য তির্য্যগাবর্ত্ততে গতিঃ।
অত্র জ্যোতীংষি সর্ব্বাণি বিশন্ত্যাদিত্যমণ্ডলম্ ॥ ১৫
অষ্টাবিংশতিরাত্রঞ্চ চঙ্ক্রম্য সহ ভানুনা।
নিষ্পতন্তি পুনঃ সূর্য্যাৎ সোমসংযোগযোগতঃ ॥১৬
অত্র নিত্যং স্রবন্তীনাং প্রভবঃ সাগরোদয়ঃ।
অত্র লোকত্রয়স্যাপস্তিষ্ঠন্তি বরুণালয়ে ॥ ১৭
অত্র পন্নগরাজস্যাপ্যনন্তস্য নিবেশনম্।
অনাদিনিধনস্যাত্র বিষ্ণোঃ স্থানমনুত্তমম্ ॥ ১৮
অত্রানলসখস্যাপি পবনস্য নিবেশনম্।
মহর্ষেঃ কশ্যপস্যাত্র মারীচস্য নিবেশনম্ ॥ ১৯
এষ তে পশ্চিমো মার্গো দিগ্‌দ্বারেণ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ব্রূহি গালব গচ্ছাবো বুদ্ধিঃ কা দ্বিজসত্তম ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্ব্বণি ভগবদ্‌যানপর্ব্বণি গালবচরিতে
দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১০

এই দিকে হরিমেধামুনির কুমারী কন্যা ধ্বজবতী বাস করেন, যিনি সূর্য্যদেবের "দাঁড়াও" "দাঁড়াও" এরূপ আজ্ঞায় আকাশেই অবস্থান করিতেছেন ॥ ১৩

হে গালব! বায়ু, অগ্নি, জল ও আকাশ—ইহারা সকলে এই দিকে রাত্রি ও দিনের দুঃখপ্রদ স্পর্শ পরিত্যাগ করিয়া থাকে (অর্থাৎ এই দিকেই ইহাদের স্পর্শ সুখপ্রদ হয়) ॥ ১৪

এই দিক্ হইতে সূর্য্যদেব তির্য্যক্ গতিতে পরিক্রমা আরম্ভ করেন। এই দিকেই সম্পূর্ণ জ্যোতিষমণ্ডল সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করে ॥ ১৫

অতিবিলম্বে অষ্টাবিংশতি (২৮) নক্ষত্রে প্রত্যেক অষ্টাবিংশতি দিবস সূর্য্যের সহিত বিচরণ করিতে করিতে অমাবস্যায় পর পুনরায় সূর্য্যমণ্ডল হইতে পৃথক্ হইয়া যায় ॥ ১৬

এই পশ্চিমদিক্ হইতেই এতাদৃশ অধিকাংশ নদীই উদ্ভূত হইয়াছে, যাহাদের জলে সমুদ্র পূর্ণ হয়। এইদিকে বরুণালয়ে ত্রিভুবনের উপযোগী জলরাশি সঞ্চিত আছে ॥ ১৭

এইদিকে নাগরাজ অনন্তের বাস ভবন আছে এবং এইদিকে অনাদি-নিধন ভগবান্ বিষ্ণুরও সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্থান আছে ॥ ১৮

এইদিকে অগ্নিদেবের সখা বায়ুদেবের নিবাসস্থান আছে এবং মরীচিনন্দন মহর্ষি কশ্যপের আশ্রমও এই দিকে আছে ॥ ১৯

দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব! এইরূপে আমি তোমাকে সংক্ষেপে দিক্‌সমূহের দ্বারস্বরূপ পশ্চিম মার্গের কথা বলিলাম। এখন বল, তোমার মতি কি? আমরা কোন্‌দিকে যাইব? ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্ব্বে গালবচরিতবিষয়ক দশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

[উত্তর-দিশো বর্ণনম্।]

সুপর্ণ উবাচ।

যস্মাদ্‌যস্তার্য্যতে পাপাদ্ তস্মাদ্‌দ্বিজশ্রেষ্ঠ উচ্যতে।
অস্মাদ্‌যস্তারণবলাদুত্তরেত্যুচ্যতে দ্বিজ ॥ ১

উত্তরস্য হিরণ্যস্য পরিবাপশ্চ গালব।
মার্গঃ পশ্চিম-পূর্ব্বাভ্যাং দিগ্‌ভ্যাং বৈ মধ্যমঃ স্মৃতঃ ॥২

একাদশাধিকশততম অধ্যায়।

[উত্তরদিকের বর্ণনা।]

গরুড় বলিলেন,—ব্রাহ্মণ! এই পথে যাইলে মানব পাপ হইতে উত্তারিত হয় অর্থাৎ উদ্ধার হইয়া যায় এবং সে কল্যাণময়ত্বরূপ সুখ উপভোগ করে, অতএব এই উত্তারণ বল হইতে অর্থাৎ সংসার-সাগর হইতে উদ্ধার করাইবার সামর্থ্যবশতঃ এই দিকের নাম হইল উত্তর দিক্ ॥১

গালব! এই উত্তর দিক্ উৎকৃষ্ট সুবর্ণাদি নিধিসমূহের অধিষ্ঠান। (সেইজন্যও ইহাকে উত্তর দিক্ বলা হয়) এই উত্তর মার্গকে পশ্চিম ও পূর্ব্ব এই উভয় দিকের মধ্যবর্ত্তী বলা হইয়াছে ॥২

অস্যাং দিশি বরিষ্ঠায়ামুদ্বায়াং দ্বিজসত্তম।
নাসৌম্যো নাবিধেয়াত্মা নাদর্শো বসতে জনঃ ॥ ৩
অত্র নারায়ণঃ কৃষ্ণো জিষ্ণুশ্চৈব নরোত্তমঃ।
বদর্য্যামাশ্রমপদে তথা ব্রহ্মা চ শাশ্বতঃ ॥ ৪
অত্র বৈ হিমবৎপৃষ্ঠে নিত্যমাস্তে মহেশ্বরঃ।
প্রকৃত্যা পুরুষঃ সার্ধং যুগান্তাগ্নিসমপ্রভঃ ॥ ৫
ন স দৃষ্টো মুনিগণৈস্তথা দেবৈঃ সবাসবৈঃ।
গন্ধর্ব-যক্ষ-সিদ্ধৈর্বা নর-নারায়ণাদৃতে ॥ ৬
অত্র বিষ্ণুঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রচরণোঽব্যয়ঃ।
সহস্রশিরসঃ শ্রীমানেকঃ পশ্যতি মায়য়া ॥ ৭
অত্র রাজ্যেন বিপ্রাণাং চন্দ্রমাশ্চাভিষিচ্যতে।
অত্র গঙ্গাং মহাদেবঃ পতন্তীং গগনাচ্চ্যুতাম্ ॥ ৮
প্রতিগৃহ্য দদৌ লোকে মানুষে ব্রহ্মবিত্তম।
অত্র দেব্যা তপস্তপ্তং মহেশ্বরপরীপ্সয়া ॥ ৯
অত্র কামশ্চ রোষশ্চ শৈলস্থেমা চ সম্ভূতঃ।
অত্র রাক্ষস-যক্ষাণাং গন্ধর্বাণাঞ্চ গালব ॥ ১০
আধিপত্যেন কৈলাসে ধনদোঽপাভিষেচিতঃ।
অত্র চৈত্ররথং রম্যমত্র বৈখানসাশ্রমঃ ॥ ১১
অত্র মন্দাকিনী চৈব মন্দরশ্চ দ্বিজসত্তম।
অত্র সৌগন্ধিকবনং যৈর্ন্ত তৈরভিরক্ষ্যতে ॥ ১২
শাদ্বলং কদলীস্কন্ধমত্র সন্তানকা নগাঃ।
অত্র সংযমনিত্যানাং সিদ্ধানাং যৈরচারিণাম্ ॥ ১৩
বিমানান্যনুরূপাণি কামভোগানি গালব।
অত্র তে ঋষয়ঃ সপ্ত দেবী চারুন্ধতী তথা ॥ ১৪
অত্র তিষ্ঠতি বৈ স্বাতিরত্রসো উদয়ঃ স্মৃতঃ।
অত্র যজ্ঞং সমাসাদ্য প্রথমং স্তুতা পিতামহঃ ॥ ১৫
জ্যোতীংষি চন্দ্র-সূর্যৌ চ পরিবর্তন্তি নিত্যশঃ।
অত্র গঙ্গাহ্রদাভ্যাশে বসন্তি দ্বিজসত্তম ॥ ১৬

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই সৌরবশালিনী দিকে এরূপ কোন মানুষ বাস করে না, যাহার স্বভাব সৌম্য নয়, যে নিজের মনকে বশীভূত করে নাই এবং যে সংযম পালন করে নাই। ৩

এইদিকে বদরিকাশ্রমতীর্থ বিদ্যমান আছে, সেখানে সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীনারায়ণ, বিজয়শীল নর ও সনাতন ব্রহ্মা বিরাজিত আছেন। ৪

এই উত্তর দিকে হিমালয়ের শিখরে প্রলয়কালীন অগ্নিতুল্য তেজস্বী অন্তর্যামী ভগবান্ মহেশ্বর ভগবতী উমার সহিত নিত্য নিবাস করেন। ৫

এই ভগবান্ মহেশ্বরকে নর ও নারায়ণ ব্যতীত আর কেহই দর্শন করিতে পান না। সমস্ত মুনিগণ, গন্ধর্ব, যক্ষ, সিদ্ধ বা দেবকুলের সহিত ইন্দ্রও তাঁহার দর্শন পান না। ৬

এখানে একমাত্র সহস্র নয়ন, সহস্র মস্তক ও সহস্র চরণবিশিষ্ট অবিনাশী শ্রীমান্ বিষ্ণুই সেই মায়াধিষ্ঠিত মহেশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করেন। ৭

এই উত্তর-দিকেই চন্দ্রের দ্বিজরাজপদে অভিষেক হইয়াছিল। ব্রহ্মজগণশ্রেষ্ঠ গালব! এখানে আকাশ হইতে পতিতা গঙ্গা-দেবীকে মহাদেব নিজ মস্তকে ধারণ করিয়া মনুষ্যলোকে ত্যাগ করিয়াছিলেন।

এখানে পার্বতীদেবী ভগবান্ মহেশ্বরকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য তপস্যা করিয়াছিলেন এবং এই দিকেই মহাদেবকে কামমোহিত করিবার ইচ্ছা করিয়া কামদেব প্রকটিত হইয়াছিলেন। অনন্তর মহাদেব কামদেবের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিয়াছিলেন। সেই সময় গিরিরাজ হিমালয় ও উমাদেবীও এখানে উপস্থিত ছিলেন (এইভাবে ইহারা একসময়ে একত্রে সমবেত হইয়াছিলেন)।

গালব! এইদিকে কৈলাসপর্বতে রাক্ষস, যক্ষ ও গন্ধর্বগণের উপর আধিপত্য করিবার জন্য ধনদাতা কুবেরের অভিষেক হইয়াছিল। এই উত্তরদিকেই রমণীয় চৈত্ররথ বন আছে এবং বৈখানস ঋষিগণের আশ্রমও আছে। ৮-১১

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এইদিকে মন্দাকিনী নদী ও মন্দরাচল বিদ্যমান আছে। এইদিকেই রাক্ষসগণ সৌগন্ধিক বনকে রক্ষা করিয়া থাকে। ১২

এখানে হরিদ্বর্ণ ঘাসে পরিপূর্ণ কদলীবন আছে এবং এখানেই কল্পবৃক্ষ সুশোভিত আছে। গালব! এই দিকেই সদা সংযম-নিয়মপালনকারী যজ্ঞবিহারী সিদ্ধগণের ইচ্ছানুসারে ভোগ্য বস্তুসমূহে পরিপূর্ণ মনোমত বহু বিমানও আছে। এইদিকে অরুন্ধতী দেবী ও প্রসিদ্ধ সপ্তর্ষিগণ প্রকাশিত আছেন। ১৩-১৪

এই দিকেই স্বাতী নক্ষত্রের নিবাস স্থান আছে এবং তাহার উদয়ও এই দিকেই হয়। এই দিকে পিতামহ ব্রহ্মা যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া নিয়মিতভাবে বাস করেন। ১৫

নক্ষত্রসমূহ, চন্দ্র ও সূর্য সর্বদা এই দিকেই পরিভ্রমণ করে। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এইদিকে 'ধাম' নামে প্রসিদ্ধ সত্যবাদী মহাত্মা মুনিগণ শ্রীগঙ্গামহাদ্বার রক্ষা করেন। উঁহাদের মূর্তি, আকৃতি

ধামা নাম মহাত্মানো মুনয়ঃ সত্যবাদিনঃ।
ন তেষাং জায়তে মূর্তির্নাকৃতির্ন তপস্বিতম্ ॥ ১৭
পরিবর্তসহস্রাণি কামভোজ্যানি গালব।
যথা যথা প্রবিশতি তস্মাৎ পরতরং নরঃ ॥ ১৮
তথা তথা দ্বিজশ্রেষ্ঠ প্রবিলীয়তি গালব।
নৈতৎ কেনচিদন্তেন গতপূর্বং দ্বিজর্ষভ ॥ ১৯
যত্তে নারায়ণং দেবং নরং বা জিষ্ণুমব্যয়ম্।
অত্র কৈলাসমিত্যুক্তং স্থানমৈলবিলস্য তৎ ॥ ২০
অত্র বিদ্যুৎপ্রভা নাম জজ্ঞিরেঽপ্সরসো দশ।
অত্র বিষ্ণুপদং নাম ক্রমতা বিষ্ণুনা কৃতম্ ॥ ২১
ত্রিলোকবিক্রমে ব্রহ্মন্ ভুবাং দিশমাশ্রিতম্।
অত্র রাজা মরুত্তেন যজ্ঞেনেষ্টং দ্বিজোত্তম ॥ ২২
উশীরবীজে বিপ্রর্ষে যত্র তাপ্যন্দঃ সরঃ।
জীমূতস্যাত্র বিপ্রর্ষেরুপতিষ্ঠে মহাত্মনঃ ॥ ২৩
সাক্ষাদ্ধৈমবতঃ পুণ্যো বিমলঃ কনকাকরঃ।
ব্রাহ্মণেষু চ যৎ কৃৎস্নং স্বয়ং কৃত্বা ধনং মহৎ ॥ ২৪
বব্রে ধনং মহর্ষিঃ স জৈমূতং তদ্ ধনং ততঃ।
অত্র নিত্যং দিশাপালাঃ সায়ম্প্রাতর্দ্বিজর্ষভ ॥ ২৫
কস্য কার্যং কিমিতি বৈ পরিক্রোশন্তি গালব।
এবমেষা দ্বিজশ্রেষ্ঠ গুণৈরন্যৈর্দিগুত্তরা ॥ ২৬
উত্তরেতি পরিখ্যাতা সর্বকর্মসু চোত্তরা।
এতা বিস্তরশস্তাত তব সঙ্কীর্তিতা দিশঃ ॥
চতস্রঃ ক্রমযোগেন কামাশাঃ গন্তুমিচ্ছসি ॥২৭
উত্তরোঽয়ং দ্বিজশ্রেষ্ঠ তব দর্শয়িতুং দিশঃ।
পৃথিব্যাং চাধিলাং ব্রহ্মংস্তস্মাদারোহ নাং দ্বিজ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি তপঃপ্রভাবপর্বণি গালবচরিতে
একাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১১

ও লক্ষিত তপস্যার পরিমাণ কেহই জানিতে সমর্থ নহে। গালব! ইহারা সহস্র যুগান্তকাল পর্যন্ত আয়ু ইচ্ছানুসারে ভোগ করেন।

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! মানুষ যত যত গন্ধমাদনের দিকে অগ্রে গমন করিতে থাকে, সে তত তত সেখানকার হিমরাশি মধ্যে লীন হইতে থাকে। দ্বিজোত্তম গালব! সাক্ষাৎ ভগবান্ নারায়ণ ও বিজয়শীল অবিনাশী মহাত্মা নর ব্যতীত অন্য কোন মনুষ্য পূর্বে কখনও গন্ধমাদনের দিকে অগ্রে যাইতে পারে নাই। এই দিকেই কৈলাস পর্বত আছে, যাহা কুবেরের স্থান বলিয়া কথিত হইয়াছে। ১৯-২০

এইদিকে বিদ্যুৎপ্রভা নামে প্রসিদ্ধ দশ অপ্সরা উৎপন্ন হইয়াছিল। ব্রহ্মন্! ত্রিলোককে নিজ পদদ্বারা পরিমাপ করিবার সময় ভগবান্ শ্রীবিষ্ণু প্রথমে এই দিকেই পদস্থাপন করিয়াছিলেন। উত্তরদিকে শ্রীবিষ্ণুর সেই পদচিহ্ন অদ্যাপি বিরাজমান আছেন। দ্বিজোত্তম! ব্রহ্মর্ষে! এই উত্তর দিকেই যেখানে স্বর্ণময় সরোবর আছে, সেই উশীরবীজ নামক স্থানে রাজা মরুত্ত যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

এইদিকে ব্রহ্মর্ষি মহাত্মা জীমূতের সম্মুখে হিমালয়ের পবিত্র ও নির্মল স্বর্ণনিধি (সোনার খনি) প্রকটিত হইয়াছিল।

সেই সম্পূর্ণ বিশাল সুবর্ণরাশিকে তিনি ব্রাহ্মণগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া প্রদান করত তাহার সদ্ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং তখন তিনি ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে এই বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন যে, এই ধন আমার নামে প্রসিদ্ধ হউক। সেই-হেতু ঐ ধন "জৈমূত" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে।

বিপ্রশ্রেষ্ঠ গালব! এখানে প্রতিদিন প্রাতঃকালে ও সন্ধ্যাকালে সমস্ত দিক্‌পালগণ একত্রিত হইয়া উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করেন,—কাহার কোন কার্য করণীয়?

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই সব কারণে এবং অন্যান্য গুণসমূহের জন্য এই দিক্ সর্বোৎকৃষ্ট ও সমস্ত শুভ কর্মের পক্ষেই উত্তর বলিয়া যত প্রকাশ করা হইয়াছে। এই জন্যই এই দিক্‌কে উত্তর দিক্ বলা হয়।

তাত! এইভাবে আমি ক্রমশঃ তোমার সম্মুখে চারিটি দিকেরই বিস্তৃত সহকারে বর্ণনা করিলাম। বল, কোন দিকে গমন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ? ২১-২৭

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি তোমাকে সমগ্র পৃথিবী ও সমস্ত দিক্‌কে দর্শন করাইবার জন্য উদ্যত হইয়াছি, অতএব তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর। ২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্বে গালবচরিত-বিষয়ক একাদশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[গরুড়পৃষ্ঠে উপবিষ্ট পূর্ব্বদিশো গচ্ছতস্তস্য গতিবেগেন গালবস্যোদ্বেগঃ।]

গালব উবাচ।

গরুত্মন্ ভুজগেন্দ্রারে সুপর্ণ বিনতাসুত।
নয় মাং তার্ক্ষ্য পূর্ব্বেণ যত্র ধর্ম্মস্য চক্ষুষী ॥ ১
পূর্ব্বমেতাং দিশং গচ্ছ যা পূর্বং পরিকীর্ত্তিতা।
দেবতানাং হি সান্নিধ্যমত্র কীর্ত্তিতবানসি ॥ ২
অত্র সত্যঞ্চ ধর্ম্মশ্চ ত্বয়া সম্যক্ প্রকীর্ত্তিতঃ।
ইচ্ছেয়ং তু সমাগন্তুং সর্ব্বৈস্তৈর্দেবতৈরহম্ ॥
তুষ্টশ্চ তান্ সুরান্ দ্রষ্টুমিচ্ছেয়মরুণানুজ ॥ ৩

নারদ উবাচ।

তমাহ বিনতাসূনুরারোহস্বেতি বৈ দ্বিজম্।
আরুরোহাথ স মুনির্গরুড়ং গালবস্তদা ॥ ৪

গালব উবাচ।

ক্রমমাণস্য তে রূপং দৃশ্যতে পন্নগাশন।
ভাস্করস্যেব পূর্বাহ্ণে সহস্রাংশোর্বিবস্বতঃ ॥ ৫
পক্ষবাতপ্রণুন্নানাং বলানামনুপাতিনাম্।
প্রস্থিতানামিব সতাং পশ্চাদ্যাহি গতিং খগ ॥ ৬
সাগরস্য বনাঢ্যাং বৈ সশৈল-বন-কাননাম্।
আকর্ষন্নিব চাভাসি পক্ষবাতেন মেদিনীম্ ॥ ৭
সমীন-নাগ-নক্রঞ্চ বমিবারোপ্যতে জলম্।
বায়ুনা চৈব মহতা পক্ষবাতেন চালিতম্ ॥ ৮
তুলাস্তূপনিভান্ বৃন্দাংস্তথা তিমি-তিমিঙ্গিলান্।
নাগাগ্র-নরবক্ত্রাংশ্চ পশ্যামি প্লবিতানিব ॥ ৯
মহার্ণবস্য চ রবেঃ শ্রোত্রে মে বধিরে কৃতে।
ন শৃণোমি ন পশ্যামি নাত্মনো বেদ্মি কারণম্ ॥ ১০
শনৈঃ স্ম ভগবান্ যাতু রক্ষ্যমাণমনুস্মরন্।
ন দৃশ্যতে রবিস্তাত ন দিশো ন চ খং খগ ॥ ১১

দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়।

[গরুড়ের পৃষ্ঠে উপবেশন করিয়া সূর্য্যদেবকে গমন করিতে করিতে তাহার গতিবেগে গালবের উদ্বেগ

গরুত্মন্! ভুজগরাজশত্রো! সুপর্ণ! বিনতানন্দন! তার্ক্ষ্য! তুমি আমাকে পূর্ব্বদিকে লইয়া চল, যেখানে ধর্ম্মের নেত্রস্বরূপ সূর্য্য ও চন্দ্র প্রকাশিত আছেন। ১

যে দিককে তুমি প্রথমে বর্ণনা করিয়াছ, সেই দিকেই তুমি সর্ব্বাগ্রে গমন কর; কারণ, এই দিকেই তুমি দেবতাদিগের সান্নিধ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছ। ২

এখানে সত্য এবং ধর্ম্মের স্থিতিও তুমি উত্তমরূপে প্রতিপাদন করিয়াছ। অরুণের কনিষ্ঠভ্রাতা গরুড়! আমি সমস্ত দেবতাগণের সহিত মিলিত হইতে এবং পুনরায় তাঁহাদের সকলকে দর্শন করিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ৩

নারদ বলিলেন,—তখন বিনতানন্দন গরুড় বিপ্রবর গালবকে কহিলেন,—তুমি আমার পৃষ্ঠে আরোহণ কর। তারপর গালব তাঁহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। ৪

গালব বলিলেন,—সর্পভোজী গরুড়! পূর্ব্বাহ্ণকালে সহস্রকিরণ সুশোভিত ভুবনভাস্কর সূর্য্যের স্বরূপ যেরূপ দেখা যায়, আকাশে উঠিবার সময় তোমার স্বরূপও সেইরূপই দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ৫

আকাশবিহারী গরুড়! তোমার পক্ষের বায়ুবেগে উৎপাটিত হইয়া এই বৃক্ষসকল পর্ব্বতের পশ্চাতে যাইতে হইয়া আসিতেছে আমি ইহাদেরও এরূপ ভাব দেখিতে পাইতেছি যে, যেন ইহারাও আমাদের সহিত যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। ৬

আকাশচারী গরুড়! তুমি নিজ পক্ষের বেগে উত্থিত বায়ুদ্বারা সমুদ্রের জলরাশি, পর্ব্বত, বন ও কানন সহ সমগ্র পৃথিবীকেই নিজের দিকে আকর্ষণ করিতেছ বলিয়া মনে হইতেছে। ৭

পক্ষকে চালাইবার সময় উত্থিত প্রচণ্ড বায়ুর বেগে মৎস্য, জলহস্তী ও মকরের সহিত সমুদ্রের জলরাশি যেন তোমার দ্বারা আকাশে উত্থাপিত হইতেছে। ৮

যাহাদের আকৃতি ও মুখ সমান, এরূপ মৎস্যগণ, তিমি ও তিমিঙ্গিলগণ এবং তণ্ডী, অশ্ব ও মনুষ্যগণের ন্যায় মুখবিশিষ্ট জল-জন্তুদিগকে আমি উত্থিত হওয়ার ন্যায় দেখিতেছি। ৯

মহাসাগরের এই ভীষণ গর্জ্জনে আমার কর্ণযুগলকে বধির (কালা) করিয়া দিয়াছে। আমি কিছুই শুনিতে পাইতেছি না এবং কিছু দেখিতেও পাইতেছি না। এখন আমি আমার বাঁচিয়া থাকিবার কোন কারণই বুঝিতে সমর্থ হইতেছি না। ১০

তাত গরুড়! তুমি যেন ত্বরান্বিত হইয়া না যেও, এইদিকে চিন্তা করিয়া তুমি ধীরে ধীরে চল। আমি তো এই সময়

তম এব তু পশ্যামি শরীরং তে ন লক্ষয়ে।
মণীব জাতৌ পশ্যামি চক্ষুষী তেঽহমণ্ডজ ॥ ১২
শরীরং তু ন পশ্যামি তব চৈবাত্মনশ্চ হ।
পদে পদে তু পশ্যামি শরীরাদগ্নিমুত্থিতম্ ॥ ১৩
স মে নির্বাপ্য সহসা চক্ষুষী শাম্য তে পুনঃ।
তন্নিযচ্ছ মহাবেগং গমনে বিনতাত্মজ ॥ ১৪
ন মে প্রয়োজনং কিঞ্চিদ্ গমনে পন্নগাশন।
সন্নিবর্ত্ত মহাভাগ ন বেগং বিষহামি তে ॥ ১৫
গুরবে সংপ্রতানীহ শতাশ্বষ্টৌ হি বাজিনাম্।
একতঃ শ্যামকর্ণানাং তপ্তানাং চন্দ্রবর্চসাম্ ॥ ১৬
তেষাং চৈবাপবর্গায় মার্গং পশ্যামি নাণ্ডজ।
ততোঽহং জীবিতত্যাগে দৃষ্টো মার্গো ময়াত্মনঃ ॥ ১৭
নৈব মেঽস্তি ধনং কিঞ্চিন্ন ধনেনার্থিতঃ সুহৃৎ।
ন চার্থেনাপি মহতা শক্যমেতদ্ বাপোহিতুম্ ॥ ১৮

নারদ উবাচ।

এবং বহু চ দীনঞ্চ ব্রুবাণং গালবং তদা।
প্রত্যুবাচ ব্রজন্নেব প্রহসন্ বিনতাত্মজঃ ॥ ১৯
নাভিপ্রজ্ঞোঽসি বিপ্রর্ষে যোঽহমানং ত্যক্তুমিচ্ছসি।
ন চাপি কৃত্রিমঃ কালঃ কালো হি পরমেশ্বরঃ ॥ ২০
কিমহং পূর্বমেবেহ ভবতা নাভিচোদিতঃ।
উপায়োঽত্র মহানস্তি যেনৈতদুপপদ্যতে ॥ ২১
তদেষ বসতো নাম পর্বতঃ সাগরান্তিকে।
অত্র বিশ্রম্য ভুক্ত্বা চ নিবর্তিষ্যাব গালব ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্‌যানপর্বণি গালবচরিতে
দ্বাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১২

সূর্য্যকেও দেখিতে পাইতেছি না। কোন দিক্‌সম্বন্ধেও কিছু বুঝিতে পারিতেছি না এবং আকাশকে লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না ॥ ১১

আমি কেবল অন্ধকারই দেখিতে পাইতেছি। আমি তোমার শরীরও লক্ষ্য করিতে সমর্থ হইতেছি না। হে অণ্ডজ! তোমার দুই চক্ষু আমার নিকট উদয়কালীন দুইটি মণির ন্যায় প্রকাশিত হইতেছে ॥ ১২

আমি তোমার দেহকে দেখিতে পাইতেছি না এবং আমার দেহও দেখিতে পাইতেছি না। আমি তো প্রতিপদে তোমার শরীর হইতে উত্থিত অগ্নিকেই দেখিতে পাইতেছি ॥ ১৩

হে বিনতানন্দন! তুমি সহসা অগ্নিকে নির্বাপিত করিয়া পুনরায় তোমার চক্ষু দুইটিকেও শান্ত কর এবং তোমার গতিতে যে প্রবল বেগ আছে, তাহা সংযত কর ॥ ১৪

সর্পভোজী গরুড়! এই গমনে আমার কোন প্রয়োজন নাই, তুমি ফিরিয়া চল। মহাভাগ! আমি তোমার বেগকে সহ্য করিতে পারিতেছি না ॥ ১৫

আমি শ্রীহরিদেবকে এইরূপ আটশত অশ্ব প্রদান করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যাহারা চন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল শুভ্র কান্তিযুক্ত ও যাহাদের কর্ণ একভাগে শ্যামবর্ণ ॥ ১৬

হে অণ্ডজ! কিন্তু সেই অশ্বপ্রদান করিবার কোন উপায়ই আমি দেখিতে পাইতেছি না। সেইজন্য প্রাণত্যাগেরই এই বিষয়ে আমি উপায়রূপে লক্ষ্য করিতেছি ॥ ১৭

আমার নিকট অল্প ধনও নাই, কোন ধনী মিত্রও আমার নাই এবং কার্য্য আমার এরূপ যে, কেবলে ধনরাশিদ্বারাও সম্পন্ন হইবে না ॥ ১৮

নারদ বলিলেন,—তখন মহর্ষি গালব এইরূপে বহু দীনতাপূর্ণ বাক্য বলিতে থাকিলে বিনতানন্দন গরুড় যাইতে যাইতে হাস্য করত তাঁহাকে বলিলেন ॥ ১৯

ব্রহ্মর্ষে! যদি তুমি নিজের প্রাণ পরিত্যাগ করিবার বাসনা করিয়া থাক, তবে তাহাতে বুঝা যায় যে, তুমি বিশেষ বুদ্ধিমান্ নও; কারণ, মৃত্যু কৃত্রিম নহে (উহা নিজ ইচ্ছায় নির্ণয় করা যায় না)। এই কালই (মৃত্যু) তো পরমেশ্বরের স্বরূপ ॥ ২০

তুমি পূর্ব্বেই কেন আমাকে এই কথা বল নাই? আমার দৃষ্টিতে এক বিশেষ উপায় আছে বলিয়া প্রতীতি হইতেছে, যাহাদ্বারা তোমার এই কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে ॥ ২১

গালব! সমুদ্রের নিকট অস্তাচলনামে একটি পর্ব্বত আছে, সেখানে বিশ্রাম ও ভোজন করিবার জন্য আমরা দুইজনে প্রত্যাবর্ত্তন করিব ॥ ২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্ব্বে গালবচরিতবিষয়ক দ্বাদশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অরুণ-পর্ব্বতশিখরে তপস্বিনী শাণ্ডিলী সহ মহর্ষিগালবসহ গরুড়স্য চ সাক্ষাৎকারঃ, গুরুদক্ষিণাপ্রদানবিষয়ে গালব-গরুড়য়োঃ পারস্পরিকালোচনা চ।]

নারদ উবাচ।

অরুণস্তু ততঃ শৃঙ্গং নিপত্য দ্বিজ-পক্ষিণৌ।
শাণ্ডিলীং ব্রাহ্মণীং তত্র দদৃশাতে তপোঽন্বিতাম্॥ ১

অভিবাদ্য সুপর্ণস্তু গালবশ্চাভিপূজ্য তাম্।
তয়া চ স্বাগতেনোক্তৌ বিষ্টরে সন্নিষীদতুঃ॥ ২

সিদ্ধমন্নং তয়া দত্তং বলিমন্ত্রোপবৃংহিতম্।
ভুক্ত্বা তৃপ্তাবুভৌ ভূমৌ সুপ্তৌ তামনুমোদিতৌ॥ ৩

মুহূর্তাৎ প্রতিবুদ্ধস্তু সুপর্ণো গমনেপ্সয়া।
অথ ভ্রষ্টতনূজাঙ্গমাত্মানং সদৃশে খগঃ॥ ৪

মাংসপিণ্ডোপমোঽহৃদ্যং স মৃদুপাবাধিতঃ খগঃ।
গালবস্তং তথা দৃষ্ট্বা বিমনাঃ পর্য্যপৃচ্ছত॥ ৫

কিমিদং ভবতা প্রাপ্তমিহাগমনজং ফলম্।
বাসোঽয়মিহ কালন্তু কিয়ন্তং নৌ ভবিষ্যতি॥ ৬

কিন্তু তে মনসা ধ্যাতমন্যতঃ ধর্ম্মদূষণম্।
ন হ্যন্যং ভবতঃ স্বল্পো ব্যতিচারো ভবিষ্যতি॥ ৭

সুপর্ণোঽথাব্রবীদ্ বিপ্রং প্রধ্যাতং বৈ ময়া দ্বিজ।
ইমাং সিদ্ধামিতো নেতুং তত্র যত্র প্রজাপতিঃ॥ ৮

যত্র দেবো মহাদেবো যত্র বিষ্ণুঃ সনাতনঃ।
যত্র ধর্ম্মশ্চ যজ্ঞশ্চ তত্রেয়ং নিবসেদিতি॥ ৯

সোঽহং ভগবতীং যাচে প্রণতঃ প্রিয়কাম্যয়া।
নৈতদ্রাম প্রধ্যাতং মনসা শোচতা ত্বিদম॥ ১০

তদেবং বর্ত্তমানান্তে নয়েহানীপিতং কৃতম্।
সুকৃতং দুষ্কৃতং বা যৎ মাহাত্ম্যাৎ ক্ষমস্বতৎসি॥ ১১

ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়।

[অরুণ পর্ব্বতের শিখরে তপস্বিনী শাণ্ডিলীর সহিত মহর্ষি গালব ও গরুড়ের সাক্ষাৎকার এবং গুরুদক্ষিণাপ্রদান বিষয়ে গালব ও গরুড়ের পারস্পরিক আলোচনা।]

নারদ বলিলেন,—তারপর গালব ও গরুড় অরুণ পর্ব্বতের শিখরে নামিয়া সেখানে তপস্বিনী শাণ্ডিলী ব্রাহ্মণীকে দর্শন করিলেন॥ ১

গরুড় তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং গালব তাঁহাকে সম্মান-প্রদর্শন করিলেন। তারপর তিনিও উভয়কে স্বাগতসংকার জানাইয়া তাঁহাদের উভয়কে আসনে উপবেশন করিবার জন্য বলিলেন। তাঁহার সম্মতিক্রমে উভয়েই আসনে উপবিষ্ট হইলেন॥ ২

শাণ্ডিলী উভয়কে বলিবৈশ্বদেবকে প্রদত্ত অন্ন হইতে অবশিষ্ট ঘৃতমিশ্রিত সিদ্ধান্ন সমর্পণ করিলেন। ইহা ভোজন করিয়া তাঁহারা উভয়ে অত্যন্ত তৃপ্ত হইলেন এবং ভূমিতে শয়ন করিলেন। তখন তাঁহারা নিদ্রাভিভূত অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন॥ ৩

তারপর মুহূর্তকাল পরে সেখান হইতে গমন করিবার ইচ্ছায় গরুড় জাগরিত হইলেন। আকাশচারী গরুড় জাগিয়া দেখিলেন যে, তাঁহার শরীর হইতে পক্ষ দুইটি বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে॥ ৪

গগনবিহারী গরুড় দুঃখ ও পক্ষবিমুক্ত থাকিলেও সেই পক্ষহীন অবস্থায় মাংসপিণ্ডতুল্য হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে দেখিয়া গালব উদ্বিগ্নচিত্তে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন॥ ৫

তুমি এখানে আগমন করিবার পর এরূপ কি ফললাভ করিলে? এই অবস্থায় আমাদের উভয়কে এখানে কতদিন থাকিতে হইবে?॥ ৬

তুমি মনে মনে ধর্ম্মের উপর দোষারোপকারী কোন অন্যায় চিন্তা করিয়াছ? আমার মনে হয়, তোমার দ্বারা এখানে অন্য কোন ধর্ম্মবিরুদ্ধ কার্য্য অনুষ্ঠিত হয় নাই॥ ৭

তখন গরুড় বিপ্র গালবকে বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আমি তো নিজ মনে মনে এরূপ চিন্তাই করিয়াছিলাম যে, এই প্রসিদ্ধা তপস্বিনীকে সেখানে লইয়া যাইব, যেখানে প্রজাপতি আছেন, যেখানে জ্যোতির্ম্ময় মহাদেব আছেন এবং সনাতন ভগবান্ বিষ্ণু বিরাজ করিতেছেন, যেখানে ধর্ম্ম ও যজ্ঞ আছেন। কারণ, ইনি সেখানে বাস করিবার যথার্থ অধিকারিণী॥ ৮-৯

অতএব আমি ভগবতী শাণ্ডিলী দেবীর চরণে প্রণত হইয়া এই প্রার্থনা করিতেছি যে, আমি আমার চিন্তনশীল মনের দ্বারা আপনার প্রিয় করিবার ইচ্ছাতেই এই বিষয়টি চিন্তা করিয়াছিলাম॥ ১০

আপনার প্রতি বিশেষ সম্মানভাব পরাস্ত হওয়ায় আমি এই স্থানে তাদৃশ চিন্তা করিয়াছিলাম, যাহা আপনার সম্ভবতঃ অভিপ্রেত ছিল না। আমি ইহাতে পাপ কি পুণ্য যাহা করিয়াছি, তাহা আপনি নিজ মহিমায় ক্ষমা করুন॥ ১১

সা তৌ তদাব্রবীদ্ধৃষ্টা পতগেন্দ্র-দ্বিজর্ষভৌ।
ন তেতব্যং সুপর্ণেঽসি সুপর্ণ ত্যজ সম্ভ্রমম্ ॥ ১২
নিন্দিতাস্মি ত্বয়া বৎস ন চ নিন্দাং ক্ষমাম্যহম্।
লোকেভ্যঃ সপদি ভ্রক্ষেদ্ যো মাং নিন্দেত পাপকৃৎ ॥ ১৩
হীনরালক্ষণৈঃ সর্বৈস্তথানিন্দিতয়া ময়া।
আচারঃ প্রতিগৃহ্যন্ত্যা সিদ্ধিঃ প্রাপ্তেয়মুত্তমা ॥ ১৪
আচারঃ কলতে ধর্ম্মমাচারঃ কলতে ধনম্।
আচারাদ্ভিয়মাপ্নোতি আচারো হন্ত্যলক্ষণম্ ॥ ১৫
তদায়ুষ্মন্ খগপতে যথেষ্টং গন্তুমর্হসি।
ন চ তে গর্হণীয়োঽহং গর্হিতব্যা স্ত্রিয়ঃ ক্বচিৎ ॥ ১৬
ভবিতাসি যথাপূর্বং বল-বীর্য্যসমন্বিতঃ।
বভূবতুস্তত স্তস্য পক্ষৌ দ্রবিণবত্তরৌ ॥ ১৭
অনুজ্ঞাতস্তু শাণ্ডিল্যা গগণাগতমুপাগমৎ।
নৈব চাসাদয়ামাস তদ্বায়ুপথমুত্তমম্ ॥ ১৮

বিশ্বামিত্রোঽথ তং দৃষ্ট্বা গালবঞ্চাপ্যনিন্দিতঃ।
উবাচ বচনং শ্রেষ্ঠো বৈনতেয়স্য সন্নিধৌ ॥ ১৯
বরস্তয়া বরমেবার্থঃ প্রতিজ্ঞাতো মম দ্বিজ।
তস্য কালোঽপবর্গস্য যথা বা মন্যতে ভবান্ ॥ ২০
প্রতীক্ষিষ্যামাহং কালমেতাবন্তং তথা পরম্।
যথা সংসিধ্যতে বিপ্র স মার্গস্ত নিগাম্যতাম্ ॥ ২১
সুপর্ণোঽথাব্রবীদ্ দীনং গালবং ভৃশদুঃখিতম্।
প্রত্যক্ষং খলু দানীং মে বিশ্বামিত্রো বহূক্তবান্ ॥ ২২
তদাগচ্ছ দ্বিজশ্রেষ্ঠ মন্ত্রয়িষ্যাব গালব।
নাদত্ত্বা গুরবে শক্যং কৃৎস্নমর্থং হয়াপিতুম্ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্ব্বণি ভগবদ্যানপর্ব্বণি গালবচরিতে
ত্রয়োদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৩

উহা শুনিয়া তপস্বিনী শাণ্ডিলী স্তম্ভিত হইলেন। তখন তিনি পক্ষিরাজ গরুড় ও দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালবকে বলিলেন, —সুপর্ণ! তোমার পক্ষ আরও সুন্দর হইবে, অতএব তুমি ভীত হইও না এবং ব্যাকুলতা পরিত্যাগ কর ॥ ১২

বৎস! তুমি আমার নিন্দা করিয়াছ, আমি কখনও নিন্দা সহ্য করিতে পারি না। যে পাপী আমার নিন্দা করিবে, সে পুণ্যলোকসমূহ হইতেও তৎক্ষণাৎ ভ্রষ্ট হইবে ॥ ১৩

সমস্ত অশুভ লক্ষণহীনা ও অনিন্দিতা থাকিয়া আমি সদাচার-সমূহ পালন করিতে করিতেই এই উত্তমসিদ্ধি লাভ করিয়াছি ॥ ১৪

আচারই ধর্ম্মের সফলতা সাধন করে, আচারই ধনরূপ ফলদান করে, আচার হইতেই মানব সম্পত্তি লাভ করে এবং আচারই অশুভ লক্ষণসমূহকে নাশ করিয়া থাকে ॥ ১৫

আয়ুষ্মন্ পক্ষিরাজ! অতএব তুমি এখান হইতে নিজ অভীষ্ট স্থানে গমন কর। আর তুমি কখনও আমার নিন্দা করিবে না। কেবল আমি কেন, কখনও কোন রমণীরই নিন্দা করা উচিত নহে ॥ ১৬

এখন তুমি পূর্ব্বের ন্যায় বল ও পরাক্রমশালী হইবে। শাণ্ডিলী এই কথা বলিতে বলিতেই গরুড়ের পক্ষ পূর্ব্ব হইতেও অধিক শক্তিশালী হইল ॥ ১৭

তারপর শাণ্ডিলীর আদেশ লইয়া যেভাবে গরুড় আসিয়াছিলেন, সেই ভাবে চলিয়া যাইলেন। তিনি গালবের কথানুযায়ী শ্যামবর্ণ অশ্ব পাইলেন না ॥ ১৮

এদিকে পক্ষিরাজ গালবকে আসিতে দেখিয়া বক্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিশ্বামিত্র দাঁড়াইয়া রহিলেন এবং গরুড়ের নিকট গালবকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৯

ব্রহ্মন্! তুমি নিজেই যে ঘুষ দিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তাহা প্রদান করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতঃপর তুমি যাহা উত্তম বলিয়া বিবেচনা করিবে, তাহাই কর ॥ ২০

আমি কতকাল পর্য্যন্ত তোমার প্রতীক্ষা করিব? ব্রহ্মন্! যাহাতে তুমি সফলতা লাভ করিতে পার, সেইরূপ উপায়ের জন্য চিন্তা কর ॥ ২১

তারপর দীন ও অত্যন্ত দুঃখিত গালব মুনিকে গরুড় বলিতে লাগিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব! বিশ্বামিত্র আমার সম্মুখে যাহা বলিলেন, চল, আমরা উভয়ে সেই বিষয়ে পরামর্শ করি। তুমি নিজ শ্রীগুরুদেবকে তাঁহার সমস্ত ধন না দিয়া শান্তভাবে বসিয়া থাকিতে পার না ॥ ২২-২৩

শ্রীঋষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্ব্বে গালবচরিতবিষয়ক ত্রয়োদশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজানং যযাতিং বিবধা গত্বা গালব-গরুড়াভ্যাং শ্রীগুরবে প্রদানায় শ্যামবর্ণানশ্বানাং প্রার্থনা]

নারদ উবাচ।

অথাহ গালবং দীনং সুপর্ণঃ পততাং বরঃ।
নির্ম্মিতং বহ্নিনা ভূমৌ বায়ুনা শোধিতং তথা।
যস্মাদ্ধিরণ্ময়ং সর্ব্বং হিরণ্যং তেন চোচ্যতে॥ ১
ধত্তে ধারয়তে চেদমেতস্মাৎ কারণাদ্ ধনম্।
অধোঽধঃ ত্রিষু লোকেষু ধনং তিষ্ঠতি শাশ্বতম্॥ ২
নিত্যং প্রোষ্ঠপদাভ্যাঞ্চ শুক্রে ধনপতৌ তথা।
মনুষ্যেভ্যঃ সমাদত্তে শুক্রশ্চিত্রাস্থিতং ধনম্॥ ৩
অজৈকপাদহির্ব্বুধ্ন্যৌ রক্ষ্যতে ধনদেন চ।
এবং ন শক্যতে লব্ধুং ধনমশ্বানাং দ্বিজসত্তম॥ ৪
অস্তে চ ধনমশ্বানাং নাবাপ্তিরিহ দৃশ্যতে তব॥ ৫
স ত্বং যাচস্ব রাজানং কঞ্চিদ্ রাজর্ষিসত্তমম্।
অপীড্য রাজা পৌরান্ হি
যো নৌ কুর্য্যাৎ কৃতার্থিনৌ॥ ৫
অস্তি সোমাশ্রয়ে যে জ্ঞাতঃ কশ্চিদ্ নৃপঃ সখা।
অভিপদ্যাবহে তং বৈ স্তস্যাস্তি বিভবো ভুবি॥ ৬
যযাতির্নাম রাজর্ষির্নাহুষঃ সত্যবিক্রমঃ।
স দাস্যতি ময়া চোক্তো ভবতা চার্থিতঃ স্বয়ম্॥ ৭
বিভবশ্চাপ্ত সুমহানাসৌদ্ধনপতেরিব।
এবং গুরুধনং বিদ্বান্ দানেনৈব বিশোধয়॥ ৮
তথা তৌ কথয়ন্তৌ চ চিন্তয়ন্তৌ চ যৎ ক্ষমম্।
প্রতিষ্ঠানে নরপতিং যযাতিং প্রত্যুপস্থিতৌ॥ ৯
প্রতিগৃহ্য চ সৎকারৈরর্ঘ্যপাদ্যাদিকং বরম্।
পৃষ্টশ্চাগমনে হেতুমুবাচ বিনতাসুতঃ॥ ১০

চতুর্দ্দশাধিকশততম অধ্যায়।

[রাজা যযাতির নিকট যাইয়া গালব ও গরুড় কর্ত্তৃক শ্রীগুরুকে প্রদান করিবার জন্য শ্যামবর্ণ অশ্ব যাচ্ঞা।]

নারদ বলিলেন,—তারপর পক্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গরুড় দীন গালবমুনিকে এই কথা বলিলেন—পৃথিবীর মধ্যে যাহা তাঁহার সারভূত, তাহাকে তুল করিয়া অগ্নিদেব যাহাকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং অগ্নিকে উদ্দীপনকারী বায়ুদেব যাহাকে শোধন করিয়াছেন, সেই সুবর্ণকে হিরণ্য বলা হয়। এই সমস্ত জগৎ হিরণ্যপ্রধান, সেইজন্যও উহাকে হিরণ্য বলা হইয়া থাকে॥ ১

এই হিরণ্য স্বয়ং জগৎকে ধারণ করে এবং অপরকেও ধারণ করায় বলিয়া ইহার নাম ধন। এই ধন তিন লোকমধ্যেই সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে॥ ২

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ এই দুই নক্ষত্রের মধ্যে কোন একটীর সহিত শুক্রবারের যোগ হইলে অগ্নিদেব সুবেরের জন্য নিজ সঙ্কল্পানুসারে ধন নির্ম্মাণ করত উহা মনুষ্যগণকে দিয়া থাকেন। পূর্ব্বভাদ্রপদের দেবতা অজৈকপাদ, উত্তর ভাদ্রপদের দেবতা অহির্ব্বুধ্ন্য ও সুবের—এই তিন দেবতা ঐ ধন রক্ষা করেন। এইরূপ কোন ব্যক্তিই এতাদৃশ ধন লাভ করিতে সমর্থ হয় না, যাহা প্রারব্ধবশে লাভ করা অসম্ভব এবং তুমিও ধনলাভ ব্যতীত শ্যামবর্ণ অশ্ব পাইবে না॥ ৩-৪

এইজন্য আমার মতে তুমি রাজর্ষিকুলে উৎপন্ন কোন রাজার নিকট যাইয়া ধন প্রার্থনা কর, যিনি পুরবাসিগণকে পীড়া না দিয়াই আমাদের দুইজনকে প্রার্থিত ধন দিয়া কৃতার্থ করিবেন॥ ৫

চন্দ্রবংশে উৎপন্ন এক রাজা আছেন, যিনি আমার মিত্র। আমরা উভয়ে তাঁহার নিকট যাইব। এই ভূমণ্ডলে তাঁহার নিকট অবশ্যই ধন আছে॥ ৬

আমার সেই মিত্রের নাম রাজর্ষি যযাতি, যিনি মহারাজ নহুষের পুত্র। তিনি সত্যপরাক্রমী বীর, তুমি যাচ্ঞা করিলে তিনি স্বয়ংই তোমাকে ধনদান করিবেন॥ ৭

তাঁহার নিকট ধনাধ্যক্ষ কুবেরের ন্যায় বিশাল ধনবৈভব আছে। বিদ্বন্! এইভাবে ধন লইয়া তুমি গুরুদক্ষিণা পরিশোধ করিয়া দাও॥ ৮

এইরূপে পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিতে বলিতে ও যথোচিত কর্ত্তব্য সম্বন্ধে মনে মনে চিন্তা করিতে করিতে তাঁহারা উভয়ে প্রতিষ্ঠাননগরে রাজা যযাতির নিকট উপস্থিত হইলেন॥ ৯

রাজা যযাতি সৎকারপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ অর্ঘ্য-পাদ্য প্রভৃতি প্রদান করিলে পর উহা গ্রহণকরত বিনতানন্দন গরুড় রাজা কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া নিজ আগমনের প্রয়োজন বলিতে লাগিলেন॥ ১০

অয়ং মে নাহুষ সখা গালবস্তপসো নিধিঃ।
বিশ্বামিত্রস্য শিষ্যোঽভূদ্ বর্ষাণামযুতশো নৃপ ॥ ১১
সোঽয়ং তেনাভ্যনুজ্ঞাত উপকারেপ্সয়া দ্বিজঃ।
তমাহ ভগবন্ কিং তে দদানি গুরুদক্ষিণাম্ ॥ ১২
অসকৃত্তেন চোক্তেন কিঞ্চিদাগতমন্যুনা।
অয়মুক্তঃ প্রদেয়েতি জ্ঞানতা বিভবং লঘু ॥ ১৩
একতঃ শ্যামকর্ণানাং তুল্যানাং শুদ্ধজন্মনাম্।
অষ্টৌ শতানি মে দেহি হয়ানাং চন্দ্রবর্চসাম্ ॥ ১৪
গুর্বর্থো নীয়তামেষ যদি গালব মন্যসে
ইত্যেবমাহ সক্রোধো বিশ্বামিত্রস্তপোধনঃ ॥১৫
সোঽয়ং শোকেন মহতা তপ্যমানো দ্বিজর্ষভঃ।
অশক্তঃ প্রতিকর্তুং তদ্ভবন্তং শরণং গতঃ ॥ ১৬
প্রতিগৃহ্য নরব্যাঘ্র ত্বত্তো ভিক্ষাং গতব্যথঃ।
কৃত্বাপবর্গং গুরবে চরিষ্যতি মহত্তপঃ ॥১৭
তপসঃ সংবিভাগেন ভবন্তমপি যোক্ষ্যতে।
যেন রাজর্ষিতপসা পূর্ণং ত্বাং পূরয়িষ্যতি ॥ ১৮
যাবন্তি রোমাণি হয়ে ভবন্তীহ নরেশ্বর।
তাবন্তো বাজিনো লোকান্ প্রাপ্নুবন্তি মহীপতে ॥১৯
পাত্রং প্রতিগ্রহস্যায়ং দাতুং পাত্রং তথা ভবান্।
শঙ্খে ক্ষীরমিবাসক্তং ভবদ্ভেতত্তথোপম্ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি গালবচরিতে
চতুর্দশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৪

হে নহুষনন্দন! এই তপোনিধি গালব আমার মিত্র। রাজন্! ইনি যখন চারশত বর্ষ পর্যন্ত মহর্ষি বিশ্বামিত্রের শিষ্য ছিলেন ॥ ১১

বিপ্রবর বিশ্বামিত্র (ইঁহার সেবার পরিবর্তে) ইঁহারও উপকার করিবার ইচ্ছায় ইঁহাকে গৃহে যাইবার অনুমতি দেন। তখন ইনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! আমি আপনাকে কি গুরুদক্ষিণা প্রদান করিব? ১২

ইনি বারংবার গুরুদক্ষিণাদানে আগ্রহ প্রকাশ করিতে থাকিলে বিশ্বামিত্রের অল্প ক্রোধ উপস্থিত হইল; তখন তিনি ইঁহার নিকট অল্প ধনও নাই জানিয়া বলিলেন, গুরুদক্ষিণা দাও। গালব! আমাকে উত্তম জাতিতে উৎপন্ন এরূপ আট শত অশ্ব প্রদান কর, যাহাদের অঙ্গকান্তি চন্দ্রতুল্য। উহাদের শ্বেতবর্ণ এবং কর্ণের একভাগ শ্যামবর্ণ। যদি আমার কথা তুমি মান্য কর, তবে গুরুদক্ষিণা দাও। তপোধন বিশ্বামিত্র কুপিত হইয়াই এই কথা বলিয়াছিলেন ॥ ১৩-১৫

সেই এই দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব অতিশয় শোকে সন্তপ্ত হইয়া গুরুদক্ষিণা প্রদানে অসমর্থ হইয়াছেন এবং সেই কারণে আপনার শরণাপন্ন হইয়াছেন ॥ ১৬

পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার নিকট হইতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়া গুরুকে উক্ত ধন প্রদান করত বাধা দূর করিয়া মহাতপস্যায় নিরত হইবেন ॥ ১৭

ইনি স্বীয় তপস্যার এক অংশ আপনার সহিত যুক্ত করিবেন অর্থাৎ সেই তপঃফল আপনাকে প্রদান করিবেন। যদিও আপনি নিজ রাজর্ষিজনোচিত তপস্যাতে সংযুক্ত আছেন, তথাপি ইনি স্বীয় ব্রহ্মতপস্যাতে আপনাকে আরও পরিপূর্ণ করিবেন ॥ ১৮

নরেশ্বর! ভূপাল! এ সংসারে প্রত্যেক অশ্বের শরীরে যত রোম আছে, দাতা পরলোকে যাইয়া তত অশ্বই লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৯

এই গালব দান লইবার সুযোগ্য পাত্র এবং আপনিও দান করিবার শ্রেষ্ঠ অধিকারী। যেরূপ শঙ্খমধ্যে রক্ষিত দুগ্ধ বিশেষ শোভাপ্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ইঁহার হস্তে প্রদত্ত আপনার দানও তাদৃশ শোভাপ্রাপ্ত হইবে ॥ ২০

শ্রীবরহরি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে
গালবচরিতবিষয়ক চতুর্দশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজা যযাতিনা গালবায় স্ব-কন্যায়াঃ প্রদানম্, তাং নীত্বা গালবস্যাযোধ্যাপতিসমীপে গমনঞ্চ।]

নারদ উবাচ।

এবমুক্তঃ সুপর্ণেন তথ্যং বচনমুত্তমম্।
বিস্ময়াবহিতো রাজা নিশ্চিত্য চ পুনঃ পুনঃ॥ ১

যষ্টা ক্রতুসহস্রাণাং দাতা দানপতিঃ প্রভুঃ।
যযাতিঃ সর্বকামীন ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ২

দৃষ্ট্বা প্রিয়সখং তার্ক্ষ্যং গালবঞ্চ দ্বিজর্ষভম্।
নিদর্শনঞ্চ তপসো ভিক্ষাং শ্লাঘ্যাঞ্চ কীর্তিতাম্॥ ৩

অতীত্য চ নৃপানন্যানাদিত্যকুলসম্ভবান্।
মৎসকাশমনুপ্রাপ্তাবেতাং বুদ্ধিমবেক্ষ্য চ॥ ৪

অদ্য মে সফলং জন্ম তারিতঞ্চাদ্য মে কুলম্।
অদ্যায়ং তারিতো দেশো মম তার্ক্ষ্য ত্বয়ানঘ॥ ৫

বক্তুমিচ্ছামি তু সখে যথা জানাসি মাং পুরা।
ন তথা বিত্তবানস্মি ক্ষীণং বিত্তঞ্চ মে সখে॥ ৬

ন চ শক্তোঽস্মি তে কর্তুং মোঘমাগমনং খগ।
ন চাশামন্য বিপ্রর্ষেবিতথীকর্তুমুৎসহে॥ ৭

তত্তু দাস্যামি যৎ কার্য্যমিদং সম্পাদয়িষ্যতি।
অভিগম্য হুতাশো হি নিবৃত্তো দহতে কুলম্॥ ৮

নাতঃ পরং বৈনতেয় কিঞ্চিৎ পাপিষ্ঠমুচ্যতে।
যথাশানাশনাল্লোকে দেহি নাস্তীতি বা বচঃ॥ ৯

হুতাশো মুক্তকার্থঃ সন্ হতঃ সম্ভাবিতো নরঃ।
হিনস্তি তস্য পুত্রাংশ্চ পৌত্রাংশ্চাকুরুতো হিতম্॥ ১০

তস্মাচ্চতুর্ণাং বংশানাং স্থাপয়িত্রী সুতা মম।
ইয়ং সুরসুতপ্রখ্যা সর্বযজ্ঞোপচায়িনী॥ ১১

পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়।

[গালবকে রাজা যযাতির স্বীয় কন্যাদান এবং তাহাকে লইয়া গালবের অযোধ্যাপতির নিকট গমন।]

নারদ কহিলেন,—গরুড় যখন এইরূপ যথার্থ ও উত্তম কথা বলিলেন, তখন সহস্র যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী, দাতা, দানপতি, প্রভাবশালী এবং রাজোচিত তেজে দেদীপ্যমান সমস্ত নরপতিগণের অধিপতি মহারাজ যযাতি সাধুবাদপূর্বক সহিত পুনঃ পুনঃ বিচার করত এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া এই কথা বলিলেন॥ ১-২

রাজা প্রথমে নিজ প্রিয় মিত্র গরুড় ও তপস্যার মূর্তিস্বরূপ বিপ্রবর গালবকে নিজ রাজ্যে উপস্থিত দেখিয়া এবং গরুড় কর্তৃক কথিত শ্লাঘনীয় ভিক্ষার বিষয় শুনিয়া মনে মনে এরূপ বিচার করিলেন—ইঁহারা উভয়ে সূর্যবংশে উৎপন্ন ও অন্যান্য রাজগণকে পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকটে আসিয়াছে। এরূপ বিচার করত যযাতি বলিলেন॥ ৩-৪

নিষ্পাপ গরুড়! আজ আমার জন্ম সফল। আজ আমার বংশের উদ্ধার হইল এবং আজ আপনি আমার এই সমগ্র দেশকেও উদ্ধার করিলেন॥ ৫

সখে! এখন আমি একটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। আপনি পূর্বে আমাকে যেরূপ ধনবান্ জানিতেন, আজ আমি সেরূপ ধনী নহি। সখে! আমার ধনবৈভব পূর্বাপেক্ষা ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে॥ ৬

আকাশচারী গরুড়! এই অবস্থাতেও আমি আপনার আগমন নিষ্ফল করিতে সমর্থ নহি এবং এই ব্রহ্মর্ষিরও আশাকে বিফল করিতে উৎসাহ বোধ করিতেছি না॥ ৭

অতএব আমি এরূপ এক বর দান করিব, যে এই কার্য্য সম্পাদন করিবে। কোন যাচক আশাভঙ্গ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলে, সেই যাচক আশাভঙ্গকারীর কুল দগ্ধ করে॥ ৮

বিনতানন্দন! এ সংসারে কোন ব্যক্তি "দান করুন" এই কথা বলিয়া যদি কিছু প্রার্থনা করে এবং তাহাকে যদি আমার কাছে কিছু নাই বলিয়া ফিরাইয়া দেওয়া হয়, তবে এরূপ যাচকের আশাভঙ্গ করিলে যাদৃশ পাপ হয়, ইহা হইতে অধিক পাপ আর অন্য কোন নাই॥ ৯

কোন শ্রেষ্ঠ মানুষ যখন কোন যাচ্ঞা করিয়া হতাশ ও অসফল হন, তখন তাঁহাকে হত হওয়ার ন্যায় আমার বোধ হয় এবং তিনি নিজের হিত করিতে অনিচ্ছুক হইয়া পুত্র ও পৌত্রগণকে নাশ করিয়া ফেলেন॥ ১০

অতএব আমার যে এই কন্যা, যে চার কুলকে স্থাপনা করিতে সমর্থা, তাহার অবয়বকান্তি দেবকন্যা সদৃশী এবং যে সমস্ত যজ্ঞের বৃদ্ধিকারিণী॥ ১১

সদা দেব-মনুষ্যাণামসুরাণাঞ্চ গালব।
কাঙ্ক্ষিতা রূপতো বালা সুতা মে প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ১২
অস্যাঃ শুল্কং প্রদাস্যন্তি নৃপা রাজানমপি ধ্রুবম্।
কিং পুনঃ শ্যামকর্ণানাং হয়ানাং যে চতুঃশতে ॥ ১৩
স ভবান্ প্রতিগৃহ্নাতু মমৈতাং মাধবীং সুতাম্।
অহং দৌহিত্রবান্ স্যাং বৈ বর এষ মম প্রভো ॥ ১৪
প্রতিগৃহ্য চ তাং কন্যাং গালবঃ সহ পক্ষিণা।
পুনর্যাস্যাব ইত্যুক্ত্বা প্রতস্থে সহ কন্যয়া ॥ ১৫
উপলব্ধমিদং স্থানমস্মাভিরিতি চাণ্ডজঃ।
উক্ত্বা গালবমাপৃচ্ছ্য তথাস্তু ভবনং স্বকম্ ॥ ১৬
গতে পতগরাজে তু গালবঃ সহ কন্যয়া।
চিন্তয়ানঃ ক্ষমং দাতুং রাজ্ঞাং বৈ শুল্কতোঽগমৎ ॥ ১৭
সোঽপশ্যচ্ছনসেক্ষ্বাকুং হর্যশ্বং রাজসত্তমম্।
অযোধ্যায়াং মহাবীর্য্যং চতুরঙ্গবলান্বিতম্ ॥ ১৮
কোষ-বাহু-বলোপেতং প্রিয়পৌরং দ্বিজপ্রিয়ম্।
প্রজাভিকামং শাম্যন্তং কুর্বাণং তপ উত্তমম্ ॥ ১৯
তমুপাগম্য বিপ্রঃ স হর্যাশ্বং গালবোঽব্রবীৎ।
কন্যেয়ং মম রাজেন্দ্র প্রসবৈঃ কুলবর্দ্ধিনী ॥ ২০
ইমাং শুল্কেন ভার্য্যার্থং হর্যাশ্ব প্রতিগৃহ্যতাম্।
শুল্কং তে কীর্ত্তয়িষ্যামি শৃণুষ্ব তদ্ব্রুবা সম্প্রধার্য্যতাম্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্‌যানপর্বণি গালবচরিতে
পঞ্চদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৫

গালব! ইহার জন্মলাভের আরম্ভ হইতে দেবতা, মনুষ্য ও অসুরগণ সকলে সর্ব্বদা ইহাকে লাভ করিতে ইচ্ছুক, আপনি আমার এতাদৃশী কন্যাকে গ্রহণ করুন। ১২

ইহার শুল্কদানে রাজারা নিশ্চয়ই নিজ নিজ রাজ্য পর্য্যন্তও আপনাকে প্রদান করিবেন, সেস্থলে পুনরায় আটশত শ্যামকর্ণ অশ্বের কথা আর কি বলিবার আছে? ১৩

হে প্রভো! অতএব আপনি আমার এই কন্যা মাধবীকে গ্রহণ করুন এবং আমাকে এই বর দান করুন যে, আমি যেন দৌহিত্রবান্ (দৌহিত্রযুক্ত) হই। ১৪

তখন গরুড়ের সহিত গালব কন্যাকে লইয়া বলিলেন—আচ্ছা, আমরা পুনরায় কোন এক সময়ে মিলিত হইব। রাজা যযাতিকে এই কথা বলিয়া গালবমুনি কন্যার সহিত সেখান হইতে গমন করিলেন। ১৫

তারপর গরুড়ও গালবমুনিকে "আপনি এখন অভীষ্টসিদ্ধির দ্বার লাভ করিয়াছেন" এই কথা বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া নিজ ভবন অভিমুখে গমন করিলেন। ১৬

পক্ষিরাজ গরুড় চলিয়া যাইলে গালব সেই কন্যার সহিত এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যাইতে লাগিলেন যে, রাজাদিগের মধ্যে এমন কোন রাজা আছেন, যিনি এই কন্যার শুল্কদান করিতে সমর্থ হইবেন। ১৭

তখন তিনি মনে মনে বিচার করত অযোধ্যায় ইক্ষ্বাকুবংশের নৃপশ্রেষ্ঠ মহাপরাক্রমশালী হর্যশ্বের নিকট গমন করিলেন, এই রাজা হর্যশ্ব হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি—এই চতুরঙ্গযুক্ত সৈন্য-বাহিনীসমন্বিত ছিলেন। ১৮

তিনি কোষ (ধনভাণ্ডার), বাহু ও সৈন্যবলে বলীয়ান্ ছিলেন। পুরবাসী সকল প্রজারই তিনি এই রাজার ব্রাহ্মণগণের উপর অধিক প্রীতি ছিল। তিনি প্রজাগণের সর্ব্বদা হিতকামী ছিলেন এবং তাঁহার মন ভোগবিলাস হইতে শান্ত হইয়াছিল ও উত্তম তপস্যায় তিনি আসক্ত ছিলেন। ১৯

রাজা হর্যশ্বের নিকট যাইয়া বিপ্রবর গালব তাঁহাকে বলিলেন,—রাজেন্দ্র! আমার এই কন্যা নিজ সন্তানদ্বারা বংশের বৃদ্ধিকারিণী, তুমি শুল্কপ্রদান করত এই কন্যাকে নিজ পত্নীরূপে গ্রহণ কর। হর্যশ্ব! আমি পূর্ব্বেই তোমাকে ইহার শুল্কের কথা বলিয়া দিতেছি, ইহা শুনিয়া তুমি নিজ কর্ত্তব্য নির্ণয় কর। ২০-২১

শ্রীবন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্ব্বে
গালবচরিতবিষয়ক পঞ্চদশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[হর্যশ্বেন গালবায় দ্বিশতোল্লাম-কন্যায়া মাধব্যা গর্ভে বসুমনঃ প্রভৃতি নামধারিণঃ পুত্রোৎপাদনম্, মাধবীং নীত্বা গালবস্য প্রস্থানঞ্চ।]

নারদ উবাচ।

হর্যশ্বস্তত্রবীদ্ রাজা বিচিন্ত্য বহুধা ততঃ।
দীর্ঘমুষ্ণঞ্চ নিঃশ্বস্য প্রজাহেতোর্দ্বিজোত্তমঃ॥ ১

উদ্ভেষু ত্রিষু ষট্সু সূক্ষ্মা সূক্ষ্মেষু পঞ্চসু।
গম্ভীরা ত্রিষু গম্ভীরেষ্বিষ্টা রক্তা চ পঞ্চসু॥ ২

(শ্রোণৌ ললাটমুক্ত চ ত্রাসদেতি ষড়ুন্নতম্।
সূক্ষ্মাণ্যঙ্গুলিপর্বাণি কেশ-রোম-নখ-ত্বচঃ॥
স্বরঃ সত্ত্বঞ্চ নাভিশ্চ ত্রিগম্ভীরং প্রচক্ষতে।
পাণি-পাদতলে রক্তে নেত্রান্তৌ চ নখাশ্চ ষ॥)

বহুদেবাসুরালোকা বহুগন্ধর্ববর্দ্ধনা।
বহুলক্ষণসম্পন্না বহুপ্রসবধারিণী॥ ৩

সমর্থেয়ং জনয়িতুং চক্রবর্ত্তিনমোজসম্।
ব্রূহি তত্ত্বং দ্বিজশ্রেষ্ঠ সদৃশীং বিদ্ধি মাং মম॥ ৪

গালব উবাচ।

একতঃ শ্যামকর্ণানাং শতান্যষ্টৌ প্রদক্ষিণম্।

ষষ্ঠদশাধিকশততম অধ্যায়।

[হর্যশ্বকর্তৃক মাধবকে দুইশত শ্যামকর্ণ অশ্বদান, মাধবীকন্যা মাধবীর গর্ভে বসুমনঃপ্রভৃতি পুত্র উৎপাদন এবং মাধবীকে লইয়া গালবের প্রস্থান।]

নারদ বলিলেন,—তাহার পর নৃপশ্রেষ্ঠ রাজা হর্যশ্ব এই কন্যার বিষয়ে নানাপ্রকার চিন্তা করিয়া তাহার গর্ভে সন্তানোৎপাদনের ইচ্ছায় উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে এই কথা বলিলেন—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যে ছয়টি অঙ্গ উন্নত হওয়া আবশ্যক, এই কন্যার সেই ছয়টি অঙ্গই উন্নত আছে, যে পাঁচটি অঙ্গ সূক্ষ্ম (কৃশ) হওয়া প্রয়োজন, সেই পাঁচটি অঙ্গই সূক্ষ্ম এবং যে তিনটি অঙ্গ গম্ভীর হওয়া বাঞ্ছনীয়, ইহার সেই তিনটি অঙ্গ গম্ভীর ও ইহার পাঁচটি অঙ্গ রক্তবর্ণ।১-২

(দুই নিতম্ব, দুই জঙ্ঘা, ললাট ও নাসিকা—এই ছয় অঙ্গ উন্নত। অঙ্গুলিসমূহের পর্ব্ব, কেশ, রোম, নখ ও ত্বক্—এই পাঁচ অঙ্গ সূক্ষ্ম। স্বর, অন্তঃকরণ ও নাভি—এই তিনটি গম্ভীর। হস্ততল, পদতল, দক্ষিণ নেত্রপ্রান্ত, বাম নেত্রপ্রান্ত ও নখ—এই পাঁচ অঙ্গ রক্তবর্ণ।) এই কন্যা বহু দেবতা ও অসুরের পক্ষে দর্শনীয়া, গন্ধর্ব্ববিদ্যাও (সঙ্গীতও) বহু জানে, বহুবিধ শুভলক্ষণে সুশোভিত এবং বহু সন্তানের জন্মদান করিতে সমর্থ।৩

হয়ানাং চন্দ্রশুভ্রাণাং দেহজানাং বপুষ্মতাম্॥ ৫
ততস্তব ভবিত্রীয়ং পুত্রাণাং জননী শুভা।
অরণীব হুতাশানাং যোনিরায়তলোচনা॥ ৬

নারদ উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচো রাজা হর্যশ্বঃ কামমোহিতঃ।
উবাচ গালবং দীনো রাজর্ষির্ষিসত্তমম্॥ ৭

যে মে শতে সন্নিহিতে হয়ানাং বহ্নিবাস্তব।
এষ্যাঃ শুল্কশতস্যান্তে চরন্তি মম বাজিনঃ॥ ৮

সোঽহমেকমপত্যং বৈ জনয়িষ্যামি গালব।
অস্যামেতং ভবান্ কামং সম্পাদয়তু মে বরম্॥ ৯

এতচ্ছ্রুত্বা তু সা কন্যা গালবং বাক্যমব্রবীৎ।
মম দত্তো বরঃ কশ্চিৎ কেনচিদ্ ব্রহ্মবাদিনা॥ ১০

প্রসূতায়াং প্রসূতায়াং কৌমার্যং ভবিষ্যসি।
সা ত্বং দদস্ব মা রাজ্ঞে প্রতিশ্রুত্য হয়োত্তমান্॥ ১১

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনার কন্যা চক্রবর্ত্তী পুত্র উৎপাদন করিতে সমর্থা, অতএব আপনি আমার বৈভব সম্বন্ধে সম্যগালোচনা করিয়া উহার জন্য যত্নবান হউন।৪

গালব বলিলেন, রাজন্! আপনি আমাকে উত্তম বেগে ও উত্তম জাতিতে উৎপন্ন এবং চন্দ্রের ন্যায় শুভ্র এরূপ আটশত অশ্ব প্রদান করুন, যাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ চন্দ্রতুল্য উজ্জ্বল ও কর্ণ একভাগে শ্যামবর্ণ। এই শুল্কপ্রদান করিলে আমার এই বিশালনয়না, শুভলক্ষণা কন্যা অগ্নিসমূহের জনক অরণী-কাষ্ঠের ন্যায় আপনার তেজস্বী পুত্রগণের জননী হইবে।৫-৬

নারদ বলিলেন,—এই কথা শুনিয়া কামমোহিত রাজর্ষি রাজা হর্যশ্ব মুনিশ্রেষ্ঠ গালবকে অত্যন্ত দীনতার সহিত বলিলেন॥ ৭

ব্রাহ্মণ! আপনি যেরূপ অশ্ব লাভ করিতে ইচ্ছুক, সেরূপ অশ্ব তো আমার মাত্র দুইশত আছে; কিন্তু অন্যজাতীয় অশ্ব অবশ্য কয়েক শতই আমার রাজ্যে বিচরণ করিতেছে॥ ৮

গালব! অতএব আমি এই কন্যার গর্ভে একটিমাত্র সন্তানের জন্ম প্রদান করিব। আপনি আমার এই একান্ত অভিলাষ পূর্ণ করুন।৯

এই কথা শুনিয়া সেই কন্যা মহর্ষি গালবকে বলিলেন,—মুনে! আমাকে কোন এক ব্রহ্মজ্ঞ মহাত্মা বর দিয়াছেন যে, তুমি

নৃপেভ্যো হি চতুর্ভ্যস্তে পূর্ণাঙ্গস্তৌ শতানি মে।
ভবিষ্যন্তি তথা পুত্রা মম চত্বার এব চ ॥ ১১
ক্রিয়তামুপসংহারো গুরবঃ দ্বিজসত্তম।
এষা ভাবন্নম প্রজ্ঞা যথা বা মন্যসে দ্বিজ ॥ ১২
এবমুক্তস্তু স মুনিঃ কন্যয়া গালবস্তদা।
হর্যশ্বং পৃথিবীপালমিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৪
ইয়ং কন্যা নরশ্রেষ্ঠ হর্যশ্ব প্রতিগৃহ্যতাম্।
চতুর্ভাগেন শুল্কস্য জনয়ৈকমাত্মজম্ ॥ ১৫
প্রতিগৃহ্য স তাং কন্যাং গালবং প্রতিনন্দ্য চ।
সময়ে দেশকালে চ শুল্কবান্ সুতমীপ্সিতম্ ॥ ১৬
ততো বসুমনা নাম বপুষ্মান্ বসুমত্তরঃ।
বসুপ্রযো নরপতিঃ স বভূব বসুপ্রদঃ ॥ ১৭
অথ কালে পুনর্ধীমান্ গালবঃ প্রত্যুপস্থিতঃ।
উপসঙ্গম্য চোবাচ হর্যশ্বং প্রীতমানসম্ ॥ ১৮
জাতো নৃপ সুতস্তেঽয়ং বালো ভাস্করসন্নিভঃ।
কালো গন্তুং নরশ্রেষ্ঠ ভিক্ষার্থমপরং নৃপম্ ॥ ১৯
হর্যশ্বঃ সত্যবচনে স্থিতঃ স্থিত্বা চ পৌরুষে।
দুর্লভত্বাচ্চ রাজ্ঞাঞ্চ প্রবরো মাধবীং পুনঃ ॥ ২০
মাধবী চ পুনর্দীপ্তাং পরিত্যজ্য নৃপশ্রিয়ম্।
কুমারী কামতো ভূত্বা গালবং পৃষ্ঠতোঽন্বয়াৎ ॥ ২১
অন্বেব ভাবশিষ্টস্ত হয়া ইত্যুক্তবান্ দ্বিজঃ।
প্রযযৌ কন্যয়া সার্দ্ধং দিবোদাসং প্রজেশ্বরম্ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি গালবচরিতে
ষোড়শাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৬

প্রত্যেক প্রসবের পর পুনরায় কন্যার হইয়া যাইবে। অতএব আপনি দুইশত উত্তম অশ্ব লইয়া আমাকে রাজার হস্তে সমর্পণ করুন ॥ ১০-১১

এইরূপ চারিজন রাজার নিকট হইতে দুইশত করিয়া অশ্ব গ্রহণ করিলে আপনার আটশত অশ্ব পূর্ণ হইবে এবং আমারও চারিটি পুত্রলাভ হইবে ॥ ১২

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এইভাবে আপনি গুরুদক্ষিণার জন্য ধন সংগ্রহ করুন—ইহাই আমার মতানুযায়ী সিদ্ধান্ত। হে ব্রাহ্মণ! অথবা আপনি যাহা উত্তম বলিয়া মনে করিবেন, তাহাই করুন ॥ ১৩

তখন যযাতিকন্যা মাধবী এই কথা শুনিয়া গালবকে বলিলে মুনি পুনরায় হর্যশ্বকে বলিলেন ॥ ১৪

নরশ্রেষ্ঠ! হর্যশ্ব! আপনি নির্দ্ধারিত শুল্কের চারিভাগের একভাগ দুইশত অশ্ব প্রদান করিয়া এই কন্যাকে গ্রহণ করুন এবং ইহার গর্ভে মাত্র একটি পুত্রই উৎপাদন করুন ॥ ১৫

তখন রাজা হর্যশ্ব গালবমুনিকে অভিনন্দিত করিয়া সেই কন্যাকে গ্রহণ করিলেন এবং যথোচিত সময়ে ও দেশ-কালে তাহাদ্বারা এক মনোবাঞ্ছিত পুত্র লাভে সমর্থ হইলেন ॥ ১৬

তারপর রাজা হর্যশ্বের সেই পুত্র বসুমনানামে বিখ্যাত হন। ইনি বসুগণের ন্যায় কান্তিমান্ ও তাঁহাদের অপেক্ষা অধিক ধনশালী ছিলেন এবং ধনদাতা নরপতি ছিলেন ॥ ১৭

অনন্তর যোগ্যকালে বুদ্ধিমান্ গালব পুনরায় অযোধ্যায় আসিলেন এবং প্রসন্নচিত্ত রাজা হর্যশ্বের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৮

নরশ্রেষ্ঠ নৃপ! আপনার এই একটি পুণ্যতুল্য তেজস্বী পুত্রলাভ হইয়াছে। এখন আমার এই কন্যার সহিত অশ্ব যাচ্ঞা করিবার জন্য অন্য রাজার নিকট যাইবার সময় উপস্থিত হইয়াছে ॥ ১৯

রাজা হর্যশ্ব সত্য বাক্যের উপর দৃঢ়ভাবে অবস্থিত ছিলেন। তিনি পুরুষার্থে সমর্থ হইয়াও দুরন্ত শ্যামকর্ণ অশ্ব দুর্লভ হওয়ায় যযাতিকন্যা মাধবীকে পুনরায় প্রত্যর্পণ করিলেন ॥ ২০

মাধবী পুনরায় ইচ্ছানুসারে কুমারী হইয়া অযোধ্যার সমুজ্জ্বল রাজলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া গালবমুনির পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিলেন ॥ ২১

যাইবার সময় ব্রাহ্মণ গালব রাজা হর্যশ্বকে বলিলেন,—মহারাজ! আপনার দেওয়া দুইশত শ্যামকর্ণ অশ্ব এখন আপনার নিকট গচ্ছিত থাকুক। এই কথা বলিয়া গালবমুনি সেই রাজকন্যার সহিত দিবোদাসের নিকট গমন করিলেন ॥ ২২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে
গালবচরিতবিষয়ক ষোড়শাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজা দিবোদাসেন যযাতিকন্যায়া মাধব্যা গর্ভে প্রতর্দননামকস্য পুত্রস্যোৎপাদনম্।]

গালব উবাচ।

মহাবীর্য্যো মহীপালঃ কাশীনামীশ্বরঃ প্রভুঃ।
দিবোদাস ইতি খ্যাতো ভৈমসেনির্নরাধিপঃ॥ ১

তত্র গচ্ছাবহে ভদ্রে শনৈরাগচ্ছ মা শুচঃ।
ধার্ম্মিকঃ সংযমে যুক্তঃ সত্যে চৈব জনেশ্বরঃ॥ ২

নারদ উবাচ।

তমুপাগম্য স মুনির্ন্যায়তস্তেন সংকৃতঃ।
গালবঃ প্রণবস্যার্থে তং নৃপ প্রত্যচোদয়ৎ॥ ৩

দিবোদাস উবাচ।

শ্রুতমেতন্ময়া পূর্ব্বং কিমর্থং দ্বিজ।
কাঙ্ক্ষিতো হি ময়ৈবোঽর্থঃ শ্রুতৈব দ্বিজসত্তম॥ ৪
এতচ্চ মে বহুমতং যদুৎসৃজ্য নরাধিপান্।
মামেবমুপযাতোঽসি ভাবি চৈতদসংশয়ম্॥ ৫
স এব বিভবোঽস্মাকমস্মানাসাদ্য গালব।
অহমপ্যেকমেবাস্যাং জনয়িষ্যামি পার্থিবম্॥ ৬
তথেত্যুক্ত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ প্রাদাৎ কন্যাং মহীপতেঃ।
বিধিপূর্ব্বাঞ্চ তাং রাজা কন্যাং প্রতিগৃহীতবান্॥ ৭
রেমে স তস্যাং রাজর্ষিঃ প্রভাবত্যাং যথা রবিঃ।
স্বাহায়াঞ্চ যথা বহ্নির্গৌর্য্যাঞ্চ বৃষভধ্বজঃ॥ ৮
যথা চন্দ্রশ্চ রোহিণ্যাং দময়োর্ণায়াং যথা যমঃ।
বরুণশ্চ যথা গৌর্য্যাং যথা চক্রায়াং ধনেশ্বরঃ॥ ৯
যথা নারায়ণো লক্ষ্ম্যাং ভাস্কর্য্যাঞ্চ মধোদধিঃ।
যথা রুদ্রশ্চ রুদ্রাণ্যাং যথা বেধ্যাং পিতামহঃ॥ ১০
অরুন্ধত্যাঞ্চ বাশিষ্ঠো বশিষ্ঠশ্চাক্ষমালয়া।
চ্যবনশ্চ সুকন্যায়াং পুলস্ত্যঃ সত্ত্বয়া যথা॥ ১১

সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়।

[রাজা দিবোদাস কর্ত্তৃক মাধবীর গর্ভে প্রতর্দননামক পুত্র উৎপাদন।]

পথে গালবমুনি রাজকন্যা মাধবীকে বলিলেন,—ভদ্রে! কাশীর অধিপতি ভীমসেনপুত্র রাজা দিবোদাস অত্যন্ত প্রতাপশালী, মহাপরাক্রমী ও বিখ্যাত মহীপাল। তাঁহারই নিকট আমরা দুইজনে গমন করিব। তুমি ধীরে ধীরে চল, মনে মনে কোনরূপ শোক করিও না। রাজা দিবোদাস ধর্ম্মাত্মা, সংযমী ও সত্যপরায়ণ॥ ১-২

নারদ বলিলেন,—রাজা দিবোদাসের নিকট উপস্থিত হইয়া গালবমুনি ন্যায়ানুসারে তাঁহার দ্বারা সৎকৃত হইলেন। তারপর গালব পূর্ব্বের ন্যায় অশ্বমেধের পরিবর্ত্তে যযাতিকন্যা মাধবীর গর্ভে এক পুত্র উৎপাদনের জন্য সেই রাজা দিবোদাসকে প্রেরণা দিলেন॥ ৩

দিবোদাস বলিলেন,—ব্রহ্মন্! এই সমগ্র বৃত্তান্ত আমি পূর্ব্বেই শ্রবণ করিয়াছি। এখন আর বিস্তৃতসহকারে বলিয়া লাভ কি? হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আপনার প্রস্তাব শুনিবার সময়েই আমার মনে এই পুত্র উৎপাদনের অভিলাষ জাগরিত হইয়াছে॥ ৪

ইহা তো আমার পক্ষে অভিনব সম্মানের কথা যে, আপনি অন্য রাজাকে পরিত্যাগ করিয়া আমার নিকট প্রার্থী হইয়া উপস্থিত হইয়াছেন। সুতরাং নিঃসন্দেহে বলা যায়—ইহাই ভবিতব্য ছিল॥ ৫

গালব! আমার নিকটেও কেবল দুইশত শ্যামবর্ণ অশ্ব আছে, অতএব আমিও এই কন্যার গর্ভে একটিমাত্র পুত্রই উৎপাদন করিব॥ ৬

তখন দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব "আচ্ছা, তাহাই হউক" এই কথা বলিয়া নৃপতি যযাতির কন্যা মাধবীকে রাজা দিবোদাসের হস্তে প্রদান করিলেন। রাজা দিবোদাসও বিধি অনুসারে সেই কন্যাকে গ্রহণ করিলেন॥ ৭

রাজর্ষি দিবোদাস মাধবীর উপর অনুরক্ত থাকিয়া তাহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। যেরূপ সূর্য্য প্রভাবতীকে, অগ্নি স্বাহাকে, বৃষধ্বজ গৌরীকে, বরুণ গৌরীকে, ধনের ভদ্রিকে, নারায়ণ লক্ষ্মীকে, মধুসূদন লক্ষ্মীকে, রুদ্রদেব রুদ্রাণীকে, পিতামহ ব্রহ্মা বেধ্যকে, বশিষ্ঠমুনি শক্তি, অরুন্ধতীকে, বশিষ্ঠ অক্ষমালাকে (অরুন্ধতীকে), চ্যবন সুকন্যাকে, পুলস্ত্য সত্ত্বাকে, অগস্ত্য বিদর্ভরাজকুমারী লোপামুদ্রাকে, সত্যবান্ সাবিত্রীকে, তৃণ পুলোমাকে, কণ্ব অগ্নিতিকে, ভৃগুপতি রেণুকাকে, কুশিকবংশীয় বিশ্বামিত্র হৈমবতীকে, বৃহস্পতি তারাকে, শুক্র শতপর্ব্বাকে, ভূমিপতি

অগস্ত্যাচ্চাপি বৈদর্ভ্যাং সাবিত্র্যাং সত্যবান্ যথা।
যথা ভৃগুঃ পুলোমায়ামদিত্যাং কশ্যপো যথা ॥ ১২
রেণুকায়াং যথার্চীকো হৈমবত্যাঞ্চ কৌশিকঃ।
বৃহস্পতিশ্চ তারায়াং শুক্রশ্চ শতপর্ব্বণা ॥ ১৩
যথা দুষ্যাং ভূমিপতির্ভরদ্বাজাঞ্চ পুত্রবান্।
ঋচীকঃ সত্যবত্যাঞ্চ সরস্বত্যাং যথা মনুঃ ॥ ১৪
শকুন্তলায়াং দুষ্মন্তো ধৃত্যাং ধর্ম্মশ্চ শাশ্বতঃ।
দময়ন্ত্যাং নলশ্চৈব সত্যবত্যাঞ্চ নারদঃ ॥ ১৫
জরৎকারুর্জরৎকার্বাং পুলস্ত্যশ্চ প্রতীচ্যাং।
মেনকায়াং যথোর্ণায়ুস্তথৃকশ্চৈব বসুধা ॥ ১৬
বাসুকিঃ শতশীর্ষায়াং কুমার্যাঞ্চ ধনঞ্জয়ঃ।
বৈদেহ্যাঞ্চ যথা রামো রুক্মিণ্যাঞ্চ জনার্দ্দনঃ ॥ ১৭

তথা তু রমমাণস্য দিবোদাসস্য ভূপতেঃ।
মাধবী জনয়ামাস পুত্রমেকং প্রতর্দ্দনম্ ॥ ১৮
অথাজগাম ভগবান্ দিবোদাসং স গালবঃ।
সময়ে সমনুপ্রাপ্তে বচনক্ষেমমব্রবীৎ ॥ ১৯
নির্য্যাতয়তু মে কন্যাং ভবাংস্তিষ্ঠতু বাজিনঃ।
যাবদন্যত্র গচ্ছামি গুরুার্থং পৃথিবীপতে ॥ ২০
দিবোদাসোঽথ ধর্ম্মাত্মা সময়ে গালবস্য তাম্।
কন্যাং নির্য্যাতয়ামাস স্থিতঃ সত্যে মহীপতিঃ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্ব্বণি ভগবদ্যানপর্ব্বণি গালবচরিতে
সপ্তদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৭

ভূমিকে, পুরুরবা উর্ব্বশীকে, ঋচীক সত্যবতীকে, মনু সরস্বতীকে, দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে, সনাতন ধর্ম্মদেব ধৃতিকে, নল দময়ন্তীকে, নারদ সত্যবতীকে, জরৎকারুমুনি নাগকন্যা জগৎকারুকে, পুলস্ত্য প্রতীচ্যাকে, ঊর্ণায়ু মেনকাকে, তৃণু বসুধাকে, বাসুকী শতশীর্ষাকে, ধনঞ্জয় কুমারীকে, শ্রীরামচন্দ্র বিদেহকন্যা সীতাকে এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীদেবীকে লইয়া আনন্দে রমণ করেন, সেইরূপ নিজের সহিত রমণকারী ভূপতি দিবোদাসের ঔরসে মাধবী প্রতর্দ্দনামে এক পুত্রের জন্ম দিয়াছিলেন। ৮-১৮

তারপর নির্দ্দিষ্ট সময় আসিলে ভগবান্ গালবমুনি পুনরায় দিবোদাসের নিকট আসিলেন এবং তাঁহাকে এই কথা বলিলেন। ১৯

হে ভূপতে! এখন আপনি আমার হাতে রাজকন্যা মাধবীকে সমর্পণ করুন। আপনার প্রদত্ত অশ্ব আপনারই নিকট বর্ত্তমানে থাকুক। আমি এই সময় গুরুকার্য্যের জন্য অন্যত্র যাইতেছি। ২০

ধর্ম্মাত্মা রাজা দিবোদাস নিজকৃত সত্যপ্রতিজ্ঞার উপর অবিচল ছিলেন, সেইহেতু তিনি গালবমুনির নিকট সেইকন্যা মাধবীকে প্রত্যর্পণ করিলেন। ২১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্ব্বে
গালবচরিতবিষয়ক সপ্তদশাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশাধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যযাতিকন্যায়া মাধব্যা গর্ভে ঔশীনরেণ শিবিনামকস্য পুত্রস্যোৎপাদনম্, ততঃ তাং কন্যাং নীত্বা গালবস্যাস্তত্র গমনম্, মার্গমধ্যে গরুড়স্য দর্শনঞ্চ।]

নারদ উবাচ।

ততৈব তাং স্ত্রিয়ং ভার্য্যাং কন্যাং ভূপা যশস্বিনী।
মাধবী গালবং বিপ্রমভ্যযাৎ সত্যসঙ্গরা ॥ ১

গালবো বিমৃশন্নেব স্বকার্য্যগতমানসঃ।
জগাম ভোজনগরং দ্রষ্টুমৌশীনরং নৃপম্ ॥ ২

অষ্টাদশাধিকশততম অধ্যায়।

[যযাতি কন্যা মাধবীর গর্ভে ঔশীনরের শিবিনামক পুত্রের জন্মদান, তারপর গালবকর্ত্তৃক সেইকন্যাকে লইয়া অন্যত্র গমন এবং পথে গরুড়ের দর্শনলাভ।]

নারদ বলিলেন,—তদনন্তর সেই যশস্বিনী রাজকন্যা মাধবী সত্যপালনে তৎপর কাশীপতি দিবোদাসের রাজলক্ষ্মীকে পরিত্যাগ করিয়া বিপ্রবর গালবের সহিত চলিয়া যাইলেন। ১

তখন গালবের মন নিজ কার্য্যসিদ্ধির বিষয়ে আবিষ্ট ছিল। তিনি মনে মনে পরামর্শ করিয়াই রাজা ঔশীনরের সহিত মিলিত হইবার জন্য ভোজনগরে গমন করিলেন। ২

তমুবাচাথ গাধা স নৃপতিং সত্যবিক্রমম্।
ইহ কন্যা সুতৌ দ্বৌ তে জনয়িষ্যতি পার্থিবৌ ॥ ৩
অস্যাং ভবানবাপ্যার্থো ভবিতা শ্রেষ্ঠ্য এব চ
সোমার্কপ্রতিসঙ্কাশৌ জনয়িত্বা সুতৌ নৃপ ॥ ৪
শুল্কস্য সর্বধর্মজ্ঞ হয়ানাং চন্দ্রবর্চসাম্।
একতঃ শ্যামকর্ণানাং দেহং মন্যে চতুঃশতম্ ॥ ৫
গুর্বর্থোঽয়ং সমারম্ভো ন হ্যয়ৈঃ কৃত্যমস্তি মে।
যদি শক্যং মহারাজ ক্রিয়তামবিচারিতম্ ॥ ৬
অনপত্যোঽসি রাজর্ষে পুত্রৌ জনয় পার্থিব।
পিতৃন্ পুত্রফলেনেহ ত্রায়স্বানন্ত্যমেব চ ॥ ৭
ন পুত্রফলভোক্তা হি রাজর্ষে পাতমেতে দিবঃ।
ন যান্তি নরকং ঘোরং যত্র গচ্ছন্ত্যনাত্মজাঃ ॥ ৮
এতচ্চান্যচ্চ বিবিধং শ্রুত্বা গালবভাষিতম্।
উশীনরঃ প্রতিবচো দদৌ তস্য নরাধিপঃ ॥ ৯

সেই সত্যপরাক্রমী রাজা উশীনরের নিকট গিয়া গালবমুনি তাঁহাকে বলিলেন,—রাজন্! এই কন্যা আপনার ন্যায় পৃথিবী-পালন করিতে সমর্থ দুইটি পুত্র উৎপাদন করিবে। ৩

হে নৃপ! আপনি ইহার গর্ভে সূর্য, ও চন্দ্রতুল্য তেজস্বী দুইটি পুত্র লাভ করত ইহলোক ও পরলোকেও পূর্ণকাম হইবেন। ৪

সমস্ত ধর্মের জ্ঞাতা নৃপাল! আপনি এই কন্যার শুল্করূপে এরূপ চারিশত অশ্ব প্রদান করুন, যাহারা চন্দ্রসদৃশ উজ্জ্বলবর্ণবিশিষ্ট ও কর্ণের একভাগ যাহাদের শ্যামবর্ণ হইবে। ৫

আমি গুরুদক্ষিণা প্রদান করিবার জন্য এই উদ্যোগ আরম্ভ করিয়াছি, অতএব আমার এই অশ্বের কোন প্রয়োজন নাই। মহারাজ! যদি আপনার পক্ষে এই শুল্ক দেওয়া সম্ভব হয়, তবে সে বিষয়ে আর কোন বিচার না করিয়া এই কার্য সম্পন্ন করুন। ৬

রাজর্ষে! পৃথিবীপতে! আপনি সন্তানহীন, অতএব ইহা-দ্বারা আপনি দুইটি পুত্র উৎপাদন করুন এবং পুত্রফলী নৌকাদ্বারা পিতৃগণকে ও নিজেকে রক্ষা করুন। ৭

রাজর্ষে! পুত্রফলিত পুণ্যফলের উপভোক্তা মনুষ্যগণ কখনও স্বর্গ হইতে পতিত হয় না এবং সন্তানহীন মানুষ যেমন ঘোর নরকে গমন করে, সেরূপ তাহারা নরকে গমন করে না। ৮

গালবকর্তৃক কথিত এই সব বাক্য ও অন্যান্য আরও সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া রাজা উশীনর তাঁহাকে এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেন। ৯

ব্রহ্মন্ গালব! আপনি যে সকল কথা বলিলেন, আমি উহা

শ্রুতবানস্মি তে বাক্যং যথা বেত্থ তথৈব তৎ।
বিবিক্ত বলবান্ ব্রহ্মন্ প্রবলং হি মনো মম ॥ ১০
শতে দ্বে তু মমাখ্যানামীদৃশানাং দ্বিজোত্তম।
উত্তরেষাং সহস্রাণি সুবহূনি চ সন্তি মে ॥ ১১
অহমপ্যেকমেবাস্যাং জনয়িষ্যামি গালব।
পুত্রং দ্বিজ গতং মার্গং গমিষ্যামি পরৈরহম্ ॥ ১২
মূল্যেনাপি সমং কৃত্স্নাং ভবাহং দ্বিজসত্তম।
পৌরজানপদার্থস্তু মমার্থো নাত্মভোগতঃ ॥ ১৩
কামতো হি ধনং রাজা পারক্যং যঃ প্রযচ্ছতি।
ন স ধর্মেণ ধর্মাত্মা যুজ্যতে যশসা ন চ ॥ ১৪
সোঽহং প্রতিগ্রহীষ্যামি দদাসেত্যাং ভবান্ মম।
কুমারীং দেবগর্ভাভামেকপুত্রভবায় মে ॥ ১৫
তথা তু বত কল্যাণমুক্তবন্তং নরাধিপম্।
উশীনরং দ্বিজশ্রেষ্ঠো গালবঃ প্রত্যপূজয়ৎ ॥ ১৬

পূর্বেই শুনিয়াছি। অতএব বিশেষতঃ একত্র শ্রবণ। আমার মন ইহাতে সন্তান উৎপাদনের জন্য উৎসুক। ১০

হে দ্বিজোত্তম! আপনার যেরূপ অশ্বের প্রয়োজন, সেরূপ অশ্ব তো আমার নিকট শত আছে। কিন্তু অন্য জাতীয় অশ্ব অবশ্য কয়েক সহস্র আমার বাড়ী বিচরণ করিতেছে। ১১

হে ব্রহ্মন্ গালব! অতএব আমিও এই কন্যার গর্ভে একটি মাত্র পুত্রই উৎপাদন করিব। অন্য ব্যক্তিরা যে পথ দিয়া গিয়াছে, আমিও সেই পথেই গমন করিব। ১২

হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! আমি মূল্য দিয়া অশ্বের নিষ্ক্রয়িত শুল্ক আপনাকে প্রদান করিব, ইহাও আমার পক্ষে সম্ভব নয়; কারণ, আমার সমস্ত ধন পুরবাসী ও জনপদবাসীদিগের কল্যাণার্থে নিয়োগের জন্য, নিজের উপভোগের জন্য নয়। ১৩

হে ধর্মজ্ঞ! যে রাজা পরের জন্য উৎসর্গীকৃত ধন নিজের ইচ্ছানুসারে দান করে, তিনি যশ ও ধর্ম লাভ করিতে সমর্থ হন না। ১৪

অতএব আপনি দেবকন্যাসদৃশী এই রাজকুমারীকে কেবল একটিমাত্র পুত্র উৎপাদনের জন্য আমাকে প্রদান করুন। আমি তদনুসারে ইহাকে গ্রহণ করিব। ১৫

রাজা উশীনর এইরূপে বহুপ্রকার ন্যায়োচিত বাক্য বলিতে থাকিলে দ্বিজশ্রেষ্ঠ গালব তাঁহার ভূয়ি ভূয়ি প্রশংসা করিতে লাগিলেন। ১৬

উশীনরং প্রতিগ্রাহ্য গালবঃ প্রযযৌ বনম্ ।
রেমে চ তাং সমাসাদ্য কৃতপুণ্য ইব শ্রিয়ম্ ॥ ১৭
কন্দরেষু চ শৈলানাং নদীনাং নির্ঝরেষু চ ।
উদ্যানেষু বিচিত্রেষু বনেষূপবনেষু চ ॥ ১৮
হর্ম্ম্যেষু রমণীয়েষু প্রাসাদশিখরেষু চ ।
বাতায়নবিমানেষু তথা গর্ভগৃহেষু চ ॥ ১৯
ততোঽস্য সময়ে জজ্ঞে পুত্রো বালরবিপ্রভঃ ।
শিবির্নাম্নাভিবিখ্যাতো যঃ স পার্থিবসত্তমঃ ॥ ২০
উপস্থায় স তং বিপ্রো গালবঃ প্রতিগৃহ্য চ ।
কন্যাং প্রযাতস্তাং রাজন্ দৃষ্টবান্ বিনতাসুতম্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্ব্বণি ভগবদ্‌যানপর্ব্বণি গালবচরিতে
অষ্টনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৮

উশীনরকে সেই কন্যা সমর্পণ করিয়া গালবমুনি বনে গমন করিলেন। যেরূপ পুণ্যাত্মা পুরুষ রাজলক্ষ্মীকে লাভ করেন, সেইরূপ এই রাজকন্যা মাধবীকে লাভ করিয়া রাজা উশীনর তাঁহার সহিত রমণ করিতে লাগিলেন। ১৭

তিনি পর্ব্বতসমূহের কন্দরে, নদীসকলের সুরম্য তীরে, নির্ঝরসমূহের সমীপবর্ত্তী স্থানে, বিচিত্র উদ্যানসমূহে, সেই বন ও উপবনের মধ্যে, রমণীয় অট্টালিকায়, প্রাসাদশিখরসমূহে, বায়ু-মার্গে উড্ডীন বিমানশ্রেণীতে ও পৃথিবীর মধ্যে নির্ম্মিত গর্ভ-গৃহসমূহে মাধবীর সহিত বিহার করিতে লাগিলেন। ১৮-১৯

তাহার পর যথাসময়ে মাধবীর গর্ভ হইতে রাজার এক পুত্র জন্মলাভ করিল, সে প্রাতঃকালীন সূর্য্যসদৃশ কান্তিমান্ ছিল। এই বালকই বড় হইয়া মহারাজ শিবি-নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। ২০

রাজন্! তাহার পর বিপ্রবর গালব রাজভবনে উপস্থিত হইয়া উশীনরের নিকট হইতে কন্যাকে গ্রহণ করত প্রস্থান করিলেন। পথে সেই সময় তিনি বিনতানন্দন গরুড়ের দর্শনলাভ করিলেন। ২১

শ্রীমন্নীলকণ্ঠপ্রণীত ভারতভাবদীপিকা সহিত মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্ব্বে গালবচরিতবিষয়ক অষ্টনবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[গালবেন ষট্-শতসংখ্যকাশ্বৈঃ সহ মাধব্যা বিশ্বামিত্রায় প্রদানম্, মাধবীগর্ভে অষ্টকনামকপুত্রোৎপাদনম্, বিশ্বামিত্রেণ মাধব্যা যযাতিসমীপে প্রত্যর্পণঞ্চ]

নারদ উবাচ ।

গালবং বৈনতেয়োঽথ প্রহসন্নিদমব্রবীৎ ।
দিষ্ট্যা কৃতার্থং পশ্যামি ভবন্তমিহ বৈ দ্বিজ ॥ ১
গালবস্য বচঃ শ্রুত্বা বৈনতেয়েন ভাষিতম্ ।
চতুর্ভাগাবশিষ্টং তদাচখ্যৌ কার্য্যমস্য হি ॥ ২
সুপর্ণস্তমব্রবীদেনং গালবং বদতাং বরঃ ।
প্রযত্নস্তে ন কর্ত্তব্যো নৈব সম্পৎস্যতে তব ॥ ৩
পুরা হি কান্যকুব্জে বৈ গাধেঃ সত্যবতীং সুতাম্ ।
ভার্য্যার্থেঽবরয়ং কন্যামৃচীকস্তেন ভাষিতঃ ॥ ৪

একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[গালবকর্ত্তৃক ছয়শত অশ্বের সহিত মাধবীকে বিশ্বামিত্রের নিকট সমর্পণ, মাধবীর গর্ভে অষ্টকনামক পুত্র উৎপাদন এবং বিশ্বামিত্রকর্ত্তৃক মাধবীকে যযাতির নিকট প্রত্যর্পণ।]

নারদ বলিলেন,—সেই সময় বিনতাকুমার গরুড় ঈষৎহাস্য করিয়া গালবমুনিকে বলিলেন—ব্রহ্মন্! ইহা মহাভাগ্যের কথা যে, আজ আমি তোমাকে কৃতকৃত্য দেখিতে পাইলাম। ১

গরুড়কর্ত্তৃক কথিত এই কথা শ্রবণ করিয়া গালবমুনি বলিলেন,—এখনও আমার গুরুদক্ষিণার চারি ভাগের একভাগ অবশিষ্ট আছে, যাহা অতি সত্বর পূরণ করিতে হইবে। ২

তখন পক্ষীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গরুড় গালবমুনিকে বলিলেন,—এখন তুমি ইহার জন্য আর কোন চেষ্টা করিও না; কারণ, তোমার এই মনোরথ পূর্ণ হইবে না। ৩

বহু পূর্ব্বের একটি ঘটনা,—কান্যকুব্জদেশে রাজা গাধির কুমারী কন্যা সত্যবতীকে নিজের পত্নীরূপে বরণ করিবার জন্য ঋচীকমুনি রাজার নিকট সেই কন্যাকে প্রার্থনা করিলেন। তখন রাজা ঋচীকমুনিকে বলিলেন। ৪

একতঃ শ্যামকর্ণানাং হয়ানাং চন্দ্রসন্নিভম্।
ভগবন্ দীয়তাং মহ্যং সহস্রমিতি গালব ॥ ৫
যাচীকস্তু তথেত্যুক্ত্বা বরুণস্যালয়ং গতঃ।
অশ্বতীর্থে হয়াল্লব্ধ্বা পশ্চিমান্ পার্থিবায় বৈ ॥ ৬
ইষ্ট্বা তে পুত্রলাভেন দত্ত্বা রাজ্ঞা দ্বিজাতিষু।
তেভ্যো দ্বে দ্বে শতে ক্রীত্বা প্রাপ্তে তৈঃ পার্থিবৈস্তদা ॥ ৭
অপরাণ্যপি চত্বারি শতানি দ্বিজসত্তম।
নীয়মানানি সম্ভারে দ্যুতাপ্তাসন্নিতস্ততঃ ॥ ৮
এবং ন শক্যমপ্রাপ্যং প্রাপ্তুং গালব কর্হিচিৎ।
ইমামশ্বশতাভ্যাং বৈ ভার্যাং তস্মৈ নিবেদয় ॥ ৯
বিশ্বামিত্রায় ধর্মজ্ঞ ষড়্ভিরশ্বশতৈঃ সহ।
ততোঽসি গতসম্মোহঃ কৃতকৃত্যো দ্বিজোত্তম ॥ ১০
গালবস্তু তথেত্যুক্ত্বা সুপর্ণসহিতস্ততঃ।
আদায়াশ্বাংশ্চ কন্যাঞ্চ বিশ্বামিত্রমুপাগমৎ ॥ ১১

ভগবন্! আমাকে কন্যার শুল্করূপে একশতবার এরূপ অশ্ব প্রদান করুন, যাহাদের বর্ণ চন্দ্রসন্নিভ শুভ্র কান্তিমান্ এবং কর্ণের একভাগ শ্যামবর্ণ হইবে। গালব! তখন ঋচীকমুনি "তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া বরুণলোকে গমন করিলেন এবং সেখানে অশ্বতীর্থে ঐ অশ্ব পাইয়া তিনি রাজা গাধিকে উহা প্রদান করিলেন ॥ ৫-৬

রাজা পুত্রেষ্টিনামক যজ্ঞ করিয়া এই সমস্ত অশ্ব ব্রাহ্মণগণকে দক্ষিণারূপে বিতরণ করিয়া দিলেন। তারপর রাজারা ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে ছয়শত ছয়শত করিয়া অশ্ব ক্রয় করত নিজ নিজ রাজ্যে রক্ষা করিতে লাগিলেন। ৭

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! পথে এক স্থানে নদী পার হইবার প্রয়োজন হয়। এই ছয়শত অশ্বের সহিত অন্য আরও চারিশত অশ্ব ছিল। নদী পার হইবার জন্য যাইবার সময় সেই চারিশত অশ্ব বিতস্তানদীর প্রবল জলপ্রবাহে ভাসিয়া যায়। ৮

গালব! এইভাবে এই পৃথিবীতে ছয়শত অশ্ব ব্যতীত অধিক অশ্ব দুষ্প্রাপ্য। অতএব উহা কোথাও পাওয়া যাইবে না। আমার শ্রুত হইল—অবশিষ্ট দুইশত অশ্বের পরিবর্তে তুমি এই কন্যাকেই বিশ্বামিত্রের নিকট সমর্পণ কর। ধর্মজ্ঞ! এই কন্যাকে তুমি ছয়শত অশ্বের সহিত বিশ্বামিত্রকে প্রদান কর। দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এইরূপ করিলে তুমি সমস্ত দুশ্চিন্তা হইতে মুক্ত হইবে এবং কৃতকার্য হইতে পারিবে ॥ ৯-১০

তখন গালবমুনি "আচ্ছা, তাহাই হউক," এই কথা গরুড়কে বলিয়া ছয়শত অশ্ব এবং সেই কন্যাকে সঙ্গে লইয়া গরুড়ের সহিত

অশ্বানাং কাঙ্ক্ষিতার্থানাং ষড়িমানি শতানি বৈ।
শতদ্বয়েন কন্যেয়ং ভবতা প্রতিগৃহ্যতাম্ ॥ ১২
অস্যাং রাজর্ষিভিঃ পুত্রা জাতা বৈ বাংশিকাত্রয়ঃ।
চতুর্থং জনয়ত্বেকং ভবানপি নরোত্তমম্ ॥ ১৩
পূর্ণাস্তেবং শতাশ্চাষ্টৌ তুরগাণাং ভবন্তু তে।
ভবতো ঋণিনো ভূত্বা তপঃ কুর্যাং যথাসুখম্ ॥ ১৪
বিশ্বামিত্রস্তু তাং দৃষ্ট্বা গালবং সহ পক্ষিণা।
কন্যাঞ্চ তাং বরারোহামিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৫
কিমিয়ং পূর্বমেবেহ ন দত্তা মম গালব।
পুত্রা মমৈব চত্বারো ভবেয়ুঃ কুলভাবনাঃ ॥ ১৬
প্রতিগৃহ্ণামি তে কন্যামেকপুত্রফলায় বৈ।
অন্যাশ্চাশ্রমমাদায় চরন্তু মম সর্বদা ॥ ১৭
স তয়া রমমাণোঽথ বিশ্বামিত্রো মহাদ্যুতিঃ।
আসসাদ জনন্যাং বৈ মাধবীপুত্রমষ্টকম্ ॥ ১৮

বিশ্বামিত্রের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ১১

তারপর গালব বলিলেন,—প্রভো! আপনার আকাঙ্ক্ষিত ছয়শত অশ্ব প্রদত্ত হইল এবং অবশিষ্ট অশ্বের পরিবর্তে এই এই কন্যাকে আপনি গ্রহণ করুন।

রাজর্ষিগণ এই কন্যার গর্ভে তিনটি করিয়া পুত্র উৎপাদন করিয়াছেন। এখন আপনি এক মহাবীর পুত্র উৎপাদন করুন, যাহাতে সংখ্যায় চারিটি পুত্র পূর্ণ হয় ॥ ১৩

এইরূপে আপনার আটশত অশ্বের সংখ্যা পূর্ণ হইয়া যাইবে এবং আমিও আপনার নিকট হইতে ঋণমুক্ত হইয়া যেন যথাসুখে তপস্যা করিতে পারি ॥ ১৪

বিশ্বামিত্রমুনি গরুড়ের সহিত গালবের দিকে তাকাইয়া পরমসুন্দরী কন্যার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন এবং এই কথা বলিলেন ॥ ১৫

গালব! তুমি পূর্বেই কেন এই কন্যাকে প্রদান কর নাই, তাহা হইলে ইহার গর্ভে আমার বংশপ্রবর্তক চারিটি পুত্র লাভ হইত ॥ ১৬

আচ্ছা, এখন আমি একটিমাত্র পুত্ররূপ ফলপ্রাপ্তির জন্য তোমার নিকট হইতে এই কন্যাকে গ্রহণ করিলাম। এই অশ্বগণ আমার আশ্রমে আসিয়া আশ্রমের চারিদিকে বিচরণ করুক ॥ ১৭

এইরূপে মহাতেজস্বী বিশ্বামিত্রমুনি সেই কন্যার সহিত রমণ করিতে করিতে তাহার গর্ভ হইতে একটি পুত্রের জন্ম দিলেন। মাধবীর এই পুত্রের নাম হইল অষ্টক ॥ ১৮

জাতমাত্রং সুতং তত্র বিশ্বামিত্রো মহামুনিঃ।
সংযোজ্যার্থৈস্তথা ধর্মৈরশ্বৈঃ সমযোজয়ৎ ॥ ১৯
অথাষ্টকঃ পুরং প্রায়াত্তদা সোমপুরপ্রভম্।
নির্যাত্য কন্যাং শিষ্যায় কৌশিকোঽপি বনং যযৌ ॥ ২০
গালবোঽপি সুপর্ণেন সহ নির্যাত্য দক্ষিণাম্।
মনসাতিপ্রহীতেন কন্যামিদমুবাচ হ ॥ ২১
জাতো দানপতিঃ পুত্রস্তয়া শূরস্তথাপরঃ।
সত্যধর্মরতশ্চান্যো যজ্বা চাপি তথাপরঃ ॥ ২২

তদাগচ্ছ বরারোহে তারিতস্তে পিতা সুতৈঃ।
চতুরশ্চৈব রাজানস্তথা চায়ং সুমধ্যমে ॥ ২৩
গালবস্বভাষ্যুক্তায় সুপর্ণং পন্নগাশনম্।
পিতুর্নির্যাত্য তাং কন্যাং প্রযযৌ বনমেব হ ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি গালবচরিতে
একোনবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১৯

পুত্র উৎপন্ন হইবার সঙ্গে সঙ্গেই মহামুনি বিশ্বামিত্র সেই পুত্রকে ধর্ম, অর্থ ও সেই অশ্বসমূহের অধিকারী করিয়া দিলেন ॥ ১৯

তারপর অষ্টক চন্দ্রপুরীর ন্যায় প্রকাশমান বিশ্বামিত্রের রাজধানীতে গমন করিলেন এবং বিশ্বামিত্রমুনিও নিজ শিষ্য গালবকে সেই কন্যা প্রত্যর্পণ করিয়া বনগমন করিলেন ॥ ২০

গরুড়ের সহিত গালবমুনিও গুরুদক্ষিণা প্রদান করত মনে মনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া রাজকন্যা মাধবীকে এই কথা বলিলেন ॥ ২১

সুশ্রোণি! তোমার প্রথম পুত্র দানপতি, দ্বিতীয় পুত্র বীর, তৃতীয় পুত্র সত্যধর্মপরায়ণ এবং চতুর্থ পুত্র যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা হইবে।

সুমধ্যমে! তুমি এই পুত্রগণের দ্বারা নিজ পিতাকে উদ্ধার করিলে, এই চারি রাজাকে উদ্ধার করিলে এবং আমিও উদ্ধারপ্রাপ্ত হইলাম। অতএব তুমি আমার সহিত আগমন কর ॥ ২২-২৩

এই কথা বলিয়া সর্পভোজী গরুড়ের আজ্ঞা গ্রহণ করত গালবমুনি সেই রাজকন্যাকে পুনরায় তাঁহার সহিত পিতা যযাতির নিকট ফিরাইয়া দিলেন এবং নিজে বনে গমন করিলেন ॥ ২৪

শ্রীমদ্ঋষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে গালবচরিতবিষয়ক একোনবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বনে গিয়া মাধবীর তপশ্চরণ, স্বর্গবাসান্তে সুখভোগের পর মোহবশতঃ যযাতির তেজোহীনতা।]

নারদ উবাচ।

স তু রাজা পুনস্তস্যাঃ কর্তুকামঃ স্বয়ংবরম্।
উপগম্যাশ্রমপদং গঙ্গাযমুনসঙ্গমে ॥ ১
গৃহীতমাল্যদামানাং তাং রথনারোপ্য মাধবীম্।
পুরুষর্ষভশ্চ ভগিনীমাশ্রমে পর্যাধাবতাম্ ॥ ২
নাগ-যক্ষ-মনুষ্যাণাং গন্ধর্ব-মৃগ-পক্ষিণাম্।
শৈল-দ্রুম-বনৌকানানাশীস্তত্র সমাগমঃ ॥ ৩
নানাপুরুষদেশানামীশ্বরৈশ্চ সমাকুলম্।
ঋষিভির্ব্রহ্মকল্পৈশ্চ সমন্তাদাবৃতং বনম্ ॥ ৪
নির্দিশ্যমানেষু তু সা বরেষু বরবর্ণিনী।
বরানুৎক্রম্য সর্বাংস্তান্ বরং বৃতবতী বনম্ ॥ ৫

বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[বনে যাইয়া মাধবীর তপশ্চরণ এবং স্বর্গে যাইয়া সুখভোগের পর মোহবশতঃ যযাতির তেজোহীনতা।]

নারদ বলিলেন,—তারপর রাজা যযাতি পুনরায় মাধবীর স্বয়ংবরের কথা চিন্তা করিয়া গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থলে নির্দিষ্ট নিজ আশ্রমে যাইয়া বাস করিতে লাগিলেন ॥ ১

হৃষ্ট হইয়া কিন্তু ভগিনী মাধবীকে রথে বসাইয়া পুরু ও যদু—এই দুই ভ্রাতা আশ্রমে যাইয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ২

সেই স্বয়ংবরে নাগ, যক্ষ, মনুষ্য, গন্ধর্ব, পশু, পক্ষী, পর্বতস্থ, বৃক্ষ ও বনমধ্যে বাসকারী প্রাণিগণের শুভাগমন হইল ॥ ৩

প্রয়াগের এই বনভূমিতে বহু জনসহই রাজমণ্ডলীতে পূর্ণ হইয়া যাইল এবং ব্রহ্মার ন্যায় তেজস্বী ঋষিগণও সেই স্থানের চারিদিক্ আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৪

সেই সময় যখন মাধবীকে সেখানে সমাগত বরমণ্ডলীর পরিচয়

অবতীর্য্য রথাৎ কন্যা নমস্কৃত্য চ বন্ধুষু।
উপগম্য বনং পুণ্যং তপস্তেপে যযাতিজা ॥ ৬
উপবাসৈশ্চ বিবিধৈর্দীক্ষাভিনিয়মৈস্তথা।
আত্মনো লঘুতাং কৃত্বা বভূব মৃগচারিণী ॥ ৭
বৈদূর্য্যাঙ্কুরকল্পানি মৃদূনি হরিতানি চ।
চরন্তী রুক্মসম্পাণি তিক্তানি মধুরাণি চ ॥ ৮
স্রবন্তীনাঞ্চ পুণ্যানাং সুরসানি শুচীনি চ।
পিবন্তী বারিমুখ্যানি শীতানি বিমলানি চ ॥ ৯
বনেষু মৃগবাসেষু সিংহ-ব্যাঘ্রাযিতেষু চ।
দাবাগ্নিবিপ্রমুক্তেষু শূন্যেষু গহনেষু চ ॥ ১০
চরন্তী হরিণৈঃ সার্দ্ধং মৃগীব বনচারিণী।
চচার বিপুলং ধর্ম্মং ব্রহ্মচর্য্যেণ সংবৃতম্ ॥ ১১
যযাতিরপি পূর্ব্বেষাং রাজ্ঞাং বৃত্তমনুষ্ঠিতঃ।
বহুবর্ষসহস্রাণ্যুষিত্বা কালসংখ্যয়া ॥ ১২

দেবযানী হইতেছিল, তখন সেই সুন্দরী কন্যা সমস্ত বন্ধুবান্ধবকে পরিত্যাগ করিয়া (পুরু) তপোবনকেই বরণরূপে বরণ করিয়া লইলেন ॥ ৫

যযাতিনন্দিনী কুমারী মাধবী রথ হইতে নামিয়া পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধু প্রভৃতির উদ্দেশে নমস্কার নিবেদন করত পুণ্য তপোবন অভিমুখে গমন করিলেন এবং সেখানে তপস্যা করিতে লাগিলেন ॥ ৬

তিনি উপবাসপূর্ব্বক নানাপ্রকারের দীক্ষা ও নিয়মপালন করত নিজ মনকে রাগ-দ্বেষাদি দোষসমূহ হইতে মুক্ত করিয়া বনমধ্যে মৃগীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৭

এইরূপে মাধবী বৈদূর্য্যমণির অঙ্কুরসমূহের তুল্য সুশোভিত, কোমল, চিক্কন, তিক্ত, মধুর ও হরিদ্বর্ণ তৃণসমূহে পরিব্যাপ্ত স্থানে বিচরণ করিতেন ; পবিত্র নদীসমূহের শুচি, শীতল, নির্ম্মল ও সুস্বাদু জল পান করিতেন এবং মৃগগণের আবাসভূমি, ব্যাঘ্রহীন ও দাবানলশূন্য নির্জ্জন বনমধ্যে মৃগগণের সহিত বনচারিণী মৃগীর ন্যায় বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি এই সময় ব্রহ্মচর্য্য পালন করত মহান্ ধর্ম্মের আচরণ করিয়াছিলেন ॥ ৮–১১

রাজা যযাতিও পূর্ব্ববর্ত্তী রাজগণের আচরিত সদাচারসমূহ পালন করত বহু সহস্র বর্ষের আয়ু পূর্ণ করিয়া মৃত্যুপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ১২

পুরুশ্চকার যৌ বংশে বভূবাতে নরোত্তমৌ।
তাভ্যাং প্রতিষ্ঠিতো লোকে পরলোকে চ নাহুষঃ ॥ ১৩
মহীপতে নরপতির্যযাতিঃ স্বর্গমাস্থিতঃ।
মহর্ষিকল্পো নৃপতিঃ স্বর্গাগ্র্যফলভুগ্ বিভুঃ ॥ ১৪
বহুবর্ষসহস্রাণ্যো কালে বহুতিথে গতে।
রাজর্ষিষু নিবৃত্তেষু মহীতলে মহর্ষিষু ॥ ১৫
অবমেনে নরান্ সর্ব্বান্ দেবানৃষিগণাংস্তথা।
যযাতির্মূঢ়বিজ্ঞানো বিস্ময়াবিষ্টচেতনঃ ॥ ১৬
ততস্তং বুবুধে দেবঃ শক্রো বলনিষূদনঃ।
তে চ রাজর্ষয়ঃ সর্ব্বে দিগ্ভ্যো দিগ্ভ্যোঽবসৃত্বরন্ ॥ ১৭
বিচারশ্চ সমুৎপন্নো নিরীক্ষ্য নহুষাত্মজম্।
কো ন্বয়ং কস্য বা রাজ্ঞঃ কথং বা স্বর্গমাগতঃ ॥ ১৮
কর্ম্মণা কেন সিদ্ধোঽয়ং ক্ব বা কেন তপশ্চিতম্।
কথং বা জ্ঞায়তে স্বর্গে কেনবা জ্ঞায়তেঽপ্যুত ॥ ১৯

তাঁহার (পুরুবংশের মধ্যে) দুই পুত্র নরশ্রেষ্ঠ পুরু ও যদু বংশের অনুবংশীয় ছিলেন। এই দুইজনের দ্বারাই নহুষপুত্র যযাতি ইহলোকে ও পরলোকে প্রতিষ্ঠিত হইলেন ॥ ১৩

রাজন্! মহারাজ যযাতি মহর্ষিতুল্য পুণ্যাত্মা ও তপস্বী ছিলেন। তিনি স্বর্গে যাইয়া সেখানকার শ্রেষ্ঠ ফল উপভোগ করিতে লাগিলেন ॥ ১৪

এইরূপে সেখানে তাঁহার বহু উৎকৃষ্ট অনেক বর্ষসহস্র কাল অতিবাহিত হইল। দেবরাজ ইন্দ্র নিজ স্বর্গীয় বৈভব দেখিয়া স্বয়ংই আশ্চর্য্যচকিত হইয়া উঠিল। তখন তাঁহার বুদ্ধি মোহাচ্ছন্ন হইল এবং মহাসমৃদ্ধিশালী মহীয়ান্ রাজর্ষিগণ তাঁহার নিকটে বসিয়া থাকিলেও তিনি সমস্ত দেবতা, নহুষ ও মহর্ষিগণকে অবহেলা করিতে লাগিলেন ॥ ১৫-১৬

তারপর বলাসুরবিনাশী দেবরাজ ইন্দ্র যযাতির তৎকালীন অবস্থা জানিতে পারিলেন এবং সেই রাজর্ষিগণও সেই সময় যযাতিকে ধিক্কার দিতে লাগিলেন ॥ ১৭

নহুষপুত্র যযাতিকে দেখিয়া স্বর্গবাসীদিগের মধ্যে এই বিচার উৎপন্ন হইল যে, এই ব্যক্তি কে ? কোন্ রাজার পুত্র ? কিরূপে স্বর্গে আসিল ? ॥ ১৮

এ ব্যক্তি কোন্ কর্ম্মের দ্বারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছে ? কোথায় তপস্যা করিয়াছে ? স্বর্গে কিরূপে ইহাকে জানা যাইবে কিংবা অন্য কোথায় কিভাবে ইহাকে জানা যাইবে ? ॥ ১৯

এবং বিচারয়তস্তেষাং রাজানঃ স্বর্গবাসিনঃ।
দৃষ্ট্বা পপ্রচ্ছুরত্যুগ্রং যযাতিং নৃপতিং প্রতি ॥ ১০

বিমানপালাঃ শতশো স্বর্গদ্বারাভিরক্ষিণঃ।
পৃষ্টা আসনপালাশ্চ ন জানীমেত্যথাব্রুবন্ ॥ ১১

সর্বে তে হ্রাবৃতজ্ঞানা নাভ্যজানন্ত তং নৃপম্।
স মুহূর্তাদথ নৃপো হতৌজাশ্চাভবদ্ভৃশম্ ॥ ১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্‌যানপর্বণি যযাতিমোহে
বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২০

এইরূপে পরস্পর পরামর্শকারী স্বর্গবাসিগণ যযাতির বিষয়ে পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করত প্রশ্ন করিতে লাগিলেন ॥ ১০

শত শত বিমানরক্ষকগণ, স্বর্গের দ্বারপালগণ ও সিংহাসন-রক্ষীদিগকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা হইল, কিন্তু সকলেই এই উত্তর প্রদান করিল যে, আমরা ইহাকে জানি না ॥ ১১

তাহাদের সকলেরই জ্ঞান আবৃত হইয়া গিয়াছিল, সেইজন্য কেহই রাজা যযাতিকে চিনিতে পারিল না। তারপর সেই সময় মুহূর্তকাল মধ্যে রাজা যযাতির সকল তেজ নষ্ট হইয়া যাইল ॥ ১২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্বে যযাতির মোহবিষয়ক বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[স্বর্লোকতো যযাতেঃ পতনম্, তস্য দৌহিত্রাণাং, কন্যামাধবয়োঃ, গালবমুনেশ্চ তং পুনঃ স্বর্গং প্রেষয়িতুং স্ব-স্বপুণ্যদানে উদ্যোগশ্চ।]

নারদ উবাচ

অথ প্রচলিতঃ স্থানাদাসনাচ্চ পারিপ্লবঃ।
কম্পিতেনৈব মনসা ধরিত্রীমন্বপদ্যত ॥ ১
ম্লানস্রগ্‌ভ্রষ্টবিজ্ঞানঃ প্রভ্রষ্টমুকুটাঙ্গদঃ।
বিধূর্বন্ প্রস্তসর্বাঙ্গঃ প্রভ্রষ্টাভরণাম্বরঃ ॥ ২
অদৃশ্যমানস্তান্ পশ্যন্নপশ্যংশ্চ পুনঃ পুনঃ।
মুহ্যন্ মুহ্যতা মনসা প্রপাতমনুচিন্তয়ন্ ॥ ৩

কিং ময়া মনসা ধ্যাতমশুভং ধর্মদূষণম্।
যেনাহং চলিতঃ স্থানাদিতি রাজা ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ৪
তে তু তত্রৈব রাজানঃ সিদ্ধাশ্চাপ্সরসস্তথা।
অপশ্যন্ত নিরালম্বং তং যযাতিং পরিচ্যুতম্ ॥ ৫
অথৈত্য পুরুষঃ কশ্চিৎ ক্ষীণপুণ্যনিপাতকঃ।
যযাতিমব্রবীদ্ রাজন্ দেবরাজস্য শাসনাৎ ॥ ৬

একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[স্বর্লোক হইতে যযাতির পতন এবং তাঁহার দৌহিত্রগণ, কন্যা- মাধবী ও গালবমুনিকর্তৃক তাঁহাকে পুনরায় স্বর্গে প্রেরণ করিবার জন্য নিজ নিজ পুণ্যদান করিতে উদ্যোগ।]

নারদ বলিলেন,—রাজন্! তারপর যযাতি নিজ সিংহাসন হইতে পতিত হইয়া সেই স্বর্গীয় স্থান হইতে বিচ্যুত হইলেন। তখন উঁহার হৃদয় কাঁপিয়া উঠিল এবং শোকাগ্নি তাঁহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল ॥ ১

তিনি যে দিব্য পুষ্পমালা ধারণ করিয়াছিলেন, সেই মালা ম্লান হইয়া যাইল। তাঁহার জ্ঞানশক্তি লুপ্ত হইল। তাঁহার মুকুট ও ও বলয় স্খলিত হইল। তিনি তখন ঘুরিতে লাগিলেন। তাঁহার সর্বাঙ্গ শিথিল হইয়া পড়িল এবং বস্ত্র ও ভূষণসমূহ খসিয়া পড়িল ॥ ২

তিনি অন্ধকারে আবৃত থাকায় স্বয়ং স্বর্গবাসিগণকে দেখিতে পাইতে ছিলেন না; কিন্তু তাঁহারা যযাতিকে পুনঃ পুনঃ দেখিতে ছিলেন, তথাপি তিনি ইহাদিগকে দেখিতে পান নাই। পৃথিবীতে পতিত হইবার পূর্বে মূঢ় হইয়া মূঢ়চিত্তে রাজা এই চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি নিজ মনে কোন ধর্মদূষক অশুভ বস্তু চিন্তা করিয়াছি, যাহার ফলে আমি স্থানভ্রষ্ট হইলাম ॥ ৩-৪

স্বর্গের রাজর্ষি, সিদ্ধ ও অপ্সরাগণ—সকলেই স্বর্গ হইতে ভ্রষ্ট ও অবলম্বনশূন্য রাজা যযাতিকে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৫

রাজন্! এই সময়ে পুণ্যহীন হইয়া স্বর্গ হইতে পতিত কোন এক ব্যক্তি দেবরাজের আদেশে সেখানে আসিয়া রাজা যযাতিকে এই কথা বলিলেন ॥ ৬

অতীব মদমত্তত্বং ন কঞ্চিন্নাবমন্যসে।
মানেন ভ্রষ্টঃ স্বর্গস্তে নাইস্ব পার্থিবাধম।
ন চ প্রজ্ঞায়সে গচ্ছ পতস্বেতি তমব্রবীৎ ॥ ৭

পতেয়ং সংবিদি বচস্তিরকৃত্বা নহুষাত্মজঃ।
পতিস্বশ্চিন্তয়ামাস পতিং পতিমতাং বরঃ ॥ ৮

এতস্মিন্নেব কালে তু নৈমিষে পার্থিবর্ষভান্।
চতুরোঽপশ্যত নৃপস্তেষাং মধ্যে পপাত হ ॥ ৯

প্রতর্দনো বসুমনাঃ শিবিরৌশীনরোঽষ্টকঃ।
রাজসূয়েন যজ্ঞেন তর্পয়ন্তি সুরেশ্বরম্ ॥ ১০

তেষামধ্বরজং ধূমং স্বর্গদ্বারমুপস্থিতম্।
যযাতিরুপজিঘ্রন্ বৈ নিপপাত মহীং প্রতি ॥ ১১

ভূমৌ স্বর্গে চ সম্বদ্ধাং নদীং ধূমময়ীমিব।
গঙ্গাং গামিব গচ্ছন্তীমালম্ব্য জগতীপতিঃ ॥ ১২

শ্রীমৎস্বরভূষাগ্র্যো ভূপৈঃ প্রতিনন্দিতঃ
মধ্যে নিপতিতো রাজা লোকপালোপমেষু সঃ ॥ ১৩

চতুর্ষু হুতভুগ্বক্ত্রেষু রাজসিংহমহাগ্নিষু।
পপাত মধ্যে রাজর্ষির্যযাতিঃ পুণ্যসংক্ষয়ে ॥ ১৪

তমাহুঃ পার্থিবাঃ সর্বে দীপ্যমানমিব শ্রিয়া।
কো ভবান্ কস্য বা বংশে দেশস্য নগরস্য বা ॥ ১৫

যক্ষো বাঽপ্যথবা দেবো গন্ধর্বো রাক্ষসোঽপি বা।
ন হি মানুষরূপোঽসি কো ভবান্ কাঙ্ক্ষতে ত্বয়া ॥ ১৬

যযাতিরুবাচ।

যযাতিরস্মি রাজর্ষিঃ ক্ষীণপুণ্যশ্চ্যুতো দিবঃ।
পতেয়ং সংবিদি যস্যাং ভবংস্তু পতিতস্ততঃ ॥ ১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সত্যমেতদ্ভবতু তে কাঙ্ক্ষিতং পূর্বমেব চ।
সর্বেষাং বঃ ক্ষিতিতলং সহসা প্রাপ্তদুর্নয়ম্ ॥ ১৮

রাজপুত্র! তুমি অত্যন্ত অহঙ্কারে উন্মত্ত। এরূপ কোন মহাপুরুষ নাই, যাঁহাকে তুমি তিরস্কার কর নাই। এই অপরাধে তুমি নিজ স্থান হইতে পতিত হইবে। এখন তুমি এখানে বাস করিবার যোগ্য নও। ৭

তোমাকে এখানকার কেহই চিনিতে পারিতেছে না, অতএব যাও, তুমি নীচে পতিত হও। যখন যযাতি এই কথা বলিলেন, তখন নহুষপুত্র যযাতি চিন্তাকে এই কথা বলিয়া পতিত হইলেন যে, আমি যেন সৎপুরুষগণের মধ্যে পতিত হই। ৮

অনন্তর (পতিতাবস্থায়) প্রাণিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যযাতি পতনের সময় নিজ পতির বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন এমন সময় তিনি নৈমিষারণ্যে চারজন শ্রেষ্ঠ রাজাকে দর্শন করিলেন এবং তাঁহাদেরই মধ্যে পতিত হইতে লাগিলেন ॥৯

সেখানে প্রতর্দন, বসুমনা, ঔশীনরপুত্র শিবি ও অষ্টক—এই চারিজন মুনিগণ রাজসূয় যজ্ঞদ্বারা সুরেশ্বর শ্রীহরিকে তৃপ্ত করিতেছিলেন ॥১০

তাঁহাদের যজ্ঞের ধূম যেন সাক্ষাৎ স্বর্গের দ্বাররূপে উপস্থিত ছিল। যযাতি সেই ধূম আঘ্রাণ করিতে করিতে পৃথিবী অভিমুখে পতিত হইতেছিলেন ॥ ১১

তখন ভূতল হইতে স্বর্গ পর্যন্ত সেই যজ্ঞ ধূমময়ী নদী প্রবাহিত হইতেছিল, তাহাতে মনে হইতেছিল যে, আকাশ হইতে গঙ্গা ভূমিতে অবতরণ করিতেছেন। ভূপতি যযাতি সেই ধূমরেখা অবলম্বন করত লোকপালোপম ঐ চারিজনের মধ্যে পতিত হইলেন ॥১২-১৩

এই চারিজন শ্রেষ্ঠ রাজা তাঁহাদের যজ্ঞের চার বিশাল যেইরূপ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ছিলেন, যে সকল আহুতি পাইয়া অধিক প্রজ্বলিত হইতেছিলেন। রাজর্ষি যযাতি নিজ পুণ্যক্ষয়ে তাঁহাদেরই মধ্যে পতিত হইলেন ॥ ১৪

নিজ দিব্যকান্তিতে উদ্ভাসিত সেই মহারাজ যযাতিকে তখন ভূপালগণ জিজ্ঞাসা করিলেন,—আপনি কে? আপনি কাহার বন্ধু এবং কোন্ দেশে আপনি বাস করেন? আপনি যক্ষ কিংবা দেবতা? গন্ধর্ব বা রাক্ষস? আপনার স্বরূপ তো মনুষ্যের মত নয়। বলুন, আপনি কোন্ প্রয়োজন সফল করিতে ইচ্ছা করিতেছেন? ১৫-১৬

যযাতি বলিলেন,—আমি রাজর্ষি যযাতি। নিজ পুণ্য ক্ষয় হইয়া যাওয়ায় আমি স্বর্গ হইতে চ্যুত হইয়াছি। আমি যখন পতিত হইতেছিলাম, তখন আমার মনে এই চিন্তাই হইতেছিল যে, আমি যেন সৎপুরুষগণের মধ্যে পতিত হই। সেইহেতু এখন আমি আপনার মধ্যে পতিত হইয়াছি ॥ ১৭

রাজারা বলিলেন,— হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনার এই অভিলাষ সফল হউক। আপনি আমাদের সকলের যজ্ঞসমূহের ফল ও ধর্ম গ্রহণ করুন ॥ ১৮

যযাতিরুবাচ।

নাহং প্রতিগ্রহধনো ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো হ্যহম্।
ন চ মে প্রবণা বুদ্ধিঃ পরপুণ্যবিনাশনে ॥ ১৯

নারদ উবাচ।

এতস্মিন্নেব কালে তু মৃগচর্য্যামুপাগতাম্।
মাধবীং প্রেক্ষ্য রাজানস্তেঽভিবাদ্যেদমব্রুবন্ ॥ ২০

কিমাগমনকৃত্যং তে কিং কুর্ম্মঃ শাসনং তব।
আজ্ঞাপ্যা হি বয়ং সর্বে তব পুত্রাস্তপোধনে ॥ ২১

তেষাং তদ্বাক্যমিষ্টং শ্রুত্বা মাধবী পরয়া মুদা।
পিতরং সমুপাগচ্ছদ্ যযাতিং সা ববন্দ চ ॥ ২২

স্পৃষ্ট্বা মূর্দ্ধনি তান্ পুত্রাংস্তাপসী বাক্যমব্রবীৎ।
দৌহিত্রাস্তব রাজেন্দ্র সন্তি পুত্রা ন তে পরাঃ ॥ ২৩
ইমে বাং তারয়িষ্যন্তি দৃষ্টমেতৎ পুরাতনে।

অহং তে দুহিতা রাজন্ মাধবী মৃগচারিণী ॥ ২৪
ময়াপ্যুপচিতো ধর্ম্মস্তেনাহং প্রতিগৃহ্যতাম্।
যস্মাদ্ রাজন্ নরাঃ সর্বে অপত্যফলভাগিনঃ ॥ ২৫
তস্মাদিচ্ছন্তি দৌহিত্রান্ যথা ত্বং বসুধাধিপ।
ততস্তে পার্থিবাঃ সর্বে শিরসা জননীং তদা ॥ ২৬
অভিবাদ্য নমস্কৃত্য মাতামহমথাব্রুবন্
উচ্চৈরনুপমৈঃ সিদ্ধৈঃ স্বরৈরাপূর্য্য মেদিনীম্ ॥ ২৭
মাতামহং নৃপতয়স্তারয়ন্তো দিবশ্চ্যুতম্।
অথ তস্মাদুপশ্রুত্য গালবোঽপ্যাহ পার্থিবম্।
তপসো মেঽষ্টভাগেন স্বর্গমাবোঢ়ুমর্হসি ভবান্ ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্‌যানপর্বণি যযাতিস্বর্গভ্রংশে একবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২১

যযাতি বলিলেন,—প্রতিগ্রহ (দান গ্রহণ করা) করা যাঁহার ধন, আমি সেই ব্রাহ্মণ নহি, আমি ত ক্ষত্রিয়। অতএব আমার বুদ্ধি অপরের পুণ্য (গ্রহণ করত তাহার পুণ্য) ক্ষয় করিতে উদ্যত নহে ॥ ১৯

নারদ বলিলেন,—এই সময়ে সেই নৃপগণ নিজ মাতা মাধবীকে দর্শন করিলেন, যিনি মৃগের ন্যায় বিচরণ করিতে করিতে ক্রমশঃ সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া রাজারা এই কথা জিজ্ঞাসা করিলেন—তপোধনে! আপনার এখানে আসিবার প্রয়োজন কি? আমরা আপনার কোন্ আজ্ঞা পালন করিব? আমরা সকলেই আপনার পুত্র, অতএব আপনি যোগ্য সেবা করিবার জন্য আমাদিগকে আদেশ করুন ॥ ২০-২১

তাঁহাদের এই কথা শুনিয়া মাধবী অত্যন্ত প্রসন্না হইলেন। তিনি তখন নিজ পিতা যযাতির নিকট যাইলেন এবং তাঁহাকে প্রণাম করিলেন ॥ ২২

তারপর তপস্বিনী মাধবী সেই পুরুগণের মস্তকে হস্ত রাখিয়া পিতাকে বলিলেন,—রাজেন্দ্র! ইহারা সকলে আপনার দৌহিত্র (নাতী) এবং আমার পুত্র; ইহারা পর নয় ॥ ২৩

ইহারা আপনাকে উদ্ধার করিবে। দৌহিত্রকর্তৃক মাতামহের উদ্ধার পুরাতন বেদশাস্ত্রেও দেখা যায়। রাজন্! আমি আপনার কন্যা মাধবী এবং এই তপোবনে মৃগের ন্যায় জীবনচর্যা পরিচালন করত এই স্থানেই বিচরণ করিতেছি ॥ ২৪

হে নৃপতে! আমিও কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছি। তাহার অর্দ্ধভাগ আপনি গ্রহণ করুন। রাজন্! সব মানুষই নিজ সন্তানের কৃত সৎকর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে। সেইজন্য তাহারাও দৌহিত্রগণের ইচ্ছা করে, যেরূপ আপনি করিয়াছিলেন ॥

তখন সেই সকল রাজা নিজ মাতার চরণে মস্তক রাখিয়া প্রণাম করিলেন এবং স্বর্গস্থ মাতামহকে নমস্কার করত নিজেদের উচ্চ, অনুপম ও মেঘপূর্ণস্বরে পৃথিবীকে প্রতিধ্বনিত করিতে করিতে মাতামহকে উদ্ধারের উদ্দেশ্যে তাঁহাকে কিছু বলিবার জন্য উদ্যুক্ত হইলেন ॥ ২৫-২৭

অনন্তর এই সময় সেই বন হইতে গালবমুনিও সেখানে উপস্থিত হইলেন এবং রাজা যযাতিকে এই কথা বলিলেন,—আপনি আমার তপস্যার অষ্টমভাগ লইয়া তাহার বলে স্বর্গে আরোহণ করুন ॥ ২৮

শ্রীবরদর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্বে গালবচরিতপ্রসঙ্গে যযাতির স্বর্গলোক হইতে চ্যুত হওয়া বিষয়ক একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সৎসঙ্গস্য পৌহিত্রাণাঞ্চ পুণ্যদানবলেন যযাতেঃ পুনঃ স্বর্গারোহণম্।]

নারদ উবাচ।

প্রত্যভিজ্ঞাতমাত্রোঽথ সদ্ভিস্তৈর্নরপুঙ্গবঃ।
সমাক্রোহ নৃপতিরস্পৃশন্ বসুধাতলম্ ॥
যযাতির্দিবমাসাদ্য দানো বসুর বিগতজ্বরঃ ॥১
দিব্যমাল্যাম্বরধরো দিব্যাভরণভূষিতঃ।
দিব্যগন্ধগুণোপেতো ন পৃথ্বীমস্পৃশৎ পদা ॥১
ততো বসুমনাঃ পূর্বমুচ্চৈরুচ্চারয়ন্ বচঃ।
খ্যাতো দানপতির্লোকে যাচ্ঞয়ার নৃপং তদা ॥ ৩
প্রাপ্তবানস্মি যল্লোকে সর্ববর্ণৈরগর্হ্যয়া।
তদপাথ চ দাস্যামি তেন সংযুজ্যতাং ভবান্ ॥ ৭
যৎ ফলং দানশীলস্য ক্ষমাশীলস্য যৎ ফলম্।
যচ্চ যে ফলমাধানে তেন সংযুজ্যতাং ভবান্ ॥ ৫
ততঃ প্রতর্দনোঽপ্যাহ রাজন্ ক্ষত্রিয়পুঙ্গবঃ।
যদা ধর্মরতির্নিত্যং নিত্যং বৃদ্ধপরায়ণঃ ॥ ৬
প্রাপ্তবানস্মি যল্লোকে ক্ষত্রধর্মোদ্ভবং যশঃ
বীরশব্দকলং চৈব তেন সংযুজ্যতাং ভবান্ ॥ ৭
শিবিরৌশীনরো ধীমানুবাচ মধুরাং গিরম্।
যথা বালেষু নারীষু বৈদ্যার্য্যেষু তথৈব চ ॥ ৮
সঙ্করেষু নিপাতেষু তথা তদ্বাসনেষু চ।
অনৃতং নোক্তপূর্বং মে তেন সত্যেন যং ব্রজ ॥ ৯
যথা প্রাণাংশ্চ রাজ্যঞ্চ রাজন্ ভামসুখানি চ।
ত্যজেয়ং ন পুনঃ সত্যং তেন সত্যেন যং ব্রজ ॥ ১০
যথা সত্যেন মে দৃষ্টো যথা সত্যেন পাবকঃ।
প্রীতঃ শতক্রতুশ্চৈব তেন সত্যেন যং ব্রজ ॥ ১১
অষ্টকস্তথ রাজর্ষিঃ কৌশিকো মাধবীসুতঃ।
অনেকশতযজ্বানং নাহুষং প্রাহ ধর্মবিৎ ॥ ১২

দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[সৎসঙ্গ ও পৌহিত্রগণের পুণ্যদানের বলে যযাতির পুনরায় স্বর্গারোহণ।]

নারদ বলিলেন,—সেই সৎপুরুষগণের সহিত পরিচয় হওয়া মাত্রই নরশ্রেষ্ঠ রাজা যযাতি ভূতলকে স্পর্শ না করিয়াই ঊর্দ্ধলোকাভিমুখে উঠিতে লাগিলেন। সেই সময় তাঁহার আকৃতিও দিব্য হইয়া যাইল। তিনি তখন চিন্তা ও শোকশূন্য হইলেন এবং দিব্য হার ও দিব্য বস্ত্র পরিধান করিলেন। তিনি দিব্য ভূষণে ভূষিত এবং দিব্য গন্ধে সুবাসিত হইলেন। তিনি তখন নিজ পদদ্বারা পৃথিবী স্পর্শ করিয়াছিলেন না। ১-২

তারপর লোকসমাজে দানপতিরূপে বিখ্যাত রাজা বসুমনা প্রথমে উচ্চৈঃস্বরে বাক্য উচ্চারণ করিতে করিতে মহারাজ যযাতিকে এইরূপ বলিলেন। ৩

আমি জগতের সমস্ত বর্ণের মানুষের নিন্দা হইতে দূরে থাকিয়া যে পুণ্য প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা আমি আপনাকে প্রদান করিলাম। আপনি সেই পুণ্যে সংযুক্ত হউন। ৪

দানশীল ব্যক্তির যে ফল ও ক্ষমতাশীল মানুষের যে ফল লাভ হয় এবং অগ্নিস্থাপনাদি যেসকল কর্মসমূহের অনুষ্ঠানে আমার যে ফলপ্রাপ্তি হইয়াছে, সেই সব পুণ্যফলে আপনি পুণ্যবান্ হউন। ৫

তারপর ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ প্রতর্দন এই কথা বলিলেন,—আমি যেরূপ সর্বদা ধর্মে তৎপর আছি, নিত্য বৃদ্ধসেবায় নিরত থাকি এবং এ সংসারে আমি যে ক্ষত্রধর্মের অনুরূপ যশ ও বীরশব্দের যোগ্য পুণ্যফল অর্জন করিয়াছি, সেই সব ফলে আপনি অধিকারী হউন। ৬-৭

তারপর উশীনরপুত্র জ্ঞানবান্ শিবি মধুর বাণীতে বলিলেন,—আমি বালকগণ ও স্ত্রীগণের মধ্যে, হাস্য-পরিহাসের যোগ্য সঙ্কটীদিগের মধ্যে, যুদ্ধে, বিপৎকালে এবং তদ্ভিন্ন সঙ্কটকালেও কখনও মিথ্যা কথা বলি নাই। আপনি এই সত্যের প্রভাবে স্বর্গলোকে গমন করুন। ৮-৯

রাজন্! আমি নিজ প্রাণ, রাজ্য ও মনোবাঞ্ছিত সুখভোগকেও ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু সত্যকে ত্যাগ করিতে পারি না। এই সত্যের প্রভাবেই আপনি স্বর্গলোকে গমন করুন। ১০

যদি আমার সত্যদ্বারা অগ্নি সন্তুষ্ট হন, যদি আমার সত্যদ্বারা অগ্নিদেব প্রসন্ন হন এবং আমার সত্যভাষণে যদি দেবরাজ ইন্দ্র তৃপ্ত হন, তবে সেই সত্যের প্রভাবেই আপনি স্বর্গলোকে গমন করুন। ১১

ইহার পর মাধবীর কনিষ্ঠপুত্র কুশিকবংশীয় ধর্মজ্ঞ রাজর্ষি অষ্টক বহুশত যজ্ঞের অনুষ্ঠানকারী নহুষনন্দন যযাতির নিকট যাইয়া বলিলেন। ১২

শতশঃ পুণ্ডরীকা মে গোসবাশ্চরিতাঃ প্রভো।
ক্রতবো বাজপেয়াশ্চ তেষাং ফলমবাপ্নুহি ॥ ১৩
ন মে রত্নানি ন ধনং ন তথান্যে পরিগ্রহাঃ।
ক্রতুষ্বনুপযুক্তানি তেন সত্যেন যং ব্রজ ॥ ১৪
যথা যথা হি জল্পন্তি দৌহিত্রাস্তং নরাধিপম্।
তথা তথা বসুমতীং ত্যক্ত্বা রাজা দিবং যযৌ ॥ ১৫
এবং সর্বে সমস্তেন্তে রাজানঃ সুকৃতৈস্তদা।
যযাতিং স্বর্গতো ভ্রষ্টং তারয়ামাসুরঞ্জসা ॥ ১৬
দৌহিত্রাঃ যেন ধর্ম্মেণ যজ্ঞদানকৃতেন বৈ।
চতুর্ষু রাজবংশেষু সম্ভূতাঃ কুলবর্দ্ধনাঃ।
মাতামহং মহাপ্রাজ্ঞং দিবমারোপয়ন্ত তে ॥ ১৭

রাজান ঊচুঃ।

রাজধর্ম্মগুণোপেতাঃ সর্বধর্ম্মগুণান্বিতাঃ।
দৌহিত্রাস্তে বয়ং রাজন্! দিবমারোহ পার্থিব ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্ব্বণি ভগবদ্‌যানপর্ব্বণি যযাতিস্বর্গারোহণে
দ্বাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২২

প্রভো! আমি শত শত পুণ্ডরীক, গোসব ও বাজপেয় যজ্ঞ-সমূহের অনুষ্ঠান করিয়াছি, আপনি সেই সমস্ত যজ্ঞেরই ফলভাগী হউন। আমার নিকট এরূপ কোন রত্ন, ধন ও অন্য সামগ্রী নাই, যাহা আমি যজ্ঞে ব্যবহার করি নাই। এই সত্য কর্ম্মের প্রভাবে আপনি স্বর্গলোকে গমন করুন ॥ ১৩-১৪

(যযাতির) দৌহিত্রগণ যেরূপ যেরূপ নরপতি যযাতির প্রতি পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিতেছিলেন, তিনিও সেইরূপ সেইরূপেই ভূতল ত্যাগ করিয়া স্বর্গলোক অভিমুখে যাইতে লাগিলেন ॥ ১৫

এইরূপে নিজ সৎকর্ম্মসমূহের সাহায্যে সেই সব রাজগণ স্বর্গ হইতে চ্যুত মহারাজ যযাতিকে অনায়াসে উদ্ধার করিয়াছিলেন ॥ ১৬

নিজ বংশের বৃদ্ধিকারী যযাতির এই চার দৌহিত্র চার রাজবংশে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহারা নিজ নিজ যজ্ঞ-দানাদি-জনিত ধর্ম্মের সাহায্যে সেই মহাপ্রাজ্ঞ মাতামহ যযাতিকে স্বর্গলোকে আরোহণ করাইয়াছিলেন ॥ ১৭

সেই রাজারা বলিলেন,—রাজন্! ভূপতে! আমরা রাজধর্ম্ম ও রাজোচিত গুণাবলিতে সম্পন্ন, সমস্ত ধর্ম্ম ও সকল সদ্‌গুণেও বিভূষিত আপনার দৌহিত্র (নাতী)। আপনি আমাদের পুণ্য লইয়া স্বর্গলোকে আরোহণ করুন ॥ ১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্ব্বে গালবচরিতপ্রসঙ্গে যযাতির স্বর্গারোহণবিষয়ক দ্বাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[স্বর্গলোকে যযাতেঃ স্বাগতসৎকারঃ, যযাতিনা পৃষ্টস্য ব্রহ্মণঃ "অভিমানএব" তব পতনস্য কারণমিতিকথনম্, দুর্য্যোধনং বোধয়িতুং নারদস্য চেষ্টা চ।]

নারদ উবাচ।

সম্বিরারোপিতঃ স্বর্গং পার্থিবৈর্ভূরিদক্ষিণৈঃ।
অত্যমুঞ্চায় দৌহিত্রান্ যযাতির্দিবমাস্থিতঃ ॥ ১
অভিষ্টুতশ্চ বর্ষেণ নানাপুষ্পসুগন্ধিনা।
পরিষক্তশ্চ পুণ্যেন বায়ুনা পুণ্যগন্ধিনা ॥ ২
অচলং স্থানমাসাদ্য দৌহিত্রকলনির্জিতম্।
কর্ম্মভিঃ স্বৈরুপচিতো জজ্বাল পরয়া শ্রিয়া ॥ ৩

ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[স্বর্গলোকে যযাতির স্বাগত সৎকার, যযাতিকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ব্রহ্মার "অভিমানই" তাহার পতনের কারণরূপে বর্ণন এবং দুর্য্যোধনকে নারদের বুঝাইবার চেষ্টা।]

নারদ বলিলেন,—যযাতিতে প্রচুর দক্ষিণাদানকারী শ্রেষ্ঠ সেই নৃপতিগণ রাজা যযাতিকে স্বর্গে আরোহণ করাইলেন। রাজা যযাতি তখন নিজ দৌহিত্রগণকে গমনানুমতি প্রদান করিয়া স্বর্গলোকে উপস্থিত হইলেন ॥ ১

সেখানে তখন তাঁহার উপর নানাবিধ সুগন্ধযুক্ত পুষ্প বর্ষিত হইতে লাগিল এবং তিনি পবিত্র সৌরভে সুবাসিত বায়ুকর্ত্তৃক চারিদিকে আলিঙ্গিত হইলেন ॥ ২

দৌহিত্রগণের পুণ্যফলে লব্ধপ্রাপ্ত অবিচল স্থান লাভ করিয়া

উপস্থীতোপনৃত্তশ্চ গন্ধর্বাপ্সরসাং গণৈঃ।
প্রীত্যা প্রতিগৃহীতশ্চ স্বর্গে দুন্দুভিনিঃস্বনৈঃ ॥৪
অভিষ্টুতশ্চ বিবিধৈর্দেব-রাজর্ষি-চারণৈঃ।
অর্চিতশ্চোত্তমার্ঘেণ দৈবতৈরভিনন্দিতঃ ॥ ৫
প্রাপ্তঃ স্বর্গফলঞ্চৈব তমুবাচ পিতামহঃ।
নির্বৃতং শান্তমনসং বচোভিস্তর্পয়ন্নিব ॥ ৬
চতুষ্পাদ্ভির্ধ্বরা ধর্ম্যৈশ্চিতো লোকোন কর্মণা।
অক্ষয়স্তব লোকেঽয়ং কীর্তিশ্চৈবাক্ষয়া দিবি ॥ ৭
পুনস্ত্বয়ৈব রাজর্ষে স্বকৃতেন বিষাদিতম্।
আবৃতং তমসা চেতঃ সর্ষেষাং স্বর্গবাসিনাম্ ॥ ৮
যেন ত্বাং নাভিজানন্তি ততোঽজ্ঞাতোঽসি পাতিতঃ।
প্রীত্যৈব চাসি দৌহিত্রৈস্তারিতস্ত্বমিহাগতঃ ॥ ৯
স্থানক প্রতিপন্নোঽসি কর্মণা যেন নির্জিতম্।
অচলং শাশ্বতং পুণ্যমুত্তমং ধ্রুবমব্যয়ম্ ॥ ১০

যযাতিরুবাচ।

ভগবন্ সংশয়ো মেঽস্তি কশ্চিৎ তং ছেত্তুমর্হসি।
ন হ্যাত্মমহমর্হামি প্রষ্টুং লোকপিতামহ ॥ ১১
বহুবর্ষসহস্রান্তঃ প্রজাপালনবর্ধিতম্।
অনেকক্রতুদানৌঘৈরর্জিতং মে মহৎ ফলম্ ॥ ১২
কথং তদল্পকালেন ক্ষীণং যেনাস্মি পাতিতঃ।
ভগবন্ বেত্থ লোকাংশ্চ শাশ্বতান্ মম নির্মিতান্।
কথং নু মম তৎ সর্বং বিপ্রনষ্টং মহাত্মভে ॥ ১৩

পিতামহ উবাচ।

বহুবর্ষসহস্রান্তঃ প্রজাপালনবর্ধিতম্।
অনেকক্রতুদানৌঘৈর্ময়োপার্জিতং ফলম্ ॥ ১৪
তদনেনৈব দোষেণ ক্ষীণং যেনাসি পাতিতঃ।
অভিমানেন রাজেন্দ্র ধিক্কৃতঃ স্বর্গবাসিভিঃ ॥ ১৫

নিজ সৎকর্মসমূহে বর্ধিত রাজা যযাতি তৎক্ষণাৎ লোকান্তে উদ্ভাসিত হইতে লাগিলেন। ৩

গন্ধর্ব ও অপ্সরাগণের বহু সঙ্ঘ তাঁহার যশোগাথা গান করিতে করিতে তাঁহার নিকটে কীর্তন করিতে লাগিলেন। স্বর্গলোকে দুন্দুভি প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের গম্ভীরধ্বনিদ্বারা তিনি আপ্যায়িত হইয়া গৃহীত হইলেন ॥ ৪

নানাবিধ দেবর্ষি, রাজর্ষি ও চারণগণ তাঁহাকে স্তব করিতে লাগিলেন। দেবতাগণ উত্তম অর্ঘ্য নিবেদন করত তাঁহার অর্চনা করিয়া অভিনন্দিত করিলেন ॥ ৫

এইরূপে যযাতি উত্তম স্বর্গফল লাভ করিলেন। তখন সন্তুষ্ট ও শান্তচিত্ত সেই যযাতিকে নিজ মধুর বচনদ্বারা যেন পূর্ণরূপে তৃপ্ত করিয়াই পিতামহ ব্রহ্মা বলিলেন ॥ ৬

রাজন্! তুমি লোকহিতকারী সৎকর্মদ্বারা চার (সত্য, তপ, দান ও দয়া) চরণযুক্ত ধর্মকে লাভ করিয়াছ; অতএব তুমি এই অক্ষয় স্বর্গলোক লাভ করিয়াছিলে এবং এই স্বর্গে তোমার অক্ষয়কীর্তি স্থাপিত হইয়াছিল ॥ ৭

রাজর্ষি! পুনরায় তুমি "অভিমানপূর্ণ ব্যবহারে" নিজ পুণ্য নাশ করিয়াছিলে। সেই সময় সমস্ত স্বর্গবাসিগণের চিত্ত তমোগুণে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তাই তাহারা তোমাকে জানিতে ও চিনিতে পারে নাই। তাহারা তোমাকে জানিতে না পারায় তুমি স্বর্গ হইতে ভূপতিত হইয়াছিলে। তারপর তোমার দৌহিত্রগণ (নাতীরা) প্রীতিসহকারে তোমাকে উদ্ধার করিয়াছে, যাহার ফলে তুমি পুনরায় এখানে আসিয়াছ ॥ ৮-৯

এখন তুমি নিজ (দৌহিত্রগণের দ্বারা প্রাপ্ত) কর্ম হইতে ভিত্তি অবিচল, শাশ্বত, পুণ্যময়, উত্তম, ধ্রুব ও অবিনাশী স্থান লাভ করিয়াছ ॥ ১০

যযাতি বলিলেন, হে ভগবন্! আমার মনে কোন এক সন্দেহ আছে, যাহা আপনিই একমাত্র অপনোদন করিতে পারেন। লোকপিতামহ! আমি এই প্রশ্ন আর কাহারও নিকট করা উচিত বলিয়া মনে করিতেছি না ॥ ১১

আমি বহুসহস্র বর্ষ পর্যন্ত বহুবিধ যজ্ঞ ও দানের দ্বারা যে পুণ্যফল অর্জন করিয়াছিলাম এবং যাহা প্রজাপালনরূপ কর্ম দ্বারা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিই করিয়াছি, সেই সব অতি অল্প সময়েই কিরূপে নষ্ট হইল? যাহার ফলে আমি অধঃপাতিত হইলাম? হে ভগবন্! হে মহাত্মভো! আমি স্বীয় সৎকর্মসমূহ দ্বারা যে সনাতন লোকপ্রাপ্ত হইয়াছিলাম, তাহা আপনি জানেন। আমার সেই সমগ্র পুণ্য সঞ্চয় কিভাবে নষ্ট হইয়া যাইল? ১২-১৩

পিতামহ বলিলেন,—রাজেন্দ্র! তুমি বহুবর্ষ ধরিয়া যে বহুবিধ যজ্ঞ ও দান দ্বারা পুণ্যফল অর্জন করিয়াছিলে এবং প্রজাপালনরূপ কর্মদ্বারা যাহা উত্তরোত্তর বর্ধিত করিয়াছিলে, সেই সমস্তই এই অভিমানরূপ দোষের দ্বারা নষ্ট হইয়া যায়, তাহার ফলে তুমি ভূপাতিত হইয়াছিলে। তোমার অভিমানের জন্যই এই স্বর্গলোকবাসী সকলেই তোমাকে ধিক্কার দান করিয়াছিল ॥ ১৪-১৫

নাহং মানেন রাজর্ষে ন বলেন ন হিংসয়া।
ন শাঠ্যেন ন মায়াভির্লোকো ভবতি শাশ্বতঃ ॥ ১৬

নাবমান্যস্তয়া রাজন্নবমোৎকৃষ্ট-মধ্যমাঃ।
ন হি মানপ্রদগ্ধানাং কশ্চিদেস্তি শমঃ ক্বচিৎ ॥ ১৭

পতনারোহণমিদং কথয়িষ্যন্তি যে নরাঃ।
বিষমাপ্যপি তে প্রাপ্তাস্তরিষ্যন্তি ন সংশয়ঃ ॥ ১৮

নারদ উবাচ।

এষ দোষোঽভিমানেন পুরা প্রাপ্তো যযাতিনা।
নির্ধৃতাভিমাত্রেণ গালবেন মহীপতে ॥ ১৯

শ্রোতব্যং হিতকামানাং সুহৃদাং হিতমিচ্ছতাম্
ন কর্তব্যো হি নির্বন্ধো নিবন্ধো হি ক্ষয়োদয়ঃ ॥ ২০

তস্মাৎ ত্বমপি গান্ধারে মানং ক্রোধঞ্চ বর্জয়।
সন্ধৎস্ব পাণ্ডবৈর্বীর সংরম্ভং ত্যজ পার্থিব ॥ ২১

(স ভবান্ সুহৃদাং পথ্যং বচো গৃহ্ণাতু মানদম্।
সমবৈষি বিগ্রহং কৃত্বা বিষমস্থো ভবিষ্যসি ॥)

দদাতি যৎ পার্থিব যৎ করোতি
যদ্ বা তপস্তপ্যতি যজ্জুহোতি।
ন তস্য নাশোঽস্তি ন চাপকর্ষো
নাস্তত্তদশ্নাতি স এব কর্তা ॥ ২২

ইদং মহাখ্যানমনুত্তমং হিতং
বহুশ্রুতানাং গতরোষরাগিণাম্।
সমীক্ষ্য লোকে বহুধা প্রধারিতং
ত্রিবর্গদৃষ্টিঃ পৃথিবীমুপাশ্নুতে ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি গালবচরিতে
ত্রয়োবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৩

রাজর্ষে! এই পুণ্যলোক না অভিমানে, না বলে, না হিংসায়, না শঠতায় এবং না নানাপ্রকার মায়ায় স্থির হয়। ১৬

উচ্চ, নীচ ও মধ্যম বর্গের কোন ব্যক্তিকেই তোমার অপমান করা উচিত নয়। যে ব্যক্তি অভিমানের অগ্নিতে জ্বলিতে থাকে, সেই ব্যক্তির ঐ সন্তাপকে শান্ত করিবার কোথাও কোনই উপায় দেখা যায় না। ১৭

যে ব্যক্তি তোমার এই স্বর্গ হইতে পতন ও পুনরায় স্বর্গে আরোহণবিষয়ক বৃত্তান্ত পরস্পর জ্ঞাতিদিগে বলিবে ও শুনিবে, সেই ব্যক্তি সঙ্কটে পতিত হইলেও তাহা হইতে উত্তীর্ণ পাইবে—ইহাতে কোন সংশয়ই নাই। ১৮

নারদ বলিলেন,—হে ভূপতে! এইরূপে পূর্বকালে রাজা যযাতি নিজ অভিমানের জন্য সঙ্কটে পতিত হইয়াছিলেন এবং অত্যন্ত আগ্রহ ও হঠতার জন্য মহর্ষি গালবকেও বহু ক্লেশ সহ্য করিতে হইয়াছিল ॥ ১৯

অতএব তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া হিত করিতে ইচ্ছুক সুহৃদ্বর্গের কথা তোমারও শ্রবণ করা উচিত। দুরাগ্রহ কখনও করিবে না; কারণ, দুরাগ্রহ বিনাশের পথে লইয়া যায় ॥ ২০

হে গান্ধারীনন্দন! অতএব তুমিও অভিমান ও ক্রোধ পরিত্যাগ কর। বীর ভূপতে! তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন কর এবং ক্রোধকে সর্বথা বর্জন কর ॥ ২১

(তুমি নিজ সুহৃদ্গণের হিতকর বাক্য গ্রহণ কর এবং অসৎ আচরণ পরিহার কর। অন্যথায় শক্তিশালী পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তুমি অত্যন্ত সঙ্কটে পতিত হইবে।) হে ভূপাল! মানুষ যাহা দান করে, যে কর্মের অনুষ্ঠান করে, যেরূপ তপস্যায় প্রবৃত্ত হয় এবং যাহা হোম করে, তাহার এই কর্ম নষ্ট হয় না এবং উহা ক্ষয়িতও যায় না। তাহার কৃত কর্ম অপরে ভোগ করে না। কর্তা স্বয়ংই নিজের শুভাশুভ কর্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে ॥ ২২

এই মহত্বপূর্ণ উপাখ্যান সেই সকল মহাপুরুষের, যাঁহারা বহু শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, রোষ ও রাগশূন্য। ইহা সকলের পক্ষেই পরম হিতকর ও উত্তম। এ সংসারে নানাপ্রকার বিচার করিয়া নিশ্চিত সিদ্ধান্তকে গ্রহণ করত ধর্ম, অর্থ ও কামের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া মানুষ এই পৃথিবীকে উপভোগ করিয়া থাকে ॥ ২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে
গালবচরিতবিষয়ক ত্রয়োবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রস্যানুরোধেন দুর্যোধনং বোধয়িতুং ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য চেষ্টা।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ভগবন্নেবমেবৈতদ্ যথা বদসি নারদ।
ইচ্ছামি চাহমপ্যেবং ন চ শক্নোমি ভগবন্নহম্॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততঃ কৃষ্ণমভ্যভাষত কৌরবঃ।
স্বর্গ্যং লোক্যঞ্চ মামাথ ধর্ম্যং ন্যায্যঞ্চ কেশব॥ ২
ন ত্বহং ত্বয়ি সন্তাত ক্রিয়মাণং ন মে প্রিয়ম্।
(ন মৃষ্যন্তে দুরাত্মানঃ পুত্রা মম জনার্দন।)
অয়ং দুর্যোধনং কৃষ্ণ মন্দঃ শাস্ত্রাতিগো মম॥ ৩
অনুনেতুং মহাবাহো যতস্ব পুরুষোত্তম।
ন শৃণোতি মহাবাহো বচনং সাধুভাষিতম্॥ ৪
গান্ধার্য্যাশ্চ হৃষীকেশ বিদুরস্য চ ধীমতঃ।
অন্যেষাং চৈব সুহৃদাং ভীষ্মাদীনাং বিশেষিণাম্॥ ৫
স ত্বং পাপমতিং ক্রূরং পাপচিত্তমচেতনম্।
অনুশাধি দুরাত্মানং ত্বয়ং দুর্যোধনং নৃপম্॥ ৬
সুহৃৎকার্য্যং তু সুমহৎ কৃতং তে স্যাজ্জনার্দন।
ততোঽভ্যাবৃত্য বার্ষ্ণেয়ো দুর্যোধনমমর্ষণম্॥ ৭
অব্রবীন্মধুরাং বাচং সর্বধর্মার্থতত্ত্ববিৎ।
দুর্যোধন নিবোধেদং মদ্বাক্যং কুরুসত্তম॥ ৮
শর্মার্থং তে বিশেষেণ সানুবন্ধস্য ভারত।
মহাপ্রাজ্ঞকুলে জাতঃ সাধ্বেতৎ কর্তুমর্হসি॥ ৯
শ্রুতবৃত্তোপসম্পন্নঃ সদ্ভিঃ সমুদিতো গুণৈঃ।
দৌষ্কুলেয়া দুরাত্মানো নৃশংসা নিরপত্রপাঃ॥ ১০
ত এতদীদৃশং কুর্যুর্যথা ত্বং তাত মন্যসে।
ধর্মার্থযুক্তা লোকেঽস্মিন্ প্রবৃত্তিলক্ষণা সতাম্॥ ১১
অসতাং বিপরীতা তু লক্ষ্যতে ভরতর্ষভ।
বিপরীতা দ্বিয়ং বুদ্ধিরসৎকুলকৃতে নৃণাম্॥ ১২

চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক দুর্যোধনকে বুঝাইবার চেষ্টা।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে নারদ! আপনি যেরূপ বলিলেন, উহা যথার্থই। ভগবন্! আমিও তাহাই কামনা করি, কিন্তু আমি তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিতেছি না।১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! নারদকে এই কথা বলিয়া ধৃতরাষ্ট্র শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন,—কেশব! আপনি আমাকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা ইহলোক ও স্বর্গলোকে হিতকর, ধর্মসঙ্গত এবং ন্যায়সঙ্গত।২

তাত জনার্দন! আমি নিজের বশে নাই। যাহা কিছু করিতেছি, উহা আমার প্রিয় নহে। কিন্তু কি বলিব? আমার দুরাত্মা পুত্রগণ আমার কথা মানে না। প্রিয় শ্রীকৃষ্ণ! মহাবাহু পুরুষোত্তম! শাস্ত্রের অনুশাসন উল্লঙ্ঘনকারী আমার এই দুর্মতি পুত্র দুর্যোধনকে আপনি বুঝাইয়া সৎপথে আনিতে চেষ্টা করুন। হে মহাবাহো! সে সৎপুরুষগণের কথা শুনিতে চায় না।৩-৪

হৃষীকেশ! সে গান্ধারী, বুদ্ধিমান্ বিদুর ও হিতাকাঙ্ক্ষী ভীষ্ম প্রভৃতি সুহৃদ্গণেরও কথা শোনে না।৫

দুরাত্মা রাজা দুর্যোধনের বুদ্ধি পাপে আসক্ত। সে কেবল পাপচিন্তাই করে, সে ক্রূর ও বিবেকহীন। আপনি ইহাকে অনুশাসন করুন। জনার্দন! যদি আপনি ইহাকে দিয়া শান্তিস্থাপন করাইতে পারেন, তাহা হইলে আপনার দ্বারা সুহৃদ্গণের এক সুমহৎ কার্য্য সম্পন্ন হইবে।৬

তখন বৃষ্ণ ও অন্ধকবংশাবতংস যদুকুলভূষণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অমর্ষপরায়ণ দুর্যোধনের দিকে ফিরিয়া মধুর বাণীতে তাহাকে বলিতে আরম্ভ করিলেন।৭

কুরুশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন! তুমি আমার এই কথা শ্রবণ কর। ভারত! বিশেষতঃ আমি অনুগামীদিগের সহিত তোমার কল্যাণের জন্য তোমাকে কিছু পরামর্শ প্রদান করিব।৮

তুমি পরম ধার্মিক মহাপুরুষগণের বংশে উৎপন্ন হইয়াছ। বহুশাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্ন এবং সদ্ব্যবহারপরায়ণ। তোমার মধ্যে সমস্ত উত্তম প্রশংসনীয় বিষয় বিদ্যমান, অতএব তুমি আমার এই সৎপরামর্শ অবশ্যই গ্রহণ করিবে।৯

তাত! তুমি যাহাকে উত্তম বলিয়া মনে করিতেছ, এরূপ নীচ কার্য্য তো তাহারাই করে, যাহারা অধমকুলে জন্মিয়াছে; যাহারা দুশ্চরিত্র, ক্রূর ও নির্লজ্জ।১০

ভরতশ্রেষ্ঠ! এ জগতে সৎপুরুষগণের ব্যবহার ধর্ম ও অর্থনীতির সহিত সম্পর্কযুক্ত দেখা যায় এবং দুষ্টগণের ব্যবহার কিন্তু তাহার বিপরীত দৃষ্টিগোচর হয়।১১

তোমার মধ্যে এই বিপরীত বুদ্ধি বারংবার দেখা যাইতেছে।

অধর্মশ্চানুবন্ধোঽত্র ঘোরঃ প্রাণহরো মহান্।
অনিষ্টশ্চানিষ্টশ্চ ন চ শক্যস্ত ভারত ॥ ১৩
তদনর্থং পরিহরন্নাত্মশ্রেয়ঃ করিষ্যসি।
ভ্রাতৄণামথ ভৃত্যানাং মিত্রাণাঞ্চ পরন্তপ ॥ ১৪
অধর্ম্যাদবসন্ত্যাচ্চ কামতঃ প্রমোক্ষসে।
প্রাজ্ঞৈঃ শূরৈর্মহোৎসাহৈরাত্মবদ্ভির্বহুশ্রুতৈঃ ॥ ১৫
সন্ধৎস্ব পুরুষব্যাঘ্র পাণ্ডবৈর্ভরতর্ষভ।
তদ্ধিতঞ্চ প্রিয়ং চৈব নৃপতেরাত্মনশ্চ ধীমতঃ ॥ ১৬
পিতামহস্য স্রোণস্য বিদুরস্য মহামতেঃ।
কৃপস্য সোমদত্তস্য বাহ্লীকস্য চ ধীমতঃ ॥ ১৭
অশ্বত্থাম্নো বিকর্ণস্য সঞ্জয়স্য বিবিৎশতেঃ।
জ্ঞাতীনাং চৈব ভূয়িষ্ঠং মিত্রাণাঞ্চ পরন্তপ ॥ ১৮
শমে শর্ম ভবেৎ তাত সর্বস্য জগতস্তথা।
স্ত্রীমানসি কুলে জাতঃ শ্রুতবানসি বুদ্ধিমান্।
তিষ্ঠ তাত পিতুঃ পার্শ্বে মাতুশ্চ ভরতর্ষভ ॥ ১৯

এতচ্ছ্রেয়ো হি মন্যন্তে পিতরো বন্ধুষ্বিহ ভারত।
উত্তমাপদ্গতঃ সদ্যঃ পিতুঃ স্মরতি শাসনম্ ॥ ২০
রোচতে তে পিতুস্তাত পাণ্ডবৈঃ সহ সঙ্গমঃ।
সামাত্যস্য কুরুশ্রেষ্ঠ তৎ ভুজ্যাঃ তাত রোচতাম্ ॥ ২১
শ্রুত্বা যঃ সুহৃদাং শাস্ত্রং মর্ত্যো ন প্রতিপদ্যতে।
বিপাকান্তে দহত্যেনঃ কিম্পাকমিব ভক্ষিতম্ ॥ ২২
যস্তু নিঃশ্রেয়সং বাক্যং মোহান্ন প্রতিপদ্যতে।
স দীর্ঘসূত্রো হীনার্থঃ পশ্চাত্তাপেন যুজ্যতে ॥ ২৩
যস্তু নিঃশ্রেয়সং শ্রুত্বা প্রাক্ তদেবাভিপদ্যতে।
আত্মনো মতমুৎসৃজ্য স লোকে সুখমেধতে ॥ ২৪
যোঽর্থকামস্য বচনং প্রাতিকূল্যান্ন মৃষ্যতে।
শৃণোতি প্রতিকূলানি দ্বিষতাং বশমেতি সঃ ॥ ২৫
সতাং মতমতিক্রম্য যোঽসতাং বর্ততে মতে।
সোঽচিরেণ বসনে তস্য সুহৃদো নাবসীদতি ॥ ২৬

ভারত! এখন যে তোমার এই দুরাগ্রহ লক্ষ্য করিতেছি, তাহা অধর্মময়; কিন্তু এরূপ হইবার যোগ্য কোনও কারণ দেখিতে পাইতেছি না। ইহার প্রত্যবায়ও অনিষ্টকারক ও প্রাণনাশক। তুমি যে ইহাতে সফলতা লাভ করিতে পারিবে, তাহাও সম্ভব নয়॥ ৯-১৩

পরন্তপ! তুমি যদি এই অনর্থকারী দুরাগ্রহ পরিত্যাগ কর, তবে নিজের কল্যাণের সহিতই ভ্রাতা, ভৃত্য ও মিত্রগণেরও হিতসাধন করিতে পারিবে॥ ১৪

এইরূপ করিলে তুমি অধর্ম ও অবশ্যম্ভাবী কষ্ট হইতে মুক্তিলাভ করিবে। ভরতবংশভূষণ পুরুষশ্রেষ্ঠ অতএব তুমি জ্ঞানী, পরম উৎসাহী, শৌর্যশালী বীর, মনস্বী এবং বহুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর॥

ইহাই জ্ঞানবান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্রেরও প্রিয় এবং হিতকর বলিয়া বোধ হইতেছে। শত্রুতাপন! পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, মহামতি বিদুর, কৃপাচার্য, সোমদত্ত, বুদ্ধিমান্ বাহ্লীক, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সঞ্জয়, বিবিৎশতি ও অন্যান্য জ্ঞাতি-বন্ধুবর্গ এবং সুহৃদ্‌গণেরও ইহার অধিক প্রিয়॥ ১৫-১৮

তাত! সন্ধি স্থাপিত হইলে সম্পূর্ণ জগতেরই কল্যাণ হইবে। তুমি উচ্চ বংশে জন্মলাভ করিয়াছ, তুমি লজ্জাশীল, শাস্ত্রজ্ঞ এবং ঋজুস্বভাবযুক্ত। ভরতশ্রেষ্ঠ! অতএব তুমি পিতা ও মাতার শাসনের অধীনে থাক॥ ১৯

ভারত! পিতা যাহা কিছু শিক্ষা দেন, উহাই সৎপুরুষগণ নিজের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া মনে করেন। অত্যন্ত বিপদের সময়েও সকল ব্যক্তিই নিজ পিতার উপদেশ স্মরণ করিয়া থাকে॥ ২০

তাত! রাজমণ্ডলীর সহিত তোমার পিতার পাণ্ডবগণের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করাকেই উত্তম কার্য বলিয়া মনে করেন। কুরুশ্রেষ্ঠ! ইহাই তোমারও অভিপ্রেত হওয়া আবশ্যক॥ ২১

যে ব্যক্তি সুহৃদ্‌গণের মুখ হইতে শাস্ত্রসম্মত উপদেশ শ্রবণ করিয়াও উহা স্বীকার করে না, তাহার এই অস্বীকার তাহাকে এইরূপ শোকগ্রস্ত করিতে থাকে, যেরূপ ভক্ষিত ইন্দ্রায়ণ ফল পরিপাকের (হজমের) সময়ে তাহা উৎপাদন করে॥ ২২

যে ব্যক্তি মোহবশতঃ নিজের হিতকর কথা হৃদয়ঙ্গম করে না, সেই দীর্ঘসূত্রী মানুষ স্বার্থভ্রষ্ট হইয়া কেবল অনুতাপই ভোগ করিতে থাকে॥ ২৩

যে ব্যক্তি নিজের কল্যাণকর কথা শুনিয়া নিজের অভিমত পরিত্যাগ করত প্রথমেই উহাকে গ্রহণ করে, সেই ব্যক্তিই সংসারে সুখে বাস করিয়া ক্রমোন্নতি লাভ করে॥ ২৪

যে মানুষ নিজের কল্যাণকামী সুহৃদ্‌গণের কথাকে নিজের প্রতিকূল বোধে সহ্য করে না এবং অসুহৃদ্‌গণের প্রতিকূলতাপূর্ণ বাক্যই শুনিয়া থাকে, সেই মানুষ শত্রুর অধীন হইয়া পড়ে॥ ২৫

যে মানুষ সৎপুরুষগণের প্রতি অচিরাৎ উপেক্ষা করিয়া

মুখ্যানমাত্মানুৎসৃজ্য যোঽনিষ্টানি নিষেবতে।
স ঘোরামাপদং প্রাপ্য নোত্তরমধিগচ্ছতি ॥ ২৭
যোঽসৎসেবী বৃথাচারো ন শ্রোতা সুহৃদাং সতাম্।
পরান্ কুরুতে যান্ দ্বেষ্টি তং গৌস্ত্যজতি ভারত ॥ ২৮
স ত্বং বিরুধ্য ত্রৈবর্গৈরেতেষাং প্রাণমিচ্ছসি।
অশিষ্টেভ্যোঽসমর্থেভ্যো মূঢ়েভ্যো ভরতর্ষভ ॥ ২৯
কো হি শক্রসমান্ জ্ঞাতীনতিক্রম্য মহারথান্।
অন্যত্রাত্মাপমানসংসেং বুধস্যো ভুবি মানবঃ ॥ ৩০
জন্মপ্রভৃতি কৌন্তেয়া নিত্যং বিনিকৃতাস্ত্বয়া।
ন চ তে জাতু কুপ্যন্তি ধর্মাত্মানো হি পাণ্ডবাঃ ॥ ৩১
মিথ্যোপচরিতাস্তাত জন্মপ্রভৃতি বান্ধবাঃ।
ত্বয়ি সম্যঙ্মহাবাহো প্রতিপন্না নরর্ষভ ॥ ৩২

যদ্যপি প্রতিপন্নাস্তে তথৈব ভরতর্ষভ।
দ্বেষ্যে বদ্ধ্বু মুখ্যেষু মা মনস্তাবশং গমঃ ॥ ৩৩
ত্রিবর্গযুক্তঃ প্রাজ্ঞানামারম্ভো ভরতর্ষভ।
ধর্মার্থাবনুরুধ্যন্তে ত্রিবর্গাসক্তবে নরাঃ ॥ ৩৪
পৃথক্ চ বিনিবিষ্টানাং ধর্মং ধীরোঽনুরুধ্যতে।
মধ্যমোঽর্থং কলিং বালঃ কামমেবানুরুধ্যতে ॥ ৩৫
ইন্দ্রিয়ৈঃ প্রাকৃতো লোভাদ্ ধর্মং বিপ্রজহাতি যঃ।
কামার্থাবনুপায়েন লিপ্সমানো বিনশ্যতি ॥ ৩৬
কামার্থৌ লিপ্সমানস্তু ধর্মমেবাদিতশ্চরেৎ।
ন হি ধর্মাদপৈত্যর্থঃ কামো বাপি কদাচন ॥ ৩৭
উপায়ো ধর্মমেবাভিত্রিবর্গস্য বিধীয়তে।
লিপ্সমানো হি তেনাঞ্জ ত্রৈবর্গিকফলং নরঃ ॥ ৩৮

দুই পুরুষগণের মতেই চলিতে থাকে, তাহার সুহৃদ্গণ তাহাকে অতি সত্বর ভয়ঙ্কর বিপদে পতিত দেখিয়া শোক করিতে থাকে ॥ ২৬

যে ব্যক্তি নিজ মুখ্য মন্ত্রিবর্গকে পরিত্যাগ করিয়া নীচপ্রকৃতি ব্যক্তিগণেরই সঙ্গ করে, সে ভয়ের বিষয়ে পতিত হইয়া নিজের উদ্ধারের কোন পথই দেখিতে পায় না ॥ ২৭

ভারত! যে ব্যক্তি দুই পুরুষগণেরই সঙ্গ করে এবং মিথ্যাচারী হইয়া নিজের শ্রেষ্ঠ সুহৃদ্গণের কথা গ্রাহ্য করে না, অপরকে নিজের বলিয়া মনে করে এবং আশ্রিত স্বজনকে দ্বেষ করে, তাহাকে এই পৃথিবী ত্যাগ করেন ॥ ২৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি সেই বীর পাণ্ডবগণের সহিত বিরোধ করিয়া অশিষ্ট, অসমর্থ ও মূঢ় অন্য মনুষ্যগণের নিকট হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥ ২৯

এ ভূতলে তুমি ব্যতীত অন্য আর কোন মনুষ্য আছে, যে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী ও মহারথ জ্ঞাতিগণকে পরিত্যাগ করিয়া অপর ব্যক্তিদিগের নিকট হইতে নিজের রক্ষার আশা করে? ॥ ৩০

তুমি জন্ম হইতে পর হইতেই কন্তীপুত্রগণের সহিত সর্বদা শঠতাপূর্ণ ব্যবহার করিতেছ, কিন্তু ইহার জন্য তাহারা তোমার উপর কখনও কুপিত হয় নাই; কারণ, পাণ্ডবগণ ধর্মাত্মা ॥ ৩১

তাত মহাবাহো! যদিও তুমি নিজ ভ্রাতা পাণ্ডবগণের সহিত জন্ম হইতেই ছল-কপটতাপূর্ণ ব্যবহার করিয়া আসিতেছ, তথাপি সেই ধর্মজ্ঞ পাণ্ডবগণ তোমার প্রতি সদা সদ্ভাবই রক্ষা করিয়া চলিতেছে ॥ ৩২

ভরতশ্রেষ্ঠ! তোমারও নিজের সেই জ্ঞাতিবন্ধুগণের প্রতি সেইরূপ ব্যবহার করা উচিত। তুমি তোমার বন্ধুগণের প্রতি দ্বেষযুক্ত হইও না ॥ ৩৩

ভরতবংশধরগণ! ধর্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের সিদ্ধির অনুকূলই হইয়া থাকে। কোন স্থলে যদি ত্রিবর্গের সিদ্ধি অসম্ভব হয়, তবে বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি ধর্ম ও অর্থের অনুসরণ করে ॥ ৩৪

পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ত্রিবর্গ, অর্থ ও কামের মধ্যে যদি কোন একটিকে গ্রহণ করিতে হয়, তবে ধীর ব্যক্তি ধর্মকেই গ্রহণ করে। মধ্যম শ্রেণীর মানুষ কলহের কারণস্বরূপ অর্থকে গ্রহণ করে এবং অধমশ্রেণীর অজ্ঞান মানুষ কামকেই লাভ করিতে ইচ্ছা করে ॥ ৩৫

যে অধম মানুষ ইন্দ্রিয়গণের বশীভূত হইয়া লোভবশতঃ ধর্মকে পরিত্যাগ করে, সে অন্যায় উপায়ে অর্থ ও কামের লিপ্সায় পড়িয়া বিনষ্ট হয় ॥ ৩৬

যে অর্থ ও কাম লাভ করিতে ইচ্ছুক, তাহার প্রথমে ধর্মের আচরণ করাই উচিত; কারণ, অর্থ বা কাম ধর্ম হইতে কখনও পৃথক্ নয় ॥ ৩৭

প্রজানাথ! বিদ্বান্ পুরুষ ধর্মকেই ত্রিবর্গপ্রাপ্তির একমাত্র উপায় বলিয়াছেন। অতএব যে ব্যক্তি ধর্মের দ্বারা অর্থ ও কাম লাভ করিতে অভিলাষী, সেই ব্যক্তি নিশ্চই তাদৃশ উন্নতির পথে বর্ধিত হয়, যেরূপ শুক্ল ত্রয়োদশীর দিনে অতি সত্বর চন্দ্রমা বর্ধিত হইয়া থাকে ॥ ৩৮

স ত্বং তীব্রানুপায়েন লিপ্সসে ভরতর্ষভ।
আধিরাজ্যং মহদ্ দীপ্তং প্রথিতং সর্বরাজসু ॥ ৩৯
আত্মানং তর্কয়তি স্নেহ যবং পরশুনা যথা।
যঃ সম্যগ্ বর্তমানেষু মিথ্যা রাজন্ প্রবর্ততে ॥ ৪০
ন তস্য হি মতিং ছিন্দ্যাদ্ যস্য নেচ্ছেৎ পরাভবম্।
অবিচ্ছিন্নমতেরস্য কল্যাণে রীয়তে মতিঃ।
আত্মবান্ নাবমন্যেত ত্রিষু লোকেষু ভারত ॥ ৪১
অপ্যন্যং প্রকৃতং কিঞ্চিৎ কিমু তান্ পাণ্ডবর্ষভান্।
অমর্ষবশমাপন্নো ন কিঞ্চিদ্ বুধ্যতে জনঃ ॥ ৪২
ছিদ্যতে হ্যাততং সর্বং প্রমাণং পশ্য ভারত।
শ্রেয়স্তে দুর্জনাৎ তাত পাণ্ডবৈঃ সহ সঙ্গতম্ ॥ ৪৩
তৈর্হি সম্প্রীয়মাণস্ত্বং সর্বান্ কামানবাপ্স্যসি।
পাণ্ডবৈর্নির্জিতাং ভূমিং ভুঞ্জানো বাহুসংশ্রয়ম্ ॥ ৪৪
পাণ্ডবান্ পৃষ্ঠতঃ কৃত্বা ত্রাণনাশমসেহন্তঃ।
দুঃশাসনে দুর্বিষহে কর্ণে চাপি সসৌবলে ॥ ৪৫
এতেষ্বৈশ্বর্যমাধায় কৃতিমিচ্ছসি ভারত।
ন চৈতে তব পর্যাপ্তা জ্ঞানে ধর্মার্থয়োস্তথা ॥ ৪৬
বিক্রমে চাপ্যপর্যাপ্তাঃ পাণ্ডবান্ প্রতি ভারত।
ন হীমে সর্বরাজানঃ পর্যাপ্তাঃ সহিতাস্ত্বয়া ॥ ৪৭
ক্রুদ্ধস্য ভীমসেনস্য প্রেক্ষিতুং মুখমাহবে।
ইদং সন্নিহিতং তাত সমগ্রং পার্থিবং বলম্ ॥ ৪৮
অয়ং ভীষ্মস্তথা দ্রোণঃ কর্ণশ্চায়ং তথা কৃপঃ।
ভূরিশ্রবাঃ সৌমদত্তিরশ্বত্থামা জয়দ্রথঃ ॥ ৪৯
অশক্তাঃ সর্ব এবৈতে প্রতিযোদ্ধুং ধনঞ্জয়ম্।
অজেয়ো হ্যর্জুনঃ সাংখ্যে সর্বৈরপি সুরাসুরৈঃ।
মানুষৈরপি গন্ধর্বৈর্যুক্তে চৈত্ররথাদিভিঃ ॥ ৫০
দৃষ্টস্তাং বা পুমান্ কশ্চিৎ সমগ্রে পার্থিবে বলে।
যোঽর্জুনং সমরে প্রাপ্য স্বস্তিমান্ প্রতিগচ্ছেদ্ গৃহান্ ॥ ৫১

তাত ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি সকল নৃপতিগণের মধ্যে বিখ্যাত এই বিশাল ও সমৃদ্ধ রাজ্যকে অন্যায় উপায়ে লাভ করিতে ইচ্ছা করিতেছ। ৩৯

রাজন্! যে ব্যক্তি উত্তম ব্যবহারকারী সৎপুরুষগণের প্রতি অসদ্ ব্যবহার করে, সেই ব্যক্তি কুঠারদ্বারা বনচ্ছেদনের ন্যায় তাদৃশ দুর্ব্যবহারে নিজেকে নিজেই ছেদন করে। ৪০

মানুষ যাহার পরাভব কামনা করে না, সে তাহার বুদ্ধির উচ্ছেদ করে। যাহার বুদ্ধি নষ্ট হয় নাই, তাঁহার মন কল্যাণকারী কার্যেই প্রবৃত্ত হয়। হে ভারত! মনস্বী পুরুষের কর্তব্য হইল যে, ত্রিলোকের মধ্যে কোনও প্রাকৃত (নিম্ন শ্রেণী) মানুষকেও কোনরূপ অপমান না করা। সে স্থলে এই শ্রেষ্ঠ পুরুষ পাণ্ডবগণের অপমানের কথা আর কি বলিব? ঈর্ষা বা ক্রোধের বশীভূত কোন মানুষ কিছুই বুঝিতে পারে না। ৪১-৪২

ভারত! দেখ, ঈর্ষাদু মানুষের সমক্ষে প্রস্তুত সম্পূর্ণ বিস্তৃত প্রমাণও উল্লিখিত (অগ্রাহ্য) হইয়া যায়। তাত! কোন দুষ্ট মনুষ্যের সহিত সদ্ভাবস্থাপন করা অপেক্ষা পাণ্ডবগণের সহিত সদ্ভাব স্থাপন করাই কল্যাণকর। ৪৩

পাণ্ডবগণের সহিত প্রীতির ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিলে তুমি সমস্ত কামনা পূর্ণ করিতে পারিবে। নৃপশ্রেষ্ঠ! তুমি পাণ্ডবগণের স্থাপিত রাজ্য উপভোগ করিতেছ, আবার তাহাদিগকে পিছনে রাখিয়া অর্থাৎ অবহেলা করিয়া অন্য ব্যক্তির নিকট নিজের রক্ষার আশা সোপর্দ করিতেছ।

রাজন্! তুমি দুঃশাসন, দুর্বিষহ, কর্ণ ও শকুনি—এই সব ব্যক্তির উপর নিজের ঐশ্বর্যের ভার রাখিয়া উন্নতি ইচ্ছা করিতেছ।

ভারত! ইহারা তোমাকে জ্ঞান, ধর্ম ও অর্থলাভ করাইতে সমর্থ হইবে না এবং পাণ্ডবগণের সম্মুখে পরাক্রম প্রকাশ করিতেও ইহারা সর্বথা অসমর্থ।

তোমার সহিত এই সব রাজারা যুদ্ধে ক্রুদ্ধ ভীমসেনের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিতেও পারিবে না।

তাত! তোমার নিকট এই যে সমস্ত রাজগণের সৈন্য সন্নিলিত হইয়াছে এবং এই ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, কৃপ, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা, অশ্বত্থামা ও জয়দ্রথ—ইহারা সকলে মিলিত হইয়াও অর্জুনের সম্মুখীন হইতে সমর্থ হইবেন না। ৪৪-৪৯

সমস্ত দেবতা ও অসুরগণও যুদ্ধে অর্জুনকে জয় করিতে সমর্থ নন। অর্জুন মনুষ্যগণ ও গন্ধর্বদিগেরও অজেয়, অতএব তুমি যুদ্ধের জন্য মতিস্থির করিও না। ৫০

রাজগণের এই সম্পূর্ণ সৈন্যমণ্ডলীর মধ্যে এরূপ কোন এক ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত কর, যে ব্যক্তি যুদ্ধে অর্জুনের সম্মুখীন হইয়া কুশলতার সহিত নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিবে? ৫১

কিং তে জনক্ষয়েণেহ কৃতেন ভরতর্ষভ।
যস্মিন্ জিতে জিতং তৎ স্যাৎ পুনানেকঃ স দৃশ্যতাম্ ॥৫২
যঃ স দেবান্ সগন্ধর্বান্ সযক্ষাসুর-পন্নগান্।
অজয়ৎ খাণ্ডবপ্রস্থে কস্তং যুধ্যেত মানবঃ ॥ ৫৩
তথা বিরাটনগরে শ্রূয়তে মহদদ্ভুতম্।
একস্য চ বহূনাঞ্চ পর্য্যাপ্তং তন্নিদর্শনম্ ॥ ৫৪
যুদ্ধে যেন মহাদেবঃ সাক্ষাৎ সন্তোষিতঃ শিবঃ।
তমজেয়মনাধৃষ্যং বিজেতুং জিষ্ণুমচ্যুতম্।
আশংসেরংহ সমরে বীরমর্জুনমৃদ্ধিমৎ ॥ ৫৫
মদ্ দ্বিতীয়ঃ পুনঃ পার্থং কং প্রার্থয়িতুমর্হতি।
যুদ্ধে প্রতীপমায়ান্তমপি সাক্ষাৎ পুরন্দরঃ ॥ ৫৬
বাহুভ্যামুদ্বহেদ্ ভূমিং দহেৎ ক্রুদ্ধ ইমাঃ প্রজাঃ।
পাতয়েৎ ত্রিদিবাদ্ দেবান্ যোঽর্জুনং সমরে জয়েৎ ॥৫৭
পশ্য পুত্রাংস্তথা ভ্রাতৃন্ জ্ঞাতীন্ সম্বন্ধিনস্তথা।
ঘাতকে ন বিনশ্যেয়ুরিমে ভরতসত্তমাঃ ॥ ৫৮
অস্তু শেষং কৌরবাণাং মা পরাভূদিদং কুলম্।
কুলঘ্ন ইতি নোচ্যেথা নষ্টকীর্তির্নরাধিপ ॥ ৫৯
রামেব স্থাপয়িষ্যন্তি যৌবরাজ্যে মহারথাঃ।
মহারাজোঽপি পিতরং ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্ ॥ ৬০
মা তাত শ্রিয়মায়ান্তীমবমংস্থাঃ সমুদ্যতাম্।
অর্ধং প্রদায় পার্থেভ্যো মহতীং শ্রিয়মাপ্নুহি ॥৬১
পাণ্ডবৈঃ সংশমং কৃত্বা কৃত্বা চ সুহৃদাং বচঃ।
সম্প্রীয়মাণো মিত্রৈশ্চ চিরং ভদ্রাণ্যবাপ্স্যসি ॥ ৬২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা
মুষ্টাগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি ভগবদ্বাক্যে
চতুর্বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই জনক্ষয়ে তোমার কি লাভ হইবে? তুমি সমবেত নিজ পক্ষের এরূপ কোন একজন পুরুষকে লক্ষ্য করিয়া দেখাও, যে অর্জুনকে জয় করিতে পারিবে এবং যে জয়লাভ করিলে তোমার পক্ষের জয় হইয়াছে বলিয়া গণ্য করিবে। ৫২

যে অর্জুন খাণ্ডবদাহে গন্ধর্ব, যক্ষ, অসুর ও নাগগণের সহিত সম্পূর্ণ দেবসমূহকে জয় করিয়াছিল, সেই অর্জুনের সহিত কোন্ মানুষ যুদ্ধ করিতে পারিবে? ৫৩

ইহা ছাড়াও বিরাটনগরে সব মহারথী যোদ্ধগণের সহিত একাকী অর্জুনের যুদ্ধের যে অত্যন্ত অদ্ভুত ঘটনা শুনিতে পাই, ঐ একটি ঘটনাই যুদ্ধের ভাবী পরিণামবিষয়ে উপযুক্ত নিদর্শন। ৫৪

যে অর্জুন যুদ্ধে সাক্ষাৎ মহাদেব শিবকে নিজ পরাক্রমে সন্তুষ্ট করিয়াছে, যে নিজ প্রভাব হইতে কখনও চ্যুত হয় নাই এবং যে অজেয়, দুর্ধর্ষ ও বিজয়শীল বলবান্ বীর, সেই অর্জুনকে যুদ্ধে তুমি জয় করিবার আশা পোষণ করিতেছ—ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য ব্যাপার। ৫৫

পুনরায়, আমি যাহার সারথি হইয়া সঙ্গে থাকিব এবং অর্জুন প্রতিপক্ষ হইয়া যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইবে, সেই সময় কোন্ ব্যক্তি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যুক্ত হইবে? সেস্থলে সাক্ষাৎ দেবরাজ ইন্দ্রও যুদ্ধকামী হইবেন না। ৫৬

যে যুদ্ধে অর্জুনকে জয় করিতে পারিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই দুই হস্তে এই পৃথিবীকে উত্তোলন করিতে সমর্থ হইবে, ক্রুদ্ধ হইলে সমস্ত প্রজাগণকে দগ্ধ করিয়া ফেলিতে পারিবে এবং দেবগণকেও স্বর্গ হইতে ভূতলে পাতিত করিতে পারিবে। ৫৭

দুর্যোধন! তুমি নিজের পুত্র, ভ্রাতা, জ্ঞাতি ও আত্মসম্বন্ধী—এই সকলের দিকেই একবার দৃষ্টিপাত কর। এই শ্রেষ্ঠ ভরত-বংশ তোমার জন্য যেন নষ্ট হইয়া না যায়। ৫৮

নরাধিপ! কৌরববংশ ধ্বংসপ্রাপ্ত না হউক, এই বংশের পরাভব না হউক এবং তুমিও যাহা করিয়া কুলঘাতী বলিয়া কথিত না হও। ৫৯

মহারথ পাণ্ডবগণ তোমাকেই যুবরাজপদে স্থাপিত করিবে এবং তোমার পিতা ধৃতরাষ্ট্রকে মহারাজপদে বরণ করিবে। ৬০

তাত! নিজ গৃহে আসিবার জন্য উদ্যতা রাজলক্ষ্মীকে তুমি অপমান করিও না। কুন্তীপুত্রগণকে অর্ধেক রাজ্য প্রদান করিয়া স্বয়ং এই বিপুল ঐশ্বর্য উপভোগ কর। ৬১

পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করত এবং নিজ হিতৈষী সুহৃদ্বর্গের কথা মানিয়া মিত্রগণের সহিত প্রসন্নতাপূর্বক বাস করিতে করিতে দীর্ঘকাল ধরিয়া কল্যাণলাভ করিতে সমর্থ হইবে। ৬২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে
শ্রীভগবদ্বাক্যবিষয়ক চতুর্বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[ভীষ্ম-দ্রোণ-বিদুর-ধৃতরাষ্ট্রাণাং দুর্য্যোধনায় প্রবোধদানম্ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

ততঃ শান্তনবো ভীষ্মো দুর্য্যোধনমমর্ষণম্ ।
কেশবস্য বচঃ শ্রুত্বা প্রোবাচ ভরতর্ষভ ॥ ১
কৃষ্ণেন বাক্যমুক্তোঽসি সুহৃদাং শমমিচ্ছতা ।
অত্যপস্থস্ব তৎ তাত মা মন্যুবশমন্বগাঃ ॥ ২
অকৃত্বা বচনং তাত কেশবস্য মহাত্মনঃ ।
শ্রেয়ো ন জাতু ন সুখং ন কল্যাণমবাপ্স্যসি ॥ ৩
ধর্ম্যমর্থ্যং মহাবাহুরাহ বাং তাত কেশবঃ ।
তদ্ধর্মমভিপদ্যস্ব মা রাজন্ নীনশঃ প্রজাঃ ॥ ৪
অর্জিতাং ধর্মিণাং লক্ষ্মীং ভারতীং সর্ব্বরাজসু ।
জীবতো ধৃতরাষ্ট্রস্য দৌরাত্ম্যান্ন ভংক্ষ্যসি ॥ ৫
আত্মানঞ্চ মহারাজ্যং সপুত্র-ভ্রাতৃ-বান্ধবম্ ।
অস্মিংস্তানয়া বুদ্ধ্যা জীবিতান্ন ভংক্ষ্যসি ॥ ৬
অতিক্রামন্ কেশবস্য তথ্যং বচনমর্থবৎ
পিতুশ্চ ভরতশ্রেষ্ঠ বিদুরস্য চ ধীমতঃ ॥ ৭
মা কুলঘ্নঃ কুপুরুষো দুর্মতিঃ কাপথং গমঃ ।
মাতরং পিতরং চৈব মা মজ্জীঃ শোকসাগরে ॥ ৮
অথ দ্রোণোঽব্রবীৎ তত্র দুর্য্যোধনমিদং বচঃ ।
অমর্ষবশমাপন্নং নিঃশ্বসন্তং পুনঃ পুনঃ ॥ ৯
ধর্মার্থযুক্তং বচনমাহ বাং তাত কেশবঃ ।
তথা ভীষ্মঃ শান্তনবস্তচ্ছৃণ্ব নরাধিপ ॥ ১০
প্রাজ্ঞৌ মেধাবিনৌ দান্তাবর্থকামৌ বহুশ্রুতৌ ।
আহতুস্বাং হিতং বাক্যং তচ্ছৃণ্ব নরাধিপ ॥ ১১
অনুতিষ্ঠ মহাপ্রাজ্ঞ কৃষ্ণ ভীষ্মৌ যদূচতুঃ ।
(মা বচো লঘুবুদ্ধীনাং সমাস্থাঃ পরন্তপ ।)
মাধবং বৃষ্ণিসিংহেন মাবমংস্থাঃ পরন্তপ ॥ ১২
যে ত্বাং প্রোৎসাহয়ন্ত্যেতে নৈতে কৃত্যায় কর্হিচিৎ ।
বৈরং পরেষাং গ্রীবাস্থাং প্রতিমোক্ষ্যন্তি সংযুগে ॥ ১৩

পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর ও ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে প্রবোধদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ঈষা ও ক্রোধপরবশ দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন। ১

তাত! শ্রীকৃষ্ণ সুহৃদ্গণের মধ্যে পরস্পর শান্তি অক্ষুণ্ণ রাখিবার ইচ্ছায় যে কথা বলিলেন, উহা স্বীকার কর। ক্রোধের বশীভূত হইও না। ২

বৎস! মহাত্মা কেশবের বাক্য পরিপালন না করিলে তুমি কখনই শ্রেয়, সুখ ও কল্যাণলাভ করিতে পারিবে না। ৩

তাত! আত্মানুমোদিত বাক্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তোমাকে ধর্ম্ম ও অর্থের অনুকূল উপদেশই করিয়াছেন। রাজন্! তুমি ইহা স্বীকার করিয়া লও, প্রজাগণকেও বিনষ্ট করিও না। ৪

এই ভরতবংশের রাজলক্ষ্মী সমস্ত রাজগণের মধ্যেই দেদীপ্যমানা আছেন; কিন্তু আমি দেখিতে পাইতেছি যে, তীব্র দৌরাত্ম্যবশতঃ ধৃতরাষ্ট্রের জীবিতকালেই তুমি উহা নষ্ট করিয়া ফেলিবে। ৫

সেই সঙ্গে তুমি নিজের এই অনর্থকেরূপ বুদ্ধিদ্বারা পুত্র, ভ্রাতা, বান্ধব ও মন্ত্রিগণের সহিত নিজের জীবনহানিও ঘটাইবে। ৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি কেশবের সত্য ও সার্থক বাক্যকে অতিক্রম করিও না। তুমি নিজ পিতা ও জ্ঞানবান্ বিদুরের বাক্যও অগ্রাহ্য করিয়া কুপথে যাইও না। কুলঘাতী, কুপুরুষ ও দুর্ম্মতি—এরূপভাবে নিজেকে কলঙ্কিত করিও না এবং নিজ পিতা-মাতাকে শোকসাগরে নিমজ্জিত করিও না। ৭-৮

তারপর ক্রোধের বশীভূত হইয়া পুনঃ পুনঃ দীর্ঘনিঃশ্বাস গ্রহণকারী দুর্য্যোধনকে দ্রোণাচার্য্য এই কথা বলিলেন। ৯

তাত! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তোমাকে ধর্ম্ম ও অর্থযুক্ত বাক্য বলিলেন। হে নরাধিপ! তুমি উহা স্বীকার করিয়া লও। ১০

রাজন্! এই দুই মহাত্মা বিদ্বান্, মেধাবী, জিতেন্দ্রিয়, তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং বহুশাস্ত্রে অভিজ্ঞ। ইঁহারা তোমাকে হিত বাক্যই বলিলেন, তুমি উহা গ্রহণ কর॥ ১১

মহাবাহো! শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্ম যাহা কিছু বলিলেন, উহাই পালন কর। শত্রুতাপন! তুমি নীচমতি ব্যক্তিগণের বাক্যের উপর শ্রদ্ধাস্থাপন করিও না। হে পরন্তপ! নিজ বুদ্ধির দোষে মাধবকে অবমাননা করা তোমার উচিত নহে॥ ১২

যাহারা তোমাকে যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছে, তাহারা কোন সময়েই তোমার কোন কার্য্যেই আসিবে না।

মা জীবনঃ প্রজাঃ সর্বাঃ পুত্রান্ ভ্রাতৄংস্তথৈব চ।
বাসুদেবার্জুনৌ যত্র বিদ্যতে তত্র নিশ্চিতম্ ॥ ১৪
এতচ্ছ্রুত্বৈব মতং সত্যং সুহৃদোঃ কৃষ্ণ-ভীষ্ময়োঃ।
যদি নাদাস্যসে তাত পশ্চাৎ তপ্স্যসি ভারত ॥ ১৫
যথোক্তং জামদগ্ন্যেন রামেণৈব ততোঽর্জুনঃ।
কৃষ্ণো হি দেবকীপুত্রো দেবৈরপি সুদুঃসহঃ।
কিং তে সুখপ্রিয়েণেহ প্রোক্তেন ভরতর্ষভ ॥ ১৬
এতৎ তে সর্বমাখ্যাতং যথেচ্ছসি তথা কুরু।
ন হি বাম্যুৎসহে বক্তুং ভূয়ো ভরতসত্তম ॥ ১৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্মিন্ বাক্যান্তরে বাক্যং কর্তাপি বিদুরোঽব্রবীৎ।
দুর্যোধনমভিপ্রেক্ষ্য ধার্তরাষ্ট্রমমর্ষণম্ ॥ ১৮
দুর্যোধন ন শোচামি ত্বামহং ভরতর্ষভ।
ইমৌ তু বৃদ্ধৌ শোচামি গান্ধারী পিতরঞ্চ তে ॥ ১৯
যাবনাথৌ চরিষ্যেতে তয়া নাথেন দুর্মদা।
হতমিত্রৌ হতামাত্যৌ পূর্ণসঙ্কল্পবিপ্লবৌ ॥ ২০
ভিক্ষুকৌ বিচরিষ্যেতে শোচন্তৌ পৃথিবীমিমাম্।
কুলস্যাস্যীদৃশং পাপং জনয়িত্বা কুপূরুষম্ ॥ ২১
অথ দুর্যোধনং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽভ্যভাষত।
আসীনং ভ্রাতৃভিঃ সার্ধং রাজভিঃ পরিবারিতম্ ॥ ২২
দুর্যোধন নিবোধেদং শৌরিণোক্তং মহাত্মনা।
আদৎস্ব শিবমত্যন্তং যোগক্ষেমবদব্যয়ম্ ॥ ২৩
অনেন হি সহায়েন কৃষ্ণেনাক্লিষ্টকর্মণা।
ইষ্টান্ সর্বানভিপ্রায়ান্ প্রাপ্স্যামঃ সর্বরাজসু ॥ ২৪
সুসংহতঃ কেশবেন তাত গচ্ছ যুধিষ্ঠিরম্।
চর স্বস্ত্যয়নং ক্ষত্রং ভ্রাতৃভিরভিনন্দিতম্ ॥ ২৫
বাসুদেবেন তীর্থেন তাত গচ্ছস্ব সংগমম্।
কালপ্রাপ্তমিদং মন্যে মা ত্বং দুর্যোধনাতিগাঃ ॥ ২৬

ইহারা যুদ্ধের সম্ভাবনা দেখা দিলে শত্রুতা অবলম্বের বদলে চাপাইয়া দিবে ॥ ১৩

সমস্ত প্রজা, পুত্র ও ভ্রাতৃগণকে হত্যা করাইও না। যে পক্ষে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন বিদ্যমান থাকেন, সেই পক্ষকে জয়ের বলিয়াই জানিবে ॥ ১৪

তাত ভরতবংশকুলপ! তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণ ও ভীষ্মের এই মত প্রকৃত সত্য। তুমি যদি ইহা গ্রহণ না কর, তবে পরে তোমাকে অনুতাপ ভোগ করিতে হইবে। অমদগ্নি-নন্দন পরশুরাম পূর্বে যেরূপ কথা বলিয়াছিলেন, এই অর্জুন তাহা হইতেও মহান্ এবং দেবকীপুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ তো দেবগণের পক্ষেও অত্যন্ত দুঃসহ। ভরতশ্রেষ্ঠ! তোমাকে পুনঃপুনঃ প্রিয় কথা অধিক বলিয়া আর লাভ কি আছে? ১৬

আমাদের পক্ষে যে সব কথা বলা আবশ্যক, আমরা তৎসমস্তই তোমাকে বলিলাম। এখন তোমার যাহা ইচ্ছা, তাহাই কর। ভরতসত্তম! তোমাকে আরও কিছু পুনরায় বলিতে আমার কোন উৎসাহ হইতেছে না ॥ ১৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন—জনমেজয়! যখন দ্রোণাচার্য নিজের মত বলিতেছিলেন, সেই বলার মধ্যেই তখন সূত বিদুরও অর্থপূর্ণ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনের দিকে লক্ষ্য করিয়া কিছু বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন! আমি তোমার জন্য কোন শোক করিতেছি না। কিন্তু তোমার এই দুঃখ মাতা-পিতা গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের জন্য আমার অত্যন্ত শোক হইতেছে ॥ ১৯

কারণ, তোমার স্বামী ও নাথের মৃত্যু যখন ইহাদের মিত্র ও মন্ত্রিগণ শুনিতে পাইবে, তখন ইহারা দুইজনে ছিন্নপক্ষ পক্ষীর ন্যায় অনাথ (অসহায়) হইয়া ভিক্ষুকের বৃত্তি অবলম্বন করিতে থাকিবেন ॥ ২০

তোমার ন্যায় পাপী ও কুলাঙ্গার কুপুরুষ পুত্রের জন্মগ্রহণের ফলে ইহারা দুইজনে লোকসমক্ষে এই ভূতলে ভিক্ষুকের তুল্য ইতস্ততো ভ্রমণ করিতে থাকিবেন ॥ ২১

তারপর রাজা ধৃতরাষ্ট্র রাজগণে পরিবৃত হইয়া ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত উপবিষ্ট দুর্যোধনকে এই কথা বলিলেন ॥ ২২

দুর্যোধন! তুমি আমার কথা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। মহাত্মা শৌরি যে কথা বলিয়াছেন, উহা অত্যন্ত কল্যাণপ্রদ, যোগ-ক্ষেম-প্রাপ্তিকারক ও দীর্ঘকাল স্থায়ী, তুমি উহা গ্রহণ কর ॥ ২৩

অনায়াসে মহৎ কর্মকারী এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় আমরা সমস্ত রাজগণের মধ্যে সম্মানিত থাকিয়া বীর সর্ববিধ অভীষ্ট মনোরথ লাভ করিতে সক্ষম হইব ॥ ২৪

তাত! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিয়া তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকট গমন কর ও শান্তির পথ অবলম্বন কর, যাহাতে সম্পূর্ণ ভরতবংশীয়গণের কোন হানি না হয় ॥ ২৫

বৎস! তুমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মান্য করিয়া এখন শান্ত হও। আমি তোমার পক্ষে উহাই সমুচিত কর্তব্য বলিয়া মনে

শমং চেদ্ যাচমানং ত্বং প্রত্যাখ্যাস্যসি কেশবম্।
স্বধর্মমভিজল্পন্ন ভবাস্যপরাভবঃ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্‌যানপর্বণি ভীষ্মাদিবাক্যে
পঞ্চবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৫

করি। দুর্যোধন! তুমি আমার এই আদেশকে উল্লঙ্ঘন করিও না ॥ ২৬

যদি তুমি শান্তির জন্য প্রার্থনাকারী এবং তোমার পক্ষে হিতকর বাক্যদাতা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রত্যাখ্যান কর ও তাঁহার আজ্ঞা না মান, তবে তোমার পরাভব না হইয়া থাকিতে পারে না ॥ ২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্ব্বে ভীষ্মাদির বাক্যবিষয়ক পঞ্চবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনঃ বোধয়িতুং ভীষ্মস্য দ্রোণস্য চ পুনঃ প্রচেষ্টা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ধৃতরাষ্ট্রবচঃ শ্রুত্বা ভীষ্মদ্রোণৌ সমব্রবীৎ।
দুর্যোধনমিদং বাক্যমুচ্চৈঃ শাসনাতিগম্ ॥ ১
যাবৎ কৃষ্ণাবসম্ভ্রান্তৌ যাবৎ ন বিচলতি গাণ্ডিবম্।
যাবদ্ ধৌম্যো ন মেধাবী জুহোতীহ হবিষ্কলম্ ॥ ২
যাবন্ন প্রেক্ষতে ক্রুদ্ধঃ সেনাং তব যুধিষ্ঠিরঃ।
দৃষ্টিবিষেণো মহেষ্বাসস্তাবচ্ছীঘ্রমিতো ব্রজ ॥ ৩
যাবন্ন দহ্যতে পার্থঃ ক্রোধানলমরীন্ধনঃ।
ভীমসেনো মহেষ্বাসস্তাবচ্ছীঘ্রমিতো ব্রজ ॥ ৪
যাবন্ন চরতে মার্গান্ পৃতনামভিমর্শন্।
ভীমসেনো গদাপাণিস্তাবৎ সংশাম্য পাণ্ডবৈঃ ॥ ৫
যাবন্ন শাতয়ত্যাশৌ শিরাংসি গজযোধিনাম্।
গদয়া বীরঘাতিন্যা ফলানীব বনস্পতেঃ ॥ ৬
কালেন পরিপক্কানি তাবচ্ছাম্যতু বৈশসম্।
নকুলঃ সহদেবশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ ॥ ৭
বিরাটশ্চ শিখণ্ডী চ শৈনেয়পালিতশ্চ যঃ।
যাবন্ন প্রবিশন্ত্যেতে নক্রা ইব মহার্ণবম্ ॥ ৮
কৃতাস্ত্রাঃ ক্ষিপ্রমস্ত্রস্তাবচ্ছাম্যতু বৈশসম্।
যাবন্ন সুকুমারেষু শরীরেষু মহীক্ষিতাম্ ॥

ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ভীষ্ম ও দ্রোণকর্ত্তৃক পুনরায় দুর্য্যোধনকে বুঝাইবার চেষ্টা]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ধৃতরাষ্ট্রের কথা শুনিয়া যুদ্ধে জনক্ষয়ের সম্ভাবনায় সমাকুলে দুঃখ অনুভবকারী ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য উভয়ে গুরুজনের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘনকারী দুর্য্যোধনকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

বৎস! যে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন কবচধারণ করত যুদ্ধের জন্য উদ্যত না হন, যতক্ষণ পাণ্ডবসমূহ যুদ্ধে রক্ষিত থাকে, যতক্ষণ ধৌম্যমুনি বজ্রাহুতিতে শত্রুসৈন্য নিধন করিবার আহুতিপ্রদান না করেন এবং যতক্ষণ লজ্জাশীল মহাধনুর্দ্ধর যুধিষ্ঠির তোমার সৈন্যের উপর ক্রোধপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ না করেন, ততক্ষণের মধ্যেই এই ভাবী জনক্ষয়ের সম্ভাবনাকে শান্ত করিতে হইবে ॥ ২-৩

যতক্ষণ কুন্তীপুত্র মহাধনুর্দ্ধর ভীমসেনকে নিজ সৈন্যগণের অগ্রভাগে ধাবমান হইতে দেখা না যায়, সেই সময়ের মধ্যেই এই জনক্ষয়ের সম্ভাবনা শান্ত হওয়া প্রয়োজন ॥ ৪

দুর্য্যোধন! যে পর্য্যন্ত হাতে গদা লইয়া ভীমসেন তোমার সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিতে করিতে যুদ্ধের বিভিন্ন মার্গে বিচরণ না করে, সেই সময়ের মধ্যেই তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিয়া ফেল ॥ ৫

যে পর্য্যন্ত ভীমসেন নিজ বীরঘাতিনী গদাদ্বারা যথাকালে পক্বফলের ন্যায় সংগ্রামস্থলে গজারোহী যোদ্ধাদিগের মস্তক-সমূহ ছেদন করিয়া পাতিত না করে, সেই সময়ের মধ্যেই তোমার যুদ্ধবিরতি সত্বর শান্ত হওয়া আবশ্যক ॥

নকুল, সহদেব, ধৃষ্টদ্যুম্নপুত্র ধৃষ্টকেতু, বিরাট, শিখণ্ডী ও শিশুপাল-পুত্র ধৃষ্টকেতু —এই সব অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ বীরগণ কবচধারণ করত মহাসাগরে প্রবিষ্ট হিংস্র জলজন্তুর ন্যায় তোমার সৈন্যমধ্যে যতক্ষণ না প্রবেশ করে, সেই সময়ের মধ্যে তুমি এই জনক্ষয়ের সম্ভাবনা পরিত্যাগ কর ॥

যতক্ষণ এই ভূপালগণের সুকুমার শরীরের মধ্যে গৃধ্রপক্ষযুক্ত ভয়ঙ্কর বাণ পতিত না হয়, সেই সময়ের মধ্যেই তুমি এই যুদ্ধের সম্ভাবনা পরিহার কর ॥ ৮-৯

গাত্রপত্রাঃ পতন্ত্যগ্রাস্তাবচ্ছ্যামো তু বৈ সম। ৯
চন্দনাগুরুদিগ্ধেষু চারনিষ্কধরেষু চ।
নোরঃসু যাবদ্ যোধানাং মহেষ্বাসৈরহেষবঃ॥ ১০
কৃতাস্ত্রৈঃ ক্ষিপ্রমস্ত্রজ্ঞৈর্দূরপাতিভিরাশুগাঃ।
অভিলক্ষ্যানিপাতান্তে তাবচ্ছ্যামো তু বৈ সম॥ ১১
অভিবাদয়মানং বাং শিরসা রাজকুঞ্জরঃ।
পাণিভ্যাং প্রতিগৃহ্যাতু ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ॥ ১২
ধ্বজাতূণপতাকাঙ্কং দক্ষিণং তে সুদক্ষিণঃ।
স্কন্ধে নিক্ষিপতাং বাহুং শান্তয়ে ভরতর্ষভ॥ ১৩
রত্নৌঘবিসমেতেন রক্তাদ্রিতলেন চ।
উপবিষ্টস্য পৃষ্ঠং তে পাণিনা পরিমার্জতু॥ ১৪

শালস্কন্ধো মহাবাহুঃ স্বজাতো দৃঢ়োরসঃ।
সাম্রাভিবর্ধতাং চাপি শান্তয়ে ভরতর্ষভ॥ ১৫
অর্জুনেন যমাভ্যাঞ্চ ত্রিভিস্ত্রৈরভিবাদিতঃ।
মূর্ধ্নি তান্ সমুপাঘ্রায় প্রেম্নাভিবদ পার্থিব॥ ১৬
দৃষ্ট্বা বাং পাণ্ডবৈর্বীরৈর্ভ্রাতৃভিঃ সহ সঙ্গতম্।
বাষ্পমানন্দজাঞ্জহ্রাণি প্রমুঞ্চন্তু নরাধিপাঃ॥ ১৭
ঘুষ্যতাং রাজধানীষু সর্বসম্পন্নহীক্ষিতাম্।
পৃথিবী ভ্রাতৃভাবেন ভুজ্যতাং বিজ্বরো ভব॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্‌যানপর্বণি ভীষ্মদ্রোণবাক্যে ষড়্‌বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৬

সম্মুখে আগত শত্রু যোদ্ধাকে কৃপাভিক্ষা করিতে সমর্থ, ধীরভাবসহকারে বাণ নিক্ষেপ করিতে অভ্যস্ত, অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী, মহাযুদ্ধের বিপক্ষীয় বীরগণ যে সময় তোমার যোদ্ধাদিগের চন্দন ও অগুরুচর্চিত এবং হার ও নিষ্কধারী বক্ষঃস্থলে সৌবর্ণবিভূষিত বাণ বর্ষণ না করে, সেই সময়ের মধ্যেই তুমি যুদ্ধের ইচ্ছা ত্যাগ কর॥ ৯-১১

আমরা কামনা করি যে, নৃপশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠির তোমাকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করিতে দেখিয়া দুইহস্তে (আলিঙ্গনের জন্য) গ্রহণ করুক॥ ১২

ভরতশ্রেষ্ঠ! উত্তম দক্ষিণাপ্রদানকারী যুধিষ্ঠির ধ্বজা, অঙ্কুশ ও পতাকা চিহ্নে সুশোভিত স্বীয় দক্ষিণহস্ত তোমার স্কন্ধে শান্তিস্থাপনের জন্য তোমার স্কন্ধে অর্পণ করুক॥ ১৩

এবং তোমাকে পার্শ্বে বসাইয়া রত্ন ও তরঙ্গসমূহে যুক্ত রক্তবর্ণ অদ্রিতলশোভিত হস্তে তোমার পৃষ্ঠদেশে ধীরে ধীরে মার্জনা করুক॥ ১৪

শালস্কন্ধ মহাবাহু স্বজাত দৃঢ়বক্ষা বীরবর ভীমসেনও শান্তির জন্য তোমাকে আলিঙ্গন করিয়া তোমার সহিত মধুরভাষে আলাপ আলোচনা করুক॥ ১৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! অর্জুন, নকুল ও সহদেব—এই তিন ভ্রাতা তোমাকে প্রণাম করুক এবং তুমিও উহাদিগের মস্তক আঘ্রাণকরত উহাদের সহিত প্রেমপূর্ণ বাক্যালাপ কর॥ ১৬

নিজ বীর ভ্রাতা পাণ্ডবগণের সহিত তোমাকে মিলিত হইতে দেখিয়া ... নরপতিগণ আনন্দজনিত অশ্রুমোচন করুন॥ ১৭

রাজাদিগের সমস্ত রাজধানীতে এই ঘোষণা করা হউক যে, কৌরব পাণ্ডবগণের বিবাদ সমাপ্ত হইয়া গিয়াছে এবং প্রীতিপূর্ণভাবে তাঁহাদের সমস্ত কার্য সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তুমি এবং যুধিষ্ঠির পরস্পর ভ্রাতৃভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া এই রাজ্যকে সনাতনরূপে উপভোগ কর, তোমার সমস্ত চিন্তা দূর হউক॥ ১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্বে ভীষ্ম ও দ্রোণের বাক্যবিষয়ক ষড়্‌বিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণায় দুর্যোধনস্যোৎসাহদানম্, পাণ্ডবেভ্যো রাজ্যপ্রদানে মন্ত্রণাপ্রকাশশ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ

শ্রুত্বা দুর্যোধনো বাক্যমপ্রিয়ং কুরুসংসদি।
প্রত্যুবাচ মহাবাহুঃ বাসুদেবং যশস্বিনম্॥ ১

প্রসমীক্ষ্য ভবানেতদ্ বক্তুমর্হতি কেশব।
মামেব হি বিশেষেণ বিভাষ্য পরিগর্হসে॥ ২

উক্তিবাদেন পার্থানামকস্মাদ্মধুসূদন।
ভবান্ গর্হয়তে নিত্যং কিং সমীক্ষ্য বলাবলম্॥ ৩

ভবান্ কৃত্বা চ রাজ্ঞো বাপ্যাচার্যো বা পিতামহঃ।
মামেব পরিগর্হেত নান্যং কঞ্চন পার্থিবম্॥ ৪

ন চাহং লক্ষয়ে কিঞ্চিদ্ দোষভাবমিহাত্মনঃ।
অথ সর্বে ভবন্তো মা বিদ্ধিষন্তি সমাগতাঃ॥ ৫

ন চাহং কারণাদ্ যেন পাণ্ডবান্ দ্বেষ্মি কেশব।
বিচিন্ত্যেন প্রসঙ্গেন তন্মে ত্বং বক্তুমর্হসি কেশব॥ ৬

প্রিয়াভ্যাপগতে দ্যূতে পাণ্ডবা মধুসূদন।
জিতাঃ শকুনিনা রাজ্যং তত্র কিং মম দুষ্কৃতম্॥ ৭

যৎ পুনর্বিবিধং কিঞ্চিৎ তত্রাজীয়ন্ত পাণ্ডবাঃ।
তেভ্য এবাভ্যনুজ্ঞাতং তৎ তদা মধুসূদন॥ ৮

অপরাধো ন চাস্মাকং যৎ তে দ্যূতে পরাজিতাঃ।
অজেয়া ময়তাঃ শ্রেষ্ঠ পার্থাঃ প্রব্রাজিতা বনম্॥ ৯

কেন বাপ্যপরাধেন বিরুধাস্তারিভিঃ সহ।
সমক্তাঃ পাণ্ডবাঃ কৃষ্ণ প্রদুষ্টাঃ প্রত্যমিত্রবৎ॥ ১০

কিমস্মাভিঃ কৃতং তেষাং কস্মিন্ বা পুনরাগসি।
ধার্তরাষ্ট্রান্ জিঘাংসন্তি পাণ্ডবাঃ সৃঞ্জয়ৈঃ সহ॥ ১১

ন চাপি বয়মুদ্বেগং করিষ্যামো বচোভয়াৎ।
প্রহর্তা প্রণমেদ্ যস্তু তবাপি শতকৃত্বঃ॥ ১২

সপ্তবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণকে দুর্যোধনের উত্তরদান এবং পাণ্ডবগণকে রাজ্য প্রদান করিতে আদেশ প্রদান]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কৌরবসভায় এই অপ্রিয় বাক্য শ্রবণ করিয়া দুর্যোধন বলবী মহাবাহু বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ উত্তর প্রদান করিলেন। ১

কেশব! উত্তমরূপে পর্যালোচনা করিয়াই তবে আপনার এই কথা বলা উচিত ছিল। আপনি তো বিশেষতঃ আমাকেই দোষী বলিয়া নিরূপণ করত আমার নিন্দা করিতেছেন। ২

মধুসূদন! আপনি পাণ্ডবগণের উক্তির কথা বলিয়া আমার যে সদা অকারণ নিন্দা করিতেছেন, ইহার কারণ কি? আপনি কি আমাদের বলাবলের বিষয় লক্ষ্য করিয়া এরূপ বলিতেছেন? ৩

আমি দেখিতেছি যে, আপনি, বিদুর, পিতা, আচার্য ও পিতামহ ভীষ্ম সকলেই কেবল আমারই উপর দোষারোপ করিতেছেন, অন্য কোন রাজার উপর নহে। ৪

কিন্তু আমি এবিষয়ে আমার কোন দোষ আছে বলিয়া দেখিতে পাইতেছি না। অথচ রাজা ধৃতরাষ্ট্রসহ আপনারা সকলে আমারই দোষ আবিষ্কার করিতেছেন। ৫

অরিন্দম কেশব! আমি বিশেষভাবে নানাদিক্ দিয়া চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি যে, আমার প্রতি অল্প দোষও নাই। ৬

মধুসূদন! পাণ্ডবগণের পাশাখেলা অত্যন্ত প্রিয় ছিল। এই জন্যই তাঁহারা উহাতে প্রবৃত্ত হন। এই অবস্থায় যদি মামা শকুনি তাঁহাদের রাজ্য জয় করিয়া লয়, তবে তাহাতে আমার কি দোষ আছে? ৭

মধুসূদন! সেই পাশাখেলায় পাণ্ডবেরা যে সমস্ত ধন হারাইয়াছিল, সেই সবই তখন তাঁহাদিগকে ফিরাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। ৮

বিজয়ী বীরগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কেশব! যদি অদ্যের পাণ্ডবগণ পুনরায় পাশাখেলায় পরাজিত হয় এবং সেই কারণে বনে বাস করিবার জন্য গমন করিয়া থাকে, তবে তাহাতে আমাদের অপরাধ কি আছে? ৯

হে কৃষ্ণ! আমাদের কোন্ অপরাধের ফলে অসমর্থ পাণ্ডবগণ শত্রুর সহিত মিলিত হইয়া আমাদের সঙ্গে বিরোধ করিতেছে এবং ইহা করিয়াও সহজ শত্রুর ন্যায় দুষ্ট হইতেছে। ১০

আমরা তাহাদের কি করিয়াছি? এই পাণ্ডবগণ আমাদের কি অপরাধ দেখিয়া সৃঞ্জয়বংশীয়দিগের সহিত মিলিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্র আমাদিগকে বধ করিতে চাহিতেছে? ১১

আমরা কাহারও কোনরূপ উগ্র কথা ও কঠোর বাক্যে ভীত হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম হইতে কখনই ইহার সম্মুখেও নতমস্তক হইব না। ১২

ন চ তং কৃষ্ণ পশ্যামি ক্ষত্রধর্মমনুষ্ঠিতম্।
উৎসহেত যুধা জেতুং যো নঃ শত্রুনিবর্হণ ॥ ১৩
ন হি ভীষ্ম-কৃপ-দ্রোণাঃ সকর্ণা মধুসূদন।
দেবৈরপি যুধা জেতুং শক্যাঃ কিমুত পাণ্ডবৈঃ ॥ ১৪
স্বধর্মমনুপশ্যন্তো যদি মাধব সংযুগে।
অস্মাভিঃ নিধনং কালে প্রাপ্স্যামঃ স্বর্গমেব তৎ ॥ ১৫
যুধাস্মৈবৈষ নো ধর্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং জনার্দন।
যদ্ধরীমহি সংগ্রামে শরতন্ত্রগতা বয়ম্ ॥ ১৬
তে বয়ং বীরশয়নং প্রাপ্স্যামো যদি সংযুগে।
অপ্রমেয়ৈব শত্রূণাং ন নস্তপ্স্যন্তি মাধব ॥ ১৭
কশ্চ জাতু কুলে জাতঃ ক্ষত্রধর্মেণ বর্তয়ন্।
ভয়াদ্ বৃত্তিং সমীক্ষেবং প্রণমেদিহ কহিচিৎ ॥ ১৮
উদ্বহেচ্ছেষবে ন নমেদুত্তমো হ্যেষ পৌরুষম্।
অপ্যপর্ষণি ভগ্নাস্তে ন নমেরন্ কথঞ্চন ॥ ১৯
ইতি মাতঙ্গবচনং পরীপ্সন্তি হিতৈষিণঃ।
ধর্মায় চৈব প্রণমেদ্ ব্রাহ্মণে চাপি মধ্বিঃ ॥ ২০
অচিন্তয়ন্ কল্মিষং যাবজ্জীবং তথাচরেৎ।
এষ ধর্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং নতমেতচ্চ মে সদা ॥ ২১
রাজ্যাংশশ্চাভ্যুজাতো যো মে পিত্রা পুরাভবৎ।
ন স লভ্যঃ পুনর্জাতু ময়ি জীবতি কেশব ॥ ২২
যাবচ্চ রাজা ধ্রিয়তে ধৃতরাষ্ট্রো জনার্দন।
কৃতশস্ত্রা বয়ং তে বাপ্যুপজীব্যাম মাধব।
অপ্রদেয়ং পুরা দত্তং রাজ্ঞাং পরমতো মম ॥ ২৩
অজ্ঞানাদ্ বা ভয়াদ্ বাপি মায়ি বালে জনার্দন।
ন তদস্ত পুনর্লভ্যং পাণ্ডবৈর্যদ্ধ কিঞ্চন ॥ ২৪

শত্রুনাশক কৃষ্ণ! আমি ক্ষত্রিয়ধর্মের অনুষ্ঠাতা। এমন কোন এরূপ বীরকে দেখিতে পাইতেছি না, যে বীর যুদ্ধে আমাদিগকে জয় করিতে সাহস করে। ১৩

হে মধুসূদন! দেবতারাও যুদ্ধে ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য ও কর্ণকে জয় করিতে সমর্থ নন, সে স্থলে পুনরায় পাণ্ডবদিগের কথা আর কি বলিবার আছে? ১৪

বীর ধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া আমরা যদি যুদ্ধে কোন সময়ে শত্রুর আঘাতে নিহতও হই, তবে উহাই আমাদের পক্ষে স্বর্গপ্রাপক হইবে। ১৫

জনার্দন! ক্ষত্রিয় আমাদের উহাই হইল প্রধান ধর্ম যে, সংগ্রামে আমরা বাণবর্ষার পতন করি। ১৬

মাধব! অতএব আমরা শত্রুর সম্মুখে নতমস্তক না হইয়া যদি যুদ্ধে বীরশয্যা লাভ করিতে পারি, তবে তাহাতে আমাদের নিত্রগণ সন্তপ্ত হইবে না। ১৭

উত্তম কুলে জন্মলাভ করত ক্ষত্রিয় ধর্মানুসারে জীবনযাপনকারী এরূপ কোন্ মহাপুরুষ আছেন, যিনি ক্ষত্রিয় ধর্মের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও এইরূপ ক্ষুদ্র ভয়ের জন্য শত্রুর সম্মুখে মস্তক নত করিবেন? ১৮

বীর পুরুষের উচিত হইল—তিনি সর্বদা উদ্যোগ করিবেন, কাহারও নিকট নতমস্তক হইবেন না; কারণ, উদ্যোগ করাই পুরুষের কর্তব্য পুরুষার্থ। বীর পুরুষ বরং অসময়ে বিনষ্ট হইবেন, তথাপি কাহারও নিকট মস্তক নত করিবেন না। ১৯

নিজের হিতকামী মাতুল মাতঙ্গমুনির উপদিষ্ট বচনই গ্রহণ করে, অর্থাৎ মানুষ নিজের পক্ষে কেবল যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণগণকেই প্রণাম করা কর্তব্য। (পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য) ২০

বীরপুরুষ সর্বদা নিষ্পাপ কোনরূপ কলুষ না করিয়া যাবজ্জীবন যাহাতে ঐরূপ আচরণ করেন, তাহাই হইল ক্ষত্রিয়ের ধর্ম এবং আমারও ইহা সদা অভিমত। ২১

কেশব! আমার পিতা পূর্বে যে রাজ্যভাগ আমার অধীনস্থ করিয়া দিয়াছেন, উহা কোন ব্যক্তিই আমাকে ভয় না করিয়া কদাপি লাভ করিতে পারিবে না। ২২

জনার্দন! যতকাল রাজা ধৃতরাষ্ট্র জীবিত থাকিবেন, হে মাধব! ততকাল আমরা ও সেই পাণ্ডবগণ অস্ত্র ত্যাগ করিয়া শান্তিসহকারে জীবন যাপন করিব। বৃষ্ণিনন্দন শ্রীকৃষ্ণ! পূর্বে পাণ্ডবগণকে যে রাজ্যভাগ প্রদান করা হইয়াছিল, উহা তাহাদিগকে দেওয়া উচিত হয় নি; কারণ, তখন আমি বালক ও পরাধীন ছিলাম, সেইজন্য না জানিয়া বা ভয়বশতঃ যাহা কিছু তাহাদিগকে দেওয়া হইয়াছিল, উহা পুনরায় পাণ্ডবগণ পাইবে না। ২৩-২৪

ন্নিয়মাণে মহাবাহৌ নহি সম্প্রতি কেশব।
যাবদ্ধি তীক্ষ্ণয়া সূচ্যা বিধ্যেল্লগ্রেণ কেশব।
তাবদপ্যপরিত্যাজ্যং ভূমের্নঃ পাণ্ডবান্ প্রতি ॥ ২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্ব্বণি ভগবদ্‌যানপর্ব্বণি দুর্য্যোধনবাক্যে
সপ্তবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৭

হে কেশব! এখন মহাবাহু দুর্য্যোধন আমাকে জয় না করিয়া পাণ্ডবগণ যেরূপ ভূমির অংশও পাইবে না, যেরূপ তীক্ষ্ণ সূচিকার অগ্রভাগের দ্বারা বিদ্ধ হইয়া ভূমি উত্থিত হইতে পারে। ২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্ব্বে সপ্তবিংশত্যধিক-শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাবিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেন দুর্য্যোধনস্য তিরস্কারঃ, কোপং কৃত্বা সভাতো গন্তুমুদ্যতঃ দুর্য্যোধনং নিগ্রহীতুং ধৃতরাষ্ট্রায় পরামর্শদানঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ প্রশম্য দাশার্হঃ ক্রোধপর্য্যাকুলেক্ষণঃ।
দুর্য্যোধনমিদং বাক্যমব্রবীৎ কুরুসংসদি ॥ ১
লপ্স্যসে বীরশয়নং কামমেতদবাপ্স্যসি।
স্থিরো ভব সহামাত্যো ধিমর্ষো ভবিতা মহান্ ॥ ২
যচ্চৈবং মন্যসে মূঢ় ন মে কশ্চিৎ ব্যতিক্রমঃ।
পাণ্ডবেষিতি তৎ সর্ব্বং নিবোধেহ নরাধিপাঃ ॥ ৩
ক্রিয়া সমুপমানেন পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
ত্বয়া দুর্মন্ত্রিতং ভ্রাতঃ মৌঢ্যেন চ বলেন চ ॥ ৪
কথঞ্চ ভ্রাতৃভক্তাত শ্রেয়াংসঃ সাধুসম্মতাঃ।
অথাস্থায়ানুপস্থাতুঃ ক্লিশ্যেনাক্লিষ্টচারিণঃ ॥ ৫
অক্ষদ্যূতং মহাপ্রাজ্ঞ সভায়াং মতিবিনাশনম্।
অসতাং তত্র চায়ত্তে ভেদশ্চ ব্যসনানি চ ॥ ৬
তদিদং ব্যসনং ঘোরং বয়া দ্যূতমুখং কৃতম্।
অসমীক্ষ্য সদাচারান্ সর্ব্বান্ পাণ্ডুসুতাংস্তথা ॥ ৭
কশ্চান্যো ভ্রাতৃভার্য্যাং বৈ বিপ্রকর্ত্তুং তথার্হতি।
আনীয় চ সভাং যাজ্ঞসেনীং যদ্বোক্তা দ্রৌপদী ত্বয়া ॥ ৮

অষ্টাবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণের দুর্য্যোধনকে তিরস্কার এবং কুপিত হইয়া সভা হইতে চলিয়া যাইতে দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনকে বন্ধন করিবার জন্য ধৃতরাষ্ট্রকে পরামর্শ দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! দুর্য্যোধনের বাক্য শুনিয়া ক্রোধে শ্রীকৃষ্ণের নেত্র রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি তখন সেই কুরুসভায় দুর্য্যোধনকে পুনরায় এই কথা বলিলেন। ১

দুর্য্যোধন! রণভূমিতে তোমাকে বীরশয্যায় শয়ন করিতে হইবে। তোমার এই আশা পূর্ণ হইবে। তুমি মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত ধৈর্য্যসহকারে কিছুদিন স্থির থাক। অচিরেই মহা সংগ্রাম আরম্ভ হইবে। ২

মূঢ়! তুমি যে মনে করিতেছ যে, পাণ্ডবগণের প্রতি তোমার কোন দোষ নাই, এ বিষয়ে আমি সমস্তই বলিতেছি। হে নরপতিগণ! আপনারা সকলেই ইহা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করুন। ৩

ভারত! মহাত্মা পাণ্ডবগণের (ক্রমবর্দ্ধমান) সমৃদ্ধিতে অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া তুমি শকুনির সহিত কুমন্ত্রণা করিয়া পাশাখেলা আরম্ভ করিয়াছিলে। ৪

ভ্রাত! অকথায় সদা সরলতাপূর্ণ ব্যবহারকারী, সজ্জন-সম্মানিত ও তোমার শ্রেষ্ঠ জ্ঞাতি (বন্ধু) পাণ্ডবগণ তোমার ন্যায় কপটতাকারীর সহিত অক্লেশপূর্ব্বক পাশাখেলায় কিরূপে প্রবৃত্ত হইতে পারে? ৫

মহামতে! পাশাখেলা যে সৎপুরুষগণের বুদ্ধিকেও নাশ করিয়া ফেলে। যদি দুষ্ট ব্যক্তি উহাতে প্রবৃত্ত হয়, তবে তাহাতে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কলহ আরম্ভ হইবে এবং সকলেরই উপর বহু সঙ্কট পতিত হইবে। ৬

তুমি সদাচারের উপর লক্ষ্য না রাখিয়া পাপাশয় মন্ত্রণগণের সহিত ভয়ঙ্কর বিপদের কারণস্বরূপ এই পাশাখেলা প্রভৃতি কার্য্য করিয়াছ। ৭

তুমি ব্যতীত দ্বিতীয় অন্য কোন্ অধম মানুষ আছে, যে নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার পত্নীকে সভামধ্যে আনাইয়া তাহার সহিত তাদৃশ অনুচিত ব্যবহার করে, যেরূপ তুমি দ্রৌপদীর প্রতি স্পষ্ট ভাবে না বলিবার যোগ্য বাক্য বলিয়া দুর্ব্ব্যবহার করিয়াছ। ৮

কুলীনা শীলসম্পন্না প্রাণেভ্যোঽপি গরীয়সী।
মহিষী পাণ্ডুপুত্রাণাং তথা বিনিকৃতা ত্বয়া ॥ ৯
জানন্তি কুরবঃ সর্বে যথোক্তাঃ কুরুসংসদি।
দুঃশাসনেন কৌন্তেয়াঃ প্রব্রজন্তঃ পরন্তপাঃ ॥ ১০
সম্যগ্‌বৃত্তেষ্বলুব্ধেষু সততং ধর্মচারিষু।
স্বেষু বন্ধুষু কঃ সাধুশ্চরেদেবমনার্যবৎ ॥ ১১
নৃশংসানামনার্যাণাং পুরুষাণাঞ্চ ভাবনম্।
কর্ণ-দুঃশাসনাভ্যাঞ্চ ত্বয়া চ বহুশঃ কৃতম্ ॥ ১২
সহ মাত্রা প্রদগ্ধুং তান্ বালকান্ বারণাবতে।
আস্থিতঃ পরমং যত্নং ন সমৃদ্ধঞ্চ তৎ তব ॥ ১৩
উষুশ্চ সুচিরং কালং প্রচ্ছন্নাঃ পাণ্ডবাস্তদা।
মাত্রা সহৈকচক্রায়াং ব্রাহ্মণস্য নিবেশনে ॥ ১৪
বিষেণ সর্পবিষ্কৈশ্চ যতিতাঃ পাণ্ডবাস্ত্বয়া।
সর্বোপায়ৈর্বিনাশায় ন সমৃদ্ধঞ্চ তৎ তব ॥ ১৫
এবংবুদ্ধিঃ পাণ্ডবেষু বিশ্বাসঘ্নঃ সদা ভবান্।
কথং তে নাপরাধোঽস্তি পাণ্ডবেষু মহাত্মসু ॥ ১৬
যচ্ছেদ্ভ্যো যাচমানেভ্যঃ পিতাংশং ন দিৎসসি।
তচ্চ পাপ প্রদাতাসি ভ্রষ্টৈশ্বর্যো নিপাতিতঃ ॥ ১৭
কৃত্বা বহূন্যকার্য্যাণি পাণ্ডবেষু নৃশংসবৎ।
নিষ্প্রবৃত্তিরনার্য্যঃ সন্নস্ত বিপ্রতিপদ্যসে ॥ ১৮
মাতাপিতৃভ্যাং ভীষ্মেণ দ্রোণেন বিদুরেণ চ।
শাম্যেতি মুহুরুক্তোঽসি ন চ শাম্যসি পার্থিব ॥ ১৯
শমে হি সুমহাঁল্লাভস্তব পার্থস্য চোভয়োঃ।
ন চ রোচয়সে রাজন্ কিমন্যত্র বৃদ্ধিলাঘবাৎ ॥ ২০
ন শর্ম প্রাপ্স্যসে রাজন্নকৃত্বা বচনং সুহৃদাং সতাম্।
অধর্ম্যমযশস্যঞ্চ ক্রিয়তে পার্থিব ত্বয়া ॥ ২১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং ব্রুবতি রাজার্ষে ধৃতরাষ্ট্রে মনস্বিনম্।
দুঃশাসন ইদং বাক্যমব্রবীৎ কুরুসংসদি ॥ ২২

দ্রৌপদী উচ্চকুলে উৎপন্না, ধীর ও লজ্জাশীলসম্পন্না এবং পাণ্ডবগণের প্রাণ অপেক্ষা অধিক আদরণীয়া মহারাণী। তথাপি তুমি তাহার উপর অত্যাচার করিয়াছ। ৯

যে সময় শত্রুসন্তাপক কুন্তীকুমারগণ বনগমন করিতেছিল, সেই সময় দুঃশাসন কৌরবসভায় তাঁহার প্রতি যেরূপ কঠোর বাক্য বলিয়াছিল, তাহা সমস্ত কৌরবেরাই জানে। ১০

সর্বদা ধর্মে তৎপর, নির্লোভ ও সদাচারী নিজ বন্ধুগণের প্রতি কোন্ সজ্জন পুরুষ এরূপ অযোগ্য ব্যবহার করিতে পারেন? ১১

দুর্যোধন! তুমি কর্ণ ও দুঃশাসনের সহিত অনেকবার নৃশংস এবং অনার্য পুরুষগণের ন্যায় কথাবার্তা বলিয়াছ। ১২

তুমি বারণাবত নগরে বাল্যাবস্থায় মাতা কুন্তীর সহিত পাণ্ডবগণকে জ্বালাইয়া দিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলে, কিন্তু তোমার সেই উদ্যম সফল হয় নাই। ১৩

তখন পাণ্ডবগণ নিজ মাতার সহিত দীর্ঘকাল পর্যন্ত একচক্রা নগরীতে কোন এক ব্রাহ্মণের গৃহে গোপনে বাস করত কাল কাটাইয়াছিল। ১৪

তুমি ভীমসেনকে বিষ দিয়া, সর্পদ্বারা দংশন করাইয়া এবং হস্তে পদে বাঁধিয়া জলে ডুবাইয়া দিয়া ও অন্যান্য বহুবিধ উপায়ে পাণ্ডবগণকে নষ্ট করিয়া দিবার জন্য যত্ন করিয়াছিলে, কিন্তু তোমার সেই প্রয়াসও সফল হয় নাই। ১৫

এইরূপ বুদ্ধি লইয়া তুমি পাণ্ডবগণের উপর সর্বদা কপটতাপূর্ণ ব্যবহার করিয়া আসিতেছ, সুতরাং কিরূপে মনে করিতে পারি যে, পাণ্ডবগণের উপর তোমার কোন অপরাধ হয় নাই? ১৬

পাপী দুর্যোধন! চাহিয়া করিলেও তুমি যে পাণ্ডবদিগকে নিজ পৈতৃক রাজ্য দিতে চাহিতেছ না, তাহা কিন্তু তোমাকে সেই সময় অবশ্যই প্রদান করিতে হইবে, যে সময় তুমি দ্যূতক্ষেত্রে দূরীভূত হইয়া ঐশ্বর্য-ভ্রষ্ট হইয়া পড়িবে। ১৭

নৃশংস ব্যক্তির ন্যায় তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি বহুবিধ অন্যায় ব্যবহার করত নিষ্ঠাচারী ও অনার্য তুল্য হইয়া আজ নিজের সেই অপরাধ-বিষয়ে অনভিজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছ। ১৮

মাতা-পিতা, ভীষ্ম, দ্রোণ ও বিদুর সকলেই তোমাকে বারংবার বলিয়াছেন যে, তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন কর—শান্ত হও; কিন্তু হে দুর্মতে! তুমি শান্ত হইবার উদ্যোগ কর নাই। ১৯

রাজন্! শান্তি স্থাপিত হইলে তোমার ও যুধিষ্ঠিরের উভয়েরই অতিশয় লাভজনকই হইবে। কিন্তু তোমার এই প্রস্তাব রুচিকর হয় নাই। ইহাকে বুদ্ধির দোষ না বলিয়া আর কি বলিতে পারি? ২০

রাজন্! তুমি হিতৈষী সুহৃদ্‌গণের কথা অগ্রাহ্য করিয়া কল্যাণ লাভ করিতে পারিবে না। ভূমিপাল! তুমি সদা অধর্ম ও অযশস্কর কার্যই করিয়া যাইতেছ। ২১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—যে সময় ধর্মাত্মা ধৃতরাষ্ট্র ঐরূপ এইসব

ন চেৎ সন্ধাস্যসে রাজন্ যেন কামেন পাণ্ডবৈঃ।
বদ্ধ্বা কিল ত্বাং দাস্যন্তি কুন্তীপুত্রায় কৌরবাঃ ॥ ২৩
বৈকর্ত্তনং ত্বাঞ্চ মাঞ্চ ত্রীনেতান্ মনুজর্ষভ।
পাণ্ডবেভ্যঃ প্রদাস্যন্তি ভীষ্মো দ্রোণঃ পিতা চ তে ॥ ২৪
ভ্রাতুরেতদ্ বচঃ শ্রুত্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রঃ সুযোধনঃ।
ক্রুদ্ধঃ প্রাতিষ্ঠতোত্থায় মহানাগ ইব শ্বসন্ ॥ ২৫
বিদুরং ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ বাহ্লীকঞ্চ মহারাজম্ বাহ্লিকম্।
কৃপঞ্চ সোমদত্তঞ্চ ভীষ্মং দ্রোণং জনার্দ্দনম্ ॥ ২৬
সর্ব্বানেতাননাদৃত্য দুর্ম্মতির্নিরপত্রপঃ।
অশিষ্টবদমর্য্যাদো মানী মান্যাবমানিতা ॥ ২৭
তং প্রস্থিতমভিপ্রেক্ষ্য ভ্রাতরো মনুজর্ষভম্।
অনুজগ্মুঃ সহামাত্যা রাজানশ্চাপি সর্ব্বশঃ ॥ ২৮
সভায়ামুত্থিতং ক্রুদ্ধং প্রস্থিতং ভ্রাতৃভিঃ সহ।
দুর্য্যোধনমভিপ্রেক্ষ্য ভীষ্মঃ শান্তনবোঽব্রবীৎ ॥ ২৯
ধর্ম্মার্থাবভিসন্ত্যজ্য সংরম্ভাৎ যোঽনুমন্যতে।
হসন্তি ব্যসনে তস্য দুর্হৃদো নচিরাদিব ॥ ৩০
দুরাত্মা রাজপুত্রোঽয়ং ধার্ত্তরাষ্ট্রোঽনুপায়কৃৎ।
মিথ্যাভিমানী রাজাস্ত ক্রোধ-লোভবশানুগঃ ॥ ৩১
কালপক্কমিদং মন্যে সর্ব্বং ক্ষত্রং জনার্দ্দন।
সর্ব্বে হ্যনুসৃতা মোহাৎ পার্থিবাঃ সহ মন্ত্রিভিঃ ॥ ৩২
ভীষ্মস্যাথ বচঃ শ্রুত্বা দাশার্হঃ পুষ্করেক্ষণঃ।
ভীষ্ম-দ্রোণমুখান্ সর্ব্বানভ্যভাষত বীর্য্যবান্ ॥ ৩৩
সর্ব্বেষাং কুরুবৃদ্ধানাং মহানয়মতিক্রমঃ।
প্রসক্ত মন্দবৈদর্য্যে ন নিয়চ্ছত যদ্ যূয়ম্ ॥ ৩৪
অত্র কার্য্যমহং মন্যে কালপ্রাপ্তমরিন্দমাঃ।
ক্রিয়মাণে ভবেচ্ছ্রেয়স্তৎ সর্ব্বং শৃণুতানঘাঃ ॥ ৩৫
প্রত্যক্ষমেতদ্ ভবতাং যদ্ বক্ষ্যামি হিতং বচঃ।
ভবতামনুকূলোন যদি রোচেত ভারতাঃ ॥ ৩৬

কথা বলিতেছিলেন, সেই সময় দুঃশাসন ঐ কথার মধ্যেই অবমানিত দুর্য্যোধনকে কৌরবসভায় বলিতে লাগিলেন। ২২

রাজন্! যদি আপনি বেচ্ছায় পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি না করেন, তবে মনে হইতেছে—কৌরবেরা আপনাকে বাঁধিয়া কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের হস্তে সমর্পণ করিবে। ২৩

নরশ্রেষ্ঠ! পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য্য দ্রোণ ও পিতা—ইঁহারা কর্ণকে, আপনাকে ও আমাকে—এই তিনজনকে পাণ্ডবগণের হস্তে প্রদান করিবে। ২৪

ভ্রাতা দুঃশাসনের এই কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন অত্যন্ত কুপিত হইয়া মহাসর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে সেই স্থান হইতে উঠিয়া চলিয়া যাইলেন। এই দুর্য্যোধন অত্যন্ত দুর্ব্বুদ্ধি, নির্লজ্জ, অশিষ্ট ব্যক্তির ন্যায় মর্য্যাদাশূন্য, অভিমানী ও মাননীয় পুরুষগণের অপমানকারী ছিলেন। তিনি বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, মহারাজ বাহ্লীক, কৃপাচার্য্য, সোমদত্ত, ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য ও মনুষ্যজনশ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—ইঁহাদের সকলকে অনাদর করিয়া সভা হইতে চলিয়া যাইলেন। ২৫-২৭

নরশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধনকে চলিয়া যাইতে দেখিয়া তাহার ভ্রাতৃবৃন্দ, মন্ত্রিবর্গ ও সহযোগী নরপতিগণও তাঁহার সহিত গমন করিতে লাগিলেন। ২৮

এইরূপে ক্রুদ্ধ দুর্য্যোধনকে ভ্রাতৃগণের সহিত সভা হইতে উঠিয়া যাইতে দেখিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম বলিলেন। ২৯

যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও অর্থকে পরিত্যাগ করিয়া ক্রোধেরই অনুসরণ করে, সেই ব্যক্তিকে শীঘ্রই বিপদে পতিত হইতে দেখিয়া তাহার শত্রুগণ হাসিতে থাকে। ৩০

রাজা ধৃতরাষ্ট্রের এই দুরাত্মা পুত্র দুর্য্যোধন লক্ষ্যসিদ্ধির উপায়ের বিপরীত কার্য্য করে। ক্রোধ ও লোভের বশীভূত থাকে। রাজা হইবার মিথ্যা অভিমান ইহার আছে। ৩১

জনার্দ্দন! আমি বুঝিতে পারিতেছি যে, এই সময় ক্ষত্রিয়গণ যথাকালে পক্ক ফলের ন্যায় মৃত্যুমুখে গমন করিতেছে; যেহেতু এই সমস্ত ভূপতিগণই মোহবশতঃ নিজ মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত এই দুর্য্যোধনের অনুসরণ করিতেছে। ৩২

ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া মহাপরাক্রমী দশার্হকুলনন্দন কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণ ভীষ্ম ও দ্রোণ প্রভৃতি ব্যক্তিকে এই কথা বলিলেন। ৩৩

কুরুকুলের সমস্ত বৃদ্ধগণের ইহা অত্যন্ত অন্যায় যে আপনারা সকলে এই মূর্খ দুর্য্যোধনকে রাজপদে বসাইয়া এখন ইহাকে বলপূর্ব্বক নিয়ন্ত্রণ করিতেছেন না। ৩৪

শত্রুদমন নিষ্পাপ কৌরবগণ! এই বিষয়ে আমি এক সময়োচিত কর্ত্তব্যের নির্ণয় করিয়াছি, যাহা পালন করিলে সকলের মঙ্গল হইবে। আপনারা তৎসমস্ত শ্রবণ করুন। ৩৫

আমি যে হিতকর কথা বলিব, তাহা আপনারা প্রত্যক্ষ অনুভব করিবেন। হে ভরতবংশীয়গণ! যদি উহা আপনাদের অনুকূল হইবে বলিয়া বুঝিতে পারেন, তবে তাহা কার্য্যে পরিণত করিবেন। ৩৬

ভোজরাজস্য বৃদ্ধস্য দুরাচারো দুরাত্মবান্।
জীবতঃ পিতুরৈশ্বর্যং হৃত্বা মৃত্যুবশং গতঃ ॥৩৭
উগ্রসেনসুতঃ কংসঃ পরিত্যক্তঃ স বান্ধবৈঃ।
জ্ঞাতীনাং হিতকামেন ময়া শত্রো মহামৃধে ॥৩৮
আহুকঃ পুনরস্মাভির্জাতিভিশ্চাপি সংকৃতঃ।
উগ্রসেনঃ কৃতো রাজা ভোজরাজ্যবর্ধনঃ ॥৩৯
কংসমেকং পরিত্যজ্য কুলার্থে সর্ববান্ধবাঃ।
সম্ভূয় সুখমেধন্তে ভারতান্ধক-বৃষ্ণয়ঃ ॥৪০
অপি চাপ্যবদদ্ রাজন্ পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ।
যুদ্ধে দেবাসুরে যুদ্ধেঽভ্যুদ্যতেষ্বায়ুধেষু চ ॥৪১
দ্যৌর্ভূতেষু লোকেষু বিনঙ্ক্ষ্যংস্তু চ ভারত।
অব্রবীৎ সৃষ্টিমান্ দেবো ভগবাল্লোকভাবনঃ ॥৪২
পরাভবিষ্যন্ত্যসুরা দৈত্যেয়া দানবৈঃ সহ।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা ভবিষ্যন্তি দিবৌকসঃ ॥৪৩
দেবাসুর-মনুষ্যাশ্চ গন্ধর্বোরগ-রাক্ষসাঃ।
অস্মিন্ যুদ্ধে সুসংরুদ্ধা হনিষ্যন্তি পরস্পরম্ ॥৪৪
ইতি ঘণ্টাপ্রতীহারং ধর্মং পরমেষ্ঠী প্রজাপতিঃ।
বরুণায় প্রযচ্ছৈতান্ বদ্ধ্বা দৈত্যেয়দানবান্ ॥৪৫
এবমুক্ত্বাতো দদৌ নিয়োগাৎ পরমেষ্ঠিনঃ।
বরুণায় তদা সর্বান্ বদ্ধ্বা দৈত্য-দানবান্ ॥৪৬
তান্ বদ্ধ্বা ধর্মপাশৈশ্চ বৈশ্চ পাশৈর্জলেশ্বরঃ।
বরুণঃ সাগরে যত্তো নিত্যং প্রক্ষতি দানবান্ ॥৪৭
তথা দুর্যোধনং কর্ণং শকুনিং চাপি সৌবলম্।
বদ্ধ্বা দুঃশাসনং চাপি পাণ্ডবেভ্যঃ প্রযচ্ছথ ॥৪৮
ত্যজেৎ কুলার্থে পুরুষং গ্রামস্যার্থে কুলং ত্যজেৎ।
গ্রামং জনপদস্যার্থে আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ ॥৪৯

বৃদ্ধ ভোজরাজ উগ্রসেনের পুত্র কংস অত্যন্ত দুরাচার ও অজিতেন্দ্রিয় ছিল। সে নিজের পিতাকে বধ করিয়া তাঁহার সমগ্র ঐশ্বর্য গ্রহণ করত স্বয়ং রাজা হইয়াছিল, যাহার পরিণামে সে পরে মৃত্যুবরণ করে ॥৩৭

সমস্ত জ্ঞাতি ও বন্ধুগণ তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। আমি স্বজাতীয় স্বজনবর্গের হিতকামনা করিয়া মহাযুদ্ধে উগ্রসেন-পুত্র কংসকে বধ করিয়াছিলাম ॥৩৮

তারপর জ্ঞাতিগণ আমরা সকলে মিলিত হইয়া ভোজবংশীয় ক্ষত্রিয়গণের উত্তরাধিকারী আহুক উগ্রসেনকে সৎকারপূর্বক পুনরায় রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করি ॥৩৯

ভরতনন্দন! কুলের রক্ষার জন্য একমাত্র কংসকে পরিত্যাগ করিয়া অন্ধক ও বৃষ্ণি আদি বংশের সমস্ত যাদবগণ পরস্পর সংগঠিত হইয়া সুখে বাস করিতেছে এবং উত্তরোত্তর উন্নতি করিতেছে ॥৪০

রাজন্! ইহা ব্যতীত অপর এক উদাহরণ দেখাইতেছি। কোন এক সময় প্রজাপতি ব্রহ্মা যে কথা বলিয়াছিলেন, আমি এখন সেই কথাই বলিব। দেবতা ও অসুরগণ যুদ্ধের জন্য দুই দিকে বিভক্ত হইয়া দণ্ডায়মান আছেন এবং সকলেই অস্ত্রশস্ত্র প্রহারের জন্য অস্ত্রাদি উত্তোলন করিয়াছেন। তখন সমস্ত জগৎ দুইভাগে বিভক্ত হইয়া বিনাশের গর্তে পতিত হইতে উদ্যত হইয়াছে। ভারত! সেই অবস্থায় সৃষ্টিকর্তা লোকভাবন ভগবান্ ব্রহ্মা স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলেন যে, এই যুদ্ধে দানবগণের সহিত অসুর ও দৈত্যদিগের পরাভব হইবে। আদিত্য, বসু ও রুদ্রাদি দেবতাগণের বিজয় হইবে। দেবতা, অসুর, মনুষ্য, গন্ধর্ব, নাগ ও রাক্ষসগণ—এই যুদ্ধে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া একে অপরকে বধ করিবে ॥৪১-৪৬

এই ভাবী পরিণাম জানিয়া পরমেষ্ঠী প্রজাপতি ব্রহ্মা ধর্মরাজকে ইহা বলিলেন, তুমি এই দৈত্য ও দানবগণকে বাঁধিয়া বরুণদেবতাকে প্রদান কর ॥৪৫

তাঁহার এই কথা শুনিয়া ঘণ্টাকর্ণ ব্রহ্মার আজ্ঞানুসারে সমস্ত দৈত্য ও দানবদিগকে বাঁধিয়া বরুণদেবের নিকট সমর্পণ করিয়াছিলেন ॥৪৬

সেই সময় হইতেই জলপতি বরুণ তাহাদিগকে ধর্মপাশে বাঁধিয়া প্রতিদিন সাবধানে থাকিয়া সেই দানবগণকে সমুদ্রের মধ্যে রাখিয়া দিলেন ॥৪৭

সেইভাবে আপনারাও দুর্যোধন, কর্ণ, সুবলপুত্র শকুনি এবং দুঃশাসনকে বন্দী করিয়া পাণ্ডবগণের নিকট সমর্পণ করুন ॥৪৮

সমস্ত কুলের মঙ্গলের জন্য একজন পুরুষকে, একটি গ্রামের হিতের জন্য একটি কুলকে, জনপদের হিতের জন্য একটি গ্রামকে এবং আত্মকল্যাণের জন্য সমস্ত ভূমণ্ডলকে ত্যাগ করিবে ॥৪৯

রাজন্ দুর্যোধনং বদ্ধ্বা ততঃ সাধ্বীমা পাণ্ডবৈঃ।
ভংক্ষ্যতে ন বিনঙ্ক্ষ্যন্তি ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়ৰ্ষভ ॥ ৫০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি কৃষ্ণবাক্যে
বিংশত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥১২০

রাজন্! আপনি দুর্যোধনকে বন্ধী করিয়া পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করুন। ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ! আপনার জন্য সমগ্র ক্ষত্রিয় জাতি বিনষ্ট হউক—এরূপ যেন না হয় ॥ ৫০

শ্রীবরপ্রবি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে শ্রীকৃষ্ণবাক্যবিষয়ক একবিংশত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্রেণ গান্ধার্যা আনয়নম্, দুর্যোধনং বোধয়িতুং তস্যাঃ প্রচেষ্টা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কৃষ্ণস্য তু বচঃ শ্রুত্বা ধৃতরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
বিদুরং সর্বধর্মজ্ঞং ইদমাগোঽভ্যভাষত ॥ ১

গচ্ছ তাত মহাপ্রাজ্ঞাং গান্ধারীং দীর্ঘদর্শিনীম্।
আনয়েহ ত্বয়া সার্ধমনেষ্যামি দুর্মতিম্ ॥ ২

যদি সাপি দুরাত্মানং শমযেদ্ দুষ্টচেতসম্।
অপি কৃষ্ণস্য সুহৃদস্তিষ্ঠেম বচনে বয়ম্ ॥ ৩

অপি লোভাভিভূতস্য পন্থানমনুদর্শয়েৎ।
দুর্বুদ্ধেঃ সহায়স্য শমার্থঃ শ্রেয়সী ভবেৎ ॥ ৪

অপি নো বাসনং ঘোরং দুর্যোধনকৃতং মহৎ।
শময়েচ্চিররাত্রায় যোগ-ক্ষেমবদব্যয়ম্ ॥ ৫

রাজ্ঞস্তু বচনং শ্রুত্বা বিদুরো দীর্ঘদর্শিনীম্।
আনয়ামাস গান্ধারীং ধৃতরাষ্ট্রস্য শাসনাৎ ॥ ৬

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

এষ গান্ধারি পুত্রস্তে দুরাত্মা শাসনাতিগঃ।
ঐশ্বর্যালোভাদৈশ্বর্যাৎ জীবিতঞ্চ প্রহাস্যতি ॥ ৭

অশিষ্টবদমর্যাদঃ পাপৈঃ সহ দুরাত্মবান্।
সভায়া নির্গতো মূঢ়ো বাতিক্রম্য সুহৃদ্বচঃ ॥ ৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

সা ভর্তৃবচনং শ্রুত্বা রাজপুত্রী যশস্বিনী।
অভিচ্ছন্তী মহচ্ছ্রেয়ো গান্ধারী বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৯

একোনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রকর্তৃক গান্ধারীকে আনয়ন, দুর্যোধনকে বুঝাইবার জন্য গান্ধারীর প্রচেষ্টা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া নরপতি ধৃতরাষ্ট্র সর্বধর্মজ্ঞ বিদুরকে সত্বরতার সহিত বলিলেন ॥ ১

তাত! তুমি যাও, বুদ্ধিমতী ও দূরদর্শিনী গান্ধারীদেবীকে এখানে লইয়া আইস। আমি তাহার সহিত এই দুর্মতিকে বুঝাইবার চেষ্টা করিব ॥ ২

যদি গান্ধারী এই দুষ্টচিত্ত দুরাত্মাকে শান্ত করিতে পারে, তাহা হইলে আমরা আমাদের সুহৃৎ শ্রীকৃষ্ণের উপদেশবাক্য পালন করিতে সমর্থ হইব ॥ ৩

দুর্যোধন লোভের বশবর্তী হইয়া পড়িয়াছে। তাহার বুদ্ধিও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছে এবং দুর্জনই হইল তাহার প্রধান সহায়। এরূপ অবস্থায় যদিই গান্ধারী তাহাকে শান্তিস্থাপনের জন্য উপদেশ বাক্য বলিয়া সৎপথ প্রদর্শন করাইতে পারে ॥ ৪

যদি ইহা সম্ভব হয়, তাহা হইলে দুর্যোধনকৃত আমাদের মহৎ ও ভয়ঙ্কর বিপদ চিরকালের জন্য শান্ত হইয়া যাইবে। দীর্ঘকাল-স্থায়ী যোগ-ক্ষেম (অভীষ্ট বস্তু যাহা নাই, তাহার প্রাপ্তি—যোগ এবং উহার রক্ষণ হইল ক্ষেম) লাভও হইবে ॥ ৫

রাজার এই কথা শুনিয়া বিদুর ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে দূরদর্শিনী গান্ধারীদেবীকে সেখানে আহ্বান করিয়া আনিলেন ॥ ৬

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—গান্ধারি! তোমার এই দুরাত্মা পুত্র গুরুজনগণের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করিতেছে। সে ঐশ্বর্যের লোভে পড়িয়া রাজ্য ও প্রাণ উভয়ই হারাইতে বসিয়াছে ॥ ৭

মর্যাদার উল্লঙ্ঘনকারী এই মূর্খ দুরাত্মা অসাধু ব্যক্তির ন্যায় হিতৈষী সুহৃদ্বর্গের কথা অগ্রাহ্য করিয়া পাপী ব্যক্তিগণের সহিত সভা হইতে বাহিরে চলিয়া গিয়াছে ॥ ৮

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! পতির এই কথা শ্রবণ

গান্ধার্যুবাচ।

আনায়স্ব সুতং ক্ষিপ্রং রাজ্যকামুকমাতুরম্।
ন হি রাজ্যমনিষ্টেন শক্যং ধর্মার্থলোপিনা ॥ ১০

আপ্তুমাপ্তং তথাপীদমবিনীতেন সর্বথা।
যং হ্যেষান্ত্যং গতো রাজন্ সুতস্নিগ্ধঃ ॥ ১১

যো জানন্ পাপতামস্য তৎপ্রজ্ঞামনুবর্ততে।
স এব কাম-মন্যুভ্যাং প্লবতে লোভমাস্থিতঃ ॥ ১২

অশক্যোঽয়ং ত্বয়া রাজন্ বিনিবর্তয়িতুং বলাৎ।
রাষ্ট্রপ্রদানে মূঢ়স্য বালিশস্য দুরাত্মনঃ ॥ ১৩

দুঃসহায়স্য মূঢ়স্য ধৃতরাষ্ট্রোঽনুতে ফলম্।
কথং হি স্বজনে হেতুমুপেক্ষেত মহীপতিঃ।
ভিন্নং হি স্বজনেনার্তং প্রহসিষ্যন্তি শত্রবঃ ॥ ১৪

যা হি শক্যা মহারাজ সান্ত্বা ভেদেন বা পুনঃ।
নিবর্তয়িতুমাপদ্যে দত্তঃ কস্তত্র পাতয়েৎ ॥ ১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

শাসনাদ্ ধৃতরাষ্ট্রস্য দুর্যোধনমমর্ষণম্।
মাতুশ্চ বচনাৎ কৃষ্ণা সভাং প্রাবেশয়ৎ পুনঃ ॥ ১৬

স মাতুর্বচনাকাঙ্ক্ষী প্রবিবেশ পুনঃ সভাম্।
অভিতাম্রেক্ষণঃ ক্রোধাদ্বিঘূর্ণন্নিব পক্ষগঃ ॥ ১৭

তং প্রবিষ্টমভিপ্রেক্ষ্য পুত্রমুৎপথমাস্থিতম্।
বিগর্হমাণা গান্ধারী শমার্থং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১৮

দুর্যোধন নিবোধেদং বচনং মম পুত্রক।
হিতং তে সানুবন্ধস্য তথান্যেষাং সুযোধনম্ ॥ ১৯

দুর্যোধন যদাহ ত্বাং পিতা ভরতসত্তম।
ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপঃ কর্ণো গুরবো বৃদ্ধসম্মতাঃ।
তথেমে দ্রোণমুখ্যাশ্চ সুহৃদঃ শাশ্বতা ত্বয়া ॥ ২১

করিয়া যশস্বিনী রাজপুত্রী গান্ধারী মহৎ কল্যাণের অনুসন্ধানকল্পে এইরূপ বলিলেন ॥ ৯

গান্ধারী বলিলেন,—মহারাজ! রাজ্যলোলুপ ও কামনা-পীড়িত পুত্র দুর্যোধনকে শীঘ্র এখানে আনয়ন করুন। ধর্ম ও অর্থের লোপকারী কোনও অশিষ্ট ব্যক্তি রাজ্যলাভ করিতে সমর্থ হয় না, তথাপি সর্বপ্রকারে উদ্যোগ আশ্রয় করিয়া সেই দুষ্ট রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছে ॥

মহারাজ! আপনার নিকট আপনার এই পুত্রই সর্বাপেক্ষা প্রিয়, সেইজন্য বর্তমান পরিস্থিতির জন্য আপনিই অত্যন্ত নিন্দনীয়; কারণ, আপনি তাহার সমস্ত পাপপূর্ণ অভিপ্রায় জানিয়াও সর্বদা তাহার অনুসরণ করিতেছেন ॥

রাজন্! এই দুর্যোধনকে কাম ও ক্রোধ বশীভূত করিয়া ফেলিয়াছে এবং সে অত্যন্ত লোলুপ, সুতরাং আজ তাহাকে বংশের স্বার্থ নিবৃত্ত করাইতে পারিতেছেন না ॥

দুষ্ট সহায়কগণে পরিবৃত, মূর্খ, অজ্ঞান, লোভী ও দুরাত্মা পুত্রকে আপনি রাজ্য সমর্পণ করিয়া আজ তাহার ফল আপনি স্বয়ংই ভোগ করিতেছেন ॥ ১০-১৩

কোন্ কৃপতি স্বজনগণের মধ্যে ভেদসৃষ্টি উপেক্ষা করেন? রাজন্! স্বজনগণের সহিত আপনার বিভেদ সৃষ্টি হইতে দেখিয়া আপনার শত্রুরা হাসিতে থাকিবে। মহারাজ! যে বিপদকে দান অথবা ভেদনীতিদ্বারা উত্তীর্ণ হইতে পারা যাইবে, তাহার নিবৃত্তি আমি দেখি; তাহা করিতে কে পারিবে? ১৪-১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! পিতা ধৃতরাষ্ট্রের আদেশে এবং মাতা গান্ধারীর বাক্যানুরোধে বিনত অশিষ্ট দুর্যোধনকে পুনরায় সভামধ্যে আনয়ন করিতে আদিষ্ট হইলেন ॥ ১৬

তখন দুর্যোধনের চক্ষু ক্রোধে রক্তবর্ণ ছিল এবং তিনি ক্রোধবশতঃ সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে মাতার বাক্য শুনিবার ইচ্ছায় সভামধ্যে পুনরায় প্রবেশ করিলেন ॥ ১৭

কুপথগামী নিজ পুত্রকে পুনরায় সভামধ্যে প্রবেশ করিতে দেখিয়া দেবী গান্ধারী তাহার নিন্দা করিতে করিতে শান্তি-স্থাপনের জন্য এই কথা বলিতে লাগিলেন ॥ ১৮

পুত্র দুর্যোধন! আমার এই কথা শ্রবণ কর। আমার এই বাক্য অনুচরবর্গের সহিত তোমার পক্ষে হিতকারক হইবে এবং ভবিষ্যতে সুখপ্রদান করিবে ॥ ১৯

ভরতসত্তম দুর্যোধন! তোমার পিতা, পিতামহ ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ, কৃপাচার্য ও বিদুর তোমাকে যে সমস্ত কথা বলিয়াছেন, তুমি এই সমস্ত সুহৃদ্‌গণের সেই বাক্য পালন কর ॥ ২০

তুমি যদি শান্ত হইয়া যাও, তাহা হইলে তোমার দ্বারা ভীষ্ম, পিতা, দ্রোণ প্রভৃতি অন্য সমস্ত হিতৈষী সুহৃদ্‌গণ ও আমি পূজিত হইয়াছি বলিয়া জানিবে ॥ ২১

ন হি রাজ্যং মহাপ্রাজ্ঞ যেন কামেন শক্যতে।
অবাপ্তুং রক্ষিতুং বাপি ভোক্তুং ভরতসত্তম ॥ ২২
ন হ্যবশ্যেন্দ্রিয়ো রাজ্যমশ্নীয়াদ্ দীর্ঘমন্তরম্।
বিজিতাত্মা তু মেধাবী স রাজ্যমভিপালয়েৎ ॥ ২৩
কাম-ক্রোধৌ হি পুরুষমর্থেভ্যো ব্যপকর্ষতঃ।
তৌ তু শত্রূ বিনির্জিত্য রাজা বিজয়তে মহীম্ ॥ ২৪
লোকেশ্বর প্রভুত্বং হি মহদেতদ্ দুরাত্মভিঃ।
রাজ্যং নাসেব্যতে স্থানং ন শকামভিরক্ষিতুম্ ॥ ২৫
ইন্দ্রিয়াণি মহৎপ্রেপ্সুর্নিবচ্ছেদর্থ-ধর্ময়োঃ।
ইন্দ্রিয়ৈর্নিয়তৈর্বুদ্ধির্বর্ধতেঽগ্নিরিবেন্ধনৈঃ ॥ ২৬
অবিধেয়ানি হীমানি ব্যাপাদয়িতুমপ্যলম্
আযবেয়া ইবাদান্তা হয়াঃ পথি কুসারথিম্ ॥ ২৭
অবিজিত্য য আত্মানমমাত্যান্ বিজিগীষতে।
অমিত্রান্ বাজিতামাত্যঃ সোঽবশঃ পরিহীয়তে ॥ ২৮
আত্মানমেব প্রথমং দেষ্যরূপেণ যোজয়েৎ।
ততোঽমাত্যানমিত্রাংশ্চ ন মোঘং বিজিগীষতে ॥ ২৯
যন্তেন্দ্রিয়ং জিতামাত্যং ধৃতদণ্ডং বিকারিষু।
পরীক্ষ্যকারিণং ধীরমর্থাঃ শ্রীর্নিষেবতে ॥ ৩০
ক্ষুদ্রাঙ্গেনেব জালেন কষায়পিহিতাবুভৌ।
কাম-ক্রোধৌ শরীরস্থৌ প্রজ্ঞানাং তৌ বিলুম্পতঃ ॥ ৩১
যাভ্যাং হি দেবাঃ স্বর্যাতুঃ স্বর্গস্য পিদধুর্দ্বারম্।
বিত্তাতোঽনুপরাগস্য কাম-ক্রোধৌ স বর্ধিতৌ ॥ ৩২
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ দম্ভং দর্পঞ্চ ভূমিপঃ।
সম্যগ্ বিজেতুং যো বেদ স মহীমভিজায়তে ॥ ৩৩
সততং নিগ্রহে যুক্ত ইন্দ্রিয়াণাং ভবেন্নৃপঃ।
উপলব্ধৌ হি ধর্মস্য দ্বিষতাঞ্চ পরাভবম্ ॥ ৩৪

ভরতশ্রেষ্ঠ মহামতে! কোন ব্যক্তি নিজের ইচ্ছানুসারে রাজ্যের প্রাপ্তি, রক্ষা কিংবা উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ২২

যে ব্যক্তি নিজের ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করে না, সেই ব্যক্তি দীর্ঘকাল ধরিয়া রাজ্যভোগ করিতে পারে না কিন্তু যে ব্যক্তি নিজের মনকে জয় করিয়াছে, সেই মেধাবী ব্যক্তিই রাজ্যকে সর্বতোভাবে পালন (রক্ষা) করিতে পারে ॥ ২৩

কাম ও ক্রোধ মানুষকে ধর্ম হইতে দূরে লইয়া যায়। এই দুই শত্রুকে জয় করিতে পারিলে রাজা এই পৃথিবীকেও জয় করিতে সমর্থ হন ॥ ২৪

জনেশ্বর! এই মহৎ প্রভুত্বই রাজ্যনামক বস্তুটি স্থান, কিন্তু যার অন্তর দূষিত, সেই ব্যক্তি ইহাকে রক্ষা করিতে পারে না ॥ ২৫

মহৎ পদপ্রাপ্ত হইতে ইচ্ছুক ব্যক্তি নিজ ইন্দ্রিয়গণকে অর্থ ও ধর্মের মধ্যেই নিয়ন্ত্রিত রাখিবে। ইন্দ্রিয়গণকে জয় করিতে পারিলে তাহার বুদ্ধি ইন্ধনের দ্বারা অগ্নির অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া প্রজ্বলনের ন্যায় বর্ধিত হইয়া থাকে ॥ ২৬

যেরূপ অবশীভূত ও দোর্দণ্ড অশ্বগণ মূর্খ সারথিকে পথের মধ্যেই নিহত করিয়া ফেলে, সেইরূপ অবশীভূত এই ইন্দ্রিয়গণও মানুষকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় ॥ ২৭

যে রাজা প্রথমে নিজের মনকে জয় না করিয়া মন্ত্রিগণকে জয় করিতে ইচ্ছুক হয় অথবা মন্ত্রিগণকে জয় না করিয়া শত্রুদিগকে জয় করিতে অভিলাষী হয়, সেই রাজা বিবশ হইয়া নিজের রাজ্য ও জীবন এই উভয় হইতেই বঞ্চিত হইয়া থাকে ॥ ২৮

সেইজন্য প্রথমে নিজের মনকেই শত্রুরূপে ভাবিয়া তাহাকে জয় করিবে। তারপর মন্ত্রিগণ ও শত্রুদিগকে জয় করিতে ইচ্ছুক হইবে। এইরূপ করিলে তাহার বিজয়লাভের ইচ্ছা কখনও ব্যর্থ হইবে না ॥ ২৯

যে ব্যক্তি নিজের ইন্দ্রিয়কে বশীভূত করিয়া রাখিয়াছে, মন্ত্রীদিগকে জয় করিয়াছে এবং অপরাধিগণকে দণ্ডপ্রদান করে, বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিয়া কার্য করিতে সমর্থ সেই ধীর ব্যক্তিকে লক্ষ্মী বরণসহকারে সেবা করিয়া থাকেন ॥ ৩০

ক্ষুদ্র ছিদ্রযুক্ত জালের দ্বারা দিয়া প্রবিষ্ট দুইটি মৎস্যের ন্যায় এই কাম ও ক্রোধ মানুষের শরীরের মধ্যে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া জ্ঞানকে নষ্ট করিয়া দেয় ॥ ৩১

এই উভয়ের দ্বারা দেবতারা স্বর্গে গমন করিবার অধিকারী ব্যক্তির স্বর্গদ্বারকে বন্ধ করিয়া রাখেন। বিষয়বিরাগী ব্যক্তির নিকট হইতে ভীত হইয়া দেবগণ স্বর্গের প্রতিবন্ধক এই কাম ও ক্রোধের বৃদ্ধি করিয়া থাকেন ॥ ৩২

যে রাজা কাম, ক্রোধ, লোভ, দম্ভ ও দর্পকে জয় করিবার সম্পূর্ণ কৌশল জানেন, তিনিই এই পৃথিবীকে শাসন করিতে সমর্থ হন ॥ ৩৩

অতএব ধর্ম ও অর্থ কামনাকারী এবং শত্রুগণের পরাভব অভিলাষী রাজার সর্বদা স্বীয় ইন্দ্রিয়গণকে নিয়ন্ত্রণে রাখিবার প্রযত্ন করা কর্তব্য ॥ ৩৪

কামাভিভূতঃ ক্রোধাদ্ বা যো মিথ্যা প্রতিপদ্যতে।
যেষু চাস্তেষু বা তস্য ন সহায়া ভবন্ত্যুত ॥ ৩৫
একীভূতৈর্মহাপ্রাজ্ঞৈঃ শূরৈরবিনিবর্হণৈঃ।
পাণ্ডবৈঃ পৃথিবীং তাত ভোক্ষ্যসে সহিতঃ সুখী ॥ ৩৬
যথা ভীষ্মঃ শান্তনবো দ্রোণশ্চাপি মহারথঃ।
আহতুস্তাত তৎ সত্যমজেয়ৌ কৃষ্ণ-পাণ্ডবৌ ॥ ৩৭
প্রপদ্যস্ব মহাবাহুং কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্।
প্রসন্নো হি সুখায় স্যাদুভয়োরেব কেশবঃ ॥ ৩৮
সুহৃদামর্থ-কামানাং যো ন তিষ্ঠতি শাসনে।
প্রাজ্ঞানাং কৃতবিদ্যানাং স নরঃ শত্রুনন্দনঃ ॥ ৩৯
ন যুদ্ধে তাত কল্যাণং ন ধর্মার্থৌ কৃতঃ সুখম্।
ন চাপি বিজয়ো নিত্যং যা যুদ্ধে চেত আদিথাঃ ॥ ৪০
ভীষ্মেণ হি মহাপ্রাজ্ঞ পিত্রা তে বাহ্লিকেন চ।
দত্তোঽংশঃ পাণ্ডুপুত্রাণাং তেষাং ভীতৈরিন্দম ॥ ৪১
তস্য চৈতৎপ্রদানস্য ফলমদ্যোপপদ্যসি।
যদ্ ভুঙ্‌ক্ষে পৃথিবীং কৃৎস্নাং শূরৈর্নিহতকণ্টকাম্ ॥ ৪২
প্রযচ্ছ পাণ্ডুপুত্রাণাং যথোচিতমরিন্দম।
যদীচ্ছসি সহামাত্যো ভোক্তুমর্ধং প্রজীবিতুম্ ॥ ৪৩
অলমর্ধং পৃথিব্যাস্তে সহামাত্যস্য জীবিতুম্।
সুহৃদাং বচনে তিষ্ঠন্ যশঃ প্রাপ্স্যসি ভারত ॥ ৪৪
শ্রীমদ্ভিরাত্মবদ্ভিস্ত্বন্নিমদ্ভির্জিতেন্দ্রিয়ৈঃ।
পাণ্ডবৈর্বিগ্রহস্তাত ভ্রাতৃভিস্তে সুখাং ॥ ৪৫
নিগৃহ্য সুহৃদাং মন্যুং স্বাদি রাজ্যং যথোচিতম্।
যমংশং পাণ্ডুপুত্রেভ্যঃ প্রযচ্ছ ভরতর্ষভ ॥ ৪৬
অলমন্য নিকারোঽয়ং ত্রয়োদশ সমাঃ কৃতঃ।
শময়ৈনং মহাপ্রাজ্ঞ কাম-ক্রোধসমুদ্ভবম্ ॥ ৪৭

যে রাজা কাম ও ক্রোধে অভিভূত হইয়া স্বজনগণের উপর মিথ্যা ব্যবহার (ছলনা ও অসদাচরণ) করে, তাহার কেহই সহায়ক হইতে চায় না। ৩৪

তাত! পাণ্ডবগণ পরস্পর সংঘটিত থাকায় একীভূত হইয়া গিয়াছে। তাহারা অত্যন্ত জ্ঞানী, দৌরাত্ম্যকারী বীর এবং শত্রুসংহারে সমর্থ। তুমি তাহাদের সহিত মিলিত হইয়া সুখে এই পৃথিবীর রাজ্য উপভোগ করিতে পারিবে। ৩৬

তাত! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম এবং মহারথী দ্রোণাচার্যও যেরূপ বলিয়াছেন, উহা যথার্থ সত্য। প্রকৃতপক্ষে এই শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন অজেয়। ৩৭

অতএব অনায়াসে মহৎ কর্মকারী মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ কর; কারণ, শ্রীভগবান্ কেশব প্রসন্ন হইলে পর উভয় পক্ষই সুখলাভ করিতে পারিবে। ৩৮

যে ব্যক্তি নিজের অনুরূপকামী, জ্ঞানী ও বিদ্বান্ সুহৃদ্‌বর্গের শাসনে থাকে না—অর্থাৎ তাহাদের উপদেশ অনুসারে চলে না, সেই ব্যক্তি শত্রুদিগের আনন্দবর্ধন করে। ৩৯

বৎস! যুদ্ধেতে কল্যাণ হইতে পারে না। তাহাতে ধর্ম ও অর্থপ্রাপ্তিও হয় না, সুখলাভ কিভাবে হইবে? যুদ্ধে সর্বদা বিজয়লাভই হইবে, ইহাও নিশ্চিত নহে; অতএব তাহাতে মনোনিবেশ করিও না। ৪০

শত্রুদমন! মহাপ্রাজ্ঞ! পারস্পরিক বিদ্বেষ সৃষ্টির ভয়েই পিতামহ ভীষ্ম, তোমার পিতা এবং মহারাজ বাহ্লীকও পাণ্ডবগণকে রাজ্যের ভাগ প্রদান করিয়াছেন। ৪১

সেই রাজ্যভাগ প্রদানের প্রত্যক্ষ ফল আজ তুমি দেখিতে পাইতেছ যে, বীর পাণ্ডবগণ কর্তৃক শত্রুহীনকৃত এই সমগ্র পৃথিবীর রাজ্য তুমি ভোগ করিতেছ। ৪২

অরিন্দম পুত্র! যদি তুমি নিজ মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত রাজ্যভোগ করিতে ইচ্ছুক থাক, তবে সেই পাণ্ডবগণের যথোচিত ভাগ—অর্ধরাজ্য তাহাদিগকে প্রদান কর। ৪৩

ভারত! পৃথিবীর অর্ধরাজ্য মন্ত্রিগণের সহিত তোমার জীবন নির্বাহ পক্ষে যথেষ্ট, সুতরাং তুমি সুহৃদ্‌বর্গের কথানুসারে চলিয়া যশোভাগী হও। ৪৪

তাত! শ্রীমান্, মনস্বী বুদ্ধিমান্ ও জিতেন্দ্রিয় পাণ্ডবগণের সহিত (সংঘটিত) বিবাদ তোমাকে মহাসুখভোগ হইতে বঞ্চিত করিবে। ৪৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি পাণ্ডবগণকে তাহাদের রাজ্যভাগ প্রদান করিয়া সুহৃদ্‌গণের মধ্যে ক্রমবর্ধমান ক্রোধকে শান্ত কর এবং নিজ রাজ্য যথোচিত নীতিতে শাসন করিতে থাক। ৪৬

পুত্র! তুমি পাণ্ডবগণকে যে ত্রয়োদশ বর্ষকাল যাবৎ নির্বাসিত করিয়াছ, ইহাতেই তাহাদের প্রকৃত অপকার সাধিত হইয়াছে। মহামতে! তোমার কাম ও ক্রোধের দ্বারা সেই অপরাধ (উত্তরোত্তর) বর্ধিতই হইতেছে। এখন তুমি সন্ধিস্থাপন করিয়া উহাকে প্রশমিত কর। ৪৭

ন চৈব শক্তঃ পার্থানাং যুদ্ধমর্থমভীপ্সসি।
সুতপুত্রো দৃঢ়ক্রোধো ভ্রাতা দুঃশাসনশ্চ তে ॥ ৪৮
ভীষ্মে দ্রোণে কৃপে কর্ণে ভীমসেনে ধনঞ্জয়ে।
দৃষ্টদ্যুম্নে চ সংক্রুদ্ধে ন স্যুঃ সর্বাঃ প্রজা ধ্রুবম্ ॥ ৪৯
অমর্ষবশমাপন্নো মা কুরূংস্তাত ঘাতয়ীঃ।
এষা হি পৃথিবী কৃৎস্না মা গমৎ ক্ষয়মুত্তমম্ ॥ ৫০
যচ্চ ত্বং মন্যসে মূঢ় ভীষ্ম-দ্রোণ-কৃপাদয়ঃ।
যোৎস্যন্তে সর্বশক্ত্যেতি নৈতদস্তোপপদ্যতে ॥ ৫১
সমং হি রাজ্যং প্রীতিশ্চ স্থানং হি বিদিতাত্মনাম্।
পাণ্ডবেষু যুধাং ধর্মস্ততাধিক্যস্ততঃ ॥ ৫২
রাজপিণ্ডভয়াদেতে যদি হ্যস্মিন্ জীবিতম্।
ন হি শক্ষ্যন্তি রাজানং যুধিষ্ঠিরমুদীক্ষিতুম্ ॥ ৫৩
ন লোভাদর্থসম্পত্তির্নাণামিহ দৃশ্যতে।
তদলং তাত লোভেন প্রশমং ভরতর্ষভ ॥ ৫৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্‌যানপর্বণি গান্ধারীবাক্যে
একোনত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২৯

তুমি যে কুন্তীপুত্রগণের ধন গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইয়াছ, উহা তোমার পক্ষে কখনই সম্ভব হইবে না। ক্রোধকে দৃঢ়ভাবে সহিত ধারণ করিতে অভ্যাস সুতপুত্র কর্ণ ও তোমার ভ্রাতা দুঃশাসন—এই উভয়েও উহা করিতে সমর্থ হইবে না। ৪৮

সে সময় ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য্য, কর্ণ ও ভীমসেন, অর্জুন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন—ইহারা অত্যন্ত কুপিত হইয়া যদি পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হন, তবে সমস্ত প্রজাগণ অবশ্যই বিনষ্ট হইয়া যাইবে। ৪৯

তাত! তুমি ক্রোধের বশবর্তী হইয়া সমস্ত কৌরবগণকে বধ করাইও না। তোমার জন্য যেন এই সম্পূর্ণ ধরামণ্ডল ধ্বংসপ্রাপ্ত না হয়। ৫০

মূঢ়! তুমি যে ইহা মনে করিতেছ যে, ভীষ্ম, দ্রোণ ও কৃপাচার্য্য প্রভৃতি সকলে স্বীয় পূর্ণশক্তি প্রয়োগ করিয়া তোমার পক্ষে যুদ্ধ করিবেন, ইহা কখনই এই সময়ে সম্ভব হইবে না। ৫১

কারণ, আত্মজ্ঞানসম্পন্ন এই সকল ব্যক্তিগণের দৃষ্টিতে এই রাজ্য পাণ্ডবগণ ও তোমরা এই উভয় পক্ষেরই সমান। ইহাদের হৃদয়ে উভয় পক্ষের তুল্য সমান প্রীতি ও স্থান আছে এবং ইহারা রাজ্য হইতেও অধিকরূপে ধর্ম্মেরই মহত্ত্ব স্বীকার করেন। ৫২

এই রাজ্যের ইঁহারা অন্ন খাইয়াছেন, এই ভয়ে যদিও ইঁহারা তোমার পক্ষ অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ করতে প্রাণত্যাগ করিবেন, তথাপি রাজা যুধিষ্ঠিরকে ইঁহারা কখনই বক্র দৃষ্টিতে দেখিতে পারিবেন না। ৫৩

তাত! এ জগতে কেবল লোভ করিয়াই কেহ ধনপ্রাপ্ত হইয়াছে—ইহা দেখা যায় না, অতএব লোভের দ্বারা কোন কার্য্যই সিদ্ধ হইবে না। ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর। ৫৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্ব্বে গান্ধারীবাক্যবিষয়ক একোনত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাত্যকিনা দুর্য্যোধনস্য কুমন্ত্রণারত্নান্তস্যোদ্‌ঘাটনম্, শ্রীকৃষ্ণস্য বীরত্বপ্রকাশঃ, দুর্য্যোধনঃ বোধয়িতুং বিদুরস্য পুনঃ প্রচেষ্টা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তৎ তু বাক্যমনাদৃত্য সোঽর্থবন্মাতৃভাষিতম্।
পুনঃ প্রক্রান্তবান্ সংরম্ভাৎ সকাশমকৃতাত্মনাম্ ॥ ১
ততঃ সভায়া নির্গম্য মন্ত্রয়ামাস কৌরবঃ।
সৌবলেন মতাক্ষেণ রাজ্ঞা শকুনিনা সহ ॥ ২

ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনের কুমন্ত্রণার কথা সাত্যকি কর্ত্তৃক উদ্ঘাটন, শ্রীকৃষ্ণের বীরত্বপ্রকাশ এবং দুর্য্যোধনকে বুঝাইবার জন্য বিদুরের পুনঃ প্রচেষ্টা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মাতা গান্ধারী কর্ত্তৃক উপদিষ্ট এই নীতিপূর্ণ বাক্য অগ্রাহ্য করিয়া দুর্য্যোধন পুনরায় ক্রোধবশতঃ সেখান হইতে উঠিয়া সেই অকৃতাত্মা (অজিতেন্দ্রিয়) মন্ত্রিগণের নিকট গমন করিলেন ॥ ১

সেই সভাভবন হইতে বহির্গত হইয়া দুর্য্যোধন দ্যূতক্রীড়ায় অভিজ্ঞ সুবলপুত্র রাজা শকুনির সহিত গুপ্তভাবে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন। ২

দুর্যোধনস্য কর্ণস্য শকুনেঃ সৌবলস্য চ।
দুঃশাসনচতুর্থানামিদমাসীৎ বিচেষ্টিতম্ ॥ ৩
পুরাদমস্মান্ গৃহ্ণাতি ক্ষিপ্রকারী জনার্দন।
সহিতো ধৃতরাষ্ট্রেণ রাজ্ঞা শান্তনবেন চ ॥ ৪
বয়মেব হৃষীকেশং নিগৃহ্যীম বলাদিব।
প্রসহ্য পুরুষব্যাঘ্রমিন্দ্রো বৈরোচনিং যথা ॥ ৫
শ্রুত্বা গৃহীতং বার্ষ্ণেয়ং পাণ্ডবা হতচেতসঃ।
নিরুৎসাহা ভবিষ্যন্তি ভগ্নদংষ্ট্রা ইবোরগাঃ ॥ ৬
অয়ং হ্যেষাং মহাবাহুঃ সর্বেষাং শর্ম বর্ম চ।
অস্মিন্ গৃহীতে বরদে ক্ষয়তে সর্বসাধতাম্ ॥ ৭
নিরুদ্যমা ভবিষ্যন্তি পাণ্ডবাঃ সোমকৈঃ সহ।
তস্মাদ্ বয়মিমং কৃষ্ণং ক্ষিপ্রকারিণম্ ॥ ৮
ক্রোশতো ধৃতরাষ্ট্রস্য বধ্যো যোৎস্যামহে রিপূন্।
তেষাং পাপমভিপ্রায়ঃ পাপানাং দুষ্টচেতসাম্ ॥ ৯
ইঙ্গিতজ্ঞঃ কবিঃ ক্ষিপ্রমনুবুধ্যত সাত্যকিঃ।
তদর্থমভিনিক্রম্য হার্দিক্যেন সহাত্মনঃ ॥ ১০
অব্রবীৎ কৃতবর্মাণং ক্ষিপ্রং যোজয় বাহিনীম্।
ব্যূঢ়ানীকঃ সভাদ্বারমুপতিষ্ঠস্ব দংশিতঃ ॥ ১১
যাবদধ্যায়াম্যহং চৈতৎ কৃষ্ণায়াক্লিষ্টকারিণে।
স প্রবিশ্য সভাং বীরঃ সিংহো গিরিগুহামিব ॥ ১২
আচষ্ট তমভিপ্রায়ং কেশবায় মহাত্মনে।
ধৃতরাষ্ট্রং তথৈবাথ বিদুরং চাপ্যভাষত ॥ ১৩
তেষামেতমভিপ্রায়মাচচক্ষে স্বয়মেব।
ধর্মাদর্থাচ্চ কামাচ্চ কৃষ্ণ সাদুবিগর্হিতম্ ॥ ১৪
মন্যাঃ কর্তুমিচ্ছন্তি ন চাধোপাং কথঞ্চন।
পুরা বিকুর্বতে মূঢ়াঃ পাপাত্মানঃ সমাগতাঃ ॥ ১৫
বর্ষিতাঃ কাম-মন্যুভ্যাং ক্রোধলোভবশানুগাঃ।
ইমং হি পুণ্ডরীকাক্ষ ছিদ্রমন্বায়চেতসঃ ॥ ১৬
পটেনাগ্নিং প্রজ্বলিতং যথা বালা যথা জড়াঃ।
সাত্যকেস্তু বচঃ শ্রুত্বা বিদুরো দীর্ঘদর্শিবান্ ॥ ১৭

তখন দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনিপুত্র শকুনি ও দুঃশাসন এই চারিজনের কার্যপ্রণালী এরূপ ছিল। ৩

তাঁহারা পরস্পর আলোচনা করিলেন কিপ্রতার সহিত কার্যকারী শ্রীকৃষ্ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও ভীষ্মদেবের সহিত মিলিত হইয়া আমাদিগকে বন্দী করিবার পূর্বেই আমরা বলপূর্বক এই পুরুষশ্রেষ্ঠ হৃষীকেশকে সেইরূপভাবে বন্দী করিয়া ফেলি, যেরূপ বিরোচনপুত্র বলিকে দেবরাজ ইন্দ্র বন্দী করিয়াছিলেন। ৪-৫

শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী হইতে শুনিয়া পাণ্ডবেরা হতদর্প সর্পের ন্যায় অচেতন ও নিরুৎসাহ হইয়া পড়িবে। ৬

এই মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণই সমস্ত পাণ্ডবগণের কল্যাণকারী ও কবচতুল্য রক্ষাকারী। সম্পূর্ণ সাত্বতবংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও বরদায়ক এই শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করিলে সোমক-বংশীয়গণের সহিত পাণ্ডবেরা নিরুদ্যম হইয়া পড়িবে।

সেইজন্য আমরা ক্ষিপ্রতার সহিত কার্য করিতে সমর্থ এই কেশবকে বন্দী করিয়া শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিব—তাহাতে রাজা ধৃতরাষ্ট্র যতই চীৎকার করুন।

পরম বুদ্ধিমান্ সাত্যকি ইঙ্গিতের দ্বারাই অপরের মনোভাব বুঝিতে পারেন। তিনি এই দুষ্টচিত্ত পাপিগণের পাপপূর্ণ অভিপ্রায় অতি সহজে বুঝিয়া লইলেন।

তখন তিনি তাহার প্রতীকারকল্পে সভা হইতে বহির্গত হইয়া কৃতবর্মার সহিত মিলিত হইলেন এবং এই কথা বলিলেন,—তুমি অতি শীঘ্র সুসজ্জিত সৈন্যবাহিনীকে সংযোজিত কর ও স্বয়ং কবচ ধারণ করিয়া দ্বারদেশে অবস্থান করিতে থাক, ইত্যবসরে আমি অন্তঃপুরে গমন করিয়া শত্রুকারী শ্রীকৃষ্ণকে এই সংবাদ জানাইয়া আসি।

এই কথা বলিয়া তখন তেজস্বী সাত্যকি সভামধ্যে প্রবেশ করিলেন, তাহাতে মনে হইতে লাগিল যেন সিংহ পর্বত-গুহায় প্রবেশ করিতেছে। সেখানে যাইয়া তিনি প্রথমে মহাত্মা কেশবকে কৌরবগণের অভিপ্রায় জানাইলেন। তারপর ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরকেও এই বিষয় জানাইলেন। ৭-১৩

অনন্তর সাত্যকি ইহার ব্যাখ্যা করিতেই যেন কৌরবগণের এই অভিসন্ধি সভায় বলিলেন—সভাসদ্গণ! কিন্তু মূর্খ কৌরব এমন এক নীচ কর্ম করিতে উদ্যত হইয়াছে, যাহা ধর্ম, অর্থ ও কাম সর্বপ্রকার বুদ্ধিসঙ্গতেই সৎপুরুষগণ কর্তৃক নিন্দিত। যদিও এই কার্যে তাহারা কোনরূপেই সফলতা লাভ করিতে পারিবে না।

ক্রোধ ও লোভের বশীভূত হইয়া এবং কাম ও রোষের দ্বারা তিরস্কৃত হইয়া কিছু পাপাত্মা মূঢ় মানুষ এই সভায় আসিয়া অত্যন্ত হীন কর্ম করিবার ইচ্ছা করিতেছে।

যেরূপ বালক ও জড়বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ প্রজ্বলিত অগ্নিকে বস্ত্রের মধ্যে বাঁধিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ হীনচেতা কৌরবগণ

ধৃতরাষ্ট্রং মহারাজমব্রবীৎ কুরুসংসদি।
রাজন্ পরীতকালাস্তে পুত্রাঃ সর্বে পরন্তপ ॥১৮
অপকার্যমযশস্যঞ্চ কর্তুং কর্ম সমুদ্যতাঃ।
ইমং হি পুণ্ডরীকাক্ষমজিতং প্রসহ্য চ ॥ ১৯
নিগ্রহীতুং কিলেচ্ছন্তি সহিতা বাসবানুজম্।
ইমং পুরুষশার্দূলমপ্রধৃষ্যং দুরাসদম্ ॥ ২০
আসাদ্য ন ভবিষ্যন্তি পতঙ্গা ইব পাবকম্।
অরমিচ্ছন্ হি তান্ সর্বান্ ঘ্নতো জনার্দনঃ ॥ ২১
সিংহো নাগানিব ক্রুদ্ধো গময়েদ্ যমসাদনম্।
ন ত্বয়ং নিন্দিতং কর্ম কুর্য্যাৎ পাপং কথঞ্চন ॥ ২২
ন চ ধর্মাদপক্রামেদচ্যুতঃ পুরুষোত্তমঃ।
(যথা বারাণসী দগ্ধা সাম্বা সরথ-কুঞ্জরা।
সানুবন্ধস্য কৃষ্ণেন কাশীনামৃষভস্য তু।
তথা নাগপুরং দগ্ধ্বা শঙ্খ-চক্র-গদাধরঃ।
স্বয়ং কালেশ্বরো ভূত্বা নাশয়িষ্যতি কৌরবান্।
পারিজাতহরং শ্রেষ্ঠমেকং যদুভুজাবহম্।
নাভ্যবর্তত সংরব্ধো বৃত্রহা বসুভিঃ সহ ॥
প্রাপ্য নির্মোচনে পাশান্ ষট্সহস্রাংস্তরস্বিনঃ।
হৃতাস্তে বাসুদেবেন তাপসংক্রম্য মৌরবান্ ॥
দ্বারমাসাদ্য সৌভস্য বিদার্য্য গদয়া গিরিম্।
হ্যমৎসেনঃ সহামাত্যঃ কৃষ্ণেন বিনিপাতিতঃ ॥
শেষবন্তাং তু কৃষ্ণাং তু ধর্মাপেক্ষী তথাচ্যুতঃ।
ক্ষমতে পুণ্ডরীকাক্ষঃ শক্তঃ সন্ পাপকর্মণাম্ ॥
এতে হি যদি গোবিন্দমিচ্ছন্তি সহ রাজভিঃ।
অতৈবাতিথয়ঃ সর্বে ভবিষ্যন্তি যমস্য তে ॥
যথা বায়োস্তৃণাগ্রাণি বশং যান্তি বলীয়সঃ।
তথা চক্রভৃতঃ সর্বে বশমেষ্যন্তি কৌরবাঃ ॥)

এই কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে এখানে বন্দী করিবার সঙ্কল্প করিয়াছে।

সাত্যকির এই কথা শুনিয়া দূরদর্শী বিদুর কৌরবসভায় মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—পরন্তপ মহারাজ! মনে হইতেছে, আপনার সকল পুত্রই কালকবলে অধীনস্থ হইয়াছে অর্থাৎ কালের বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে। সেইজন্যই তাহারা এতাদৃশ অযশস্কর ও অসম্ভব কর্ম করিতে উদ্যত হইয়াছে।

শুনিতেছি যে, তাহারা সকলে একত্রে সংগঠিত হইয়া এই পুরুষশ্রেষ্ঠ কমলনয়ন শ্রীকৃষ্ণকে পরাজিত করিয়া হঠকারিতা সহিত তাঁহাকে বন্দী করিতে অভিলাষী হইয়াছে। এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দেবরাজ ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও দুর্জয় বীর। ইহাকে কোন ব্যক্তিই বন্দী করিতে সমর্থ হয় নাই। ইঁহার নিকটে আসিয়া সমস্ত বিরোধিগণই প্রজ্বলিত অগ্নিতে পতিত পতঙ্গের ন্যায় বিনষ্ট হইয়া যাইবে।

যেরূপ ক্রুদ্ধ সিংহ হস্তীদিগকে বিনষ্ট করে, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যদি ইচ্ছা করেন, তবে ক্রুদ্ধ হইয়া সমস্ত বিপক্ষীয় যোদ্ধাদিগকে যমলোকে প্রেরণ করিতে পারেন।

কিন্তু এই পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ কোন প্রকারেও নিন্দিত কর্ম এবং পাপকর্ম করিতে অভিলাষী নন্। তিনি কখনও ধর্ম হইতে অপসৃত হন না।

[শ্রীকৃষ্ণ যেভাবে অশ্ব, রথ ও হস্তীর সহিত বারাণসী নগরী দগ্ধ করিয়াছিলেন এবং কাশীরাজকে তাঁহার বন্ধুবান্ধবের সহিত নিহত করিয়াছিলেন, সেইভাবে শঙ্খ, চক্র ও গদাধারণকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং কালেশ্বর (মহাকাল) হইয়া হস্তিনাপুরকে দগ্ধ করিয়া কৌরবগণকে বিনাশ করিয়া ফেলিবেন।

যদুকুলের সুখদায়ক শ্রীকৃষ্ণ যখন একাকী পারিজাতহরণ করিতেছিলেন, তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ বৃত্রাসুরনাশী ইন্দ্র তাঁহার উপর বসুগণের সহিত আক্রমণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনিও ইঁহাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই।

নির্মোচননামক স্থানে মুরাসুরের ছয় হাজার শক্তিশালী পাশ স্থাপন করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু এই বাসুদেব সেই পাশসমূহের নিকটে যাইয়া উহাদিগকে ছেদন করিয়াছিলেন।

এই শ্রীকৃষ্ণই সৌভনগরের (বা বিমানের) দ্বারে উপস্থিত হইয়া স্বীয় গদাঘাতে পর্বতকে বিদীর্ণ করিতে করিতে মন্ত্রিবর্গের সহিত দ্যুমৎসেনকে কৃপাতিত করিয়াছিলেন।

এখন কৌরবগণের আয়ু শেষ হইয়াছে, সেইজন্য সদা ধর্মের উপরে দৃষ্টি রাখিয়া সময়ের অপেক্ষা করত কমললোচন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই পাপাচরণকারিগণকে ভস্মসাৎ করিতে সমর্থ হইয়াও অদ্যাপি ক্ষমা করিতেছেন।

যদি এই কৌরবগণ সহকারী রাজাদিগের সহিত গোবিন্দকে বন্দী করিতে উদ্যত হয়, তাহা হইলে ইহারা সকলে আজই যমরাজের অতিথি হইবে।

বিদুরেণৈবমুক্তে তু কেশবো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২৩
ধৃতরাষ্ট্রমভিপ্রেক্ষ্য বুদ্ধ্যা শুদ্ধ্যা নিধঃ।
রাজন্নেতে যদি ক্রুদ্ধা মাং নিগৃহ্নীয়ুরোজসা ॥ ২৪
এতে বা মামহং বৈনানুজানীহি পার্থিব।
এতান্ হি সর্বান্ সংরব্ধান্ নিয়ন্তুমহমুৎসহে ॥ ২৫
ন ত্বহং নিন্দিতং কর্ম কুর্যাং পাপং কথঞ্চন।
পাণ্ডবার্থে হি মুজ্যন্তে স্বার্থান্ হাস্যন্তি তে সুতাঃ ॥২৬
এতে চেদেবমিচ্ছন্তি কৃতকার্যো যুধিষ্ঠিরঃ।
অস্যৈব হ্যহমেনাংশ্চ যে চৈনাননু ভারত ॥ ২৭
নিগৃহ্য রাজন্ পার্থেভ্যো দদ্যাং কিং দুষ্কৃতং ভবেৎ।
ইদং তু ন প্রবর্তেয়ং নিন্দিতং কর্ম ভারত ॥ ২৮
সন্নিধৌ তে মহারাজ ক্রোধজং পাপবুদ্ধিজম্।
এষ দুর্যোধনো রাজন্ যথেচ্ছতি তথাস্তু তৎ ॥২৯
অহং তু সর্বাংস্তনয়াননুজানামি তে নৃপ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু বিদুরঃ ধৃতরাষ্ট্রোঽভ্যভাষত।
ক্ষিপ্রমানয় তং পাপং রাজপুত্রং সুযোধনম্ ॥ ৩০
সহমিত্রং সহামাত্যং সসোদর্যাং সহানুগম্।
শক্নুয়াং যদি পন্থানমবতারয়িতুং পুনঃ ॥ ৩১
ততো দুর্যোধনং কৃত্বা পুনঃ প্রাবেশয়ং সভাম্।
অকামং ভ্রাতৃভিঃ সার্ধং রাজভিঃ পরিবারিতম্ ॥ ৩২
অথ দুর্যোধনং রাজা ধৃতরাষ্ট্রোঽভ্যভাষত।
কর্ণ-দুঃশাসনাভ্যাঞ্চ রাজভিশ্চাপি সংবৃতম্ ॥ ৩৩
নৃশংস পাপবুদ্ধির্ষ ক্ষুদ্রকর্মসহায়বান্।
পাপৈঃ সহায়ৈঃ সংহত্য পাপং কর্ম চিকীর্ষসি ॥ ৩৪
অকার্যমযশস্যঞ্চ সদ্ভিশ্চাপি বিগর্হিতম্।
যথা বাদৃশকো মূঢ়ো বাবস্যেৎ কুলপাংসনঃ ॥ ৩৫
ধর্মিণঃ পুণ্ডরীকাক্ষমপ্রধৃষ্যং দুরাসদম্।
পাপৈঃ সহায়ৈঃ সংহত্য নিগ্রহীতুং কিলেচ্ছসি ॥ ৩৬

যেরূপ তুলসমূহের অগ্রভাগ সদা মহাবলবান্ বায়ুর বশীভূত থাকে, সেইরূপ সমস্ত কৌরবগণ চক্রধারী শ্রীকৃষ্ণের অধীনস্থ হইয়া যাইবে।] বিদুর এই কথা বলিবার পর সমস্ত সুহৃদ্‌গণকে শুনাইতে শুনাইতে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক কেশব বলিলেন ॥১৪-২৩

রাজন্—এই দুষ্ট কৌরবগণ যদি ক্রুদ্ধ হইয়া বলপূর্বক আমাকে বন্দী করিতে পারে, তবে আপনি তাহাদিগকে অনুমতি করুন। কৃপতে! তাহারা আমাকে বন্দী করুক, না হয় আমি তাহাদিগকে বন্দী করি।

যদিও আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ এই সকল কৌরবগণকে বন্দী করিতে পারি, তথাপি আমি কোন প্রকারেই কোন নিন্দিত কর্ম বা পাপকর্ম করিতে ইচ্ছুক নহি।

আপনার পুত্রগণ পাণ্ডবদিগের ধনগ্রহণের জন্য লোলুপ হইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু ইহাদিগকে সেইজন্য নিজেদের ধনকেও হারাইতে হইবে। যদি ইহারা তাহাই চাহে, তবে ত' যুধিষ্ঠিরের কার্য্য সফল হইয়াছে বুঝিতে হইবে।

ভারত! যদি আমি আজই এই সকল কৌরবগণকে তাহাদের অনুগামীর সহিত বন্দী করিয়া কুন্তীপুত্রদিগের নিকট সমর্পণ করি, তবে তাহাতে কি দুষ্কার্য্য হইতে পারে?

ভরতবংশধর মহারাজ! কিন্তু আমি আপনার নিকটে ক্রোধ অথবা পাপবুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া এই নিন্দিত কর্মে প্রবৃত্ত হইব না।

রাজন্! এই দুর্যোধন যেরূপ কামনা করিতেছে, সেইরূপ কার্য্যই হইবে। আমি আপনার সকল পুত্রকেই এখন অনুজ্ঞা প্রদান করিতেছি।

এই কথা শুনিয়া ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে বলিলেন,—তুমি অতি সত্বর মিত্র, মন্ত্রী, ভ্রাতা ও অনুগামীদিগের সহিত পাপী এবং রাজাদ্রোহী দুর্যোধনকে আমার নিকট লইয়া আইস, যদিই কোনরূপে পুনরায় তাহাকে সৎপথে আনাইতে পারি ॥ ২৪-৩১

তখন বিদুর রাজগণে পরিবৃত দুর্যোধনকে তাহার অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত সভামধ্যে প্রবেশ করাইলেন ॥ ৩২

সেই সময় কর্ণ, দুঃশাসন এবং অন্যান্য রাজগণে পরিবৃত দুর্যোধনকে রাজা ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন ॥ ৩৩

নৃশংস মহাপাপী দুর্যোধন! নীচকার্য্যকারী পুরুষগণ তোমার সহায়ক। তুমি সেই সব পাপী সহায়কগণের সহিত মিলিয়া পাপকর্ম করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ ॥ ৩৪

ঐ কর্ম এরূপই যে, সজ্জনগণ সর্বদা উহার নিন্দা করেন, উহা অযশকারক এবং উহা সম্পন্ন করিতেও তুমি সমর্থ নও; তথাপি তোমার ন্যায় কুলাঙ্গার ও মূর্খ যাদৃশ উহা করিবার জন্য উদ্যত হয় ॥ ৩৫

তুমি হীন পাপী সহায়কগণের সহিত মিলিয়া এই দুর্ধর্ষ এবং দুর্জয় বীর কমললোচন শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥ ৩৬

যো ন শক্যো বলাৎ কর্তুং দেবৈরপি সবাসবৈঃ।
তং ত্বং প্রার্থয়সে মন্দ বালশ্চন্দ্রপ্রভং যথা ॥ ৩৭
দেবৈর্গন্ধর্বযক্ষৈশ্চ রক্ষোভিরুরগৈশ্চ যঃ।
ন সোঢ়ুং সমরে শক্যস্তং ন বুধ্যসি কেশবম্ ॥৩৮
দুর্গ্রাহ্যঃ পাণিনা বায়ুর্দুঃস্পর্শঃ পাণিনা শশী।
দুর্ধরা পৃথিবী মূর্ধ্না দুর্গ্রাহ্যঃ কেশবো বলাৎ ॥ ৩৯
ইত্যুক্তে ধৃতরাষ্ট্রেণ কৃতাঞ্জলি বিদুরোঽব্রবীৎ।
দুর্যোধনমভিপ্রেত্য ধার্তরাষ্ট্রমমর্ষণম্ ॥ ৪০

বিদুর উবাচ।

দুর্যোধন নিবোধেদং বচনং মম সাম্প্রতম্।
সৌভদ্বারে দানবেন্দ্রো দ্বিবিদো নাম বানরঃ।
শিলাবর্ষেণ মহতা তাড়য়ানাস কেশবম্ ॥ ৪১
গ্রহীতুকামো বিক্রম্য সর্বযত্নেন মাধবম্।
গ্রহীতুং নাশকচ্চৈনং তং ত্বং প্রার্থয়সে বলাৎ ॥ ৪২
প্রাগ্‌জ্যোতিষগতঃ শৌরিং নরকঃ সহ দানবৈঃ।
গ্রহীতুং নাশকৎ তত্র তং ত্বং প্রার্থয়সে বলাৎ ॥ ৪৩
অনেকবর্ষসাহস্রো নিহতো নরকঃ পুরে।
নীত্বা কন্যাসহস্রাণি উপযেমে যথাবিধি ॥ ৪৪
নির্মোচনে ষট্ সহস্রাঃ পাশৈর্বদ্ধা মহাসুরাঃ।
গ্রহীতুং নাশকংশ্চৈনং তং ত্বং প্রার্থয়সে বলাৎ ॥ ৪৫
অনেন হি হতা বাল্যে পূতনা শকুনী তথা।
গোবর্ধনো ধারিতশ্চ সবার্থে ভরতর্ষভ ॥ ৪৬
অরিষ্টো ধেনুকশ্চৈব চাণূরশ্চ মহাবলঃ।
অশ্বরাজশ্চ নিহতঃ কংসশ্চারিষ্টমাচরন্ ॥ ৪৭
জরাসন্ধশ্চ বক্রশ্চ শিশুপালশ্চ বীর্যবান্।
বাণশ্চ নিহতঃ সংখ্যে রাজানশ্চ নিষূদিতাঃ ॥৪৮
বরুণো নির্জিতো রাজা পাবকশ্চামিতৌজসা।
পারিজাতশ্চ হরতা জিতঃ সাক্ষাচ্ছচীপতিঃ ॥ ৪৯

ওরে মূর্খ! দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত দেবগণও যাঁহাকে বলপূর্বক নিজেদের বশে আনিতে সমর্থ হন না, তাঁহাকে তুমি বন্দী করিতে কামনা করিতেছ? তোমার এই চেষ্টা সেইরূপ জানিও, যেরূপ কোন বালক চন্দ্রকে স্বীয় হস্তে গ্রহণ করিতে চাহে ॥ ৩৭

দেবতা, মনুষ্য, গন্ধর্ব, অসুর এবং নাগগণও যুদ্ধে যাঁহার বেগ সহ্য করিতে পারেন না, তুমি সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বুঝিতে পারিতেছ না ॥ ৩৮

যেরূপ দুষ্প্রধর্ষ বায়ুকে ধরা দুষ্কর, চন্দ্রকে হস্তদ্বারা স্পর্শ করা কঠিন এবং পৃথিবীকে মস্তকদ্বারা ধারণ করা অসম্ভব, সেইরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে বলপূর্বক বন্দী করা দুঃসাধ্য ॥ ৩৯

ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলিবার পর বিদুরও অমর্ষশীল ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনের নিকট যাইয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ৪০

বিদুর বলিলেন,—দুর্যোধন! তুমি এখন আমার কথা সাবধানে শ্রবণ কর। সৌভদ্বারে দ্বিবিদনামে প্রসিদ্ধ এক বানররাজ বাস করেন, তিনি একদিন প্রকৃত প্রস্তাব বশে করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বানিত করিয়াছিলেন ॥ ৪১

তিনি স্বীয় পরাক্রম প্রকাশ করিয়া সর্ববিধ উপায়ে শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইঁহাকে কোনরূপেই বন্দী করিতে পারেন নাই। তুমি সেই শ্রীকৃষ্ণকেই বলপূর্বক বন্দী করিতে কামনা করিতেছ ॥ ৪২

বহু পূর্বের একটি ঘটনা তোমাকে বলিতেছি—প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে দানবগণের সহিত নরকাসুর সেখানে বন্দী করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনিও ইহাতে সফল হন নাই। সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে তুমি বলপূর্বক বন্দী করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ ॥ ৪৩

বহু যুগ ও অসংখ্য বৎসরের আয়ুষ্মান্ নরকাসুরকে যুদ্ধে বধ করিয়া এই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার রাজধানী হইতে সহস্র রাজকন্যাকে (উদ্ধার করত) লইয়া গিয়া বিধি অনুসারে তাঁহাদের সকলকে বিবাহ করিয়াছিলেন ॥ ৪৪

নির্মোচন-নামক স্থানে ছয় হাজার মহাসুরকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পাশের দ্বারা বন্ধন করিয়াছিলেন। সেই মহাসুরগণও যাঁহাকে বন্দী করিতে পারে নাই, তুমি তাঁহাকে বলপূর্বক বন্দী করিতে অভিলাষ করিতেছ ॥ ৪৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইনি বাল্যকালে শকুনী পূতনাকে বধ করিয়াছিলেন এবং গোপগণকে রক্ষা করিবার জন্য যিনি হস্তে গোবর্ধন পর্বতকে ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৬

অরিষ্টাসুর, ধেনুক, মহাবলশালী চাণূর, অশ্বরাজ কেশী এবং কংসও লোকহিতের বিরুদ্ধ আচরণ করিতে থাকিলে এই শ্রীকৃষ্ণের হস্তেই নিহত হইয়াছিল ॥ ৪৭

জরাসন্ধ, দন্তবক্র, মহাপরাক্রমী শিশুপাল এবং বাণাসুরও ইঁহারই হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যুদ্ধে অন্যান্য বহু রাজাকেও ইনি সংহার করিয়াছেন ॥ ৪৮

অমিততেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ রাজা বরুণকেও জয় করিয়াছিলেন।

একার্ণবে চ যঃ সুপ্তো নিহন্তৌ মধু-কৈটভৌ।
জন্মান্তরমুপাগম্য হয়গ্রীবশ্চ যো হতঃ ॥ ৪০
অন্যং কর্তা ন ক্রিয়তে কারণং চাপি পৌরুষে।
যদ্ যদিচ্ছেদয়ং শৌরিস্তৎ তৎ কুর্যাদসংশয়ঃ ॥ ৪১
তং ন বুধ্যসি গোবিন্দং ঘোরবিক্রমমচ্যুতম্।
আশীবিষমিব ক্রুদ্ধং তেজোরাশিমনিন্দিতম্ ॥ ৪২

প্রবধন্ মহাবাহুঃ কৃষ্ণমক্লিষ্টকারিণম্।
পতঙ্গোঽগ্নিমিবাধাস্যঃ সামাত্যো ন ভবিষ্যসি ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি বিদুরবাক্যে
ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩০

ইনি অরিষ্টদেবকেও পরাজিত করিয়াছিলেন এবং পারিজাত হরণ করিবার সময় সাক্ষাৎ শচীপতি দেবরাজ ইন্দ্রকেও জয় করিয়াছিলেন ॥ ৩৯

ইনিই (মহাপ্রলয়ে) একার্ণবে পরিণত জলমধ্যে নিদ্রা যাইবার সময় মধু ও কৈটভ নামক দুই দৈত্যকে নিহত করিয়াছিলেন। ইনি অপর শরীর ধারণ করত হয়গ্রীবনামক রাক্ষসকেও বধ করিয়াছিলেন ॥ ৪০

ইনি সকলের কর্তা, ইহার কেহ কর্তা নাই। সকলের পুরুষার্থের কারণও ইনিই। এই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা যাহা ইচ্ছা করেন, তৎসমস্ত অনায়াসেই করিতে পারেন ॥ ৪১

যাঁহা মহিমা হইতে যিনি কখনও চ্যুত হন না, এই সেই ভগবান্ গোবিন্দের পরাক্রম ভয়ঙ্কর। তুমি ইহাকে বুঝিতে পারিতেছ না। ইনি সদা ক্রুদ্ধ বিষধর সর্পের ন্যায় ভয়ানক। ইনি সৎপুরুষগণ কর্তৃক প্রশংসিত ও তেজের রাশিস্বরূপ ॥ ৪২

অনধীনে মহৎ কর্ম করিতে সমর্থ মহাবাহু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে তিরস্কার করিতে যাইলে তুমি সৈন্যগণ মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত বিনষ্ট হইয়া যাইবে, যেরূপ প্রজ্বলিত অগ্নিতে পতিত হইয়া পতঙ্গ ভস্মসাৎ হইয়া যায় ॥ ৪৩

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে বিদুরের বাক্যবিষয়ক ত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বিশ্বরূপং প্রদর্শ্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কৌরবসভাতঃ প্রস্থানম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

বিদুরেণৈব মুক্তস্তু কেশবঃ শত্রুপূগহা।
দুর্যোধনং ধার্তরাষ্ট্রমভাষত বীর্যবান্ ॥ ১
একোঽহমিতি মন্যোঽহমনয়ে মাং সুযোধন।
পরিভূয় মুহুর্মুঢ়ে গ্রহীতুং মাং চিকীর্ষসি ॥ ২

ইহৈব পাণ্ডবাঃ সর্বে হ্যন্ধবৃষ্ণ্যন্ধকা-বৃষ্ণয়ঃ।
ইহাদিত্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ বসবশ্চ মহর্ষিভিঃ ॥ ৩
এবমুক্ত্বা জহাসোচ্চৈঃ কেশবঃ পরবীরহা।
তস্য সংহসতঃ শৌরের্বিদ্যুদ্রূপা মহাত্মনঃ ॥ ৪
অঙ্গুষ্ঠমাত্রাশ্চিদশা মুমুচুঃ পাবকার্চিষঃ।
তস্যা ব্রহ্মা ললাটস্থো রুদ্রো বক্ষসি চাভবৎ ॥ ৫

দেখ, এখানেই (আমার শরীরেই) সমস্ত পাণ্ডবগণ রহিয়াছে! অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয়গণও এখানে রহিয়াছে। আদিত্য, রুদ্র ও মহর্ষি-বৃন্দের সহিত বসুগণও বিদ্যমান আছে ॥ ৩

এই কথা বলিয়া বিপক্ষীয় বীরগণের নাশকারী ভগবান্ কেশব উচ্চৈঃস্বরে অট্টহাস করিতে লাগিলেন। হাস্য করিবার সময় মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখে স্থিত বিদ্যুতের ন্যায় কান্তিমান্ এবং অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলিতুল্য ক্ষুদ্র দেহধারী দেবতাগণ অগ্নির শিখাসমূহ উদ্গিরণ করিতেছিলেন। তাঁহার ললাটদেশে ব্রহ্মা এবং বক্ষঃস্থলে রুদ্রদেব বিদ্যমান ছিলেন ॥ ৪-৫

লোকপালা ভুজেবাসন্নয়িরাস্যাদজায়ত।
আদিত্যাশ্চৈব সাধ্যাশ্চ বসবোঽথাশ্বিনাবপি ॥ ৬
মরুতশ্চ সহেন্দ্রেণ বিশ্বেদেবাস্তথৈব চ।
যক্ষরক্ষাংসি গন্ধর্বোরগ-রাক্ষসাঃ ॥ ৭
প্রাদুরাসংস্তদা সোঽস্যাং সঙ্কর্ষণ-ধনঞ্জয়ৌ।
দক্ষিণোঽথার্জুনো বাহুর্বামে হলী রামশ্চ সব্যতঃ ॥ ৮
ভীমো যুধিষ্ঠিরশ্চৈব মাদ্রীপুত্রৌ চ পৃষ্ঠতঃ।
অন্ধকা বৃষ্ণয়শ্চৈব প্রদ্যুম্নপ্রমুখাস্ততঃ ॥ ৯
অগ্রে-বভূবুঃ কৃষ্ণস্য সমুদ্যত মহায়ুধাঃ।
শঙ্খ-চক্র-গদা-শক্তি-শার্ঙ্গ-লাঙ্গল-নন্দকাঃ ॥ ১০
অদৃশ্যন্তোদ্যতাস্যৈব সর্বপ্রহরণানি চ।
নানাবাহুষু কৃষ্ণস্য দীপ্যমানানি সর্বশঃ ॥ ১১
নেত্রাভ্যাং নস্ততশ্চৈব শ্রোত্রাভ্যাঞ্চ সমন্ততঃ।
প্রাদুরাসন্ মহাতেজাঃ সদৃশাঃ পাবকার্চিষঃ ॥ ১২
রোমকূপেষু চ তথা সূর্যস্যেব মরীচয়ঃ।

সমস্ত লোকপালগণ তাঁহার বাহুতে বিরাজমান ছিলেন। তাঁহার মুখ হইতে অগ্নি নির্গত হইতেছিল। আদিত্য, সাধ্য ও বসুগণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ইন্দ্রের সহিত মরুদ্গণ, বিশ্বেদেব, যক্ষ, গন্ধর্ব, নাগ এবং রাক্ষসগণও তাঁহার বিভিন্ন শরীরে প্রকটিত হইতেছিলেন ॥ ৬-৭

তাঁহার দুই বাহুতে বলরাম ও অর্জুন প্রাদুর্ভূত হইলেন। দক্ষিণ বাহুতে পরাক্রান্ত অর্জুন এবং বাম বাহুতে হলধর বলরাম বিরাজমান ছিলেন ॥ ৮

ভীমসেন, যুধিষ্ঠির এবং মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব ভগবানের পৃষ্ঠদেশে অবস্থিত ছিলেন। প্রদ্যুম্ন প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয়গণ ও অন্ধকবংশীয়গণ হস্তে বিশাল অস্ত্র ধারণ করত ভগবানের অগ্রভাগে প্রকটিত হইলেন।

শঙ্খ, চক্র, গদা, শক্তি, শার্ঙ্গধনু, হল ও নন্দকনামক খড়্গ এবং সমস্ত অস্ত্রই উপরে উত্থিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নানা বাহুতে দেদীপ্যমান রূপে দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৯-১১

তাঁহার দুই নেত্র, নাসিকাদ্বিবর ও দুই কর্ণ হইতে সর্বদিকে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ধূমযুক্ত অগ্নিশিখা প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল ॥ ১২

সমস্ত রোমকূপ হইতে সূর্যতুল্য দিব্য কিরণাবলি বিচ্ছুরিত হইতেছিল। মহাত্মা শ্রীকৃষ্ণের সেই ভয়ঙ্কর স্বরূপকে দেখিয়া

তং দৃষ্ট্বা ঘোরমায়ানং কেশবস্য মহাত্মনঃ ॥ ১৩
নিমীলয়ন্ত নেত্রাণি রাজানস্ত্রস্তচেতসঃ।
ঋতে দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ বিদুরঞ্চ মহামতিম্ ॥ ১৪
সঞ্জয়ঞ্চ মহাভাগমৃষীংশ্চৈব তপোধনান্।
প্রাদাৎ তেষাং স ভগবান্ দিব্যং চক্ষুর্জনার্দনঃ ॥ ১৫
তদ্ দৃষ্ট্বা মহদাশ্চর্যং মাধবস্য সভাতলে।
দেবদুন্দুভয়ো নেদুঃ পুষ্পবর্ষং পপাত চ ॥ ১৬

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ত্বমেব পুণ্ডরীকাক্ষ সর্বস্য জগতো হিতঃ।
তস্মাৎ ত্বং যাদবশ্রেষ্ঠ প্রসাদং কর্তুমর্হসি ॥ ১৭
ভগবন্ মম নেত্রাণামন্তর্ধানং বৃণে পুনঃ।
ভবন্তং দ্রষ্টুমিচ্ছামি নান্যং দ্রষ্টুমিহোৎসহে ॥ ১৮
ততোঽব্রবীন্মহাবাহুর্ধৃতরাষ্ট্রং জনার্দনঃ।
অদৃশ্যমানে নেত্রে তে ভবেতাং কুরুনন্দন ॥ ১৯

সমস্ত রাজগণের মনে অত্যন্ত ভয় উপস্থিত হইল এবং তাঁহারা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া ফেলিলেন। তখন দ্রোণাচার্য, ভীষ্ম, পরম বুদ্ধিমান্ বিদুর, মহাভাগ সঞ্জয় এবং তপোধন মহর্ষিগণ ব্যতীত অন্য সকল ব্যক্তিই চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছিলেন। এই দ্রোণ প্রভৃতিকে ভগবান্ জনার্দন স্বয়ংই দিব্য দৃষ্টি প্রদান করিয়াছিলেন। (সেইজন্য ইঁহারা চক্ষু উন্মীলিত করিয়াই এই বিশ্বরূপ দেখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন) ॥১৩-১৫

এই সভাতলে শ্রীকৃষ্ণের সেই পরম আশ্চর্যময় রূপ দেখিয়া দেবতাগণের দুন্দুভিবাদ্য বাদিত হইতেছিল এবং তাঁহার উপর পুষ্পবৃষ্টি পতিত হইতেছিল ॥ ১৬

সেই সময় ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—কমলনয়ন, যদুকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ! আপনিই সম্পূর্ণ জগতের হিতৈষী, অতএব আমার উপর কৃপাবর্ষণ করুন ॥ ১৭

ভগবন্! আমার চক্ষু নষ্ট হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আজ আমি আপনার নিকট আমার দুইটি চক্ষু প্রার্থনা করিতেছি। কেবল আপনাকেই দর্শন করিতে অভিলাষী হইয়াছি এবং অন্য আর কিছু আমি দেখিতে চাহি না ॥ ১৮

তখন মহাবাহু জনার্দন ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন—কুরুনন্দন! আপনার দুই অদৃশ্য নেত্র আবার প্রাপ্ত হইবেন ॥ ১৯

তত্রাদ্ভুতং মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রশ্চ চক্ষুষা।
লব্ধবান্ বাসুদেবাচ্চ বিশ্বরূপপ্রদর্শনম্ ॥ ২০
লব্ধচক্ষুষমাসীনং ধৃতরাষ্ট্রং নরাধিপাঃ।
বিস্মিতা ঋষিভিঃ সার্ধং তুষ্টুবুর্মধুসূদনম্ ॥ ২১
চচাল চ মহী কৃৎস্না সাগরশ্চাপি-চুক্ষুভে।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ পার্থিবা ভরতর্ষভ ॥ ২২
তদ্ধি স পুরুষব্যাঘ্রঃ সঞ্জহার বপুঃ স্বকম্।
তাং দিব্যামদ্ভুতাং চিত্রামৃদ্ধিমত্তামবিন্দমঃ ॥ ২৩
ততঃ সাত্যকিমাদায় পাণৌ হার্দিক্যমেব চ।
ঋষিভিস্তৈরনুজ্ঞাতো নির্যযৌ মধুসূদনঃ ॥ ২৪
ঋষয়োঽন্তর্হিতা জগ্মুস্তত্রৈতে নারদাদয়ঃ।
তস্মিন্ কোলাহলে শান্তে তদদ্ভুতনিবাতবৎ ॥ ২৫
তং প্রস্থিতমভিপ্রেক্ষ্য কৌরবাঃ সহ রাজভিঃ।
অনুজগ্মুর্নরব্যাঘ্রং দেবা ইব শতক্রতুম্ ॥ ২৬
অচিন্ত্যরূপমেয়াত্মা সর্বং তদ্ রাজমণ্ডলম্।
নিশ্চক্রাম ততঃ শৌরিঃ সদৃশ ইব পাবকঃ ॥ ২৭
ততো রথেন শুভ্রেণ মহতা কিঙ্কিণীকিনা।
হেমজালবিচিত্রেণ লঘুনা বেগবাদিনা ॥ ২৮
সুপঙ্করেণ শুভ্রেণ শৈব্যসুগ্রীবযুক্তেন প্রত্যদৃশ্যত সারথিঃ ॥ ২৯
তথৈব রথমাস্থায় কৃতবর্মা মহারথঃ।
কৃপেণাং সম্মতো বীরো হার্দিক্যঃ সমদৃশ্যত ॥ ৩০
উপস্থিতরথং শৌরিং প্রহাস্যমনবিন্দমম্।
ধৃতরাষ্ট্রো মহারাজঃ পুনরেবাভ্যভাষত ॥ ৩১
যাবদ্ বলং মে পুত্রেষু পশ্যতে ত্বচ্চনার্দন।
প্রত্যক্ষং তে ন তে কিঞ্চিৎ সর্বোঽয়ং শত্রুকর্শন ॥ ৩২

মহারাজ জনমেজয়! সেখানে এই অদ্ভুত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল—ধৃতরাষ্ট্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট হইতে তাঁহার বিশ্বরূপ দর্শন করিবার জন্য নিজের দুই চক্ষু লাভ করিয়াছিলেন ॥২০

সিংহাসনে উপবিষ্ট অবস্থায় ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার দুই চক্ষু ফিরিয়া পাইলেন, ইহা জানিয়া ঋষিগণের সহিত সমস্ত রাজারা বিস্মিত হইয়া মধুসূদনের স্তুতি করিতে লাগিলেন ॥ ২১

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় সমগ্র পৃথ্বী কম্পিতা হইয়া উঠিলেন, সমুদ্র বিক্ষোভিত হইল এবং সমস্ত ভূপতিগণ অতিশয় বিস্মিত হইলেন ॥ ২২

তারপর শত্রুদমন পুরুষশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় স্বরূপ, সেই দিব্য, অদ্ভুত ও বিচিত্র ঐশ্বর্যকে নিজের মধ্যে সংহৃত করিয়া লইলেন ॥ ২৩

তদনন্তর সেই মধুসূদন ঋষিগণের অনুমতি লইয়া সাত্যকি ও কৃতবর্মার হস্তধারণ করত সভাভবন হইতে বহির্গত হইলেন ॥২৪

তিনি চলিয়া যাইবার পর নারদাদি মহর্ষিগণও অদৃশ্য হইয়া যাইলেন। তখন সমস্ত কোলাহল শান্ত হইয়া গেল। ইহা যেন তখন এক অদ্ভুত ঘটনা সকলের সম্বন্ধেই সংঘটিত হইল ॥ ২৫

নরশ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে যাইতে দেখিয়া রাজাদিগের সহিত সমস্ত কৌরবগণ তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিলেন, তাহাতে মনে হইতে লাগিল—দেবগণ যেন দেবরাজ ইন্দ্রের অনুসরণ করিতেছেন ॥ ২৬

কিন্তু অপ্রমেয়স্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সমস্ত রাজমণ্ডলীকে কোনরূপ গণ্য না করিয়াই যুগসংবর্তের অগ্নির ন্যায় সভাভবন হইতে বাহির হইয়া আসিলেন ॥ ২৭

বাহিরে আসিতেই শৈব্য ও সুগ্রীবনামক অশ্বে যোজিত পরম উজ্জ্বল ও বিশাল রথের সহিত সারথি দারুককে তিনি দেখিতে পাইলেন। এই রথে বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘণ্টিকা শোভিত ছিল। স্বর্ণের জালে (জালরে) তাহার বিচিত্র কান্তি বিজৃম্ভিত হইতেছিল। এই শীঘ্রগামী রথ চলিবার সময় মেঘের ন্যায় গম্ভীর ধ্বনি করিয়া থাকে। ইহার অভ্যন্তরে সর্ববিধ প্রয়োজনীয় সামগ্রী উত্তমরূপে সাজাইয়া রাখা হইয়াছিল। তাহার উপর ব্যাঘ্রচর্মের আবরণ সংবৃত ছিল এবং রথকে রক্ষা করিবার জন্যও সর্বপ্রকারের আবশ্যকীয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হইয়াছিল ॥ ২৮-২৯

এইরূপে বৃষ্ণিবংশীয়গণের সম্মানিত বীর হার্দিক্যপুত্র মহারথ কৃতবর্মাও অপর এক রথে বসিয়া আছেন দেখা যাইল ॥ ৩০

শত্রুদমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের রথ উপস্থিত এবং তিনি তখনই সেইস্থান হইতে চলিয়া যাইবেন—ইহা জানিয়া মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র পুনরায় তাঁহাকে বলিলেন ॥ ৩১

শত্রুনাশন জনার্দন! পুত্রগণের উপর আমার সামর্থ্য কতটুকু, তাহা আপনি স্বয়ং অবলোকন করিলেন। সব কিছুই আপনার সম্মুখে প্রতিভাত হইতেছে, আপনার কিছুই অজ্ঞাত নাই ॥ ৩২

কুরূণাং শমমিচ্ছন্তঃ যতমানশ্চ কেশব।
বিধিবৈতাবদ্বস্থাং মে নাভিশঙ্কিতুমর্হসি ॥ ৩৩
ন মে পাপোঽস্ত্যভিপ্রায়ঃ পাণ্ডবান্ প্রতি কেশব।
জ্ঞাতমেব হিতং বাক্যং ময়োক্তং সুযোধনঃ ॥ ৩৪
জানন্তি কুরবঃ সর্বে রাজানশ্চৈব পার্থিবাঃ।
শমে প্রযতমানং মাং সর্বযত্নেন মাধব ॥ ৩৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততোঽব্রবীন্মহাবাহুর্ধৃতরাষ্ট্রং জনার্দনঃ।
দ্রোণং পিতামহং ভীষ্মং ক্ষত্তারং বাহ্লিকং কৃপম্ ॥ ৩৬
প্রত্যক্ষমেতদ্ ভবতাং যদ্ বৃত্তং কুরুসংসদি।
যথা চাশিষ্টবদ্দ্যূতে রোষাদগ্নি সমুত্থিতঃ ॥ ৩৭
বদত্যনীশমাত্মানং ধৃতরাষ্ট্রো মহীপতিঃ।
আপৃচ্ছে ভবতঃ সর্বান্ গমিষ্যামি যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৩৮
আমন্ত্র্য প্রস্থিতং সৌরিং রথস্থং পুরুষর্ষভ।
অনুজগ্মুর্মহেষ্বাসাঃ প্রবীরা ভরতর্ষভাঃ ॥ ৩৯
ভীষ্মো দ্রোণঃ কৃপঃ ক্ষত্তা ধৃতরাষ্ট্রোঽথ বাহ্লিকঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ যুযুৎসুশ্চ মহারথঃ ॥ ৪০
ততো রথেন শুভ্রেণ মহতা কিঙ্কিণীকিনা।
কুরূণাং পশ্যতাং দ্রষ্টুং যযৌ স পিতুরন্তিকম্ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি বিশ্বরূপদর্শনে একত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩১

কেশব! আমিও চাই যে, কৌরব-পাণ্ডবগণের মধ্যে সন্ধি স্থাপিত হউক। এজন্য আমি চেষ্টাও করিয়া যাইতেছি; কিন্তু আমার এই (অসদ্ভাব) অবস্থা জানিয়া আমার উপর সন্দেহ করিবেন না ॥ ৩৩

কেশব! পাণ্ডবগণের উপর আমার কোন পাপপূর্ণ অভিপ্রায় নাই। আমি দুর্যোধনকে যে হিতকর বাক্য বলিয়াছি, তাহা আপনি জ্ঞাত আছেন ॥ ৩৪

মাধব! আমি সর্বপ্রকার উপায়ে সন্ধিস্থাপনের জন্য যত্নপরায়ণ, এই কথা সমস্ত কৌরবগণ ও ধরিত্রীস্থ পৃথিবীপতি রাজগণ জানেন ॥ ৩৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তাহার পর মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ রাজা ধৃতরাষ্ট্র, আচার্য দ্রোণ, পিতামহ ভীষ্ম, বিদুর, বাহ্লীক ও কৃপাচার্যকে বলিলেন ॥ ৩৭

কৌরবসভায় যে সমস্ত ঘটনা ঘটিয়া গেল, তাহা আপনারা সকলে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। দুষ্ট দুর্যোধন অশিষ্টের ন্যায় কিরূপ রোষভরে উঠিয়া গেল ॥ ৩৭

মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রও নিজেকে নিজেই অসমর্থ বলিয়া বলিলেন। অতএব এখন আমি আপনাদের সকলের নিকট আজ্ঞা চাহিতেছি—আমি এখন যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইব ॥ ৩৮

নরশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! তাঁহার বাক্য শ্রবণ করিয়া প্রস্থানোদ্যত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অনুমতি লইয়া ভরতবংশের মহাধনুর্ধর প্রধান বীরগণ তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে কিয়দ্দূর গমন করিলেন ॥ ৩৯

সেই সমস্ত বীরগণের নাম হইল—ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপ, বিদুর, ধৃতরাষ্ট্র, বাহ্লীক, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ ও মহারথ যুযুৎসু ॥ ৪০

অনন্তর কিঙ্কিণীযুক্ত সেই বিশাল ও উজ্জ্বল শ্বেতবর্ণবিশিষ্ট রথের দ্বারা ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত কৌরবগণের সমক্ষে নিজ পিসিমা কুন্তীদেবীকে দর্শন করিবার জন্য গমন করিলেন ॥ ৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে বিশ্বরূপদর্শনবিষয়ক একত্রিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেন জিজ্ঞাসিতায়াঃ কুন্তীদেব্যাঃ পাণ্ডবসমীপে কথনায় সন্দেশপ্রেরণম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রবিশ্যাথ গৃহং তস্যাশ্চরণাবভিবাদ্য চ।
আচখ্যৌ তৎ সমাসেন যদ্ বৃত্তং কুরুসংসদি ॥ ১

বাসুদেব উবাচ।

উক্তং বহুবিধং বাক্যং প্রহণীয়ং সহেতুকম্।
ঋষিভিশ্চৈব চ ময়া ন চাসৌ তদ্ গৃহীতবান্ ॥ ২
কালপক্বমিদং সর্বং সুযোধনবলাগ্রগম্।
আপৃচ্ছে ত্বাং ভবতীং শীঘ্রং প্রয়াস্যে পাণ্ডবান্ প্রতি ॥ ৩
কিং বাচ্যাঃ পাণ্ডবেয়াস্তে ভবত্যা বচনাদ্ময়া।
তদ্ ব্রূহি ত্বং মহাপ্রাজ্ঞে শুশ্রূষে বচনং তব ॥ ৪

কুন্ত্যুবাচ।

ব্রূয়াঃ কেশব রাজানং ধর্মাত্মানং যুধিষ্ঠিরম্।
ক্ষত্রিয়ান্তে ক্ষীয়তে ধর্মো মা পুত্রক বৃথা কৃথাঃ ॥ ৫

শ্রোত্রিয়স্যেব তে রাজন্ মন্দকস্যাবিপশ্চিতঃ।
অনুবাকহতা বুদ্ধির্ধর্মমেবৈকমীক্ষতে ॥ ৬
অঙ্গাবেক্ষস্ব ধর্মং ত্বং যথা সৃষ্টং স্বয়ম্ভুবা।
বাহুভ্যাং ক্ষত্রিয়া সৃষ্টা বাহুবীর্য্যোপজীবিনঃ ॥ ৭
ক্রূরায় কর্মণে নিত্যং প্রজানাং পরিপালনে।
শৃণু চাত্রোপনিষদং যা বৃদ্ধেভ্যঃ শ্রুতা ময়া ॥ ৮
মুচুকুন্দস্য রাজর্ষেরবাপ্তাং পৃথিবীমিমাম্।
পুরা বৈশ্রবণঃ প্রীতো ন চাসৌ তাং গৃহীতবান্ ॥ ৯
বাহুবীর্য্যার্জিতাং রাজ্ঞশ্চীরামিতি কাময়ে।
ততো বৈশ্রবণঃ প্রীতো বিস্মিতঃ সমপদ্যত ॥ ১০
মুচুকুন্দস্ততো রাজা সোঽব্রবীদসহ বসুন্ধরাম্।
বাহুবীর্য্যার্জিতাং সম্যক্ ভুঙ্‌ক্ষে ধর্মমনুব্রতঃ ॥ ১১

দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়

[শ্রীকৃষ্ণকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া পাণ্ডবদিগকে বলিবার জন্য কুন্তীদেবীর সংবাদ প্রেরণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কুন্তীর ভবনে যাইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কৌরবসভায় যাহা কিছু হইয়াছিল, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত সংক্ষেপে কুন্তীদেবীকে শুনাইলেন ॥ ১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—আমি ও সমবেত ঋষিগণ নানা-প্রকার যুক্তিযুক্ত বাক্য, যাহা সর্বতো প্রহণযোগ্য ছিল, তাহা সভায় বলিয়াছিলাম, কিন্তু দুর্যোধন উহা মানিল না ॥ ২

মনে হইতেছে—দুর্যোধনের বশীভূত হইয়া তাহারই অনুসরণকারী সমগ্র ক্ষত্রিয়সমাজ আজ কালপরিপক্ক হইয়াছে (সেইজন্য শীঘ্রই ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে)। এখন আমি তোমার অনুমতি চাহিতেছি, আমি অতি সত্বর এখান হইতে পাণ্ডবগণের নিকট যাইব ॥ ৩

মহাপ্রাজ্ঞে! আমি পাণ্ডবগণকে তোমার কি সংবাদ জানাইব, উহা আমাকে বল। আমি তোমার বাক্য শুনিতে ইচ্ছুক ॥ ৪

কুন্তীদেবী বলিলেন,—কেশব! তুমি ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইয়া এইরূপ বলিবে—পুত্র! তোমার প্রজাপালনরূপ ধর্মের অত্যন্ত হানি হইতেছে। তুমি সেই ধর্ম পালনের অবকাশকে ব্যর্থ করিও না ॥ ৫

রাজন্! যেরূপ বেদের প্রকৃত অর্থ বুঝিতে অসমর্থ অজ্ঞ বেদপাঠকের বুদ্ধি কেবল বেদের মন্ত্রসমূহ আবৃত্তি করিয়াই নষ্ট হয় এবং কেবল বেদমন্ত্রপাঠরূপ লাভের উপরই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখে, সেইরূপ তোমারও বুদ্ধি কেবল ক্ষত্রিয়ধর্মের উপরই আবদ্ধ আছে ॥ ৬

পুত্র! স্বয়ং বিধাতা তোমার জন্য যেরূপ ধর্মের সৃষ্টি করিয়াছেন, তুমি তাহার উপর দৃষ্টিপাত কর। তিনি বাহু হইতে ক্ষত্রিয়জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন, অতএব ক্ষত্রিয়রা বাহুবলের সাহায্যেই জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকে ॥ ৭

তাহারা যুদ্ধরূপ কঠিন কার্য করিবার জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে এবং প্রজাপালনরূপ ধর্মেই নিরত থাকে। আমি এ বিষয়ে এক উদাহরণ দিতেছি—যাহা আমি পূর্বে বৃদ্ধগণের নিকট হইতে শ্রবণ করিয়াছি ॥ ৮

যহ পূর্বেকার ঘটনা—ধনাধ্যক্ষ কুবের রাজর্ষি মুচুকুন্দের উপর প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে এই সম্পূর্ণ ভূমণ্ডল দান করেন, কিন্তু তিনি উহা গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হন ॥ ৯

তিনি বলিয়াছিলেন,—দেব! আমার এই ইচ্ছা যে, আমি নিজ বাহুবলে উপার্জিত রাজ্য উপভোগ করি। ইহাতে কুবের অত্যন্ত প্রসন্ন ও বিস্মিত হইলেন ॥ ১০

তারপর মহা ক্ষত্রিয় ধর্মে নিরত রাজা মুচুকুন্দ নিজ বাহুবলে প্রাপ্ত এই পৃথিবীকে ন্যায়ানুসারে পালন করিয়াছিলেন ॥ ১১

যং হি ধর্মং চরন্ত্যীহ প্রজা রাজ্ঞা সুরক্ষিতাঃ।
চতুর্থং তস্য ধর্মস্য রাজা বিন্দতে ভারত ॥ ১২
রাজা চরতি চেদ্ ধর্মং দেবত্বায়ৈব কল্পতে।
স চেদধর্মং চরতি নরকায়ৈব গচ্ছতি ॥ ১৩
দণ্ডনীতিঃ স্বধর্মেণ চাতুর্বর্ণ্যং নিষচ্ছতি।
প্রযুক্তা স্বামিনা সম্যগধর্মেভ্যশ্চ যচ্ছতি ॥ ১৪
দণ্ডনীত্যাং যদা রাজা সম্যক্ কার্ৎস্নেন বর্ততে।
তদা কৃতযুগং নাম কালঃ শ্রেষ্ঠঃ প্রবর্ততে ॥ ১৫
কালো বা কারণং রাজ্ঞো রাজা বা কালকারণম্।
ইতি তে সংশয়ো মা ভূদ্ রাজা কালস্য কারণম্ ॥ ১৬
রাজা কৃতযুগস্রষ্টা ত্রেতায়া দ্বাপরস্য চ।
যুগস্য চ চতুর্থস্য রাজা ভবতি কারণম্ ॥ ১৭
কৃতস্য করণাদ্ রাজা স্বর্গমত্যন্তমশ্নুতে।
ত্রেতায়াঃ করণাদ্ রাজা স্বর্গং নাত্যন্তমশ্নুতে ॥ ১৮
দ্বাপরস্য প্রবর্তনাদ্ দ্বাপরস্য যথাভাগমুপাশ্নুতে।
কলেঃ প্রবর্তনাদ্ রাজা পাপমত্যন্তমশ্নুতে ॥ ১৯
ততো বসতি দুষ্কর্মা নরকে শাশ্বতীঃ সমাঃ।
রাজদোষেণ হি জগৎ স্পৃশ্যতে জগতঃ স চ ॥ ২০
রাজধর্মানবেক্ষস্ব পিতৃপৈতামহোচিতান্।
নৈতদ্ রাজর্ষিবৃত্তং হি যত্র ত্বং স্থাতুমিচ্ছসি ॥ ২১
ন হি বৈক্লব্যসংসৃষ্ট আনৃশংস্যে ব্যবস্থিতঃ।
প্রজাপালনসম্ভূতং ফলং কিঞ্চন লব্ধবান্ ॥ ২২
ন ত্বেতামাশিষং পাণ্ডুর্ন চাহং ন পিতামহঃ।
প্রযুক্তবন্তঃ পূর্বং তে যথা চরসি মেধয়া ॥ ২৩
যজ্ঞো দানং তপঃ শৌর্যং প্রজা সন্তানমেব চ।
মাহাত্ম্যং বলমোজশ্চ নিত্যমাশংসিতং ময়া ॥ ২৪
নিত্যং স্বাহা স্বধা নিত্যং হুতান্নমৃষিদেবতাঃ।
দীর্ঘমায়ুর্ধনং পুত্রান্ সমাগাধাস্যতাং শুভাঃ ॥ ২৫

ভারত! রাজার দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া প্রজাগণ এখানে যে সকল ধর্ম্মের আচরণ করেন, উহার চতুর্থভাগ রাজা লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১২

যদি রাজা নিজ ধর্ম্মপালন করেন, তাহা হইলে তিনি উহার দ্বারা দেবত্ব লাভ করেন এবং তিনি যদি অধর্ম্মের আচরণ করেন, তবে নরকেই গমন করিয়া থাকেন ॥ ১৩

রাজার দণ্ডনীতি যদি রাজার দ্বারা স্বধর্ম্মানুসারে প্রযুক্ত হয়, তবে উহাতে তিনি ব্রাহ্মণাদি চারি বর্ণকে নিজ নিয়মনে রাখিতে সমর্থ হন এবং অধর্ম্ম হইতে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিয়া থাকেন ॥ ১৪

যদি রাজা দণ্ডনীতির প্রয়োগে পূর্ণরূপে ন্যায়েরই অনুসরণ করেন, তবে জগতে "সত্যযুগ" নামক উত্তম কাল আবির্ভূত হয় ॥ ১৫

রাজার কারণ কাল অথবা কালের কারণ রাজা, এরূপ সন্দেহ তোমার মনে যেন উৎপন্ন না হয়; কারণ, রাজাই কালের কারণ ॥ ১৬

রাজাই সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ ও দ্বাপরযুগের স্রষ্টা এবং চতুর্থ যুগ যে কলি, উহার আবির্ভাবেরও কারণ হইলেন রাজা ॥ ১৭

নিজের সৎকর্ম্মসমূহের দ্বারা সত্যযুগের উপস্থিতির কারণ রাজা অক্ষয় স্বর্গ লাভ করিয়া থাকেন। ত্রেতাযুগের প্রবৃত্তির ফলে রাজার স্বর্গপ্রাপ্তি হয় বটে, কিন্তু তাহা অক্ষয় হয় না ॥ ১৮

দ্বাপরযুগের প্রবর্ত্তনের ফলে রাজা যথাযথ ভাগানুসারে পুণ্য ও পাপের ফল প্রাপ্ত হন; কিন্তু কলিযুগের প্রবৃত্তির জন্য রাজাকে অত্যন্ত পাপ (কষ্ট) ভোগ করিতে হয় ॥ ১৯

এরূপ করিবার ফলে দুষ্কর্ম্মা রাজা বহু বর্ষকাল ধরিয়া নরকেই বাস করিয়া থাকে। রাজার দোষ জগৎকে এবং জগতের দোষ রাজাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ২০

পুত্র! তোমার পিতা পিতামহ যাহা পালন করিয়া গিয়াছেন, তুমি সেই রাজধর্ম্মের দিকে দৃষ্টিপাত কর। তুমি যাহার আশ্রয় লইতে অভিলাষী হইয়াছ, উহা রাজর্ষিগণের আচার বা রাজধর্ম্ম নহে ॥ ২১

যে রাজা সর্ব্বদা দয়াভাবে দ্রবীকৃত থাকিয়া নিজের বিক্লবতাকেই বর্দ্ধিত করে, সেইরূপ কোন রাজাই প্রজাপালন-জনিত কোন পুণ্য ফলই কখনও প্রাপ্ত হয় না ॥ ২২

তুমি যে বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া চলিতেছ, উহার জন্য না তোমার পিতা পাণ্ডু, না আমি এবং না পিতামহ পূর্ব্বে কখনও আশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছি। (অর্থাৎ তোমার ঐরূপ বুদ্ধি হউক, এতাদৃশ কামনা কখনও আমরা করি নাই।) ২৩

আমি তো সর্ব্বদাই আশা রাখি যে, তুমি যজ্ঞ, দান, তপস্যা, শৌর্য্য, বুদ্ধি, সন্তান, মহত্ত্ব, বল ও ওজঃ (মনঃশক্তি) প্রাপ্ত হও ॥ ২৪

কল্যাণকারী ব্রাহ্মণগণের উত্তমরূপে আরাধনা করিলে পর তাঁহারাও সদা দেবগণ, পিতৃগণ, ঋষিগণ, ধন ও পুত্রগণ প্রাপ্তির জন্য আশীর্ব্বাদ দিয়া থাকেন ॥ ২৫

পুত্রেষ্বাশাসতে নিত্যাঃ পিতরো দৈবতানি চ।
দানমধ্যয়নং যজ্ঞং প্রজানাং পরিপালনম্ ॥ ২৬
এতদ্ ধর্ম্যমধর্ম্যং বা জন্মনৈবাভ্যুপায়তঃ।
তে তু বৈদ্যাঃ কুলে জাতা অবশ্যা ভাত পীড়িতাঃ ॥২৭
যত্র দানপতিং শূরং ক্ষুধিতাঃ পৃথিবীচরাঃ।
প্রাপ্য তুষ্টাঃ প্রতিষ্ঠন্তে ধর্ম্যঃ কোঽভ্যধিকস্ততঃ ॥ ২৮
দানেনান্যং বলেনান্যং তথা সূনৃততয়া পরম্।
সর্ব্বতঃ প্রতিগৃহ্ণীয়াদ্ রাজ্যং প্রাপ্যেহ ধার্ম্মিকঃ ॥ ২৯
ব্রাহ্মণঃ প্রচরেদ্ ভৈক্ষং ক্ষত্রিয়ঃ পরিপালয়েৎ।
বৈশ্যো ধনার্জ্জনং কুর্য্যাচ্ছূদ্রঃ পরিচরেচ্চ তান্ ॥ ৩০
ভৈক্ষং বিপ্রতিষিদ্ধং তে কৃষির্নৈবোপপদ্যতে।
ক্ষত্রিয়োঽসি কুতো ভ্রাতঃ বাণবীর্য্যোপজীবিতা ॥ ৩১
পিত্র্যমংশং মহাবাহো নিমগ্নঃ পুনরুদ্ধর।
সাম্না ভেদেন দানেন দণ্ডেনাথ নয়েন বা ॥ ৩২
ইতো দুঃখতরং কিং নু যদহং হীনবান্ধবা।
পরপিণ্ডমুপাক্ষে বৈ যাং সূষামিত্রনন্দন ॥ ৩৩
মৃষ্যাম রাজধর্ম্মেণ মা নিমজ্জীঃ পিতামহান্।
মা গমঃ ক্ষীণপুণ্যত্বং সানুজঃ পাপিকাং গতিম্ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্ব্বণি ভগবদ্যানপর্ব্বণি কুন্তীবাক্যে দ্বাত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩২

দেবতা ও পিতা পিতামহাদি নিজ উপাসক এবং বংশজগণের উপর সদা ধ্যান, স্বাধ্যায়, যজ্ঞ ও প্রজাপালনের আশা রাখেন ॥ ২৬

শ্রীকৃষ্ণ! আমার এই বাক্য ধর্ম্মসঙ্গত বা অধর্ম্মযুক্ত, ইহা তুমি স্বীয় জন্মগত স্বভাবানুসারেই জানিতে পারিতেছ। ভাত! সেই পাণ্ডবগণ উত্তমকুলে উৎপন্ন ও বিদ্বান্ হইয়াও বর্ত্তমানে জীবিকার অভাবে পীড়িত ॥ ২৭

ভূতলে বিচরণকারী ক্ষুধিত মনুষ্যগণ যেখানে দানপতি শূরবীর ক্ষত্রিয়ের নিকটে যাইয়া অন্নাদিদ্বারা পূর্ণরূপে সন্তুষ্ট হইয়া স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে, সেখানে ইহা অপেক্ষা অধিক আর কি অন্যবিধ ধর্ম্ম থাকিতে পারে? ২৮

ধর্ম্মাত্মা পুরুষ যেখানে ভক্ত রাজা পাইয়া কাহাকেও দানে, কাহাকেও বলে এবং কাহাকেও মধুর বাক্যের দ্বারা সন্তুষ্ট করিবেন। এইভাবে নানা দিক্ হইতে সমাগত মনুষ্যগণকে দান, মান প্রভৃতি দ্বারা সন্তুষ্ট করিয়া স্বপক্ষে আনয়ন করিবে ॥ ২৯

ব্রাহ্মণ ভিক্ষাবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবেন, ক্ষত্রিয় প্রজাপালন করিবেন, বৈশ্য ধনোপার্জ্জন করিবেন এবং শূদ্র এই তিন বর্ণের সেবা করিবেন ॥ ৩০

যুধিষ্ঠির! তোমার পক্ষে ভিক্ষাবৃত্তি তো সর্ব্বথা নিষিদ্ধ এবং কৃষিকর্ম্মও তোমার যোগ্য নয়। তুমি তো অপরের ক্ষত্তি হইতে ত্রাণকর্ত্তা হইবে। তোমাকে বাহুবলের দ্বারাই জীবিকা চালাইতে হইবে ॥ ৩১

মহাবাহো! তোমার পৈতৃক রাজ্যভাগ শত্রুর হস্তে পতিত হইয়া লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। তুমি সাম, দান, ভেদ অথবা দণ্ড-নীতির দ্বারা উহাকে পুনরায় উদ্ধার কর ॥ ৩২

শত্রুগণের আনন্দবর্দ্ধনকারী পুত্র! ইহা হইতে আর অধিক কি দুঃখের হইতে পারে যে, আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়াও বন্ধু-বান্ধবহীন সাধারণ রমণীর ন্যায় জীবিকার জন্য অপরের প্রদত্ত অন্নপিণ্ডের উপর আমাকে নির্ভর থাকিতে হইতেছে ॥ ৩৩

অতএব তুমি নিজ ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ কর। কাতর হইয়া স্বীয় পিতা পিতামহের নাম ডুবাইও না এবং ভ্রাতৃগণের সহিত পুণ্য হইতে বঞ্চিত হইয়া পাপময়ী গতিপ্রাপ্ত হইও না ॥ ৩৪

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্ব্বে কুন্তীবাক্যবিষয়ক দ্বাত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কুন্তী বিদুলোপাখ্যানারম্ভে রণভূমিতঃ পলায়িত্বা গতং স্ব-পুত্রং দাক্ষ্যেণ তিরস্কৃত্য বিদুলয়া পুনর্যুদ্ধং কর্তুং তস্মৈ উৎসাহদানঞ্চ।]

কুন্ত্যুবাচ।

অত্রাপ্যুদাহরন্তীমমিতিহাসং পুরাতনম্।
বিদুলায়াশ্চ সংবাদং পুত্রস্য চ পরন্তপ ॥ ১
অত্র শ্রেয়শ্চ ক্ষুরঞ্চ যথাবদ্ বক্তুমর্হসি।
যশস্বিনী মহামাত্তী কুলে জাতা বিভাবরী ॥ ২
ক্ষত্রধর্মরতা দান্তা বিদুলা দীর্ঘদর্শিনী।
বিশ্রুতা রাজসংসৎসু শ্রুতবাক্যা বহুশ্রুতা ॥ ৩
বিদুলা নাম রাজ্ঞস্তা জগতে পুত্রমৌরসম্।
নির্জিতং সিন্ধুরাজেন শয়ানং দীনচেতসম্ ॥ ৪

বিদুলোবাচ।

অনন্দন ময়া জাত ক্ষিপ্তাং চমবর্ধন।
ন ময়া ত্বং ন পিত্রা চ জাতঃ কাপুরুষাগতো হ্যসি ॥ ৫
নির্মন্যুশ্চাপ্যসংখ্যাতঃ পুরুষঃ ক্লীবসাধনঃ।
যাবজ্জীবং নিরাশোঽসি কল্যাণায় ধুরং বহ ॥ ৬
মাত্মানমবমন্যস্ব মৈনমল্পেন যোজয়ঃ।
মনঃ কৃত্বা সুকল্যাণং মা ভৈষ্ট্বং প্রতিসংহর ॥ ৭
উত্তিষ্ঠ হে কাপুরুষ মা শেষ্বৈবং পরাজিতঃ।
অমিত্রান্ নন্দয়ন্ সর্বান্ নির্মানো বন্ধুশোকদঃ ॥ ৮
সুপূর্বা বৈ কুনদিকা সুপূরো মূষিকাঞ্জলিঃ।
সুসন্তোষঃ কাপুরুষঃ স্বল্পকেনৈব তুষ্যতি ॥ ৯
অপ্যাহেরাকৃজন্ দংষ্ট্রামাশ্বেব নিধনং ব্রজ।
অপি বা সংশয়ং প্রাপ্য জীবিতেঽপি পরাক্রমেঃ ॥ ১০

ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[কুন্তীকর্তৃক বিদুলার উপাখ্যান আরম্ভ, রণভূমি হইতে পলায়ন করিয়া আগত নিজ পুত্রকে কঠোরভাবে তিরস্কার করত বিদুলাকর্তৃক পুনরায় যুদ্ধ করিবার জন্য তাহাকে উৎসাহ দান।]

কুন্তীদেবী বলিলেন,—পরন্তপ শ্রীকৃষ্ণ! এই প্রসঙ্গে বিদুষী বিদুলা ও তাহার পুত্র সঞ্জয়ের সংবাদরূপ এক পুরাতন ইতিহাস আমি উদাহরণ দিতেছি। ১

এই উপাখ্যানে যে কল্যাণকারী উপদেশ আছে, উহা তুমি যুধিষ্ঠিরের নিকটে যথাযথভাবে অবশ্যই বলিবে। পূর্বে বিদুলানামে প্রসিদ্ধ এক ক্ষত্রিয়া মহিলা ছিলেন। তিনি উত্তমকুলে উৎপন্না, যশস্বিনী, তেজস্বিনী, মানিনী, জিতেন্দ্রিয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম-পরায়ণা ও দূরদর্শিনী ছিলেন। রাজসভাতে তাঁহার অত্যন্ত খ্যাতি ছিল। তিনি বহু শাস্ত্রে অভিজ্ঞা ও মহাপুরুষগণের নিকট হইতে বহু উপদেশও শুনিয়াছিলেন। এক সময় তাঁহার পুত্র সিন্ধুরাজের নিকট হইতে পরাজিত হইয়া অত্যন্ত দীনভাবে গৃহে প্রত্যাবর্তন করত শুইয়াছিল। রাণী বিদুলা নিজের সেই ঔরসজাত পুত্রকে এই অবস্থায় দেখিয়া তাহার নিন্দা করিতে লাগিলেন। ২-৪

বিদুলা বলিলেন,—অরে, তুমি আমার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছ সত্য, কিন্তু আমাকে আনন্দ দিতে পারিলে না; তুমি শত্রুরই হর্ষ বাড়াইয়া দিলে। এই কারণে আমার মনে হইতেছে যে, তুমি আমার গর্ভে জন্মগ্রহণ কর নাই এবং তোমার পিতাও তোমাকে উৎপন্ন করেন নাই। সুতরাং তোমার ন্যায় কাতর সন্তান কোথা হইতে আসিল? ৫

তুমি ক্রোধহীন, অতএব ক্ষত্রিয়ের মধ্যে গণনা করিবার অযোগ্য। তোমার মন আদি সমস্ত সাধনসমূহ নপুংসকের ন্যায়। তুমি কি তাহা হইলে সারা জীবনের জন্য একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িলে? এখন (জীবিতাশা ত্যাগ করিয়া) নিজের কল্যাণের জন্য পুনরায় যুদ্ধের ভার বহন কর। ৬

নিজেকে দুর্বল মনে করিয়া তুমি নিজেকে অবমাননা করিও না, স্বীয় আত্মাকে অল্প ধনাদি দ্বারা তরণ-পোষণ করিও না, মনকে পরম কল্যাণময় করিয়া—তাহাকে শুভ সঙ্কল্পযুক্ত করত নির্ভয় হইয়া যাও এবং ভয়কে পরিহার কর। ৭

হে কাপুরুষ! তুমি উঠ, শত্রুদ্বারা এইভাবে পরাজিত হইয়া গৃহে শুইয়া থাকিও না (উদ্যোগশূন্য হইও না) এবং শত্রুদিগকে আনন্দ দান করিতে করিতে মান-প্রতিষ্ঠা হইতে বঞ্চিত হইয়া বন্ধু-বান্ধবকে শোকে নিমজ্জিত করিও না। ৮

যেরূপ ক্ষুদ্র নদী অল্প জলেই পূর্ণ হইয়া যায় এবং মূষিকের অঞ্জলি অল্প অন্নতেই পূর্ণ হয়, সেইরূপ কাপুরুষকে সন্তোষলাভ করান অত্যন্ত সহজ; কারণ, অল্পতেই সে সন্তুষ্ট হইয়া যায়। ৯

তুমি শত্রুরূপী সর্পের দাঁত উৎপাটিত করিতে করিতে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ কর। যদি প্রাণবিয়োগের সম্ভাবনাও দেখা যায়, তথাপি যুদ্ধে পরাক্রম প্রকাশ করিবে। ১০

অপ্যারোঃ শ্যেনবচ্ছিদ্রং পক্ষেষ্বং বিপরিক্রমন্।
বিনদন্ বাথবা তূষ্ণীং যোদ্ধুমি বাপরিশঙ্কিতঃ ॥১১
যমেবং প্রেতবচ্ছেষে কস্মাদ্ বজ্রহতো যথা।
উত্তিষ্ঠ হে কাপুরুষ মা স্বাপীঃ শত্রুনির্জিতঃ ॥ ১২
মাস্তং গমস্তঃ কৃপণো বিক্লবস্ত্বং স্বকর্মণা।
মা মধ্যে মা জঘন্যে বং মাধো তূষ্ণিষ্ঠ গর্হিতঃ ॥ ১৩
অলাতং ভিন্দুকস্যেব মুহূর্তমপি বিজ্বল।
মা তুষাগ্নিরিবানর্চির্মায়ব জিজীবিষুঃ ॥ ১৪
মুহূর্তং জ্বলিতং শ্রেয়ো ন চ ধূমায়িতং চিরম্।
মা হ স্ম কস্যচিদ্ গেহে জনি রাজ্ঞঃ খরো যথা ॥ ১৫
কৃত্বা মানুষকং কর্ম স্বর্গজিৎ যাবদুত্তমম্।
ধর্মস্যানৃণ্যমাপ্নোতি ন চাত্মানং বিগর্হতে ॥ ১৬
অলব্ধ্বা যদি বা লব্ধ্বা নানুশোচতি পণ্ডিতঃ।

আকাশে নিভীক হইয়া উড্ডীয়মান রাজপক্ষীর ন্যায় রণস্থলে নির্ভয়ে বিচরণ করিতে করিতে তুমি সমর করত কিংবা নিঃসঙ্গে থাকিয়া শত্রুর ছিদ্রান্বেষণ কর। ১১

কাপুরুষ! তুমি এভাবে বজ্রাহত বৃক্ষ বা পর্বতের ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া কেন শুইয়া আছ? উঠিয়া এস, শত্রুর নিকট পরাজিত হইয়া শুইয়া থাকিও না। ১২

তুমি দীন হইয়া অবসন্ন (বিপন্ন) হইও না। নিজের দৌর্বল্যপূর্ণ কর্মের দ্বারা ঘৃণিতভাব কর। তুমি মধ্যম, অধম বা নিকৃষ্ট ভাবের আশ্রয় না লইয়া এবং মুখ লুকাইতে গিয়া নিরর্থক বিলাপ করিতে করিতে অবস্থান কর। ১৩

তুমি ভিন্দুকের (পাত্র) কাপের ন্যায় মুহূর্তকালের জন্যও প্রজ্বলিত হও—যদিও তেজস্বিতা দেখাও, তথাপি বাঁচিয়া থাকিবার বাসনায় তুষের নির্ধূমরহিত অগ্নির মত কেবল ধূমের সৃষ্টি করিও না—শত্রুর সম্মুখে প্রতাপশূন্য হইয়া যাও কাতরতা প্রকাশ করিও না। ১৪

বরং মুহূর্তকালের জন্যও প্রজ্বলিত হওয়া ভাল, তথাপি দীর্ঘকালের জন্য ধূমোদ্গিরণ করাকে ভাল বলিয়া বিবেচনা করা যায় না। কোনও রাজার গৃহে অত্যন্ত কঠোর বা অত্যন্ত কোমল স্বভাব পুরুষের জন্ম যেন না হয়। ১৫

বীর পুরুষ যুদ্ধে যাইয়া যথাশক্তি বীর্য উত্তম পুরুষার্থ প্রকাশ করত ঋণের ন্যায় হইতে মুক্ত হন এবং লোকসমাজে নিজেকে নিন্দিত করেন না। ১৬

বিদ্বান্ ব্যক্তি নিজের অভীষ্টসিদ্ধি হউক বা না হউক তাহার

অনন্তর্যং চরত্যেতে ন প্রাণানাং দয়ায়তে ॥ ১৭
উত্তাবরস্য বীর্যং বা তাং বা গচ্ছ ধ্রুবাং গতিম্।
ধর্মং পুত্রাপ্রতঃ কৃত্বা কিং নিমিত্তং হি জীবসি ॥১৮
ইষ্টাপূর্তং হি তে ক্লীব কীর্তিশ্চ সকলা হতা।
বিচ্ছিন্নং ভোগমূলং তে কিং নিমিত্তং হি জীবসি ॥ ১৯
শত্রুনিমজ্জতা গ্রাহো জঙ্ঘায়াং প্রপতিষ্যতা।
বিপরিচ্ছিন্নমূলোঽপি ন বিষাদং কথঞ্চন ॥ ২০
উদ্যম্য ধুরমুৎকর্ষেদাজানেয়কৃতং স্মরন্।
কুরু সর্বং মানঞ্চ বিদ্ধি পৌরুষমাত্মনঃ ॥ ২১
উদ্ধরেয় কুলং মহদ্ বংকৃতে স্বয়মেব হি।
যস্য বৃত্তং ন জল্পন্তি মানবা মহদদ্ভুতম্ ॥ ২২
রাশিবর্ধনমাত্রং স নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান্।
দানে তপসি সত্যে চ যস্য নোচ্চরিতং যশঃ ॥ ২৩

জন্য শোকপ্রকাশ করেন না। যাঁর সামর্থ্যানুসারে প্রাণ থাকা পর্যন্ত নিরন্তর চেষ্টা করিয়া যান এবং নিজের জন্য মনস্তাপনা করেন না। ১৭

পুত্র! ধর্মকে অগ্রে রাখিয়া তুমি সমর করত বীর পরাক্রম প্রকাশ কর নতুবা সকল প্রাণীরই যা নিশ্চিত গতি—মৃত্যুকে বরণ কর, অন্যথা কিসের বাঁচিয়া থাকিবে? ১৮

ক্লীব! তোমার যাগযজ্ঞাদি সৎকর্ম ও বাপী-কূপখননাদি আপূর্ত কর্ম নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং সমস্ত কীর্তিও ধূলিসাৎ হইয়াছে। ভোগের মূল সাধন যে রাজ্য, তাহাও বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, সুতরাং কি নিমিত্ত জীবনধারণ করিয়া আছ?১৯

মহৎ ভুবিয়া যাইবার সময় কিংবা উচ্চভূমি হইতে নিম্নে পতিত হইবার সময়ও শত্রুকে মারিবার চেষ্টা করে, তাহাতে যদি তাহার মূলোচ্ছেদও হয়, তথাপি সে বিষাদগ্রস্ত হয় না। ২০

শত্রুকৃত কার্য স্মরণ করিতে করিতে যুগাদির ভার উদ্যোগের সহিত বহন করিতে হয়। তুমি ধৈর্য ও আত্মাভিমানকে অবলম্বন কর এবং নিজের পুরুষার্থকে জানিবার জন্য চেষ্টা কর। ২১

তোমার জন্যই নিজের এই কুলকে তুমি স্বয়ংই উদ্ধার কর। যাহার মহান্ ও অদ্ভুত পুরুষার্থকে এবং চরিত্রকে সকল লোকে চর্চা না করে, সেই ব্যক্তি নিজের দ্বারা কেবল জনসংখ্যারই বৃদ্ধি করে। আমার মতে সেই ব্যক্তি পুরুষও নহে, স্ত্রীও নহে।

দান, তপস্যা, সত্যভাষণ, বিদ্যা ও মনোপার্জনে যাহার সুযশ সকলে প্রশংসা না করে, সেই ব্যক্তি নিজ মাতার পুত্র নহে—মল-মূত্র।

বিদ্যায়ামর্থলাভে বা মানুষ্যায় এব সঃ।
ক্রতুনা তপসা বাপি শ্রিয়া বা বিক্রমেণ বা ॥২৪
জনান্ যোঽভিভবত্যন্যান্ কর্মণা হি স বৈ পুমান্।
ন ত্বেব জাল্মীং কাপালীং বৃত্তিমেষিতুমর্হসি ॥ ২৫
নৃশংসামমলস্যাঞ্চ দুষ্টাং কাপুরুষোচিতাম্।
যমেনমভিনন্দেয়ুরমিত্রাঃ পুরুষং কৃশম্ ॥ ২৬
লোকস্য সমবজ্ঞাতং নিহীনাসনবাসসম্।
অহো লাভকরং হীনমল্পজীবনমল্পকম্ ॥ ২৭
নেদৃশং বন্ধুমাসাদ্য বান্ধবঃ সুখমেধতে।
অনুদ্যোগ বিপৎস্যামো বয়ং রাষ্ট্রাৎ প্রবাসিতাঃ ॥ ২৮
সর্বকামরসৈর্হীনাঃ স্থানভ্রষ্টা অকিঞ্চনাঃ।
অবলুপ্তকারিণং সংসু কুলবংশস্য নাশনম্ ॥ ২৯
কলিং পুত্রপ্রবাদেন সতত্ত্ব ঘাতজীবনম্।
নিরন্নর্থং নিরুৎসাহং নির্বীর্যামভিনন্দনম্ ॥ ৩০
মা স্ম সীমন্তিনী কাচিজ্জনয়েৎ পুত্রমীদৃশম্।
মা ধূমায় জ্বলাভ্যাক্তমাক্রম্য ত্বরি শাত্রবান্ ॥ ৩১
জ্বল মুহূর্তমিত্রাণাং মুহূর্তমপি বা ক্ষণম্।
এতাবানেব পুরুষো যদমর্ষী যদক্ষমী ॥ ৩২
ক্ষমাবান্ নিরমর্ষশ্চ নৈব স্ত্রী ন পুনঃ পুমান্।
সন্তোষো বৈ শ্রিয়ং হন্তি তথানুক্রোশ এব চ ॥ ৩৩
অনুত্থানভয়ে চোভে নিরীহো নাপ্নুতে মহৎ।
এভ্যো নিকৃতিপাপেভ্যঃ প্রমুঞ্চাত্মানমাশু না ॥ ৩৪
আত্মনং হৃদয়ং কৃত্বা মৃগয়স্ব পুনঃ স্বকম্।
পরং বিষহতে যস্মাৎ তস্মাৎ পুরুষ উচ্যতে ॥ ৩৫
তমাহুর্ব্যর্থনামানং স্ত্রীবদ্ য ইহ জীবতি।
শূরস্যোজিতসত্ত্বস্য সিংহবিক্রান্তচারিণঃ ॥ ৩৬
দিষ্টভাবং গতস্যাপি বিষয়ে মোদতে প্রজা।
য আত্মনঃ প্রিয়-সুখে স্থিত্বা মৃগয়তে শ্রিয়ম্ ॥ ৩৭

যে ব্যক্তি শাস্ত্রজ্ঞান, তপস্যা, ধনসম্পত্তি অথবা পরাক্রমদ্বারা অন্য মনুষ্যগণকে পরাজিত করিতে পারে, সেই শ্রেষ্ঠ কর্মদ্বারাই তাহাকে পুরুষ বলা হইয়া থাকে।

তুমি কখনও ক্লীব, কাপালিক, ক্রূর মনুষ্য ও কাপুরুষগণের পক্ষে উচিত ভিক্ষাদি নিকৃষ্ট বৃত্তির আশ্রয় গ্রহণ করিবে না; কারণ, উহাতে অপযশই বিস্তৃত হয় এবং দুঃখও প্রদান করে।

যে দুর্বল ব্যক্তিকে পুরুষ অভিনন্দিত করে, যাহাকে সকলে অপমানিত করে, যাহার আসন ও বস্ত্র নিকৃষ্ট শ্রেণীর, যে অল্পলাভেই সন্তুষ্ট হইয়া বিস্ময় প্রকাশ করে, যে সর্বপ্রকারে হীনভাবে জীবন-যাপন করে এবং যে ক্ষুদ্রস্বভাব, এরূপ বন্ধুকে পাইয়া তাহার ভ্রাতাদি বান্ধবগণ সুখী হইতে পারে না।

তোমার কাপুরুষতার জন্য আমরা এই রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইলে সমস্ত মনোবাঞ্ছিত সুখ হইতে বঞ্চিত, স্থানভ্রষ্ট ও অকিঞ্চন হইয়া জীবিকার অভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইব।

বন্ধু! তুমি সৎপুরুষগণের মধ্যে অশোভন কার্যকারী, কুল (জাতি) ও বংশের (সোম সূর্যাদি হইতে প্রথাগত প্রতিষ্ঠিত বংশের) প্রতিষ্ঠার নাশক। আমার মনে হইতেছে যে, তোমার ন্যায় পুত্রের রূপে আমি সাক্ষাৎ কলিকেই জন্মদান করিয়াছি।

সংসার-মধ্যে কোন রমণীই যেন এরূপ পুত্রের জন্ম না দেয়, যে অমর্ষশূন্য, উৎসাহহীন, বল ও পরাক্রমরহিত এবং শত্রুগণের আনন্দবর্ধন।

ওরে, তুমি ধূমের মত উত্থিত না, বেগে প্রজ্বলিত হও এবং আক্রমণ করত শত্রুসৈন্যকে সংহার কর। তুমি এক মুহূর্ত বা এক ক্ষণের জন্যও শত্রুগণের মস্তকের উপরে প্রজ্বলিত অগ্নির সদৃশ হইয়া যাও।

যে ক্ষত্রিয়ের হৃদয়ে অমর্ষ ও শত্রুগণের প্রতি কখনও ক্ষমা-ভাব ধারণ করে না, এই জগতে তাহারই যে পুরুষশব্দবাচ্য হয়; যে ব্যক্তি ক্ষমাবান্ ও অমর্ষশূন্য, সেই ব্যক্তি তো না স্ত্রী এবং না পুরুষ বলিয়া পরিচয় দিবার যোগ্য।

সন্তোষ, দয়া, উৎসাহহীনতা ও ভয়—এগুলি ধননাশ করে। নিশ্চেষ্ট মানুষ কখনও কোন মহত্বপূর্ণ পদ লাভ করিতে পারে না।

পরাজয়ের জন্য লোকসমাজে তোমার যে নিন্দা ও অপমানাদি হইয়াছে, এই সমস্ত দোষ হইতে তুমি নিজেকে নিজেই মুক্ত কর এবং নিজের হৃদয়কে লৌহের ন্যায় দৃঢ় করিয়া পুনরায় বীর যোগ্য পথের (রাজবৈভবের) অনুসন্ধান কর।

যে ব্যক্তি শত্রুর সম্মুখীন হইয়া তাহার বেগ সহ্য করিতে পারে, এই পুরুষার্থের জন্য তাহাকেই পুরুষ বলা হয়। যে ব্যক্তি এই জগতে স্ত্রীলোকের ন্যায় ভীরুতাপূর্ণ জীবনযাপন করে, সেই ব্যক্তির পুরুষ-নাম ব্যর্থ বলা হইয়া থাকে।

যদি বর্দ্ধিততেজ ও উৎসাহবান্, শৌর্যশালী বীর এবং সিংহতুল্য পরাক্রমী রাজা যুদ্ধে দৈববশে বীরগতিও লাভ করেন, তবে তাঁহার রাজ্যে প্রজারা আনন্দে থাকেন॥

অমাত্যানামথো হৃদ্যমাদধাত্যচিরেণ স: ॥ ৩৮

পুত্র উবাচ।

কিং নু তে মামপশ্যন্ত্যা: পৃথিব্যা অপি সর্বয়া।
কিমাস্তরণকৃত্যা: তে কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ॥ ৩৯

মাতোবাচ।

কিমন্তকানাং যে লোকা বিষক্তানেবাপ্নুয়ু:।
যে বাঽমৃতাস্থনাং লোকা: সুহৃদস্তান্ ব্রজন্তু ন: ॥ ৪০
ভৃত্যৈর্বিহীয়মানানাং পরপিণ্ডোপজীবিনাম্।
কৃপণানামসত্বানাং মা বৃত্তিমনুবর্তিথা: ॥ ৪১
অনু ত্বাং তাত জীবন্তু ব্রাহ্মণা: সুহৃদস্তথা।
পর্জন্যমিব ভূতানি দেবা ইব শতক্রতুম্ ॥ ৪২
যমাজীবন্তি পুরুষং সর্বভূতানি সঞ্জয়।
পক্কং ফলমিবাসাদ্য তস্য জীবিতমর্থবৎ ॥ ৪৩
যস্য শূরস্য বিক্রান্তৈরেবম্বে বান্ধবা: সুখম্।
ত্রিদশা ইব শক্রস্য সাধু তস্যেহ জীবিতম্ ॥ ৪৪
স্ববাহুবলমাশ্রিত্য যোঽন্যানভ্যুজ্জীবতি মানব:।
স লোকে লভতে কীর্তিং পরত্র চ শুভাং গতিম্ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুষ্ণোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি বিদুলাপুত্রানুশাসনে
ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়: ॥ ১৩৩

যে ব্যক্তি নিজের প্রিয় ও সুখকে পরিত্যাগ করত ধন-বৈভবের অন্বেষণ করে, সেই ব্যক্তি অচিরেই নিজ মন্ত্রিমণ্ডলীর হর্ষ বর্ধন করিয়া থাকে ॥ ২৯-৩৮

পুত্র সঞ্জয় বলিল,—মা! যদি তুমি আমাকে না দেখিতে পাও, তবে এই সমগ্র পৃথিবীকে লাভ করিয়াও তোমার কি সুখ হইবে? আমি জীবিত না থাকিলে তোমার এই সমস্ত আস্তরণাদিরই বা কি প্রয়োজন আছে? বিবিধ ভোগ্যবস্তুসমূহ ও তোমার জীবনেই বা কি আবশ্যকতা থাকিবে? ৩৯

মাতা বিদুলা বলিলেন,—পুত্র! আজ কি ভোজন মিলিবে? —এইরূপ চিন্তাময় পরিত্র ব্যক্তিগণকে আমাদের শত্রুরা লাভ করুক এবং সর্বত্র সম্মানিত পুণ্যাত্মা পুরুষগণকে আমাদের হিতৈষী সুহৃদ্‌গণ প্রাপ্ত হউক ॥ ৪০

সঞ্জয়! তুমি ভৃত্যহীন, অপরের অন্নে জীবনধারণকারী, দীন দুর্বল মনুষ্যগণের বৃত্তির অনুসরণ করিও না। ৪১

বৎস! যেরূপ সমস্ত প্রাণীরই জীবিকা মেঘের অধীন এবং যেরূপ সকল দেবতা ইন্দ্রের আশ্রিত হইয়া জীবনধারণ করেন, সেইরূপ ব্রাহ্মণ ও হিতৈষী সুহৃদ্‌গণ তোমার আশ্রয়ে থাকিয়া জীবনযাত্রা নির্বাহ করুন। ৪২

সঞ্জয়! পক্ক ফলযুক্ত বৃক্ষের ন্যায় যে পুরুষের আশ্রয় লইয়া সমস্ত প্রাণী জীবিকা অর্জন করে, সেই ব্যক্তিরই জীবন সার্থক ॥ ৪৩

যেরূপ ইন্দ্রের পরাক্রমে দেবগণ সুখী থাকেন, সেইরূপ যে বীর পুরুষের বল ও পুরুষার্থে তাহার ভ্রাতৃপ্রভৃতি বান্ধবগণ সুখের সহিত উন্নতি করিতে পারে, এই সংসারে তাহারই জীবন শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৪

যে মানুষ নিজ বাহুবলের আশ্রয় লইয়া উৎকৃষ্ট জীবনযাপন করে, সেই মানুষই এই জগতে উত্তম কীর্তি ও পরলোকে শুভ-গতি লাভ করিয়া থাকে ॥ ৪৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত ভগবদ্‌যানপর্বে বিদুলাকর্তৃক নিজ পুত্রকে উপদেশদানবিষয়ক ত্রয়স্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়:।

[যুদ্ধং কর্তুং বিদুলায়া: স্বপুত্রোৎসাহদানম্]

বিদুলোবাচ।

অথৈতস্মাদবস্থায়াং পৌরুষং হাতুমিচ্ছসি।
নিহীনসেবিতং মার্গং গমিষ্যস্যচিরাদিব ॥ ১
যো হি তেজো যথাশক্তি ন দর্শয়তি বিক্রমাৎ।
ক্ষত্রিয়ো জীবিতাকাঙ্ক্ষী স্তেন ইত্যেব তং বিদু: ॥ ২

চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[বিদুলাকর্তৃক নিজ পুত্রকে যুদ্ধ করিবার জন্য উৎসাহদান]

বিদুলা বলিলেন,—সঞ্জয়! যদি তুমি এই অবস্থায় নিজ পৌরুষকে ত্যাগ করিয়া নিবার ইচ্ছা পোষণ কর, তাহা হইলে তুমি অতি শীঘ্রই নীচপুরুষের আচরিত পথে যাইয়া উপস্থিত হইবে ॥ ১

যে ক্ষত্রিয় স্বীয় জীবনের লোভে পড়িয়া যথাশক্তি পরাক্রম প্রকাশ করত নিজ তেজের পরিচয় দান করে না, তাহাকে সকল লোকে চোর বলিয়া মনে করে ॥ ২

অর্থবন্ত্যপপন্নানি বাক্যানি গুণবন্তি চ।
নৈব সম্প্রাপ্নুবন্তি ত্বাং মুমূর্ষুমিব ভেষজম্ ॥ ৩
সন্তি বৈ সিন্ধুরাজস্য সন্তুষ্টা ন তথা জনাঃ।
দৌর্বল্যাদাসতে মূঢা ব্যসনৌঘপ্রতীক্ষিণঃ ॥ ৪
সহায়োপচিতিং কৃত্বা ব্যবসায় ততস্ততঃ।
অমুহূর্তেন্নরপরে পন্থস্তস্তব পৌরুষম্ ॥ ৫
তৈঃ কৃত্বা সহ সঙ্ঘাতং গিরিদুর্গালয়ং চর।
কালে ব্যসনমাকাঙ্ক্ষন্ নৈবায়মজরামরঃ ॥ ৬
সজ্বরো নামতস্তং বৈ ন চ পশ্যামি তং ক্বচিৎ।
অথর্বনামা ভব মে পুত্র মা ব্যর্থনামকঃ ॥ ৭
সমাস্যদৃষ্টির্মহাপ্রাজ্ঞো বালং ত্বাং ব্রাহ্মণোঽব্রবীৎ।
অয়ং প্রাপ্য মহৎ কৃচ্ছ্রং পুনর্বৃদ্ধিং গমিষ্যতি ॥ ৮
তস্য স্মরন্তী বচনং নাশংসে বিজয়ং তব।

যেরূপ মুমূর্ষু (মরণাপন্ন) ব্যক্তির নিকট কোন ঔষধই ফলপ্রদ হয় না, সেইরূপ আমার এই যুক্তিযুক্ত, গুণকর ও সার্থক বাক্যও তোমার হৃদয়ে গ্রাহ্য হইবে না। (হায়! কিরূপ দুঃখের বিষয়)॥ ৩

দেখ, সিন্ধুরাজের প্রজাগণ তাহার উপর সন্তুষ্ট নহে, তথাপি তোমার দুর্বলতার জন্য তাহারা "কিংকর্তব্য বিমূঢ়" হইয়া উদাসীনভাবে বসিয়া আছেন এবং সিন্ধুরাজের উপর বিপদসমূহ আসিবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছেন। ৪

অপর রাজারাও তোমার পুরুষার্থ দেখিয়া তদুৎসময়ে বিশেষ চেষ্টা করত সহায়ক সাধনসমূহের বৃদ্ধি করিতে করিতে সিন্ধুরাজের পক্ষ হইয়া যাইবে। ৫

তুমি তাহাদের সকলের সহিত মিত্রতা করিয়া যথাসময়ে নিজ পক্ষ সিন্ধুরাজের উপর বিপদ আনিবার চেষ্টা করত প্রতীক্ষা করিতে করিতে পর্বতসমূহের দুর্গম গুহামধ্যে বিচরণ করিতে থাক; কারণ, সিন্ধুরাজ ত' আর অজর অমর নহে। ৬

তোমার নাম সজ্বর, কিন্তু তোমার মধ্যে এ নামের প্রকৃত সার্থকতা কিছুই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না। পুত্র! যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তুমি নিজ নামকে সার্থক কর, ব্যর্থ সজ্বরনামে ধারণ করিও না। ৭

তুমি যখন বালক ছিলে, সেই সময় এক উত্তম দৃষ্টিসম্পন্ন, পরম বুদ্ধিমান্ ব্রাহ্মণ তোমার বিষয়ে বলিয়াছেন যে, "এই বালক মহাসঙ্কটে পতিত হইয়াও পুনরায় অভ্যুদয় লাভ করিবে"। ৮

সেই ব্রাহ্মণের বাক্য স্মরণকরত আমি এই আশা করিতেছি

তস্মাৎ তাত ব্রবীমি ত্বাং বক্ষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৯
যস্য দুর্যাত্তিনিবৃত্তৌ ভবন্ত্যাপ্যায়িতাঃ পরে।
তস্যার্থসিদ্ধিনিয়তা নয়েষ্বর্থানুসারিণঃ ॥ ১০
সমৃদ্ধিরসমৃদ্ধির্বা পূর্বেষাং মম সঞ্জয়।
এবং বিদ্বান্ যুদ্ধমনা ভব মা প্রহ্বাপাহর ॥ ১১
নাতঃ পাপীয়সীং কাঞ্চিদবস্থাং শম্বরোঽব্রবীৎ।
যত্র নৈবাদ্য ন প্রাতর্ভোজনং প্রতিদৃশ্যতে ॥ ১২
পতি-পুত্রবধাদেতৎ পরমং দুঃখমব্রবীৎ।
দারিদ্র্যমিতি যৎ প্রোক্তং পর্যায়মরণং হি তৎ ॥ ১৩
অহং মহাকুলে জাতা হ্রদাদমলমিবাগতা।
ঈশ্বরী সর্বকল্যাণী ভর্ত্রা পরমপূজিতা ॥ ১৪
মহাইনালাভরণাং সুষ্টাংবরবাসসম্।
পুরা দৃষ্ট্বা সুহৃদ্বর্গো মানয়ন্তং সুহৃদ্গতাম্ ॥ ১৫

যে, তোমার অবশ্যই জয়লাভ হইবে। বৎস! এইজন্য আমি পুনঃ পুনঃ তোমাকে বলিতেছি ও ভবিষ্যতেও বলিতে থাকিব ॥ ৯

যাহার প্রয়োজন সিদ্ধ হইলে তাহার সহিত সম্বন্ধযুক্ত অন্য ব্যক্তিগণও উন্নত এবং সন্তুষ্ট হয়, নীতিপথে থাকিয়া অর্থসিদ্ধির জন্য প্রযত্নপরায়ণ সেই ব্যক্তির নিশ্চয়ই স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধি হইয়া থাকে ॥ ১০

সঞ্জয়! যুদ্ধে আমার পূর্বপুরুষগণ বিজয়ী আমার কোন লাভ বা ক্ষতি যাহাই হউক; যুদ্ধকরা কর্তব্য এইরূপ ভাবিয়া যুদ্ধে মনস্থির কর, যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইও না ॥ ১১

যেখানে আজকের জন্য ও আগামীকাল প্রাতঃকালের জন্যও ভোজন দেখা যায় না, তাহা হইতে অধিক পাপপূর্ণ কোন অবস্থা আর নাই, একথা শম্বরাসুর বলিয়াছেন ॥ ১২

'দারিদ্র্য' বলিয়া যাহাকে বলা হইয়াছে, তাহাকে পতি ও পুত্রের বধ অপেক্ষাও অধিক দুঃখদায়করূপে বর্ণনা করা হয়। দারিদ্র্য মৃত্যুরই সমানার্থক ॥ ১৩

আমি উচ্চকুলে উৎপন্না হইয়া হ্রদের জায় এক সরোবর হইতে অন্য সরোবরে আগমন করিয়াছি এবং এই রাজ্যের অধীশ্বরী সমস্ত কল্যাণময় সাধনসমূহে ভূষিতা ও পতিদেবকর্তৃক অত্যন্ত সম্মানিতা হইয়াছি ॥ ১৪

পূর্বকালে আমার সুহৃদ্গণ যখন আমাকে বন্ধুবর্গের মধ্যে বহুমূল্য হার, আভরণ ও অত্যন্ত সুন্দর প্রসাধনযুক্ত বস্ত্রে আচ্ছাদিত দেখিতেন, তখন তাঁহারা অতিশয় আনন্দিত হইতেন ॥ ১৫

যদা মাং চৈব ভার্য্যাঞ্চ দ্রষ্টাসি দুঃখদুর্বলাম্।
ন তদা জীবিতেনার্থো ভবিতা তব সঞ্জয়॥ ১৬

দাসকর্মকরান্ ভৃত্যানোচার্য্যর্ত্বিক্ পুরোহিতান্।
অনৃত্যাম্মান্ প্রজহতো দৃষ্ট্বা কিং জীবিতেন তে॥ ১৭

যদি কৃত্যং ন পশ্যামি তবাস্যাহং যথা পুরা।
প্রাবনীয়ং যশস্তুষ্ট্বা শান্তির্হৃদয়স্য মে॥ ১৮

নেতি চেদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্রয়াদ্ দীর্য্যেত হৃদয়ং মম।
ন হ্যস্মি ন চ মে ভর্ত্তা নেতি ব্রাহ্মণমুক্তবান্॥ ১৯

বয়মাজয়নীয়াঃ স্ম নাশ্রিতাঃ পরমঞ্চ ন।
সান্তমাসাদ্য জীবন্তী পরিত্যক্ষ্যামি জীবিতম্॥ ২০

অপারে ভব নঃ পারমপ্লবে ভব নঃ প্লবঃ।
কুরুষ্ব স্থানমস্মাকং মৃতানাং সঞ্জীবনেন নঃ॥ ২১

সর্বে তে শত্রবঃ শশ্বন্ ন চেজ্জীবিতুমিচ্ছসি।
অথ চেদিদৃশীং বৃত্তিং ক্লীবানাস্থাপপদ্যসে॥ ২২

নির্বিদ্যাত্মা হতমনা মৃষৈতাং পাপজীবিকাম্।
একলক্রধবেনৈব শূরো গচ্ছতি বিক্রমম্॥ ২৩

ইন্দ্রো বৃত্রবধেনৈব মহেন্দ্রঃ সমপদ্যত।
মাহেন্দ্রঞ্চ গৃহং লেভে লোকানাং চেশ্বরোঽভবৎ॥ ২৪

নাম বিশ্রাব্য বৈ সংখ্যে শত্রূনাহূয় হর্ষিতান্।
সেনাগ্রং চাপি বিদ্রাব্য হত্বা বা পুরুষং বরম্॥ ২৫

যদৈব লভতে বীরঃ সুযুদ্ধেন মহদ্ যশঃ।
তদৈব প্রবাধতেঽস্য শত্রবো বিনমন্তি চ॥ ২৬

তাক্ত্বাস্মানং রণে দক্ষং শূরং কাপুরুষা জনাঃ।
অবশাস্তর্পয়ন্তি স্ম সর্বকামসমৃদ্ধিভিঃ॥ ২৭

সঞ্জয়! এখন যে সময় তুমি আমাকে ও নিজ পত্নীকে চিন্তায় জন্য অত্যন্ত দুর্বল দেখিবে, সেই সময় তোমার জীবিত থাকিবার ইচ্ছা হইবে না॥ ১৬

যখন সেবাকার্য্যরত দাস, ভরণ-পোষণ প্রাপ্ত ভৃত্য, আচার্য্য, ঋত্বিক্ ও পুরোহিত জীবিকার অভাবে আমাদের ত্যাগ করত চলিয়া যাইবে, সেই সময় তাহাদিগকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া তোমার জীবনধারণের কি প্রয়োজন থাকিবে? ১৭

যদি পূর্ব্বের ন্যায় আমি তোমার যজ্ঞের বৃদ্ধিকারী কর্ম দেখিতে না পাই, তাহা হইলে আমার হৃদয়ে কিরূপে শান্তি আসিবে? ১৮

কোন ব্রাহ্মণ প্রার্থনা করিলে পর আমি সেই অতীষ্ট বস্তু প্রদান করিতে না পারিয়া যদি "নাই" এই কথা বলিতে বাধ্য হই, তবে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যাইবে। আজ পর্য্যন্ত আমি ও আমার স্বামী কোন ব্রাহ্মণকে "নাই" এই কথা বলি নাই॥ ১৯

আমরা সর্ব্বদা অন্য লোকের আশ্রয়লাভে হইয়া থাকিব, অপরের আশ্রয় আমরা কখনই গ্রহণ করিব না। অপরের আশ্রয় লইয়া যদি জীবন ধারণ করিতে হয়, তবে আমি সেই জীবন পরিত্যাগ করিয়া দিব॥ ২০

পুরু! অপার সমুদ্রে নিমজ্জমান আমাদিগের তুমি উদ্ধারক হও। নৌকাহীন অপার জলরাশিতে তুমি আমাদের নৌকা-স্বরূপ। আমাদের জন্য আর কোন স্থান নাই, তুমি আমাদের স্থান দান কর। আমরা অথৈ দুঃখসাগরে পতিতা হইয়া পড়িয়াছি, তুমি আমাদের সঞ্জীবিত কর॥ ২১

যদি তোমার নিজ জীবনের প্রতি অধিক আসক্তি না থাকে, তবে তুমি অবশ্যই সকল শত্রুকে পরাজিত করিতে পারিবে। আর যদি এইরূপ ক্লীবতাকে আশ্রয় করিয়া কাপুরুষের বৃত্তিকে অবলম্বন কর, তবে তোমার এই পাপপূর্ণ জীবিকাকে পরিত্যাগ করা উচিত॥

একটি মাত্র সমরে জয় করিতে পারিলেও বীর পুরুষ পৃথিবীতে বিখ্যাত হইয়া যায়। দেবরাজ ইন্দ্র কেবল বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াই "মহেন্দ্র" নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছেন। ত্রিলোক জয় করিবার জন্য ইন্দ্রত্বলাভ করিয়াছেন এবং ত্রিভুবনের অধীশ্বর হইয়াছেন॥ ২২-২৪

বীর পুরুষ যুদ্ধে নিজ নাম শুনাইয়া, অবশিষ্ট সকলদিগকে আহ্বান করিয়া, সেনাগ্রভাগকে বিদ্রাবিত করিয়া কিংবা শত্রুপক্ষের কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষকে বধ করিয়া যখন যুদ্ধের দ্বারা উত্তম যশ লাভ করে, তখনই তাহার শত্রু বাধিত হয় এবং তাহার সম্মুখে মস্তক অবনত করে॥ ২৫-২৬

কাপুরুষ ব্যক্তি বিবশ হইয়া যুদ্ধে নিজ শরীর ত্যাগ করত যুদ্ধকুশল বীরপুরুষের মনোরথ পূর্ণকারী নিজ সম্পত্তিসমূহ দ্বারা তৃপ্ত করিয়া থাকে॥ ২৭

রাজ্যভ্রাপ্ত্যগ্রবিভ্রংশং সংশয়ৌজীবিতস্য বা।
ন লঙ্ঘন্ত হি শত্রোর্ম্মৈ শেষং কুর্ব্বন্তি সাধবঃ ॥ ২৮

স্বর্গদ্বারোপমং রাজ্যমথবাপ্যমৃতোপমম্।
যুদ্ধমেকায়নং মন্যে পতেমেত্যুক ইবারিষু ॥ ২৯

জহি শত্রূন্ রণে রাজন্ স্বধর্মমনুপালয়।
মা ত্বা ক্লৈব্যং সুকৃপণং শত্রবঃ ভয়বর্দ্ধনম্ ॥ ৩০

অস্মদীয়ৈশ্চ শোচদ্ভির্নদদ্ভিশ্চ পরৈর্বৃতম্।
অপি ত্বাং পশুপস্যেয়ুঃ দীনাদ্দীনমিব স্থিতম্ ॥ ৩১

ত্বন্তু সৌবীরকন্যাভিঃ প্রার্থয়ার্থৈর্যথা পুরা।
মা চ সৈন্ধবকন্যানামবসন্নো বশং গমঃ ॥ ৩২

যুবা রূপেণ সম্পন্নো বিদ্যয়াভিজনেন চ।
বং তাদৃশো বিকুর্বীত যশস্বী লোকবিশ্রুতঃ ॥ ৩৩

অধৃষ্যশ্চ বোঢ়ব্যো মন্যে মরণনের তে।
যদি ত্বামনুপশ্যামি পরস্য প্রিয়বাদিনম্ ॥ ৩৪

পৃষ্ঠতোঽনুব্রজন্তং বা কা শান্তির্হৃদয়স্য মে।
নাস্মিন্ জাতু কুলে জাতো গচ্ছেদ্ যোঽস্যস্য পৃষ্ঠতঃ ॥৩৫

ন ত্বং পরস্যানুচরস্তাত জীবিতুমর্হসি।
অহং হি ক্ষত্রহৃদয়ং বেদ ত্বং পরিশাম্যতম্ ॥ ৩৬

পূর্ব্বৈঃ পূর্ব্বতরৈঃ প্রোক্তং পরৈঃ পরতরৈরপি।
শাশ্বতং ভাব্যয়ং চৈব প্রজাপতিবিনির্ম্মিতম্ ॥ ৩৭

যো বৈ কশ্চিদিহাজাতঃ ক্ষত্রিয়ঃ ক্ষত্রকর্ম্মবিৎ।
ভয়াদ্ বৃত্তিসমীক্ষো বা ন নমেদিহ কস্যচিৎ ॥ ৩৮

উদ্যচ্ছেদেব ন নমেদুদ্যমো হ্যেব পৌরুষম্।
অপ্যপর্ব্বণি ভজ্যেত ন নমেতেহ কস্যচিৎ ॥৩৯

ঋতজ্যো বত্ত ইব চ পরীয়াৎ সুমহামনাঃ।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমেদ্বিদ্বান্ ধর্ম্মাদ্বৈব চ সঞ্জয় ॥ ৪০

যাহার জ্ঞানচক্ষুরূপে সঞ্জয় হইয়াছে, সে রাজ্যভ্রষ্ট হউক বা জীবনসংশয়ে পতিতই হউক, শ্রেষ্ঠ পুরুষগণ যে কোন অবস্থাতেই নিজ হস্তের মধ্যে পতিত শত্রুর অবশিষ্ট কিছুই রাখে না। ২৮

যুদ্ধকেই স্বর্গদ্বারতুল্য উত্তমরূপে কিংবা অমৃতসদৃশ রাজ্য-প্রাপ্তির একমাত্র উপায় মনে করিয়া তুমি প্রজ্বলিত কাষ্ঠের ন্যায় শত্রুগণের উপর পতিত হও। ২৯

রাজন্! তুমি যুদ্ধে শত্রুদিগকে নিহত কর এবং স্বীয় ধর্ম্মের পালন কর। শত্রুর ভয়বর্দ্ধক তোমার ন্যায় পুরুষকে আমি অত্যন্ত দীন বা কাপুরুষের মত দেখিতে চাহি না। ৩০

আমি তোমাকে দীন হইতেও দীনসদৃশ অবস্থায় অবস্থিত, শোকমগ্ন ও নিজ পক্ষের অভিমুখে তর্জ্জন-গর্জ্জনকারী শত্রুপক্ষের সৈন্যমধ্যে পরিবৃত হইতে দেখিতে ইচ্ছুক নহি। ৩১

তুমি সৌবীরদেশীয় কন্যাগণের (নিজ পত্নীগণের) সহিত পূর্ব্ব অনুভব কর। তুমি পূর্ব্বের ন্যায় নিজ বল ধনের জন্য গর্ব্বপ্রকাশ কর। বিপদে পতিত হইয়া তুমি সিন্ধুদেশীয় (শত্রুদেশের) কন্যাগণের বশীভূত হইও না। ৩২

তুমি রূপ, যৌবন, বিদ্যা ও কুলীনতাসম্পন্ন, যশস্বী এবং লোকবিখ্যাত। তোমার ন্যায় বীর পুরুষ যদি পরাক্রম প্রকাশের সময় আসিলে ভীত হয়, ভারবহনের সময় যদি ভারবহন না করিয়া বৃষের ন্যায় শুইয়া পড়ে বা পলায়ন করে, তবে তোমার মৃত্যু হইয়াছে বলিয়াই আমি মনে করি। ৩৩

যদি আমি ইহা দেখি যে, তুমি শত্রুর সহিত প্রিয় বাক্যালাপ করিতেছ এবং তাহার পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিতেছ, তবে তাহাতে আমার হৃদয়ে শান্তি কিরূপে আসিবে?

এই বংশে কখনও এরূপ কোন পুরুষ জন্মগ্রহণ করেন নাই, যিনি শত্রুর পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করিয়াছেন। বৎস! তুমি অন্যের সেবক হইয়া জীবিত থাকিবার যোগ্য নও। ৩৪-৩৫

স্বয়ং বিধাতা যাহার সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রাচীন ও অত্যন্ত প্রাচীন পুরুষগণ যাহার বর্ণনা করিয়াছেন, পরবর্ত্তী ও অতিপরবর্ত্তী সৎপুরুষগণ যাহার বর্ণনা করিবেন এবং যাহা চিরন্তন ও অবিনাশী, সেই সনাতন এবং উত্তম ক্ষত্রিয়-হৃদয়কে আমি জানি। ৩৬-৩৭

এ জগতে যে কোন ক্ষত্রিয় জন্মগ্রহণ করিয়াছেন ও ক্ষত্রিয় ধর্ম্মকে জানিতে পারিয়াছেন, তিনি ভয়বশতঃ কিংবা জীবিকার দিকে দৃষ্টি রাখিয়াও কাহারও সম্মুখে নতমস্তক হন না। ৩৮

ক্ষত্রিয় সদা উদ্যোগ করিবেন, কাহারও নিকট মস্তক নত করিবেন না। উদ্যমই পুরুষার্থ। অসময়ে ধনুঃ নীচুপ্রায় হইয়া যাইবেন, তথাপি কাহারও নিকট মস্তক নত করিবেন না। ৩৯

সঞ্জয়! মহামনস্বী ক্ষত্রিয় ঋষভের ন্যায় সর্ব্বত্র নির্ভয়ে বিচরণ করিবেন এবং সদা ব্রাহ্মণগণকে ও ধর্ম্মকেই নমস্কার করিবেন। ৪০

নিবন্ধস্থিতরান্ বর্ণান্ বিনিঘ্নন্ সর্বতঃ ক্ষিতৌ।
সপহায়োঽসহায়ো বা যাবজ্জীবং তথা ভবেৎ ॥ ৪১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি বিদুলাপুত্রানুশাসনে
চতুস্ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১০৪

ক্ষত্রিয় সহায় হউন কিংবা অসহায় হউন, তিনি অন্য বর্ণের মনুষ্যদিগকে সর্বদা নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখিবেন এবং সমস্ত পাপিগণকে বধ দান করিতে করিতে সারা জীবন ধরিয়া কেবল উদ্যমেই নিরত থাকিবেন ॥ ৪১

শ্রীবরদর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে বিদুলার স্বীয় পুত্রকে উপদেশ-দানবিষয়ক চতুস্ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[বিদুলা-তৎপুত্রয়োরালাপঃ, বিদুলায়াঃ কার্যে সফলতালাভস্য শত্রুবশীকরণস্য চোপায়বর্ণনম্ :]

পুত্র উবাচ ।

কৃষ্ণায়সময়েব চ তে সংহতা হৃদয়ং কৃতম্ ।
মম মাতস্তবকরণে বীরপ্রজে হৃদয়দৃশে ॥ ১

অহো ক্ষত্রসমাচারো যত্র মামিতরং যথা ।
নিয়োজয়সি যুদ্ধায় পরমাতেব মাং তথা ॥ ২

ঈদৃশং বচনং ব্রূয়াদ্ ভবতী পুত্রমেকজম্ ।
কিং নু তে মামপশ্যন্ত্যাঃ পৃথিব্যা অপি সর্বয়া ॥ ৩

কিমাভরণকৃত্যেন কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ।
ময়ি বা সঞ্জয়হৃতে প্রিয়পুত্রে বিশেষতঃ ॥ ৪

মাতোবাচ ।

সর্বাবস্থা হি বিদুষাং তাত ধর্মার্থকারণাৎ ।
তাবেবাভিসমীক্ষ্যাহং সঞ্জয় ত্বামচূচুদম্ ॥ ৫

স সমীক্ষ্য ক্রমোপেতো মুখ্যঃ কালোঽয়মাগতঃ ।
অস্মিংস্তেনাগতে কালে কাপুরুষ ন প্রতিপদ্যসে ॥ ৬

অসম্ভাবিতরূপস্মানুপধংসা করিষ্যসি ।
তং মামযশসাস্পৃষ্টং ন ব্রূয়াঃ যদি সঞ্জয় ॥ ৭

ধরীবাৎসল্যবাহস্ত্রিঃসামর্থ্যমেতৎকৃতম্
সন্ধিবিগ্রহিতং মার্গং তাত্ত্ব মুখনিষেবিতম্ ॥ ৮

অবিদ্বাংসৈ মহাত্মান্তি যামিনাং সংশ্রিতাঃ প্রজাঃ ।
তব স্যাদ্ যদি সম্বুদ্ধ্যা তেন মে ত্বং প্রিয়ো ভবেঃ ॥ ৯

পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[বিদুলা ও তাঁহার পুত্রের সংলাপ, বিদুলা কর্তৃক কার্যে সফলতা লাভ করিবার ও শত্রুবশীকরণের উপায় বর্ণন।]

পুত্র বলিল,—মা! তোমার হৃদয় ত' এইরূপ বলিয়া মনে হইতেছে যে, উহা যেন কাল লৌহকে (ইস্পাতকে) একত্রে সংহত করিয়া নির্মিত হইয়াছে। তুমি আমার মা হইয়াও এরূপ নির্দয়। তোমার বুদ্ধি বীর পুরুষগণের ন্যায় এবং তুমি সদা অমর্ষে পূর্ণ ॥ ১

অহো! ক্ষত্রিয়ের আচার-ব্যবহার কিরূপ আশ্চর্যজনক, যাহাতে অবস্থান করিয়া তুমি আমাকে এতাদৃশ যুদ্ধে নিয়োগ করিতেছ; ইহা দ্বারা মনে হইতেছে আমি যেন অন্যের পুত্র এবং তুমি অন্যের মাতা ॥ ২

আমি তোমার একমাত্র পুত্র, তথাপি তুমি আমাকে এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য বলিতেছ—হায় কি অদ্ভুত ব্যাপার! আমাকে যদি তুমি দেখিতে না পাও, তবে সমগ্র পৃথিবীর রাজ্য পাইয়া তোমার কি লাভ হইবে? ৩

বিশেষতঃ আমি তোমার অতিপ্রিয় পুত্র, সেই আমি যদি যুদ্ধে মৃত্যু বরণ করি, তবে তোমার অলঙ্করণে, ভোগ সামগ্রীতে ও তোমার জীবনেই বা কি সুখ লাভ হইবে? ৪

মাতা বলিলেন,—তাত! সঞ্জয়! বিদ্বান্ পুরুষগণের সমস্ত অবস্থাই ধর্ম ও অর্থের নিমিত্তই হইয়া থাকে। এই উভয়ের দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই আমি তোমাকে যুদ্ধের জন্য প্রেরণা দিয়াছি ॥ ৫

বর্তমানে তোমার অবস্থা দেখিয়াই যেন ক্রমপ্রাপ্ত সেই প্রকৃষ্ট সময় আসিয়াছে। এরূপ সময়েও যদি তুমি স্বীয় কর্তব্যের পালন না কর এবং তোমাতে যেরূপ সম্ভাবনা ছিল, উহার বিপরীত স্বভাবের পরিচয় দিয়া শত্রুগণের প্রতি ক্রূরতাপূর্ণ ব্যবহার না কর, তবে এ সময়ে তোমার চারিদিকে অপযশ ছড়াইয়া পড়িবে। সঞ্জয়! এই সময়ে যদি তোমাকে আমি কিছু না বলি, তবে আমার সেই বাৎসল্য গাভীর বাৎসল্যের ন্যায় শক্তিহীন ও নিরর্থক হইবে। বৎস! অতএব সজ্জনগণ যাহার নিন্দা করেন এবং মূর্খ মনুষ্যগণ যে পথে চলে, তুমি সেই পথ পরিত্যাগ কর ॥ ৬-৮

প্রায় সকল লোকই যাহার আশ্রয় লইয়াছে, উহা ত'

ধর্মার্থগুণযুক্তেন নেতরেণ কথঞ্চন।
দৈব-মানুষযুক্তেন সন্ধিরাচরিতেন চ ॥ ১০

যো ক্লেশমবিনীতেন রমতে পুত্র নগ্নুনা।
অল্পযানবতা চাপি দুর্বিনীতেন দুর্ধিয়া ॥ ১১

রমতে যস্ত পুত্রেণ মোঘং তস্ত প্রজাফলম্।
অকুর্বন্তো হি কর্মাণি কুর্বন্তো নিন্দিতানি চ ॥ ১২

সুখং নৈবেহ নামুত্র লভন্তে পুরুষাধমাঃ।
বুদ্ধায় ক্ষত্রিয়ঃ সৃষ্টঃ সন্দেহে জয়ায় চ ॥ ১৩

জয়ন্ বা বধ্যমানো বা প্রাপ্নোতীন্দ্রসলোকতাম্।
ন শত্রুভবনে পুণ্যে দিবি তদ্ বিদ্যতে সুখম্।
যদমিত্রান্ বশে কৃত্বা ক্ষত্রিয়ঃ সুখমশ্নুতে ॥ ১৪

মন্যমানা মন্যমানেন পুরুষেণ মনস্বিনা।
নিকৃত্তেনেহ বরশঃ শত্রূন্ প্রতিচিকীর্ষয়া ॥ ১৫

আত্মানং বা পরিত্যজ্য শত্রুং বা বিনিপাত্য চ।
অতোঽন্যেন প্রকারেণ শান্তিরস্য কুতো ভবেৎ ॥ ১৬

ইহ প্রাজ্ঞো হি পুরুষঃ স্বয়মপ্রিয়মিচ্ছতি।
যস্য স্বয়ং প্রিয়ং লোকে ধ্রুবং তস্যাপ্রিয়ম্ ॥ ১৭

প্রিয়াভাবাচ্চ পুরুষো নৈব প্রাপ্নোতি শোভনম্।
ধ্রুবং চাভাবমভ্যেতি গত্বা গঙ্গেব সাগরম্ ॥ ১৮

পুত্র উবাচ।

নেয়ং মতিস্ত্বয়া বাচ্যা মাতঃ পুত্রে বিশেষতঃ।
কারুণ্যমেবাত্র পরং ভূতেষু জড়মূকবৎ ॥ ১৯

মাতোবাচ।

অতো যে দুষ্করী নন্দিরদেবমনুপশ্যসি।
চোষ্যং মাং চোদয়ন্তেতদ্ ভূশং বৈ চোদয়ামি তে ॥ ২০

অথ ত্বাং পূজয়িষ্যামি হত্বা বৈ সবসৈন্ধবান্।
অথ বা পূজ্যমি বিজয়ং কৃচ্ছ্রভাবিতমেব তে ॥ ২১

অত্যন্ত অবিদ্যা। এই অবিদ্যাভাব (অজ্ঞানতা) যদি তোমার না থাকে এবং যদি তোমার আচরণ সৎপুরুষগণের যোগ্য হয়, তবে তুমি আমার প্রিয় হইতে সক্ষম হইবে। ৯

ধর্ম, অর্থ ও গুণসমূহে যুক্ত, দেবলোক ও মনুষ্যলোকেও উপযোগী এবং সৎপুরুষগণের আচরণের সহিত সংগতি সংকর্মের দ্বারাই তুমি আমার প্রিয় হইতে পারিবে। ইহার বিপরীত অসৎকর্মে কোনরূপেই তুমি আমার প্রিয় হইতে সমর্থ হইবে না। ১০

পুত্র! যে এইরূপ দুর্বিনীত ও অধিকৃত পৌত্রদ্বারা সুখ প্রাপ্ত হয় এবং উদ্যোগরহিত, বিনয়শূন্য ও দুর্বুদ্ধি পুত্রদ্বারা সুখ লাভ করে, তাহার সন্তানোৎপাদন ব্যর্থ হয়; কারণ, ঐ অযোগ্য পুত্র-পৌত্র ত' প্রথমে কোন কর্ম করে না; যদি বা করে, তবে উহারা নিন্দিত কর্মই করিয়া থাকে। ইহাতে সেই অধম মানুষ না ইহলোকে না পরলোকে সুখ লাভ করে।

পুত্র! এই জগতে যুদ্ধ ও বিজয়লাভের জন্যই বিধাতা ক্ষত্রিয়-জাতিকে সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং ক্ষত্রিয় বিজয় লাভ করুন বা যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করুন, সব অবস্থাতেই তিনি ইহলোক লাভ করিতে সমর্থ হন। পুণ্যময় স্বর্গলোকে ইন্দ্রভবনেও সেইরূপ সুখলাভ হয় না, যেরূপ ক্ষত্রিয় বীর শত্রুকে বশীভূত করিয়া সুখলাভ করেন। ১১-১৪

অতএব যে মনস্বী ক্ষত্রিয় বহুবার পরাজিত হইয়া ক্রোধে মগ্ন হইতে থাকেন, তিনি অবশ্যই বিজয়লাভের ইচ্ছাতে পুনরায় শত্রুগণের উপর আক্রমণ করেন। তিনি ত' কেবল বীর শরীর পরিত্যাগ করিয়া অথবা শত্রুকে নিহত করিয়াই শান্তি লাভ করেন। ইহা ব্যতীত অন্য কোন্ প্রকারেই বা তিনি শান্তিলাভ করিতে সমর্থ হন। ১৫-১৬

বিবেকী ব্যক্তি এ জগতে যাহা অল্প মাত্রায় অপ্রিয় কামনা করেন। এ সংসারে যাহার প্রিয় অতি অল্প, উহার অপ্রিয়ও নিশ্চয় অল্পই হইয়া থাকে। ১৭

প্রিয় বস্তুর অভাবে মানুষ শোভা পায় না। যেরূপ গঙ্গা সমুদ্রে যাইয়া বিলুপ্ত হন, সেইরূপ এই অভাবগ্রস্ত মানুষও নিশ্চয়ই লুপ্ত হইয়া যায়। ১৮

পুত্র বলিল,—মা! নিজ মুখে তোমার এরূপ বিচার ব্যক্ত করা উচিত নয়, অতএব তুমি জড় ও মূকের (বচনশক্তিহীনের) ন্যায় হইয়া নিজ পুত্র আমাকে বিশেষরূপে করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে দেখ। ১৯

মাতা বলিলেন,—তুমি যে আমার কর্তব্যবিষয়ে এরূপভাবে পর্যালোচনা করিতেছ, তোমার এই কথায় আমি অত্যন্ত প্রসন্নতা লাভ করিলাম। তুমি আমার কর্তব্য (পুত্রের উপর সমদৃষ্টি দান) বিষয়ে প্রেরণা দিতেছ, সেইজন্য আমিও তোমাকে পুনঃপুনঃ তোমার কর্তব্যবিষয়ে প্রেরণা দিতেছি। ২০

যখন তুমি সিন্ধুদেশের সমস্ত যোদ্ধাকে নিহত করিয়া আসিবে, আমি তখন তোমাকে সম্মানিত করিব। আমার বিশ্বাস —অতিশয় কষ্টের সহিত তোমার বিজয়লাভ আমি অবশ্যই দেখিব। ২১

পুত্র উবাচ।

অকোষস্যাসহায়স্য কুতঃ সিদ্ধিরয়ো মম।
ইত্যবস্থাং বিদিত্বৈতানাত্মনাত্মনি দারুণাম্ ॥ ২২
রাজ্যাদ্ ভাবো নিবৃত্তো মে ত্রিদিবাদিব দুষ্কৃতেঃ।
ঈদৃশং ভবতী কিঞ্চিদুপায়মনুপশ্যতি ॥ ২৩
তন্মে পরিণতপ্রজ্ঞে সম্যক্ প্রব্রূহি পৃচ্ছতে।
করিষ্যামি হি তৎ সর্বং যথাবদনুশাসনম্ ॥ ২৪

মাতোবাচ।

পুত্র নাত্মাবমন্তব্যঃ পূর্বাভিরসমৃদ্ধিভিঃ।
অকৃত্বা হি ভবন্ত্যর্থা দৃষ্টা নষ্টাপি চাপরে ।
অমর্ষেণৈব চাপার্থা নারব্ধব্যাঃ সুবালিশৈঃ ॥ ২৫
সর্বেষাং কর্মণাং তাত ফলে নিত্যমনিত্যতা।
অনিত্যমিতি জানন্তো ন ভবন্তি ভবন্তি চ ॥ ২৬

পুত্র বলিল,—মা! আমার নিকট কোন সহায়তার নাই এবং আমি সর্বতোভাবে অসহায়, সুতরাং আমার অভীষ্টসিদ্ধি কিভাবে হইবে? নিজের এই দারুণ অবস্থার জন্য স্বয়ংই বিবেচনা করত আমি রাজ্যের প্রতি আমার অনুরাগ সেইভাবে নিবৃত্ত করিয়াছি, যেভাবে স্বর্গের প্রতি পাপীর ভাব স্বতঃই নিবৃত্ত হইয়া যায়। তুমি কি সেরূপ কোন উপায় দেখিতে পাইতেছ, যাহাতে আমার বিজয়লাভ হইতে পারে? ২২-২৩

পরিণত বুদ্ধিমতি মা! আমার এই প্রশ্নানুসারে তুমি কোন এক উত্তম উপায় আমাকে বল। আমি তোমার সেই সম্পূর্ণ আদেশ যথাযথভাবে পালন করিব। ২৪

মাতা বলিলেন,—পুত্র! পূর্বে সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইয়া গিয়াছে, ইহা ভাবিয়া তুমি নিজেকে অবজ্ঞা করিও না; কারণ, ধন-বৈভব নষ্ট হইয়া যাইলেও পুনরায় উহা লাভ হইয়া থাকে এবং প্রাপ্ত ধন আবার নষ্টও হইয়া যায়। অতএব বুদ্ধিহীন ব্যক্তিগণের কর্তব্য হইল কি যে, তাহারা ঈর্ষাবশতঃ ধনপ্রাপ্তির জন্য কোন কার্য আরম্ভ করিবে না। ২৫

বৎস! সমস্ত কর্মেরই ফললাভবিষয়ে অনিত্যতা আছে—কখনও কর্মের ফললাভ হয়, আবার কখনও হয় না। এই অনিত্যতাকে জানিয়াও বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি কর্মাচরণ করিয়া থাকেন এবং সেই কর্মে কখনও কখনও সফলতালাভ করিতে পারেন না, আবার কখনও কখনও সফলতা লাভ করিয়া থাকেন। ২৬

অথ যে নৈব কুর্বন্তি নৈব ত্যক্ত্বা ভবন্তি তে।
ঐকগুণ্যমনীহায়ামভাবঃ কর্মণাং ফলম্ ॥ ২৭
অথ বৈগুণ্যমীহায়াং ফলং ভবতি বা ন বা।
যস্তু প্রাগেব বিদিতা সর্বার্থানামনিত্যতা ॥ ২৮
মুহেদ্ বৃদ্ধ্যসমৃদ্ধো স প্রতিকূলে নৃপাত্মজ।
উত্থাতব্যং জাগৃতব্যং যোক্তব্যং ভূতিকর্মসু ॥ ২৯
ভবিষ্যতীতেব মনঃ কৃত্বা সততমব্যথৈঃ।
মঙ্গলানি পুরস্কৃত্য ব্রাহ্মণাংশ্চেশ্বরৈঃ সহ ॥ ৩০
প্রাজ্ঞস্য নৃপতেরাশু বৃদ্ধিভবতি পুত্রক।
অভিবর্ততি লক্ষ্মীস্তং প্রাচীনিব দিবাকরঃ ॥ ৩১
নিষ্পন্নাত্যুপপন্নাংশ্চ বহুন্যাদদতানি চ।
অনুদর্শিতরূপোঽসি পশ্যামি কুরু পৌরুষম্ ॥ ৩২

কখনও নিজ অভীষ্টবিষয়ে সিদ্ধিলাভ করিতে সমর্থ হয় না, অতএব কর্ম পরিত্যাগ করিয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিলে ইহাই তাহার একমাত্র পরিণাম যে, মানুষের কখনও অভীষ্ট মনোরথ পূর্ণ হয় না। ২৭

কিন্তু উৎসাহসহকারে কর্মতৎপর থাকিলে তাহার ফল দুই প্রকার হইয়া থাকে,—প্রথম, কর্মে বাঞ্ছিত ফল লাভ হয়; দ্বিতীয়—আবার কখনও বা উহা লাভ হয় না। রাজকুমার! যাহার পূর্বে সমস্ত পদার্থে অনিত্যতা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে, সেই জ্ঞানী পুরুষ নিজ প্রতিকূল পক্ষের উন্নতি ও নিজের অবনতিতে প্রাপ্ত দুঃখকে বিচারদ্বারা নিবারণ করিতে সমর্থ হন।

সফলতা লাভ হইবেই, এইরূপ মনে দৃঢ় বিশ্বাস লইয়া নিরন্তর বিগতস্পৃহভাবে তোমার উত্থিত হওয়া, সচেতন হওয়া এবং ঐশ্বর্য-প্রাপ্তিকারক কর্মে ব্যাপৃত হওয়া কর্তব্য।

বৎস! দেবতাবৃন্দের সহিত ব্রাহ্মণগণের পূজা এবং অন্যান্য মাঙ্গলিক কার্য সম্পন্ন করিয়া প্রত্যেক কার্যের আরম্ভকারী বুদ্ধিমান্ রাজার শীঘ্রই উন্নতি হইয়া থাকে। যেরূপ সূর্য অবশ্যই পূর্বদিকের আশ্রয় লইয়া উহাকে প্রকাশিত করেন, সেইরূপ রাজলক্ষ্মী পূর্বোক্ত রাজার সমস্তদিক্ ব্যাপ্ত করিয়া তাঁহাকে যশস্বী ও তেজস্বী করিয়া দেন। ২৮-৩১

পুত্র! আমি তোমাকে বহুপ্রকার দৃষ্টান্ত, বিবিধ উপায় ও বহু উৎসাহজনক বাক্য শুনাইয়াছি। লোকসমাচারেরও বারংবার নিদর্শন করাইয়াছি। এখন তুমি যথা পুরুষার্থ প্রকাশ কর, আমি তোমার পরাক্রম দেখিব। ৩২

পুরুষার্থমভিপ্রেতং সমাহর্তুমিহার্হসি।
ক্রুদ্ধাংস্তুষ্টান্ পরীক্ষীণানবলিপ্তান্ বিমানিতান্ ॥ ৩৩
স্পর্ধিনশ্চৈব যে কেচিৎ তান্ যুক্ত উপধারয়।
এতেন যঃ প্রকারেণ মহতো ভেৎস্যসে গণান্ ॥ ৩৪
মহাবেগ ইবোদ্ভূতো মাতরিশ্বা বলাহকান্।
তেষামগ্রপ্রদায়ী স্যাঃ কল্যোত্থায়ী প্রিয়ংবদঃ ॥ ৩৫
তে ত্বাং প্রিয়ং করিষ্যন্তি পুরো যাস্যন্তি চ ধ্রুবম্।
যদৈব শত্রুজানীয়াৎ সপত্নঃ ত্যক্তজীবিতম্ ॥
তদৈবাস্মাদ্বিজয়তে সর্পাদ্ বেশ্মগতাদিব। ৩৬
তং বিদিত্বা পরাক্রান্তং বশে ন কুরুতে যদি।
নির্বাদৈর্নিষ্পদেনৈনমুদ্ধতস্তু ভবিষ্যতি ॥ ৩৭
নির্বাদোদাস্পদং লব্ধ্বা ধনবৃদ্ধিস্তবিষ্যতি।
ধনবন্তং হি মিত্রাণি ভজন্তে চাশ্রয়ন্তি চ ॥ ৩৮
স্খলিতার্থং পুনস্তাত সন্ত্যজন্তি চ বান্ধবাঃ।
অপ্যস্মিন্ নাবসন্নে চ জুগুপ্সন্তে চ তাদৃশম্ ॥ ৩৯
শত্রুং কৃত্বা যঃ সহায়ঃ বিশ্বাসমুপগচ্ছতি।
স ন সম্ভাব্যমেবৈতদ্ যদ্ রাজ্যং প্রাপ্নুয়াদিতি ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্‌যানপর্বণি ভীষ্মাদিবাক্যে
পঞ্চত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৫

তোমাকে বর্তমানে অতীত পুরুষার্থ প্রকাশ করিতে হইবে। যে সমস্ত লোক সিন্ধুরাজের উপর ক্রুদ্ধ, যাহাদের মনে ধনের লোভ বিদ্যমান আছে, যাহারা সিন্ধুরাজের আক্রমণে ক্ষীণ হইয়া পড়িয়াছে, যাহাদের স্বীয় বল ও পৌরুষের উপর গর্ব আছে এবং যাহারা তোমার অসুবিধা অপমানিত হইয়া তাহার প্রতিকারের জন্য স্পর্ধা করে, তাহাদের সকলকে তুমি সাবধান হইয়া সান-মানাদ্বারা নিজ পক্ষে আনয়ন কর। প্রচণ্ড বেগগামী বায়ু প্রবলবেগে উঠিয়া যেরূপ মেঘসমূহকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া থাকে, সেইরূপ তুমি এইভাবে বিপক্ষ ভূপতিগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে সমর্থ হইবে।

তুমি তাহাদিগকে অগ্রিম বেতন প্রদান কর, প্রতিদিন প্রাতঃকালে উঠিয়া পড়িবে এবং তাহাদের সকলের সহিত প্রিয় কথা বলিবে। এইরূপ করিলে তাহারা অবশ্যই তোমার প্রিয় কার্য করিবে এবং নিশ্চয়ই তাহারা তোমাকে অগ্রগামী নেতারূপে মানিয়া লইবে। ৩৩-৩৫

শত্রু যখনই জানিতে পারিবে যে, তাহার বিপক্ষীয়গণ প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে, তখনই সে সহসা সর্পের ন্যায় তাহাদের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িবে। ৩৬

যদি শত্রুকে পরাক্রমসম্পন্ন জানিয়া নিজের অসামর্থ্যবশতঃ তাহাকে বশীভূত করিতে কেহ সমর্থ না হয়, তবে বিশ্বাসযোগ্য দূতগণের সাহায্যে সাম এবং দান নীতির প্রয়োগ করত তাহাকে স্বীয় অনুকূলে আনিবে (যাহাতে সে আক্রমণ না করিয়া শান্তভাবে থাকে।) ইহা করিলে অন্ততঃপক্ষে শত্রু বশীভূত হইবে। ৩৭

এইভাবে শত্রুকে শান্ত করিয়া দিতে পারিলে নিজের আশ্রয় লাভ করত যুদ্ধাদির প্রয়োজন না হওয়ায় নিজের ধনেরও বৃদ্ধি ঘটিবে। তখন সেই ধনবান্ পুরুষকে তাহার মিত্রবর্গ ও অন্যান্য লোকগণও তাহার সেবা করিবে এবং তাহার আশ্রয় লইবে। ৩৮

ইহার বিপরীতে যাহার ধন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাহার মিত্র ও ভ্রাতাদি বন্ধুবর্গও তাহাকে ত্যাগ করে। এমন কি, তাহার উপর বিশ্বাস পর্যন্তও করিতে পারে না এবং তাহার মত মানুষকে তখন সকলে নিন্দাও করিয়া থাকে। ৩৯

যে ব্যক্তি শত্রুর সহায়ক হইয়া তাহার বিশ্বাস জন্মাইতে পারে, সে রাজ্য প্রাপ্ত হইবে, এরূপ সম্ভাবনাও কখনও করিবে না। ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্বে বিদুলাকর্তৃক পুত্রকে উপদেশবাক্যদানবিষয়ক পঞ্চত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

षट्त्रिंशदधिकशततमोऽध्यायः ।

[विदुलाया उपदेशेन तत्पुत्रस्य युद्धोद्योगः ।]

मातोवाच ।

नव राजा धरः कार्य्यो जातु कस्याञ्चिदापदि ।
अथ चेदपि भीर्णः स्यान्नैव वर्त्तेत भीर्णवत् ॥ १

भीर्णं हि दृष्ट्वा राजानः सर्वमेवानुभीर्य्यते ।
राष्ट्रं बलममात्यांश्च पृथक् कुर्वन्ति ते मतीः ॥ २

शत्रूनेके प्रपद्यन्ते प्रजहत्यापरे पुनः ।
अन्ते तु प्रजिहीर्षन्ति ये पुरस्तात् विमानिताः ॥ ३

य एवाऽऽत्मसुहृद्यस्त एनं पर्य्युपासते ।
अमरुग्भिः क्षत्रियकामा बन्धवस्ते इडा इव ॥ ४

शोचन्तमनुशोचन्ति पतितानिव बान्धवान् ।
अपि ते पूजिताः पूर्वमपि ते सुहृदो मताः ॥ ५

যে রাষ্ট্রমভিতপ্তন্তে রাজ্ঞো ব্যসনমীদৃশম্ ।
মা ভীদরস্কং সুহৃদো মা যুধ্যং ভীর্ণং প্রহাসিষুঃ ॥ ৬

প্রভাবং পৌরুষং বুদ্ধিং জিজ্ঞাসন্ত্যা ময়া তব ।
বিদধত্যা সমাখ্যাসমুক্তং তেজোবিবৃদ্ধয়ে ॥ ৭

যদেতৎ সংবিজানাসি যদি সম্যগ্ ব্রবীম্যহম্ ।
কুরুষ্বৈনামিবাত্মানং জয়ায়োত্তিষ্ঠ সঞ্জয় ॥ ৮

অস্তি নঃ কোষনিচয়ো মহান্ ক্ষপিতস্তব ।
তমহং বেদ নাস্তস্তমুপসম্পাদয়ামি তে ॥ ৯

সন্তি নৈকতমা ভূয়ঃ সুহৃদস্তব সঞ্জয় ।
সুখ-দুঃখসহা বীর সাম্পরায়নিবর্ত্তিনঃ ॥ ১০

তাদৃশা হি সহায়া বৈ পুরুষস্য বৃহস্পতেঃ ।
ইষ্টং জিগীষতঃ কিঞ্চিৎ সচিবাঃ শক্রকর্শন ॥ ১১

ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

[বিদুলার উপদেশে তৎপুত্রের যুদ্ধের জন্য উদ্যোগ ।]

মাতা বলিলেন,—পুত্র ! কোনকালেই রাজাকে কখনও কোন বিপদ না আসে, সেইজন্য রাজার কখনও ভয়ে ভীত হওয়া উচিত নয়। যদি ভীত হইয়াও পড়েন, তথাপি ভীতের ন্যায় ব্যবহারপরায়ণ হইবেন না। ১

রাজা ভীত হইয়া পড়িলে তাহার পক্ষে সকল লোকেই ভীত হইয়া পড়ে। রাজ্যের সমস্ত প্রজা, সেনা ও মন্ত্রিগণও উহার সম্বন্ধে বিভেদপূর্ণ বুদ্ধি অবলম্বন করে। ২

তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ তাহার শত্রুগণের আশ্রয়ে চলিয়া যায়, কেহ কেহ কেবল তাহাকে ত্যাগ করে এবং কেহ কেহ পূর্ব্বে যাহারা রাজাদ্বারা অপমানিত হইয়াছিল, তাহারা সেই অবস্থায় উহার উপর প্রহার করিবার ইচ্ছা করে। ৩

যাহারা রাজার অনিষ্ট সুহৃৎ, তাহারা এতাদৃশ সঙ্কটকালেও রাজার নিকট থাকিয়া যায়, কিন্তু তাহারাও অসামর্থ্যবশতঃ কিছু করিতে অক্ষম হইয়া বন্ধ্বৎসা গাভীর ন্যায় মনে মনেই তাহার মঙ্গলকামনা করিতে থাকে। ৪

যাহারা বিপদে পতিত হইয়া শোককারী রাজার সহিত নিজেরাও শোকগ্রস্ত হয়, তাহাতে মনে হয় যেন তাহাদের যাতাদি বন্ধুগণই বিপন্ন হইয়াছে ; তুমি কি এরূপ ব্যক্তিগণকে সুহৃৎ বলিয়া স্বীকার করিয়াছ ? তুমি কি পূর্ব্বে এতাদৃশ সুহৃদ্‌গণকে সম্মানিত করিয়াছ ? ৫

যাহারা সঙ্কটে পতিত রাজাকে নিজের মনে করিয়া উহার এবং রাজার রক্ষার জন্য প্রাণপণ করিতেছে, এইরূপ সুহৃদ্‌গণকে তুমি কখনও নিজের নিকট পৃথক্ করিয়া দিবে না এবং তাহারাও ভয়ভীত হইয়া তোমাকে যেন পরিত্যাগ না করে। ৬

আমি তোমার প্রভাব, পুরুষকার ও বুদ্ধিবলকে জানিতে ইচ্ছুক হইয়াছি, অতএব তোমাকে আশ্বাসদান করিতে করিতে তোমার তেজ (উৎসাহ) বৃদ্ধির জন্য আমি পূর্ব্বোক্ত বাক্য বলিয়াছি। ৭

সঞ্জয় ! আমি যদি তোমাকে এই সব বিষয়ে যথার্থ বলিয়া থাকি এবং তুমিও যদি আমার কথাকে সত্য বলিয়াই মনে করিয়া থাক, তবে তুমি নিজেকে উগ্রপ্রভাব বিশিষ্ট করিয়া বিজয়ের জন্য উত্থিত হও। ৮

এখন আমাদের নিকট যে ধন সঞ্চিত আছে, যাহার সংবাদ তুমি কিছুই জান না, উহা কেবল আমিই জানি, অন্যে নহে। সেই সমস্ত ধন আমি তোমাকে সমর্পণ করিলাম। ৯

বীর সঞ্জয় ! এখন তোমার বন্ধু সুহৃৎ আছে। তাহারা সকলে সুখ-দুঃখ সহ্য করিতে পারে এবং যুদ্ধ হইতে কখনও পশ্চাৎপদ হয় না। ১০

শত্রুসূদন ! যে ব্যক্তি নিজের উন্নতি কামনা করে এবং শত্রুর হাত হইতে নিজের অভীষ্ট সম্পত্তি হরণ করিতে অভিলাষী, তাহার সহায়ক ও মন্ত্রিমণ্ডলীর পূর্ব্বোক্ত গুণসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। ১১

যস্যাস্যীদৃশকং বাক্যং শ্রুত্বাপি ব্যথতে মনঃ।
তমস্বপাগমং তস্য সূচিত্যার্থপদাক্ষরম্ ॥ ১১

পুত্র উবাচ।

উদকে দুরিয়ং মার্য্যা মর্তব্যং প্রবণে ময়া।
যস্যা মে ভবতী নেত্রী ভবিষ্যতি দিশিনী ॥ ১৩
অহং হি বচনং যস্যাঃ তীক্ষ্ণমুদ্বরপরাপরম্।
কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ প্রতিবদংস্তূষ্ণীমাসং মুহুর্মুহুঃ ॥ ১৪
অতৃপ্যন্নমৃতস্যেব কৃচ্ছ্রান্নিষ্ক্রম্য বাস্ততঃ।
উদ্যতাস্ত্রামমোঘং শত্রূণাং নিধনায় জয়ায় চ ॥ ১৫

কুন্ত্যুবাচ।

সদশ্ব ইব স ক্ষিপ্তঃ প্রণুন্নো বাক্যসায়কৈঃ।
তচ্চকার তথা সর্বং যথাবদনুশাসনম্ ॥ ১৬
ইদমুদ্বর্ষণং ভীমং তেজোবর্ধনমুত্তমম্।
রাজানং শ্রাবয়েত্ত্বী সীদন্তং শত্রুপীড়িতম্ ॥ ১৭
জয়ো নামেতিহাসোঽয়ং শ্রোতব্যো বিজিগীষুণা।
মহীং বিজয়তে ক্ষিপ্রং শ্রুত্বা শত্রূংশ্চ মর্দতি ॥ ১৮
ইদং পুংসবনং চৈব বীরজননমেব চ।
অভীক্ষ্ণং গর্ভিণী শ্রুত্বা ধ্রুবং বীরং প্রজায়তে ॥ ১৯
বিদ্যাশূরং তপঃশূরং দানশূরং তপস্বিনম্।
ব্রাহ্ম্যা শ্রিয়া দীপ্যমানং সাধুবাদে চ সম্মতম্ ॥ ২০
অচ্ছিদ্রাঙ্গং বলোপেতং মহাভাগং মহারথম্।
ধৃতিমন্তমনাধৃষ্যং জেতারমপরাজিতম্ ॥ ২১
নিয়ন্তারমলক্ষ্মীনাং গোপ্তারং ধর্মচারিণাম্।
ঈদৃশং ক্ষত্রিয়া সূতে বীরং সত্যপরাক্রমম্ ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি দুর্যোধনবাক্যে
ষট্‌ত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৬

(কুন্তীদেবী বলিলেন,—) শ্রীকৃষ্ণ! সঞ্জয়ের বাক্য যদিও অতিশয় দুর্বল ছিল, তথাপি বিদুলার এই নিশ্চিত অর্থ, পদ ও অক্ষরসমূহে সংযুক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার তমোগুণবর্জিত ভয় ও বিষাদ দূরীভূত হইল ॥ ১১

পুত্র বলিল,—মা! আমার এই বাক্য শস্ত্রস্বরূপ হইয়া নিমগ্ন হইয়াছে, এখন উহাকে হৃদয় হইতে উদ্ধার করিতে হইবে, নতুবা যুদ্ধে শত্রুগণের সম্মুখীন হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইবে। যখন আমি ভাবী বৈভবের ধ্বনিকারিণী তোমার ন্যায় নেত্রী (পথপ্রদর্শিকা) পাইয়াছি, তখন আমার এরূপ শাসন হওয়াই বাঞ্ছনীয় ॥ ১৩

আমি পর পর তোমার মুখ হইতে বাক্য শুনিতে ইচ্ছা করি। এইজন্য মধ্যে মধ্যে কিছু বলিয়া পুনরায় মৌন হইয়া যাইতাম ॥ ১৪

তোমার এই অমৃততুল্য বাণী অতিশয় কষ্টের সহিত শুনিতে পাওয়া যায়। উহা শ্রবণ করিয়া আমি তৃপ্ত হইতে পারি নাই। এখনই আমি শত্রুসমক্ষে গমন ও যুদ্ধে বিজয়লাভের জন্য উদ্যোগ আরম্ভ করিতেছি ॥ ১৫

কুন্তীদেবী বলিলেন,—শ্রীকৃষ্ণ! মাতার বাক্যরূপ বাণে বিদ্ধ ও ভিন্নহৃদয় হইয়া বেত্রপ্রহারে সচকিত উত্তম অশ্বের ন্যায় পুত্র মাতার পূর্বোক্ত সমস্ত উপদেশ যথাযথরূপে পালন করিল ॥ ১৬

এই উত্তম উদ্যমের বীরগণের পক্ষে অত্যন্ত উৎসাহবর্ধক ও কাপুরুষগণের পক্ষে অতিশয় ভয়ের। যদি কোন রাজা শত্রুকর্তৃক পীড়িত হইয়া দুঃখী ও হতাশ হইয়া পড়েন, তবে মন্ত্রিগণের কর্তব্য হইল সেই রাজাকে এই প্রসঙ্গ শ্রবণ করান ॥ ১৭

ইহা হইল একটি জয়দায়ক ইতিহাস। বিজয়াভিলাষী ব্যক্তির পক্ষে ইহা শ্রবণ করা উচিত। ইহা শ্রবণ করিয়া যুদ্ধে গমনকারী রাজা শীঘ্রই পৃথিবীতে বিজয়লাভ করেন এবং শত্রুদিগকে মর্দিত করিয়া ফেলেন ॥ ১৮

এই আখ্যান পুত্রপ্রসূতি করাইয়া থাকে এবং সাধারণ পুরুষগণের মধ্যে বীরভাব উৎপন্ন করে। যদি গর্ভবতী রমণী এই উপাখ্যান বারংবার শ্রবণ করেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই বীর পুত্রের জন্মদান করেন ॥ ১৯

ইহা শ্রবণ করিয়া প্রত্যেক ক্ষত্রিয়ভার্যা বিদ্যাশূর, তপঃশূর, দানশূর, তপস্বী, ব্রাহ্মী শোভাসম্পন্ন, সাধুবাদের যোগ্য, তেজস্বী, বলবান্, পরম সৌভাগ্যশালী, মহারথী, ধৈর্যবান্, দুর্জয় বিজয়ী, অপরাজিত, দুষ্টগণের দমনকারী, ধার্মিকগণের রক্ষক এবং সত্যপরাক্রমী বীর পুত্র উৎপন্ন করেন ॥ ২০-২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্যানপর্বে বিদুলাকর্তৃক পুত্রকে উপদেশ দানের সমাপ্তিবিষয়ক ষট্‌ত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবান্ প্রতি কুন্তীদেব্যাঃ সন্দেশপ্রেষণম্, ততোঽভিমন্যুজামাদার উপপ্লব্যনগরে শ্রীকৃষ্ণস্য প্রস্থানঞ্চ।]

কুন্ত্যুবাচ।

অর্জুনং কেশব ব্রূয়াস্ত্বয়ি জাতে ম মৃতকে।
উপোপবিষ্টা নারীভিরাশ্রমে পরিবারিতা ॥ ১

অথান্তরিক্ষে বাগাসীদ্ দিব্যরূপা মনোরমা।
সহস্রাক্ষসমঃ কুন্তি ভবিষ্যত্যেষ তে সুতঃ ॥ ২

এষ জেষ্যতি সংগ্রামে কুরূন্ সর্বান্ সমাগতান্।
ভীমসেনদ্বিতীয়শ্চ লোকমুদ্ধরিষ্যতি ॥ ৩

পুত্রস্তে পৃথিবীং জেত্তা যশশ্চাস্য দিবং স্পৃশেৎ
হত্বা কুরূংশ্চ সংগ্রামে বাসুদেবসহায়বান্ ॥ ৪

পিত্র্যমংশং প্রনষ্টঞ্চ পুনরপ্যাহরিষ্যতি।
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ শ্রীমাংস্ত্রীন্ মেধানাহরিষ্যতি ॥ ৫

স সত্যসন্ধো বীভৎসুঃ সব্যসাচী দৃঢ়াচ্যুতঃ।
তথা ত্বমেব জানাসি বলবন্তং বৃকোদরম্ ॥ ৬

তথা তদস্তু দাশার্হ যথা বাগভ্যভাষত।
ধর্মশ্চেদস্তি বার্ষ্ণেয় তথা সত্যং ভবিষ্যতি ॥ ৭

যৎ চাপি তে তথা কৃষ্ণ সর্বং সম্পাদয়িষ্যসি।
নাহং তদভ্যসূয়ামি যথা বাগভ্যভাষত ॥ ৮

নমো ধর্মায় বৃহতে ধর্মো ধারয়তি প্রজাঃ।
এতদ্ ধনঞ্জয়ো বাচো নিত্যোদ্যুক্তো বৃকোদরঃ ॥ ৯

যদর্থং ক্ষত্রিয়া সূতে তস্য কালোঽয়মাগতঃ।
ন হি বৈরং সমাসাদ্য শীর্যন্তি পুরুষর্ষভাঃ ॥ ১০

বিদিতা তে সদা বুদ্ধির্ভীমস্য চ ন সংশয়ঃ।
যাবদন্তং ন কুরুতে শত্রূণাং শত্রুকর্শন ॥ ১১

সর্বধর্মবিশেষজ্ঞাং স্নুষাং পাণ্ডোর্মহাত্মনঃ
কৃষ্ণা মাধব কল্যাণীং কৃষ্ণ কৃষ্ণাং সমর্থয়েঃ ॥ ১২

যুক্তমেতদ্ধি তস্যাং বৈ কুলে জাতে মহাত্মনি।
সাধ্বে পুত্রেষু সাধ্বী যা সদা সমনুবর্ততে ॥

সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণকে কুন্তীদেবীর সংবাদপ্রেরণ এবং তাঁহার নিকট হইতে বিদায় লইয়া শ্রীকৃষ্ণের উপপ্লব্যনগরে গমন।]

কুন্তীদেবী বলিলেন,—কেশব! তুমি অর্জুনের নিকট যাইয়া বলিবে, তোমার জন্মের সময় আমি যখন প্রসূতীগৃহে পরিবৃত হইয়া সূতিকাগারে বসিয়াছিলাম, তখন আকাশ হইতে এই মনোরম দিব্যবাণী শুনা যাইল—কুন্তি! তোমার এই পুত্র ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী হইবে। ১-২

এই পুত্র ভীমসেনের সহিত একত্রে থাকিয়া যুদ্ধে সমাগত সমস্ত কৌরবদিগকে জয় করিয়া লইবে এবং শত্রুগণকে ব্যাকুল করিয়া তুলিবে। ৩

তোমার এই পুত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত থাকিয়া এই পৃথিবীকে জয় করিবে, ইহার যশ স্বর্গ পর্যন্ত বিস্তৃত হইবে এবং সে যুদ্ধে বিপক্ষীয় কৌরবগণকে নিহত করিয়া নিজ পৈতৃক রাজ্য পুনরুদ্ধার করিবে। এই শোভাসম্পন্ন বালক নিজ ভ্রাতৃগণের সহিত বিরাজমান থাকিয়া তিনটি অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিবে। ৪-৫

অচ্যুত! সব্যসাচী অর্জুন যেরূপ সত্যপ্রতিজ্ঞ, উহার যেরূপ বল ও দুর্জয় শক্তি আছে, তাহা তুমি সবই অবগত আছ। ৬

দশার্হকুলনন্দন শ্রীকৃষ্ণ! আকাশবাণী যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহাই হউক—ইহা আমারও ইচ্ছা। ধৃষ্টদ্যুম্নভগিনী! যদি ধর্ম থাকেন, তবে ইহা অবশ্যই সত্য হইবে। ৭

শ্রীকৃষ্ণ! তুমি স্বয়ংও সমস্তই যথাযথরূপে সম্পাদন করিবে। আকাশবাণী যে কথা বলিয়াছিলেন, আমি তাহাতে কোন কিছু দোষ আরোপ করিতেছি না। ৮

আমি ত' সেই মহান্ ধর্মকে সর্বতোভাবে প্রণাম করিতেছি; কারণ, এই ধর্মই সমস্ত প্রজাকে ধারণ করিয়া আছেন। তুমি অর্জুনকে এবং সদা যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্ত ভীমসেনকে যাইয়া বলিবে—ক্ষত্রিয়া রমণী যে জন্য পুত্রের জন্মদান করেন, তাহার এই উপযুক্ত সময় আসিয়াছে। শ্রেষ্ঠ যজ্ঞগণ কাহারও সহিত শত্রুতা হইলে উৎসাহহীন হইয়া বসিয়া থাকেন না। ৯-১০

হে শত্রুনাশন! তুমি ত' ভীমসেনের মতিগতি সর্বদাই জান, সে শত্রুগণের বিনাশ না হওয়া পর্যন্ত কোনরূপেই শান্ত হইতে পারে না। ১১

মাধব! শ্রীকৃষ্ণ! তুমি সমস্ত ধর্মেই বিশেষরূপে অভিজ্ঞ, মহাত্মা পাণ্ডুর পুত্রবধূ, কল্যাণময়ী ও যশস্বিনী দ্রৌপদীকে বলিবে—তুমি পরম সৌভাগ্যশালী যশস্বী কুলে উৎপন্না হইয়াছ। তুমি আমার পুত্রগণের সহিত যথাযোগ্যরূপে যে যথোচিত ব্যবহার করিয়াছ, উহা তোমার যোগ্য কার্যই হইয়াছে। ১২-১৩

মাদ্রীপুত্রৌ চ বক্তব্যৌ ক্ষত্রধর্মরতাবুভৌ।
বিক্রমেণার্জিতান্ ভোগান্ ভুঞ্জীতাং জীবিতাদপি ॥ ১৪
বিক্রমাধিগতা হ্যর্থাঃ ক্ষত্রধর্মেণ জীবতঃ।
মনো মন্যুশ্চ সদা প্রীণন্তি পুরুষোত্তম ॥ ১৫
যচ্চ বঃ প্রেক্ষমাণানাং সর্বধর্মোপচারিনাম্।
পাঞ্চালী পরুষান্যুক্তা কো হ্যু তৎ কর্তুমর্হতি ॥১৬
ন রাজ্যহরণং দ্যূতে নাপি চাপি পরাজয়ঃ।
প্রব্রাজনং সুতানাং বা ন মে তদ্ দুঃখকারণম্ ॥ ১৭
যত্র সা বৃহতী শ্যামা সভায়াং রুদতী তদা।
অব্রৌষীৎ পরুষা বাচস্তন্মে দুঃখতরং মহৎ ॥ ১৮
শ্রীধর্মিণী বরারোহা ক্ষত্রধর্মরতা সদা।
নাধ্যগচ্ছৎ তদা নাথং কৃষ্ণা নাথবতী সতী ॥ ১৯
তৎ বৈ ব্রূহি মহাবাহো সর্বশস্ত্রভৃতাং বরম্।
অর্জুনং পুরুষব্যাঘ্রং দ্রৌপদ্যাঃ পদবীং চর ॥ ২০

বিদিতং হি তবাত্মাস্থঃ ক্রুদ্ধাবিব যমান্তকৌ।
ভীমার্জুনৌ নরেতাং হি দেবানপি পরাং গতিম্ ॥ ২১
তয়োশ্চৈতদবজ্ঞানং যৎ সা কৃষ্ণা সভাগতা।
দুঃশাসনশ্চ যদ্ ভীমং কটুকাক্তভাষত ॥ ২২
পক্ষতাং কুরুবীরাণাং তচ্চ সংস্মারয়েঃ পুনঃ।
পাণ্ডবান্ কুশলং পৃচ্ছেঃ সপুত্রান্ কৃষ্ণয়া সহ ॥ ২৩
মাঞ্চ কুশলিনীং ব্রূয়াস্তেষু দুঃখো জনার্দন।
অরিষ্টং গচ্ছ পন্থানং পুত্রান্ মে প্রতিপালয় ॥ ২৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অভিবাদ্যাথ তাং কৃষ্ণঃ কৃত্বা চাপি প্রদক্ষিণম্।
নিশ্চক্রাম মহাবাহুঃ সিংহবেলগতিস্ততঃ ॥ ২৫
ততো বিসর্জয়ামাস ভীষ্মাদীন্ কুরুপুঙ্গবান্।
আরোপ্যাথ রথে কর্ণং প্রায়াৎ সাত্যকিনা সহ ॥ ২৬

পুরুষোত্তম! তারপর দ্রৌপদীকে সঙ্গে করে সত্বর মাদ্রী পুত্রদ্বয়কে আমার এই সংবাদ জানাইবে যে, তোমরা ক্ষত্রিয়ের ধর্মে ভীত হইয়া ভীক্ষ্ণ পরাক্রমে উপার্জিত ভোগসমূহ উপভোগ কর। ক্ষত্রিয়ধর্মে জীবন নির্বাহকারী মনুষ্যের পরাক্রমে লব্ধ পদার্থেই সদা সন্তুষ্ট থাকে। ১৩-১৪

সর্ববিধ ধর্মের বৃদ্ধিকারী তোমাদের সকলের দৃষ্টিপথের সম্মুখেই পাঞ্চালরাজকুমারী দ্রৌপদীকে যে সমস্ত কটুবাক্য বলা হইয়াছিল, তাহা কোন বীর ক্ষমা করিতে পারে? ১৫

শ্রীকৃষ্ণ! রাজ্য হৃত হওয়ায় আমার যেরূপ দুঃখ হয় নাই, পাশাখেলায় পরাজয় কিংবা পুত্রগণের বনবাসে গমনও আমার নিকট সেরূপ দুঃখের কারণ হয় নাই, কিন্তু জন-পরিপূর্ণ সভায় আমার সুন্দরী যুবতী পুত্রবধূ দ্রৌপদীকে রজস্বলা অবস্থায় দুর্যোধনের কটুবাক্য শুনিতে হইয়াছে, ইহাই আমার নিকটে অত্যন্ত মহাদুঃখের কারণ হইয়াছে। ১৬-১৮

ক্ষত্রিয়ধর্মে সদা নিরতা, আমার সর্বাঙ্গসুন্দরী সতী বধূ কৃষ্ণা তখন রজস্বলা অবস্থায় ছিল। তখন সে সর্বপ্রকারে সনাথা ছিল, তথাপি সেই দিন কৌরবসভায় তাহার কোন নাথ (রক্ষক) সে পায় নাই (সে সেইদিন অনাথার ন্যায় রোদন করিতে করিতে সমস্ত অপমান সহ্য করিয়াছে)। ১৯

মহাবাহো! সমস্ত শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পুরুষপ্রবর অর্জুনকে বলিবে, তুমি দ্রৌপদীর বাঞ্ছিত পথে চল। ২০

শ্রীকৃষ্ণ! তুমি ত উত্তমরূপে জান যে, ভীমসেন ও অর্জুন যদি ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে, তবে তাহারা সাক্ষাৎ যম ও মৃত্যুর ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া উঠে, তখন তাহারা দেবগণকেও যমলোকে প্রেরণ করিতে সমর্থ হয়। ২১

পাশাখেলার সময় দ্রৌপদীকে যে কৌরবসভায় যাইতে হইয়াছিল ও সেখানে কৌরব বীরগণের মধ্যে তাহাকে দুর্যোধন এবং দুঃশাসন কটুবাক্য বলিয়াছিল, এ সবই ভীমসেন ও অর্জুনেরই অপমান। আমি এখন পুনরায় তাহাদিগকে এই কথা স্মরণ করাইয়া দিতেছি। ২২

জনার্দন! তুমি আমার হইয়া দ্রৌপদী ও পুত্রবর্গের সহিত পাণ্ডবগণকে তাহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করিবে এবং আমারও কুশলতা তাহাদের জানাইবে। যাও, তোমার পথ মঙ্গলময় হউক। আমার পুত্রগণকে সর্বথা রক্ষা করিও। ২৩-২৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তারপর মহাবাহু শ্রীকৃষ্ণ কুন্তীদেবীকে প্রণাম করিয়া তাঁহাকে প্রদক্ষিণ করত পুনরায় সিংহের ন্যায় স্বাভাবিক বীরত্বপূর্ণ গতিতে সেখান হইতে বহির্গত হইলেন। ২৫

তারপর ভীষ্মাদি শ্রেষ্ঠ কৌরবগণকে বিদায় দিলেন। অনন্তর কর্ণকে রথে আরোহণ করাইয়া সাত্যকির সহিত গমন পথে যাইতে লাগিলেন। ২৬

ততঃ প্রয়াতে দাশার্হে কুরবঃ সঙ্গতা মিথঃ।
জজল্পুর্মহদাশ্চর্যং কেশবে পরমাদ্ভুতম্ ॥২৭
প্রমূঢা পৃথিবী সর্বা মৃত্যুপাশবশীকৃতা।
দুর্যোধনস্য বালিস্যাদ্বৈতদন্তীতি চাব্রুবন্ ॥ ২৮
ততো নির্য্যায় নগরাৎ প্রবরো পুরুষোত্তমঃ।
মন্ত্রয়ামাস চ তদা কর্ণেন সুচিরং সহ ॥ ২৯
বিসর্জয়িত্বা রাধেয়ং সর্বযাদবনন্দনঃ।
ততো জবেন মহতা তূর্ণমস্থানচোদয়ৎ ॥ ৩০

দশার্হকুলনন্দন শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া যাইলে সমস্ত কৌরবগণ পরস্পর একত্রে সম্মিলিত হইলেন এবং তাঁহার অত্যন্ত অদ্ভুত ও মহৎ আশ্চর্যজনক বল-বৈভবাদির কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

তাঁহারা বলিলেন,—এই সমস্ত পৃথিবী আজ মৃত্যুপাশে আবদ্ধ হইয়া মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছে। মনে হইতেছে, দুর্যোধনের মূর্খতার জন্য ইহার জন্ম হইবে ॥ ২৮

এদিকে পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেন নগর হইতে বহির্গত হইয়া উপপ্লব্যনগর অভিমুখে যাইতেছিলেন, তখন তিনি দীর্ঘকাল ধরিয়া কর্ণের সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

তারপর রাধানন্দন কর্ণকে বিদায় দিয়া সমস্ত যদুবংশের আনন্দবর্ধন শ্রীকৃষ্ণ অতি সত্বর তীব্র বেগে নিজ রথের অশ্বগণকে চালাইবার জন্য দারুককে প্রেরণা দিলেন ॥ ৩০

দারুকচালিত শ্রেষ্ঠ মহাবেগশালী অশ্বগণ মন ও বায়ুর ন্যায় তীব্রগতিতে যেন আকাশ পান করিতে করিতে ধাবিত হইতে লাগিল ॥ ৩১

তাহারা ঔঘবতী বাহনকার কুশ, কেচ, তুণ্ড ও অতি সত্বর অতিক্রম করিয়া শার্ঙ্গধনুষ্ক ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বহন করত উপপ্লব্যনগরে গিয়া উপস্থিত হইল ॥৩২

তে সিন্ধব ইবাকাশং বায়ুবেগপ্রচোদিতাঃ।
হরয়ো জবসম্পন্না মনোমারুতরংহসঃ ॥ ৩১
তে ব্যতীত্য মহাধ্বানং ক্ষিপ্রাঃ শ্যেনা ইবাশুগাঃ।
উপৈজন্ত রথোপস্থং শার্ঙ্গধন্বানমাবহন্ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি কুন্তীবাক্যে
সপ্তত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত ভগবদ্যানপর্বে
কুন্তীবাক্যবিষয়ক সপ্তত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্যোধনং বোধয়িতুং ভীষ্ম-দ্রোণয়োঃ প্রচেষ্টা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

কুন্ত্যাস্তু বচনং শ্রুত্বা ভীষ্ম-দ্রোণৌ মহারথৌ।
দুর্যোধনমিদং বাক্যমূচতুঃ শাসনাতিগম্ ॥ ১
শ্রুতং তে পুরুষব্যাঘ্র কুন্ত্যাঃ কৃষ্ণস্য সন্নিধৌ।
বাক্যমর্থবদত্যুগ্রমুক্তং ধর্মমনুত্তমম্ ॥ ২
তৎ করিষ্যন্তি কৌন্তেয়া বাসুদেবস্য সম্মতম্।
ন হি তে জাতু শমোরুতে রাজ্যেন কৌরব ॥ ৩
ক্লেশিতা হি ত্বয়া পার্থা ধর্মপাশসিতাস্তদা।
সভায়াং দ্রৌপদী চৈব তৈশ্চ তদ্ধর্ষিতং তব ॥ ৪

অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[দুর্যোধনকে বুঝাইবার জন্য ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রচেষ্টা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কুন্তীদেবীর বাক্য শুনিয়া মহারথী ভীষ্ম ও দ্রোণ গুরুজনের শাসন উল্লঙ্ঘনকারী দুর্যোধনকে এই কথা বলিলেন ॥ ১

পুরুষশ্রেষ্ঠ! কুন্তী শ্রীকৃষ্ণের নিকট যে সমস্ত অর্থপূর্ণ, ধর্ম-সঙ্গত, অতিশয় উত্তম ও অত্যন্ত তীব্রতর কথা বলিয়াছে, উহা তুমি সবই শুনিয়াছ ॥ ২

কুরুনন্দন! কুন্তীপুত্রগণ শ্রীকৃষ্ণের সম্মতি অনুসারে ঐ সব কার্য নিশ্চয়ই করিবে। এখন রাজ্য না পাইয়া তাহারা কোন রূপেই শান্ত হইবে না ॥ ৩

তুমি পাশাখেলায় সমস্ত ধর্মপাশে আবদ্ধ পাণ্ডবগণকে এবং কৌরবসভায় দ্রৌপদীকে অত্যন্ত ক্লেশ প্রদান করিয়াছ; কিন্তু তাহারা তোমার এই সমস্ত অপরাধ নিঃশব্দে সহ্য করিয়াছে ॥ ৪

কৃতাস্ত্রং ফল্গুনং প্রাপ্য ভীমঞ্চ কৃতনিশ্চয়ম্।
গাণ্ডীবং চেষুধী চৈব রথঞ্চ ধ্বজমেব চ ॥ ৫
নকুলং সহদেবঞ্চ বলবীর্যসমন্বিতৌ।
সহায়ং বাসুদেবঞ্চ ন ক্ষংস্যতি যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৬
প্রত্যক্ষং তে মহাবাহো যথা পার্থেন ধীমতা।
বিরাটনগরে পূর্বং সর্বে স্ম যুধি নির্জিতাঃ ॥ ৭
দানবা ঘোরকর্মাণো নিবাতকবচা যুধি।
রৌদ্রমস্ত্রং সমাদায় হতা বানরকেতুনা ॥ ৮
কর্ণপ্রভৃতয়শ্চেমে যে চাপি তবচী বশী।
মোক্ষিতো ঘোষযাত্রায়াং পশ্যাস্থ তদ্বিদর্শনম্ ॥ ৯
প্রশাম্য ভরতশ্রেষ্ঠ ভ্রাতৃভিঃ সহ পাণ্ডবৈঃ।
রক্ষেমাং পৃথিবীং সর্বাং মৃত্যোর্দংষ্ট্রান্তরং গতাম্ ॥ ১০
জ্যেষ্ঠো ভ্রাতা ধর্মশীলো বৎসলঃ প্রক্ষ্যতাং কবিঃ।
তং গচ্ছ পুরুষব্যাঘ্রং বাপনীতেষ্ট কিল্বিষম্ ॥ ১১

দৃষ্ট্বা চ যং পাণ্ডবেন বাপনীতশ্রবাসনঃ।
প্রশান্তভ্রকুটিঃ শ্রীমান্ কৃতা শান্তিং কুলস্য নঃ ॥ ১২
তমস্যেত্য সহামাত্যঃ পরিষজ্য নৃপাত্মজম্।
অভিবাদয় রাজানং যথাপূর্বমরিন্দম ॥ ১৩
অভিবাদয়মানং ত্বাং পাণিভ্যাং ভীমপূর্বজঃ।
প্রতিগৃহ্যাতু সৌহার্দাৎ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৪
সিংহস্কন্ধোরুবাহুত্বাৎ বৃত্তায়তমহাভুজঃ।
পরিষজতু বাহভ্যাং ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ ॥ ১৫
কমলশ্রীবো গূঢ়াকেলব্ধতত্ত্বাং পুষ্করেক্ষণঃ।
অভিবাদয়তাং পার্থঃ কুন্তীপুত্রো ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১৬
আশ্বিনেয়ৌ নরব্যাঘ্রৌ রূপেণাপ্রতিমৌ ভুবি।
তৌ চ ত্বাং গুরুবৎ প্রেম্না পূজয়া প্রত্যুপীয়তাম্ ॥ ১৭
মুক্তস্বানন্দজাশ্রূণি দাশার্হপ্রমুখা নৃপাঃ।
সংগচ্ছ ভ্রাতৃভিঃ সার্ধং মানং সম্ভাষ্য পার্থিব ॥ ১৮

এখন অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী অর্জুন ও দুঃখের অন্ত দুষ্কৃতকারী ভীমসেনকে পাইয়া এবং গাণ্ডীব ধনু, অক্ষয় বাণসমূহে পূর্ণ দুইটি তূণীর, দিব্য রথ ও কবচকে লাভ করিয়া, বল ও পরাক্রমশালী নকুল এবং সহদেবকে দুঃখের অন্ত উপায়ে পাইয়া ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকেও নিজের সহায়করূপে পাইয়া যুধিষ্ঠির তোমার পূর্বকৃত অপরাধসমূহ আর ক্ষমা করিবেন না। ৫-৬

মহাবাহো! অল্প বিলম্বের পূর্বেই পরমবুদ্ধিমান্ অর্জুন বিরাটনগরে যুদ্ধে আমাদের সকলকে পরাজিত করিয়াছিল—এ সমস্ত ঘটনা তুমি নিজে প্রত্যক্ষ করিয়াছ। ৭

কপিধ্বজ অর্জুন যুদ্ধে ভয়ঙ্কর কর্মকারী নিবাতকবচনামক দানবগণকে ইন্দ্রদেবতা-সম্বন্ধীয় পাশুপত অস্ত্রদ্বারা বধ করিয়াছিল। ৮

ঘোষযাত্রার সময় কর্ণ প্রভৃতি যোদ্ধাগণ তোমার সঙ্গে ছিল। তুমি স্বয়ংও রথ এবং কবচাদিতে সজ্জিত ছিলে, তথাপি অর্জুনই তোমাকে গন্ধর্বগণের নিকট হইতে মুক্ত করিয়াছিল। অর্জুনের শক্তি বুঝিবার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট উদাহরণ। ভরতশ্রেষ্ঠ! অতএব তুমি নিজ ভ্রাতা পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধি স্থাপন কর।

এই সমগ্র পৃথিবী মৃত্যুর দন্তমধ্যে সংলগ্ন হইয়াছে, তুমি ইহাকে রক্ষা কর। তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যুধিষ্ঠির ধর্মাত্মা, দয়ালু, মধুরভাষী ও বিদ্বান্। তুমি নিজ মনের সমস্ত মলিনতা দূর করিয়া এই পুরুষশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের শরণ গ্রহণ কর। ৯-১১

যখন পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির দেখিবে যে, তুমি বধ পরিত্যাগ করিয়াছ, তোমার ভ্রুকুটি শান্ত ও সহজ হইয়াছে এবং তুমি ক্রোধ পরিহার করিয়া সাধারণ শোভাসম্পন্ন হইয়াছ, তখন তাহার বিশ্বাস হইবে যে, দুর্যোধন সত্যই আমাদের কুলের শান্তির জন্য সচেষ্ট হইয়াছে। ১২

শত্রুদমন! তুমি নিজ মন্ত্রিগণের সহিত পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করত পূর্বের ন্যায় অভিবাদন কর। ১৩

ভীমসেনের অগ্রজ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠির তোমাকে প্রণাম করিতে দেখিয়া সৌহার্দবশতঃ নিজ দুই বাহু প্রসারণ করিয়া তোমাকে হৃদয়ে গ্রহণ করুক। ১৪

যাঁহার স্কন্ধ সিংহস্কন্ধতুল্য বিশাল, যাঁহার বাহু দীর্ঘ, গোলাকার ও স্থূল, সেই যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীমসেনও বীর বাহুদ্বয়দ্বারা আবদ্ধ করিয়া তোমাকে আলিঙ্গন করুক। ১৫

পদ্মের ন্যায় গ্রীবাবিশিষ্ট, কমলনয়ন ও নিদ্রাবিজয়ী কুন্তীপুত্র ধনঞ্জয় কৃতাঞ্জলি হইয়া তোমাকে প্রণাম করুক। ১৬

এই ভূতলে যাঁহাদের রূপের কোন তুলনা নাই, সেই অশ্বিনী-কুমারদ্বয়ের দুই পুত্র নকুল ও সহদেব তোমার উপর গুরুজনোচিত প্রেম এবং সম্মানের ভাব লইয়া তোমার সেবায় উপস্থিত হউক। ১৭

দুর্যোধন! তুমি অভিমান ত্যাগ করিয়া বিমুক্ত আত্মজনের সহিত মিলিত হও এবং অপূর্ব এই মিলন দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি

প্রশাধি পৃথিবীং কৃৎস্নাং ভ্রাতৃভিঃ সহ।
সমালিঙ্গ্য চ হর্ষেণ নৃপা যান্তু পরস্পরম্ ॥ ১৯
অলং যুদ্ধেন রাজেন্দ্র শৃণু বাক্যং ব্রবীমি তে।
ধ্রুবং বিনাশো যুদ্ধে হি ক্ষত্রিয়াণাং প্রদৃশ্যতে ॥ ২০
জ্যোতীংষি প্রতিকূলানি দারুণা মৃগপক্ষিণঃ।
উৎপাতা বিবিধা বীর দৃশ্যন্তে ক্ষত্রনাশনাঃ ॥ ২১
বিশেষত ইহাস্মাকং নিমিত্তানি নিবেশনে।
উল্কাভিহি প্রদীপ্তাভির্বাধ্যতে পৃতনা তব ॥ ২২
বাহনান্যপ্রহৃষ্টানি রুদন্তীব বিশাম্পতে।
সৃগ্রাস্তে পদ্ম্যুপাদত্তে সৈন্যানি চ সমন্ততঃ ॥ ২৩
নগরং ন যথাপূর্বং তথা রাজনিবেশনম্।
শিবাশ্চাশিবনির্ঘোষা ঘোরা সেবন্তি বৈ দিশম্ ॥ ২৪
কুরু বাক্যং পিতৃব্যাণাং ভ্রাতৃণাং চৈব হিতৈষিণাম্।
ক্ষয়ায়ন্তো মহাবাহো শমো ব্যায়াম এব চ ॥ ২৫
ন চেৎ করিষ্যসি বচঃ সুহৃদামরিকর্শন।
তত্পাসে বাহিনীং দৃষ্ট্বা পার্থবাণপ্রপীড়িতাম্ ॥ ২৬
ভীমস্য চ মহানাদং নদতঃ শুষ্মিণো রণে।
শ্রুত্বা স্মর্তাসি মে বাক্যং গাণ্ডীবস্য চ নিঃস্বনম্।
যস্তেত্তদপসব্যং তে পদ্যো মম ভবিষ্যতি ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুষ্ণোপপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি ভীম-দ্রোণবাক্যে
অষ্টত্রিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩৮

নরপতিগণ নিজ নিজ নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু মোচন করিতে থাকুন। ১৮

তদনন্তর তুমি নিজ ভ্রাতৃগণের সহিত এই সমগ্র ধরণী শাসন কর এবং এই সমস্ত রাজারা পরস্পর মিলিত হইয়া আনন্দের সহিত এখান হইতে গমন করুন। ১৯

রাজেন্দ্র! এই যুদ্ধে তোমার কোন লাভ হইবে না। তোমার হিতৈষী সুহৃদ্গণ তোমাকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিতেছেন, তুমি তাঁহাদের এই নিষেধ শ্রবণ কর, কারণ, যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেলে ক্ষত্রিয়গণের নিশ্চিত ধ্বংস হইবে—ইহা দেখা যাইতেছে। ২০

বীর! গ্রহ ও নক্ষত্রগণ এখন প্রতিকূল। পশু ও পক্ষীরা ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে এবং নানাপ্রকার এরূপ উৎপাত দেখা যাইতেছে, যাহার ফলে ক্ষত্রিয়গণের বিনাশই সূচিত হইতেছে। ২১

বিশেষতঃ আমাদের গৃহ-মধ্যেই বহু দুর্নিমিত্ত দেখিতে পাইতেছি। প্রজ্বলিত উল্কাসমূহ তোমার সৈন্যগণকে ভয়ানক পীড়িত করিতেছে। ২২

বাহনগণ প্রহৃষ্ট নহে, তাহারা যেন রোদন করিতেছে। গৃধ্রেরা (শকুনিরা) তোমার সৈন্যগণকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া বসিয়া আছে। ২৩

এই নগর ও রাজভবন যেন পূর্বের ন্যায় আর শোভা পাইতেছে না। শিবাসমূহ যেন প্রজ্বলিত হইতেছে এবং সেখানে ঘোরদর্শন অমঙ্গলসূচক শব্দ করিতেছে। ২৪

মহাবাহো! তুমি পিতৃ, ভ্রাতা ও হিতৈষী আমাদের কথা মানিয়া চল। এখন শান্তিস্থাপন ও যুদ্ধ—এই উভয়ই তোমার অধীনস্থ। ২৫

শত্রুসূদন! যদি তুমি সুহৃদ্গণের কথা না মান, তাহা হইলে বীর সৈন্যগণকে অর্জুনের বাণে পীড়িত হইতে দেখিয়া তুমি পরে অনুতাপ করিতে বাধ্য হইবে। ২৬

যদি আমাদের এই কথা তোমার বিপরীত বলিয়া মনে হয়, তবে যখন যুদ্ধে মহাগর্জনকারী মহাবল ভীমসেনের বিকট সিংহনাদ ও অর্জুনের গাণ্ডীবধনুর টঙ্কারধ্বনি শুনিবে, তখন তোমার আমাদের এই সব কথা স্মরণ হইবে। ২৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে
ভীম-দ্রোণবাক্যবিষয়ক অষ্টত্রিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মের সহ সন্ধিস্থা দুর্যোধনং বোধয়িতুং দ্রোণাচার্যস্য পুনঃ প্রচেষ্টা।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তস্তু বিমনাস্তিষ্ঠাগ্নদৃষ্টিরধোমুখঃ।
সংহত্য চ ভ্রুবোর্মধ্যং ন কিঞ্চিদ্ ব্যাজহার হ ॥১

তং বৈ বিমনসং দৃষ্ট্বা সম্প্রেক্ষ্যান্যোন্যমন্ত্রিকাৎ।
পুনরেবোত্তরং বাক্যমূচতুস্তৌ নরর্ষভৌ ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

শুশ্রূষমনসূয়ক্ঞ ব্রহ্মণ্যং সত্যবাদিনম্।
প্রতিযোৎস্যামহে পার্থমতো দুঃখতরং নু কিম্ ॥৩

দ্রোণ উবাচ।

অশ্বত্থাম্নি যথা পুত্রে দুর্যো মম ধনঞ্জয়ে।
বহুমানঃ পরো রাজন্ সন্নতিশ্চ কপিধ্বজে ॥ ৪

তঞ্চ পুত্রাৎ প্রিয়তমং প্রতিযোৎস্যে ধনঞ্জয়ম্।
ক্ষাত্রং ধর্মমনুষ্ঠায় বিদন্তু ক্ষত্রজীবিকাম্ ॥ ৫

যস্য লোকে সমো নাস্তি কশ্চিদস্ত্রো ধনুর্ধরঃ।
মৎপ্রসাদাৎ স বীভৎসুঃ শ্রেয়ানস্ত্রৈর্ধনুর্ধরৈঃ ॥ ৬

মিত্রদ্রুগ্ দুষ্টভাবশ্চ নাস্তিকোঽথানৃজুঃ শঠঃ।
ন সৎসু লভতে পূজাং যজ্ঞে মূর্খ ইবাগতঃ ॥ ৭

বার্য্যমাণোঽপি পাপেভ্যঃ পাপাত্মা পাপমিচ্ছতি।
চোদ্যমানোঽপি পাপেন শুভাত্মা শুভমিচ্ছতি ॥ ৮

মিথোপচরিতা হ্যেতে বর্তমানা নৃপ প্রিয়ে।
অহিতত্বায় কল্পন্তে দোষা ভরতসত্তম ॥ ৯

কৃষ্ণঃ কৃষ্ণস্য বেত্তা বৈ বিদুরো বেত্তি মাং তথা।
বাসুদেবেন চ তথা শ্রেয়ো নৈবাভিমন্যসে ॥ ১০

অস্তি মে বলমিত্যেব সহসা যং তিতীর্ষসি।
সগ্রাহ-নক্র-মকরং গঙ্গাবেগমিবোল্বণে ॥ ১১

একোনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[ভীষ্মের সহিত মন্ত্রণা করিয়া পুনরায় দুর্যোধনকে বুঝাইবার জন্য দ্রোণাচার্যের প্রচেষ্টা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য এই কথা বলিবার পর দুর্যোধনের মন উদাস হইয়া গেল। তিনি বক্রদৃষ্টিতে দেখিয়া এবং ভ্রূদ্বয়ের মধ্যভাগ পরস্পর মিলিত করিয়া অধোমুখ হইলেন। তখন তিনি ইঁহাদের দুইজনকে কিছুই বলিলেন না। ১

তাঁহাকে উদাস দেখিয়া নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ও দ্রোণ উভয়ে উভয়ের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দুর্যোধনের নিকট গমন করত পুনরায় এই কথা বলিলেন। ২

ভীষ্ম বলিলেন,—অহো! যে গুরুজনগণের সেবার জন্য উৎসুক, কাহারও দোষদর্শন করে না, ব্রাহ্মণভক্ত ও সত্যবাদী, সেই যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ করিতে হইবে; ইহা হইতে আর অধিক দুঃখ কি হইতে পারে? ৩

দ্রোণাচার্য বলিলেন,—রাজন্! আমার নিজ পুত্র অশ্বত্থামার উপর যা স্নেহ আছে, তাহা হইতেও অধিক অর্জুনের উপর আমার স্নেহ আছে এবং কপিধ্বজ অর্জুনেরও আমার প্রতি অতিশয় বিনয়ভাব আছে। ৪

আমার পুত্র হইতেও অধিক প্রিয়তম সেই অর্জুনের সহিত আমাকে ক্ষত্রিয়ধর্মের আশ্রয় লইয়া যুদ্ধ করিতে হইবে। ক্ষত্রিয়-বৃত্তকে ধিক্। ৫

আমারই কৃপায় অর্জুন অস্ত্র ধনুর্ধর হইতে শ্রেষ্ঠ হইয়াছে। এ সময়ে জগতে অর্জুনের সদৃশ ধনুর্ধর আর দ্বিতীয় নাই। ৬

যেরূপ যজ্ঞে সমাগত মূর্খ ব্রাহ্মণ প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারে না, সেইরূপ যে ব্যক্তি মিত্রদ্রোহী, দুর্ভাবনাগ্রস্ত (দুষ্টস্বভাব), নাস্তিক, কুটিল ও শঠ, সেই ব্যক্তি কখনও সৎপুরুষগণের মধ্যে সম্মান লাভ করিতে পারে না। ৭

পাপাত্মা ব্যক্তিকে যদি পাপ—কর্ম হইতে নিবৃত্ত করা যায়, তথাপি সে পাপকর্ম করিতেই চায় এবং যাহার হৃদয় শুভ সঙ্কল্প-পূর্ণ, সেই পুণ্যাত্মা ব্যক্তিকে যদি কোন পাপী পাপকার্য করিবার জন্য প্রেরণাও দেয়, তথাপি সে শুভকর্ম করিতেই অভিলাষী হয়। ৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! যদিও তুমি পাণ্ডবগণের সহিত সর্বদা মিথ্যা ব্যবহার—ছল-কপটতাদি করিয়াছ, তথাপি তাহারা কিন্তু তোমার প্রিয় করিতে তৎপর আছে। অতএব তোমার এই ঈর্ষা-দ্বেষপ্রভৃতি দোষসমূহই তোমার অমঙ্গলকারী হইতেছে। ৯

হৃষীকেশের কৃষ্ণ পুরুষ ভীষ্ম, আমি, বিদুর এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও তোমাকে তোমার কল্যাণের কথাই বলিয়াছি; তথাপি তুমি উহা গ্রাহ্য করিতেছ না। ১০

যেরূপ কোন অবিবেকী মানুষ গ্রাহ ও মকরাদি হিংস্র জলজন্তু প্রভৃতিতে পূর্ণ গঙ্গার জলবেগ বাহু দুই দ্বারা উত্তীর্ণ হইতে

বাস এব যথা ত্যক্তং প্রত্যাদত্তমনন্তরম্।
ব্রহ্মং ত্যক্তামিব প্রাপ্য লোভাদ্ যৌধিষ্ঠিরীং শ্রিয়ম্॥১২
দ্রৌপদীসহিতং পার্থং সানুজৈর্ভ্রাতৃভির্বৃতম্।
বনস্থমপি রাজানং পাণ্ডবং কো বিজেষ্যতি॥ ১৩
নিমেষে যস্য রাজানঃ সর্বে তিষ্ঠন্তি কিঙ্করাঃ।
তমৈলবিলমাসাদ্য ধর্মরাজো ব্যরাজত॥ ১৪
কুবেরসদনং প্রাপ্য তদা রাষ্ট্রমবাপ্য চ।
স্ফীতমাক্রম্য তে রাষ্ট্রং রাজামিচ্ছন্তি পাণ্ডবাঃ॥ ১৫
হতং হুতমথীতঞ্চ ব্রাহ্মণাস্তর্পিতা বনৈঃ।
আবয়োর্গতমায়ুশ্চ কৃতকৃত্যৌ চ বিদ্ধি নৌ॥ ১৬
ত্বং তু হিত্বা সুখং রাজ্যং মিত্রাণি চ ধনানি চ।
বিগ্রহং পাণ্ডবৈঃ কৃত্বা মহদ্ ব্যসনমাপ্স্যসি॥ ১৭
দ্রৌপদী যস্য চাদেশে নিত্যং সত্যাবাদিনী।
তপোযোগব্রতা দেবী কথং ক্ষেষ্যসি পাণ্ডবম্॥ ১৮
মন্ত্রী জনার্দনো যস্য ভ্রাতা যস্য ধনঞ্জয়ঃ।
সর্বশস্ত্রভৃতাং শ্রেষ্ঠঃ কথং ক্ষেষ্যসি পাণ্ডবম্॥ ১৯
সহায়া ব্রাহ্মণা যস্য ধৃতিমন্তো জিতেন্দ্রিয়াঃ।
তমুগ্রতপসং বীরং কথং ক্ষেষ্যসি পাণ্ডবম্॥ ২০
পুনরুক্তঞ্চ বক্ষ্যামি যৎ কার্যং ভূতিমিচ্ছতা।
স্মরতা যজ্যমানেষু শুশ্রূষস্ব যুধিষ্ঠিরে॥ ২১
অলং যুদ্ধেন ভৈরব্যৈঃ শাম্য যৎ কুরুষূদ্বহ।
মা গমঃ সহ সূতাভ্যাং সবলশ্চ যমক্ষয়ম্॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি ভীষ্ম-দ্রোণবাক্যে একোনচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৩৯

চেষ্টা করে, সেইরূপ তুমি "আমার নিকট বল—সৈন্য আছে" এইরূপ মনে করিয়া পাণ্ডব-সৈন্যগণের সহিত সমর করিতে ইচ্ছা করিতেছ॥ ১১

যেরূপ কোন ব্যক্তি অন্যের পরিত্যক্ত বস্ত্র পরিধান করিয়া উহাকে নিজের বলিয়া মনে করে, সেইরূপ তুমি ত্যক্ত মালার ন্যায় যুধিষ্ঠিরের রাজলক্ষ্মীকে লাভ করিয়া এখন উহা লোভবশতঃ নিজের বলিয়া মনে করিতেছ॥ ১২

অনুযায়ী নিজ ভ্রাতৃগণে পরিবৃত হইয়া দ্রৌপদীর সহিত পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির যদি বনেও বাস করিতে থাকে, তথাপি তাহাকে রাজসিংহাসনে উপবিষ্ট কোন্ নৃপতি যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ হইবে?॥ ১৩

সমস্ত রাজগণ কিঙ্করের ন্যায় যাঁহার আজ্ঞার অধীনে থাকে, সেই রাজরাজ কুবেরের নিকট যাইয়া ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির (নীরের ন্যায়) বিরাজমান ছিল॥ ১৪

কুবেরের ভবনে যাইয়া বিবিধ রত্ন প্রাপ্ত হওত পাণ্ডবগণ এখন তোমার সমৃদ্ধিশালী রাজ্য আক্রমণ করিয়া বীয় রাজ্য ফিরাইয়া লইতে ইচ্ছুক হইয়াছে॥ ১৫

আমরা দুইজনে যজ্ঞ, যজ্ঞ ও স্বাধ্যায় কার্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি, বন দ্বারা ব্রাহ্মণগণকে তৃপ্ত করিয়াছি। এখন আমাদের আয়ুর প্রায় সব অংশই ব্যতীত হইয়াছে, অতএব এখন আমাদিগকে কৃতকৃত্য বুঝিবে॥ ১৬

কিন্তু তুমি পাণ্ডবদিগের সহিত দ্বেষ আরম্ভ করিয়া সুখ, রাজ্য, মিত্র ও ধন সব কিছুই হারাইয়া মহাসঙ্কটে পতিত হইবে॥ ১৭

তপস্যা ও ব্রতের প্রভাবসম্পন্না সত্যবাদিনী দ্যুতিমতী দ্রৌপদী যাহার বিরুদ্ধ কার্য করিতেছে, সেই পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরকে তুমি কিভাবে পরাজিত করিবে?॥ ১৮

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহার মন্ত্রী এবং সমস্ত শস্ত্রধারিগণের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ সেই অর্জুন যাহার ভ্রাতা, সেই পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরকে তুমি কিরূপে জয় করিবে?॥ ১৯

ধৈর্যবান্ ও জিতেন্দ্রিয় ব্রাহ্মণমণ্ডলী যাহার সহায়ক, সেই উগ্রতপস্বী বীর পাণ্ডুতনয় যুধিষ্ঠিরকে তুমি কি প্রকারে জয় করিবে?॥ ২০

যে সময় নিজের বহু সুহৃৎ বিপদসাগরে নিমজ্জিত হইতেছে, সেই সময় কল্যাণকামী এক সুহৃদের কর্তব্য হইল—তাহাকে তখন যেরূপ উপদেশ প্রদান করা উচিত, তাহা যদিও আমরা পূর্বে বলিয়াছি, তথাপি আমরা পুনরায় তোমাকে দ্বিতীয়বার তাহা বলিব॥ ২১

রাজন্! যুদ্ধে তোমার কিছুই লাভ হইবে না। তুমি কুলের বৃদ্ধির জন্য সেই বীর পাণ্ডবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন কর। পুত্র, মন্ত্রী ও সৈন্যগণের সহিত যমলোকে গমন করিও না॥ ২২

শ্রীমদ্ভগবান্ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে ভীষ্ম-দ্রোণবাক্যবিষয়ক একোনচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[পাণ্ডবপক্ষং গ্রাহয়িতুং কর্ণায় ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রবোধদানম্ ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ।

রাজপুত্রৈঃ পরিবৃতস্তথা ভৃত্যৈশ্চ সঞ্জয় ।
উপারোপ্য রথে কর্ণং নির্যাতে মধুসূদনঃ ॥ ১
কিমব্রবীদমেয়াত্মা রাধেয়ং পরবীরহা ।
কানি সান্ত্বানি গোবিন্দঃ সূতপুত্রে প্রযুক্তবান্ ॥ ২
উচ্চস্নেঘঘনঃ কালে কৃষ্ণঃ কর্ণমথাব্রবীৎ ।
মৃদু বা যদি বা তীক্ষ্ণং তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ৩

সঞ্জয় উবাচ ।

আনুপূর্ব্যেণ বাক্যানি তীক্ষ্ণানি চ মৃদূনি চ ।
প্রিয়াণি ধর্মযুক্তানি সত্যানি চ হিতানি চ ॥ ৭
হৃদয়গ্রহণীয়ানি রাধেয়ং মধুসূদনঃ ।
যান্যব্রবীদমেয়াত্মা তানি মে শৃণু ভারত ॥ ৫

বাসুদেব উবাচ ।

উপাসিতাস্তে রাধেয় ব্রাহ্মণা বেদপারগাঃ ।
তত্ত্বার্থং পরিপৃষ্টাশ্চ নিরক্তেনানসূয়য়া ॥ ৬
যমেব কর্ণ জানাসি বেদবাদান্ সনাতনান্ ।
তমেব ধর্মশাস্ত্রেষু সূক্ষ্মেষু পরিনিষ্ঠিতঃ ॥ ৭
কানীনশ্চ সহোঢ়শ্চ কন্যায়াং যশ্চ জায়তে ।
যোঢ়ারং পিতরং তস্য প্রাহুঃ শাস্ত্রবিদো জনাঃ ॥ ৮
সোঽসি কর্ণ তথা জাতঃ পাণ্ডোঃ পুত্রোঽসি ধর্মতঃ ।
নিগ্রহাদ্ ধর্মশাস্ত্রাণামেহি রাজা ভবিষ্যসি ॥ ৯
পিতৃপক্ষে চ তে পার্থা মাতৃপক্ষে চ বৃষ্ণয়ঃ ।
যৌ পক্ষাবভিজানীহি তয়োস্তৌ পুরুষর্ষভ ॥ ১০
ময়া সার্দ্ধমিতো যাতমস্ত বাং তাত পাণ্ডবাঃ ।
অভিজানন্ত কৌন্তেয়াঃ পূর্বজাতং যুধিষ্ঠিরাৎ ॥ ১১

চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায় ।

[পাণ্ডবপক্ষে আনিবার জন্য কর্ণকে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রবোধদান ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয় ! রাজপুত্র ও সৈন্যগণে পরিবৃত, শত্রুবীরগণের সংহারকারী, অপ্রমেয়স্বরূপ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যখন রাধানন্দন কর্ণকে রথে বসাইয়া হস্তিনাপুর হইতে বহির্গত হইলেন, তখন তিনি তাহাকে কি বলিলেন ? গোবিন্দ সূতপুত্র কর্ণকে কি সান্ত্বনা করিয়াছিলেন ? ১-২

সঞ্জয় ! মেঘের ন্যায় গম্ভীরস্বরে আলাপকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সেই সময় কর্ণকে যে সমস্ত মৃদু বা কঠোর বাক্য বলিয়াছিলেন, তৎসমস্তই তুমি আমাকে বল । ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারত ! অপ্রমেয়স্বরূপ মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ রাধানন্দন কর্ণকে যে তীক্ষ্ণ, মৃদু, প্রিয়, ধর্মসঙ্গত, সত্য, হিতকর ও হৃদয়গ্রাহ্য বাক্য ক্রমশঃ বলিয়াছিলেন, সেই সমস্ত আমার নিকট হইতে শ্রবণ কর । ৪-৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—রাধানন্দন ! তুমি বেদপারদর্শী ব্রাহ্মণগণের উপাসনা করিয়াছ । তত্ত্বজ্ঞানলাভের জন্য সংযম-নিয়মপালন পূর্ব্বক বেদার্থও পরিষ্কার করিয়া সেই ব্রাহ্মণগণকে নিজের পক্ষার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছ । ৬

কর্ণ ! সনাতন বৈদিক সিদ্ধান্ত কি ? তাহা তোমার ভাল-ভাবে জানা আছে । ধর্মশাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিষয়সমূহেও তুমি অতিশয় বিচক্ষণ । ৭

কর্ণ ! কন্যার গর্ভে যে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহার ভেদ দুই প্রকার দেখা যায়—কানীন (বিবাহের পূর্ব্বে উৎপন্ন সন্তানকে বলা হয় কানীন) এবং সহোঢ় (বিবাহের পূর্ব্বে গর্ভে আসিয়া বিবাহের পর উৎপন্ন সন্তানকে বলা হয় সহোঢ়)। এই স্থলে উক্ত পুত্রের মাতার যাহার সহিত বিবাহ হয়, তাহাকে ঐ পুত্রের পিতা বলিয়া শাস্ত্রজ্ঞ নির্ণয় করিয়া থাকেন । ৮

কর্ণ ! তোমার জন্মও এইভাবে হইয়াছে ; (তুমি কুন্তীদেবীর কন্যা অবস্থায় উৎপন্ন পুত্র) অতএব তুমিও ধর্মানুসারে পাণ্ডুরই পুত্র । সেইজন্য তুমি আমার সহিত আগমন কর, ধর্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্তানুসারে তুমিই রাজা হইবে । ৯

পিতার পক্ষে কুন্তীদেবীর অন্য সকল পুত্রগণ তোমার সহায়ক হইবে এবং মাতার পক্ষে সমস্ত বৃষ্ণিবংশীয়গণ তোমার সহায়তা করিবে । পুরুষশ্রেষ্ঠ ! তুমি স্বীয় এই দুই পক্ষকে জানিয়া লও । ১০

তাত ! আমার সহিত আজ এখান হইতে গমন করিলে পাণ্ডবগণের তোমার বিষয়ে এই ধারণা জন্মিবে যে, তুমি কুন্তী-দেবীর পুত্র এবং যুধিষ্ঠির হইতেও পূর্ব্বে জন্মলাভ করিয়াছ । ১১

যে মূঢ়বুদ্ধি ব্যক্তি শ্রুতি-স্মৃতিকথিত ধর্ম্মের আচরণ না করে, সে কুকুরের ল্যাজ ধরে সংসার-সাগর পার হইতে ইচ্ছা করে। এই বিশাল জগতের মূল ধর্ম্ম, জনার্দ্দন ধর্ম্মমূল। সে হেতু ধর্ম্ম মানবকে স্বীয় মূলের দিকে নিয়ে যায়—এই হল পরম ধর্ম্ম, যার দ্বারা মানুষ হরির নিকট যেতে পারে। যার দ্বারা হরিকে পাওয়া যায় না—সে ধর্ম্ম মূল হতে বিচ্ছিন্ন।

আমাকে লাভ করাই ধর্ম্মাচরণের প্রকৃত উদ্দেশ্য। মানুষ ধর্ম্মানুষ্ঠান করলে বুঝতে পারে যে, আমি পরমাত্মা, জীবাত্মা, বুদ্ধি ও মনরূপে প্রতি শরীরে অবস্থান করছি। জীবাত্মা, বুদ্ধি, মন স্বতন্ত্র আর কেহ নয়, আমিই আত্মা আমিই বুদ্ধি। আমার কোন ধর্ম্ম নাই। সূক্ষ্ম অব্যক্ত হতে যখন সর্ব্বপ্রথম অভিব্যক্তি লাভ করে ব্যক্ত হয়, তখন তার নাম মহত্তত্ত্ব। ঐ বুদ্ধিতত্ত্বের অষ্টবিধ প্রকাশ দৃষ্ট হয়, তাদের সাধারণ নাম ধর্ম্ম, যথা ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, জ্ঞান অজ্ঞান, বৈরাগ্য অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্য্য অনৈশ্বর্য্য মহত্তত্ত্বের অষ্টবিধ প্রকাশের নাম ধর্ম্ম। কেবল বোধরূপ আমার পূর্ব্বোক্ত অষ্টবিধ ধর্ম্ম, আমি স্বরূপতঃ যখন নানারূপে আত্মপ্রকাশ করি, তখন জীবে অষ্টবিধ ভেদ দেখা যায়। নৃত্যগীতকারীকে দেখে দর্শক যেমন তাল-লয়ের অনুকরণ করে, তদ্রূপ অনীহ জীব, বুদ্ধির ঐ অষ্টগুণ আশ্রয় পূর্ব্বক তার অনুবর্ত্তন করতে থাকে। বেগগতিশীল জলের কাছে যেমন তীরতরুলতাকুল ধাবিতের ন্যায় দেখা যায়, ঘূর্ণমান চক্ষুতে যেমন পৃথিবী ঘূর্ণমান দেখা যায়, কামাকুলিতচিত্ত ব্যক্তির বিষয়ানুভব যেমন মিথ্যা, জীবের সংসার তদ্রূপ স্বপ্ন-দৃষ্টের ন্যায় মিথ্যা, যদিও বস্তু সকল যথার্থ নাই, তথাপি স্বপ্নকালে সর্পদংশনাদি অনর্থকর বস্তুর অনুভূত হয়। বিষয়চিন্তাকারী জীবের তদ্রূপ মিথ্যা সংসারের অনুভূতি হয়ে থাকে। মানুষ একথা তাবৎ বুঝিতে পারে না, যাবৎ সে

Regd. No. C-67

POUS
1377 B S. :

Aryashastra

Dec --Jan., 1970-71

সুষ্ঠুভাবে বেদ-স্মৃতিকথিত ধর্ম্মের আচরণ না করে। সেই ধর্ম্ম যখন অপ্রতিষ্ঠিত হয়, মানুষ ভোগের দাবানলে আত্মাহুতি দিয়ে যখন ধর্ম্মকে দলিত করে, পাপ পুণ্য, ধর্ম্মাধর্ম্ম, সব ভুলে গিয়ে: শুধু ভোগের জন্য দিবারাত্রি ছুটতে থাকে, ভোগ ভিন্ন আর কিছু আছে—একথা পর্য্যন্ত সে সময় তাদের স্মৃতি হতে বিলুপ্ত হয়ে যায়। আকাশ বাতাস যখন তাপিত-জীবের হাহাকারে পূর্ণ হয়, তখন আমি ধর্ম্মসংস্থাপন করবার জন্য আমার জীবকে আনন্দের পথে চালাবো বলে, যোগমায়ার সহায়ে দেহধারণ করি। সে দেহ মাত্রিক দেহ নয়, সে অপ্রাকৃত দেহ পরিগ্রহ করে ধরায় অবতীর্ণ হয়ে ধর্ম্মসংস্থাপন করি।

—:০:—

27 NOV 1972

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ. ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীভগবান প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি রোড, কলিকাতা-৩১ হইতে মুদ্রাপিত।

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

ওঁ শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কারমঠ

১৩।১।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যুগে যুগে আসি আমি ধর্মসংস্থাপন করবার জন্য। যখন আমার পরম ধর্ম পারমেশ্বর-জ্ঞান লুপ্তপ্রায় হয়, তখন আমি কখন আমার প্রিয়তম যোগী ভক্তের দ্বারা তাতে আবিষ্ট হয়ে পরমধর্ম পারমেশ্বর-জ্ঞান সংস্থাপিত করি।

মানবের পরম ধর্ম দয়া, তপস্যা, শৌচ, তিতিক্ষা, যুক্তাযুক্ত-বিবেক, শম, দম, দান, স্বাধ্যায়, সরলতা, সন্তোষ, মহতের সেবা, প্রবর্তক কর্ম হতে নিবৃত্তি, মানুষের নিষ্কলক্রিয়া দর্শন, মৌন, দেহাতিরিক্ত আত্মার অনুসন্ধান, ভূতগণের প্রতি যথাযোগ্যরূপে অন্নাদির সমবিভাগ, সকল ভূতে আত্মা ও দেবতা-বুদ্ধি, শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, সেবা, অর্চনা, প্রণাম, দাস্য, সখ্য ও আত্মসমর্পণ—এই

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক—শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থভূতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

•

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইতেছে

•

মুখ্য-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য * শ্রীশ্রীজীবন্তাচার্য্যন্যায়তীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাপদ বিদ্যাভূষণ — শ্রীনারায়ণ গোস্বামী কাব্যতীর্থ

শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ — শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

সত্ত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(জরগুরু সম্প্রদায়)

মুখ্য-কর্ম্মাধিকর্ত্তা :—
কিঙ্কর সিমলানেব
ডাঃ শ্রীকিতেন্দ্রনাথ দে
এম্.বি, ডি. ও. এম্., এস্

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৫-৪৪০৮)

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা — প্রতি সংখ্যা ১·৫০ টাকা]

৯ম বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা] — মহাভারত—৩২ — [মাঘমাস ১৩৭৭ শাকোদনী যাত্রা

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থমূলক মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ব্ববঙ্গে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা—৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি রোড
কলিকাতা—৩৫

পাদৌ তব গ্রহীষ্যন্তি ভ্রাতর: পঞ্চ পাণ্ডবা:।
দ্রৌপদেয়াস্তথা পঞ্চ সৌভদ্রশ্চাপরাজিত:॥ ১২
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ পাণ্ডবার্থে সমাগতা:।
পাদৌ তব গ্রহীষ্যন্তি সর্বে চান্ধক-বৃষ্ণয়:॥ ১৩
হিরণ্ময়াংশ্চ তে কুম্ভান্ রাজতান্ পার্থিবাংস্তথা।
ওষধী: সর্ববীজানি সর্বরত্নানি বীরুধ:॥১৪
রাজ্ঞা রাজকন্যাশ্চাপ্যানয়ন্বাভিষেচনম্॥ ১৫
অগ্নিং জুহোতু বৈ ধৌম্য: সংস্তীর্যাগ্নিং দ্বিজোত্তম:।
অত্র ত্বামভিসিঞ্চন্তু চাতুর্বৈদ্যা দ্বিজাতয়:॥ ১৬
পুরোহিত: পাণ্ডবানাং ব্রহ্মকর্মণ্যবস্থিত:।
তথৈব ভ্রাতর: পঞ্চ পাণ্ডবা: পুরুষর্ষভা:॥ ১৭
দ্রৌপদেয়াস্তথা পঞ্চ পঞ্চালাশ্চেদয়স্তথা।
অহঞ্চ ত্বাভিষেক্ষ্যামি রাজানং পৃথিবীপতিম্॥ ১৮
যুবরাজোঽস্তু তে রাজা ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠির:।
গৃহীত্বা ব্যজনং শ্বেতং ধর্মাত্মা সংশিতব্রত:॥১৯
উপাস্যারোহতু রথং কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠির:।
ভীমসেনো মহাবল:॥ ২০
অভিবিক্তস্য কৌন্তেয়ো ধারয়িষ্যতি মূর্ধনি।
কিঙ্কিণীশতনির্ঘোষং বৈয়াঘ্রপরিবারণম্॥ ২১
রথং শ্বেতহয়ৈর্যুক্তমর্জুনো বাহয়িষ্যতি।
অভিমন্যুশ্চ তে নিত্যং প্রত্যাসন্নো ভবিষ্যতি॥ ২২
নকুল: সহদেবশ্চ দ্রৌপদেয়াশ্চ পঞ্চ যে।
পঞ্চালাশ্চানুযাস্যন্তি শিখণ্ডী চ মহারথ:॥ ২৩
অহঞ্চ যাস্যামি সর্বে চান্ধক-বৃষ্ণয়:।
দাশার্হা: পরিবারাস্তে দাশার্ণাশ্চ বিশাম্পতে॥ ২৪
ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং মহাবাহো ভ্রাতৃভি: সহ পাণ্ডবৈ:।
জপৈর্হোমৈশ্চ সংযুক্তো মঙ্গলৈশ্চ পৃথগ্‌বিধৈ:॥ ২৫
পুরোগমাশ্চ তে সন্তু দ্রবিড়া: সহ কুন্তলৈ:।
আন্ধ্রাস্তালচরাশ্চৈব চুচুপা বেণুপাস্তথা॥ ২৬
স্তুবন্তু ত্বাং বন্দিভি: পূর্তিভি: সূত-মাগধা:।
বিজয়: বসুষেণশ্চ ঘোষয়ন্তু চ পাণ্ডবা:॥ ২৭

পঞ্চ ভ্রাতা পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র এবং অপরাজিত বীর সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু—ইহারা সকলে তোমার চরণ স্পর্শ করিবে॥ ১২

এতদ্ব্যতীত, পাণ্ডবগণের সহায়তার জন্য সমাগত সমস্ত রাজা, রাজকুমার এবং অন্ধক ও বৃষ্ণিবংশীয় যোদ্ধারাও তোমার চরণে নতমস্তক হইবে॥ ১৩

বহু রাজপুত্র ও রাজকন্যাগণ তোমার জন্য সুবর্ণ, রৌপ্য ও মৃত্তিকানির্মিত কলসসমূহ, ওষধিরাজি, সর্বপ্রকার বীজ, সর্ববিধ রত্ন ও লতা প্রভৃতি অভিষেকসামগ্রী লইয়া উপস্থিত হইবে॥ ১৪-১৫

বিজয়শ্রী বিপ্রবর ধৌম্য আজ তোমার জন্য হোম করিবেন এবং চারিবেদে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ ও সদা ব্রাহ্মণোচিত ধর্মপালনে নিরত পাণ্ডবগণের পুরোহিত ধৌম্য তোমার রাজ্যাভিষেক করিবেন॥

এইরূপে পঞ্চ ভ্রাতা পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, পাঞ্চাল ও চেদিদেশের নরপতিগণ এবং আমি—এই আমরা সকলে তোমাকে পৃথিবীপালক সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত করিব। কঠোরব্রতপালনকারী ধর্মপুত্র ধর্মাত্মা কুন্তীনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির তোমার যুবরাজ হইবেন। তিনি হস্তে শ্বেত চামর লইয়া তোমার পশ্চাতে রথের উপর বসিবেন এবং মহাবলশালী কুন্তীপুত্র ভীমসেন রাজ্যাভিষেক হইবার পর তোমার মস্তকে বিশাল শ্বেত-ছত্র ধারণ করিবেন।

শত শত ক্ষুদ্র ঘন্টিকার সুমধুর ধ্বনিযুক্ত, ব্যাঘ্রচর্মে আচ্ছাদিত ও শ্বেতবর্ণ অশ্বে যোজিত তোমার রথের সারথি হইয়া অর্জুন রথ চালনা করিবে। আর অভিমন্যু সর্বদা তোমার সেবা করিবার জন্য নিকটেই অবস্থান করিবে॥ ১৬-২২

নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, পাঞ্চালদেশীয় ক্ষত্রিয়গণ ও মহারথী শিখণ্ডী—ইহারা সকলে তোমার অনুগমন করিবে॥২৩

আমি সমস্ত অন্ধক এবং বৃষ্ণিবংশীয়গণের সহিত তোমার অনুসরণ করিব। প্রজানাথ! দশার্হ ও দশার্ণকুলের সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ তোমার পরিবারভুক্ত হইয়া যাইবে॥ ২৪

মহাবাহো! তুমি স্বীয় ভ্রাতা পাণ্ডবগণের সহিত রাজ্য ভোগ কর। জপ, হোম এবং নানাবিধ মাঙ্গলিক কর্মে সর্বদা সংযুক্ত থাক॥ ২৫

দ্রবিড়, কুন্তল, আন্ধ্র, তালচর, চুচুপ ও বেণুপ দেশের সৈন্যগণ তোমার অগ্রগামী সেবক হইবে॥ ২৬

সূত, মাগধ ও বন্দী জনগণ নানাপ্রকার স্তুতিদ্বারা তোমার যশোগান করিবে এবং পাণ্ডবেরা মহারাজ বসুষেণ কর্তৃক বিজয় ঘোষণা করিবে॥ ২৭

স ত্বং পরিবৃতঃ পার্শ্বৈনক্ষত্রৈরিব চন্দ্রমাঃ।
প্রশাধি রাজ্যং কৌন্তেয় কুন্তীঞ্চ প্রতিনন্দয় ॥ ২৮
মিত্রাণি তে প্রহৃষ্যন্তু ব্যথন্তু রিপবস্তথা।
সৌভ্রাত্রং চৈব তেঽস্তাস্তু ভ্রাতৃভিঃ সহ পাণ্ডবৈঃ ॥২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্‌যানপর্বণি শ্রীকৃষ্ণবাক্যে
চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪০

হুতাশনসদৃশ! নক্ষত্রপরিবৃত চন্দ্রের ন্যায় তুমি বীর অন্য ভ্রাতৃবৃন্দে পরিবৃত হইয়া রাজ্যশাসন কর ও কুন্তীদেবীর আনন্দবর্দ্ধন কর ॥ ২৮

তোমার মিত্রগণ আনন্দিত হউক এবং শত্রুরা ব্যথিত হউক। কর্ণ! আজ হইতে নিজ ভ্রাতা পাণ্ডবগণের সহিত তোমার স্নেহপূর্ণ উত্তম সম্বন্ধ স্থাপিত হউক ॥ ২৯

শ্রীবরুণ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত ভগবদ্‌যানপর্বে শ্রীকৃষ্ণবাক্যবিষয়ক চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্যোধনপক্ষে স্থাতুমেব কর্ণস্য সিদ্ধান্তজ্ঞাপনম্, রথ-রথস্য বর্ণনঞ্চ]

কর্ণ উবাচ।

অসংশয়ং সৌহৃদাদ্ধে প্রণয়াচ্চাথ কেশব।
সখ্যেন চৈব বাক্যং হ্যেতদ্ধিতমতৈব চ ॥ ১
সর্বং চৈবাভিজানামি পাণ্ডোঃ পুত্রোঽস্মি ধর্মতঃ।
নিশ্চয়াদ্ ধর্মশাস্ত্রাণাং যথা বং কৃষ্ণ মন্যসে ॥ ২
কন্যা গর্ভং সমাধত্ত ভাস্করাদ্যাং জনার্দন।
আদিত্যবচনাচ্চৈব ভ্রাতঃ মাং সা ব্যসর্জয়ৎ ॥ ৩
সোঽস্মি কৃষ্ণ তথা ভ্রাতঃ পাণ্ডোঃ পুত্রোঽস্মি ধর্মতঃ।
কুন্ত্যা বহুমপাকীর্ণো যথা ন কুশলং তথা ॥ ৪
সূতো হি মামধিরথো দৃষ্ট্বৈবাভ্যানয়দ্ গৃহান্।
রাধায়াশ্চৈব মাং প্রাদাৎ সৌহার্দাদধুসূদন ॥ ৫
মৎস্নেহাচ্চৈব রাধায়াঃ সদ্যঃ ক্ষীরমবাসৃজৎ।
সা মে মূত্রং পুরীষঞ্চ প্রতিজগ্রাহ মাধব ॥ ৬
তস্যাঃ পিতৃব্যাপনয়ং কুর্য্যাদন্যদ্‌বিধঃ কথম্।
ধর্মবিদ্ ধর্মশাস্ত্রাণাং শ্রবণে সততং রতঃ ॥ ৭

একচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[দুর্যোধনের পক্ষে থাকিবার জন্যই কর্ণের সিদ্ধান্তজ্ঞাপন এবং রথযন্ত্রের বর্ণন।]

কর্ণ বলিলেন,—হৃষিকেশ কেশব! আপনি যাহা কিছু বলিলেন, উহা নিঃসন্দেহে সৌহার্দ, প্রেম, মৈত্রী ও আমার হিত কামনা করিয়াই বলিলেন ॥ ১

শ্রীকৃষ্ণ! আপনি যেরূপ মনে করেন যে, ধর্মশাস্ত্রের নিয়মানুসারে আমি ধর্মতঃ পাণ্ডুরই পুত্র, সেইরূপ আমিও এবিষয়ে জানি যে আমি ধর্মতঃ পাণ্ডুরই পুত্র ॥ ২

জনার্দন! কুন্তীদেবী কন্যা অবস্থায় ভগবান্ সূর্যদেবের সংযোগে আমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলেন এবং আমার জন্ম হইলে সেই সূর্যদেবেরই আজ্ঞায় আমাকে জলমধ্যে বিসর্জন করিয়া দিয়াছিলেন ॥ ৩

শ্রীকৃষ্ণ! এইভাবে আমার জন্ম হইয়াছিল। অতএব আমি ধর্মানুসারে পাণ্ডুরই পুত্র, কিন্তু কুন্তীদেবী আমাকে এইভাবে ত্যাগ করেন, যাহাতে কুশলের সহিত আমি বাঁচিয়া থাকিতে না পারি ॥ ৪

মধুসূদন! তারপর অধিরথনামক এক সূত আমাকে জলমধ্যে দেখিতে পাইয়াই তাঁহার গৃহে লইয়া আসেন এবং অতিশয় স্নেহের সহিত আমাকে নিজ পত্নী রাধার ক্রোড়ে সমর্পণ করেন ॥ ৫

সেই সময় আমার উপর অধিক স্নেহের জন্য রাধাদেবীর স্তনযুগল হইতে দুগ্ধ ক্ষরিত হইতে লাগিল। মাধব! এই অবস্থায় তিনিই আমার মল-মূত্র ধারণ করিতে স্বীকার করিয়া লইলেন ॥ ৬

অতএব সর্বদা ধর্মশাস্ত্রসমূহ শ্রবণে নিরত আমার ন্যায় কোন ব্যক্তি এই অবস্থায় রাধাদেবীর মুখের গ্রাস কিভাবে কাড়িয়া লইতে সমর্থ হইবে? (তাঁহাকে পালন-পোষণ না করিয়া তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া দিতে কিভাবে সমর্থ হইবে?) ৭

তথা মামভিজানাতি সূতশ্চাধিরথঃ সুতম্।
পিতরং চাভিজানামি তমহং সৌহৃদাৎ সদা ॥ ৮
স হি মে জাতকর্মাদি কারয়ামাস মাধব।
শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা পুত্রস্নেহাৎ জনার্দন ॥ ৯
নাম চৈ বসুষেণেতি কারয়ামাস বৈ দ্বিজৈঃ।
ভার্য্যাস্চোঢ়া মম প্রাপ্তে যৌবনে তৎপিতৃগ্রহাৎ ॥ ১০
তাসু পুত্রাশ্চ পৌত্রাশ্চ মম জাতা জনার্দন।
তাসু মে হৃদয়ং কৃষ্ণ সজ্জতং কামবন্ধনম্ ॥ ১১
ন পৃথিব্যা সকলয়া ন সুবর্ণস্য রাশিভিঃ।
হর্ষাদ্ ভয়াদ্ বা গোবিন্দ মিথ্যা কর্তুং তদুৎসহে ॥ ১২
ধৃতরাষ্ট্রকুলে কৃষ্ণ দুর্য্যোধনসমাশ্রয়াৎ।
ময়া ত্রয়োদশ সমা ভুক্তং রাজ্যমকণ্টকম্ ॥ ১৩
ইষ্টঞ্চ বহুভির্যজ্ঞৈঃ সহ সূতৈর্ময়াসকৃৎ।
আবাহাশ্চ বিবাহাশ্চ সহ সূতৈর্ময়া কৃতাঃ ॥ ১৪

সূত অধিরথও আমাকে নিজের পুত্র বলিয়াই মনে করেন এবং আমিও সৌহার্দ্দবশতঃ তাঁহাকে আমার পিতা বলিয়াই মনে করি ॥৮

মাধব! তিনি আমার জাতকর্মাদি সংস্কারমূলক কর্ম্মসমূহও করাইয়াছেন। জনার্দন! তিনিই পুত্রস্নেহবশতঃ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে ব্রাহ্মণগণের দ্বারা আমার "বসুষেণ" এই নামকরণ করাইয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণ! আমার যৌবনকাল আসিলে অধিরথ সূতজাতীয় কন্যাগণের সহিত আমার বিবাহ দিয়াছেন। এখন সেই সব স্ত্রীর গর্ভে আমার বহু পুত্রও জন্মলাভ করিয়াছে এবং সেই পুত্রগণের দ্বারা আমার বহু পৌত্রও উৎপন্ন হইয়াছে। জনার্দন! সেই সব স্ত্রীগণে আমার হৃদয় কামভাবে অত্যন্ত আসক্ত আছে ॥ ৯-১১

গোবিন্দ! এখন আমি সমগ্র পৃথিবীর রাজ্য পাইয়া, বহু সুবর্ণরাশি লাভ করিয়া অথবা হর্ষ বা ভয়বশতঃ সেই সব সম্বন্ধ মিথ্যা করিতে পারি না ॥ ১২

শ্রীকৃষ্ণ! আমি দুর্য্যোধনের আশ্রয় পাইয়া ধৃতরাষ্ট্রের কুলে বসবাস করিতে করিতে তের বৎসর কাল নিষ্কণ্টক রাজ্য উপভোগ করিয়াছি ॥ ১৩

সেখানে আমি সূতগণের সহিত মিলিত হইয়া বহু যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছি এবং তাহাদের সহিত বাস করিয়া বহুপ্রকার পুণ্যকর্ম ও বৈবাহিক কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছি ॥ ১৪

বৃষ্ণিনন্দন শ্রীকৃষ্ণ! দুর্য্যোধন আমারই উপর আস্থা রাখিয়া

মাধব কৃষ্ণ সমাসাদ্য কৃতং শস্ত্রসমুদ্যমম্।
দুর্য্যোধনেন বার্ষ্ণেয় বিগ্রহশ্চাপি পাণ্ডবৈঃ ॥ ১৫
তস্মাদ্ রণে দ্বৈরথে মাং প্রত্যুদ্যাতারমচ্যুত।
বৃতবান্ পরমং কৃষ্ণ প্রতীপং সব্যসাচিনম্ ॥ ১৬
বধাদ্ বন্ধাদ্ ভয়াদ্ বাপি লোভাদ্ বাপি জনার্দন।
অনৃতং নোৎসহে কর্তুং ধার্তরাষ্ট্রস্য ধীমতঃ ॥ ১৭
যদি হৃষ্ণ ন গচ্ছেয়ং দ্বৈরথং সব্যসাচিনা।
অকীর্ত্তিঃ স্যাদ্ধৃষীকেশ মম পার্থস্য চোভয়োঃ ॥ ১৮
অসংশয়ং হিতার্থায় ব্রূয়াঃ মধুসূদন।
সর্বে পাণ্ডবাঃ কৃষ্ণা বশ্যাস্তিষ্ঠন্তি তে সদা ॥ ১৯
মদ্রস্থ নিয়মং কুর্য্যাস্তত্র মধুসূদন।
এতদত্র হিতং মন্যে সর্বং যাদবনন্দন ॥ ২০
যদি জানাতি মাং রাজা ধর্মাত্মা সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
কুন্ত্যাঃ প্রথমজং পুত্রং ন স রাজ্যং গ্রহীষ্যতি ॥ ২১

অস্ত্র-সংগ্রহ করিয়াছেন এবং পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার সাহস করিয়াছেন ॥ ১৫

অচ্যুত! অতএব দ্বৈরথ যুদ্ধে আমাকে সব্যসাচী অর্জুনের বিরুদ্ধ পক্ষ গ্রহণ করিতে হইবে এবং যুদ্ধে অর্জুনের সম্মুখীন হইবার জন্য দুর্য্যোধন আমাকে বরণ করিয়াছেন ॥ ১৬

জনার্দন! সুতরাং এইরূপ অবস্থায় বধ, বন্ধন, ভয় অথবা লোভবশতঃ বুদ্ধিমান্ ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনের সহিত মিথ্যাপূর্ণ ব্যবহার করিতে পারি না ॥ ১৭

হৃষীকেশ! এখন যদি আমি অর্জুনের সহিত দ্বৈরথ যুদ্ধ না করি, তবে আমার ও অর্জুনের পক্ষে ইহা অপযশের কারণ হইবে ॥১৮

মধুসূদন! ইহাতে সন্দেহ নাই যে, আপনি আমার পক্ষে হিতকর বাক্যই বলিতেছেন। পাণ্ডবগণ আপনার অধীন, সেইজন্য আপনি তাহাদিগকে যাহা কিছু বলিবেন, উহা তাহারা নিঃসংশয়ে পালন করিবে ॥ ১৯

মধুসূদন! কিন্তু আমার ও আপনার মধ্যে এই যে গুপ্ত পরামর্শ হইল, ইহা আপনি এই পর্য্যন্তই নীরব রাখিবেন (আপনি ইহাকে গোপন রাখিবেন)। যদুবংশের আনন্দবর্দ্ধন! এইরূপ করিলেই আমি এখন আমার সর্ব্বদিকে হিত হইবে বলিয়াই মনে করি ॥ ২০

যদি ইন্দ্রিয়গণকে সংযত করিয়া রাখিতে সমর্থ ধর্ম্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির ইহা জানিতে পারে যে, আমি কুন্তীদেবীর প্রথম গর্ভজাত পুত্র কর্ণ, তবে সে এই রাজ্য গ্রহণ করিতে চাহিবে না ॥ ২১

প্রাপ্য চাপি মহদ্ রাজ্যং তদহং মধুসূদন।
স্ফীতং দুর্যোধনায়ৈব সম্প্রদদ্যামরিন্দম ॥ ২২

স এব রাজা ধর্মাত্মা শাশ্বতোঽস্তু যুধিষ্ঠিরঃ।
নেতা যস্য হৃষীকেশো যোদ্ধা যস্য ধনঞ্জয়ঃ ॥ ২৩

পৃথিবী তস্য রাষ্ট্রঞ্চ যস্য ভীমো মহারথঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ দ্রৌপদেয়াশ্চ মাধব ॥ ২৪

ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পাঞ্চাল্যঃ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
উত্তমৌজা যুধামন্যুঃ সত্যধর্মা চ সৌমকিঃ ॥২৫

চৈদ্যশ্চ চেকিতানশ্চ শিখণ্ডী চাপরাজিতঃ।
ইন্দ্রগোপকবর্ণাশ্চ কেকয়া ভ্রাতরস্তথা ॥
ইন্দ্রায়ুধসবর্ণশ্চ কুন্তীভোজো মহামনাঃ ॥২৬

মাতুলো ভীমসেনস্য শ্যেনজিচ্চ মহারথঃ।
শঙ্খঃ পুত্রো বিরাটস্য নিধিরেষ জনার্দন ॥ ২৭

মহানয়ং কৃষ্ণ কৃতঃ ক্ষত্রস্য সমুদানয়ঃ।
রাজ্যং প্রাপ্তমিদং দীপ্তং প্রথিতং সর্বরাজসু ॥ ২৮

ধার্তরাষ্ট্রস্য বার্ষ্ণেয় শত্রুযজ্ঞো ভবিষ্যতি।
অস্য যজ্ঞস্য বেতা ত্বং ভবিষ্যসি জনার্দন ॥ ২৯

আহবশ্চ তে কৃষ্ণ ক্রতাবস্মিন্ ভবিষ্যতি।
হোতা চৈবাত্র বীভৎসুঃ সঙ্কল্পঃ স কপিধ্বজঃ ॥ ৩০

গাণ্ডীবং স্রুক্ তথা চাজ্যং বীর্যং পুংসাং ভবিষ্যতি।
ঐন্দ্রং পাশুপতং ব্রাহ্মং স্থূণাকর্ণশ্চ মাধব।
মন্ত্রাস্তত্র ভবিষ্যন্তি প্রযুক্তাঃ সব্যসাচিনা ॥ ৩১

অনুযাতশ্চ পিতরমধিকো বা পরাক্রমে।
শীতং স্তোত্রং স সৌভদ্রঃ সম্যক্ তত্র ভবিষ্যতি ॥ ৩২

উদ্গাতাত্র পুনর্ভীমঃ প্রস্তোতা যুদ্ধদুর্মদঃ।
বিনদন্ স নরব্যাঘ্রো নাগানীকান্যকৃন্তদ্ রণে ॥ ৩৩

স চৈব তত্র ধর্মাত্মা শশ্বদ্ রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
জপৈর্হোমৈশ্চ সংযুক্তো ব্রহ্মত্বং কারয়িষ্যতি ॥ ৩৪

শঙ্খদুন্দুভয়ঃ সম্যগ্ ভের্য্যশ্চ মধুসূদন।
উৎকৃষ্টসিংহনাদশ্চ সুব্রহ্মণ্যো ভবিষ্যতি ॥ ৩৫

নকুলঃ সহদেবশ্চ মাদ্রীপুত্রৌ যশস্বিনৌ।
শামিত্রং তৌ মহাবীর্যৌ সম্যক্ তত্র ভবিষ্যতঃ ॥ ৩৬

শত্রুদমন মধুসূদন! এই অবস্থায় আমি সেই সমৃদ্ধিশালী বিশাল রাজ্য পাইয়াও দুর্যোধনকেই সমর্পণ করিয়া দিব ॥ ২২

আমিও ইহাই চাই যে, যাহার নেতা হৃষীকেশ ও যোদ্ধা অর্জুন, সেই ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরই সর্বদা রাজা হইয়া বিরাজিত থাকুক ॥ ২৩

মাধব! জনার্দন! যাহার সহায়ক মহারথ ভীম, নকুল, সহদেব, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহারথ সাত্যকি, উত্তমৌজা, যুধামন্যু, সোমকবংশীয় সত্যধর্মা, চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, অপরাজিত বীর শিখণ্ডী, ইন্দ্রগোপসদৃশ-(বর্ষাকালে উৎপন্ন রক্তবর্ণ কীটবিশেষ) বর্ণবিশিষ্ট পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়রাজকুমারগণ, ইন্দ্রধনুতুল্য কান্তিমান্ মহামনা কুন্তীভোজ, ভীমসেনের মামা মহারথ শ্যেনজিৎ, বিরাট-পুত্র শঙ্খ এবং অক্ষয়নিধিস্বরূপ আপনি, সেই যুধিষ্ঠিরের অধিকারেই এই সমগ্র ভূমণ্ডল ও কৌরবরাজ্য থাকিবে ॥ ২৪-২৭

শ্রীকৃষ্ণ! দুর্যোধন এখানে বিরাট্ ক্ষত্রিয় জনসমূহের একত্রিত করিয়াছেন এবং সমস্ত রাজগণের মধ্যে বিখ্যাত ও উজ্জ্বল এই কুরুবংশের রাজ্যও তাঁহারই লাভ হইয়াছে ॥ ২৮

জনার্দন! বৃষ্ণিনন্দন! এখন দুর্যোধনের রাজ্যে এক শত্রু-যজ্ঞ হইবে, যাহার উপদেষ্টা আপনিই হইবেন ॥ ২৯

শ্রীকৃষ্ণ! এই যজ্ঞে অধ্বর্যুর (যজুর্বেদীয় ঋত্বিক্ বা যজ্ঞের নেতা) কার্য আপনাকেই করিতে হইবে এবং কবচ প্রভৃতিতে সুসজ্জিত কপিধ্বজ অর্জুন ইহাতে হোতা (ঋগ্বেদীয় কর্মকর্তা) হইবে ॥ ৩০

গাণ্ডীবধনু স্রুবার (হোমকরার পাত্র) কার্য করিবে এবং বিপক্ষীয় বীরগণের পরাক্রমই ঘৃতনীয় ঘৃত হইবে। মাধব! সব্যসাচী অর্জুনকর্তৃক প্রযুক্ত ঐন্দ্র, পাশুপত, ব্রাহ্ম ও স্থূণাকর্ণাদি অস্ত্রসমূহের মন্ত্রই হইবে এই রণযজ্ঞের বেদমন্ত্র ॥ ৩১

সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু অর্জুনের অনুসরণ করিয়া চলে অথবা পরাক্রমে সে পিতা হইতে অধিক। সে-ই এই শত্রুযজ্ঞে উত্তম স্তোত্রগানের (স্তোত্রপাঠের) কার্য করিবে ॥ ৩২

এই শত্রুযজ্ঞে এবং মহাবলশালী নরশ্রেষ্ঠ ভীমসেন উদ্গাতা (সামবেদীয় কর্মকর্তা) প্রস্তোতা (প্রস্তাবক—আরম্ভক) হইবে। এই ভীমসেন রণভূমিতে গর্জন করিতে করিতে শত্রুপক্ষের হস্তীতে আরোহণকারী সৈন্যগণকে বিনাশ করিয়া ফেলিবে ॥ ৩৩

সেই ধর্মাত্মা রাজা যুধিষ্ঠির সর্বদা জপ ও হোমে সংলগ্ন থাকিয়া এই শত্রু-যজ্ঞে ব্রহ্মার কার্য করিবে ॥ ৩৪

মধুসূদন! শঙ্খ, মৃদঙ্গ ও ভেরীসমূহের শব্দ এবং উচ্চৈঃস্বরে কৃত সিংহনাদ এই যজ্ঞের সুব্রহ্মণ্যানাদ (বেদধ্বনি) হইবে ॥ ৩৫

মাদ্রীদেবীর যশস্বী পুত্র মহাপরাক্রমশালী নকুল ও সহদেব উভয়পক্ষে শামিত্রকার্য (অশ্ব-যজ্ঞে ক্ষত্রিয়পশুচ্ছেদন কর্ম) সম্পাদন করিবে ॥ ৩৬

কস্মাদ্বধস্তা গোবিন্দ বিমলা রথপঙ্‌ক্তয়ঃ।
যূপাঃ সমুপকল্পন্তামস্মিন্ যজ্ঞে জনার্দন ॥ ৩৭
কর্ণি-নালীক-নারাচা বৎসদন্তোপবৃংহণাঃ।
তোমরাঃ সোমকলসাঃ পবিত্রাণি ধনূংষি চ ॥ ৩৮
অসরোঽত্র কপালানি পুরোডাশাঃ শিরাংসি চ।
হবিষ্ক রুধিরং কৃষ্ণ তস্মিন্ যজ্ঞে ভবিষ্যতি ॥ ৩৯
ইষ্বাঃ পরিঘরশ্চৈব শক্তয়ো বিমলা গদাঃ।
সদস্যা দ্রোণশিষ্যাশ্চ কৃপস্য চ মহাত্মনঃ ॥ ৪০
ইষবোঽত্র পরিস্তোমা মুক্তা গাণ্ডীবধন্বনা।
মহারথপ্রযুক্তাশ্চ দ্রোণ-দ্রৌণিপ্রচোদিতাঃ ॥ ৪১
প্রতিপ্রস্থানিকং কর্ম সাত্যকিস্তু করিষ্যতি।
দীক্ষিতো ধার্তরাষ্ট্রোঽত্র পত্নী চাস্য মহাচমূঃ ॥ ৪২
ঘটোৎকচোঽত্র শামিত্রং করিষ্যতি মহাবলঃ।
অতিরাত্রে মহাবাহো বিততে যজ্ঞকর্মণি ॥ ৪৩
দক্ষিণা হস্য যজ্ঞস্য দৃষ্টদ্যুম্নঃ প্রতাপবান্।
বৈতানিকে কর্মমুখে জাতো যঃ কৃষ্ণ পাবকাৎ ॥ ৪৪
যদক্রূরমহং কৃষ্ণ কটূকানি চ ভাষবান্।
প্রিয়ার্থং ধার্তরাষ্ট্রস্য তেন তপ্যে স্বকর্মণা ॥ ৪৫
যদা দ্রক্ষ্যসি মাং কৃষ্ণ নিহতং সব্যসাচিনা।
পুনশ্চিতিস্তদা চাস্য যজ্ঞস্যাপ ভবিষ্যতি ॥ ৪৬
দুঃশাসনস্য রুধিরং যদা পাস্যতি পাণ্ডবঃ।
আনর্দং নর্দতঃ সমাক্ তথা সূত্রং ভবিষ্যতি ॥ ৪৭
যদা দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ পাঞ্চাল্যৌ পাতয়িষ্যতঃ।
তদা যজ্ঞাবসানং তদ্ ভবিষ্যতি জনার্দন ॥ ৪৮
দুর্যোধনং যদা হত্বা ভীমসেনো মহাবলঃ।
তদা সমাপ্যতে যজ্ঞো ধার্তরাষ্ট্রস্য মাধব ॥ ৪৯
সূর্যাশ্চ প্রস্থযাশ্চৈব ধৃতরাষ্ট্রস্য সম্মতাঃ।
হতেশ্বরা নষ্টপুত্রা হতনাথাশ্চ কেশব ॥ ৫০

গোবিন্দ! জনার্দন! বিচিত্র স্বর্ণালঙ্কারসমূহে সুশোভিত নির্মল রথশ্রেণী এই রণযজ্ঞে যূপের (পশুবন্ধনস্তম্ভের) কার্য্য করিবে। ৩৭

কর্ণি, নালীক, নারাচ ও বৎসদন্ত প্রভৃতি বাণরাজি উপবৃংহণ (সামাহুতির সাধনভূত চমসাদি পাত্র) হইবে। তোমর, সোমকলস ও ধনু পবিত্রের (কুশনির্ম্মিত) কার্য্য করিবে। ৩৮

শ্রীকৃষ্ণ! সেই যজ্ঞে তরবারিসমূহ কপাল (চরুপাকপাত্র), শত্রুগণের মস্তক পুরোডাশ (বৃহৎপিষ্টক) ও রক্ত হবি (ঘৃতাদি দ্রব্য) হইবে। ৩৯

নির্ম্মল শক্তি ও গদাসমূহ সর্ব্বত্রিকে নিক্ষিপ্ত হইয়া সমিধের স্থান গ্রহণ করিবে। দ্রোণাচার্য্যের ও কৃপাচার্য্যের শিষ্যগণই সদস্যের কার্য্য করিবেন। ৪০

গাণ্ডীবধারী অর্জুনকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত এবং দ্রোণাচার্য্য, অশ্বত্থামা ও অন্য মহারথীদিগের দ্বারা চালিত বাণসমূহ যজ্ঞভূমির চারিদিকে বিস্তৃত কুশের কার্য্য করিবে। সাত্যকি প্রতিপ্রস্থাতার (অধ্বর্য্যুর দ্বিতীয় সহযোগীর) কার্য্য করিবে। ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধন এই রণযজ্ঞের দীক্ষা গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার বিশাল সৈন্যবাহিনী যজমানপত্নীর কার্য্য করিবে। ৪২

মহাবাহু কৃষ্ণ! এই মহাযজ্ঞ আরম্ভ হইয়া যাইলে তাহার অতিরাত্রযোগে (কিংবা অহরাত্র সময়ে) মহাবলশালী ঘটোৎকচ শামিত্র (সৈন্যশস্ত্রহিংসা) কার্য্য করিবে। ৪৩

শ্রীকৃষ্ণ! যিনি বেদোক্ত যজ্ঞের আরম্ভে সাক্ষাৎ অগ্নিমুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই দ্রুপদরাজকুমার বীর দৃষ্টদ্যুম্ন এই যজ্ঞের দক্ষিণা-কার্য্য সম্পাদন করিবেন। ৪৪

শ্রীকৃষ্ণ! আমি দুরাত্মা দুর্য্যোধনের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় পাণ্ডবগণকে যে কটূক্তি বলিয়াছি, সেই অপ্রিয় কর্ম্মের জন্য আজ আমার অনুতাপ হইতেছে। ৪৫

হে কৃষ্ণ! যখন আপনি সব্যসাচী অর্জুনের হাতে আমাকে নিহত দেখিবেন, তখন এই রণযজ্ঞের পুনশ্চিতি (যজ্ঞের পর করণীয় চয়নারম্ভ) কর্ম্ম সম্পন্ন হইবে। ৪৬

যখন পাণ্ডুনন্দন ভীমসেন সিংহনাদ করিতে করিতে দুঃশাসনের রক্তপান করিবে, তখন এই রণ-যজ্ঞের সূত্র-(সোমাভিষব) কার্য্য পূর্ণ হইবে। ৪৭

জনার্দন! যখন দুই পাঞ্চালরাজকুমার দৃষ্টদ্যুম্ন ও শিখণ্ডী দ্রোণাচার্য্য এবং ভীষ্মকে কৃপাতিত করিবে; তখন এই রণযজ্ঞের অবসান (মধ্যে মধ্যে অহর্দ্বয় বিরাম) কার্য্য সম্পন্ন হইবে। ৪৮

মাধব! যখন মহাবলশালী ভীমসেন দুর্য্যোধনকে বধ করিবে, তখন ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনের দ্বারা আরব্ধ এই রণ-যজ্ঞ সমাপ্ত হইবে। ৪৯

কেশব! যাহাদের পতি, পুত্র ও রক্ষকগণকে বিনষ্ট করা হইয়াছে, সেই ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র ও পৌত্রগণের বধূরা যখন গান্ধারী-দেবীর সহিত মিলিত হইয়া কুরুর, শকুনি এবং কুরুরপক্ষীতে

কৃপান্তঃ সহ গান্ধার্য্যা স্ব-পুত্র-কুররাকুলে।
স যজ্ঞেঽশিন্নবভৃথো ভবিষ্যতি জনার্দ্দন ॥ ৫১
বিধ্বারুদ্ধা বয়োবৃদ্ধাঃ ক্ষত্রিয়া ক্ষত্রিয়র্ষভ।
বৃথা মৃত্যুং ন কুর্বীরংস্তৎকৃতে মধুসূদন ॥ ৫২
শস্ত্রেণ নিধনং গচ্ছেৎ সমৃদ্ধং ক্ষত্রমণ্ডলম্।
কুরুক্ষেত্রে পুণ্যতমে ত্রৈলোক্যস্যাপি কেশব ॥ ৫৩
তদত্র পুণ্ডরীকাক্ষ নিধনং যদভীপ্সিতম্।
যথা কার্ৎস্ন্যেন বার্ষ্ণেয় ক্ষত্রং স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫৪
যাবৎ স্থাস্যন্তি গিরয়ঃ সরিতশ্চ জনার্দ্দন।
তাবৎ কীর্ত্তিভবঃ শব্দঃ শাশ্বতোঽয়ং ভবিষ্যতি ॥ ৫৫
ব্রাহ্মণাঃ কথয়িষ্যন্তি মহাভারতমাহবম্।
সমাগমেষু বার্ষ্ণেয় ক্ষত্রিয়াণাং যশোধনম্ ॥ ৫৬
সমুপানয় কৌন্তেয়ং যুদ্ধায় মম কেশব।
মন্যুসংবরণং কুর্ব্বন্ নিত্যমেব পরন্তপ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্ব্বণি ভগবদ্যানপর্ব্বণি কর্ণোপনিবাদে
একচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪১

পরিপূর্ণ সমরাঙ্গণে রোদন করিতে করিতে বিচরণ করিবে, জনার্দ্দন! তখনই এই রণ-যজ্ঞের অবভৃথ (যজ্ঞের শেষে করণীয়) স্নান সম্পন্ন হইবে ॥ ৫০-৫১

ক্ষত্রিয়শ্রেষ্ঠ মধুসূদন! আপনার এই শান্তিস্থাপনের প্রয়াসে এরূপ কিছু না হউক, যাহাতে বিদ্যাবৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ ক্ষত্রিয়গণ বৃথামৃত্যু লাভ করেন (যুদ্ধে পরস্পরের মৃত্যু হইতে ইহারা যেন বঞ্চিত না হন) ॥ ৫২

কেশব! কুরুক্ষেত্র ত্রিভুবনের মধ্যেই পরম পুণ্যতম তীর্থ। এই সমৃদ্ধিশালী ক্ষত্রিয়মণ্ডল সেখানে গিয়া অস্ত্রের আঘাতেই যেন মৃত্যুলাভ করেন ॥ ৫৩

হে বৃষ্ণিবংশভূষণ কমললোচন! আপনিও ইহার নিমিত্ত এরূপ প্রযত্ন করুন যাহাতে সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয়সমাজ স্বর্গলোকপ্রাপ্তি হইতে সমর্থ হন ॥ ৫৪

জনার্দ্দন! যে পর্য্যন্ত এই সব পর্ব্বত ও নদীসমূহ বিদ্যমান থাকিবে, ততকাল পর্য্যন্ত এই যুদ্ধের কীর্ত্তিকথা অক্ষয় হইয়া রহিবে ॥ ৫৫

বৃষ্ণিকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ! ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়দিগের সমাগমে এই সুযশস্কর ধনসংগ্রহকারী মহাভারত-যুদ্ধের কথা বর্ণনা করিবেন ॥ ৫৬

শত্রুতাপন কেশব! আপনি এই মনুষ্যকে সর্ব্বদা শান্ত রাখিয়াই কুন্তীকুমার অর্জ্জুনকে আমার সহিত যুদ্ধ করাইবার জন্য লইয়া আসিবেন ॥ ৫৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্ব্বে কর্ণকর্ত্তৃক স্বীয় নিশ্চয় নিবেদনবিষয়ক একচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন কর্ণসমীপে পাণ্ডবানাং নিশ্চিতবিজয়লাভস্য প্রতিপাদনম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

কর্ণস্য বচনং শ্রুত্বা কেশবঃ পরবীরহা।
উবাচ প্রহসন্ বাক্যং স্মিতপূর্ব্বমিদং তথা ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ।

অপি ত্বাং ন লভেৎ কর্ণ রাজ্যলম্ভোপপাদনম্।
ময়া হতাং হি পৃথিবীং ন প্রশাসিতুমিচ্ছসি ॥ ২

দ্বিচত্বারিংশ অধ্যায়

[ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক কর্ণের নিকট পাণ্ডবগণের নিশ্চিত বিজয়লাভের বিষয় প্রতিপাদন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! বিপক্ষীয় বীরগণহন্তা ভগবান্ কেশব কর্ণের উপরি কথিত বাক্য শ্রবণকরতঃ হাস্য করিয়া হাস্য করিলেন এবং মৃদুহাস্য সহকারে এই কথা বলিলেন ॥ ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—কর্ণ! আমি যে তোমাকে রাজ্য-প্রাপ্তির কথা বলিলাম, মনে হইতেছে,—তোমার ইহা প্রত্যয়যোগ্য বলিয়া প্রতীতি হইতেছে না। তুমি আমার দেওয়া পৃথিবীকে শাসন করিতে অভিলাষী নহ ॥ ২

ক্রুদ্ধো জয়ঃ পাণ্ডবানামিতীহ
ন সংশয়ঃ কশ্চন বিদ্যতেঽত্র।
জয়ধ্বজো দৃশ্যতে পাণ্ডবস্য
সমুচ্ছ্রিতো বানররাজ উগ্রঃ ॥ ৩
দিব্যা মায়া মোহিতা ভৌমসেন
সমুচ্ছ্রিতা ইন্দ্রকেতুপ্রকাশা।
দিব্যানি ভূতানি জয়াবহানি
দৃশ্যন্তি চৈবাত্র ভয়ানকানি ॥ ৪
ন সজ্জতে শৈল-বনস্পতিভ্যো
ঊর্ধ্বং তির্যগ্‌যোজনমাত্ররূপঃ।
শ্রীমান্ জয়ঃ কর্ণ ধনঞ্জয়স্য
সমুচ্ছ্রিতঃ পাবকতুল্যরূপঃ ॥ ৫
যদা দ্রক্ষ্যসি সংগ্রামে শ্বেতাশ্বং কৃষ্ণসারথিম্।
ঐন্দ্রমস্ত্রং বিকুর্বাণমুতে চাপাস্ত্রি-বাকতে ॥ ৬
গাণ্ডীবস্য চ নির্ঘোষং বিস্ফূর্জিতমিবাশনেঃ।
ন তদা ভবিতা ত্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং ন চ ॥ ৭
যদা দ্রক্ষ্যসি সংগ্রামে কুন্তীপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
জপ-হোমসমাযুক্তং দ্বাং রক্ষন্তং মহাচমূম্ ॥ ৮
আদিত্যমিব দুর্ধর্ষং তপন্তং শত্রুবাহিনীম্।
ন তদা ভবিতা ত্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং ন চ ॥ ৯
যদা দ্রক্ষ্যসি সংগ্রামে ভীমসেনং মহাবলম্।
দুঃশাসনস্য রুধিরং পীত্বা নৃত্যন্তমাহবে ॥ ১০
প্রতিগ্রামিব মাতঙ্গং প্রতিযোধবধাতিনম্।
ন তদা ভবিতা ত্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং ন চ ॥ ১১
যদা দ্রক্ষ্যসি সংগ্রামে দ্রোণং শান্তনবং কৃপম্।
সুযোধনঞ্চ রাজানং সৈন্ধবঞ্চ জয়দ্রথম্ ॥ ১২
যুদ্ধায়াপততস্তূর্ণং বারিতান্ সর্বসাচিনা।
ন তদা ভবিতা ত্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং ন চ ॥ ১৩
যদা দ্রক্ষ্যসি সংগ্রামে মাদ্রীপুত্রৌ মহাবলৌ।
বাহিনীং ধার্তরাষ্ট্রাণাং ক্ষোভয়ন্তৌ গজাবিব ॥ ১৪
বিগাঢ়ে শস্ত্রসম্পাতে পরবীরবধাকাঙ্ক্ষিণৌ।
ন তদা ভবিতা ত্রেতা ন কৃতং দ্বাপরং ন চ ॥ ১৫

পাণ্ডবগণের বিজয়লাভ অবশ্যম্ভাবী, এবিষয়ে কোনও সংশয় নাই। পাণ্ডুনন্দন অর্জুনের বানররাজ চিহ্নযুক্তকেতু উপলক্ষিত এই অতিশয় উচ্চ ভয়ঙ্কর বিজয়ধ্বজ দেখা যাইতেছে ॥ ৩

বিজয়কর্তা ঐ ধ্বজামধ্যে দিব্য মায়া নির্মাণ করিয়া রাখিয়াছেন। এই উচ্চ ধ্বজা ইন্দ্রধ্বজসদৃশ প্রকাশিত হইতেছে। তাহার উপরে বিজয়প্রাপ্তিকারক দিব্য ও ভয়ঙ্কর বহু প্রাণী দৃষ্টিগোচর হইতেছে ॥ ৪

কর্ণ! ধনঞ্জয়ের এই অত্যুন্নত তেজস্বী ও কান্তিমান্ উচ্চ ধ্বজ চারিদিকে এক যোজন দূর হইতেও দেখা যায়। ঊর্ধ্বে বা পার্শ্বে এবং পশ্চাতে পর্বত ও বৃক্ষসমূহে এই ধ্বজা বাধাপ্রাপ্ত হয় না ॥ ৫

কর্ণ! যখন যুদ্ধে শ্বেতবাহন অর্জুনকে তুমি ঐন্দ্র, আগ্নেয় ও বায়ব্য অস্ত্র আবিষ্কার করিতে দেখিবে এবং গাণ্ডীব ধনুর বজ্রগর্জনতুল্য ভয়ঙ্কর টঙ্কার ধ্বনি তোমার কর্ণগোচর হইবে, সেই সময় তোমার সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ ও দ্বাপর যুগের প্রতীতি হইবে না। (কেবল কলহস্বরূপ ভয়ঙ্কর কলিই দৃষ্টিগোচর হইবে।) ৬-৭

যখন জপ ও হোমে সংযুক্ত হইয়া কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধে নিজ বিষাদ সৈন্যবাহিনীকে রক্ষা করিতে এবং সূর্যতুল্য দুর্ধর্ষ হইয়া শত্রুসেনাকে সন্তপ্ত করিতে দেখিবে, সেই সময় তোমার সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ দৃষ্টিগোচর হইবে না ॥ ৮-৯

যখন তুমি দেখিবে যে, ভীমসেন ভীষণ দুঃশাসনের রক্তপান করিয়া নৃত্য করিতে করিতে এবং মদস্রাবকারী গজরাজের ন্যায় তাহাকে শত্রুপক্ষীয় যোদ্ধৃগণকে সংহার করিতে দেখিবে, সেই সময় তোমার সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগ কিছুই প্রতীত হইবে না ॥ ১০-১১

যখন তুমি দেখিবে যে, আচার্য দ্রোণ, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম, কৃপাচার্য, রাজা দুর্যোধন ও সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ যখনই যুদ্ধের জন্য অগ্রসর হইতেছে, তখনই সব্যসাচী অতি দ্রুত বাণ-নিক্ষেপে তাহাদের গতি রোধ করিয়া দিতেছে, তখন (তুমি কোনরূপে অবস্থান করিলেও) তোমার সত্য, ত্রেতা ও দ্বাপর যুগের কিছুই বোধ থাকিবে না ॥ ১২-১৩

যখন যুদ্ধস্থলে অস্ত্র-শস্ত্রের প্রহার এক তৃতীয় অবস্থায় উপস্থিত হইবে এবং শত্রুবীর গণের রথকে ছিন্নভিন্নকারী মহাবলবান্ মাদ্রীনন্দন নকুল-সহদেব দুই গজরাজের ন্যায় ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সৈন্যদিগকে ক্ষুব্ধ করিতে আরম্ভ করিবে ও যখন তুমি নিজের চোখে এই অবস্থা দেখিবে, সেই সময় তোমার সম্মুখে না সত্য যুগ, না ত্রেতা যুগ এবং না দ্বাপর যুগ প্রতিভাত হইতে থাকিবে ॥ ১৪-১৫

ব্রূহাঃ কর্ণ ইতো গত্বা দ্রোণং শান্তনবং কৃপম্।
সৌম্যোঽয়ং বর্ত্ততে মাসঃ সুপ্রাপযবসেন্ধনঃ॥ ১৬
সর্ব্বৌষধিবনস্পীতঃ ফলবানন্নমক্ষিকঃ।
নিষ্পঙ্কো রসবত্তোয়ো নাত্যুষ্ণশিশিরঃ সুখঃ॥ ১৭
সপ্তমাচ্চাপি দিবসাদমাবাস্যা ভবিষ্যতি।
সংগ্রামো যুজ্যতাং তস্যাং তামাহুঃ শক্রদেবতাম্॥ ১৮
তথা রাজ্ঞো বদেঃ সর্ব্বান্ যে যুদ্ধায়াভ্যুপাগতাঃ।
যদ্ বো মনীষিতং তত্ত্বৈ সর্ব্বং সম্পাদয়াম্যহম্॥ ১৯
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ দুর্য্যোধনবশানুগাঃ।
প্রাপ্যা শস্ত্রেণ নিধনং প্রাপ্নুবন্তি গতিমুত্তমাম্॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্ব্বণি ভগবদ্‌যানপর্ব্বণি কর্ণোপনিবাদে
দ্বিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥১৪২

কর্ণ! তুমি এখান হইতে যাইয়া আচার্য্য দ্রোণ, শান্তনুনন্দন ভীষ্ম ও কৃপাচার্য্যকে বলিও যে, বর্ত্তমানে সৌম্য (সুখপ্রদ) মাস চলিতেছে। এই সময় পশুগণের জন্য ঘাস ও জ্বালানী কাষ্ঠ সহজে পাওয়া যায়॥ ১৬

সর্ব্বপ্রকারের ওষধিসমূহের সমাবেশ জলে স্থলে পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে, ধান্যক্ষেত্রসমূহ সমৃদ্ধিশালী হইয়াছে, মাছির পরিমাণ কমিয়া আসিয়াছে এবং পৃথিবী আজ কর্দ্দমশূন্য হইয়াছে। জল নির্ম্মল ও সুস্বাদু বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। এতাদৃশ সুখকর সময়ে অধিক শীত ও অধিক উষ্ণতা নাই (সুতরাং বর্ত্তমানে অগ্রহায়ণ মাস চলিতেছে)॥ ১৭

আজ হইতে সাত দিন পরে অমাবস্যা হইবে। এই তিথির দেবতা হইলেন ইন্দ্র। ঐ তিথিটি যুদ্ধ আরম্ভ করিবার পক্ষে উপযুক্ত॥ ১৮

যাহারা যুদ্ধের জন্য সমবেত হইয়াছে, সেই সমস্ত রাজগণকেও বলিবে—আপনারা মনে মনে যে অভিলাষ করিতেছেন, আমি অবশ্যই উহা পূর্ণ করিব॥ ১৯

অর্থাৎ দুর্য্যোধনের অধীনে যত রাজা ও রাজকুমার আছে, তাহারা অস্ত্রের দ্বারা মৃত্যু বরণ করিয়া উত্তম গতি লাভ করিবে॥ ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত কর্ণের প্রতি শ্রীভগবদ্‌যাত্রাবিষয়ক দ্বিচত্বারিংশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণেন পাণ্ডবানাং বিজয়সূচকস্য কৌরবাণাঞ্চ পরাজয়জ্ঞাপকস্য লক্ষণসমূহস্য বর্ণনম্, স্বীয়স্বপ্নদর্শনবৃত্তান্তকথনঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

কেশবস্য তু তদ্ বাক্যং কর্ণঃ শ্রুত্বা হিতং শুভম্।
অব্রবীদভিসম্পূজ্য কৃষ্ণং তং মধুসূদনম্॥ ১
জানন্ মাং কিং মহাবাহো সম্মোহয়িতুমিচ্ছসি।
যোঽয়ং পৃথিব্যাঃ কার্ৎস্ন্যেন বিনাশঃ সমুপস্থিতঃ॥ ২
নিমিত্তং তত্র শকুনিরহং দুঃশাসনস্তথা।
দুর্য্যোধনশ্চ নৃপতির্ধৃতরাষ্ট্রসুতোঽভবৎ॥ ৩
অসংশয়মিদং কৃষ্ণ মহদ্ যুদ্ধমুপস্থিতম্।
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ ঘোরং রুধিরকর্দ্দমম্॥ ৪

ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[কর্ণকর্ত্তৃক পাণ্ডবগণের বিজয় ও কৌরবগণের পরাজয়-সূচক লক্ষণসমূহের বর্ণন এবং স্বীয় স্বপ্নদর্শনের বৃত্তান্ত কথন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! ভগবান্ কেশবের এই হিতকর ও কল্যাণজনক বাক্য শুনিয়া কর্ণ মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণের প্রতি সম্মানভাব প্রদর্শন করিতে করিতে এই কথা বলিলেন॥ ১

মহাবাহো! আপনি সব কিছু জানিয়াও কেন আমাকে মোহগ্রস্ত করিতে চাহিতেছেন? এই যে আজ সমগ্র পৃথিবীর পূর্ণরূপে ধ্বংস উপস্থিত হইয়াছে, ইহাতে আমি, শকুনি, দুঃশাসন ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্র রাজা দুর্য্যোধন নিমিত্তমাত্র হইয়াছি॥ ২-৩

হে কৃষ্ণ! ইহাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই যে, কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে ভয়ঙ্কর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছে, যাহার ফলে ভূতলে আজ রক্তেরই কর্দ্দম দেখা যাইবে॥ ৪

রাজানো রাজপুত্রাশ্চ দুর্যোধনবশানুগাঃ
রণে শস্ত্রক্ষিতা ঘোরাঃ প্রাপ্স্যন্তি যমসাদনম্ ॥ ৫
ময়া হি বহবো ঘোরা দৃষ্টস্তে মধুসূদন।
নিমিত্তানি চ ঘোরাণি তথোৎপাতাঃ সুদারুণাঃ ॥ ৬
পরাজেষ্যং ধার্তরাষ্ট্রে বিজয়শ্চ যুধিষ্ঠিরে।
শংসন্ত ইব বার্ক্ষেষু বিবিধা রোমহর্ষণাঃ ॥ ৭
প্রাজাপত্যং হি নক্ষত্রং গ্রহস্তীক্ষ্ণো মহাদ্যুতিঃ।
শনৈশ্চরঃ পীড়য়তি পীড়য়ন্ প্রাণিনোঽধিকম্ ॥ ৮
কৃত্বা চাঙ্গারকো বক্রং জ্যেষ্ঠায়াং মধুসূদন।
অনুরাধাং প্রার্থয়তে মৈত্রং সংগমমিব ॥ ৯
নূনং মহদ্ভয়ং কৃষ্ণ কুরূণাং সমুপস্থিতম্।
বিশেষেণ হি বার্ক্ষেষু চিত্রাং পীড়য়তে গ্রহঃ ॥ ১০
সোমস্য লক্ষ্ম ব্যাবৃত্তং রাহুরর্কমুপৈতি চ।
নিষ্প্রভোষ্ণাঃ পতন্ত্যোতাঃ সনির্ঘাতাঃ সকম্পনাঃ ॥ ১১
নির্ঘাতন্তি চ বাতাশ্চ রুক্ষাঃ শর্করিণো বাহনঃ।
পানীয়ং যবসং চাপি মাতিসর্পন্তি মাধব ॥ ১২
প্রাদুষ্কৃতেষু চৈত্রেষু ভয়মাতর্কপশ্যিতম্।
নিমিত্তেষু মহাবাহো দারুণং প্রাণিনাশনম্ ॥ ১৩
অন্নে ভুক্তে পুরীষঞ্চ প্রভূতমিহ দৃশ্যতে।
বাজিনাং বারণানাঞ্চ মনুষ্যাণাঞ্চ কেশব ॥ ১৪
ধার্তরাষ্ট্রস্য সৈন্যেষু সর্বেষু মধুসূদন।
পরাভবন্ত তর্কন্তি প্রাজ্ঞা নীতিবিদঃ ॥ ১৫
প্রহৃষ্টং বাহনং কৃষ্ণ পাণ্ডবানাং প্রচক্ষতে।
প্রদক্ষিণা মৃগাশ্চৈব তং তেষাং জয়লক্ষণম্ ॥ ১৬
অপসব্যা মৃগাঃ সর্বে ধার্তরাষ্ট্রস্য কেশব।
বাচশ্চাপশিবারিণ্যঃ সুস্বরা ভয়লক্ষণম্ ॥ ১৭
ময়ূরাঃ পুণ্যশকুনা হংস-সারস-চাতকাঃ।
জীবঞ্জীবকসঙ্ঘাশ্চাপ্যনুগচ্ছন্তি পাণ্ডবান্ ॥ ১৮

দুর্যোধনের বশীভূত রাজারা ও রাজপুত্রগণ রণভূমিতে অস্ত্রের আঘাতে ক্ষত হইয়া নিশ্চয়ই যমলোকে গমন করিবেন ॥ ৫

মধুসূদন! আমি ভয়ের বহু বস্তু দেখিয়াছি। ভয়ানক দুর্নিমিত্তসমূহ ও অন্যান্য নিদারুণ উৎপাতসমূহও আমি দর্শন করিয়াছি ॥ ৬

বৃষ্ণিকুলভূষণ! এই সমস্ত রোমহর্ষণকর বিবিধ উৎপাতসমূহ যেন সূচনা করিতেছে যে, এই যুদ্ধে দুর্যোধনের পরাজয় ও যুধিষ্ঠিরের বিজয় লাভ হইবে ॥ ৭

মহাতেজস্বী ও তীক্ষ্ণ গ্রহ শনৈশ্চর (শনি) প্রজাপতিসম্বন্ধীয় রোহিণী নক্ষত্রকে পীড়িত করিতে করিতে জগতের প্রাণিগণকেও অধিকরূপে পীড়া প্রদান করিতেছেন ॥ ৮

মধুসূদন! মঙ্গলগ্রহ জ্যেষ্ঠানক্ষত্রের নিকট হইতে বক্রগতির আশ্রয় লইয়া অনুরাধা নক্ষত্রে আসিতে ইচ্ছা করিতেছেন। ইহাতে রাজন্য রাজার মিত্রমণ্ডলের বিনাশ সূচিত হইতেছে ॥ ৯

বৃষ্ণিকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ! নিশ্চিতরূপেই কৌরবগণের উপর মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে। বিশেষতঃ "মহাপাতক" নামক গ্রহ (রাহু) চিত্রানক্ষত্রকে পীড়াপ্রদান করিতেছে। (ইহাও রাজাদের পক্ষে একটি বিনাশের কারণরূপে দেখা দিয়াছে) ॥ ১০

চন্দ্রের কলঙ্ক (কৃষ্ণবর্ণের চিহ্ন) ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে, রাহুগ্রস্ত সূর্যের নিকট উপস্থিত হইয়াছে। আকাশ হইতে এই সমস্ত উল্কা পতিত হইতেছে, বজ্রপতনের ন্যায় শব্দ শুনা যাইতেছে এবং পৃথিবী যেন কম্পিতা হইতেছেন ॥ ১১

ঝঞ্ঝাবায়ু প্রবাহিত হইতেছে, বাহনসমূহ রুক্ষ ধূলিরাশি উদ্গীরণ করিতেছে। সকল জলই অপ্রশোভন হইয়াছে। তাহারা হৃষ্ট হইয়া ঘাস ও পানীয় গ্রহণ করিতেছে না ॥ ১২

মহাবাহো! লোকসমাজে শুভলক্ষণ আছে যে, এই সমস্ত নিমিত্ত (উৎপাতসূচক লক্ষণসমূহ) প্রকাশিত হইলে প্রাণিগণের বিনাশকর দারুণ ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে ॥ ১৩

কেশব! ভূমি, অন্ন ও মনুষ্যদের অল্প আহার করিলেও তাহাদের উদর হইতে প্রভূত বিষ্ঠা নির্গত হইতে দেখা যাইতেছে ॥ ১৪

মধুসূদন! ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনের সমস্ত সৈন্যের মধ্যেই এই সমস্ত দুর্লক্ষণ বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হইতেছে। মনীষী পুরুষগণ ইহাকেই পরাভবের লক্ষণ বলিয়াছেন ॥ ১৫

হে কৃষ্ণ! কিন্তু পাণ্ডবগণের প্রতিটি বাহনই প্রসন্ন আছে বলিয়া বলা হইয়াছে এবং মৃগসকলকে তাহাদের দক্ষিণ ভাগ দিয়া যাইতে দেখা যাইতেছে, এই সকল তাহাদের পক্ষে বিজয়সূচক ॥ ১৬

কেশব! সমস্ত মৃগই দুর্যোধনের বামভাগ দিয়া গমন করিতেছে এবং তিনি এরূপ বাণী শুনিতে পাইতেছেন, যাহাদের কোন দেহই দৃষ্টিগোচর হয় না। এই সকল তাঁহার পরাজয়-সূচক ॥ ১৭

শুভলক্ষণবিশিষ্ট ময়ূর, হংস, সারস, চাতক ও চকোরসকল পাণ্ডবগণের অনুসরণ করিতেছে ॥ ১৮

গৃধ্রাঃ কঙ্কা বকাঃ শ্যেনা যাতুধানাস্তথা বৃকাঃ।
মজ্জিকাশ্চাপি সঙ্ঘাতা অনুযান্তি কৌরবান্ ॥ ১৯
ধার্তরাষ্ট্রস্য সৈন্যেষু ভেরীণাং নাস্তি নিঃস্বনঃ।
অনাহতাঃ পাণ্ডবানাং নদন্তি পটহাঃ কিল ॥ ২০
উলূপানাশ্চ নর্দন্তি যথা গোবৃষভাস্তথা।
ধার্তরাষ্ট্রস্য সৈন্যেষু তৎ পরাভবলক্ষণম্ ॥ ২১
মাংস-শোণিতবর্ষঞ্চ বৃষ্টং দেবেন মাধব।
তথা গন্ধর্বনগরং ভানুমৎ সমুপস্থিতম্ ॥ ২২
সপ্রাকারং সপরিখং সবপ্রং চারুতোরণম্।
কৃষ্ণঞ্চ পরিষন্নত্র ভানুমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ২৩
উদয়াস্তমনে সন্ধ্যে বেদয়ন্তী মহদ্ভয়ম্।
শিবা চ বাশতে ঘোরং তৎ পরাভবলক্ষণম্ ॥ ২৪
এক পক্ষাক্ষিচরণাঃ পক্ষিণো মধুসূদন।
উৎসৃজন্তি মহদ্ ঘোরং তৎ পরাভবলক্ষণম্ ॥ ২৫

কৃষ্ণগ্রীবাশ্চ শকুনা রক্তপাদা ভয়ানকাঃ।
সন্ধ্যামভিমুখা যান্তি তৎ পরাভবলক্ষণম্ ॥ ২৬
ব্রাহ্মণান্ প্রথমং দ্বেষ্টি গুরূংশ্চ মধুসূদন।
ভৃত্যান্ ভক্তিমতশ্চাপি তৎ পরাভবলক্ষণম্ ॥ ২৭
পূর্বা দিগ্ লোহিতাকারা শস্ত্রবর্ণা চ দক্ষিণা।
আমপাত্রপ্রতীকাশা পশ্চিমা মধুসূদন।
উত্তরা শঙ্খবর্ণাভা দিশাং বর্ণা উদাহৃতাঃ ॥ ২৮
প্রধ্মাতাশ্চ দিশঃ সর্বা ধার্তরাষ্ট্রস্য মাধব।
মহদ্ ভয়ং বেদয়ন্তি তস্মিন্নুৎপাতদর্শনে ॥ ২৯
সহস্রপাদং প্রাসাদং স্বপ্নান্তে স্ম যুধিষ্ঠিরঃ।
অধিরোহন্ ময়া দৃষ্টঃ সহ ভ্রাতৃভিরচ্যুত ॥ ৩০
শ্বেতোষ্ণীষাশ্চ দৃশ্যন্তে সর্বে বৈ শুক্লবাসসঃ।
আসনানি চ শুভ্রাণি সর্বেষামুপলক্ষয়ে ॥ ৩১

এইরূপ শকুনি, কঙ্ক, বক, শ্যেন (বাজপাখী), রাক্ষস ও বৃক (চিতাবাঘ)-গণ এবং মাছির দল কৌরবগণের পশ্চাতে ধাবিত হইতেছে ॥ ১৯

দুর্যোধনের সৈন্যগণের মধ্যে ভেরীসমূহ ধ্বনি প্রকাশ করিতেছে না এবং পাণ্ডবগণের পটহ (ভক্কা)-সমূহ না বাজাইলেও ধ্বনিত হইতেছে ॥ ২০

দুর্যোধনের সৈন্যগণের মধ্যে উলূকগুলি গো-বৃষের ন্যায় শব্দ করিতেছে। ইহাতে তাহার পরাজয়ই সূচিত হইতেছে ॥ ২১

মাধব! পর্জন্যদেব মেঘ হইতে মাংস ও রক্ত বর্ষণ করিতেছেন। অন্তরিক্ষে চারিদিকে প্রাচীরযুক্ত এবং পরিখা, পদ্ম (মৃত্তিকাজাত) ও সুন্দর তোরণ (বহির্দ্বার) সমন্বিত সূর্যকিরণযুক্ত গন্ধর্বনগর প্রকাশিত হইতে দেখা যাইতেছে। সেখানে সূর্যের চারিদিকে একটি কাল বর্ণের পরিষ (পরিমণ্ডল) উদিত হইয়াছে ॥ ২২-২৩

সূর্যের উদয় ও অস্তের সময় উভয় সন্ধ্যাতেই শৃগালগণ মহাভয়ের সূচনা করিতে করিতে ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে। ইহাতে দুর্যোধনের পরাজয়ই লক্ষিত হইতেছে ॥ ২৪

মধুসূদন! একটি পক্ষ, একটি চক্ষু ও একটি পাদযুক্ত পক্ষীরা অত্যন্ত ভয়ানক শব্দ করিতেছে। ইহাও কৌরবপক্ষের একটি পরাজয়ের লক্ষণ ॥ ২৫

সন্ধ্যাকালে কৃষ্ণবর্ণের গ্রীবা ও রক্তবর্ণের পাদযুক্ত ভয়ানক পক্ষিগণ সম্মুখে আসিয়া থাকে, ইহাও একটি পরাভবেরই লক্ষণ ॥ ২৬

মধুসূদন! দুর্যোধন প্রথমে ব্রাহ্মণগণের দ্বেষ করিতেন, তারপর গুরুজনদিগকে ও নিজের প্রতি ভক্তিভাবাপন্ন ভৃত্যগণকেও দ্বেষ করিতে আরম্ভ করেন। ইহাও তাঁহার পরাজয়েরই লক্ষণ ॥ ২৭

হে কৃষ্ণ! পূর্ব দিক্ রক্তবর্ণ, দক্ষিণ দিক্ অস্ত্রতুল্য কৃষ্ণবর্ণ, পশ্চিম দিক্ মৃত্তিকানির্মিত কাঁচা পাত্রের ন্যায় মৃত্তিকাবর্ণ এবং উত্তর দিক্ শঙ্খ-সদৃশ শ্বেতবর্ণ বলিয়া প্রতীত হইতেছে। এইভাবে দিক্‌সমূহের পৃথক্ পৃথক্ বর্ণ উল্লিখিত হইয়াছে ॥ ২৮

মাধব! দুর্যোধনের এই সমস্ত উৎপাত দর্শন হইতেছে। ইহাতে তাহার জন্য দিক্‌সমূহ প্রজ্বলিত হইয়া মহাভয়ের সূচনা করিতেছে ॥ ২৯

হে অচ্যুত! আমি স্বপ্নের শেষ ভাগে যুধিষ্ঠিরকে এক হাজার স্তম্ভযুক্ত প্রাসাদে ভ্রাতৃগণের সহিত আরোহণ করিতে দেখিয়াছি ॥ ৩০

তাঁহাদের সকলের মস্তকে শুভ্রবর্ণ উষ্ণীষ (পাগড়ী) ও শরীরে শ্বেতবর্ণের বস্ত্র সুশোভিত থাকিতে দেখিয়াছি। আমি তাঁহাদের বসিবার আসনসমূহকেও শ্বেতবর্ণই দেখিয়াছি ॥ ৩১

তব চাপি ময়া কৃষ্ণ স্বপ্নান্তেঽধিগতা বিভো।
অস্ত্রেণ পৃথিবী দৃষ্টা পরিক্ষিপ্তা জনার্দন ॥ ৩২
অস্থিসঙ্করমাক্রম্য চাসিতৌঘা যুধিষ্ঠিরঃ।
সুবর্ণপাত্র্যাং সংগৃহ্য ভুঙ্‌ক্তবান্ ঘৃতপায়সম্ ॥ ৩৩
যুধিষ্ঠিরো ময়া দৃষ্টো প্রসন্নাত্মা বসুন্ধরাম্।
ত্বয়া দত্তামিমাং রাজ্ঞঃ ভোক্ষ্যতে স বসুন্ধরাম্ ॥ ৩৪
উচ্চং পর্বতমারূঢ়ো ভীমকর্মা বৃকোদরঃ।
গদাপাণির্নরব্যাঘ্রো গ্রসন্নিব মহীমিমাম্ ॥ ৩৫
অপরিস্তুতি নঃ সর্বান্ স সুব্যক্তং মহারণে।
বিদিতং মে হৃষীকেশ যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ॥ ৩৬
পাণ্ডুরং গজমারূঢ়ো গাণ্ডীবী স ধনঞ্জয়ঃ।
ত্বয়া সার্দ্ধং হৃষীকেশ শ্রিয়া পরময়া জ্বলন্ ॥ ৩৭
যুয়ং সর্বে বধিষ্যধ্বং তত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ।
পাথিবান্ সমরে কৃষ্ণ দুর্যোধনপুরোগমান্ ॥ ৩৮
নকুলঃ সহদেবশ্চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
শুক্লকেতুবরস্ত্রগ্ভ্যা শুক্লমাল্যানুলেপনাঃ ॥ ৩৯
অধিরূঢা নরব্যাঘ্রা নরবাহনমুত্তমম্।
ত্রয় এতে ময়া দৃষ্টাঃ পাণ্ডুরচ্ছত্রবাসসঃ ॥ ৪০
শ্বেতোষ্ণীষাংশ্চ দৃষ্ট্বাস্তে ত্রয় এতে জনার্দন।
ধার্তরাষ্ট্রেষু সৈন্যেষু তান্ বিজানীহি কেশব ॥ ৪১
অশ্বত্থামা কৃপশ্চৈব কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ।
রক্তোষ্ণীষাংশ্চ দৃষ্ট্বাস্তে সর্বে মাধব পার্থিবাঃ ॥ ৪২
উষ্ট্রপ্রযুক্তমারূঢ়ৌ ভীষ্ম-দ্রোণৌ মহারথৌ।
ময়া সার্দ্ধং মহাবাহো ধার্তরাষ্ট্রৈশ্চ বা বিভো ॥ ৪৩
অপস্ত্যাশাস্ত্যাঞ্চ দিশঃ প্রয়ান্তৌ স্ম জনার্দন।
অচিরেণৈব কালেন প্রাপ্স্যাবো যমসাদনম্ ॥ ৪৪
অহং চাপ্যে চ রাজানো যচ্চ তৎ ক্ষত্রমণ্ডলম্।
গাণ্ডীবাগ্নিং প্রবেক্ষ্যাম ইতি মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ৪৫

হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ! আমি স্বপ্নের শেষভাগে আপনার এই পৃথিবীকে রক্তে মলিন ও অস্ত্রের (বাতা-বৃষ্টি) দ্বারা বেষ্টিত দেখিয়াছি ॥ ৩২

আমি স্বপ্নে আরও দেখিয়াছি যে, অসিতনেত্রবতী যুধিষ্ঠির শ্বেতবর্ণ অস্থি (হাড়)-সমূহের উপর বসিয়া আছেন এবং স্বর্ণনির্মিত পাত্রে স্থাপিত ঘৃতমিশ্রিত অন্ন প্রসন্নচিত্তসহকারে ভোজন করিতেছেন ॥ ৩৩

আমি আরও দেখিয়াছি—যুধিষ্ঠির এই পৃথিবীকে নিজের গ্রাসে পরিণত করিয়াছেন। অতএব সে নিশ্চয়ই আপনার দেওয়া এই বসুন্ধরাকে উপভোগ করিবে ॥ ৩৪

অমিত কর্মকারী নরশ্রেষ্ঠ ভীমসেনও হস্তে গদা লইয়া উচ্চ পর্বতে আরোহণ করত এই পৃথিবীকে যেন গ্রাস করিতেছে—স্বপ্নে আমি ইহা দেখিলাম ॥ ৩৫

অতএব স্পষ্টরূপে জানা যাইতেছে যে, এই ভীমসেন মহাযুদ্ধে আমাদের সকলকে সংহার করিয়া ফেলিবে। হৃষীকেশ! আমি ইহাও জানিয়াছি যে, যেখানে ধর্ম, সেই স্থানেই জয় অনিবার্য্য ॥ ৩৬

হে কৃষ্ণ! এইরূপ গাণ্ডীবধারী অর্জুনও আপনার সহিত শ্বেতবর্ণ গজরাজের উপর আরোহণ করত স্বীয় পরম কান্তিতে উদ্ভাসিত হইতেছে—ইহাও আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি ॥ ৩৭

শ্রীকৃষ্ণ! অতএব আপনারা সকলে এই যুদ্ধে দুর্যোধনাদি সমস্ত রাজাকেই বধ করিবেন, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৩৮

নকুল, সহদেব ও মহারথ সাত্যকি—এই তিন নরশ্রেষ্ঠকে আমি স্বপ্নে শুক্লবর্ণ কেতু, শুক্লবর্ণ কণ্ঠহার, শুক্লবর্ণ বস্ত্র ও মালা বিভূষিত উত্তম নরবাহনে (গাণ্ডীবে) উপবেশন করিয়া আছে দেখিলাম। তখন এই তিন জনেই শ্বেতবর্ণের ছাতা ও বসনে সুশোভিত ছিল ॥ ৩৯-৪০

জনার্দন! দুর্যোধনের সৈন্যগণের মধ্যে যাহা তিন জনই শ্বেতবর্ণের উষ্ণীষে (পাগড়ীতে) শোভিত ছিলেন—ইহা দেখিয়াছি। কেশব! আপনি তাঁহাদের নাম আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন। তাঁহারা হইলেন—অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য্য ও কৃতবর্মার কুলবর্মা। মাধব! অন্য সমস্ত নরপতিগণকে আমি রক্তবর্ণের উষ্ণীষে আবৃত দেখিয়াছি ॥ ৪১-৪২

মহাবাহু জনার্দন! আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি যে, ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্য এই দুই মহারথী আমার এবং দুর্যোধনের সহিত উষ্ট্রযোজিত রথে আরোহণ করিয়া দক্ষিণ দিক্ অভিমুখে গমন করিতেছেন। বিভো! ইহার ফল হইল এই যে, আমরা অল্পকালের মধ্যেই যমলোকে গমন করিব ॥ ৪৩-৪৪

আমি, অন্যান্য নরপতিগণ এবং ক্ষত্রিয়সমাজ সকলেই গাণ্ডীবরূপ হইতে উত্থিত অগ্নিতে প্রবেশ করিব, ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই ॥ ৪৫

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

উপস্থিতবিনাশেয়ং নূনমস্য বসুন্ধরা।
যথা হি মে বচঃ কর্ণ নোপৈতি হৃদয়ং তব ॥৪৬
সর্বেষাং তাত ভূতানাং বিনাশে প্রত্যুপস্থিতে।
অনয়ো নয়সঙ্কাশো হৃদয়ান্নাপসর্পতি ॥ ৪৭

কর্ণ উবাচ।

অপি ত্বাং কৃষ্ণ পশ্যাম জীবন্তোঽস্মাদ্গ্রহারণাৎ।
সমুত্তীর্ণা মহাবাহো বীর ক্ষত্রবিনাশনাৎ ॥ ৪৮
অথবা সঙ্গমঃ কৃষ্ণ স্বর্গে নো ভবিতা ধ্রুবম্।
তত্রৈনাংশ্চ সমেষ্যামঃ পুনঃ সার্বং ময়ানঘ ॥ ৪৯

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা মাধবং কর্ণঃ পরিষজ্য চ পীড়িতম্।
বিসর্জিতঃ কেশবেন রথোপস্থাদবাতরৎ ॥ ৫০
ততঃ স্বরথমাস্থায় জাম্বূনদবিভূষিতম্।
সহাস্থাভিনিবর্ততে রাধেয়ো দীনমানসঃ ॥ ৫১
ততঃ শীঘ্রতরং প্রায়াৎ কেশবঃ সহসাত্যকিঃ।
পুনরুচ্চারয়ন্ বাণীং যাহি যাহীতি সারথিম্ ॥ ৫২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি কর্ণোপনিবাদে ত্রিচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৩

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—কর্ণ! নিশ্চয়ই আজ এই পৃথিবীর বিনাশকাল উপস্থিত হইয়াছে; সেইজন্যই আমার কথা তোমার হৃদয়ঙ্গম হইতেছে না ॥ ৪৬

তাত! যখন সমস্ত প্রাণিগণের বিনাশকাল নিকটে উপস্থিত হয়, তখন অন্যায়ও ন্যায় বলিয়া প্রতিভাত হইয়া হৃদয় হইতে অপসৃত হয় না ॥ ৪৭

কর্ণ বলিলেন,—মহাবাহো শ্রীকৃষ্ণ! বীর ক্ষত্রিয়গণের বিনাশকর এই মহাযুদ্ধ শান্ত হইয়া গেলে আমরা বাঁচিয়া থাকি, তবে পুনরায় আপনাকে দর্শন করিব ॥ ৪৮

হে কৃষ্ণ! অথবা আমরা সকলে স্বর্গে যাইয়া নিশ্চয়ই একত্রে মিলিত হইব। অনঘ! সেখানে আজকের ন্যায় পুনরায় আপনার সহিত সাক্ষাৎকার হইবে ॥ ৪৯

সঞ্জয় বলিলেন,—এই কথা বলিয়া কর্ণ শ্রীকৃষ্ণকে গাঢ়ভাবে আলিঙ্গন করিয়া বিদায়সম্ভাষণ জ্ঞাপন করত রথের পশ্চাদ্ভাগ দিয়া নামিয়া আসিলেন ॥ ৫০

তারপর তিনি স্বর্ণভূষিত রথে আরোহণ করত ত্বরান্বিত কর্ণ দীনচিত্ত হইয়া আমাদের সহিত ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৫১

তদনন্তর সাত্যকির সহিত শ্রীকৃষ্ণ সারথিকে পুনঃ পুনঃ "চল, চল" এই কথা বলিয়া অত্যন্ত দ্রুতগামিতে উপস্থবানগর অভিমুখে প্রস্থান করিলেন ॥ ৫২

শ্রীমদ্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে কর্ণকৃষ্ণ সংবাদোপলক্ষে শ্রীভগবদ্বাক্যবিষয়ক ত্রিচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[বিদুরবাক্যং শ্রুত্বা যুধিষ্ঠিরস্য ভাবিদুষ্পরিণামোদয়ক চিন্তয়িত্বা ব্যথিতচিত্তায়াঃ কুন্তীদেব্যাঃ কর্ণসমীপে গমনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অসিদ্ধায়ুনয়ে কৃষ্ণে কুরুভ্যঃ পাণ্ডবান্ গতে।
অভিগম্য পৃথা কর্ণং শনৈঃ শোচন্নিবাব্রবীৎ ॥ ১
জানামি ত্বে জীবপুত্রি ভাবং নিত্যমবিগ্রহে।
ক্রোশতো ন চ গৃহ্ণীতে বচনং মে সুযোধনঃ ॥ ২

চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[বিদুরের কথা শুনিয়া যুধিষ্ঠিরের ভাবী দুষ্পরিণামের কথা চিন্তা করত ব্যথিতচিত্তা কুন্তীদেবীর কর্ণের নিকট গমন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! যখন শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রণা সফল হইল না এবং যখন তিনি কৌরবগণের নিকট হইতে পাণ্ডবদিগের সমীপে চলিয়া যাইলেন, তখন বিদুর কুন্তীদেবীর পার্শ্বে গিয়া শোকপ্রকাশ করিতে করিতে ধীরে ধীরে এই কথা বলিলেন ॥ ১

দীর্ঘজীবি-পুত্রগণের জননী দেবি! তুমি ইহা জান যে, কৌরব ও পাণ্ডবগণের মধ্যে যুদ্ধ না হউক—ইহাই আমার অভিপ্রায় ছিল। সেইজন্য আমি উচ্চৈঃস্বরে বহুবার বলিয়াছি, কিন্তু দুর্যোধন আমার কথা গ্রাহ্য করে নাই ॥ ২

উপপন্নো হ্যসৌ রাজা চেদি-পাঞ্চাল-কেকয়ৈঃ।
ভীমার্জুনাভ্যাং কৃষ্ণেন যুযুধান-যমৈরপি ॥ ৩
উপপ্লবো নিবিষ্টোঽপি ধর্মমেব যুধিষ্ঠিরঃ।
কাঙ্ক্ষতে জাতিসৌহার্দাদ্ বলবান্ দুর্বলো যথা ॥ ৪
রাজা তু ধৃতরাষ্ট্রোঽয়ং বয়োবৃদ্ধো ন শাম্যতি।
মন্যুঃ পুত্রমদেনৈব বিধর্মে পথি বর্ততে ॥ ৫
জয়দ্রথস্য কর্ণস্য তথা দুঃশাসনস্য চ।
সৌবলস্য চ দুর্বুদ্ধ্যা মিথো ভেদঃ প্রপৎস্যতে ॥ ৬
অধর্মেণ হি ধর্মিষ্ঠং কৃতং বৈকাধ্যমীদৃশম্।
যেষাং ভেষামযং ধর্মঃ সাধুবৃত্তো ভবিষ্যতি ॥ ৭
ক্রিয়মাণে বলাদ্ ধর্মে কুরুভিঃ কো ন সংজ্বরেৎ।
অসায়া কেশবে যাতে সমুদ্যোক্ষ্যন্তি পাণ্ডবাঃ ॥ ৮
ততঃ কুরূণামনয়ো ভবিতা বীরনাশনঃ।
চিন্তয়ন্ ন লভে নিদ্রামহঃসু চ নিশাসু চ ॥ ৯
ইত্যুক্ত্বা তু কুন্তী তদ্বাক্যমর্থভাবেন ভাবিতম্।
সা নিঃশ্বসন্তী দুঃখার্তা মনসা বিমমর্শ হ ॥ ১০
বিগর্হ্যং বৈ কৃতেঽয়ং মহান্ জাতিবধঃ কৃতঃ।
বর্ততে যুদ্ধদাং চৈব যুদ্ধেঽস্মিন্ বৈ পরাভবঃ ॥ ১১
পাণ্ডবাশ্চেদি-পাঞ্চালা যাদবাশ্চ সমাগতাঃ।
ভারতৈঃ সহ যোৎস্যন্তি কিং নু দুঃখমতঃ পরম্ ॥ ১২
পক্ষে দোষঃ ধ্রুবং যুদ্ধে তস্মাদ্যুদ্ধে পরাভবম্।
অধনস্য মৃতং শ্রেয়ো ন হি জাতিক্ষয়ো জয়ঃ ॥ ১৩
ইতি মে চিন্তয়ন্ত্যা বৈ হৃদি দুঃখং প্রবর্ততে।
পিতামহঃ শান্তনব আচার্যাশ্চ যুধাং পতিঃ ॥ ১৪

রাজা যুধিষ্ঠির চেদি, পাঞ্চাল ও কেকয়দেশীয় বীরসৈন্যগণ, এবং ভীমসেন, অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ, সাত্যকি ও নকুল-সহদেবের শ্রেষ্ঠ সহায়কগণে পরিবৃত আছেন। ৩

সে যুদ্ধের জন্য উদ্যোগী হইয়া উপপ্লব্য-নগরে শিবির স্থাপন করিতেছে, তথাপি জ্ঞাতিগণের প্রতি সৌহার্দবশতঃ ধর্মেরই আকাঙ্ক্ষা করিতেছে এবং বলবান্ হইয়াও দুর্বলের ন্যায় সন্ধি-স্থাপন করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে। ৪

এখন রাজা ধৃতরাষ্ট্র বৃদ্ধবয়সে উপনীত হইলেও শান্ত হইতেছেন না। পুত্রগণের অহঙ্কারে উন্মত্ত হইয়া অধর্ম পথেই গমন করিতেছেন। ৫

জয়দ্রথ, কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনির দুর্বুদ্ধির বশেই আজ কৌরব-পাণ্ডবগণের মধ্যে পরস্পর ভেদভাব উপস্থিত হইয়াছে। ৬

(কৌরবেরা চৌদ্দ বৎসর পর পাণ্ডবগণকে রাজ্য ফিরাইয়া দিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াও উহা পালন করেন নাই।) যাহাদের এরূপ অধর্মজনিত কার্যও—যাহা পরস্পরের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি-কারক হইয়া উহা ধর্মসঙ্গতরূপে প্রতীত হয়, তাহাদের এই বিকৃত ধর্ম সফল হইয়াই থাকিবে। (অর্থাৎ অধর্মের ফল দুঃখ ও বিনাশ, কৌরবদের উহাই লাভ করিতে হইবে)। ৭

কৌরবগণকর্তৃক ধর্মরূপে মানিয়া অনুষ্ঠিত এই বলপ্রয়োগে কোন্ ব্যক্তি না তাপিত হইবে? ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সন্ধিস্থাপনের জন্য চেষ্টা করিয়াও সফলতালাভ না করিয়া চলিয়া যাইলেন; অতএব পাণ্ডবগণ এখন যুদ্ধের জন্যই উদ্যোগী হইবে। ৮

এইভাবে কৌরবগণের অন্যায় সমস্ত রাজগণের নাশকারী হইবে। এই সব বিষয় চিন্তা করিতে করিতে আমার কি দিবসে কি রাত্রিতে কোন সময়েই নিদ্রা হইতেছে না। ৯

বিদুরের এই বাক্য উভয়পক্ষের তাৎপর্যমূলক ছিল। ইহা শুনিয়া কুন্তীদেবী দুঃখে পীড়িত হইয়া উঠিলেন এবং ঘোর নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে তিনি নিজ মনে মনে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ১০

অহো! এই মনস্তাপকর, মহান্ আত্ম উভয়পক্ষই পরস্পর জ্ঞাতি বধ করিতে উদ্যত হইয়াছে। এই যুদ্ধে নিজ সুহৃদ্গণেরও পরাভব ঘটিবে। ১১

পাণ্ডব, চেদি, পাঞ্চাল ও যাদবগণ একত্রিত হইয়া ভরতবংশীয়-গণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিবে, ইহা হইতে আর অধিক দুঃখের কি হইতে পারে? ১২

যুদ্ধে নিশ্চয়ই মহত্তর দোষ দেখা যাইতেছে; কিন্তু যুদ্ধ না হইলেও আমার পাণ্ডবগণের পরাভব হইবে। যদিও নির্ধন হইয়া থাকা অপেক্ষা মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়, তথাপি জ্ঞাতিগণকে বিনাশ করিয়া বিজয়লাভ করাকেও শ্রেয়স্কর বলিয়া আমার মনে হইতেছে না। ১৩

এই সব চিন্তা করিয়া আমার হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখ হইতেছে। শান্তনুনন্দন পিতামহ ভীষ্ম, যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচার্য দ্রোণ ও কর্ণ দুর্যোধনের পক্ষ লইয়া যুদ্ধ করিবেন, ইহাতে আমার অতিশয় ভয় বর্ধিত হইতেছে। ১৪

কর্ণশ্চ ধার্তরাষ্ট্রার্থং সর্বান্নিত্যং হিতং মম।
নাচার্যঃ কামবান্ শিষ্যৈর্ভেদং গচ্ছেত্ কাতুচিৎ ॥১৫
পাণ্ডবেষু কথং ক্রূরং কুর্যাচ্চ পিতামহঃ।
অন্ধং ত্বেকো বৃথাদৃষ্টির্ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্মতেঃ ॥ ১৬
মোহাদ্বুবর্তী সততং পাপো দ্বেষ্টি চ পাণ্ডবান্।
মহত্যনর্থে নির্বন্ধী বলবাংশ্চ বিশেষতঃ ॥ ১৭
কর্ণঃ সদা পাণ্ডবানাং তস্মে দহতি সম্প্রতি।
আশংসে ত্বস্য কর্ণস্য মনোঽহং পাণ্ডবান্ প্রতি ॥ ১৮
প্রসাদয়িতুমাসাদ্য দর্শয়ন্তী যথাতথম্।
তোষিতো ভগবান্ যত্র দুর্বাসা মে বরং দদৌ ॥ ১৯
আহ্বানং মন্ত্রসংযুক্তং বসন্ত্যাঃ পিতৃবেশ্মনি।
সাহমন্তঃপুরে রাজ্ঞঃ কুন্তিভোজপুরস্কৃতা ॥ ২০
চিন্তয়ন্তী বহুবিধং হৃদয়েন বিদূয়তা।

বলাবলঞ্চ মন্ত্রাণাং ব্রাহ্মণস্য চ বাগ্বলম্ ॥ ২১
স্ত্রীভাবাদ্ বালভাবাচ্চ চিন্তয়ন্তী পুনঃ পুনঃ।
ধাত্র্যা বিশ্রব্ধয়া গুপ্তা সখীজনবৃতা তদা ॥ ২২
দোষং পরিহরন্তী চ পিতুশ্চারিত্ররক্ষিণী।
কথং ন সুকৃতং মে স্যাদ্ভাপরাধবতী কথম্ ॥ ২৩
ভবেদিতি সচিন্ত্যা ব্রাহ্মণং তং নমস্য চ।
কৌতূহলাৎ তু তং লব্ধ্বা বালিশ্যাদাচরং তদা।
কন্যা সতী দেবমর্কমাসাদয়মহং ততঃ ॥ ২৪
যোঽসৌ কানীনগর্ভো মে পুত্রত্বং পরিরক্ষিতঃ।
কস্মান্ন কুর্যাদ্ বচনং পথ্যং ভ্রাতৃহিতং তথা ॥ ২৫
ইতি কুন্তী বিনিশ্চিত্য কার্যানিশ্চয়মুত্তমম্।
কার্য্যার্থমভিনিশ্চিত্য যযৌ ভাগীরথীং প্রতি ॥ ২৬
আত্মজস্য ততস্তস্য দৃপ্তিনঃ সত্যসঙ্গিনঃ।
গঙ্গাতীরে শুচাস্রৌষীদ্ বেদাধ্যয়ননিঃস্বনম্ ॥ ২৭

আচার্য দ্রোণ সদা আমাদের হিত কামনা করেন, তিনি কখনই শিষ্যগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন না। এইরূপে পিতামহ ভীষ্মও বা কেন পাণ্ডবগণের প্রতি ক্রৌরকর্মপূর্ণ ভাব রাখিবেন না?

কিন্তু একমাত্র মিথ্যাদর্শী কর্ণই মোহবশতঃ সদা দুর্মতি দুর্যোধনের অনুসরণ করিয়া চলিতেছে। সেই এই পাপাত্মা সতত পাণ্ডবগণকে দ্বেষ করিয়া থাকে।

এই কর্ণ সর্বদা পাণ্ডবগণের অনিষ্টের জন্য উদ্যত আছে, বিশেষতঃ সে অত্যন্ত বলবান্। এই কথা চিন্তায় আসিলে আমার হৃদয় দগ্ধ হইয়া যাইতেছে। আচ্ছা, আজ আমি কর্ণের মনে পাণ্ডবগণের প্রতি সৌহার্দ্যভাব জাগাইবার জন্য তাহার নিকট যাইব এবং যথার্থ তত্ত্বের পরিচয় দিয়া এ বিষয়ে আলোচনা করিব।

যখন আমি পিতৃগৃহে ছিলাম, তখন আমি নিজ সেবা শুশ্রূষার দ্বারা ভগবান্ দুর্বাসামুনিকে সন্তুষ্ট করিয়াছিলাম এবং সেই সময় তিনি আমাকে বর দিয়াছিলেন যে, মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক আবাহন করিলে আমি যে কোন দেবতাকে নিজ পার্শ্বে দেখিতে পাইব। আমার পিতা কুন্তিভোজ আমাকে অত্যন্ত আদর করিতেন। আমি রাজার অন্তঃপুরে থাকিয়া বাঞ্ছিত-হৃদয়ে মন্ত্রের বলাবল ও ব্রাহ্মণের বাক্‌শক্তিবিষয়ে নানারূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম। ১৪-২১

স্ত্রী-স্বভাব ও বাল্যাবস্থার কারণে আমি পুনঃ পুনঃ এই প্রশ্ন লইয়াই চিন্তামগ্ন থাকিতাম। তখন এক বিশ্বস্ত ধাত্রী আমাকে রক্ষা করিত এবং আমার সহিত সর্বদাই সখীরা থাকিত। ২২

আমি আমার উপর আপতিত কলঙ্কারোপের দোষ নিবারণ করিতে করিতে পিতার দৃষ্টিতে নিজের সদাচার রক্ষা করিয়া অবস্থান করিতেছিলাম। সেই সময় চিন্তা করিতাম—কি করি, যাহাতে আমি পুণ্য লাভ করিব এবং আমার কোনও অপরাধ হইবে না। এই চিন্তা করিয়া আমি মনে মনে সেই ব্রাহ্মণকে প্রণাম করত সেই মন্ত্রপাঠের ফলে কৌতূহলবশতঃ ও মূর্খতা-বশতঃ সেই মন্ত্রের প্রয়োগ আরম্ভ করিলাম। তাহার পরিণাম এইরূপ হইল যে, আমি কন্যা অবস্থাতেই ভগবান্ সূর্যদেবের সংযোগ প্রাপ্ত হইলাম। ২৩-২৪

তখন আমার যে কানীন (বিবাহের পূর্বে সঞ্জাত) গর্ভ হইল, উহাকে আমি পুত্রের ন্যায় রক্ষা করিতে লাগিলাম। সে-ই গর্ভজাত কর্ণ নিজ ভ্রাতৃবৃন্দের হিতের জন্য কথিত আমার লাভজনক বাক্য কেন পালন করিবে না? ২৫

এইভাবে উত্তম কর্তব্যসম্বন্ধে নিশ্চয় করিয়া অতীষ্ট প্রয়োজন-সিদ্ধির জন্য এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া কুন্তীদেবী ভাগীরথী গঙ্গার তীরে গমন করিলেন। ২৬

সেখানে গঙ্গাতীরে কুন্তীদেবী নিজের ন্যায়বান্ ও সত্য-পরায়ণ পুত্র কর্ণের বৃষ্ণিসিংহ বেদপাঠের গম্ভীর ধ্বনি শ্রবণ করিলেন। ২৭

প্রাঙ্‌মুখস্তোদ্ধরবাহোঃ সা পশ্চাত্তিষ্ঠত পৃষ্ঠতঃ।
জপ্যাবসানং কার্য্যার্থং প্রতীক্ষন্তী তপস্বিনী ॥ ২৮
অতিষ্ঠৎ সূর্য্যতাপার্তা কর্ণস্যোত্তরবাসসি।
কৌরব্যপত্নী বার্ষ্ণেয়ী পদ্মমালেব গুষ্যতি ॥ ২৯
আপৃষ্ঠতাপাপ্রয়তঃ স পরিবৃত্য যতব্রতঃ।
দৃষ্ট্বা কুন্তীমুপাতিষ্ঠদভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩০

তখন কর্ণ বীয় দুই বাহু উত্তোলন করত পূর্ব্ব মুখে জপ করিতেছিলেন। তপস্বিনী কুন্তীদেবী তাঁহার জপের সমাপ্তির প্রতীক্ষা করিতে করিতে কার্য্যবশতঃ তাঁহারই পশ্চাতে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ২৮

সেখানে সূর্য্যদেবের তাপে পীড়িতা বৃষ্ণিকুলজাতা পাণ্ডুপত্নী পদ্মমালার ন্যায় শুষ্ক হইয়া কর্ণের উত্তরীয় বস্ত্রের ছায়ায় দাঁড়াইয়া ছিলেন ॥ ২৯

যতক্ষণ সূর্য্যদেব পৃষ্ঠভাগে তাপ দান না করেন (অর্থাৎ পূর্ব্ব দিক্ হইতে সূর্য্যদেব পশ্চিম দিকে গমন করেন), সেই সময় পর্য্যন্ত জপ করত নিয়মপূর্ব্বক ব্রতপালনকারী কর্ণ যখন পশ্চাদ্‌ভাগে ফিরিলেন, তখন কুন্তীদেবীকে সম্মুখে দেখিয়া তিনি কৃতাঞ্জলিপুটে প্রণাম করিলেন এবং তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন ॥ ৩০

বাগ্মিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাতেজস্বী, সূর্য্যপুত্র এবং যাঁহার অপর নাম বসু ছিল, সেই কর্ণ কুন্তীদেবীকে যথোচিত রীতিতে প্রণাম করিয়া ঈষৎ হাস্যমুখে বলিলেন ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্ব্বণি ভগবদ্‌যানপর্ব্বণি কুন্তী-কর্ণসমাগমে চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্ব্বে কুন্তী ও কর্ণের সাক্ষাৎকারবিষয়ক চতুশ্চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কর্ণঃ স্বীয়প্রথমপুত্রমুক্ত্বা কুন্তীদেব্যাঃ পাণ্ডবৈঃ সহ মিলিতুং তস্মৈ অনুরোধজ্ঞাপনম্।]

কর্ণ উবাচ।

রাধেয়োঽহমধিরথিঃ কর্ণস্তামভিবাদয়ে।
প্রাপ্তা কিমর্থং ভবতী ব্রূহি কিং করবাণি তে ॥ ১

কুন্ত্যুবাচ।

কৌন্তেয়স্ত্বং ন রাধেয়ো ন ত্বাধিরথঃ পিতা।
ন সি সূতকুলে জাতঃ কর্ণ তদ্ বিদ্ধি যে বচঃ ॥ ২
কানীনস্ত্বং ময়া জাতঃ পূরতঃ কুক্ষিণা ধৃতঃ।
কুন্তিরাজস্য ভবনে পার্থস্ত্বমসি পূরক ॥ ৩
প্রকাশকর্ম্মা তপনো যোঽয়ং দেবো বিরোচনঃ।
অজীজনৎ ত্বাং ময়োব কর্ণ শস্ত্রভৃতাং বরম্ ॥ ৪

পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[কর্ণকে নিজের প্রথম পুত্র বলিয়া কুন্তীদেবীকর্ত্তৃক পাণ্ডবপক্ষে মিলিত হইবার জন্য তাঁহার নিকট অনুরোধজ্ঞাপন।]

কর্ণ বলিলেন,—দেবি! আমি রাধা ও অধিরথের পুত্র কর্ণ। আমি আপনার চরণে প্রণাম করিতেছি। আপনি কি কারণে এখানে আগমন করিয়াছেন? বলুন, আমি আপনার কি সেবা করিব? ১

কুন্তীদেবী বলিলেন,—কর্ণ! তুমি রাধার পুত্র নও, কুন্তীর পুত্র। তোমার পিতা অধিরথ নহে এবং সূতকুলেও তুমি জন্মগ্রহণ কর নাই। তুমি আমার এই কথা অবগত হও ॥ ২

তুমি কন্যা অবস্থায় আমার গর্ভে উৎপন্ন প্রথম পুত্র। মহারাজ কুন্তিভোজের গৃহে বাস করিবার সময় আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম, অতএব পুত্র! তুমি পার্থ (পৃথার পুত্র)। ৩

কর্ণ! এই যিনি জগতের প্রকাশক ও তাপদাতা, সেই ভগবান্ সূর্য্যদেব শস্ত্রধারিগণশ্রেষ্ঠ তোমার ন্যায় বীর পুত্রকে আমার গর্ভে উৎপাদন করিয়াছেন ॥ ৪

কুণ্ডলী বদ্ধকবচো দেবগর্ভঃ শ্রিয়াবৃতঃ।
জাতস্বমসি দুর্দ্ধর্ষ ময়া পুত্র পিতুর্গৃহে ॥ ৫
স ত্বং ভ্রাতৃনসম্বুদ্ধ্যা মোহাদ্ যদুপসেবসে।
ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ ন তদ্ যুক্তং যদি পুত্র বিশেষতঃ ॥ ৬
এতদ্ ধর্মফলং পুত্র নরাণাং ধর্মনিশ্চয়ে।
যং ত্বমদ্যাস্ত পিতরো মাতা চাপ্যেকদর্শিনী ॥ ৭
অর্জ্জুনেনার্জিতাং পূর্বং হৃতাং লোভাদসাধুভিঃ।
আদিত্য ধার্ত্তরাষ্ট্রেভ্যো ভুঙ্ক্ষ্ব যৌধিষ্ঠিরীং শ্রিয়ম্ ॥ ৮
অদ্য পশ্যন্তি কুরবঃ কর্ণার্জ্জুনসমাগমম্।
সৌভ্রাত্রেণ সমালব্ধা সংনমন্তামসাধবঃ ॥ ৯
কর্ণার্জ্জুনৌ বৈ ভবেতাং যথা রাম-জনার্দ্দনৌ।
অসাধ্যং কিং তু লোকে স্যাদ্ যুবয়োঃ
সংহিতাত্মনোঃ ॥ ১০
কর্ণ শোভিষ্যসে নূনং পঞ্চভির্ভ্রাতৃভির্বৃতঃ।
দেবৈঃ পরিবৃতো ব্রহ্মা বেত্তেবামিব মহাধ্বরে ॥ ১১
উপপন্নো গুণৈঃ সর্বৈর্জ্যেষ্ঠঃ শ্রেষ্ঠেষু বন্ধুষু।
সূতপুত্রেতি মা শব্দঃ পার্থিবস্যসি বীর্য্যবান্ ॥ ১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্ব্বণি ভগবদ্‌যানপর্ব্বণি কুন্তী-কর্ণসমাগমে পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৫

দুর্দ্ধর্ষ পুত্র! আমি পিতৃগৃহেই তোমার জন্মগ্রহণ করিয়াছি। তুমি অল্পকাল হইতেই এই কুণ্ডল ও কবচ ধারণকরত দেব-বালকের ন্যায় শোভালাভ করিতেছ ॥ ৫

পুত্র! তুমি যে নিজ ভ্রাতৃগণের সহিত অপরিচিত থাকিয়া মোহবশতঃ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের সেবা করিতেছ, উহা তোমার পক্ষে কদাপি যোগ্য নহে ॥ ৬

পুত্র! ধর্ম্মশাস্ত্রে মনুষ্যগণের জন্য ইহাই ধর্ম্মের উত্তম ফল বলিয়া কথিত হইয়াছে, যাহাতে তাহার পিতা প্রভৃতি গুরুজনগণ ও একমাত্র পুত্রের (পুত্র-কন্যার) উপরই অধিক স্নেহসম্পন্না মাতা তাহাদের প্রতি সদাই থাকেন ॥ ৭

অর্জ্জুন পূর্ব্বে যাহাকে অর্জ্জন করিয়াছে এবং দুষ্টগণ লোভবশতঃ যাহাকে হরণ করিয়া লইয়াছে, যুধিষ্ঠিরের সেই রাজলক্ষ্মীকে তুমি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের নিকট হইতে কাড়িয়া লইয়া ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত উপভোগ কর ॥ ৮

আজ উত্তম বন্ধুজনোচিত স্নেহের সহিত কর্ণ ও অর্জ্জুনের মিলন কৌরবগণ দর্শন করুক এবং উহা দেখিয়া দুষ্টগণ নতমস্তক হউক ॥ ৯

কর্ণ ও অর্জ্জুন উভয়ে মিলিত হইয়া যেরূপ বলশালী হইবে, যেরূপ বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণ। তোমরা উভয়ে যদি প্রেমের সহিত একত্রে সংগঠিত হইয়া থাক, তবে এই জগতে তোমাদের পক্ষে কোন্ কার্য্য অসাধ্য থাকিবে? ১০

কর্ণ! যেরূপ মহাযজ্ঞে বেদমন্ত্রে দেবগণে পরিবৃত হইয়া ব্রহ্মা সুশোভিত হন, সেইরূপ আজ পঞ্চ ভ্রাতৃবৃন্দে পরিবৃত হইয়া তুমি শোভা প্রাপ্ত হইবে ॥ ১১

নিজ শ্রেষ্ঠ বন্ধুগণের মধ্যে তুমি সমস্তগুণসম্পন্ন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মহাপরাক্রমশালী কুন্তীপুত্র কর্ণ। তোমার "সূতপুত্র" এই নাম যোগ্য নহে ॥ ১২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্ব্বে কুন্তী ও কর্ণের সাক্ষাৎকারবিষয়ক পঞ্চচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কুন্তীদেব্যৈ কর্ণস্যোত্তরদানম্, অর্জ্জুনং পরিহায় নান্যান্ চতুরঃ পাণ্ডবান্ যুদ্ধে হনিষ্যামীতি প্রতিজ্ঞা চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সূর্য্যাদ্দিশ্চরিতাং কর্ণঃ শুশ্রাব ভারতীম্।
হুতাশ্বারাং প্রণদিনীং পিতৃবদ্ ভাস্করেরিতাম্ ॥ ১

সত্যমাহ পৃথা বাক্যং কর্ণ মাতৃবচঃ কুরু।
শ্রেয়স্তে স্যাদ্বরব্যাপ্ত সর্বমাচরতস্তথা ॥ ২

ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়

[কুন্তীদেবীকে কর্ণের উত্তর দান এবং অর্জ্জুন ব্যতীত অন্য চার পাণ্ডবকে বধ না করিবার প্রতিজ্ঞা।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তারপর সূর্য্যমণ্ডল হইতে এক বাণী উত্থিত হইল, যাহা সূর্য্যদেব স্বয়ং বলিয়াছিলেন। ঐ বাণী পিতৃতুল্য স্নেহে পরিপূর্ণ ছিল এবং উহা দুর্লক্ষ্য বলিয়া প্রতীত হইতেছিল। এই বাণী কর্ণ শ্রবণ করিলেন ॥ ১

(ঐ বাণী এইরূপ ছিল) নরশ্রেষ্ঠ কর্ণ! কুন্তী সত্য কথা

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এবমুক্তস্তু মাত্রা চ স্বয়ং পিত্রা চ ভাস্বতা।
চচাল নৈব কর্ণস্য মতিঃ সত্যধৃতেস্তদা ॥ ৩

কর্ণ উবাচ।
ন চৈতদ্ধৃদয়ে বাক্যং ক্ষত্রিয়ে ভাষিতং ত্বয়া।
ধর্মদ্বারং মমৈতৎ স্যাদ্বিয়োগকরণং তব ॥ ৪
অকরোন্ময়ি যৎ পাপং ভবতি স্মৃতদাতারম্।
অপাকীর্ণোঽস্মি যস্মাত্তদ্ যশঃকীর্তিনাশনম্ ॥ ৫
অহং চেৎ ক্ষত্রিয়ো জাতো ন প্রাপ্তঃ ক্ষত্রসংক্রিয়াম্।
ত্বৎকৃতে কিং নু পাপীয়ঃ শত্রুঃ কুর্যাদ্মমাহিতম্ ॥ ৬
ক্রিয়াকালে স্বয়ংক্রোশমকৃত্বা ধর্মিণং মম।
হীনসংস্কারসময়মস্য মাং সমচূচুদঃ ॥ ৭
ন বৈ মম হিতং পূর্বং মাতৃবচ্চেষ্টিতং ত্বয়া।
সা মাং সম্বোধয়স্তস্য কেবলাধ্যাহৃতৈষিণী ॥ ৮

কৃষ্ণেন সহিতাং কো বৈ ন যাচেত ধনঞ্জয়াৎ।
কোঽস্য ভীতং ন মাং বিদ্যাৎ
পার্থানাং সমিতিং গতম্ ॥ ৯
অজ্ঞাতা বিদিতঃ পূর্বং যুদ্ধকালে প্রকাশিতঃ।
পাণ্ডবান্ যদি গচ্ছামি কিং মাং ক্ষত্রং বদিষ্যতি ॥ ১০
সর্বকামৈঃ সংবিভক্তঃ পূজিতশ্চ যথাসুখম্।
অহং বৈ ধার্তরাষ্ট্রাণাং কৃত্যাঃ তদফলং কথম্ ॥ ১১
উপনম্য পরৈর্বৈরং যে মাং নিত্যমুপাসতে।
নমস্যূর্বস্তি চ সদা বসবো বাসবং যথা ॥ ১২
মন প্রাণেন যে শত্রূন্ শক্তাঃ প্রতিসমাসিতুম্।
মন্যন্তে তে কথং তেষামহং ছিন্দ্যাং মনোরথম্ ॥ ১৩
ময়া প্রবেন সংগ্রামে বিতীর্ণস্থি দুরত্যয়ম্।
অপারে পারকামা যে তাংস্তেভ্যঃ কথম্ ॥ ১৪

বলিয়াছে। তুমি মাতার আজ্ঞা পালন কর। তাঁহার আজ্ঞা পূর্ণরূপে পালন করিলে তোমার কল্যাণ হইবে। ২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! মাতা সুকীর্তিদেবী ও পিতা স্বয়ং সূর্যদেব এই কথা বলিলেও সেই সময় সত্যবৈধব্যবাদী কর্ণের বুদ্ধি বিচলিত হইল না। ৩

কর্ণ বলিলেন,—ক্ষত্রিয়শিরোমণি! তুমি যাহা কিছু বলিলে তাহাতে আমার কোন শ্রদ্ধা নাই। তোমার এই আজ্ঞাপালন করা আমার পক্ষে ধর্মদ্বারস্বরূপ—ইহাও আমি বিশ্বাস করি না। ৪

তুমি আমার প্রতি যে পাপ (অত্যাচার) করিয়াছ, উহা অত্যন্ত বেদনাদায়ক। মা! তুমি যে আমাকে জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তাহা আমার পক্ষে যশ ও কীর্তিনাশক হইয়াছে। ৫

যদিও আমি ক্ষত্রিয়কুলে উৎপন্ন হইয়াছি, তথাপি তোমার জন্যই আমি ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কার হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। অতএব শত্রুও ইহা অপেক্ষা আর অধিক অহিত কি আমার করিতে পারিবে? ৬

যখন আমার জন্য তোমার কিছু করিবার সুযোগ ছিল, সেই সময় তো তুমি আমাকে একটু দয়াপ্রদর্শন কর নাই, আর আজ যখন আমার সংস্কারের সময় চলিয়া গিয়াছে, তখন তুমি আমাকে ধর্মপথের দিকে প্রেরণাদান করিতে আসিয়াছ। ৭

পূর্বে তুমি মাতার ন্যায় কখনও আমার হিত কামনা কর নাই, আর আজ তুমি নিজের হিতলাভের ইচ্ছায় আমাকে কর্তব্যের উপদেশ প্রদান করিতে আসিয়াছ। ৮

শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত অর্জুন হইতে আর কোন্ বীর না ভয়ে পীড়িত হয়? যদি এই সময়ে আমি পাণ্ডবগণের সভায় সম্মিলিত হই, তবে কোন্ ব্যক্তি আমাকে ভীত বলিয়া মনে না করিবে? ৯

আজ হইতে পূর্বে আমি কোথাও জানিতেই পারি নাই যে, আমি পাণ্ডবগণের জ্যেষ্ঠ, যুদ্ধের সময় আমার এই সত্য প্রকাশিত হইল। এই সময় যদি আমি পাণ্ডবগণের সহিত মিলিত হই, তবে ক্ষত্রিয়সমাজ আমাকে কি বলিবে? ১০

ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ আমাকে সকলপ্রকার মনোবাঞ্ছিত বস্তু প্রদান করিয়াছেন এবং সুখের সহিত বাসের সুযোগ দিয়া আমাকে সর্বদা সম্মান করেন। তাঁহাদের এই উপকারকে আমি কিভাবে নিষ্ফল করিব? ১১

শত্রুগণের সহিত শত্রুতা আরম্ভ করিয়া যাঁহারা নিত্য আমার উপাসনা করেন, যেরূপ বসুগণ ইন্দ্রকে সদা প্রণাম করেন, সেইরূপ যাঁহারা আমাকে নতমস্তকে শ্রদ্ধা জানান, আমারই প্রাণশক্তির উপর আস্থা রাখিয়া যাঁহারা শত্রুর সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে সাহস লাভ করেন এবং এই আশাতেই যাঁহারা আমাকে সম্মান করেন, তাঁহাদের মনোরথকে আমি কি করিয়া ছিন্ন-ভিন্ন করিব? ১২-১৩

যাঁহারা আমাকেই নৌকারূপে কল্পনা করিয়া তাহারই সহায়তায় দুরূহ সমর-সাগর পার হইবার আকাঙ্ক্ষা করেন এবং

অয়ং হি কালঃ সম্প্রাপ্তো ধার্তরাষ্ট্রোপজীবিনাম্।
নিষ্কৈবাং ময়া তত্র প্রাণানপরিরক্ষতা ॥ ১৫
কৃতার্থাঃ সুভৃতা যে হি কৃতাকালে হ্যুপস্থিতে।
অনবেক্ষ্য কৃতং পাপা বিকুর্বন্তানবস্থিতাঃ ॥ ১৬
রাজকিবিষিণাং তেষাং ভক্তপিণ্ডাপহারিণাম্।
নৈবাস্মং ন পরো লোকো বিদ্যতে পাপকর্মণাম্ ॥ ১৭
ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাণামর্থে যোৎস্যামি তে সুতৈঃ।
বলঞ্চ শক্তিং চাস্থায় ন বৈ ত্বদ্যনৃতং বদে ॥ ১৮
আনৃশংস্যমযো বৃত্তং রক্ষন্ সৎপুরুষোচিতম্।
অতোঽর্থকরমপ্যেতদ করোম্যস্য তে বচঃ ॥ ১৯
ন চ ত্বেহয়ং সমারম্ভো ময়ি মোঘো ভবিষ্যতি।
বধ্যান্ বিবদমান সংগ্রামে ন হনিষ্যামি তে সুতান্ ॥ ২০

আমারই সাহায্যে অপার বিপদকে পার হইবার ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে এই বিপদের সময় আমি কি করিয়া ত্যাগ করিব ? ১৪

দুর্যোধনের আশ্রয়ে থাকিয়া জীবননির্বাহকারী ব্যক্তিগণের পক্ষে তাঁহার কৃত উপকারের প্রত্যুপকার করিবার যোগ্য সময় বর্তমানে আসিয়াছে। এই সময় নিজের প্রাণ রক্ষা না করিয়া তাঁহার ঋণ হইতে আমি মুক্ত হইতে চাহি। ১৫

যে ব্যক্তি কাহারও দ্বারা উত্তমরূপে পালিত-পোষিত হইয়া কৃতার্থ হয়, কিন্তু তাহার সেই উপকারের প্রত্যুপকার করিবার সুযোগ আসিলে যে অস্থিরচিত্ত পাপাত্মা ব্যক্তি পূর্বকৃত উপকার স্মরণ না করিয়া মত পরিবর্তন করে, সেই ব্যক্তি প্রভুর অন্ন অপহরণকারী ও উপকারী রাজার প্রতি অপরাধী হয়। সেই পাপকর্মপরায়ণ কৃতঘ্ন ব্যক্তির পক্ষে না ইহলোক সুখপ্রদ হয়, না পরলোক। ১৬-১৭

আমি তোমাকে মিথ্যা কথা বলিতেছি না। ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের জন্য আমি স্বীয় শক্তি ও সামর্থ্য অনুসারে অবশ্যই তোমার পুত্রদিগের সহিত যুদ্ধ করিব। ১৮

কিন্তু সেইরূপ অবস্থাতেও আমি ধর্মানুগত এবং সজ্জনোচিত সদাচারও রক্ষা করিয়া চলিব। সেইজন্য আমার পক্ষে লাভজনক হইলেও তোমার এই আদেশকে আজ আমি পালন করিব না। ১৯

তথাপি তুমি যে আমার নিকট আসিবার উদ্যম করিয়াছ, ইহাকেও আমি ব্যর্থ হইতে দিব না। সংগ্রামে অর্জুন-বাতীত যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল ও সহদেব—তোমার এই চার পুত্রকে বধযোগ্য অবস্থায় এবং ছিন্নদেহ অসহায় অবস্থায় পাইয়াও বধ করিব না। যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণের মধ্যে অর্জুনের সহিতই আমার যুদ্ধ হইবে। ২০-২১

অর্জুনকে যুদ্ধে নিহত করিতে পারিলেই আমার যুদ্ধের ফল লাভ হইবে অথবা স্বয়ংই সব্যসাচী অর্জুনের হস্তে নিহত হইয়া আমি যশোভাগী হইব। ২২

যশস্বিনি! যে কোন অবস্থায় তোমার পাঁচ পুত্র অবশিষ্ট থাকিবে না, এরূপ কখনও হইবে না। শুধু সেই পাঁচ সংখ্যা পূরণ হইবে অর্জুন নিহত হইলে কর্ণকে ধরিয়া, অথবা আমি নিহত হইলে অর্জুনকে লইয়াই তোমার পাঁচ পুত্র বিদ্যমান থাকিবে। ২৩

কর্ণের এই কথা শুনিয়া কুন্তীদেবী যিনি কখনও ধৈর্যচ্যুত হন না, সেই নিজ পুত্র কর্ণকে আলিঙ্গন করিয়া দুঃখে কাঁপিতে কাঁপিতে বলিলেন। ২৪

কর্ণ! দৈবই সর্বত্র অতিশয় বলবান্। তুমি যেরূপ বলিলে, তাহাই হউক। এই যুদ্ধের দ্বারা কৌরবগণের সংহার হইবে। ২৫

শত্রুনাশন! তুমি স্বীয় চারি ভ্রাতাকে অভয় দান করিয়াছ। যুদ্ধে অবশ্যই তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিবার প্রতিজ্ঞায় দৃঢ় থাকিবে। ২৬

তোমার কল্যাণ হউক এবং তোমার কোনরূপ অনিষ্ট লাভ না

অনাময়ং স্বস্তি চেতি পৃথাপো কর্ণমব্রবীৎ।
তং কর্ণোঽথ তথেত্যুক্ত্বা ততস্তৌ জগ্মতুঃ পৃথক্ ॥২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্‌যানপর্বণি কুন্তী-কর্ণসমাগমে
ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৬

হউক। যখন কুন্তীদেবী এইরূপ কর্ণকে বলিলেন, তখন কর্ণও "তথাস্তু—তাহাই হউক" বলিয়া তাঁহার কথা মানিয়া লইলেন। তারপর তাঁহারা উভয়ে পৃথক্ পৃথক্ নিজ নিজ স্থানে চলিয়া যাইলেন ॥ ২৭

শ্রীবন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রীসংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্বে কুন্তী-কর্ণের সাক্ষাৎকারবিষয়ক ষট্‌চত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরেণ জিজ্ঞাসিতস্য ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য কৌরবসভায়াং কথিত-ভীষ্মাভিমতবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

আগম্য হাস্তিনপুরাদুপপ্লব্যমরিন্দমঃ।
পাণ্ডবানাং যথাবৃত্তং কেশবঃ সর্বমুক্তবান্ ॥ ১
সম্ভাষ্য সুচিরং কালং মন্ত্রয়িত্বা পুনঃ পুনঃ।
স্বমেব ভবনং শৌরির্বিশ্রামার্থং জগাম হ ॥ ২
বিসৃজ্য তান্ নৃপতীন্ বিরাটপ্রমুখাংস্তদা।
পাণ্ডবা ভ্রাতরঃ পঞ্চ ভানাবস্তঃ গতে নিশি ॥ ৩
সন্ধ্যামুপাস্য ধ্যায়ন্তমেব গতমানসাঃ।
আনায্য কৃষ্ণং দাশার্হং পুনর্মন্ত্রমমন্ত্রয়ন্ ॥ ৪

যুধিষ্ঠির উবাচ।

যত্র নাগপুরং গত্বা সভায়াং ধৃতরাষ্ট্রজঃ।
কিমুক্তবান্ পুণ্ডরীকাক্ষ তন্ন ঃ শংসিতুমর্হসি ॥৫

বাসুদেব উবাচ।

ময়া নাগপুরং গত্বা সভায়াং ধৃতরাষ্ট্রজঃ।
তথ্যং পথ্যং হিতং চোক্তো ন চ গৃহ্ণাতি দুর্মতিঃ ॥ ৬

যুধিষ্ঠির উবাচ।

তস্মিন্নুৎপথমাপন্নে কুরুকুলঃ পিতামহঃ।
কিমুক্তবান্ হৃষীকেশ দুর্যোধনমমর্ষণম্ ॥ ৭
আচার্যো বা মহাভাগ ভারদ্বাজঃ কিমব্রবীৎ।
পিতা বা ধৃতরাষ্ট্রস্তঃ গান্ধারী বা কিমব্রবীৎ ॥৮

সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরকর্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কৌরব-সভায় কথিত ভীষ্মের অভিমত বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! শত্রুদমন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হস্তিনাপুর হইতে উপপ্লব্যনগরে আসিয়া পাণ্ডবগণের নিকট ঘটনানুযায়ী সমস্ত বৃত্তান্ত বলিলেন ॥ ১

দীর্ঘকাল ধরিয়া আলাপ আলোচনা করত পুনঃ পুনঃ গুপ্ত মন্ত্রণা করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বিশ্রাম করিবার জন্য স্বীয় ভবনে গমন করিলেন ॥ ২

তারপর সূর্যাস্ত হইলে পঞ্চ ভ্রাতা পাণ্ডবগণ বিরাটাদি সমস্ত রাজাকে বিদায় সম্ভাষণ জানাইয়া সন্ধ্যোপাসনা সমাপনান্তে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে মনোনিবেশ করত কিয়ৎকাল তাঁহার ধ্যান করিলেন। তারপর দশার্হকুলকুরুষ শ্রীকৃষ্ণকে আহ্বান করত আনাইয়া পুনরায় তাঁহার সহিত মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন ॥ ৩-৪

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—কমলনয়ন! আপনি হস্তিনাপুরে যাইয়া কৌরবসভায় ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনকে কি বলিলেন, তাহা কৃপা করিয়া আমাদিগকে বলুন ॥ ৫

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—রাজন্! আমি হস্তিনাপুরে যাইয়া কৌরবসভায় ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনকে যথার্থ লাভজনক ও হিতকর বাক্য বলিয়াছিলাম, কিন্তু সেই দুর্মতি উহা গ্রহণ করিল না ॥ ৬

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—হৃষীকেশ! দুর্যোধন বিপথগামী হইলে কুরুকুলের বৃদ্ধপুরুষ পিতামহ ভীষ্ম ঐরূপ ও অমর্ষে পূর্ণ দুর্যোধনকে কি বলিলেন? ৭

মহাভাগ! ভরদ্বাজনন্দন আচার্য দ্রোণ সেই সময়ে কি বলিয়াছিলেন? পিতা ধৃতরাষ্ট্র ও মাতা গান্ধারীদেবীই বা দুর্যোধনকে তখন কি কথা বলিয়াছিলেন? ৮

পিতা যবীয়ানস্মাকং কৃতা ধর্মবিদাং বরঃ।
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তঃ কিমাহ ধৃতরাষ্ট্রজম্ ॥৯
কিঞ্চ সর্বে নৃপতয়ঃ সভায়াং যে সমাসতে।
উক্তবন্তো যথাতত্ত্বং তদ্ ব্রূহি মে জনার্দন ॥ ১০

উক্তবান্ হি ভবান্ সর্বং বচনং কুরুসংসদি।
ধার্তরাষ্ট্রস্য তেষাং হিং বচনং কুরুসংসদি ॥ ১১

কামলোভাভিভূতস্য মন্দস্য প্রাজ্ঞমানিনঃ।
অপ্রিয়ং হৃদয়ে মহ্যং ত্বয় তিষ্ঠতি কেশব ॥ ১২

তেষাং বাক্যানি গোবিন্দ শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং বিভো।
যথা চ নাভিপদ্যেত কালস্তাত তথা কুরু ॥
ভবান্ হি নঃ গতিঃ কৃষ্ণ ভবান্ নাথো ভবান্ গুরুঃ ॥১৩

বাসুদেব উবাচ।

শৃণু রাজন্ যথা বাক্যমুক্তো রাজা সুযোধনঃ।
নরো কুরূণাং রাজেন্দ্র সভায়াং তন্নিবোধ মে ॥১৪

আমার যাহিকগণশ্রেষ্ঠ কাকঃ বিদুর, যিনি পুত্রতুল্য আমাদের শোকে সদা সন্তপ্ত, তিনিই বা দুর্যোধনকে কি কহিয়াছিলেন ? ৯

জনার্দন! ইহা ব্যতীত যে সমস্ত রাজারা সভায় বসিয়াছিলেন, তাঁহারাই বা নিজ নিজ কি অভিমত ব্যক্ত করিয়াছিলেন, আপনি এই সব কথা যথাযথভাবে বলুন। ১০

হে কৃষ্ণ! আপনি নিশ্চয়ই কৌরবসভায় সুপ্রেষ্ঠ ভীষ্ম ও ধৃতরাষ্ট্রের নিকট সব কিছু বক্তব্য নিবেদন করিয়াছেন। আপনার কথিত ঐসব বাক্য আমার পক্ষে হিতকর ও নিজের পক্ষে অপ্রিয় মনে করিয়া কাম ও লোভে অভিভূত মূর্খ এবং পণ্ডিতমানী দুর্যোধন সম্ভবতঃ নিজের হৃদয়ে স্থান দেয় নাই। ১১-১২

বিভো! গোবিন্দ! আমি তাঁহাদের সেই সব কথিত বাক্য শুনিতে ইচ্ছা করি। তাত! আপনি সেই সব বিষয় এভাবে বর্ণনা করুন, যাহাতে আমাদের সময় বৃথা অতিবাহিত না হয়। শ্রীকৃষ্ণ! আপনিই আমাদের আশ্রয়, আপনিই আমাদের রক্ষক ও আপনিই আমাদের গুরু। ১৩

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—রাজন্! আমি কৌরবসভায় রাজা দুর্যোধনকে যে সকল বাক্য বলিয়াছি, রাজেন্দ্র! আমি উহা বলিতেছি, আপনি আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন। ১৪

আমি যখন আমার কথা দুর্যোধনকে শুনাইলাম, তখন সে

ময়া বিশ্রাব্যিতে বাক্যে জহাস ধৃতরাষ্ট্রজঃ।
অথ ভীষ্মঃ শুনঃক্রুদ্ধ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১৫
দুর্যোধন নিবোধেদং কুলার্থে যদ্ ব্রবীমি তে।
তচ্ছ্রুত্বা রাজশার্দূল স্বকুলস্য হিতং কুরু ॥ ১৬
মম তাত পিতা রাজন্ শান্তনুর্লোকবিশ্রুতঃ।
তস্যাহমেক এবাসং পুত্রঃ পুত্রবতাং বরঃ ॥ ১৭
তস্য বুদ্ধিঃ সমুৎপন্না দ্বিতীয়ঃ স্যাং কথং সুতঃ।
একপুত্রমপুত্রং বৈ প্রবদন্তি মনীষিণঃ ॥ ১৮
ন চোচ্ছেদঃ কুলস্য স্যাদ্ বিস্তীর্যেচ্চ কথং যশঃ।
তস্যাহমীপ্সিতং বুদ্ধা কালীং মাতরমাবহম্ ॥ ১৯
প্রতিজ্ঞাং দুষ্করাং কৃত্বা পিতুরর্থে কুলস্য চ।
অরাজা চোর্ধ্বরেতাশ্চ যথা সুবিদিতং তব।
প্রতীতো নিবসামোষ প্রতিজ্ঞামনুপালয়ন্ ॥ ২০
তস্যাং যজ্ঞে মহাবাহুঃ শ্রীমান্ কুরুকুলোদ্বহঃ।
বিচিত্রবীর্যো ধর্মাত্মা তনীয়ান্ মম পার্থিব ॥ ২১

হাসিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া ভীষ্ম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং তাহাকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৪

দুর্যোধন! আমি বংশের হিতের জন্য তোমাকে যাহা কিছু বলিতেছি, উহা তুমি একাগ্রচিত্তে শ্রবণ কর। নৃপশ্রেষ্ঠ! উহা শুনিয়া নিজ কুলের হিতসাধন কর। ১৬

তাত! আমার পিতা শান্তনু বিশ্ববিখ্যাত নরপতি ছিলেন। রাজন্! পুত্রবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ তাঁহার আমিই একমাত্র পুত্র ছিলাম। ১৭

সেইজন্য তাঁহার মনে এই বুদ্ধি উপস্থিত হইল যে, আমার দ্বিতীয় পুত্রলাভ কিভাবে হইবে ? কারণ, মনীষী পুরুষগণ একটি মাত্র পুত্রবান্ ব্যক্তিকে পুত্রহীনই বলিয়া থাকেন। ১৮

"কোনরূপে এই কুলের উচ্ছেদ না হউক এবং ইহার যশ সর্বত্র কি প্রকারে বিস্তৃত হইবে"—তাঁহার এই ইচ্ছা জানিয়া আমি বংশের কল্যাণের জন্য ও পিতার প্রসন্নতার জন্য রাজা না হইবার এবং ঊর্ধ্বরেতা (নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী) হইয়া জীবনযাপন করিবার দুষ্কর প্রতিজ্ঞা করিয়া মাতা কালীকে (সত্যবতীকে) লইয়া আসিলাম। ১৯-২০

রাজন্! সত্যবতীর গর্ভে কুরুকুলের ভারবহনকারী ধর্মাত্মা মহাবাহু শ্রীমান্ বিচিত্রবীর্য উৎপন্ন হইল। সে আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিল ॥ ২১

ঘর্ষাতেঽহং পিতরি তং ঘরাতৌ সানাবেশয়ম্।
বিচিত্রবীর্য্যং রাজানং ভৃত্যো ভূত্বা হ্যবন্তরঃ ॥ ২১
তস্যাহং সদৃশান্ দারান্ রাজেন্দ্র সমুপাহরম্।
জিত্বা পার্থিবসঙ্ঘাতমপি তে বহুশঃ শ্রুতম্ ॥ ২২
ততো রামেণ সমরে ঘন্দযুদ্ধমুপাগমম্।
স হি রামস্তরাদেভির্নাগরৈর্বিপ্রবাসিতঃ ॥ ২৩
দারেষ্বপ্যতিসক্তশ্চ যক্ষ্মাণং সমপদ্যত।
যদা ঘরাজকে রাষ্ট্রে ন ববর্ষ সুরেশ্বরঃ।
তদাভ্যধাবন্ মামেব প্রজাঃ ক্ষুদ্ভয়পীড়িতাঃ ॥ ২৫

প্রজা ঊচুঃ।

উপক্ষীণাঃ প্রজাঃ সর্বা রাজা ভব ভবায় নঃ।
ঈতীঃ প্রণুদ ভদ্রং তে শান্তনোঃ কুলবর্ধন ॥ ২৬
পীড্যন্তে তে প্রজাঃ সর্বা ব্যাধিভির্দুঃশদারুণৈঃ।
অন্যাবলিষ্টা গাঙ্গেয় তাঃ পরিত্রাতুমর্হসি ॥ ২৭
ব্যাধীন্ প্রণুদ বীর ত্বং প্রজা ধর্মেণ পালয়।
ত্বয়ি জীবতি মা রাষ্ট্রং বিনাশমুপগচ্ছতু ॥ ২৮

ভীষ্ম উবাচ।

প্রজানাং ক্রোশতীনাং বৈ নৈবাক্ষুভ্যত মে মনঃ।
প্রতিজ্ঞাং রক্ষমাণস্তু সদ্ বৃত্তং স্মরতস্তথা ॥ ২৯
ততঃ পৌরা মহারাজ মাতা কালী চ মে শুভা।
ভৃত্যাঃ পুরোহিতাচার্য্যা ব্রাহ্মণাশ্চ বহুশ্রুতাঃ ॥
মামূচুর্দুঃশসন্তপ্তা ভব রাজেতি সন্ততম্ ॥৩০
প্রতীপরক্ষিতং রাষ্ট্রং যাং প্রাপ্য বিনশিষ্যতি।
স ত্বমস্মদ্ধিতার্থং বৈ রাজা ভব মহামতে ॥ ৩১
ইত্যুক্তঃ প্রাঞ্জলির্ভূত্বা দুঃখিতো দুঃখমাতুরঃ।
তেভ্যো নাবেদয়ং তত্র প্রতিজ্ঞাং পিতৃগৌরবাৎ ॥৩২
ঊর্দ্ধরেতা হ্যরাজা চ কুলস্যার্থে পুনঃ পুনঃ।
বিশেষতস্তদর্থং ধূর্দি মা মাং নিযোজয় ॥ ৩৩

পিতা শান্তনু স্বর্গ গমন করিলে আমি নিজ রাজ্যে রাজা বিচিত্রবীর্য্যকে প্রতিষ্ঠিত করিলাম এবং আমি স্বয়ং তাহার সেবক হইয়া রাজসিংহাসনের নিম্নে উপবেশন করিতাম ॥ ২২

রাজেন্দ্র! তাহার জন্য আমি ভূপতিমণ্ডলীকে জয় করিয়া যোগ্য পত্নী আনিয়া দিলাম। এই বৃত্তান্ত তুমিও বহুবার শুনিয়াছ ॥ ২৩

তারপর এক সময়ে আমি পরশুরামের সহিত ঘন্দ যুদ্ধে অবতীর্ণ হই। সেই সময়ে পরশুরামের ভয়ে এখানকার নাগরিকগণ রাজা বিচিত্রবীর্য্যকে এই নগর হইতে দূরে সরাইয়া দিলেন ॥ ২৪

সে নিজ পত্নীগণের উপর অত্যন্ত আসক্ত ছিল বলিয়া রাজযক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুবরণ করিল। তখন অরাজক এই রাষ্ট্রে দেবরাজ ইন্দ্র বর্ষণ বন্ধ করিয়া দিলেন, সেই অবস্থায় প্রজাগণ ক্ষুধা ও ভয়ে পীড়িত হইয়া আমার নিকট দৌড়াইয়া আসিল ॥ ২৫

প্রজাগণ বলিল,—শান্তনুর কুলবর্দ্ধন মহারাজ! আপনার কল্যাণ হউক। রাজ্যের সমস্ত প্রজাগণ ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছে। আপনি আমাদের অভ্যুদয়ের জন্য রাজা হউন এবং অনাবৃষ্টি প্রভৃতি ইতিসমূহ নিবারণ করুন ॥ ২৬

রাজেন্দ্র! আপনার সকল প্রজারা অত্যন্ত ভয়ঙ্কর রোগসমূহে পীড়িত হইতেছে। প্রজাদের মধ্যে আজ অল্পলোকই জীবিত আছে। অতএব আপনি তাহাদের সকলকে রক্ষা করুন ॥ ২৭

বীর! আপনি রোগসমূহকে দূরীভূত করুন এবং ধর্ম্মানুসারে প্রজাগণকে পালন করুন। আপনি জীবিত থাকিতে যেন এই রাজ্যের বিনাশ না হয় ॥ ২৮

ভীষ্ম বলিলেন,—প্রজাগণের এই করুণ আহ্বানের প্রতিজ্ঞা রক্ষা ও সদাচারের কথা স্মরণ করিয়া আমার মন ক্ষুব্ধ হইল না ॥ ২৯

মহারাজ! তারপর আমার কল্যাণময়ী মাতা সত্যবতী, পুরবাসী, সেবক, পুরোহিত, আচার্য্য ও বহুজ্ঞ ব্রাহ্মণগণ অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া আমাকে বার বার বলিতে লাগিলেন—তুমিই রাজা হও, অন্যথায় মহারাজ প্রতীপের দ্বারা সুরক্ষিত এই রাষ্ট্র তোমার নিকট পর্য্যন্ত আসিয়া নষ্ট হইয়া যাইবে। মহামতে! অতএব তুমি আমাদের হিতের জন্য রাজপদে অধিষ্ঠিত হও ॥ ৩০-৩১

তাঁহারা এই কথা বলিলে আমি অত্যন্ত সন্তপ্ত ও দুঃখিত হইয়া পিতার মহত্বের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করত যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম, উহা তাঁহাদের সকলকে নিবেদন করিলাম ॥ ৩২

তারপর মাতা সত্যবতীকে বলিলাম—মা! আমি এই কুলের বৃদ্ধির জন্য এবং বিশেষতঃ তোমাকে এখানে আনিবার জন্য রাজা না হইবার ও নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া জীবনযাপন করিবার পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিয়াছি ॥ ৩৩

ততোঽহং প্রাঞ্জলির্ভূত্বা মাতরং সম্প্রসাদয়ন্।
নাদ্য শান্তনুনা জাতঃ কৌরবং বংশমুদ্বহন্ ॥ ৩৪
প্রতিজ্ঞাং বিতথাং কুর্য্যামিতি রাজন্ পুনঃ পুনঃ।
বিশেষতস্তদর্থঞ্চ প্রতিজ্ঞাং কৃতবানহম্ ॥ ৩৫
অহং প্রেষ্যশ্চ দাসশ্চ তবাস্ম সুতবৎসলে।
এবং তামব্রুবীরাহং মাতরং জনমেব চ ॥ ৩৬
অযাচং ভ্রাতৃদারেষু তদা ব্যাসং মহামুনিম্।
সহ মাত্রা মহারাজ প্রসাদ্য তমৃষিং তদা ॥ ৩৭
অপত্যার্থে মহারাজ প্রসাদং কৃতবাংশ্চ সঃ।
ত্রীন্ স পুত্রানজনয়ং তদা ভরতসত্তম ॥ ৩৮
অন্ধঃ করেণুনিষ্যন্দে বৈ রাজা পিতা তব।
রাজা তু পাণ্ডুরভবন্মাতা লোকবিশ্রুতঃ ॥ ৩৯

স রাজা তস্য তে পুত্রাঃ পিতুর্দায়স্যহারিণঃ।
মা তাত কলহং কার্ষীঃ রাজ্যস্যার্ধং প্রদীয়তাম্ ॥ ৪০
ময়ি জীবতি রাজ্যং কঃ সম্প্রশাসেৎ পুমানিহ।
মাবমংস্থা বচো মহ্যং শমমিচ্ছামি বঃ সদা ॥ ৪১
ন বিশেষোঽস্তি মে পুত্র ময়ি ভেষু চ পার্থিব।
মতমেতৎ পিতুস্তভ্যং গান্ধার্য্যা বিদুরস্য চ ॥ ৪২
শ্রোতব্যং খলু বৃদ্ধানাং নাভিশঙ্কীর্বচো মম।
নাশয়িষ্যসি মা সর্বমাত্মানং পৃথিবীং তথা ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি ভগবদ্বাক্যে
সপ্তচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৭

রাজন্! তারপর পুনরায় কুন্তীদেবী ইহাঁকে প্রসব করিবার জন্য আমি বিনীতভাবে বলিলাম—মা! আমি রাজা পাণ্ডু হইতে উৎপন্ন হইয়া কৌরববংশের ভারবাহী বহন করিতেছি। অতএব আমি কখনও প্রতিজ্ঞা বিফল করিতে পারিব না—এই কথা আমি বার বার বলিয়াছিলাম। আরও বলিলাম—বিশেষতঃ তোমার জন্যই আমি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম। ৩৪-৩৫

পুত্রবৎসলে! আমি এখন তোমার স্নেহের দাস। (সুতরাং আমাকে প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিবার কথা বলিবেন না।) মহারাজ! এইরূপে মাতা ও অন্যান্য সকলকে অগ্রসর বিনয়দ্বারা নিজের অনুকূলে আনিয়া মাতার সহিত আমি মহামুনি ব্যাসদেবকে প্রসন্ন করত ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের ক্ষেত্রের গর্ভে পুত্র উৎপন্ন করাইবার জন্য তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলাম। ভরতকুলভূষণ! মহর্ষি আমাদের উপর কৃপা করিলেন এবং সেই স্ত্রীদ্বয়ের গর্ভে তিনটি পুত্রের জন্ম দিলেন। ৩৬-৩৮

তোমার পিতা অন্ধ ছিল, অতএব নেত্রেন্দ্রিয়হীনতাবশতঃ সে রাজা হইতে পারিল না। তখন লোকবিখ্যাত মহাত্মা পাণ্ডু এই দেশের রাজা হইল। ৩৯

পাণ্ডু রাজা ছিল, সুতরাং তাহার পুত্রগণই এই পিতৃসম্পত্তির অধিকারী। বৎস দুর্যোধন! অতএব তুমি কলহ করিও না। অর্ধেক রাজ্য পাণ্ডবগণকে প্রদান কর। ৪০

আমার জীবিত অবস্থায় আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন্ ব্যক্তি এখানে রাজ্যশাসন করিতে সমর্থ হইবে? ইহা বুঝিয়া আমার বাক্য অবহেলা করিও না। আমি সর্বদা তোমাদের মধ্যে শান্তি বিরাজ করুক—ইহাই কামনা করি। ৪১

রাজন্! আমার নিকটে তোমরা এবং পাণ্ডবগণ উভয়পক্ষের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। তোমার পিতা ধৃতরাষ্ট্র, মাতা গান্ধারী ও বিদুরেরও ইহাই অভিমত। ৪২

বৃদ্ধগণের বাক্য তোমার শ্রবণ করা উচিত। আমার কথার মধ্যে তুমি কোন শঙ্কা দোষ করিও না। তাহা না হইলে তুমি সকলকে, নিজেকে ও এই পৃথিবীকে নষ্ট করিয়া দিবে। ৪৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে
শ্রীভগবদ্বাক্যবিষয়ক সপ্তচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শ্রীকৃষ্ণেন দ্রোণাচার্য্য-বিদুর-গান্ধারীণাং যুক্তিযুক্ত-বাক্যস্য কথনম্।]

বাসুদেব উবাচ।

ভীষ্মেণোক্তে ততো দ্রোণো দুর্য্যোধনমভাষত।
মধ্যে নৃপাণাং তত্রস্থঃ তে বচনং বচনক্ষমঃ॥ ১

প্রতীপঃ শান্তনুস্তাত কুলস্যার্থে যথা স্থিতঃ।
যথা দেবব্রতো ভীষ্মঃ কুলস্যার্থে স্থিতোঽভবৎ॥ ২

তথা পাণ্ডুর্নরপতিঃ সত্যসন্ধো জিতেন্দ্রিয়ঃ।
রাজা কুরূণাং ধর্ম্মাত্মা সুব্রতঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ॥ ৩

জ্যেষ্ঠায় রাজ্যমদদাৎ ধৃতরাষ্ট্রায় ধীমতে।
যবীয়সে তথা ক্ষত্রে কুরূণাং বংশবর্দ্ধনঃ॥ ৪

ততঃ সিংহাসনে রাজন্ স্থাপয়িত্বৈনমচ্যুতম্।
বনং জগাম কৌরব্যো ভার্য্যাভ্যাং সহিতো নৃপঃ॥ ৫

নীচৈঃ স্থিত্বা তু বিদুর উপাস্তে স্ম বিনীতবৎ।
প্রেষ্যবৎ পুরুষব্যাঘ্রো বালব্যজনমুৎক্ষিপন্॥ ৬

ততঃ সর্ব্বাঃ প্রজাস্তাত ধৃতরাষ্ট্রং জনেশ্বরম্।
অন্বপদ্যন্ত বিধিবদ্ যথা পাণ্ডুং জনাধিপম্॥ ৭

বিসৃজ্য ধৃতরাষ্ট্রায় রাজ্যং সবিদুরায় চ।
চচার পৃথিবীং পাণ্ডুঃ সর্ব্বাং পরপুরঞ্জয়ঃ॥ ৮

কোশসংবহনে দানে ভৃত্যানাং চাপবেক্ষণে।
তত্রাপি চৈব সর্ব্বস্ত বিদুরঃ সত্যসঙ্গরঃ॥ ৯

সন্ধিবিগ্রহসংযুক্তো রাজ্ঞাং সংবাহনক্রিয়াঃ।
অবৈক্ষত মহাতেজা ভীষ্মঃ পরপুরঞ্জয়ঃ॥ ১০

সিংহাসনস্থো নৃপতির্দুর্ব্বাষ্ট্রো মহাবলঃ।
অধ্যাস্যমানঃ সততং বিদুরেণ মহাত্মনা॥ ১১

কথং তস্য কুলে জাতঃ কুলভেদং দিদৃক্ষসি।
সম্ভূয় ভ্রাতৃভিঃ সার্দ্ধং ভুঙ্ক্ষ্ব ভোগান্ জনাধিপ॥ ১২

ব্রবীমাহং ন কার্পণ্যাদ্বর্থহেতোঃ কথঞ্চন।
ভীষ্মেণ চ ত্বমিচ্ছামি ন যথা রাজসত্তম॥ ১৩

অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়।

[শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক দ্রোণাচার্য্য, বিদুর ও গান্ধারীর যুক্তিযুক্তবাক্য কথন।]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—রাজন্! তোমার কল্যাণ হউক। ভীষ্মের কথা সমাপ্ত হইলে ভারদ্বাজ নিপুণ দ্রোণাচার্য্য নৃপগণের মধ্যে দুর্য্যোধনকে এইরূপ বলিলেন। ১

তাত! যেরূপ প্রতীপপুত্র শান্তনু এই কুলের কল্যাণের জন্য নিরত ছিলেন, যেরূপ দেবব্রত ভীষ্ম এই কুলের বৃদ্ধির জন্য অবস্থান করিতেছেন, সেইরূপ সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং জিতেন্দ্রিয় রাজা পাণ্ডুও নিরত ছিলেন। তিনি কুরুকুলের রাজা হইয়াও সদা ধর্ম্মেই আসক্ত ছিলেন। তিনি উত্তম ব্রতপালনকারী ও একাগ্রচিত্ত ছিলেন। ২-৩

কুলবংশের বৃদ্ধিকারী রাজা পাণ্ডু নিজ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বুদ্ধিমান্ ধৃতরাষ্ট্র ও কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিদুরকে স্বীয় রাজ্য (উপভোগের জন্য) প্রদান করিয়াছিলেন। ৪

রাজন্! কুরুকুলের পাণ্ডু স্বীয় মর্য্যাদা হইতে কিঞ্চিৎ চ্যুত হন নাই, সেই ধৃতরাষ্ট্রকে সিংহাসনে বসাইয়া স্বয়ং পত্নীদ্বয়ের সহিত বনে প্রস্থান করিয়াছিলেন। ৫

তারপর পুরুষশ্রেষ্ঠ বিদুর সেবকের ন্যায় নিম্নে অবস্থান করত চামর ব্যজন করিতে করিতে বিনীতভাবে ধৃতরাষ্ট্রের সেবায় নিরত রহিলেন। ৬

তাত! তখনকার সমগ্র প্রজা যেরূপ রাজা পাণ্ডুর অনুগত ছিল, সেইরূপ বিধি অনুসারে রাজা ধৃতরাষ্ট্রের অধীনে অবস্থান করিতে লাগিল। ৭

এইরূপে শত্রুগণের নগরবিজয়ী রাজা পাণ্ডু বিদুরের সহিত ধৃতরাষ্ট্রকে নিজ রাজ্য সমর্পণ করিয়া সম্পূর্ণ পৃথিবী ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৮

সত্যপ্রতিজ্ঞ বিদুর ধনাগাররক্ষণ, দান, কৃত্যবর্গের রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবকগণের ভরণপোষণকার্য্যে নিযুক্ত রহিলেন। ৯

শত্রুনগরবিজয়ী মহাতেজস্বী ভীষ্ম সন্ধি-বিগ্রহকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া নৃপগণের সেবা ও কর প্রভৃতি গ্রহণ-কার্য্যে পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। ১০

মহাবলবান্ রাজা ধৃতরাষ্ট্র কেবল সিংহাসনেই অধিষ্ঠিত থাকেন এবং মহাত্মা বিদুর সদা তাঁহার সেবায় উপস্থিত থাকেন। ১১

তাঁহারই বংশে উৎপন্ন হইয়া তুমি এই কুলে কেন বিভেদ সৃষ্টি করিতেছ? রাজন্! ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত মিলিত হইয়া মনোবাঞ্ছিত ভোগসমূহ উপভোগ কর। ১২

নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি দীনতাবশতঃ কিংবা ধনলাভের ইচ্ছায়

নাহং ত্বত্তোঽভিকাঙ্ক্ষেয়ং ভূত্যুপায়ং জনাধিপ।
যতো ভীষ্মস্ততো দ্রোণো যদ্ ভীষ্মস্তাহ তৎ কুরু ॥ ১৪
পীয়তাং পাণ্ডুপুত্রেভ্যো রাজ্যার্দ্ধমরিকর্শন।
সমমাচার্য্যকং তাত তব তেষাঞ্চ মে সদা ॥ ১৫
অশ্বত্থামা যথা মহ্যং তথা শ্বেতহয়ো মম।
বহুনা কিং প্রলাপেন যতো ধর্ম্মস্ততো জয়ঃ ॥ ১৬

বাসুদেব উবাচ।

এবমুক্তে মহারাজ দ্রোণেনামিততেজসা।
ব্যাজহার ততো বাক্যং বিদুরঃ সত্যসঙ্গরঃ ॥
পিতুর্ব্বদনমীক্ষ্য পরিগৃহ্য চ ধর্ম্মবিৎ ॥ ১৭

বিদুর উবাচ।

দেবব্রত নিবোধেদং বচনং মম ভারত।
প্রনষ্টঃ কৌরবো বংশস্ত্বয়ায়ং পুনরুদ্ধৃতঃ ॥১৮
তস্মে বিলপমানস্য বচনং সমুপেক্ষসে।
কোঽয়ং দুর্য্যোধনো নাম কুলেঽস্মিন্ কুলপাংসনঃ ॥১৯
যস্য লোভাভিভূতস্য মতিঃ সমনুবর্ত্ততে।
অনার্য্যস্যাকৃতজ্ঞস্য লোভেন হৃতচেতসঃ ॥ ২০
অতিক্রামতি যঃ শাস্ত্রং পিতুর্ধর্ম্মার্থদর্শিনঃ।
এতে নন্ত্বস্তি কুরবো দুর্য্যোধনকৃতেন বৈ ॥ ২১
যথা তে ন প্রণশ্যেয়ুর্মহারাজ তথা কুরু।
মাং চৈব ধৃতরাষ্ট্রঞ্চ পূর্ব্বমেব মহামতে ॥
চিত্রকার ইবালেখ্যং কৃত্বা স্থাপিতবানসি ॥ ২২
প্রজাপতিঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা যথা সংহরতে তথা।
নোপেক্ষস্ব মহাবাহো পশ্যমানঃ কুলক্ষয়ম্ ॥ ২৩
অথ তেঽস্ত মতির্নিষ্ঠা বিনাশে প্রত্যুপস্থিতে।
বনং গচ্ছ ময়া সার্দ্ধং ধৃতরাষ্ট্রেণ চৈব হ ॥ ২৪
বদ্ধা বা নিকৃতিপ্রজ্ঞং ধার্ত্তরাষ্ট্রং সুদুর্ম্মতিম্ ॥ ২৫

কোনরূপে এই কথা বলিতেছি না। আমি ভীষ্ম কর্ত্তৃক প্রদত্ত ধনাদিই গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক, তোমার প্রদত্ত নয়। ১৩

অনেশ্বর! আমি তোমার নিকট হইতে কোন জীবিকার উপায়স্বরূপ ধনাদি লাভ করিতে অভিলাষী নহি। যেখানে ভীষ্ম, সেইখানেই দ্রোণ। তুমি ভীষ্মের বাক্য পালন কর ॥ ১৪

শত্রুদমন! তুমি পাণ্ডবগণকে অর্দ্ধেক রাজ্য প্রদান কর। বৎস! আমার এই আচার্য্যের তোমার নিকট ও পাণ্ডবগণের নিকট সর্ব্বদা সমান ॥ ১৫

আমার নিকট যেরূপ অশ্বত্থামা, সেইরূপ শ্বেতাশ্ববাহন অর্জ্জুনও। অধিক কথা বলিয়া আর লাভ কি আছে? যেখানে ধর্ম্ম, সেই পক্ষের জয় সুনিশ্চিত ॥ ১৬

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—মহারাজ! অমিততেজস্বী দ্রোণাচার্য্য এই কথা বলিলে সত্যপ্রতিজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ বিদুর জ্যেষ্ঠ পিতা ভীষ্মের দিকে ফিরিয়া তাঁহার মুখের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া এই কথা বলিল ॥ ১৭

বিদুর বলিল—পূজ্য দেবব্রত! আপনি আমার এই কথা শ্রবণ করুন। এই কৌরববংশ ধ্বংস হইতে চলিয়াছে, যাহা আপনি পূর্ব্বে পুনরায় উদ্ধার করিয়াছিলেন ॥ ১৮

আমিও এই বংশের রক্ষার জন্য বিলাপ করিতেছি, কিন্তু জানি না কেন আপনি আমার কথা উপেক্ষা করিতেছেন। আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—এই কুলাঙ্গার দুর্য্যোধন এই বংশের কে? যে লোভের বশীভূত হইলেও আপনি তাহার বুদ্ধির অনুসরণ করিয়া চলিতেছেন? লোভ ইহার বিবেকশক্তি নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ইহার বুদ্ধি দূষিত হইয়া গিয়াছে এবং সে পূর্ণরূপে অনার্য্য হইয়া পড়িয়াছে ॥ ১৯-২০

সে শাস্ত্রের অনুশাসন লঙ্ঘন করিতেছে। ধর্ম্ম ও অর্থের দিকে দৃষ্টি স্থাপনকারী নিজ পিতার কথাও মানিতেছে না। নিশ্চয়ই একমাত্র দুর্য্যোধনের জন্যই সমস্ত কৌরবগণ নষ্ট হইয়া যাইবে ॥ ২১

মহারাজ! এইরূপ কোন উপায় স্থির করুন, যাহাতে ইহাদের নাশ না হয়। মহামতে! যেরূপ চিত্রকর কোন চিত্র নির্ম্মাণ করিয়া একস্থানে স্থাপন করে, সেইরূপ আপনি আমাকে ও ধৃতরাষ্ট্রকে পূর্ব্ব হইতেই নিষ্কর্ম্ম করিয়া রাখিয়াছেন।

মহাবাহো! যেরূপ প্রজাপতি প্রজা সৃষ্টি করিয়া পুনরায় উহার সংহার করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনিও স্বীয় বংশকে বিনষ্ট হইয়া যাইতে দেখিয়া উহা উপেক্ষা করিবেন না।

যদি এই বিনাশকাল উপস্থিত দেখিয়া এখন আপনার বুদ্ধিও নষ্ট হইয়া থাকে, তবে আপনি আমার ও ধৃতরাষ্ট্রের সহিত বনে গমন করুন।

অথবা যাহার বুদ্ধি সর্ব্বদা ছল-কপটতায় পূর্ণ, সেই অতিশয় দুর্ম্মতি দুর্য্যোধনকে শীঘ্র বাঁধিয়া পাণ্ডবগণের দ্বারা সুরক্ষিত এই রাজ্যকে শাসন করুন।

শাধীদং রাজ্যমস্মাভি পাণ্ডবেরভিরক্ষিতম্।
প্রসীদ রাজশার্দূল বিনাশো দৃশ্যতে মহান্ ॥ ২৬
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ রাজ্যমমিততেজসাম্ ॥
বিররামৈবমুক্ত্বা তু বিদুরো দীনমানসঃ।
প্রধ্যায়মানঃ স তদা নিঃশ্বসংশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ২৭
ততোঽব্রবীদ্ রাজ্ঞঃ সুবলস্য পুত্রী
ধর্মার্থযুক্তং কুলনাশভীতা।
দুর্যোধনং পাপমতিং নৃশংসং
রাজ্যাৎ সমক্ষং সুতমাহ কোপাৎ ॥ ২৮
যে পার্থিবা রাজসভাং প্রবিষ্টা
ব্রহ্মর্ষয়ো যে চ সভাসদোঽন্যে।
শৃণ্বন্তু বক্ষ্যামি তবাপরাধং
পাপস্য সামাত্যপরিচ্ছদস্য ॥ ২৯
রাজ্যং কুরূণামনুপূর্বভোজ্যং
ক্রমাগতো নঃ কুলধর্ম এষঃ।
ত্বং পাপবুদ্ধেঽতিনৃশংসকর্মন্
রাজ্যং কুরূণামনয়াদ্ বিহংসি ॥ ৩০

রাজ্যে স্থিতো ধৃতরাষ্ট্রো মনীষী
তস্যানুজো বিদুরো দীর্ঘদর্শী।
এতাবতিক্রম্য কথং নৃপত্বং
দুর্যোধন প্রার্থয়সেঽদ্য মোহাৎ ॥ ৩১
রাজা চ কর্তা চ মহানুভাবৌ
ভীষ্মে স্থিতে পরবন্তৌ ভবেতাম্।
অন্ধং তু ধর্মজ্ঞতয়া মহান্তং
ন কাময়েদ্ যো নৃবরো নরেন্দ্রঃ ॥ ৩২
রাজ্যং তু পাণ্ডোরিদমপ্রধৃষ্যং
তস্যাপি পুত্রাঃ প্রভবন্তি নান্যে।
রাজ্যং তবেতদ্রিখিলং পাণ্ডবানাং
পৈতামহং পুত্রপৌত্রানুগামি ॥ ৩৩
যদ্ বৈ ব্রূতে কুরুমুখ্যো মহাত্মা
দেবব্রতঃ সত্যসন্ধো মনীষী।
সর্বং তদস্মাভিরহীনকামৈঃ
রাজ্যং স্বধর্মান্ পরিপালয়দ্ভিঃ ॥ ৩৪

নৃপশ্রেষ্ঠ! আপনি প্রসন্ন হউন। পাণ্ডব ও কৌরবগণ এবং অমিততেজস্বী রাজাদিগের মহান্ বিনাশ দৃষ্টিগোচর হইতেছে। এই কথা বলিয়া দীনচিত্ত বিদুর বিরত হইল এবং বিশেষ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া সেই সময় বারংবার দীর্ঘশ্বাস ফেলিতে লাগিল ॥ ২৬-২৭

তারপর রাজা সুবলের কন্যা গান্ধারী নিজ বংশের বিনাশে ভীতা হইয়া কুলনাশ ও পাপমতি পুত্র দুর্যোধনকে সমস্ত রাজার সমক্ষে ক্রোধসহকারে এই ধর্মসঙ্গত ও অর্থযুক্ত বাক্য বলিলেন ॥২৮

যে সমস্ত রাজা, ব্রহ্মর্ষি ও অন্য সভাসদ্‌গণ এই রাজসভার মধ্যে আছেন, তাঁহারা সকলে মন্ত্রী এবং সেবকবর্গের সহিত পাপী দুর্যোধন তোমার অপরাধসমূহ শ্রবণ করুন। আমি উহা বর্ণনা করিতেছি ॥ ২৯

আমাদের মধ্যে পরম্পরাক্রমে প্রচলিত কুলধর্ম ইহাই যে, এই কুরুরাজ্য পূর্ব পূর্ব অধিকারীর ক্রমানুসারে উপভোগে থাকিবে। (অর্থাৎ প্রথমে পিতার অধিকারে এই রাজ্য থাকিবে, তারপর পুত্রের; পিতা জীবিত থাকিলে পুত্র রাজ্যের অধিকার পাইবে না)। অত্যন্ত নৃশংসকর্মকারী দুর্যোধন! কিন্তু তুমি নিজে অনায়াসে এই রাজ্য বিনাশ করিতেছ ॥ ৩০

এই রাজ্যের অধিকারিরূপে সর্বদা বুদ্ধিমান্ ধৃতরাষ্ট্র ও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দূরদর্শী বিদুর স্থিত আছেন। দুর্যোধন! এই দুইজনকে অতিক্রম করিয়া মোহবশতঃ তুমি আজ নিজের প্রভুত্ব ইচ্ছা করিতেছ ॥ ৩১

রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর—এই উভয়ই মহানুভব ও ভীষ্মের জীবিতাবস্থায় পরাধীনই থাকিবেন। (অন্ধ থাকিতে ইহারা রাজ্যের অধিকারী হইতে পারিবেন না)। কিন্তু তিনি ধর্মজ্ঞ, সেইহেতু নরশ্রেষ্ঠ মহাত্মা গান্ধারীনন্দন রাজ্যগ্রহণ করিবার ইচ্ছা গোপন করেন না ॥ ৩২

প্রকৃতপক্ষে এই দুর্লভ রাজ্য মহারাজ পাণ্ডুর। তাঁহারই পুত্র ইহার অধিকারী হইতে পারিবে, অন্য কেহ নহে। অতএব এই সমগ্র রাজ্য পাণ্ডবগণেরই; কারণ, পিতা-পিতামহের রাজ্য পুত্র-পৌত্রগণই লাভ করিয়া থাকে ॥ ৩৩

কুরুকুলের শ্রেষ্ঠ পুরুষ সত্যপ্রতিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান্ মহাত্মা দেবব্রত যাহা কিছু বলেন, উহা রাজা এবং স্বধর্ম পালনকারী আমাদের সকলের কিছু পরিবর্তন না করিয়াই পূর্ণরূপে মানিয়া চলা উচিত ॥ ৩৪

অনুজ্ঞয়া চাথ মহাব্রতস্য
ক্রব্যাদ্‌পোহয়ং বিদুরশ্চৈব।
কার্য্যং ভবেৎ তৎ সুহৃদ্ভিনিযোজ্যং
ধর্ম্মং পুরস্কৃত্য সুদীর্ঘকালম্ ॥ ৩৫
প্রাপ্তাগতং রাজ্যমিদং কুরূণাং
যুধিষ্ঠিরঃ শাস্তু বৈ ধর্ম্মপুত্রঃ।

প্রচোদিতো ধৃতরাষ্ট্রেণ রাজ্ঞা
পুরস্কৃতঃ শান্তনবেন চৈব ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্ব্বণি ভগবদ্‌যানপর্ব্বণি কৃষ্ণবাক্যে
অষ্টচত্বারিংশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৮

অথবা এই মহাব্রতধারী ভীষ্মের আজ্ঞায় রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরও এই বিষয়ে কিছু বলিতে পারেন। অন্য সুহৃদ্‌গণেরও ধর্ম্মকে সম্মুখে রাখিয়া উহাই সুদীর্ঘকাল পর্য্যন্ত পালন করা কর্ত্তব্য ॥ ৩৫

কৌরবগণের এই ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্ত রাজ্যকে ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠিরই পালন করুক এবং সে রাজা ধৃতরাষ্ট্র ও শান্তনুনন্দন ভীষ্মের নিকট কর্ত্তব্যবিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করুক। ৩৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্‌যানপর্ব্বে
শ্রীকৃষ্ণবাক্যবিষয়ক অষ্টচত্বারিংশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

(পাণ্ডবেভ্যোঽর্দ্ধরাজ্যং প্রদাতুং দুর্য্যোধনায় ধৃতরাষ্ট্রস্যাদেশদানম্।)

বাসুদেব উবাচ।
এবমুক্তে তু গান্ধার্য্যা ধৃতরাষ্ট্রো জনেশ্বরঃ।
দুর্য্যোধনমুবাচেদং রাজমধ্যে জনাধিপ ॥ ১
দুর্য্যোধন নিবোধেদং যৎ ত্বাং বক্ষ্যামি পুত্রক।
তথা তৎ কুরু ভদ্রং তে যদস্তি পিতৃগৌরবম্ ॥ ২
সোমঃ প্রজাপতিঃ পূর্ব্বং কুরূণাং বংশবর্দ্ধনঃ।
সোমাদ্ বভূব ষষ্ঠোঽয়ং যযাতির্নহুষাত্মজঃ ॥ ৩

তস্য পুত্রা বসুবৃধি পঞ্চ রাজর্ষিসত্তমাঃ।
তেষাং যদুর্মহাতেজা জ্যেষ্ঠঃ সমভবৎ প্রভুঃ ॥ ৪
পূরুশ্চৈবীয়াংশ্চ ততো যোঽস্মাকং বংশবর্দ্ধনঃ।
শর্ম্মিষ্ঠায়া সম্প্রসূতো দুহিত্রা বৃষপর্ব্বণঃ ॥ ৫
যদুশ্চ ভরতশ্রেষ্ঠ দেবযান্যাঃ সুতোঽভবৎ।
দৌহিত্রস্তাত শুক্রস্য কাব্যস্যামিততেজসঃ ॥ ৬
যাদবানাং কুলকরো বলবান্ বীর্য্যসম্মতঃ।
অবমেনে স তু ক্ষত্রং দর্পপূর্ণঃ সুমন্দধীঃ ॥ ৭

একোনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণকে অর্দ্ধরাজ্য প্রদান করিবার জন্য দুর্য্যোধনকে
ধৃতরাষ্ট্রের আদেশ দান।]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—রাজন্! গান্ধারীদেবী এই কথা বলিলে পর রাজা ধৃতরাষ্ট্র সমস্ত রাজগণের মধ্যে দুর্য্যোধনকে এইরূপ বলিলেন ॥ ১

পুত্র দুর্য্যোধন! তোমার কল্যাণ হউক। যদি তোমার মনে পিতার জন্য কিছুও গৌরব থাকে, তবে আমি তোমাকে যাহা কিছু বলিব, উহা পালন কর ॥ ২

সকলের প্রথম প্রজাপতি হইলেন সোম, যিনি কৌরববংশের বৃদ্ধির আদি কারণ। এই সোম হইতে ষষ্ঠ পুরুষে নহুষপুত্র যযাতির জন্ম হয় ॥ ৩

এই যযাতির পাঁচ পুত্র হন, ইঁহারা সকলেই শ্রেষ্ঠ রাজর্ষি ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মহাতেজস্বী ও শক্তিশালী জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন যদু ও সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রের নাম হইল পুরু, যিনি আমাদের এই বংশের বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তিনি বৃষপর্ব্বার কন্যা শর্ম্মিষ্ঠার গর্ভ হইতে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪-৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! যদু দেবযানীর পুত্র ছিলেন। বৎস! ইনি অমিততেজস্বী শুক্রাচার্য্যের দৌহিত্র (কন্যাপুত্র) ছিলেন ॥ ৬

ইনি বলবান্, পরমপরাক্রমশালী এবং যাদবগণের বংশপ্রবর্ত্তক হইয়াছিলেন। ইনি অতিশয় মন্দবুদ্ধিসম্পন্ন ছিলেন এবং অহঙ্কারে পরিপূর্ণ থাকায় সমগ্র ক্ষত্রিয়সমাজকে অপমান করিয়াছিলেন ॥ ৭

ন চাত্তিষ্ঠৎ পিতুঃ শাস্ত্রে বলদর্পবিমোহিতঃ।
অবমেনে চ পিতরং ভ্রাতৃংশ্চাপ্যপরাজিতঃ ॥ ৮
পৃথিব্যাং চতুরন্তায়াং যদুরেবাভবদ্ বলী।
বশে কৃত্বা স নৃপতীন্ সর্বসম্ভারসম্ভৃতঃ ॥ ৯
তং পিতা পরমক্রুদ্ধো যযাতির্নহুষাত্মজঃ।
শশাপ পুত্রং গান্ধারে রাজ্যাচ্চাপি ব্যরোপয়ৎ ॥ ১০
যে চৈনমন্ববর্তন্ত ভ্রাতরো বলদর্পিতাঃ।
শশাপ তানভিক্রুদ্ধো যযাতিস্তনয়ানথ ॥ ১১
যবীয়াংসং ততঃ পূরুং পুত্রং স্ববশবর্তিনম্।
রাজ্যে নিবেশয়ামাস বিধেয়ং নৃপসত্তমঃ ॥ ১২
এবং জ্যেষ্ঠোঽপ্যথোৎসিক্তো ন রাজ্যমভিজায়তে।
যবীয়াংসোঽপি জায়ন্তে রাজ্যং বৃদ্ধোপসেবয়া ॥ ১৩
তথৈব সর্বধর্মজ্ঞঃ পিতুর্মম পিতামহঃ।
প্রতীপঃ পৃথিবীপালাগ্র্যঃ লোকেষু বিশ্রুতঃ ॥ ১৪
তস্য পার্থিবসিংহস্য রাজ্ঞো ধর্মেণ শাসতঃ।
ত্রয়ঃ প্রজজ্ঞিরে পুত্রা দেবকল্পা দমাধিনঃ ॥ ১৫
দেবাপিরত্যবর্চস্কো বাহ্লীকশ্চন্দনপ্রিয়ঃ।
তৃতীয়ঃ শান্তনুস্তাত বুদ্ধিমান্ মে পিতামহঃ ॥ ১৬
দেবাপিস্তু মহাতেজাস্তপোযোগী রাজসত্তমঃ।
ধার্মিকঃ সত্যবাদী চ পিতুঃ শ্রুশ্রূষণে রতঃ ॥ ১৭
পৌরজানপদানাঞ্চ সম্মতঃ সাধুসংকৃতঃ।
সর্বেষাং বালবৃদ্ধানাং দেবাপির্দেবসন্নিভঃ ॥ ১৮
বদান্যঃ সত্যসন্ধশ্চ সর্বভূতহিতে রতঃ।
বর্তমানঃ পিতুঃ শাস্ত্রে ব্রাহ্মণানাং তথৈব চ ॥ ১৯
বাহ্লীকস্য প্রিয়ো ভ্রাতা শান্তনোশ্চ মহাত্মনঃ।
সৌভ্রাত্রঞ্চ পরং তেষাং সমিতানাং মহাত্মনাম্ ॥ ২০
অথ কালস্য পর্যায়ে বৃদ্ধো নৃপতিসত্তমঃ।
সম্ভারানভিষেকার্থং কারয়ামাস শাশ্বতঃ ॥ ২১
কারয়ামাস সর্বাণি মঙ্গলানি বিধানি চ বিদুঃ।
তং ব্রাহ্মণাশ্চ বৃদ্ধাশ্চ পৌরজানপদৈঃ সহ ॥

যাঁর বলে এরূপ মোহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, তিনি নিজের পিতার আদেশও মানিতেন না। অপরাজিত বীর যদু নিজ ভ্রাতৃগণকে এবং পিতাকেও অপমান করিতেন। ৮

চারি সমুদ্রের অন্তর্বর্তী পৃথিবীতলে যদুই সর্বাপেক্ষা অধিক বলবান্ ছিলেন। তিনি সমস্ত রাজাকে বশীভূত করিয়া হস্তিনাপুরে বাস করিতেছিলেন। ৯

গান্ধারীপুত্র একদিন যদুর পিতা নহুষনন্দন যযাতি কুপিত হইয়া যদুকে অভিশাপ দেন এবং রাজ্য হইতে চ্যুত করেন। ১০

নিজ বলের দর্পে দর্পিত যে সকল ভ্রাতা যদুর অনুসরণ করিত, যযাতি কুপিত হইয়া নিজের সেই সকল পুত্রকেও অভিশাপ প্রদান করিয়াছিলেন। ১১

তারপর নিজের বশবর্তী, আজ্ঞাপালক কনিষ্ঠপুত্র পুরুকে নৃপশ্রেষ্ঠ যযাতি রাজ্যে স্থাপিত করেন। ১২

এইভাবে দেখা যায়, জ্যেষ্ঠপুত্রও যদি অহঙ্কারী হয়, তবে তাহারও রাজ্যপ্রাপ্তি হয় না এবং কনিষ্ঠপুত্রও যদি বৃদ্ধগণের সেবায় নিরত থাকে, তবে সে-ও রাজ্যলাভের অধিকারী হইয়া থাকে। ১৩

এইরূপ আমার পিতার পিতামহ রাজা প্রতীপ সকল ধর্ম-বিষয়েই অভিজ্ঞ এবং ত্রিলোকমধ্যে বিখ্যাত ছিলেন। ১৪

ধর্মানুসারে রাজ্যশাসন করিতে নৃপতিশ্রেষ্ঠ প্রতীপের তিন পুত্র জন্মগ্রহণ করিলেন। ইহারা সকলে দেবতাগণের ন্যায় বলশালী ও তেজস্বী ছিলেন। ১৫

হাত! এই তিনজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন দেবাপি। তাঁহার পরের রাজপুত্রদ্বয়ের নাম বাহ্লীক এবং প্রতীপের তৃতীয় পুত্র আমার পিতামহ শান্তনু। ১৬

নৃপশ্রেষ্ঠ দেবাপি মহাতেজস্বী হইলেও চর্মরোগে আক্রান্ত ছিলেন। তিনি ধার্মিক, সত্যবাদী, পিতৃসেবায় নিরত, সৎপুরুষ-গণকর্তৃক সম্মানিত এবং নগর ও জনপদবাসী ব্যক্তিদিগের আদরণীয় ছিলেন। বালক হইতে আরম্ভ করিয়া বৃদ্ধগণ পর্যন্ত সকলেই দেবাপিকে হৃদয় দিয়া ভালবাসিত। ১৭-১৮

তিনি উদার, সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং সমস্ত প্রাণিগণের হিতে আসক্ত ছিলেন। পিতা ও ব্রাহ্মণদিগের আদেশানুসারে কার্য করিতেন। ১৯

তিনি বাহ্লীক ও মহাত্মা শান্তনুর প্রিয় ভ্রাতা ছিলেন। একত্রে সংগঠিত এই মহাত্মাগণের পরস্পর সৌভ্রাত্র অধিক ছিল। ২০

তারপর কিছুকাল অতিবাহিত হইলে বৃদ্ধ নৃপশ্রেষ্ঠ প্রতীপ শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে রাজ্যাভিষেকের জন্য দ্রব্যসমূহ সংগ্রহ করিলেন। ২১

তিনি দেবাপির অভিষেকের জন্য সমস্ত আবশ্যক কৃত্য সম্পন্ন করাইলেন। কিন্তু সেই সময় ব্রাহ্মণ ও বৃদ্ধগণ এবং নগর ও

সর্বে নিবারয়ামাসুর্দেবাপেরভিষেচনম্ ॥ ২২
স তচ্ছ্রুত্বা তু নৃপতিরভিষেকনিবারণম্।
অজকঠোঽভবদ্ রাজা পর্যশোচত চাত্মজম্ ॥ ২৩
এবং বদান্যো ধর্মজ্ঞঃ সত্যসন্ধশ্চ সোঽভবৎ।
প্রিয়ঃ প্রজানামপি সংক্ষয়দোষেণ প্রদূষিতঃ ॥ ২৪
হীনাঙ্গং পৃথিবীপালং নাভিনন্দন্তি দেবতাঃ।
ইতি কৃত্বা নৃপশ্রেষ্ঠং প্রত্যষেধন্ দ্বিজর্ষভাঃ ॥ ২৫
ততঃ প্রব্যথিতাদ্দোঽসৌ পুত্রশোকসমন্বিতঃ।
নিবারিতং নৃপং দৃষ্ট্বা দেবাপি সংশ্রিতো বনম্ ॥ ২৬
বাহ্লীকো মাতুলকুলং ত্যক্ত্বা রাজ্যং সমাশ্রিতঃ।
পিতৃ-ভ্রাতৄন্ পরিত্যজ্য প্রাপ্তবান্ পরমদ্বিষম্ ॥ ২৭
বাহ্লীকেন ত্বনুজ্ঞাতঃ শান্তনুর্লোকবিশ্রুতঃ।
পিতর্যুপরতে রাজন্ রাজা রাজ্যমকারয়ৎ ॥ ২৮
তথৈবাহং মতিমতা পরিচিন্ত্যেহ পাণ্ডুনা।
জ্যেষ্ঠঃ প্রব্রাজিতো রাজ্যাদ্যোনাঙ্গ ইতি ভারত ॥ ২৯

পাণ্ডুস্তু রাজ্যং সম্প্রাপ্তঃ কনীয়ানপি সন্ নৃপঃ।
বিনাশে তস্য পুত্রাণামিদং রাজ্যমরিন্দম ॥ ৩০
মধ্যভাগিনি রাজ্যায় কথং ত্বং রাজ্যমিচ্ছসি।
অরাজপুত্রো হ্যস্বামী পরস্বং হর্তুমিচ্ছসি ॥ ৩১
যুধিষ্ঠিরো রাজপুত্রো মহাত্মা
ন্যায়াগতং রাজ্যমিদঞ্চ তস্য।
স কৌরবস্যাস্য কুলস্য ভর্তা
প্রশাসিতা চৈব মহানুভাবঃ ॥ ৩২
স সত্যসন্ধঃ স তথাপ্রমত্তঃ
শাস্ত্রে স্থিতো বন্ধুজনস্য সাধুঃ।
প্রিয়ঃ প্রজানাং সুহৃদাং কৃপালুঃ
জিতেন্দ্রিয়ঃ সাধুজনস্য ভর্তা ॥ ৩৩
ক্ষমা তিতিক্ষা দম আর্জবঞ্চ
সত্যব্রতত্বং শ্রুতমপ্রমাদঃ।
ভূতানুকম্পা হ্যনুশাসনঞ্চ
যুধিষ্ঠিরে রাজগুণাঃ সমস্তাঃ ॥ ৩৪

বনবাসীরা সকলে একমতে আমার এই রাজ্যাভিষেক নিষেধ করিলেন ॥ ২২

এই রাজ্যাভিষেক বন্ধের কথা শুনিয়া রাজা প্রতীপের কণ্ঠ অশ্রুতে রুদ্ধ হইয়া যাইল। তিনি নিজ পুত্রের জন্য শোক করিতে লাগিলেন ॥ ২৩

যদিও দেবাপি উদার, বদান্য, সত্যপ্রতিজ্ঞ ও প্রজাগণের অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন, তথাপি চর্মরোগের জন্য তিনি দূষিত হইয়া পড়িলেন ॥ ২৪

যদি রাজা যে কোন অঙ্গহীন হইয়া থাকেন, তবে সেই রাজাকে দেবতাগণ অভিনন্দনজ্ঞাপন করেন না, সেইজন্য শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ নৃপোত্তম প্রতীপকে দেবাপির রাজ্যাভিষেক করিতে নিষেধ করিলেন ॥ ২৫

ইহাতে রাজা অত্যন্ত ব্যথিত হইলেন। তিনি পুত্রের জন্য তখন শোকপ্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাজা প্রতীপকে নিবারিত হইতে দেখিয়া দেবাপি বনে গমন করিলেন ॥ ২৬

বাহ্লীক পরম সমৃদ্ধিশালী রাজা, পিতা প্রতীপ ও ভ্রাতা শান্তনুকে ত্যাগ করিয়া মাতুলালয়ে চলিয়া যাইলেন ॥ ২৭

রাজন্! তারপর পিতার মৃত্যু হইলে বাহ্লীকের অনুমতি লইয়া লোকবিখ্যাত রাজা শান্তনু রাজ্যশাসন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

ভারত! এরূপে আমিও অঙ্গহীন ছিলাম; সেইজন্য জ্যেষ্ঠ হইয়াও রাজা হইবার সম্ভাবনা না থাকায় বুদ্ধিমান্ পাণ্ডু ও প্রজাগণের দ্বারা আমি রাজ্যচ্যুত হইলাম ॥ ২৯

পাণ্ডু কনিষ্ঠ হইয়াও রাজ্যলাভ করিল এবং সে একজন শ্রেষ্ঠ নরপতি ছিল। শত্রুদমন দুর্যোধন! পাণ্ডুর মৃত্যুর পর তাহার পুত্রগণের এই রাজ্য হইবে ॥ ৩০

আমি ত' রাজ্যের অধিকারীই ছিলাম না, সুতরাং তুমি কিরূপে রাজা লইতে ইচ্ছা করিতেছ? যে রাজার পুত্র নয়, সে সেই রাজ্যের পতি কিভাবে হইতে পারে? তুমি পরের ধন হরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ ॥ ৩১

মহাত্মা যুধিষ্ঠির রাজার পুত্র, অতএব ন্যায়ানুসারে প্রাপ্ত এই রাজ্যে তাহারই অধিকার আছে। সে-ই মহানুভব যুধিষ্ঠিরই এই কৌরবকুলের ভরণ-পোষণকারী এবং শাসক ॥ ৩২

সে সত্যপ্রতিজ্ঞ ও অপ্রমত্ত (সাবধানচিত্ত)। সে শাস্ত্রের অনুশাসন মানিয়া চলে এবং ভ্রাতা ও বন্ধুজনের উপর সদা সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ রাখে। যুধিষ্ঠিরের উপর প্রজাগণেরও অতিশয় প্রীতি আছে। সে সুহৃদ্‌বর্গের উপর সর্বদা কৃপা করে, সে জিতেন্দ্রিয় ও সজ্জনপরিপালক ॥ ৩৩

ক্ষমা, সহনশীলতা, ইন্দ্রিয়সংযম, সরলতা, সত্যপরায়ণতা, শাস্ত্রজ্ঞান, প্রমাদহীনতা, সকল প্রাণীর উপর দয়াভাব এবং শুশ্রূষা

অরাজপুত্রস্বমনার্য্যবৃত্তো
দুষ্টঃ সদা বন্ধুষু পাপবুদ্ধিঃ।
ক্রমাগতং রাজ্যমিদং পরেষাং
হর্ত্তুং কথং শক্ষ্যসি দুর্বিনীত ॥ ৩৫
প্রযচ্ছ রাজ্যার্দ্ধমপেতমোহঃ
সবাহনং বং সপরিচ্ছদঞ্চ।
ততোঽবশেষং তব জীবিতস্য
সহানুজস্যৈব ভবেন্নরেন্দ্র ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্ব্বণি ভগবদ্‌যানপর্ব্বণি ধৃতরাষ্ট্রবাক্যকথনে
একোনপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪৯

জনগণের অনুশাসনে স্থির থাকা প্রভৃতি রাজোচিত গুণ যুধিষ্ঠিরে বিদ্যমান আছে ॥ ৩৪

তুমি রাজার পুত্র নও। তোমার ব্যবহারও দুষ্টের মত। তুমি অত্যন্ত লোভী এবং বন্ধু-বান্ধবগণের প্রতিও পাপপূর্ণ বুদ্ধি-সম্পন্ন। অরে দুর্বিনীত! এই পরম্পরাগত রাজ্য অপরের, তুমি কিরূপে ইহাকে অপহরণ করিতে সমর্থ হইবে? ৩৫

নরেন্দ্র! তুমি মোহ পরিহার করিয়া বাহন ও অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রীসহ (ন্যূনপক্ষে) অর্দ্ধরাজ্য পাণ্ডবগণকে প্রদান কর। তাহাতে অনুজ ভ্রাতৃবর্গের সহিত তোমার জীবন অবশিষ্ট থাকিবে ॥ ৩৬

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত দিগ্বিজয়কালপর্ব্বে ধৃতরাষ্ট্রবাক্য-
কথনবিষয়ক একোনপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবান্ প্রতি সাম-দান-ভেদনীতিপ্রয়োগসাফল্যং দৃষ্ট্বা শ্রীকৃষ্ণস্যাতঃপরং দণ্ডনীতিপ্রয়োগে দৃঢ়াভিনিবেশজ্ঞাপনম্।]

বাসুদেব উবাচ।
এবমুক্তে তু ভীষ্মেণ দ্রোণেন বিদুরেণ চ।
গান্ধার্য্যা ধৃতরাষ্ট্রেণ ন বৈ মন্দোঽভ্যপদ্যত ॥ ১
অবধূয়োত্থিতো মন্দঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
অন্বদ্রবন্ত তং পশ্চাদ্ রাজানস্ত্যক্তজীবিতাঃ ॥ ২
আজ্ঞাপয়চ্চ রাজন্যান্ পার্থিবান্ নষ্টচেতসঃ।
প্রয়াধ্বং বৈ কুরুক্ষেত্রং পুষ্যোঽস্তেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৩
ততস্তে পৃথিবীপালাঃ প্রযযুঃ সহসৈনিকাঃ।
ভীষ্মং সেনাপতিং কৃত্বা সজ্ঞাঃ কালচোদিতাঃ ॥ ৪
অক্ষৌহিণ্যো দশৈকা চ কৌরবাণাং সমাগতাঃ।
তাসাং প্রমুখতো ভীষ্মস্তালকেতুর্ব্যরোচত ॥ ৫
যদত্র যুদ্ধং প্রাপ্তঞ্চ তন্ নিবোধ বিশাম্পতে।
উক্তং ভীষ্মেণ যদ্ রাজ্ঞা দ্রোণেন বিদুরেণ চ ॥ ৬
গান্ধার্য্যা ধৃতরাষ্ট্রেণ সমক্ষং মম ভারত।
এতত্তে কথিতং রাজন্ যন্ন যুদ্ধং কুরুক্ষয়ে ॥ ৭

পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[কৌরবগণের উপর সাম, দান ও ভেদনীতি প্রয়োগ সফল হইতে না দেখিয়া শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক অতঃপর দণ্ডনীতি প্রয়োগবিষয়ে দৃঢ় অভিমত জ্ঞাপন।]

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—রাজন্! ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র এই কথা বলিলেও মন্দমতি দুর্য্যোধনের অল্পমাত্রও সম্বিৎ হইল না ॥ ১

সেই মূর্খ ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া ইঁহাদের সকলকে অবজ্ঞা করত সভা হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। তাহার পশ্চাতে অন্য সব রাজারাও নিজেদের জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া সভা হইতে উঠিয়া যাইল ॥ ২

জানিতে পারিলাম যে, দুর্য্যোধন সেই সব বিবেকহীন রাজাকে এই আদেশ প্রদান করিতে লাগিল—তোমরা সকলে কুরুক্ষেত্রে চল। আজ পুষ্য নক্ষত্র আছে। ৩

তারপর সেই সমস্ত ভূপতিগণ কালপ্রেরিত হইয়া ভীষ্মকে সেনাপতি করত অতিশয় হর্ষের সহিত সৈন্যের প্রস্থান করিল ॥ ৪

কৌরবগণের একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য একত্র সমবেত হইয়াছে। তাহাদের সকলের প্রধান হইলেন—ভীষ্ম, যিনি স্বীয় তালধ্বজে সুশোভিত আছেন ॥ ৫

প্রজানাথ! এখন আপনারও যাহা উচিত বলিয়া মনে হইবে, তাহাই করুন। ভারত! কৌরবসভায় ভীষ্ম, দ্রোণ, বিদুর, গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্র আমার সম্মুখে যে সমস্ত কথা বলিয়াছিলেন, তৎ সমস্তই আমি আপনাকে শুনাইলাম। রাজন্! ইহাই হইল কৌরবসভার প্রকৃত বৃত্তান্ত ॥ ৬-৭

সাম্যমাদৌ প্রযুক্তং মে রাজন্ সৌভ্রাত্রমিচ্ছতা।
অভেদায়াস্য বংশস্য প্রজানাঞ্চ বিবৃদ্ধয়ে ॥ ৮

পুনর্ভেদশ্চ মে যুক্তো যদা সাম ন গৃহ্যতে।
কর্মানুকীর্তনং চৈব দেব-মানুষসংহিতম্ ॥ ৯

যদা নাত্রিয়তে বাক্যং সামপূর্বং সুযোধনঃ।
তদা মন্যা সমানীয় ভেদিতাঃ সর্বপার্থিবাঃ ॥ ১০

অদ্ভুতানি চ ঘোরাণি দারুণানি চ ভারত।
অমানুষাণি কর্মাণি দর্শিতানি ময়া বিভো ॥ ১১

নির্ভর্ৎসয়িত্বা রাজভ্যস্তূষ্ণীকৃত্য সুযোধনম্।
রাজ্ঞশ্চ ভীষয়িত্বা চ সৌবলঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ১২

দৃষ্ট্বতো ধার্তরাষ্ট্রাণাং নিন্দাং কৃত্বা তথা পুনঃ।
ভেদয়িত্বা নৃপান্ সর্বান্ বাগভির্মধুরেণ চাসকৃৎ ॥ ১৩

পুনঃ সামাভিসংযুক্তং সম্প্রদানমথাক্রবম্।
অভেদাৎ কুরুবংশস্য কাম্যযোগাৎ তথৈব চ ॥ ১৪

তে শূরা ধৃতরাষ্ট্রস্য ভীষ্মস্য বিদুরস্য চ।
তিষ্ঠেয়ুঃ পাণ্ডবাঃ সর্বে ত্বিয়া মানমধশ্চরাঃ ॥ ১৫

প্রযচ্ছন্তু চ তে রাজ্যমনীশাস্তে ভবন্তু চ।
যথাহ রাজা গাঙ্গেয়ো বিদুরশ্চ হিতং তব ॥ ১৬

সর্বং ভবতু তে রাজ্যং পঞ্চ গ্রামান্ বিসর্জয়।
অবশ্যং ভরণীয়া হি পিতুস্তে রাজসত্তম ॥ ১৭

এবমুক্তোঽপি দুষ্টাত্মা নৈব ভাগং ব্যমুঞ্চত।
দণ্ডং চতুর্থং পঞ্চাসি তেষু পাপেষু নাস্তথা ॥ ১৮

নির্ঘাতাংশ্চ বিনাশায় কুরুক্ষেত্রং নরাধিপাঃ।
এতৎ তে কথিতং রাজন্ যদ্বৃত্তং কুরুসংসদি ॥ ১৯

ন তে রাজ্যং প্রযচ্ছন্তি বিনা যুদ্ধেন পাণ্ডব।
বিনাশহেতবঃ সর্বে প্রত্যুপস্থিতমৃত্যবঃ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি ভগবদ্যানপর্বণি কৃষ্ণবাক্যে
পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫০

রাজন্! আমি সকল ভ্রাতৃগণের মধ্যে উত্তম বন্ধুজনোচিত সদ্ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার ইচ্ছায় প্রথমে সামনীতির প্রয়োগ করি, যাহাতে এই বংশে বিভেদ সৃষ্টি না হয় ও প্রজাগণের নিরন্তর উন্নতি হইতে থাকে। ৮

যখন তাহারা সামনীতি গ্রহণ করিল না, তখন আমি পুনরায় ভেদনীতির প্রয়োগ করিলাম। পাণ্ডবগণের দেব-মানুষোচিত কর্মাবলির কথা বারংবার বর্ণনা করিলাম। ৯

যখন আমি দেখিলাম যে, সুযোধন আমার সান্ত্বনাপূর্ণ বাক্য সমাদর করিল না, তখন সমস্ত রাজাকে আহ্বান করিয়া আনিয়া বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা করিলাম। ১০

ভারত! সেখানে অতিশয় অদ্ভুত, ভয়ঙ্কর, নিষ্ঠুর ও অমানুষিক কর্মসমূহ প্রদর্শন করিলাম। ১১

সমস্ত রাজগণকে ভর্ৎসনা করিয়া দুর্যোধনকে তৃণের মত গণ্য করত রাধানন্দন কর্ণ ও সুবলপুত্র শকুনিকে পুনঃ পুনঃ তয় দেখাইয়া পাশাখেলার বিষয়ে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগকে বার বার নিন্দা করত তথা মন্ত্রণাদ্বারা সকল রাজার মনে বহুবার ভেদভাব উৎপন্ন করিবার পর সামনীতিপূর্ণ দানের কথা বলিলাম, যাহাতে কুরুবংশের মধ্যে একতা বিদ্যমান থাকে এবং অভীষ্ট কার্যও সিদ্ধ হয়। ১২-১৪

আমি বলিলাম—নৃপশ্রেষ্ঠ! যদিও পাণ্ডবগণ সৌর্যশালী বীর, তথাপি তাহারা সকল অভিমান ত্যাগ করিয়া ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের নিম্নে অবস্থান করিতে প্রস্তুত আছে। ১৫

তাহারা বীর রাজ্যও তোমাদের প্রদান করিবে এবং সর্বদা তোমাদের অধীন হইয়া থাকিবে। রাজা ধৃতরাষ্ট্র, মহামনা ভীষ্ম ও বিদুর তোমাদের হিতের জন্য যাহা বলিয়াছেন, উহা পালন কর। ১৬

সম্পূর্ণ রাজ্য তোমার হউক। তুমি কেবল পাণ্ডবগণকে পাঁচটি গ্রাম প্রদান কর; কারণ, ইহাদিগকে ভরণ-পোষণ করা তোমার পিতার একান্ত কর্তব্য। ১৭

আমি এই কথা বলিলেও সেই দুষ্টাত্মা দুর্যোধন রাজ্যের কোন ভাগই আপনাদের জন্য প্রদান করিতে স্বীকার করিল না। সুতরাং এখন আমি ঐ পাপীর উপর চতুর্থ উপায় দণ্ডনীতির প্রয়োগকেই আবশ্যক বলিয়া মনে করি, অন্যথায় তাহাদিগকে সৎপথে আনা সম্ভব হইবে না। ১৮

নরপতিগণ নিজেদের বিনাশের জন্য কুরুক্ষেত্র অভিমুখে প্রস্থান করিয়াছে। রাজন্! কৌরব-সভায় যাহা বিদ্যু হইয়াছিল, তৎ সমস্ত বৃত্তান্তই আমি আপনাকে বলিলাম। ১৯

পাণ্ডুনন্দন! কৌরবগণ বিনা যুদ্ধে আপনাদিগকে রাজ্য প্রদান করিবে না। তাহাদের বিনাশের সমস্ত কারণ উপস্থিত হইয়াছে এবং মৃত্যুকালও সমাগত হইয়াছে। ২০

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত শ্রীভগবদ্যানপর্বে শ্রীকৃষ্ণ-বাক্যবিষয়ক পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(সৈন্যনির্য্যাণপর্ব্ব ।)

একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ।

[পাণ্ডবপক্ষীয়সেনাপতীনাং নামোল্লেখঃ, পাণ্ডবসেনানাং কুরুক্ষেত্রে প্রবেশশ্চ ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

জনার্দনবচঃ শ্রুত্বা ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ ।
ভ্রাতৄনুবাচ ধর্মাত্মা সমক্ষং কেশবস্য হ ॥ ১
শ্রুতং ভবদ্ভির্যদ্ উক্তং সভায়াং কুরুসংসদি ।
কেশবস্যাপি যদ্ বাক্যং তৎ সর্বমবধারিতম্ ॥ ২
তস্মাৎ সেনাবিভাগং মে কুরুধ্বং নরসত্তমাঃ ।
অক্ষৌহিণ্যশ্চ সপ্তেতাঃ সমেতা বিজয়ায় বৈ ॥ ৩
তাসাং যে পতয়ঃ সপ্ত বিখ্যাতাস্তান্ নিবোধত ।
দ্রুপদশ্চ বিরাটশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্ন-শিখণ্ডিনৌ ॥ ৪
সাত্যকিশ্চেকিতানশ্চ ভীমসেনশ্চ বীর্যবান্ ।
এতে সেনাপ্রণেতারো বীরাঃ সর্বে তনুত্যজঃ ॥ ৫
সর্বে বেদবিদঃ শূরাঃ সর্বে সুচরিতব্রতাঃ ।
হ্রীমন্তো নীতিমন্তশ্চ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৬
ইষ্বস্ত্রকুশলাঃ সর্বে তথা সর্বাস্ত্রযোধিনঃ ।
সপ্তানামপি যো নেতা সেনানাং প্রবিভাগবিৎ ॥ ৭
যঃ সহেত রণে ভীষ্মং শরার্চিঃ পাবকোপমম্ ।
তং তাবৎ সহদেবাত্র প্রব্রূহি কুরুনন্দন ।
যমতঃ পুরুষব্যাঘ্র কো ন সেনাপতিঃ ক্ষমঃ ॥ ৮

সহদেব উবাচ ।

সংযুক্ত একদুঃখশ্চ যৌগপদ্যাচ্চ মহীপতিঃ ।
যং সমাশ্রিত্য ধর্মজ্ঞঃ স্বমংশমনুযুঙ্ক্ষতে ॥ ৯
মৎস্যো বিরাটো বলবান্ কৃতাস্ত্রো যুদ্ধদুর্মদঃ ।
প্রসহিষ্যতি সংগ্রামে ভীষ্মং তাংশ্চ মহারথান্ ॥ ১০

বৈশম্পায়ন উবাচ ।

তথোক্তে সহদেবেন রাজ্ঞো বাক্যবিশারদঃ ।
নকুলোঽনন্তরং তস্মিন্ বচনমাহবে ॥ ১১

(সৈন্যনির্য্যাণ পর্ব্ব)

একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবপক্ষের সেনাপতিগণের নাম উল্লেখ ও পাণ্ডবসেনার কুরুক্ষেত্রে প্রবেশ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য শ্রবণ করিয়া ধর্মাত্মা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির কেশবের সম্মুখেই নিজ ভ্রাতৃগণকে বলিলেন। ১

কৌরবসভায় যে সমস্ত কথা সংঘটিত হইয়াছিল, তৎসমস্তই তোমরা শ্রবণ করিলে। সুতরাং এ বিষয়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন, উহারও মর্ম তোমরা বুঝিলে। ২

নরশ্রেষ্ঠ বীরগণ! অতএব এখন তোমরা নিজ সৈন্যগণকে যুদ্ধার্থে বিভাগ কর। এখানে সাত অক্ষৌহিণী সৈন্য একত্র হইয়াছে, যাহারা অবশ্যই আমাদের বিজয়লাভ করাইবে। ৩

এই সাত অক্ষৌহিণী সৈন্যের মধ্যে যে বিখ্যাত সাত সেনাপতি হইবেন, তাঁহাদের নাম আমি বলিতেছি। দ্রুপদ, বিরাট, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, সাত্যকি, চেকিতান ও মহাপরাক্রমী ভীমসেন। এই সমস্ত বীরই আমাদের জন্য নিজ নিজ শরীরও ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছেন। অতএব ইঁহারাই পাণ্ডবসৈন্যের সঞ্চালক হইবেন। ৪-৫

ইঁহারা সকলে বেদজ্ঞ, লৌকাচারী বীর, উত্তম ব্রতপালনকারী, লজ্জাশীল, নীতিজ্ঞ ও যুদ্ধবিষয়ে বিশেষজ্ঞ। ৬

ইঁহারা সকলে ধনুর্বিদ্যায় অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ও সর্বপ্রকার অস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ করিতে সমর্থ। এখন ইহা বিচার করিতে হইবে যে, এই সপ্ত সেনাপতির নেতা কে হইবেন? যিনি সর্বপ্রকার সৈন্য বিভাগ করিতে সমর্থ ও যুদ্ধে রাশিকৃত শিখাসমূহে প্রজ্বলিত অগ্নিতুল্য তেজস্বী ভীষ্মের আক্রমণ সহ্য করিতে পারিবেন। পুরুষশ্রেষ্ঠ কুরুনন্দন সহদেব! প্রথমে তুমি তোমার অভিমত প্রকাশ কর যে, আমাদের প্রধান সেনাপতি কে হইবেন? ৭-৮

সহদেব বলিলেন,—যিনি আমাদের সহিত সম্বন্ধযুক্ত, দুঃখের সময় আমাদের সহিত এক হইয়া অবস্থানকারী (সমদুঃখভাগী), এবং পরাক্রমশালী নৃপতি, যে ধর্মজ্ঞের আশ্রয় লইয়া আমরা আমাদের রাজ্যভাগ লাভ করিতে সমর্থ হইব, যিনি বলবান্, অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ এবং যুদ্ধে উদ্যত হইয়া অস্ত্র প্রহার করিতে কুশলী, সেই মৎস্যদেশাধিপতি বিরাট সংগ্রামস্থলে ভীষ্ম ও অন্যান্য মহারথিগণের আক্রমণ সর্বপ্রকারে সহ্য করিতে পারিবেন। ৯-১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! সহদেব এইরূপ বলিলে যুধিষ্ঠিরের অভিমত কথনবিষয়ে বচনকুশল নকুল তাহার পর বলিলেন। ১১

বয়সা শাস্ত্রতো ধৈর্য্যাৎ কুলেনাভিজনেন চ।
শ্রীমান্ বলাদ্বিতঃ শ্রীমান্ সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ ॥ ১১
বেদ চাস্ত্রং ভরদ্বাজাদ্ দুর্ধর্ষঃ সত্যসঙ্গরঃ।
যো নিত্যং স্পর্ধতে দ্রোণং ভীষ্মং চৈব মহাবলম্ ॥ ১৩
শ্লাঘ্যঃ পার্থিববংশস্য প্রমুখে বাহিনীপতিঃ।
পুত্র-পৌত্রৈঃ পরিবৃতঃ শতশাখ ইব দ্রুমঃ ॥১৪
যস্তপ্তাপ তপো ঘোরং সদারঃ পৃথিবীপতিঃ।
রোষাদ্ দ্রোণবিনাশায় বীরঃ সমিতিশোভনঃ ॥ ১৫
পিতেবাস্মান্ সমাধত্তে যঃ সদা পার্থিবর্ষভঃ।
যতরোক্তিরূপদোহস্মাকং সেনাগ্রং স প্রকর্ষতু ॥ ১৬
স দ্রোণ-ভীষ্মাবাত্মানৌ সহেদিতি মতির্মম।
স হি দিব্যাস্ত্রবিদ্ রাজা সখা চাঙ্গিরসো নৃপঃ ॥ ১৭
মাদ্রীসুতাভ্যামুক্তে তু বচনে কুরুনন্দনঃ।
বাসবির্বাসবসমঃ সর্বাসাচ্যব্রবীদ্ বচঃ ॥ ১৮
যোঽয়ং তপঃপ্রভাবেণ ঋষিসঙ্ঘোষণেন চ।
দিব্যঃ পুরুষ উৎপন্নো জ্বালাবর্ণো মহাভুজঃ ॥ ১৯
ধনুষ্মান্ কবচী খড়্গী রথমাস্থায় রংশিতঃ।
দিব্যৈর্হয়বরৈর্যুক্তমগ্নিকুণ্ডাৎ সমুত্থিতঃ ॥ ২০
গর্জন্নিব মহামেঘো রথঘোষেণ বীর্যবান্।
সিংহসংহননো বীরঃ সিংহতুল্যপরাক্রমঃ ॥ ২১
সিংহোরস্কঃ সিংহভুজঃ সিংহবক্ষা মহাবলঃ।
সিংহপ্রগর্জনো বীরঃ সিংহস্কন্ধো মহাদ্যুতিঃ ॥ ২২
সুজ্ঞঃ সুদংষ্ট্রঃ সুহনুঃ সুবাহুঃ সুমুখোঽক্ষঃ।
সুজত্রুঃ সুবিশালাক্ষঃ সুপাদঃ সুপ্রতিষ্ঠিতঃ ॥ ২৩
অভেদ্যঃ সর্বশস্ত্রাণাং প্রভিন্ন ইব বারণঃ।
জজ্ঞে দ্রোণবিনাশায় সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ ॥ ২৪
ধৃষ্টদ্যুম্নমহং মন্যে সহেদ্ ভীষ্মস্য সায়কান্।
বজ্রাশনিসমস্পর্শান্ দীপ্তাস্যোরগানিব ॥ ২৫
বনদ্রুতসমান্ বেগে নিপাতে পাবকোপমান্।
রামেণাজৌ বিষহিতান্ হৃদয়িস্পন্দনাকৃতান্ ॥ ২৬

যিনি বয়স, শাস্ত্রজ্ঞান, ধৈর্য, কুল ও অভিজনসমূহ সর্বপ্রকার দৃষ্টিতেই সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যাঁহার মধ্যে লজ্জা, বল ও শ্রী এই তিনটিই বিদ্যমান আছে, যিনি শস্ত্রবিদ্যার জ্ঞানে প্রবীণ, যিনি মহর্ষি ভরদ্বাজের নিকট হইতে অস্ত্রবিদ্যা লাভ করিয়াছেন, যিনি সত্যপ্রতিজ্ঞ এবং দুর্ধর্ষ যোদ্ধা, যিনি মহাবল ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্যের সহিত সর্বদা স্পর্ধা করিবার ক্ষমতা রাখেন, যিনি সকল রাজারই প্রশংসার পাত্র, যুদ্ধের সম্মুখভাগে থাকিয়া সমস্ত সৈন্যদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ, যিনি পুত্র ও পৌত্রে পরিবৃত থাকায় যিনি শত শত শাখাসমূহে শোভিত বৃক্ষের ন্যায় শোভা-প্রাপ্ত হন, যে মহারাজ রোষবশতঃ দ্রোণাচার্যের বিনাশের জন্য পত্নীর সহিত ঘোর তপস্যা করিয়াছেন, যিনি সংগ্রামভূমিতে শোভাসম্পন্ন সুবীর এবং আমাদিগকে পিতার ন্যায় স্নেহ করেন, সেই কৃপাশিরোমণি আমাদের সত্তরমহাশয় কৃপই প্রধান সেনাপতি হইয়া আমাদের সৈন্যের অগ্রভাগ সঞ্চালন করিবেন। আমার বিচারে রাজা কৃপই যুদ্ধের জন্য সম্মুখে আগত দ্রোণাচার্য ও পিতামহ ভীষ্মের সম্মুখীন হইবার যোগ্য ব্যক্তি; কারণ, তিনি দিব্যাস্ত্রসমূহের জ্ঞাতা ও দ্রোণাচার্যের সখা ॥ ১২-১৭

মাদ্রীনন্দন নকুল এইভাবে নিজের অভিমত প্রকাশ করিবার পর কুরুকুলের আনন্দবর্ধন ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী ইন্দ্রসুত ধনঞ্জয় এই প্রকার বলিলেন ॥ ১৮

যিনি অগ্নিশিখাসদৃশ কান্তিমান্, যে মহাতেজ বীর বীয় পিতার তপস্যার প্রভাবে ও মহর্ষিগণের কৃপাপ্রসাদে উৎপন্ন দিব্য পুরুষ, যিনি অগ্নিকুণ্ড হইতে কবচ, খড়্গ ও ধনুর্বাণ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন এবং তৎকালীনই দিব্য ও উত্তম অশ্বে যোজিত রথে আরোহণ করিয়া যাঁহাকে যুদ্ধের জন্য সুসজ্জিত দেখা গিয়াছে, যে পরাক্রমশালী বীর নিজ রথের ধ্বনিতে মহামেঘের গর্জনকেও তুচ্ছ করিয়া দেন, যাঁহার শারীরিক গঠনপ্রণালী, পরাক্রম, স্কন্ধ, বক্ষঃস্থল, বাহু, হনু ও গর্দান সবই সিংহসদৃশ, যিনি মহাবলশালী, অত্যন্ত তেজস্বী ও মহাবীর, যাঁহার ভ্রূ, দন্তপঙ্‌ক্তি, গ্রীবা, বাহু ও মুখ অতিশয় সুন্দর, যিনি ছোট-পুষ্ট, যাঁহার গলদেশের ভঙ্গিমা মনোজ্ঞ, যাঁহার নেত্র বিশাল, চরণ পরম মনোহর, কোন অঙ্গেই যাঁহাকে ভেদ করিতে পারা যায় না, যিনি মদধারাবাহী গজরাজের ন্যায় পরাক্রমী বীর, দ্রোণাচার্যের বিনাশের জন্য যিনি উৎপন্ন হইয়াছেন, যিনি সত্যবাদী ও জিতেন্দ্রিয়, সেই ধৃষ্টদ্যুম্নকেই আমি প্রধান সেনাপতিপদে বরণ করিবার যোগ্য বলিয়া মনে করি। পিতামহ ভীষ্মের বাণ প্রজ্বলিত মুখবিশিষ্ট সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর, এই বাণের স্পর্শও বজ্রসদৃশ দুঃসহ; সুতরাং বীর ধৃষ্টদ্যুম্নই সেই বাণসমূহের আঘাত সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ১৯-২৫

পিতামহ ভীষ্মের বাণ আঘাত করিবার জন্য নিক্ষিপ্ত হইলে উহা অগ্নিতুল্য তেজস্বী ও বজ্রসদৃশগণের ন্যায় প্রাণসংহারকারী হয়। যুদ্ধে বজ্রতুল্য গম্ভীর শব্দকারী ঐ বাণসমূহের প্রহার

পুরুষং তং ন পশ্যামি যঃ সহেত মহাব্রতম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নমৃতে রাজন্নিতি মে নাস্তি মতিঃ॥ ২৭
ক্ষিপ্রহস্তশ্চিত্রযোধী মতঃ সেনাপতির্মম।
অভেদ্যকবচঃ শ্রীমান্ যাতশ্চ ইব বৃষভঃ॥ ২৮

(বৈশম্পায়ন উবাচ।

অর্জুনেনৈবমুক্তে তু ভীমঃ বাক্যং সমাদদে।)

ভীমসেন উবাচ।

বধার্থং যঃ সমুৎপন্নঃ শিখণ্ডী দ্রুপদাত্মজঃ।
বদন্তি সিদ্ধা রাজেন্দ্র ঋষয়শ্চ সমাগতাঃ॥ ২৯
যস্য সংগ্রামমধ্যে তু দিব্যানস্ত্রাঃ প্রবর্তন্তে।
রূপং কৃত্বাস্তি পুরুষা রামস্যেব মহাত্মনঃ॥ ৩০
ন তং যুদ্ধে প্রপশ্যামি যো জিন্দ্যাৎ তু শিখণ্ডিনম্।
শস্ত্রেণ সমরে রাজন্ সন্নদ্ধঃ স্যন্দনে স্থিতম্॥ ৩১
দৈরথে সমরে নাস্তো ভীষ্মঃ শস্ত্রভৃতাং বরম্।
শিখণ্ডিনমৃতে বীরং স মে সেনাপতির্মতঃ॥ ৩২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

সর্বস্য জগতস্তাত সারাসারং বলাবলম্।
সর্বং জানাতি ধর্মাত্মা মতমেষাঞ্চ কেশবঃ॥ ৩৩
যমাহ কৃষ্ণো দাশার্হঃ সোঽস্তু নো সেনাপতির্মম।
কৃতাস্ত্রোঽপ্যকৃতাস্ত্রো বা বৃদ্ধো বা যদি বা যুবা॥ ৩৪
এষ নো বিজয়ে মূলমেষ তাত বিপর্যয়ে।
অত্র প্রাণাশ্চ রাজ্যঞ্চ ভাবাভাবৌ সুখাসুখে॥ ৩৫
এষ ধাতা বিধাতা চ সিদ্ধিরত্র প্রতিষ্ঠিতা॥
যমাহ কৃষ্ণো দাশার্হঃ সোঽস্তু নো বাহিনীপতিঃ॥ ৩৬
প্রবীতু বদতাং শ্রেষ্ঠো নিশা সমতিবর্ততে।
ততঃ সেনাপতিং কৃত্বা কৃষ্ণস্য বশবর্তিনঃ॥ ৩৭
রাত্রেঃ শেষে ব্যতিক্রান্তে প্রয়াস্যামো রণাজিরম্।
অধিবাসিতসর্বাশ্চ কৃতকৌতুকমঙ্গলাঃ॥ ৩৮

প্রথমে পরশুরামই সহ্য করিয়াছিলেন। রাজন্! আমি ধৃষ্টদ্যুম্ন ব্যতীত অন্য আর কাহাকেও দেখিতে পাইতেছি না, যিনি ভীষ্মের ব্রতধারী ভীষ্মের বেগ সহ্য করিতে সমর্থ হইবেন। এ বিষয়ে আমার ইহাই সিদ্ধান্ত। ২৬-২৭

যিনি দ্রুতভাব সহিত চতুরঙ্গবল বিনাশ করিতে পারেন, বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিতে নিপুণ, অভেদ্য কবচে সুসজ্জিত এবং বৃষপতি গজরাজের ন্যায় সুশোভিত, আমার মতিতে সেই ধৃষ্টদ্যুম্নই সেনাপতি হইবার যোগ্য। ২৮

(বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! অর্জুন এই কথা বলিলে পর ভীমসেন নিজের অভিমত প্রকাশের জন্য বলিলেন।) ভীমসেন বলিলেন,—রাজেন্দ্র! দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী সিদ্ধাগণ ভীষ্মকে বধ করিবার জন্য উৎপন্ন হইয়াছে। এই কথা এখানে উপস্থিত সিদ্ধ ও মহর্ষিগণ বলিয়াছেন। যুদ্ধে সে যখন নিজ দিব্যাস্ত্রসমূহ প্রকটিত করিতে থাকে, সেই সময় সকল লোকেই উহার স্বরূপ মহাত্মা পরশুরামের ন্যায় দেখিতে পায়। আমি এরূপ কোন বীরকে দেখিতে পাইতেছি না, যে এই শিখণ্ডীকে বধ করিতে সমর্থ হইবে। রাজন্! যখন মহাব্রতধারী ভীষ্ম রথে উপবেশন করত অস্ত্র-শস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া সম্মুখে অগ্রসর হইবেন, সেই সময় দ্বৈরথযুদ্ধে বীর শিখণ্ডী ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি যুদ্ধে তাঁহাকে নিহত করিতে পারিবে? অতএব আমার মতে শিখণ্ডীই প্রধান সেনাপতি হইবার যোগ্য। ২৯-৩২

যুধিষ্ঠির বলিলেন, তাত! সমস্তবল ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ সম্পূর্ণ জগতের সমস্ত সারাসার ও বলাবল জানেন এবং এবিষয়ে সমবেত নরপতিগণের যা কি মত তাহাও তাঁহার পূর্ণরূপে পরিচিত। ৩৩

অতএব দাশার্হকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ যাঁর নাম উল্লেখ করিবেন, তিনিই আমাদের প্রধান সেনাপতি হইবেন। তাহাতে তিনি অস্ত্রবিদ্যায় নিপুণ হউন বা না হউন এবং বৃদ্ধ হউন বা যুবক হউন। (আমরা সে বিষয়ে কোন চিন্তাই করিব না)। ৩৪

তাত! ইনিই আমাদের বিজয় অথবা পরাজয়ের মূল কারণ। আমাদের প্রাণ, রাজ্য, ভাব, অভাব, সুখ ও দুঃখ সবই ইহার উপর নির্ভর। ৩৫

ইনিই আমাদের সর্বময় কর্তা ও উপদেষ্টা। আমাদের সমস্ত কার্যের সিদ্ধি ইহারই উপর ন্যস্ত। অতএব শ্রীকৃষ্ণ যাঁহার নাম প্রস্তাব করিবেন, তিনিই আমাদের বিশাল সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক হইবেন। ৩৬

অতঃপর বক্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অভিমত ব্যক্ত করুন। এখন রাত্রি হইয়াছে। আমরা এখনই সেনাপতি নির্বাচন করিয়া রাত্রি অতিবাহিত করত অস্ত্র-শস্ত্রের অধিবাস (গন্ধাদি উপচারের দ্বারা পূজা), কৌতুক (রক্ষাবন্ধন প্রভৃতি) ও মঙ্গলকৃত্য (স্বস্তিবাচনাদি) করিবার পর শ্রীকৃষ্ণের অধীন হইয়া সমরাঙ্গণ অভিমুখে যাত্রা করিব। ৩৭-৩৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা ধর্মরাজস্য ধীমতঃ।
অব্রবীৎ পুণ্ডরীকাক্ষো ধনঞ্জয়মবেক্ষ্য হ ॥ ৩৯
যমাপ্যেতে মহারাজ ভবদ্ভির্য উদাহৃতাঃ।
নেতারস্তব সেনায়া মতা বিক্রান্তযোধিনঃ ॥ ৪০
সর্ব এব সমর্থা হি তব শত্রূং প্রবাধিতুম্।
ইত্রস্যাপি ভয়ং হেতে জনয়েয়ুর্মহাহবে ॥ ৪১
কিং পুনর্ধার্তরাষ্ট্রাণাং লুব্ধানাং পাপচেতসাম্।
ময়াপি হি মহাবাহো ত্বৎপ্রিয়ার্থং মহাহবে ॥ ৪২
কৃতো যত্নো মহাংস্তত্র শমঃ স্যাদিতি ভারত।
ধর্মস্তু গতমানৃণ্যং ন স্ম বাচ্যা বিবক্ষতাম্ ॥ ৪৩
কৃতাস্ত্রং মন্যতে বাল আত্মানমবিচক্ষণঃ।
ধার্তরাষ্ট্রো বলঞ্চৈব পশ্যত্যাত্মানমাতুরঃ ॥ ৪৪
যুজ্যতাং বাহিনী সাধু বৎসাধ্যা হি মে মতাঃ।
ন ধার্তরাষ্ট্রাঃ শক্ষ্যন্তি স্থাতুং দৃষ্ট্বা ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৪৫
ভীমসেনঞ্চ সংক্রুদ্ধং যমৌ চাপি যমোপমৌ।
যুযুধানদ্বিতীয়ঞ্চ দৃষ্টদ্যুম্নমমর্ষণম্ ॥ ৪৬
অভিমন্যুং দ্রৌপদেয়ান্ বিরাট-দ্রুপদাবপি।
অক্ষৌহিণীপতীংশ্চান্যান্ নরেন্দ্রান্ ভীমবিক্রমান্ ॥ ৪৭
সারবদ্ বলমস্মাকং দুষ্পধর্ষং দুরাসদম্।
ধার্তরাষ্ট্রং বলং সংখ্যে হনিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৪৮
দৃষ্টদ্যুম্নমহং মন্যে সেনাপতিমরিন্দম।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তে তু কৃষ্ণেন সম্প্রহৃষ্যন্নরোত্তমাঃ ॥ ৪৯
তেষাং প্রহৃষ্টমনসাং নাদঃ সমভবন্মহান্।
যোগ ইত্যথ সৈন্যানাং ত্বরতাং সম্প্রধাবতাম্ ॥ ৫০
হয়-বারণশঙ্খাশ্চ নেমিঘোষাশ্চ সর্বতঃ।
শঙ্খ-দুন্দুভিঘোষাশ্চ তুমুলাঃ সর্বতোঽভবন্ ॥ ৫১
উদ্যুগ্রঃ সাগরনিভঃ ক্ষুব্ধঃ বলসমাগমঃ।
রথপত্তিগজোদগ্রঃ মহৌঘনিভবিগ্রহঃ ॥ ৫২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ভগবান্ ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শ্রবণ করিয়া কমললোচন ভগবান্ অর্জুনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বলিলেন,—মহারাজ! আপনারা যে যে বীরের নাম শ্রবণ করিলেন, ইঁহারা সকলেই আমার মতে সেনাপতি হইবার যোগ্য; কারণ, ইঁহারা প্রত্যেকে মহাপরাক্রমশালী যোদ্ধা ॥ ৩৯-৪০

আপনাদের শত্রুদিগকে পরাজিত করিবার শক্তি ইঁহাদের সকলের মধ্যেই বিদ্যমান আছে। মহাযুদ্ধে ইঁহারা ইন্দ্রের মনেও ভয় উৎপাদন করিতে সমর্থ; সুতরাং সেস্থলে পাপাত্মা ও লোভী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের কথা আর কি বলিবার আছে?

মহাবাহু ভরতসত্তম! আমিও মহাযুদ্ধের সম্ভাবনা দেখিয়া আপনাদের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় শান্তিস্থাপনের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছি। ইহাতে আমরা ধর্মের ঋণ হইতেও মুক্ত হইয়াছি। অপরের দোষকীর্তনকারী ব্যক্তিরাও আমাদের উপর দোষারোপ করিতে পারিবে না ॥ ৪১-৪৩

ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন যুদ্ধের জন্য আকুল হইয়া পড়িয়াছে। সে মূর্খ ও অযোগ্য হইয়াও নিজেকে অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী বলিয়া মনে করে এবং দুর্বল হইয়াও নিজেকে বলবান্ বলিয়া স্বীকার করে ॥ ৪৪

অতএব আপনি আপনার সৈন্যবাহিনীকে উত্তমরূপে যুদ্ধসজ্জিত করুন; কারণ, আমার মতে শত্রুবধেই তাহারা বশীভূত থাকিবে। বীর অর্জুন, অত্যুগ্র ভীমসেন, যমজ নকুল-সহদেব, সাত্যকিসহ অমর্ষশীল ধৃষ্টদ্যুম্ন, অভিমন্যু, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, বিরাট, দ্রুপদ ও অক্ষৌহিণী সৈন্যাধিপতি অন্যান্য ভয়ানক পরাক্রমশালী নরপতিগণকে যুদ্ধের জন্য উদ্যত দেখিয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রেরা রণস্থলে অবস্থান করিতেই সমর্থ হইবে না ॥ ৪৫-৪৭

আমাদের সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত শক্তিশালী, দুর্জয় ও দুর্ধর্ষ। তাহারা যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সৈন্যসকলকে সংহার করিয়া ফেলিবে—ইহাতে কোন সংশয়ই নাই। শত্রুদমন! আমি ধৃষ্টদ্যুম্নকেই প্রধান সেনাপতি হইবার যোগ্য বলিয়া মনে করি।

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্ জনমেজয়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই কথা বলিবার পর সেই নরশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ অত্যন্ত হৃষ্ট হইলেন। তারপর সৈন্যগণ 'ত্বরান্বিত হও, ত্বরান্বিত হও' এই কথা বলিতে বলিতে অতিশয় ব্যগ্রতার সহিত পরস্পর ধাবিত হইতে লাগিল। তখন অত্যন্ত হৃষ্টচিত্ত এইসব বীরগণের তুমুল হর্ষধ্বনি সমুত্থিত হইল ॥ ৪৮-৫০

সর্বদিকে অশ্ব, হস্তী ও রথসমূহের শব্দ হইতে লাগিল। চারিদিকে শঙ্খ ও দুন্দুভিসকলের তুমুল ধ্বনি উত্থিত হইল ॥ ৫১

অশ্ব, পদাতি ও হস্তীতে পরিপূর্ণ সেই ভয়ঙ্কর সেনা উদ্বেলতরঙ্গ যুক্ত মহাসাগরের ন্যায় ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ॥ ৫২

ধাবতামাহবমুখানাং তত্রাসীদ্ভৈরবো রবঃ।
প্রযাস্ততাং পাণ্ডবানাং স সৈন্যানাং সমন্ততঃ ॥৫৩
গঙ্গেব পূর্ণা দুর্ধর্ষা সমদৃশ্যত বাহিনী।
অগ্রানীকে ভীমসেনো মাদ্রীপুত্রৌ চ পার্শ্বিতৌ ॥ ৫৪
লৌহত্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
প্রভদ্রকাশ্চ পঞ্চালা ভীমসেনমুখা যযুঃ ॥ ৫৫
ততঃ শঙ্খঃ সমভবৎ সমুদ্রস্তেব পর্বণি।
হৃষ্টানাং সম্প্রযাতানাং ঘোষো দিবমিবাস্পৃশৎ ॥ ৫৬
প্রহৃষ্টা দর্শিতা যোধাঃ পরানীকবিদারণাঃ।
তেষাং মধ্যে যযৌ রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৫৭
শকটাপণবেশাশ্চ যানযুগ্যাশ্চ সর্বশঃ।
কোশং যন্ত্রায়ুধং চৈব যে চ বৈদ্যাশ্চিকিৎসকাঃ ॥ ৫৮
কল্প যচ্চ বলং কিঞ্চিদ্ যচ্চাপি কৃশদুর্বলম্।
তৎ সংগৃহ্য যযৌ রাজা যে চাপি পরিচারকাঃ ॥ ৫৯

যুদ্ধযাত্রা করিতে উদ্যত পাণ্ডবগণকে ও তাঁহাদের সৈন্যগণকে সর্বদিকে যোদ্ধাইতে, পরস্পর পরস্পরকে আহ্বান করিতে এবং কবচ ধারণ করিতে দেখা যাইল। তাঁহাদের এই বিশাল সৈন্যবাহিনীকে জলে পরিপূর্ণ গঙ্গানদীর ন্যায় দুর্গম দেখা যাইতে লাগিল।

সৈন্যবাহিনীর অগ্রভাগে ভীমসেন, কবচধারী মাদ্রীকুমার নকুল-সহদেব, সুভদ্রাকুমার অভিমন্যু, দ্রৌপদীর সকল পুত্র, দ্রুপদসুত ধৃষ্টদ্যুম্ন, প্রভদ্রকগণ ও পাঞ্চালদেশীয় ক্ষত্রিয় বীরগণ যুদ্ধের জন্য যাত্রা করিলেন। ইঁহারা সকলে ভীমসেনকে অগ্রে করিয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ৫৩-৫৫

তারপর, যেরূপ পূর্ণিমা প্রভৃতি পর্ব দিনে বর্ধিত সমুদ্রের মহাকোলাহলধ্বনি উত্থিত হয়, সেইরূপ হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া যুদ্ধের জন্য গমনকারী এই সৈন্যগণের উত্থিত শব্দ যেন স্বর্গে যাইয়াও স্পর্শ করিতে লাগিল ॥ ৫৬

অতিশয় হৃষ্ট ও কবচাদিতে সুসজ্জিত সেই সমস্ত সৈনিকের শত্রুসৈন্যগণকে বিদীর্ণ করিবার শক্তি আছে। কুন্তীপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির এই সৈন্যগণের মধ্যে অবস্থান করিয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ৫৭

* রথযোগ্য যান (গাড়ী), আপণ (বাজার), বেশ (বেশ্যাদের তাঁবু প্রভৃতি), সর্বপ্রকার রথাদি যানবাহন, ধন, যন্ত্রচালিত অস্ত্র এবং চিকিৎসানুকূল বৈদ্যগণও তাঁহাদের সহিত যাইতে লাগিল ॥ ৫৮

রাজা যুধিষ্ঠির তাঁহার সৈন্যমধ্যে যে কেহ সারহীন, কৃশকায় ও দুর্বল ছিল, তাঁহাদের সকলকে ও অন্য পরিচারকগণকে উপপ্লব্য-নগরে একত্র করিয়া সেখান হইতে প্রস্থান করিয়াছিলেন ॥ ৫৯

পাঞ্চাল-রাজকুমারী সত্যবাদিনী দ্রৌপদী দাস-দাসীগণে পরিবৃতা হইয়া কিছুদূর পর্যন্ত মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সহিত গমন করিলেন। তারপর সকল স্ত্রীর সহিত পুনরায় উপপ্লব্যনগরে ফিরিয়া আসিলেন ॥ ৬০

পাণ্ডুপুত্রগণ দুর্গের রক্ষার জন্য অনেক যাদব (প্রাচীর ও পরিখা প্রভৃতি) এবং তস্কর (শত্রুসৈন্য প্রভৃতি) উপায়ে স্ত্রীগণ ও বৃদ্ধাদি রক্ষার সমুচিত ব্যবস্থা করিয়া বহু ভৃত্য প্রভৃতির সহিত প্রস্থান করিলেন ॥ ৬১

রাজন্! ব্রাহ্মণগণ চারিদিক্ পরিবৃত করিয়া পাণ্ডবদিগের জয়গান করিতে লাগিলেন এবং পাণ্ডবগণ তাঁহাদিগকে গো ও হিরণ্য প্রভৃতি দান করিতেছিলেন। তাঁহারা এই মণিভূষিত রথে আরোহণ করিয়া গমন করিয়াছিলেন ॥ ৬২

কেকয়রাজকুমারগণ, ধৃষ্টকেতু, কাশিরাজের পুত্র অভিভূ, শ্রেণিমান্, বসুমান্ ও অপরাজিত বীর শিখণ্ডী—ইঁহারা সকলে অলঙ্কৃত ও কবচধারণ করত হস্তে অস্ত্র লইয়া হর্ষ এবং উল্লাসের সহিত রাজা যুধিষ্ঠিরকে চারিদিকে ঘিরিয়া তাঁহার সঙ্গে যাইতে লাগিলেন ॥ ৬৩-৬৪

সৈন্যবাহিনীর পশ্চাতে অর্ধভাগে রাজা বিরাট, সোমকবংশীয় দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, সুধর্মা, কুন্তিভোজ ও ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র যাইতে

* যন্ত্রযোগ্য শব্দের অর্থ সৈন্যও হয়।

অনাধৃষ্টিশ্চেকিতানো দৃষ্টদ্যুম্নঃ সাত্যকিঃ।
পরিবার্য্য যযুঃ সর্বে বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ৬৭
আসাদ্য তু কুরুক্ষেত্রং ঘৃষ্টানীকাঃ প্রহারিণঃ।
পাণ্ডবাঃ সমদৃশ্যন্ত নদন্তো বৃষভা ইব ॥ ৬৮
তেঽবসাদ্য কুরুক্ষেত্রং শঙ্খান্ দধ্মুঃ প্রহর্ষিণঃ।
ততৈব দধ্মতুঃ শঙ্খং বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ ॥ ৬৯
পাঞ্চজন্যস্য নির্ঘোষং বিক্ষুভিতমিবার্ণবৈঃ।
নিশম্য সর্বসৈন্যানি সমহৃষ্যন্ত সর্বশঃ ॥ ৭০
শঙ্খ-দুন্দুভিসংঘুষ্টঃ সিংহনাদস্তরস্বিনাম্।
পৃথিবীং চান্তরিক্ষঞ্চ সাগরাংশ্চাপ্যনাদয়ৎ ॥ ৭১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি সৈন্যনির্যাণপর্বণি কুরুক্ষেত্রপ্রবেশে
একপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫১

লাগিলেন। ইঁহাদের সহিত চারিশত হাজার রথ, দুইলক্ষ অশ্ব, চারিলক্ষ পদাতিক সৈন্য ও বাইশ হাজার হস্তী ছিল ॥ ৬৪-৬৬

অনাধৃষ্টি, চেকিতান, দৃষ্টকেতু ও সাত্যকি—ইঁহারা সকলে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে ঘিরিয়া যাইতে লাগিলেন ॥ ৬৭

এইভাবে সৈন্যের ব্যূহ রচনা করিয়া প্রহার করিতে উদ্যত পাণ্ডব-সৈন্যগণকে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া বৃষভের ন্যায় গর্জন করিতে দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৬৮

এই শত্রুঘাতন বীরগণ কুরুক্ষেত্রের সীমায় উপস্থিত হইয়া নিজ নিজ শঙ্খ বাজাইতে লাগিলেন। এইভাবে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনও শঙ্খধ্বনি করিলেন ॥ ৬৯

যজ্ঞের আঘাতের সময়ের ন্যায় পাঞ্চজন্যশঙ্খের গম্ভীর ধ্বনি শ্রবণ করিয়া সর্বদিকে বিস্তৃত সমস্ত পাণ্ডবসৈন্যগণ হর্ষে উল্লসিত ও রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল ॥ ৭০

শঙ্খ ও দুন্দুভিসমূহের ধ্বনির সহিত মিলিত হইয়া বেগবান্ বীরগণের সিংহনাদ পৃথিবী, আকাশ ও সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়া তাহাদের সকলকে প্রতিধ্বনিত করিতে লাগিল ॥ ৭১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সৈন্যনির্যাণপর্বে কুরুক্ষেত্রপ্রবেশবিষয়ক একপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবসৈন্যানাং প্রবেশঃ শিবিরস্থাপনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
ততো দেশে সমে স্নিগ্ধে প্রভূতযবসেন্ধনে।
নিবেশয়ামাস তদা সেনাং রাজা যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১
পরিহৃত্য শ্মশানানি দেবতায়তনানি চ।
আশ্রমান্তে মহর্ষীণাং তীর্থান্যায়তনানি চ ॥ ২
মধুরানূষরে দেশে শুচৌ পুণ্যে মহামতিঃ।
নিবেশং কারয়ামাস কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৩
ততশ্চ পুনরুত্থায় সুখী বিশ্রান্তবাহনঃ।
প্রযযৌ পৃথিবীপালৈর্বৃতঃ শতসহস্রশঃ ॥ ৪
বিত্রাস্য শতশো গুপ্তান্ ধার্তরাষ্ট্রস্য সৈনিকান্।
পর্যাক্রামৎ সমন্তাচ্চ পার্থেন সহ কেশবঃ ॥ ৫

দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[কুরুক্ষেত্রে পাণ্ডবসৈন্যের প্রবেশ ও শিবির স্থাপন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর রাজা যুধিষ্ঠির এক স্নিগ্ধ ও সমতল প্রদেশে যেখানে ঘাস ও কাঠ অধিক পরিমাণে ছিল, সেখানে স্বীয় সৈন্য নিবেশিত করিলেন ॥ ১

শ্মশান, দেবমন্দির, মহর্ষিগণের আশ্রম, তীর্থ ও সিদ্ধক্ষেত্র—এই সকলকে পরিত্যাগ করিয়া বহুদূরে উষরবর্জিত (ক্ষারমৃত্তিকা-বর্জিত) মনোহর শুচি ও পবিত্রস্থানে যাইয়া কুন্তীপুত্র মহামতি যুধিষ্ঠির নিজ সৈন্য নিবেশ করাইলেন ॥ ২

তারপর সমস্ত বাহন বিশ্রাম করিয়া লইলে স্বয়ংও বিশ্রামসুখ অনুভব করত শুচি উত্থিত হইয়া এবং শত শত সহস্র সহস্র ভূপালগণে পরিবৃত হইয়া কুন্তীপুত্র অর্জুনের সহিত অগ্রসর হইলেন। তাঁহারা তখন দুর্যোধনের শত শত সৈন্যদলকে বিতাড়িত করিয়া সেখানে চারিদিকে বিচরণ করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩-৫

শিবিরং মাপয়ামাস ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
সাত্যকিশ্চ রথোদারো যুযুধানঃ প্রতাপবান্ ॥ ৬
আসাদ্য সরিতং পুণ্যাং কুরুক্ষেত্রে হিরণ্বতীম্।
সুপতীর্থাং শুচিজলাং শর্করাপঙ্কবর্জিতাম্ ॥ ৭
স্থানয়ামাস পরিখাং কেশবস্তত্র ভারত।
শুশ্র্যমপি চাদিশ্য বলং তত্র স্তবেশ্বরং ॥ ৮
বিধিবৎ শিবিরস্থানং পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
তথিধানি নরেন্দ্রাণাং কারয়ামাস কেশবঃ ॥ ৯
প্রভূততরকাষ্ঠানি তৃণবর্ষতরাণি চ।
ভক্ষ্য-ভোজ্যান্নপানানি শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১০
শিবিরাণি মহার্হাণি রাজ্ঞাং তত্র পৃথক্ পৃথক্।
বিমানানীব রাজেন্দ্র নির্বিষ্টানি মহীতলে ॥ ১১
তত্রাসন্ শিল্পিনঃ প্রাজ্ঞাঃ শতশো দ্রব্যবেতনাঃ।
সর্বোপকরণৈর্যুক্তা বৈদ্যাঃ শাস্ত্রবিশারদাঃ ॥ ১২
জ্যাবদ্ভির্বর্মভদ্রাণাং তথৈব মধুসর্পিষাম্।
সসর্জ রসপাংসূনাং রাশয়ঃ পর্বতোপমাঃ ॥ ১৩
যন্ত্রযুক্তং সুযবসং তূষঙ্গারসমন্বিতম্।
শিবিরে শিবিরে রাজ্ঞা সক্কারে যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৪
মহাযন্ত্রাণি নারাচাস্তোমরাণি পরশ্বধাঃ।
ধনূংষি কবচাদীনি ঋষ্টয়স্তূণসংযুতাঃ ॥ ১৫
গদাঃ কণ্টকসন্নাহা লোহবর্মোত্তরচ্ছদাঃ।
দৃশ্যন্তে তত্র গির্যাভাঃ সহস্রশতসোমিনঃ ॥ ১৬
নিবিষ্টান্ পাণ্ডবাংস্তত্র জ্ঞাত্বা মিত্রাণি ভারত।
অভিসস্রুর্যথাদেশং সবলাঃ সহবাহনাঃ ॥ ১৭
চরিত্বব্রহ্মচর্য্যাস্তে সোমপা ভূরিদক্ষিণাঃ।
জগ্মুঃ পাণ্ডুসুতাণাং সমাজগ্মুর্মহীক্ষিতঃ ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি সৈনানিব্যাপদেশপর্বণি শিবিরাদিনির্মাণে
দ্বিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৩

রূপসম্পন্ন ধৃষ্টদ্যুম্ন ও প্রতাপশালী উদারবীর সাত্যকিপুত্র যুযুধান শিবিরনির্মাণ করিবার জন্য ভূমি মাপ করাইতে লাগিলেন ॥ ৬

তদনন্তর পুণ্যসলিলা[১] কুরুক্ষেত্রে হিরণ্বতীনামে এক পবিত্র নদী আছে, যে নদী স্বচ্ছ ও নির্মল জলে পূর্ণ ছিল। উহার তীরে সুন্দর সুন্দর ঘাটও ছিল। এই নদীতে কাঁকর, বালুকা ও পাঁক ছিল না। ইহার নিকটে যাইয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ পরীক্ষা করাইলেন এবং উহার রক্ষার জন্য সৈন্য নিযুক্ত করিলেন। মহাত্মা পাণ্ডবগণের জন্য যে বিধি অনুসারে শিবির নির্মিত হইয়াছিল, সেই বিধি অনুসারেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অন্য ভূপতিগণের জন্যও শিবিরনির্মাণ করাইলেন ॥ ৭-৯

রাজেন্দ্র! সেই সময় রাজাদের জন্য শত শত ও সহস্র সহস্র সংখ্যায় বহু মূল্য শিবির পৃথক্ পৃথক্ ভাবে নির্মাণ করা হইয়াছিল। এই সব শিবিরে বহু কাষ্ঠ, প্রচুর পরিমাণে ভক্ষ্য-ভোজ্য অন্ন, পানসামগ্রীসমূহ সংগৃহীত হইয়াছিল। এই সব শিবির ভূতলে থাকিলেও বিমানসমূহের ন্যায় সুশোভিত হইতেছিল ॥ ১০-১১

এখানে শত শত বিদ্বান্ শিল্পী ও শাস্ত্রে অভিজ্ঞ বৈদ্যকে বেতন প্রদানের[২] করিয়া নিযুক্ত করা হইয়াছিল, যাঁহারা প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর সহিত সেখানে অবস্থান করিতেছিলেন ॥ ১২

প্রত্যেক শিবিরে জ্যা (ধনুকের ছিলা), ধনুক, কবচ, অন্যান্য অস্ত্র-শস্ত্র, মধু, ঘৃত ও রসাল চর্বিতে একই সময়ে পর্বতপ্রমাণ বহু রাশি রক্ষিত ছিল ॥ ১৩

রাজা যুধিষ্ঠির প্রত্যেক শিবিরে প্রচুর ঘাস, যবের মাড়, ভুসি (তুষী) ও অগ্নি সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছিলেন ॥ ১৪

বড় বড় যন্ত্র, নারাচ, তোমর, পরশু কুঠার—টাঙ্গী), ধনুক, কবচ, ঋষ্টি ও তূণ (অস্ত্র-রাখার থলি বা তূণীর) —এই সমস্ত বস্তুও ঐ সব শিবিরে সংগৃহীত ছিল ॥ ১৫

সেখানে লক্ষ যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ পর্বততুল্য বিশালদেহধারী বহু হস্তী দেখা যাইতে লাগিল। যাহারা কণ্টকসন্নাহ, লৌহনির্মিত কবচ ও লৌহের উত্তরচ্ছদ ধারণ করিয়াছিল ॥ ১৬

হে ভারত! পাণ্ডবগণ কুরুক্ষেত্রে যাইয়া নিজ সৈন্যের সন্নিবেশ করিয়াছেন,ইহা জানিয়া তাঁহাদের মিত্র নৃপগণও স্ব স্ব সৈন্যবাহিনী এবং বাহনাদির সহিত অভিমতি অনুসারে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন ॥ ১৭

যাঁহারা যথাসময়ে ব্রহ্মচর্য্য ব্রতপালন, যজ্ঞে সোমরস পান এবং প্রচুর দক্ষিণাপ্রদান করিয়াছিলেন, এইরূপ ভূপতিগণ পাণ্ডবদিগের বিজয়ের জন্য কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন ॥ ১৮

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাস প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সৈন্যনির্যাণপর্বে
শিবিরাদিনির্মাণবিষয়ক দ্বিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনস্য স্বীয়সৈন্যেভ্যঃ সম্রক্ষণং শিবিনির্ম্মাণঞ্চ কর্ত্তুমাদেশদানম্, সৈন্যানাং যুদ্ধযাত্রায়ৈ প্রস্তুতিশ্চ।]

জনমেজয় উবাচ।

যুধিষ্ঠিরঃ সহানীকমুপায়াস্তং যুযুৎসয়া।
সংনিবিষ্টং কুরুক্ষেত্রে বাসুদেবেন পালিতম্॥ ১
বিরাট-দ্রুপদাভ্যাঞ্চ সপুত্রাভ্যাং সমন্বিতম্।
কেকয়ৈর্ধৃষ্টকেতোশ্চ পার্থিবৈঃ শতশো বৃতম্॥ ২
মহেন্দ্রমিব চাদিত্যৈরভিগুপ্তং মহারথৈঃ।
শ্রুত্বা দুর্য্যোধনো রাজা কিং কার্য্যং প্রত্যপদ্যত॥ ৩
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ মহামতে।
সম্প্রমে তুমুলে তস্মিন্ যদাসীৎ কুরুসঙ্কুলে॥ ৪
বাধয়েয়ুরিমে দেবান্ সেন্দ্রানপি সমাগমে।
পাণ্ডবা বাসুদেবশ্চ বিরাট-দ্রুপদৌ তথা॥ ৫
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পাঞ্চাল্যঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্তো দেবৈরপি দুরাসদঃ॥ ৬
এতদিচ্ছাম্যহং শ্রোতুং বিস্তরেণ তপোধন।
কৃতবাংশ্চ পাণ্ডবানাঞ্চ যদ্ যদাসীদ্ বিচেষ্টিতম্॥ ৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

প্রতিযাতে তু দাশার্হে রাজা দুর্য্যোধনস্তদা।
কর্ণং দুঃশাসনং চৈব শকুনিঞ্চাব্রবীদিদম্॥ ৮
অকৃতেনৈব কার্য্যেণ গতঃ পার্থানধোক্ষজঃ।
স এনানুপনাবিষ্টো ধ্রুবং ধক্ষ্যত্যসংশয়ম্॥ ৯
ইষ্টো হি বাসুদেবস্য পাণ্ডবৈর্নম বিগ্রহঃ।
ভীমসেনার্জুনৌ চৈব দাশার্হস্য মতে স্থিতৌ॥ ১০
অজাতশত্রুরত্যর্থং ভীমসেনবশানুগঃ।
নিকৃতশ্চ ময়া পূর্বং সহ সর্বৈঃ সহোদরৈঃ॥ ১১
বিরাট-দ্রুপদৌ চৈব কৃতবৈরৌ ময়া সহ।
তৌ চ সেনাপ্রণেতারৌ বাসুদেববশানুগৌ॥ ১২

ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধন কর্ত্তৃক নিজ সৈন্যদিগকে সুরক্ষিত হইবার জন্য ও শিবিরনির্ম্মাণ করিবার জন্য আদেশ দান এবং সৈন্যগণের যুদ্ধ যাত্রার জন্য প্রস্তুতি।]

জনমেজয় জিজ্ঞাসা করিলেন, যখন দুর্য্যোধন শ্রবণ করিলেন যে, রাজা যুধিষ্ঠির যুদ্ধের ইচ্ছায় সৈন্যগণের সহিত রাজা কুরুক্ষেত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছেন এবং সেখানে সৈন্যনিবেশ করিয়াছেন, পুত্রদিগের সহিত রাজা বিরাট ও দ্রুপদ তাঁহাদের সঙ্গে আছেন, কেকয়-রাজকুমারগণ, বৃষ্ণিবংশীয় যোদ্ধারা এবং শত শত ভূপাল তাঁহাদিগকে পরিবৃত করিয়া রহিয়াছেন, আদিত্যগণ পরিবৃত দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় যত মহারথী যোদ্ধাদ্বারা যুধিষ্ঠির সর্ব্বথা সুরক্ষিত আছেন, তখন তিনি কি করিলেন? ১-৩

বক্তব্যতে। কুরুক্ষেত্রের সেই ভয়ঙ্কর সমরমধ্যে যাহা কিছু হইয়াছিল, আমি তৎ সমস্ত বিস্তৃতিসহকারে শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ৪

তপোধন! পাণ্ডবগণ, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, বিরাট, দ্রুপদ, পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, মহারথী শিখণ্ডী এবং দেবগণের পক্ষেও দুর্জ্জয় ও মহাপরাক্রমশালী যুধামন্যু—ইহারা সকলে সংগ্রামে একত্র হইলে ইন্দ্রের সহিত সমস্ত দেবতাদিগকেও প্রীতিপূর্ব্বক যুদ্ধে আহ্বান করিতে পারেন, অতএব সেখানে কৌরব ও পাণ্ডবগণ যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন, সেই সমস্তই বিস্তারপূর্ব্বক শুনিবার জন্য আমার অত্যন্ত অভিলাষ হইয়াছে। ৫-৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ চলিয়া যাইলে সেই সময় দুর্য্যোধন কর্ণ, দুঃশাসন ও শকুনিকে এই কথা বলিলেন। ৮

শ্রীকৃষ্ণ এখান হইতে কৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই। ইহার জন্য তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডবগণকে যুদ্ধ করিবার জন্য নিশ্চয়ই উত্তেজিত করিবেন—ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। ৯

প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণই চালিতেছেন যে, পাণ্ডবদের সহিত আমার যুদ্ধ হউক। ভীমসেন ও অর্জ্জুন—এই দুই ভ্রাতা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের মতেই অবস্থান করে। ১০

অজাতশত্রু যুধিষ্ঠিরও অধিকতররূপে ভীমসেনেরই বশীভূত। আমি পূর্ব্বে সকল ভ্রাতার সহিত ইঁহাকে তিরস্কারও করিয়াছি। ১১

বিরাট ও দ্রুপদ তা' পূর্ব্ব হইতেই আমার সহিত শত্রুতাবদ্ধ হইয়া আছেন। ইঁহারা উভয়ে পাণ্ডব সৈন্যের সঞ্চালক ও শ্রীকৃষ্ণের আজ্ঞার অধীনে বিদ্যমান আছেন। ১২

ভবিতা বিগ্রহঃ সোঽয়ং তুমুলো লোমহর্ষণঃ।
তস্মাৎ সাংগ্রামিকং সর্বং কারয়ধ্বমতন্দ্রিতাঃ ॥ ১৩
শিবিরাণি কুরুক্ষেত্রে ক্রিয়ন্তাং বসুধাধিপাঃ।
সুপর্য্যাপ্তাবকাশানি দ্বারদেশানি শক্তিভিঃ ॥ ১৪
আসন্নজলকাষ্ঠানি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
অন্নেচ্ছাহারমার্গাণি বহ্বোচ্চয়চিতানি চ ॥ ১৫
বিবিধায়ুধপূর্ণানি পতাকাধ্বজবন্তি চ।
সমাশ্চ তেষাং পন্থানঃ ক্রিয়ন্তাং নগরাদ্ বহিঃ ॥ ১৬
প্রয়াণং যুদ্ধতামদ্য ঘোষ্যতামিতি মা চিরম্।
তে তথেতি প্রতিজ্ঞায় ঘোষয়ন্তে চক্রিরে তথা ॥ ১৭
হৃষ্টরূপা মহাত্মানো নিবাসায় মহীক্ষিতাম্।
ততস্তে পার্থিবাঃ সর্বে তচ্ছ্রুত্বা রাজশাসনম্ ॥ ১৮
আসনেভ্যো মহার্হেভ্য উদতিষ্ঠন্নমর্ষিতাঃ।

অতএব আমাদের সহিত পাণ্ডবগণের অতিশয় ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ হইবে, সুতরাং আপনারা সকলে আলস্য পরিহার করিয়া যুদ্ধের জন্য সর্বতোভাবে সজ্জিত হউন ॥ ১৩

ভূপালগণ! আপনারা কুরুক্ষেত্রে শত শত সহস্র সহস্র সংখ্যায় এরূপ শিবিরনির্মাণ করান, যাহাতে নিজেদের আবশ্যকতা অনুসারে পর্য্যাপ্ত অবকাশ (স্থান) থাকিবে এবং শত্রুরা সেগুলিতে অধিকার করিতে সক্ষম হইবে না। এই সব শিবিরের পার্শ্বেই জল ও কাষ্ঠের প্রচুর সুবিধা থাকিবে। ইহাদের মধ্যে এমনভাবে সব পথ হইবে, যাহার উপর দিয়া খাদ্যসামগ্রী সুষ্ঠুভাবে বহন করা যাইবে এবং শত্রুরা উহা নষ্ট করিতে পারিবে না। ইহাদের চারিদিকে অতিউচ্চ প্রাচীরাকার বেষ্টনী করিয়া দিতে হইবে ॥ ১৪-১৫

এই সব শিবির নানাপ্রকার অস্ত্র-শস্ত্রে পূর্ণ থাকিবে এবং ধ্বজ-পতাকাদিতে সুশোভিত থাকিবে। শিবিরসমূহের মধ্যে যে নগর স্থাপিত হইবে, সেই নগরের বাহিরে সব সরল ও সমতল পথ ঐ সব শিবিরে যাইবার জন্য নির্মাণ করিতে হইবে ॥ ১৬

আজই ঘোষণা করিয়া দিতে হইবে যে, আগামী কাল যুদ্ধের শুরু যাত্রা করিতে হইবে এবং ইহাতে কেহ যেন বিলম্ব না করে। দুর্যোধনের এই আদেশ শুনিয়া "আচ্ছা, তাহাই হইবে" এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া মহামনা কর্ণ প্রভৃতি সকলে অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া পরিশেষে মহীপতিগণের বাসস্থানের জন্য শিবির নির্মাণ করাইতে আরম্ভ করিয়া দিলেন।

তারপর সেখানে সমাগত সকল ভূপতিগণ দ্বারা দুর্যোধনের বাহূন্ পরিঘসঙ্কাশান্ সংস্পৃশন্তঃ শনৈঃ শনৈঃ ॥ ১৯
কাঞ্চনাঙ্গদদীপ্তাংশ্চ চন্দনাগুরুভূষিতান্।
উষ্ণীষাণি নিষচ্ছন্তঃ পুণ্ডরীকনিভৈঃ করৈঃ ॥
অন্তরীয়োত্তরীয়াণি ভূষণানি চ সর্বশঃ ॥ ২০
তে রথান্ রথিনঃ শ্রেষ্ঠা হয়াংশ্চ হয়কোবিদাঃ।
সজ্জয়ন্তি স্ম নাগাংশ্চ নাগশিক্ষাবিচক্ষণাঃ ॥ ২১
অথ বর্মাণি চিত্রাণি কাঞ্চনানি বহূনি চ।
বিবিধানি চ শস্ত্রাণি চক্রুঃ সর্বাণি সর্বশঃ ॥ ২২
পদাতয়শ্চ পুরুষাঃ শস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
উপাজহ্রুঃ শরীরেষু হেমচিত্রাণ্যনেকশঃ ॥ ২৩
তদ্বৃংহিত ইবোদগ্রঃ সম্প্রহৃষ্টনরাবৃতম্।
নগরং ধার্তরাষ্ট্রস্য ভারতাসীৎ সমাকুলম্ ॥ ২৪
জনৌঘসলিলাবর্তো রথ-নাগাশ্ব-মীনবান্।
শঙ্খ-দুন্দুভিনির্ঘোষঃ কোলাহলকলোদ্ভবান্ ॥ ২৫

এই আজ্ঞা শুনিয়া কৃষ্টচিত্তে তাঁহারা সকলে অত্যন্তচিত্তে এবং সুবর্ণনির্মিত বাহুভূষণ অঙ্গদের দীপ্তিতে প্রদীপ্ত ঐশ্বর্যশালী মূল বাহু ধীরে ধীরে মর্দন করিতে করিতে রত্নখচিত আসন হইতে উত্থিত হইয়া দাঁড়াইলেন ॥ ১৭-১৯

তাঁহারা কমলসদৃশ নিজ হস্ত দ্বারা মস্তকে উষ্ণীষ (পাগড়ী) বাঁধিয়া অঙ্গরক্ষা, চন্দন ও সর্বপ্রকার অলঙ্কারসমূহ ধারণ করিলেন ॥ ২০

শ্রেষ্ঠ রথিগণ নিজ নিজ রথসমূহকে, অশ্ব চালনে অভিজ্ঞ যোদ্ধারা অশ্বদিগকে এবং হস্তিশিক্ষায় নিপুণ সৈন্যগণ হস্তিসকলকে সজ্জিত করিলেন ॥ ২১

তাঁহারা স্বর্ণনির্মিত বিচিত্র বহু কবচ এবং সর্ব-প্রকারের বিভিন্ন অস্ত্রবিধ অস্ত্রসমূহ গ্রহণ করিলেন ॥ ২২

পদাতি যোদ্ধারাও নিজ নিজ অঙ্গে সুবর্ণচিত্রিত নানাবিধ কবচ ও বিবিধ অস্ত্র-শস্ত্র ধারণ করিলেন ॥ ২৩

জনমেজয়! তখন দুর্যোধনের হস্তিনাপুরনগর যেন এক উৎসবে মুখরিত হইয়া উঠিল। এইরূপে সমৃদ্ধ ও হর্ষোৎফুল্ল মানুষে ঐ নগর পূর্ণ হইয়া যাইল এবং সেখানকার অবস্থা তখন কোলাহলপূর্ণ হইল ॥ ২৪

রাজন্! যেরূপ চন্দ্রের উদয়কালীন সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গমালায় ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে, সেইরূপ কুরুরাজ দুর্যোধনরূপ মহাসাগরকে সৈন্য-সমুদায়রূপ চন্দ্রের উদয়ে অত্যন্ত উল্লসিত দেখা যাইতে লাগিল। চারিদিকে উদয়রূপ জনসমূহেই সেখানে জলের

চিত্রাভরণবর্মোর্মিঃ শস্ত্রনির্মলফেনবান্।
প্রাসাদমালাস্ত্রিবৃতো রথ্যাপণমহাদ্রুমঃ ॥ ২৬
যোধচন্দ্রোদয়োদ্ভূতঃ কুরুরাজমহার্ণবঃ।
ব্যদৃশ্যত তদা রাজংশ্চন্দ্রোদয় ইবোদধিঃ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি সৈন্যনির্যাণপর্বণি দুর্যোধনসৈন্যসজ্জকরণে
ত্রিপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৩

আবর্তরূপে (ঘূর্ণী) পরিলক্ষিত হইতে ছিল। রথ, হস্তী ও অশ্বগণ মৎস্যের ন্যায় মনে হইতেছিল। শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি যুদ্ধরাজ দুর্যোধনরূপ সাগরের গর্জনরূপে পরিণত হইয়াছিল। যুদ্ধের জন্য যে সংগ্রহই দুর্যোধন-সাগরের রত্নরূপে প্রতীত হইতেছিল। যোদ্ধাদিগের আভরণ ও কবচসমূহ ঐ সমুদ্রের উত্থিত তরঙ্গের সাদৃশ্য ধারণ করিয়াছিল। চারুচিত্রময় অস্ত্রসমূহ সাগরের নির্মল ফেনরূপে প্রতীত হইতেছিল। প্রাসাদসমূহ সাগরের তীরবর্তী পর্বত বলিয়া মনে হইতেছিল এবং পথের পার্শ্বে স্থিত আপণশ্রেণী (দোকানসমূহ) মহাদ্রুমাকারে পরিণত হইয়াছিল। ২৫-২৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সৈন্যনির্যাণপর্বে দুর্যোধনের সৈন্য-সজ্জীকরণবিষয়ক ত্রিপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[স্ব-কর্তব্যবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণসমীপে যুধিষ্ঠিরস্য প্রশ্নঃ, যুদ্ধমেব করণীয়মিতি শ্রীকৃষ্ণস্যাভিমতপ্রকাশঃ, যুধিষ্ঠিরস্য সন্তাপঃ, অর্জুনেন শ্রীকৃষ্ণবাক্যস্য সমর্থনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।
বাসুদেবস্য তদ্ বাক্যমনুস্মৃত্য যুধিষ্ঠিরঃ।
পুনঃ পপ্রচ্ছ বার্ষ্ণেয়ং কথং মন্দোঽব্রবীদিদম্ ॥ ১
অস্মিন্নভ্যাগতে কালে কিংস্বিৎ ক্ষমমনুষ্ঠিতম্।
কথঞ্চ বর্তমানা বৈ স্বধর্মান্ন চ্যবেমহি ॥ ২
দুর্যোধনস্য কর্ণস্য শকুনেঃ সৌবলস্য চ।
বাসুদেব মতজ্ঞোঽসি মম সভ্রাতৃকস্য চ ॥ ৩
বিদুরস্যাপি তদ্ বাক্যং শ্রুতং ভীষ্মস্য চোভয়োঃ।
কুন্ত্যাশ্চ বিপুলপ্রজ্ঞ প্রজ্ঞা কার্ৎস্ন্যেন তে শ্রুতা ॥ ৪
সর্বমেতদতিক্রম্য বিচার্য চ পুনঃ পুনঃ।
ক্ষমং যদ্যো মহাবাহো তদ্ ব্রবীহ্যবিচারয়ন্ ॥ ৫
শ্রুত্বৈতদ্ ধর্মরাজস্য ধর্মার্থসহিতং বচঃ।
মেঘ-দুন্দুভিনির্ঘোষঃ কৃষ্ণো বাক্যমথাব্রবীৎ ॥ ৬

কৃষ্ণ উবাচ।
উক্তবানসি যদ্ বাক্যং ধর্মার্থসহিতং হিতম্।
ন তু তদ্বিকৃতিপ্রজ্ঞে কৌরবো প্রতিতিষ্ঠতি ॥ ৭

চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[স্বীয় কর্তব্য-সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণসমীপে যুধিষ্ঠিরের জিজ্ঞাসা, যুদ্ধই করণীয় বলিয়া শ্রীকৃষ্ণের অভিমত প্রকাশ, যুধিষ্ঠিরের সন্তাপ এবং অর্জুন কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণবাক্যের সমর্থন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পূর্বোক্ত বাক্য স্মরণ করিয়া যুধিষ্ঠির পুনরায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—ভগবন্! মন্দমতি দুর্যোধন কেন এই কথা বলিল? ১

হে অচ্যুত! এই বর্তমান সময়ে আমার পক্ষে কি করা কর্তব্য? আমরা এখন কি কার্য করিব, যাহাতে আমরা স্বধর্মচ্যুত না হই? ২

বাসুদেব! দুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনির এবং ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত আমার অভিমত কি? তাহা আপনি অবগত আছেন। ৩

বিদুর ও ভীষ্ম ইহাঁরা উভয়ে যে কথা বলিয়াছেন, তাহাও আপনি শুনিয়াছেন। হে অনন্তজ্ঞানসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ! মাতা কুন্তীদেবীরও অভিমত আপনি পূর্ণরূপে শ্রবণ করিয়াছেন। ৪

হে মহাবাহো! এই সব অভিমত অতিক্রম করিয়া আপনি স্বয়ং এ বিষয়ে পুনঃ পুনঃ চিন্তা করিয়া নিঃসঙ্কোচে বলুন—আমাদের এখন কি করণীয়? ৫

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই ধর্মসঙ্গত ও অর্থপূর্ণ বাক্য শ্রবণ করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মেঘ ও দুন্দুভির ন্যায় গম্ভীর স্বরে এই কথা বলিলেন। ৬

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—আমি যে ধর্ম ও অর্থসমন্বিত এবং হিতকর বাক্য বলিয়াছি, উহা ছল-কপটতায় নিপুণ কুরুসংজ্ঞক দুর্যোধনের মনে স্থান পায় নাই। ৭

ন চ ভীষ্মস্য দুর্মেধাঃ শৃণোতি বিদুরস্য বা।
মম বা ভাষিতং কিঞ্চিৎ সর্বমেবাতিবর্ততে ॥ ৮
নৈব কাময়তে ধর্মং নৈব কাময়তে যশঃ।
জিতং স মন্যতে সর্বং দুরাত্মা কর্ণমাশ্রিতঃ ॥ ৯
বধমাজ্ঞাপয়ামাস মম চাপি সুযোধনঃ।
ন চ তৎ লব্ধবান্ কামং দুরাত্মা পাপনিশ্চয়ঃ ॥ ১০
ন চ ভীষ্মো ন চ দ্রোণো যুক্তং তত্রাহতুর্বচঃ।
সর্বে তমনুবর্তন্তে ঋতে বিদুরমচ্যুতম্ ॥ ১১
শকুনিঃ সৌবলশ্চৈব কর্ণ-দুঃশাসনাবপি।
ব্যক্তযুক্তাস্তভাবস্তু মূঢ়ো নূনমমর্ষণম্ ॥ ১২
কিং তেন ময়োক্তেন যাস্তভাবস্য কৌরবঃ।
সংক্ষেপেণ দুরাত্মাসৌ ন যুক্তং ময়ি বর্ততে ॥ ১৩
পার্থিবেষু ন সর্বেষু য ইমে তব সৈনিকাঃ।
যৎ পাপং যত্র কল্যাণং সর্বং তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৪

দুর্মতি দুর্যোধন না ভীষ্মের কথা, না বিদুরের কথা এবং না আমার কথা শুনিল। সে আমাদের সকলের কথাই অগ্রাহ্য করিয়া দিয়াছে ॥ ৮

দুরাত্মা দুর্যোধন কর্ণের আশ্রয় লইয়া সকলকেই তুচ্ছ করিয়াছে বলিয়া মনে করিতেছে। সেইজন্য সে যুদ্ধের ইচ্ছা রাখে না এবং যশেরও কামনা করে না ॥ ৯

পাপকার্য্য করিতে দৃঢ়নিশ্চয় দুরাত্মা দুর্যোধন ত' আমাকেও বন্দী করিবার জন্য আদেশ দিয়াছিল, কিন্তু সে তাহার ঐ মনোরথ পূর্ণ করিতে পারে নাই ॥ ১০

ধর্ম্ম হইতে অবিচ্যুত মহারাজ যুধিষ্ঠির! সেখানে ভীষ্ম ও দ্রোণাচার্য্যও সর্ব্বথা উচিত বাক্য বলেন নাই। বিদুরব্যতীত অন্য সকলেই দুর্যোধনেরই অনুসরণ করিয়া চলিতেছে ॥ ১১

দুষ্টস্বভাব শকুনি, কর্ণ ও দুঃশাসন—এই তিন দুর্মতি অসহিষ্ণু দুর্যোধনের নিকট আপনার বিষয়ে অনেক অনুচিত কথা বলিয়াছে ॥ ১২

তাহারা দুষ্টস্বভাব দুর্যোধনকে যে সমস্ত কথা বলিয়াছিল, আমি তাহা পুনরায় এখানে বলিলে কি লাভ হইবে? সংক্ষেপে ইহাই জানিয়া রাখুন যে, সেই দুরাত্মা দুর্যোধন আপনার প্রতি যুক্তিযুক্ত ব্যবহার করিতেছে না ॥ ১৩

এই সব কুপণ্ডিতগণের মধ্যে, যাঁহারা আপনার সৈন্য, তাহাদের সকলের মধ্যে যে পাপ ও অমঙ্গলভাব নাই, তাহা একা এই দুর্যোধনের মধ্যে আছে ॥ ১৪

ন চাপি বয়মত্যর্থং পরিত্যাগেন কর্হিচিৎ।
কৌরবৈঃ শমমিচ্ছামস্তত্র যুদ্ধমনন্তরম্ ॥ ১৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তচ্ছ্রুত্বা পার্থিবাঃ সর্বে বাসুদেবস্য ভাষিতম্।
অক্রুবন্তো মুখং রাজ্ঞঃ সমুদৈক্ষন্ত ভারত ॥ ১৬
যুধিষ্ঠিরস্তভিপ্রায়মভিলক্ষ্য মহীক্ষিতাম্।
যোগমাজ্ঞাপয়ামাস ভীমার্জুন-যমৈঃ সহ ॥ ১৭
ততঃ কিলকিলাভূতমনীকং পাণ্ডবস্য হ।
আজ্ঞাপিতে তদা যোগে সমহৃষ্যন্ত সৈনিকাঃ ॥ ১৮
অবধ্যানাং বধং পশ্যন্ ধর্মরাজো যুধিষ্ঠিরঃ।
নিঃশ্বসন্ ভীমসেনঞ্চ বিজয়ং চেদমব্রবীৎ ॥ ১৯
যদর্থং বনবাসঞ্চ প্রাপ্তঃ দুঃখঞ্চ যদ্বয়া।
সোঽয়মস্মানুপেত্যৈব পরোঽনর্থঃ প্রযত্নতঃ ॥ ২০

আমরাও বহু অধিক ত্যাগ স্বীকার করিয়া (সর্ব্বস্ব নষ্ট করিয়া) কখনও কোনরূপেই কৌরবগণের সহিত সন্ধিস্থাপন করিতে ইচ্ছুক নহি। অতএব এরূপ অবস্থায় আমাদের যুদ্ধ করিতেই হইবে ॥ ১৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতবংশের জনমেজয়! ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া কোন ভূপতিই কিছু বলিলেন না, সকলে রাজা যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন ॥ ১৬

যুধিষ্ঠির রাজাদের অভিপ্রায় বুঝিয়া ভীম, অর্জুন এবং নকুল-সহদেবের সহিত তাঁহাদিগকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে আদেশ প্রদান করিলেন ॥ ১৭

সেই সময় যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইবার আদেশ পাইয়া সমস্ত যোদ্ধারা হৃষে উল্লসিত হইয়া উঠিলেন এবং পাণ্ডব-সৈন্যগণ হর্ষভরে কিলকিলা শব্দ করিতে লাগিলেন ॥ ১৮

ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির যুদ্ধে অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিতে হইবে—ইহা দেখিয়া খেদের সহিত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে ভীমসেন ও অর্জুনকে এই কথা বলিলেন ॥ ১৯

যাহা হইতে রক্ষা পাইবার জন্য আমি বনবাসের কষ্ট স্বীকার করিয়াছি ও নানাপ্রকার দুঃখ সহ্য করিয়াছি, সেই মহা অনর্থ (আমরা বিশেষ চেষ্টাতেও নিবারণ করিতে পারিলাম না।) ঘোর প্রযত্নেই আমাদের উপর আসিয়া পড়িল ॥ ২০

তস্মিন্ ঘত্নঃ কৃতোঽস্মাভিঃ স নো হীনঃ প্রযত্নতঃ।
অকৃতে তু প্রযত্নেঽস্মানুপারূঢ়ঃ কলির্মহান্ ॥ ২১
কথং হ্যধ্যৈঃ সংগ্রামঃ কার্যঃ সহ ভবিষ্যতি।
কথং হত্বা গুরূন্ বৃদ্ধান্ বিজয়ো নো ভবিষ্যতি ॥ ২২
তচ্ছ্রুত্বা ধর্মরাজস্য সব্যসাচী পরন্তপঃ।
যদুক্তং বাসুদেবেন শ্রাবয়ামাস তদ্ বচঃ ॥ ২৩
উক্তবান্ দেবকীপুত্রঃ কুন্ত্যাশ্চ বিদুরস্য চ।
বচনং তৎ ত্বয়া রাজন্ নিখিলেনাবধারিতম্ ॥ ২৪
ন চ তৌ বক্ষ্যতোঽধর্মমিতি মে নৈষ্ঠিকী মতিঃ।
নাপি যুক্তং কৌন্তেয় নিবর্তিতুমমুদ্যতঃ ॥ ২৫
তচ্ছ্রুত্বা বাসুদেবোঽপি সব্যসাচিবচস্তদা।
অব্রবীনোঽব্রবীদ্ বাক্যং পার্থমেবমিতি ব্রুবন্ ॥ ২৬
ততস্তে কৃতসঙ্কল্পা যুদ্ধায় সহসৈনিকাঃ।
পাণ্ডবেয়া মহারাজ তাং রাত্রিং সুখমাবসন্ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি সৈন্যনির্যাণপর্বণি যুধিষ্ঠিরার্জুনসংবাদে
চতুঃপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৪

যদিও উহাকে নিবৃত্ত করিবার জন্য আমাদের পক্ষ হইতে বহু চেষ্টা করা হইয়াছে, তথাপি আমাদের সেই চেষ্টায় উহা নিবারিত হয় নাই এবং যাহার জন্য কোনও চেষ্টা করা হয় নাই, সেই মহাকলহ অতই আমাদের উপর পতিত হইয়াছে ॥ ২১

যাঁহারা বয়েরই যোগ্য নন, তাঁহাদের সহিত যুদ্ধ করা কিরূপে উচিত হইবে? বৃদ্ধ গুরুজনকে বধ করিয়া আমাদের বিজয়-লাভই বা কিভাবে হইবে? ২২

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই কথা শুনিয়া শত্রুসংহারক সব্যসাচী অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের কথিত বাক্য তাঁহাকে বলিয়া শুনাইলেন ॥ ২৩

তিনি বলিলেন,—রাজন্! দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ মাতা কুন্তীদেবী ও বিদুরের কথিত বাক্য যাহা আপনাকে বলিয়াছেন, তাহা আপনি পূর্ণরূপে বুঝিতে পারিয়াছেন ॥ ২৪

আমার ত' এই নিশ্চিত অভিমত যে, উঁহারা উভয়ে অধর্মের কথা বলিবেন না। হে কুন্তীনন্দন! এখন আমাদের পক্ষে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হওয়াই উচিত হইবে না ॥ ২৫

অর্জুনের এই কথা শুনিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ হৃষ্ট সহকারে বলিলেন—অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে যাহা বলিয়াছে ॥ ২৬

মহারাজ জনমেজয়! তাহার পর আমাদিগের সহিত পাণ্ডবগণ যুদ্ধের জন্য কৃতসঙ্কল্প হইয়া সেই রাত্রিতে সুখে বাস করিলেন ॥ ২৭

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সৈন্যনির্যাণপর্বে যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের সংবাদরূপ আলোচ্যবিষয়ক চতুঃপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্যোধনস্য সৈন্যবিভাগঃ, পৃথক্-পৃথগ্ রূপেণাক্ষৌহিণীসমূহসেনাপতীনামভিষেকশ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ব্যুষ্টায়াং বৈ রজন্যাং হি রাজা দুর্যোধনস্ততঃ।
ব্যভজৎ তাননীকানি দশ চৈকঞ্চ ভারত ॥ ১
নর-হস্তি-রথাশ্বানাং সারং মধ্যঞ্চ কৃৎস্নশঃ।
সর্বেষেতেষনীকেষু সংদিদেশ নরাধিপঃ ॥ ২
সানুকর্ষাঃ সতূণীরাঃ সবন্ধুরাঃ সতোমরাঃ।
সোপাসঙ্গাঃ সশক্তীকাঃ সনিষঙ্গাঃ সহর্ষভাঃ ॥ ৩

পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[দুর্যোধন কর্তৃক সৈন্যবিভাগ এবং পৃথক্ পৃথক্ অক্ষৌহিণী-সমূহের সেনাপতিগণের অভিষেক।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! রাত্রি অতিবাহিত হইলে তাহার পর রাজা দুর্যোধন নিজ একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্য বিভাগ করিলেন ॥ ১

রাজা দুর্যোধন পদাতি, হস্তী (হস্ত্যারোহী) রথ (রথারোহী) ও অশ্ব (অশ্বারোহী) এই সব সৈন্যগণের মধ্যে উত্তম, মধ্যম ও অধম শ্রেণীর সৈন্যদিগকে পৃথক্ করিয়া যথাযোগ্য স্থানে নিযুক্ত করিবার জন্য আদেশ করিলেন ॥ ২

সেই সব বীর অনুকর্ষ (রথকে সারাইবার—মেরামত করিবার জন্য নিম্নে বাঁধা কাষ্ঠ), তূণীর (তূণ—বাণ রাখিবার স্থান), বন্ধুর (রথকে আবৃত করিয়া রাখিবার জন্য বাঘছালাদির চাদরা),

সম্বজ্বাঃ সপতাকাশ্চ সশরাসন-তোমরাঃ।
রজ্জুভিশ্চ বিচিত্রাভিঃ সপাশাঃ সপরিচ্ছদাঃ ॥ ৬
সকচগ্রহবিক্ষেপাঃ সতৈলগুড়বালুকাঃ।
সাশীবিষঘটাঃ সর্বে সমর্জরসপাংসবঃ ॥ ৭
সঘণ্টকলকাঃ সর্বে সায়োগুড়জলোপলাঃ।
সশালত্তিন্দিপালাশ্চ সমুদ্গরশিলাস্তরাঃ ॥ ৮
সকাণ্ডগুকাঃ সর্বে সসীরবিষতোমরাঃ।
সমুপলিটকাঃ সর্বে সদাত্রাঃ কুশতোমরাঃ ॥ ৯
সকীলকবচাঃ সর্বে বাসীমুকাদনান্বিতাঃ।
ব্যাঘ্রচর্মপরীবারা দ্বীপিচর্মাবৃতাশ্চ তে ॥ ১০
সহস্তৈরঃ সশূলাশ্চ সপ্রাসবিবিধায়ুধাঃ।
সকুঠারাঃ সকুদ্দালাঃ সতৈলকৌমদলিবঃ ॥ ১১
কক্ষজালপ্রতিচ্ছন্না নানামণিবিভূষিতাঃ।
চিত্রানীকাঃ সুবপুষো জ্বলিতা ইব পাবকাঃ ॥ ১২
তথা কবচিনঃ শূরাঃ শরেষ্বা কৃতনিশ্চয়াঃ।
কুলীনা হয়যোনিজ্ঞাঃ সারথ্যে বিনিবেশিতাঃ ॥ ১৩
বদ্ধাবিষ্টা বদ্ধকক্ষা বদ্ধধ্বজ-পতাকিনঃ।
বদ্ধাভরণনির্মুক্তা বদ্ধচর্মাসিপট্টিশাঃ ॥ ১৪
চতুর্যুজো রথাঃ সর্বে সর্বে চোত্তমবাজিনঃ।
সপ্রাসযষ্টিকাঃ সর্বে সর্বে শতশরাসনাঃ ॥ ১৫
ধুরয়োর্হয়য়োরেকস্তথাঙ্গৌ পার্ষ্ণিসারথী।
তৌ চাপি রথিনাং শ্রেষ্ঠৌ রথী চ হয়বিৎ তথা ॥ ১৬
নগরাণীব গুপ্তানি দুরাধর্ষাণি শত্রুভিঃ।
আসন্ রথসহস্রাণি হেমমালীনি সর্বশঃ ॥ ১৭
যথা রথাস্তথা নাগা বদ্ধকক্ষাঃ সলঙ্কৃতাঃ।
বভূবুঃ সপ্তপুরুষা রথবদ্ধ ইবাদ্রয়ঃ ॥ ১৮
দ্বাবঙ্কুশধরৌ তত্র দ্বাবৃজুমদভূর্ধরৌ।
দ্বৌ বরাসিধরৌ বাজ্ঞেঃ শক্তিপিনাকধৃক্ ॥ ১৯

উপাদন (যাহাতে হস্তী ও অশ্ব উঠিতে পারে, এরূপ তৃণাদির তুল্য পাত্রবিশেষ), তোমর, শক্তি, নিহত (পদের দ্বারা দলিত করিবার অস্ত্রবিশেষ), যষ্টি (একপ্রকার লৌহনির্মিত অস্ত্রবিশেষ), ধ্বজা, পতাকা, ঘণ্টা, বাণ, নানাপ্রকারের রজ্জু (দড়ি), পাশ, বিস্তর, কচগ্রহবিক্ষেপ (মাথার চুল ধরিয়া নিক্ষেপ করিবার যন্ত্র), তেল, গুড়, বালুকা, বিষধর সর্পের ঘটসমূহ, অনলোদ্গারক যন্ত্রের চূর্ণ, ঘণ্টাযুক্ত (ঘুঙুরযুক্ত চাল), ঘর্ষণাদি লৌহনির্মিত অস্ত্র, ঘবচূর্ণ সহ গুড়-মিশ্রিত জল, প্রস্তর, সালকাষ্ঠ, তিন্দিপাল (লৌহদণ্ড), মোদলিপ মুদ্গর, কণ্টকাকীর্ণ দণ্ড, হল, বিষলিপ্ত বাণ, নূপ (কুলা), পিটকা, ক্ষুর (কাটারী), অঙ্কুশ, তোমর, কণ্টকপূর্ণ কবচ, বাসী (বাইস), অরা প্রভৃতি, বাঘ ও সোণা চর্মে আবৃত রথ, যষ্টি, শূল, প্রাস, নানাবিধ অস্ত্রসমূহ, কুঠার, কদাল, তৈলাক্ত বেণবী যন্ত্র ও ঘৃত লইয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩-১১

সমস্ত সৈনিক স্বর্ণজালভূষিত কবচ ধারণ করত নানাবিধ মণিময় অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া বিচিত্র শোভায় শোভিত বীর সুন্দর শরীরে প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় প্রকাশিত হইতেছিল ॥ ১২

এইরূপ যাহারা শস্ত্রবিদ্যায় দৃঢ়নিশ্চয় জ্ঞানসম্পন্ন, উচ্চকুল-সম্ভূত এবং অশ্ব নিয়মন করিতে অভিজ্ঞ, সেই কবচধারী বীরগণকে সারথির কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল ॥ ১৩

সৈন্যগণের রথসমূহের অমঙ্গল নিবারণের জন্য যন্ত্র ও ঔষধি বন্ধন করা হইয়াছিল। উহাদের প্রকোষ্ঠভাগ রজ্জুদ্বারা দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল। ঐ সব রথের উপরে ধ্বজ ও পতাকা বাঁধা ছিল। তাহাদের উপরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ যষ্টিকাদি অস্ত্রসমূহ সজ্জিত ছিল। ইহাদের মধ্যে ঢাল, তরবারি ও পট্টিশ বাঁধিয়া রাখা হইয়াছিল ॥ ১৪

প্রত্যেক রথে চারিটি করিয়া অশ্ব যোজিত ছিল, ও এই সব অশ্বই উত্তম জাতীয়। প্রতি রথের প্রাস, যষ্টি এবং শত শত ধনু স্থাপিত ছিল ॥ ১৫

প্রত্যেক রথের দুই দুই অশ্বের জন্য একজন করিয়া রক্ষক নিযুক্ত ছিল, এক একটি রথের তিন দুই জন চক্ররক্ষক নির্দ্ধারিত হইয়াছিল। উহারা উভয়ে রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রথী ও অশ্ব-চালন বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী। চারিদিকে সুবর্ণমালায় ভূষিত সহস্র সহস্র রথ শোভা পাইতেছিল। শত্রুগণের পক্ষে উহাদিগকে ভেদ করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। এই সব রথগুলি নগরের ন্যায় সুরক্ষিত ছিল ॥ ১৬-১৮

যেরূপে রথগুলিকে সাজান হইয়াছিল, সেইরূপে হস্তিসমূহও সুবর্ণমালায় সুসজ্জিত ছিল। প্রতিটি হস্তীর উপরে সাতজন করিয়া মানুষ উপবিষ্ট ছিল, তাহার ফলে উহাদিগকে পর্ব্বত-সমূহের ন্যায় মনে হইতেছিল ॥ ১৯

রাজন্! উহাদের মধ্যে দুইজন পুরুষ অঙ্কুশ হাতে লইয়া মাহুতের কাজ করিত, দুইজন উত্তম বর্ম্মধর যোদ্ধা ও দুই জন শ্রেষ্ঠ অসিধারক ছিল এবং এক জনমাত্র পুরুষ শক্তি ও ত্রিশূল ধারণ করিয়া অবস্থান করিত ॥ ২০

গজৈর্যন্তৈঃ সমাকীর্ণং সর্বমায়ুধকোশকৈঃ।
তদ্ বভূব বলং রাজন্ কৌরবাণাং মহাত্মনঃ॥ ১৮

আমুক্তকবচৈর্যুক্তৈঃ সপতাকৈঃ স্বলঙ্কৃতৈঃ।
সাদিভিশ্চোপপন্নাস্তু তথা চামুত্তমৌ হয়াঃ॥ ১৯

অসংগ্রাহ্যাঃ সুসম্পন্না হেমভাণ্ডপরিচ্ছদাঃ।
অনেকশতসাহস্রাঃ সর্বে সাদিবশে স্থিতাঃ॥ ২০

নানারূপবিকারাশ্চ নানাকবচশস্ত্রিণঃ।
পদাতিনো নরাস্তত্র বহবুর্হেমমালিনঃ॥ ২১

রথস্যাসন্ দশ গজা গজস্য দশ বাজিনঃ।
নরা দশ হয়স্যাসন্ পাদরক্ষাঃ সমন্ততঃ॥ ২২

রথস্য নাগাঃ পঞ্চাশদ্রাগস্যাসন্ শতং হয়াঃ।
হয়স্য পুরুষাঃ সপ্ত ভিন্নসন্ধানকারিণঃ॥ ২৩

সেনা পঞ্চশতং নাগা রথাস্তাবন্ত এব চ।
দশ সেনা চ পৃতনা পৃতনা দশ বাহিনী॥ ২৪

সেনা চ বাহিনী চৈব পৃতনা ধ্বজিনী চমূঃ।
অক্ষৌহিণীতি পর্যায়ৈর্নিরুক্তা চ বরূথিনী॥ ২৫

এবং বূঢ়ানীকানি কৌরবেয়েণ ধীমতা।
অক্ষৌহিণ্যো দশৈকা চ সংখ্যাতা সপ্ত চৈব হ॥ ২৬

অক্ষৌহিণ্যস্তু সপ্তৈব পাণ্ডবানামভূদ্ বলম্।
অক্ষৌহিণ্যো দশৈকা চ কৌরবাণামভূদ্ বলম্॥ ২৭

নরাণাং পঞ্চপঞ্চাশদেষা পত্তিবিধীয়তে।
সেনামুখঞ্চ তিস্রস্তা গুল্ম ইত্যভিধীয়তে॥ ২৮

ত্রয়ো গুল্মা গণস্ত্বাসীদ্ গণাস্ত্বসৃতলোঽভবন্।
দুর্যোধনস্য সেনাসু যোৎস্যমানাঃ প্রহারিণঃ॥ ২৯

তত্র দুর্যোধনো রাজা শূরান্ বুদ্ধিমতো নরান্।
প্রসমীক্ষ্য মহাবাহুশ্চক্রে সেনাপতীংস্তদা॥ ৩০

রাজন্! মহারাজ দুর্যোধনের এই সমগ্র সৈন্যবাহিনী অস্ত্রশস্ত্রের ভাণ্ডারে যুক্ত ও মদমত্ত গজরাজে বাপ্ত ছিল। ১৮

এইরূপে কবচধারী, তূণের দ্বারা উপস্কৃত, উত্তমরূপে অলঙ্কৃত এবং পতাকাধারী আরোহীতে যুক্ত লক্ষ লক্ষ অশ্ব ঐ সৈন্যমধ্যে ছিল। ১৯

এই সব অশ্ব সকলপ্রকার-অশ্ব লোকসমূহ হান হওয়ায় নিজ নিজ আরোহীর বশে ছিল। তাহারা উত্তমরূপে শিক্ষিত ছিল এবং স্বর্ণের ভূষণে সজ্জিত ছিল। ইহাদের সংখ্যা ছিল কয়েক লক্ষ। ২০

এই সৈন্যমধ্যে যাহারা পদাতিক বাহিনী ছিল, তাহারা স্বর্ণের হারে অলঙ্কৃত ছিল। উহাদের রূপ ও বর্ণ, কবচ ও অস্ত্র-শস্ত্র নানাপ্রকারের ছিল। ২১

এক একটি রথের পশ্চাতে দশটি হাতী, এক একটি হাতীর পশ্চাতে দশটি করিয়া অশ্ব এবং এক একটি অশ্বের পশ্চাতে দশ জন করিয়া পদাতিক সৈন্য চারিদিকে পাদরক্ষকরূপে নিযুক্ত ছিল। ২২

কোন কোন বাহিনীতে এক একটি রথের পশ্চাতে পঞ্চাশটি করিয়া হাতী, এক একটি হাতীর পশ্চাতে একশত করিয়া অশ্ব এবং এক একটি অশ্বের পশ্চাতে সাত শত করিয়া পদাতিক সৈন্য এই উদ্দেশে সংগঠিত ছিল যে, উহারা বাহিনী হইতে বিচ্ছিন্ন সৈন্যগণকে পরস্পর সুসংবদ্ধ করিয়া দিবে। ২৩

পাঁচ শত হাতী ও পাঁচ শত রথকে মিলিতভাবে এক সেনা বলা হয়। ঐ দশ সেনাকে এক পৃতনা বলা হয় এবং ঐরূপ দশ পৃতনাদ্বারা একটি বাহিনী গঠিত হইয়া থাকে। ২৪

ইহা ব্যতীত সেনা, বাহিনী, পৃতনা, ধ্বজিনী, চমূ, বরূথিনী ও অক্ষৌহিণী—এই পর্যায়বাচী (সমানার্থক) নামসমূহের দ্বারাও সেনাসমূহের বর্ণনা করা হইয়া থাকে। ২৫

এইভাবে বুদ্ধিমান্ দুর্যোধন নিজ সৈন্যসমূহের ব্যূহ রচনা-পূর্বক সংগঠিত করিয়াছিলেন। কুরুক্ষেত্রে একাদশ (কৌরব-পক্ষের) ও সাত (পাণ্ডবপক্ষের) মিলিত হইয়া সর্বসাকুল্যে আঠারো অক্ষৌহিণী সৈন্য একত্র হইয়াছিল। ২৬

পাণ্ডবগণের পক্ষে সৈন্য সাত অক্ষৌহিণী ও কৌরবগণের পক্ষে একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা সমবেত হইয়াছিল। ২৭

পঞ্চান্ন জন পদাতিক সৈন্যকে এক পত্তি বলা হয়। তিন পত্তি মিলিয়া এক সেনামুখ হয়। এই সেনামুখের অপর নাম হইল গুল্ম। ২৮

তিন গুল্মে একটি গণ হইয়া থাকে। দুর্যোধনের সৈন্যদিগের মধ্যে যুদ্ধ করিতে সমর্থ পদাতিক যোদ্ধাদিগের এইরূপ গণ দশ হাজারের অধিক ছিল। ২৯

সেই সময় কুরুক্ষেত্রে মহাবাহু রাজা দুর্যোধন উত্তমরূপে পর্যালোচনা করিয়া বুদ্ধিমান্ ও বীর পুরুষগণকে সেনাপতিপদে বরণ করিয়াছিলেন। ৩০

পৃথগক্ষৌহিণীনাঞ্চ প্রণেতৃন্ নরসত্তমান্।
বিধিবৎ পূর্বমানীয় পার্থিবানভ্যষেচয়ৎ ॥ ৩১
কৃপং দ্রোণঞ্চ শল্যঞ্চ সৈন্ধবঞ্চ জয়দ্রথম্।
সুদক্ষিণঞ্চ কাম্বোজং কৃতবর্মাণমেব চ ॥ ৩২
দ্রোণপুত্রঞ্চ কর্ণঞ্চ ভূরিশ্রবসমেব চ।
শকুনিং সৌবলঞ্চৈব বাহ্লীকঞ্চ মহাবলম্ ॥ ৩৩
দিবসে দিবসে তেষাং প্রতিবেলঞ্চ ভারত।

চক্রে স বিবিধাঃ পূজাঃ প্রত্যক্ষঞ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩৪
তথা বিনিযুতাঃ সর্বে যে চ তেষাং পদানুগাঃ।
বভূবুঃ সৈনিকা রাজ্ঞাং প্রিয়ং রাজ্ঞশ্চিকীর্ষবঃ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি সৈন্যনির্যাণপর্বণি দুর্যোধনসৈন্যবিভাগে
পঞ্চপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৫

কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য ও অশ্বত্থামা এই শ্রেষ্ঠ পুরুষগণকে এবং মদ্ররাজ শল্য, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, কৃতবর্মা, কর্ণ, ভূরিশ্রবা, সুবলপুত্র শকুনি এবং মহাবলবান্ বাহ্লীক—এই সমস্ত নৃপতিগণকে প্রথমে সত্বরে আহ্বান করিয়া আনিয়া তাঁহাদের সকলকে পৃথক্ পৃথক্ এক এক অক্ষৌহিণী সেনার নায়করূপে নিশ্চিত করিয়া বিধি অনুসারে উহাদের অভিষেক করিলেন ॥ ৩১-৩৩

ভরতবংশধর জনমেজয়! দুর্যোধন প্রতিদিন ও প্রত্যেক বেলায় ঐ সব সেনাপতিকে বারংবার বিবিধ উপায়ে প্রত্যক্ষভাবে পূজা (সম্মান) করিতে লাগিলেন ॥ ৩৪

এই সেনাপতিগণের যাহারা অনুগত ছিল, দুর্যোধন তাহাদিগকেও উচ্চরূপে যথাযোগ্য স্থানে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। এইসব রাজগণের সৈন্যরাও রাজা দুর্যোধনের প্রিয় করিতে অভিলাষী হইয়া নিজ নিজ কার্যে তৎপর রহিল ॥ ৩৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সৈন্যনির্যাণপর্বে দুর্যোধনের সৈন্যবিভাগ বিষয়ক পঞ্চপঞ্চাশদধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্যোধনেন প্রধানসেনাপতিপদে ভীষ্মস্যাভিষেকঃ, কুরুক্ষেত্রং গত্বা শিবিরনিবেশনঞ্চ]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ শান্তনবং ভীষ্মং প্রাঞ্জলির্ধৃতরাষ্ট্রজঃ।
সহ সর্বৈর্মহীপালৈরিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১
ঋতে সেনাপ্রণেতারং পৃতনা সুমহত্যপি।
দীর্যতে মূঢ়মাসাদ্য পিপীলিকপুটং যথা ॥ ২
ন হি জাতু দ্বয়োর্বুদ্ধিঃ সমা ভবতি কর্হিচিৎ।
শৌর্যঞ্চ বলনেতৃণাং স্পর্ধতে চ পরস্পরম্ ॥ ৩
শ্রূয়তে চ মহাপ্রাজ্ঞ দৈতেয়ানিতৌজসঃ।
অভ্যযুর্ব্রাহ্মণাঃ সর্বে সমুক্ষিতকুশধ্বজাঃ ॥ ৪
তানভ্যযুক্তদা বৈশ্যাঃ শূদ্রাশ্চৈব পিতামহ।
একতস্তু ত্রয়ো বর্ণা একতঃ ক্ষত্রিয়র্ষভাঃ ॥ ৫

ষট্‌পঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[দুর্যোধন কর্তৃক ভীষ্মকে প্রধান সেনাপতিপদে আভষেক এবং কুরুক্ষেত্রে যাইয়া শিবির নির্মাণ।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন সমস্ত নৃপতিগণের সহিত শান্তনুনন্দন ভীষ্মের নিকট যাইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে এই কথা বলিলেন ॥ ১

পিতামহ! যত বিশাল সৈন্যবাহিনীই হউক না কেন, কোন একজন উপযুক্ত সেনাপতি ব্যতীত তাহারা যুদ্ধে যাইয়া পিপীলিকার শ্রেণীর ন্যায় ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে ॥ ২

দুইজন পুরুষের বুদ্ধি কখনও সমান হয় না (অর্থাৎ কোন একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাহাদের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়)। আবার যদি উভয়েই যোগ্য সেনাপতি হইয়া থাকেন, তবে তাহাদের শৌর্য তখন পরস্পরের স্পর্ধার কারণ হইয়া উঠে ॥ ৩

মহামতে! শুনা যায় যে, কোন এক সময় ব্রাহ্মণগণ নিজ নিজ কুশময়ী ধ্বজা ধারণ করত দৈবধর্মবলম্বী ক্ষত্রিয়গণের উপর আক্রমণ করিয়াছিলেন ॥ ৪

পিতামহ! সেই সময় ব্রাহ্মণগণের সহিত বৈশ্য ও শূদ্রগণও তাহাদের উপর ধাবিত হইয়াছিলেন। একদিকে তিন বর্ণের লোক এবং অন্যদিকে কেবল শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়গণই সমবেত হইয়াছিলেন ॥ ৫

ততো যুদ্ধেষভজ্যন্ত ত্রয়ো বর্ণাঃ পুনঃ পুনঃ।
ক্ষত্রিয়াস্তু জয়ন্ত্যেব বলং চৈষাং ততো বলম্ ॥ ৬
ততস্তে ক্ষত্রিয়ানেব পপ্রচ্ছুর্দ্বিজসত্তমাঃ।
কেন্যঃ শশংসুর্ধর্ম্মজ্ঞা যাথাতথ্যং পিতামহ ॥ ৭
বয়মেকস্য শূরস্য মহাবুদ্ধিমতো রণে।
ভবন্তস্তু পৃথক্ সর্বে স্ববুদ্ধিবশবর্ত্তিনঃ ॥ ৮
ততস্তে ব্রাহ্মণাশ্চক্রুরেকং সেনাপতিং দ্বিজম্।
নয়ে সুকুশলং শূরমজয়ন্ ক্ষত্রিয়াংস্ততঃ ॥ ৯
এবং যে কুশলং শূরং হিতেপ্সিতমকল্পয়ন্।
সেনাপতিং প্রকুর্ব্বন্তি তে জয়ন্তি রণে রিপূন্ ॥ ১০
ভবানুশনসা তুল্যো হিতৈষী চ সদা মম।
অসংহার্য্যঃ স্থিতো ধর্ম্মে স নঃ সেনাপতির্ভব ॥ ১১
রশ্মিবন্তাবিবাদিত্যৌ বীরুধামিব চন্দ্রমাঃ।
কুবের ইব যক্ষাণাং দেবানামিব বাসবঃ ॥ ১২

পর্ব্বতানাং যথা মেরুঃ সুপর্ণঃ পক্ষিণাং যথা।
কুমার ইব দেবানাং বসূনামিব হব্যবাট্ ॥ ১৩
ভবতা হি বয়ং গুপ্তাঃ শক্রেণেব দিবৌকসঃ।
অনাধৃষ্যা ভবিষ্যামস্ত্রিদশানামপি ধ্রুবম্ ॥ ১৪
প্রযাতু ন ভবানগ্রে দেবানামিব পাবকিঃ।
বয়ং ত্বামনুযাস্যামঃ সৌরভেয়া ইবর্ষভম্ ॥ ১৫

ভীষ্ম উবাচ।

এবমেতন্মহাবাহো যথা বদসি ভারত।
যথৈব হি ভবন্তো মে তথৈব মম পাণ্ডবাঃ ॥ ১৬
অপি চৈব ময়া শ্রেয়ো বাচ্যং তেষাং নরাধিপ।
সংযোদ্ধব্যং তবার্থায় যথা মে সময়ঃ কৃতঃ ॥ ১৭
ন তু পশ্যামি যোদ্ধারমাত্মনঃ সদৃশং ভুবি।
ঋতে ত্বন্মাত্রব্যাঘ্রাৎ কুন্তীপুত্রাদ্ ধনঞ্জয়াৎ ॥ ১৮
স হি বেদ মহাবুদ্ধির্দিব্যান্যস্ত্রাণ্যনেকশঃ।
ন তু মাং বিবৃতো যুদ্ধে জাতু যুধ্যেত পাণ্ডবঃ ॥ ১৯

তারপর যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন তিন বর্ণের সৈন্যগণ পুনঃ পুনঃ পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিয়া পলাইতে লাগিলেন। যদিও ইঁহাদের সৈন্য অধিক ছিল, তথাপি ক্ষত্রিয়গণ কেবল ভুজবলে যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াছিলেন। ৬

পিতামহ! তখন সেই শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমাদের পরাজয়ের কারণ কি? সেই সময় ধর্ম্মজ্ঞ ক্ষত্রিয়গণ পরাজয়ের যথার্থ কারণ বলিয়া দিলেন। ৭

তাঁহারা বলিলেন—আমরা এক পরম বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে সেনাপতি করিয়া যুদ্ধে তাঁহারই আদেশ শুনিতাম ও সম্মান করিতাম। কিন্তু আপনারা সকলে পৃথক পৃথক্ নিজের বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া মনের অনুকূল কার্য্য করিয়াছিলেন। ৮

ইহা শুনিয়া সেই ব্রাহ্মণগণ এক বীর ও নীতিনিপুণ ব্রাহ্মণকে সেনাপতি করিয়াছিলেন এবং পরে যুদ্ধে সেই ক্ষত্রিয়দিগকে জয় করিয়াছিলেন। ৯

এইরূপ যে ব্যক্তি কোন হিতৈষী, নিষ্পাপ ও যুদ্ধনিপুণ বীরপুরুষকে সেনাপতি করিয়া থাকেন, তবে তিনি অবশ্যই যুদ্ধে শত্রুগণকে জয় করিতে পারেন। ১০

আপনি সর্ব্বদা আমার হিতাকাঙ্ক্ষী এবং নীতিতেও শুক্রাচার্য্যের ন্যায়। আপনাকে কেহ আপনার ইচ্ছা ব্যতীত বিনাশ করিতে পারিবে না। আপনি সদা ধর্ম্মেই স্থিত আছেন, অতএব আপনিই আমাদের প্রধান সেনাপতি হউন। ১১

যেরূপ কিরণযুক্ত তেজস্বী পদার্থসমূহের সূর্য্য, বৃক্ষ ও ওষধিসমূহের চন্দ্র, যক্ষগণের কুবের, দেবতাবৃন্দের ইন্দ্র, পর্ব্বতসমূহের মেরু, পক্ষিদিগের গরুড়, সমস্ত দেবযোনিগণের কার্ত্তিকেয় ও বসুগণের অগ্নিদেব সংরক্ষক ও অধিপতি (সেইরূপ আপনি আমাদের সমস্ত সৈন্যের অধিনায়ক ও সংরক্ষক)। ১২-১৩

ইন্দ্রের দ্বারা সুরক্ষিত দেবতাগণের ন্যায় আপনার সংরক্ষণে থাকিয়া আমরাও নিশ্চয়ই দেবতাদিগেরও অজেয় হইয়া যাইব। ১৪

যেরূপ কার্ত্তিকেয় দেবতাগণের অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া থাকেন, সেইরূপ আপনিও আমাদের অগ্রগামী নেতা হউন। যেরূপ গাভী বৃষের পশ্চাতে পশ্চাতে গমন করে, সেইরূপ আমরা আপনার অনুসরণ করিব। ১৫

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! তুমি যাহা বলিলে, তাহা সত্য; কিন্তু আমার নিকট যেরূপ তোমরা, সেরূপ পাণ্ডবগণও। ১৬

হে নরাধিপ! পাণ্ডবগণ জিজ্ঞাসা করিলে অবশ্যই আমি তাহাদিগকে তাহাদের হিতের উপায় বলিব এবং তোমার পক্ষে যুদ্ধ করিব। এইরূপই আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি। ১৭

আমি এই ভূতলে নরশ্রেষ্ঠ কুন্তীপুত্র অর্জ্জুন ব্যতীত অন্য কোন যোদ্ধাকেই নিজের সমান বলিয়া দেখিতে পাইতেছি না। ১৮

অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ পাণ্ডুকুমার অর্জ্জুন অনেক প্রকারের দিব্যাস্ত্রসমূহ জানে, কিন্তু সে আমার সম্মুখে আসিয়া প্রকাশ্যভাবে কখনও যুদ্ধ করিতে পারিবে না। ১৯

অহং চৈব ক্ষণেনৈব নির্মনুষ্যমিদং জগৎ।
কুর্য্যাং শস্ত্রবলেনৈব সসুরাসুর-রাক্ষসম্ ॥২০
ন ত্বেবোৎসাদনীয়া মে পাণ্ডোঃ পুত্রা জনাধিপ।
তস্মাদ্ যোধান্ হনিষ্যামি প্রয়োগেণামৃতঃ সদা ॥ ২১
এবমেষাং করিষ্যামি নিধনং কুরুনন্দন।
ন চেৎ তে মাং হনিষ্যন্তি পূর্বমেব সমাগমে ॥ ২২
সেনাপতিস্ত্বহং রাজন্ সময়ে নাপরেণ তে।
ভবিষ্যামি যথাকামং তত্ত্বে শ্রোতুমিহার্হসি ॥ ২৩
কর্ণো বা যুধ্যতাং পূর্বমহং বা পৃথিবীপতে।
স্পর্ধতে হি সদাত্যর্থং সুতপুত্রো ময়া রণে ॥ ২৪

কর্ণ উবাচ।

নাহং জীবতি গাঙ্গেয়ে রাজন্ যোৎস্যে কথঞ্চন।
হতে ভীষ্মে তু যোৎস্যামি সহ গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ২৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ সেনাপতিং চক্রে বিধিবদ্ ভূরিদক্ষিণম্।
ধৃতরাষ্ট্রাত্মজো ভীষ্মং সোঽভিষিক্তো ব্যরোচত ॥ ২৬
ততো ভেরীশ্চ শঙ্খাংশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ।
বাদয়ামাসুরব্যগ্রা বাদকা রাজশাসনাৎ ॥ ২৭
সিংহনাদাংশ্চ বিবিধা বাহনানাঞ্চ নিঃস্বনাঃ।
প্রাদুরাসন্নভশ্চ বর্ষং রুধিরকর্দমম্ ॥ ২৮
নির্ঘাতাঃ পৃথিবীকম্পা গজবৃংহিতনিঃস্বনাঃ।
আসংশ্চ সর্বযোধানাং পাতয়ন্তো মনাংস্যুত ॥ ২৯
বাচশ্চাপ্যশরীরিণ্যো দিবশ্চোল্কাঃ প্রপেদিরে।
শিবাশ্চ ভয়বেদিন্যো নেদুর্দীপ্তরবা ভৃশম্ ॥ ৩০
সৈনাপত্যে যদা রাজা গাঙ্গেয়মভিষিক্তবান্।
ঔদ্ভৈতান্যগ্রুপাণি বভূবুঃ শতশো নৃপ ॥ ৩১
ততঃ সেনাপতিং কৃত্বা ভীষ্মং পরবলার্দনম্।
বাচয়িত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠান্ গোভির্নিষ্কৈশ্চ ভূরিশঃ ॥ ৩২
বর্ধমানো জয়াশীর্ভির্নির্যযৌ সৈন্যিকৈর্বৃতঃ।
আপগেয়ং পুরস্কৃত্য ভ্রাতৃভিঃ সহিতস্তদা ॥ ৩৩

অর্জুনের ন্যায় আমিও যদি ইচ্ছা করি, তবে আমি ক্ষণকালের মধ্যেই নিজের অস্ত্রবলে দেবতা, মনুষ্য, অসুর ও রাক্ষসগণের সহিত এই সমগ্র জগৎকে নিষ্পাপ করিয়া দিতে পারি। ২০

হে জনাধিপ! আমি পাণ্ডুর পুত্রগণকে কোনরূপেই হত্যা করিব না। কৃষ্ণনন্দন! যদি পাণ্ডবেরা এই যুদ্ধে প্রথমেই আমাকে বিনাশ করিয়া না ফেলে, তবে আমি প্রতিদিন পাণ্ডব-পক্ষের দশ হাজার যোদ্ধাকে বধ করিব। আমি এইভাবে তাহাদের সৈন্যকে সংহার করিব। ২১-২২

রাজন্! আমি নিজ ইচ্ছানুসারে এক শর্তের উপর তোমার সেনাপতি হইব। উহার পরিবর্তে অন্য শর্ত মানিব না। ঐ শর্ত তুমি আমার নিকট শ্রবণ কর। ২৩

হে ভূপতে! হয় পূর্বে কর্ণ যুদ্ধ করুক, না হয় আমি পূর্বে যুদ্ধ করি; কারণ, এই সূতপুত্র যুদ্ধে সর্বদা আমাকে অত্যন্ত স্পর্ধা করিয়া থাকে। ২৪

কর্ণ বলিলেন,—রাজন্! আমি গঙ্গানন্দন ভীষ্ম জীবিত থাকা পর্যন্ত কোনরূপ যুদ্ধই করিব না। ভীষ্ম নিহত হইলে আমি গাণ্ডীবধারী অর্জুনের সহিত যুদ্ধ করিব। ২৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তারপর ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন প্রচুর দক্ষিণাদাতা ভীষ্মকে প্রধান সেনাপতিপদে বিধি অনুসারে অভিষেক করিলেন। ইহাতে ভীষ্ম অত্যন্ত শোভিত হইলেন। ২৬

অনন্তর রাজার আজ্ঞানুসারে বাদকগণ নির্ভয় হইয়া শত শত ও সহস্র সহস্র ভেরী এবং শঙ্খ বাজাইতে লাগিল। ২৭

সেই সময় বীরগণের সিংহনাদ ও রণবাদিত্রের নানাপ্রকার শব্দ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। বিনা মেঘে আকাশ হইতে রক্ত বর্ষণ হইতে লাগিল, তাহাতে ভূতলে কর্দম সঞ্চার হইল। ২৮

হস্তিগণের (যুদ্ধকালীন) বৃংহণধ্বনির সহিত বজ্রপাতের ভয়ঙ্কর শব্দ হইতে লাগিল। পৃথিবী কাঁপিতে লাগিল। এই সমস্ত উৎপাত উদ্ভূত হইয়া সমস্ত যোদ্ধাদিগের মানসিক উৎসাহ ঘাবাইয়া দিল। ২৯

অন্তত আকাশবাণী শুনিতে পাওয়া যাইল। আকাশ হইতে উল্কাপাত হইতে লাগিল। ভয়সূচক শৃগালগণ উচ্চৈঃস্বরে অমঙ্গলকর শব্দ করিতে লাগিল। ৩০

হে নৃপ! রাজা দুর্যোধন যখন গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে অভিষিক্ত করিলেন, সেই সময় এইরূপ শত শত ভয়ানক উৎপাত আরম্ভ হইয়া গেল। ৩১

এইভাবে শত্রুসৈন্যকে পীড়াদানকারী ভীষ্মকে সেনাপতি করিয়া দুর্যোধন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণকে দিয়া স্বস্তিবাচন করাইলেন এবং তাঁহাদিগকে প্রচুর গো ও স্বর্ণমুদ্রা দক্ষিণা দিলেন। সেই সময় ব্রাহ্মণগণ বিজয়সূচক আশীর্বাদসমূহের দ্বারা রাজাকে

স্কন্ধাবারেণ মহতা কুরুক্ষেত্রং জগাম হ ॥ ৩৪
পরিক্রম্য কুরুক্ষেত্রং কর্ণেন সহ কৌরবঃ।
শিবিরং মাপয়ামাস সমে দেশে জনাধিপ ॥৩৫
মধুরানূষরে দেশে প্রভূতযবসেন্ধনে।

যথৈব হাস্তিনপুরং তদ্বচ্ছিবিরমাবসৎ ॥ ৩৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি সৈন্যনির্য্যাণপর্বণি ভীষ্মসৈন্যাপত্যে
ষট্পঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

সংবর্দ্ধনা জানাইলেন। তারপর দুর্য্যোধন সৈন্যগণে পরিবৃত হইয়াও ভীষ্মকে অগ্রে রাখিয়া ভ্রাতৃগণের সহিত হস্তিনাপুর হইতে বহির্গত হইলেন। বহু বিপণি তাঁহার সহিয়াছিল। তিনি কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন ॥ ৩২-৩৪

জনমেজয়! কর্ণের সহিত কুরুক্ষেত্রে যাইয়া দুর্য্যোধন এক সমতল প্রদেশে শিবির স্থাপন করিবার জন্য ভূমিমাপ করাইলেন ॥ ৩৫

উষরহীন (ক্ষার ও লবণাক্ত মৃত্তিকাশূন্য) মনোহর প্রদেশে যেখানে ঘাস ও কাঠের প্রাচুর্য্য আছে, সেইরূপ স্থানে দুর্য্যোধনের সৈন্যগণের শিবির হস্তিনাপুর নগরের ন্যায় সুশোভিত হইতে লাগিল ॥ ৩৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের অভিষেকবিষয়ক ষট্পঞ্চাশদধিকশততম উদ্যোগপর্বান্তর্গত সৈন্য-নির্য্যাণপর্ব্বে ভীষ্মের সেনাপতিপদে অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরেণ স্বীয়-সেনাপতীনামভিষেকঃ, যদুবংশীয়ৈঃ সহ বলরামস্যাগমনম্, পাণ্ডবানামন্যা তস্য তীর্থযাত্রা চ।]

জনমেজয় উবাচ।

আপগেয়ং মহাত্মানং ভীষ্মং শস্ত্রভৃতাং বরম্।
পিতামহং ভারতানাং ধ্বজং সর্বমহীক্ষিতাম্ ॥ ১
বৃহস্পতিসমং বুদ্ধ্যা ক্ষময়া পৃথিবীসমম্।
সমুদ্রমিব গাম্ভীর্য্যে স্থিরত্বে হিমবন্তমিব স্থিরম্ ॥ ২
প্রজাপতিমিবৌদার্য্যে তেজসা ভাস্করোপমম্
মহেন্দ্রমিব শত্রূণাং ধ্বংসনে শরবৃষ্টিভিঃ ॥ ৩
রণযজ্ঞে প্রবিততে স্রুতীক্ষ্ণে রোমহর্ষণে।
দীক্ষিতং চিররাত্রায় শ্রুত্বা তত্র যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৪

কিমব্রবীদ্ভ্রাতরঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
ভীমসেনার্জুনৌ বাপি কৃষ্ণো বা প্রত্যভাষত ॥ ৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

আপদ্ধর্মার্থকুশলো মহাবুদ্ধির্যুধিষ্ঠিরঃ।
সর্বান্ ভ্রাতৃন্ সমানীয় বাসুদেবঞ্চ ভারত ॥৬
উবাচ বদতাং শ্রেষ্ঠঃ সান্ত্বপূর্বমিদং বচঃ।
পর্য্যাক্রামত সৈন্যানি যথাস্থিষ্ঠত সংশিতাঃ ॥৭
পিতামহেন বো যুদ্ধঃ পূর্বমেব ভবিষ্যতি।
তস্মাৎ সর্বাসু সেনাসু প্রণেতৃন্ মন পশ্যত ॥ ৮

সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরকর্তৃক নিজ সেনাপতিগণের অভিষেক, যদুবংশীয়-গণের সহিত বলরামের আগমন এবং পাণ্ডবগণের নিকট বিদায় লইয়া তাঁহার তীর্থযাত্রা।]

জনমেজয় বলিলেন,—ভগবন্! ভরতবংশীয়গণের পিতামহ মহাত্মা ভীষ্ম সমস্ত অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সকল ভূপতিবৃন্দের ধ্বজার ন্যায় তাঁহার স্থান ছিল সর্ব্বোচ্চে। তিনি বুদ্ধিতে বৃহস্পতি, ক্ষমায় পৃথিবী, গম্ভীরতায় সমুদ্র, স্থৈর্য্যে হিমালয়, উদারতায় প্রজাপতি এবং তেজে সূর্য্যতুল্য ছিলেন। তিনি তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বর্ষণ করিয়া দেবরাজ ইন্দ্রসদৃশ শত্রুগণকেও ধ্বংস করিতে পারেন। সেই সময় যে অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও রোমাঞ্চ-কারী রণযজ্ঞ আরম্ভ হইয়াছিল, উহাতে তিনি যখন দীর্ঘকালের জন্য দীক্ষা লইয়াছিলেন, তখন এই সংবাদ শুনিবার পর সকল অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাবাহু যুধিষ্ঠির কি বলিয়াছিলেন? ভীমসেন ও অর্জুনই বা কি কহিয়াছিলেন এবং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ এই বিষয়ে কিরূপ স্বাভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন ॥ ১-৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—রাজন্! আপদ্ধর্মবিষয়ে অভিজ্ঞ, বক্তাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহামতি যুধিষ্ঠির সেই সময় সকল ভ্রাতাকে এবং সনাতন ভগবান্ বাসুদেবকে আহ্বান করিয়া আনাইয়া সান্ত্বনাপূর্ব্বক এই কথা বলিলেন। তোমরা সকলে চারিদিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া নিজ সৈন্যগণকে পর্য্যবেক্ষণ কর এবং কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া অবস্থান কর ॥৬-৭

সর্ব্বপ্রথম পিতামহ ভীষ্মের সহিত তোমাদের যুদ্ধ হইবে।

কৃষ্ণ উবাচ।

যথার্হতি ভবান্ ধর্ম্মমস্মিন্ কালে ব্যবস্থিতে।
তথেদমর্থবদ্ বাক্যমুক্তং তে ভরতর্ষভ ॥ ৯
রোচতে মে মহাবাহো ক্রিয়তাং ধনঞ্জয়ম্।
নায়কাস্তব সেনায়াঃ ক্রিয়ন্তামিহ সপ্ত বৈ ॥ ১০

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো দ্রুপদমানাদ্য বিরাটং শিনিপুঙ্গবম্।
ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ পাঞ্চাল্যং ধৃষ্টকেতুঞ্চ পার্থিব ॥ ১১
শিখণ্ডিনঞ্চ পাঞ্চাল্যং সহদেবঞ্চ মাগধম্।
এতান্ সপ্ত মহাভাগান্ বীরান্ যুদ্ধাভিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১২
সেনাগ্রণেতৃন্ বিধিবদভ্যষিঞ্চদ্ যুধিষ্ঠিরঃ।
সর্ব্বসেনাপতিং চাত্র ধৃষ্টদ্যুম্নং চকার হ ॥ ১৩
দ্রোণান্তহেতোরুৎপন্নো য ইজ্যাজ্জাতবেদসঃ।
সর্ব্বেষামেব তেষাং হু সমস্তানাং মহাত্মনাম্ ॥ ১৪
সেনাপতিপতিং চক্রে গুড়াকেশং ধনঞ্জয়ম্।
অর্জ্জুনস্যাপি নেতা চ সাত্বতাং বৈ বার্ষ্ণিনাম্ ॥ ১৫

সঙ্কর্ষণাগ্রজঃ শ্রীমান্ মহাবুদ্ধিজ নাদনঃ।
তদ্ দৃষ্ট্বোপস্থিতং যুদ্ধং সমাসন্নং মহাভয়ম্ ॥ ১৬
প্রাবিশদ্ ভবনং রাজন্ পাণ্ডবানাং হলায়ুধঃ।
সহাক্রূরপ্রভৃতিভির্গদ-সাম্বোদ্ধবাদিভিঃ ॥ ১৭
রৌক্মিণেয়াহকসুতৈশ্চারুদেষ্ণপুরোগমৈঃ।
বৃষ্ণিমুখ্যৈরবিগতৈর্ব্যাত্তৈরিব বলোৎকটৈঃ ॥ ১৮
অভিগুপ্তো মহাবাহুর্মরুদ্ভিরিব বাসবঃ।
নীলকৌশেয়বসনঃ কৈলাসশিখরোপমঃ ॥ ১৯
সিংহখেলগতিঃ শ্রীমান্ মদরক্তাক্ষলোচনঃ।
তং দৃষ্ট্বা বলরাজঞ্চ কেশবঞ্চ মহাত্মভিঃ ॥ ২০
উদতিষ্ঠৎ ততঃ পার্থো ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ।
গাণ্ডীবধন্বা যে চাত্র রাজানস্তত্র কেচন ॥ ২১
পূজয়াঞ্চক্রিরে তে বৈ সমায়ান্তং হলায়ুধম্।
ততস্তং পাণ্ডবো রাজা করে পস্পর্শ পাণিনা ॥ ২২
বাসুদেবপুরোগাস্তং সর্ব্ব এবাভ্যবাদয়ন্।
বিরাট-দ্রুপদৌ বৃদ্ধাবভিবাদ্য হলায়ুধঃ ॥

সেইজন্য আমাদের সপ্ত অক্ষৌহিণী সেনাগণের জন্য সাত জন সেনাপতি তোমরা দেখ ॥ ৮

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—ভরতবংশশ্রেষ্ঠ! এইরূপ সময় উপস্থিত হইলে আপনার পক্ষে যাহা বলা যুক্তিযুক্ত, আপনি সেইরূপ অর্থপূর্ণ কথাই বলিলেন ॥ ৯

মহাবাহো! আপনার এই কথাতে আমারও মত আছে। অতএব এখন যাহা অতি অবশ্য করিবে, তাহাই পালন করুন। আপনি সাত অক্ষৌহিণী সৈন্যগণের জন্য সাত জন সেনাপতি স্থির করুন ॥ ১০

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর রাজা দ্রুপদ, বিরাট, সাত্যকি, পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, ধৃষ্টকেতু, পাঞ্চালদেশীয় বীর শিখণ্ডী ও মগধরাজ সহদেব—এই সাত যুদ্ধাভিলাষী মহাভাগ বীরপুরুষকে যুধিষ্ঠির বিধি অনুসারে সেনাপতিপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং সেই প্রখ্যাত ধৃষ্টদ্যুম্নকে সমস্ত সৈন্যগণের প্রধান সেনাপতি করিলেন, যিনি দ্রোণাচার্য্যকে বিনাশ করিবার জন্য প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে উত্থিত হইয়াছেন ॥

তাহার পর তিনি নিদ্রাবিজয়ী বীর ধনঞ্জয়কে সেই সমস্ত মহাত্মা বীর সৈনাপতিগণেরও অধিপতি করিয়া দিলেন ॥

অর্জ্জুনেরও নেতা ও তাঁহার অশ্বসমূহের নিয়ন্তা হইলেন—বলরামের কনিষ্ঠ ভ্রাতা মহামতি শ্রীমান্ দুষ্টজনপীড়ক শ্রীকৃষ্ণ ॥

রাজন্! তারপর সেই মহাবিক্রমশালিকর যুদ্ধকে যাহা নিকটবর্ত্তী ও প্রায় উপস্থিত হইতে দেখিয়া নীলবর্ণের রেশমী বস্ত্র পরিহিত, কৈলাসশৃঙ্গসদৃশ শ্বেতবর্ণ ও হলধর মহাবাহু শ্রীমান্ বলরাম পাণ্ডবগণের শিবিরে সিংহতুল্য স্বাভাবিক বীরত্বপূর্ণ গতিতে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সহিত অক্রূরাদি যদুবংশীয়গণ এবং গদ, সাম্ব, উদ্ধব, প্রদ্যুম্ন, চারুদেষ্ণ ও আহুকপুত্র প্রভৃতি বৃষ্ণিবংশীয়গণ, যাঁহারা সিংহ ও ব্যাঘ্রের ন্যায় উৎকট বলশালী ছিলেন; তাঁহাদের দ্বারা সুরক্ষিত হইয়া বলরাম এইরূপ শোভা প্রাপ্ত হইতেছিলেন, যেরূপ মরুদ্গণের সহিত দেবরাজ ইন্দ্র শোভা পাইয়া থাকেন ॥

ইহাকে দর্শন করিবামাত্র ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির, মহাভেজস্বী শ্রীকৃষ্ণ, ভয়ঙ্কর কর্ম্মকারী কুন্তীপুত্র ভীমসেন এবং অন্য যে সমস্ত রাজা সেখানে বিদ্যমান ছিলেন, তাঁহারা সকলে উঠিয়া দাঁড়াইলেন ॥ ১১-২১

হলায়ুধ বলরামকে আসিতে দেখিয়া উপস্থিত সকলেই তাঁহাকে সমাদর করিলেন। তারপর পাণ্ডুনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির নিজ হস্তে তাঁহার হস্ত স্পর্শ করত আপ্যায়ন করিলেন ॥ ২২

তারপর শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে প্রণাম করিলেন। অনন্তর বৃদ্ধ রাজা বিরাট ও দ্রুপদকে প্রণাম করিয়া শত্রুদমন বলরাম যুধিষ্ঠিরের সহিত উপবেশন করিলেন ॥ ২৩

যুধিষ্ঠিরেণ সহিত উপাবিশদরিন্দমঃ ॥২৩
তত্তেষ্বেবাবিষ্টেষু পার্থিবেষু সমন্ততঃ।
বাসুদেবমভিপ্রেক্ষ্য রৌহিণেয়োঽভ্যভাষত ॥
ভবিতারং মহারৌদ্রো দারুণঃ পুরুষক্ষয়ঃ।
দিষ্টমেতদ্ ধ্রুবং মন্যে ন শক্যমতিবর্ত্তিতুম্ ॥ ২৫
তস্মাদ্ যুদ্ধাৎ সমুত্তীর্ণানপি বঃ সুহৃজ্জনান্।
অরোগানক্ষতদেহাংস্ত্রাস্যামীতি মতির্মম ॥২৬
সমেতং পার্থিবং ক্ষত্রং কালপক্কমসংশয়ম্।
বিমর্দ্দশ্চ মহান্ ভাবী মাংসশোণিতকর্দ্দমঃ ॥ ২৭
উক্তো ময়া বাসুদেবঃ পুনঃ পুনরুপপ্লবে।
সম্বন্ধিষু সমাং বৃত্তিং বর্ত্তস্ব মধুসূদন ॥ ২৮
পাণ্ডবা হি যথাস্মাকং তথা দুর্য্যোধনো নৃপঃ।
তস্যাপি ক্রিয়তাং সাঙ্গং স পর্য্যেতি পুনঃ পুনঃ ॥২৯
তচ্চ মে নাকরোদ্ বাক্যং হৃদর্থে মধুসূদনঃ।
নিবিষ্টঃ সর্বভাবেন ধনঞ্জয়মবেক্ষ্য হ ॥৩০
ধ্রুবো জয়ঃ পাণ্ডবানামিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।
তথা হ্যভিনিবেশোঽয়ং বাসুদেবস্য ভারত ॥ ৩১
ন চাহমুৎসহে কৃষ্ণমৃতে লোকমুদীক্ষিতুম্।
ততোঽহমনুবর্ত্তামি কেশবস্য চিকীর্ষিতম্ ॥ ৩২
উভৌ শিষ্যৌ হি মে বীরৌ গদাযুদ্ধবিশারদৌ।
তুল্যস্নেহোঽস্মাতো ভীমে তথা দুর্য্যোধনে নৃপে ॥ ৩৩
তস্মাদ্ যাস্যামি তীর্থানি সরস্বত্যা নিষেবিতুম্।
ন হি শক্ষ্যামি কৌরব্যান্ নশ্যমানানবেক্ষিতুম্ ॥ ৩৪
এবমুক্ত্বা মহাবাহোরনুজ্ঞাতশ্চ পাণ্ডবৈঃ।
তীর্থযাত্রাং যযৌ রামো নিবর্ত্ত্য মধুসূদনম্ ॥ ৩৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্ব্বণি সৈন্যনির্য্যাণপর্ব্বণি বলরামতীর্থযাত্রাগমনে সপ্তপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৭

তারপর সেই সব রাজা চারিদিকে উপবিষ্ট হইলে রোহিণী-নন্দন বলরাম শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিতে লাগিলেন ॥ ২৪

আমার মনে হইতেছে—মহাভয়ঙ্কর ও নিদারুণ লোকক্ষয় সংঘটিত হইবে। প্রারব্ধের এই বিধানকে আমি সত্য বলিয়া মনে করি। ইহাকে এখন অতিক্রম করা সম্ভব হইবে না ॥ ২৫

এই যুদ্ধ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া সকল সুহৃদ্ আপনাদিগকে আমি অক্ষত দেহধারণ করত নীরোগ হইয়া বর্ত্তমান থাকিতে দর্শন করিব—ইহাই আমার বিধান ॥ ২৬

ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই যে, এখানে যে সমস্ত ক্ষত্রিয় ভূপতি সমবেত হইয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে কাল নিজের গ্রাসে পরিণত করিবার জন্য পাক করিতেছেন। প্রচুর রক্তপাত হইবে এবং ইহাতে ভূতলে রক্ত ও মাংসের কর্দ্দম হইয়া যাইবে ॥ ২৭

আমি নির্জনে শ্রীকৃষ্ণকে বার বার বলিয়াছি যে, মধুসূদন! তুমি নিজ সকল সম্বন্ধিগণের উপর সমান ব্যবহার কর; কারণ, আমাদের নিকট যেরূপ পাণ্ডবগণ, সেইরূপ রাজা দুর্য্যোধনও। তাহারও তুমি সহায়তা কর। সে পুনঃ পুনঃ তোমার নিকট আসিতেছে ॥ ২৮-২৯

যুধিষ্ঠির! কিন্তু তোমাদের জন্যই মধুসূদন শ্রীকৃষ্ণ আমার কথা গ্রহণ করে নাই। সে তোমাকে দেখিয়া তাহার উপর সর্ব্বপ্রকারে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছে ॥ ৩০

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস—এই যুদ্ধে পাণ্ডবগণের অবশ্যই জয়লাভ হইবে। ভারত! শ্রীকৃষ্ণেরও এইরূপ দৃঢ় সঙ্কল্প ॥ ৩১

আমি তো শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত এই সম্পূর্ণ জগতের দিকেও চক্ষু তুলিয়া দেখিতে পারি না; অতএব এই কেশব যাহা কিছু করিতে ইচ্ছা করে, আমি তাহারই অনুসরণ করিয়া থাকি ॥ ৩২

ভীমসেন ও দুর্য্যোধন এই দুই বীর আমার শিষ্য এবং গদা-যুদ্ধে অভিজ্ঞ; সেইজন্য আমি এই উভয়ের উপরে সমান স্নেহ পোষণ করি ॥ ৩৩

এই কারণে আমি সরস্বতী নদীর তীরবর্ত্তী তীর্থসমূহের সেবা (দর্শন) করিবার জন্য গমন করিব; কারণ, ধ্বংসমুখে পতিত কুরুবংশীয়গণকে সেইরূপ অবস্থায় দেখিয়া আমি উপেক্ষা করিতে পারিব না ॥ ৩৪

এই কথা বলিয়া মহাবাহু বলরাম পাণ্ডবগণের সম্মতি গ্রহণ করত (কিছু দূর পর্য্যন্ত অনুগমনকারী) শ্রীকৃষ্ণকে ফিরাইয়া দিয়া তীর্থযাত্রায় গমন করিলেন ॥ ৩৫

শ্রীবরদাচার্য্য বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত সৈন্যনির্য্যাণপর্ব্বে বলরামের তীর্থযাত্রা-গমন-বিষয়ক সপ্তপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সাহায্যং প্রদাতুং কৃষ্ণস্য আগমনম্, কৌরব-পাণ্ডবৈঃ প্রত্যাখ্যাতস্য তস্য স্বদেশে প্রত্যাবর্তনঞ্চ।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতস্মিন্নেব কালে তু ভীষ্মকস্য মহাত্মনঃ।
হিরণ্যরোমো নৃপতেঃ সাক্ষাদিন্দ্রসখস্য বৈ॥ ১
আকৃতীনামধিপতির্ভোজস্যাতিবলস্য চ।
দাক্ষিণাত্যপতেঃ পুত্রো রুক্মী রুক্মীতি বিশ্রুতঃ॥২
যঃ কিম্পুরুষসিংহস্য গন্ধমাদনবাসিনঃ।
কৃৎস্নং শিক্ষো ধনুর্বেদং চতুষ্পাদমবাপ্তবান্॥ ৩
যো মাহেন্দ্রং ধনুর্দৈবে তুল্যঃ গাণ্ডীবতেজসা।
শার্ঙ্গেণ চ মহাবাহুঃ সম্মিতং দিব্যলক্ষণম্॥ ৪
ঔণ্যৈবৈতানি দিব্যানি ধনূংষি দিবি চারিণাম্।
বারুণং গাণ্ডীবং তত্র মাহেন্দ্রং বিজয়ং ধনুঃ॥ ৫
শার্ঙ্গং তু বৈষ্ণবং প্রাহুর্দিব্যং তেজোময়ং ধনুঃ।
ধারয়ামাস তৎ কৃষ্ণঃ পরসেনাভয়াবহম্॥ ৬
গাণ্ডীবং পাবকাল্লেভে খাণ্ডবে পাকশাসনিঃ॥ ৬
ক্রমাদ্ রুক্মী মহাতেজা বিজয়ং প্রত্যপদ্যত।
সঙ্কিষ্য যৌবনাশ্বান্ নিহত্য মুরমোজসা॥ ৭
নিজিত্য নরকং ভৌমমাহৃত্য মণিকুণ্ডলে।
ষোড়শ স্ত্রীসহস্রাণি রত্নানি বিবিধানি চ॥ ৮
প্রতিপেদে হৃষীকেশঃ শার্ঙ্গঞ্চ ধনুরুত্তমম্।
রুক্মী তু বিজয়ং লব্ধ্বা ধনুর্মেঘনিভস্বনম্॥ ৯
বিতীয়বন্নিব জগৎ পাণ্ডবানভ্যবর্তত।
নামৃষ্যত পুরা যোঽসৌ স্ববাহুবলগর্বিতঃ॥ ১০
রুক্মিণ্যা হরণং বীরো বাসুদেবেন ভীমতা।
কৃত্বা প্রতিজ্ঞাং নাহত্বা নিবর্তিষ্যে জনার্দনম্॥ ১১
ততোঽন্বধাবদ্ বার্ষ্ণেয়ং সর্বসৈন্যসমাবৃতঃ বরঃ।
সেনয়া চতুরঙ্গিণ্যা মহত্যা পরিবারিতঃ॥ ১২

অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়।

[সহায়তা করিবার জন্য রুক্মীর আগমন ও পাণ্ডব-কৌরব গণ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্তন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,— জনমেজয়! এই সময়ে অতিশয় বলবান্, দাক্ষিণাত্য সেনাধিপতি, ভোজবংশীয়, সাক্ষাৎ ইন্দ্রের সখা, হিরণ্যরোমা, গন্ধমাদনের অধিপতি ও মহাত্মা ভীষ্মকের পুত্র রুক্মী পাণ্ডবগণের নিকট আগমন করিলেন। ইনি সর্বদিকে অতিশয় খ্যাত ছিলেন। ১-২

যিনি গন্ধমাদনপর্বতনিবাসী কিম্পুরুষশ্রেষ্ঠ দ্রুমের শিষ্য ছিলেন ও চারিপাদযুক্ত সমগ্র ধনুর্বেদের জ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন॥৩

যে মহাবাহু রুক্মী গাণ্ডীবধনুর ন্যায় তেজস্বী বিজয়নামক ধনু ইন্দ্রের নিকট লাভ করিয়াছিলেন। দিব্যলক্ষণসম্পন্ন এই ধনু ভগবান্ শ্রীহরির শার্ঙ্গধনুর সদৃশ ছিল। ৪

দ্যুলোকে বিচরণশীল দেবতাগণের এই তিনটি (গাণ্ডীব, বিজয় ও শার্ঙ্গ) ধনুকই দিব্য বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। উহাদের মধ্যে গাণ্ডীব ধনু বরুণের, বিজয় ধনু দেবরাজ ইন্দ্রের এবং দিব্য ও তেজস্বী শার্ঙ্গ ধনু ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুর বলিয়া কথিত আছে। ৫

শত্রুসেনার ভয়প্রদ প্রসিদ্ধ শার্ঙ্গ-ধনু ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ধারণ করেন এবং খাণ্ডবদাহের সময় হুতাশন স্বয়ং সাক্ষাৎ অগ্নিদেবের নিকট হইতে গাণ্ডীব ধনু লাভ করিয়াছেন। ৬

মহাতেজস্বী রুক্মী ভরতের নিকট হইতে বিজয়-ধনু প্রাপ্ত হইয়াছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বাহুবল ও বলে মুরনামক দৈত্যের পাশসমূহ ছেদন করিয়া মুরপুর নরকাসুরকে বধ করত তাঁহার নিকট হইতে অদিতিদেবীর মণিময় কুণ্ডল সংগ্রহ করিয়া ষোল হাজার স্ত্রী ও নানাবিধ রত্নরাজি নিজের অধিকারে আনিয়াছিলেন। সেই সময় হৃষীকেশ শার্ঙ্গ নামক উত্তম ধনুও লাভ করিয়াছিলেন।

মেঘগর্জনতুল্য ভয়ঙ্কর টঙ্কারধ্বনিকারী বিজয়নামক ধনু প্রাপ্ত হইয়া রুক্মী সমগ্র জগৎকে যেন ভীত করিতে করিতেই পাণ্ডবগণের নিকট উপস্থিত হইলেন।

ইনি সেই বীর রুক্মী ছিলেন, যিনি নিজ বাহুবলের গর্বে গর্বিত হইয়া বৃষ্ণিবংশীয় শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা রুক্মিণীর হরণকে সহ্য করিতে পারেন নাই।

তিনি সমস্ত অস্ত্রধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন। পূর্বে তিনি এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, বৃষ্ণিবংশীয় শ্রীকৃষ্ণকে নিহত না করিয়া নিজ নগরে প্রত্যাবর্তন করিবেন না। সেই কারণে ইনি তখন শ্রীকৃষ্ণের পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন।

সেই সময় তাঁহার সহিত বিচিত্র অস্ত্র ও কবচে সুশোভিত, দূর পর্যন্ত লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করিয়া নিপাতিত করিতে সমর্থ ও

বৈচিত্রায়ুধবর্মিণা পক্ষয়োর প্রবক্ষয়া।
স সমাসাদ্য বার্ষ্ণেয়ং যোগানামীশ্বরং প্রভুম্ ॥ ১৩
ব্যাসিতো ব্রীড়িতো রাজন্ নাজগাম স কুণ্ডিনম্।
যত্নৈব কৃষ্ণেন রণে নির্জিতঃ পরবীরহা ॥ ১৪
তত্র ভোজকটং নাম কৃতং নগরমুত্তমম্।
সৈন্যেন মহতা তেন প্রভূতগজবাজিনা ॥ ১৫
পুরং তদ্ ভুবি বিখ্যাতং নাম্না ভোজকটং নৃপ।
স ভোজরাজঃ সৈন্যেন মহতা পরিবারিতঃ ॥ ১৬
অক্ষৌহিণ্যা মহাবীর্য্যঃ পাণ্ডবান্ ক্ষিপ্রমাগমৎ।
ততঃ স কবচী ধন্বী তলী খড়্গী শরাসনী ॥ ১৭
ধ্বজেনাদিত্যবর্ণেন প্রাংশুনা নহাচমূম্।
বিদিতঃ পাণ্ডবেয়ানাং বাসুদেবপ্রিয়েপ্সয়া ॥ ১৮
যুধিষ্ঠিরস্তু তং রাজা প্রত্যুদ্গম্যাভ্যপূজয়ৎ।
স পূজিতঃ পাণ্ডুপুত্রৈর্যথান্যায়ং সুসংস্কৃতঃ ॥ ১৯

প্রতিগৃহ্য তু তান্ সর্বান্ বিশ্রান্তঃ সহসৈনিকঃ।
উবাচ মধ্যে বীরাণাং কুন্তীপুত্রং ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২০
সহায়োঽস্মি স্থিতো যুদ্ধে যদি ভীতোঽসি পাণ্ডব।
করিষ্যামি রণে সাহ্যমপক্ষং তব শত্রুভিঃ ॥ ২১
ন হি মে বিক্রমে তুল্যঃ পুমানস্তীহ কশ্চন।
হনিষ্যামি রণে ভাগং যত্নে দাস্যসি পাণ্ডব ॥ ২২
অপি দ্রোণ-কৃপৌ বীরৌ ভীষ্ম-কর্ণাবথো পুনঃ।
অথবা সর্ব এবৈতে তিষ্ঠন্তু বসুধাধিপাঃ ॥ ২৩
নিহত্য সমরে শত্রূংস্তব দাস্যামি মেদিনীম্।
ইত্যুক্তো ধর্মরাজস্তু কেশবস্তু চ সন্নিধৌ ॥ ২৪
শৃণ্বতাং পার্থিবেন্দ্রাণামস্মেধাং চৈব সর্বশঃ।
বাসুদেবমভিপ্রেক্ষ্য ধর্মরাজশ্চ পাণ্ডবম্ ॥ ২৫
উবাচ ধীমান্ কৌন্তেয়ঃ প্রহস্য সবিপূর্বকম্।
কৌরবাণাং কুলে জাতঃ পাণ্ডোঃ পুত্রো বিশেষতঃ ॥ ২৬

বর্দ্ধমানা সভার ন্যায় বিশাল চতুরঙ্গিণী (হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি) সৈন্যবাহিনী ছিল।

রাজন্! যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি পরাজিত হওয়ায় লজ্জিত হইয়া পুনরায় কুণ্ডিননগরে ফিরিয়া আসেন নাই।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যেস্থলে যুদ্ধে রুক্মীকে পরাজিত করিয়াছিলেন, সেইখানে রুক্মী ভোজকটনামক উত্তম নগর স্থাপন করিয়াছিলেন।

রাজন্! প্রভূত হস্তী ও অশ্বসমন্বিত বিশাল সৈন্যবাহিনীযুক্ত এই ভোজকটনামক নগর সমগ্র ভূমণ্ডলে বিখ্যাত।

মহাপরাক্রমী ভোজরাজ রুক্মী এক অক্ষৌহিণী বিশাল বাহিনীতে পরিবেষ্টিত হইয়া ক্ষিপ্রতার সহিত পাণ্ডবগণের নিকট আসিলেন।

তিনি কবচ, ধনু, তলত্রাণ, খড়্গ ও তূণীর ধারণ করিয়া সূর্য্যতুল্য তেজস্বী ধ্বজার সহিত পাণ্ডবগণের বিশাল সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিলেন।

তিনি বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় করিবার ইচ্ছায় আসিয়াছিলেন। যখন পাণ্ডবগণকে তাঁহার আগমনবার্ত্তা জানান হইল, তখন রাজা যুধিষ্ঠির কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহার সম্মানপ্রদর্শন করিলেন।

পাণ্ডবগণ রুক্মীকে বিধিপূর্ব্বক সমাদর জানাইয়া তাঁহার তূণি

ভূরি প্রশংসা করিলেন। রুক্মীও তাঁহাদিগকে প্রীতিসহকারে গ্রহণ করিয়া সদৈন্যে সেখানে বিশ্রাম করিলেন।

তদনন্তর বীরগণের মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া তিনি কুন্তীনন্দন অর্জুনকে বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন! যদি তুমি ভীত হইয়া থাক, তবে আমি যুদ্ধে তোমার সহায়তা করিবার জন্য এখানে উপস্থিত হইয়াছি। আমি এই মহাযুদ্ধে তোমার সেইরূপ সহায়তা করিব, যাহা তোমার শত্রুগণের পক্ষে অসহ্য হইয়া উঠিবে ॥ ১-২১

এই জগতে আমার ন্যায় পরাক্রমী বীর অন্য কোন ব্যক্তি নাই। পাণ্ডুনন্দন! তুমি শত্রুগণের যে অংশ আমাকে সমর্পণ করিবে, আমি যুদ্ধে তাহাদিগকে অবশ্যই সংহার করিয়া ফেলিব ॥ ২২

আমার অংশে দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য ও বীরবর ভীষ্ম এবং কর্ণ যে কেহ হউন না কেন, আমি কাহাকেও জীবিত ছাড়িব না। অথবা এখানে সমাগত সকল রাজাই অবস্থান করুন, আমি একাকীই সমরে তোমার সমস্ত শত্রুগণকে সংহার করিয়া এই পৃথিবীর রাজ্য তোমাকে অর্পণ করিব ॥

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নিকট অস্ত্র সহ রাজারই প্রতিগোচরে রুক্মী এই কথা বলিলে পর বুদ্ধিমান্ কুন্তীপুত্র অর্জুন বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিতভাবে হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলিলেন ॥

বীর! আমি কৌরবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। বিশেষতঃ আমি মহারাজ পাণ্ডুর পুত্র, আচার্য্য দ্রোণকে আমার গুরু এবং স্বয়ং তাঁহার শিষ্য এই কথা সকলের নিকটে আমি বলিয়া থাকি।

দ্রোণং ব্যপদিশন্ শিষ্যো বাসুদেবসহায়বান্।
ভীতোঽস্মীতি কথং ব্রূয়াং ধনানো গাণ্ডীবং ধনুঃ ॥ ২৭

যুধ্যমানস্য মে বীর গন্ধর্বৈঃ সুমহাবলৈঃ।
সহায়ো ঘোষযাত্রায়াং কস্তদাসীৎ সখা মম ॥ ২৮

তথা প্রতিভয়ে তস্মিন্ দেব-দানবসঙ্কুলে।
খাণ্ডবে যুধ্যমানস্য কঃ সহায়স্তদাভবৎ ॥ ২৯

নিবাতকবচৈর্যুদ্ধে কালকেয়ৈশ্চ দানবৈঃ।
তত্র মে যুধ্যমানস্য কঃ সহায়স্তদাভবৎ ॥ ৩০

তথা বিরাটনগরে কুরুভিঃ সহ সঙ্গরে।
যুধ্যতো বহুভিস্তত্র কঃ সহায়োঽভবন্মম ॥ ৩১

উপজীব্য রণে রুদ্রং শক্রং বৈশ্রবণং যমম্।
বরুণং পাবকং চৈব কৃপং দ্রোণঞ্চ মাধবম্ ॥ ৩২

ধারয়ন্ গাণ্ডীবং দিব্যং ধনুস্তেজোময়ং দৃঢ়ম্।
অক্ষয্যশরসংযুক্তো দিব্যাস্ত্রপরিরক্ষিতঃ ॥ ৩৩

কথমাত্মদ্বিধো ব্রূয়াদ্ ভীতোঽস্মীতি যশোহরম্।
বচনং নরশার্দূল বজ্রায়ুধমপি স্বয়ম্ ॥ ৩৪

নাস্মি ভীতো মহাবাহো সহায়ার্থশ্চ নাস্তি মে।
যথাকামং যথাযোগং গচ্ছ বাস্তত্র তিষ্ঠ বা ॥ ৩৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।

(তচ্ছ্রুত্বা বচনং তস্য বিজয়স্য হি ধীমতঃ।)
বিনিবর্ত্য ততো রুক্মী সেনাং সাগরসন্নিভাম্।
দুর্যোধনমুপাগচ্ছৎ তথৈব ভরতর্ষভ ॥ ৩৬

তথৈব চাভিগম্যৈনমুবাচ বসুধাধিপঃ।
প্রত্যাখ্যাতশ্চ তেনাপি স তদা শূরমানিনা ॥ ৩৭

আবেব তু মহারাজ তস্মাদ্ যুদ্ধাদপেয়তুঃ।
রৌহিণেয়শ্চ বার্ষ্ণেয়ো রুক্মী চ বসুধাধিপঃ ॥ ৩৮

গতে রামে তীর্থযাত্রায়াং ভীমপুত্রে তথা।
উপাবিশন্ পাণ্ডবেয়া মন্ত্রায় পুনরেব চ ॥ ৩৯

ইহা ব্যতীত সাক্ষাৎ শ্রীকৃষ্ণ আমার সহায়ক এবং আমি নিজ হস্তে গাণ্ডীব ধনুকে ধারণ করি। এইরূপ অবস্থায় আমি নিজেকে ভীত বলিয়া কিরূপে মনে-করিতে পারি? ২৬-২৭

বীরবর! কৌরবগণের ঘোষযাত্রার সময় যখন আমি মহাশক্তিশালী গন্ধর্বদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলাম, সেই সময় কোন্ ব্যক্তি আমার সহায়তা করিবার জন্য আসিয়াছিল? ২৮

খাণ্ডববনে দেবগণ ও দানবগণে পরিপূর্ণ ভয়ঙ্কর যুদ্ধে যখন আমি নিজ প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, সেই সময় আমার কোন্ ব্যক্তি সহায়ক ছিল? ২৯

যখন নিবাতকবচ ও কালকেয়নামক দানবগণের সহিত যুদ্ধে আমি একাকী সংগ্রাম করিতেছিলাম, সেই সময় আমার সহায়তার জন্য কোন্ ব্যক্তি আসিয়াছিল? ৩০

এইরূপ বিরাটনগরে যখন কৌরবগণের সহিত যুদ্ধে আমি একাই বহু বীরের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলাম, সেই সময় আমার সহায়ক কে ছিল? ৩১

আমি যুদ্ধে সকলপ্রকারের জন্য রুদ্র, ইন্দ্র, যম, কুবের, বরুণ, অগ্নি, কৃপাচার্য, দ্রোণাচার্য ও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করিয়াছি। আমি তেজস্বী, দৃঢ় ও দিব্য গাণ্ডীব ধনু ধারণ করি। আমার নিকট অক্ষয় বাণপূর্ণ তূণীর আছে এবং দিব্যাস্ত্রসমূহের জ্ঞানে আমার শক্তি আরও বর্ধিত হইয়াছে। নরশ্রেষ্ঠ! সুতরাং আমার মত মানুষ সাক্ষাৎ বজ্রধারী ইন্দ্রের সম্মুখেও "আমি ভীত হইয়াছি" এই প্রকারের কথা কিরূপে বলিতে পারে? ৩২-৩৪

মহাবাহো! আমি ভীত নহি এবং আমার কোন সহায়কেরও আবশ্যকতা নাই। এখন আপনি আমার ইচ্ছানুসারে যেরূপ উচিত মনে করিবেন তদনুসারে অন্যত্র গমন করুন বা এই স্থানেই বিরাজ করুন। ৩৫

বৈশম্পায়ন বলিলেন, ভরতশ্রেষ্ঠ! বুদ্ধিমান্ অর্জুনের এই কথা শুনিয়া রুক্মী নিজ সমুদ্রতুল্য বিশাল সৈন্যবাহিনী ফিরাইয়া লইয়া সেইভাবে দুর্যোধনের নিকট গমন করিলেন। ৩৬

দুর্যোধনের সহিত মিলিত হইয়া রাজা রুক্মী তাঁহার নিকটও ঐরূপ বাক্যই বলিলেন। তখন বীরাভিমানী দুর্যোধনও তাঁহার সহায়তাকে প্রত্যাখ্যান করিলেন। ৩৭

মহারাজ! এদিকে এই মহাভারত যুদ্ধে দুই ব্যক্তি পৃথক হইয়া পড়িলেন। এক রোহিণীনন্দন বৃষ্ণিবংশীয় বলরাম ও দ্বিতীয় হইলেন এই রাজা রুক্মী। ৩৮

বলরাম তীর্থযাত্রায় এবং ভীমপুত্র নিজ নগর অভিমুখে চলিয়া যাইলে পাণ্ডবগণ পুনরায় গুপ্ত মন্ত্রণার জন্য উপবিষ্ট হইলেন। ৩৯

সমিতির্ধর্মরাজস্য সা পার্থিবসমাকুলা।
তত্তত্তে তারকৈশ্চিত্রা দ্যৌশ্চন্দ্রেণেব ভারত ॥ ৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি সৈন্যনির্য্যাণপর্বণি কর্ণপ্রত্যাখ্যানে
অষ্টপঞ্চাশদধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৮

ভারত! কৃপাতিশয়ে পরিপূর্ণা ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরের এই সভা নক্ষত্রসমূহ ও চন্দ্রে বিচিত্র শোভাপ্রাপ্ত আকাশের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সৈন্যনির্য্যাণপর্বে কর্ণকে প্রত্যাখ্যানবিষয়ক অষ্টপঞ্চাশদধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয়সংবাদঃ]

জনমেজয় উবাচ।

তথা ব্যূঢ়েষনীকেষু কুরুক্ষেত্রে দ্বিজর্ষভ।
কিমকুর্বংস্ত কুরবঃ কালেনাভিপ্রচোদিতাঃ ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথা ব্যূঢ়েষনীকেষু যত্তেষু ভরতর্ষভ।
ধৃতরাষ্ট্রো মহারাজ সঞ্জয়ং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২

এহি সঞ্জয় সর্বং মে আচক্ষ্বানবশেষতঃ।
সেনানিবেশে যদ্ বৃত্তং কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ ॥ ৩

দিষ্টমেব পরং মন্যে পৌরুষং তাপনর্থকম্।
যদহং বুধ্যমানোঽপি বুদ্ধদোষান্ ক্ষয়োদয়ান্ ॥ ৪

তথাপি নিকৃতিপ্রজ্ঞং পুত্রং দুর্দ্যূতদেবিনম্।
ন শক্নোমি নিয়ন্তুং বা কর্তুং বা হিতমাত্মনঃ ॥ ৫

ভবতোব হি মে সূত বুদ্ধির্দোষানুদর্শিনী।
দুর্যোধনং সমাসাদ্য পুনঃ সা পরিবর্ততে ॥ ৬

এবং গতে বৈ যদ্ ভাবি তদ্ ভবিষ্যতি সঞ্জয়।
ক্ষত্রধর্মঃ কিল রণে তনুত্যাগে হি পূজিতঃ ॥ ৭

সঞ্জয় উবাচ।

যদ্যুক্তোঽয়মনুপ্রশ্নো মহারাজ যথেচ্ছসি।
ন তু দুর্যোধনে দোষমিমমাধাতুমর্হসি ॥ ৮

শৃণুষ্বানবশেষেণ বদতো মম পার্থিব।
য আত্মনো দুশ্চরিতাদশুভং প্রাপ্তবান্নরঃ।
ন স কালং ন বা দেবানেনসা গন্তুমর্হতি ॥ ৯

একোনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের পরস্পর আলাপ।]

জনমেজয় বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ! যখন এইভাবে কুরুক্ষেত্রে সৈন্যসমূহ ব্যূহাকারে সন্নিবেশিত হইল, তখন কালপ্রেরিত কৌরবগণ কি করিলেন? ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতকুলভূষণ মহারাজ! যখন সমস্ত সৈন্য কুরুক্ষেত্রে ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিল, তখন ধৃতরাষ্ট্র সঞ্জয়কে বলিলেন ॥ ২

সঞ্জয়! তুমি আমার নিকটে আগমন কর এবং কৌরব ও পাণ্ডবগণের সৈন্যনিবেশিত হওয়ার পর সেখানে যাহা কিছু বৃত্তান্ত হইয়াছে, সব পূর্ণরূপে আমায় বল ॥ ৩

আমি ত' মনে করি দৈবই সর্বাপেক্ষা প্রবল। তাহার নিকট পুরুষার্থ ব্যর্থ; কারণ, আমি যুদ্ধের দোষসমূহ উত্তমরূপে জানি। ঐ দোষ আমার অন্তর ক্ষণে উপস্থিত করিতেছে, ইহাও আমি জানি, তথাপি কপটতায় অভিজ্ঞ দ্যূতপট পাণ্ডবেয়ের নিপুণ বীর পুত্রকে নিবারণ করিতে পারিতেছি না এবং নিজের হিতসাধনও করিতে পারিতেছি না ॥ ৪-৫

সূত! আমার বুদ্ধি উপরোক্ত দোষসমূহ বারংবার দেখিতেছে ও বুঝিতেছে, তথাপি দুর্যোধনের সহিত মিলিত হইলে উহার পুনরায় পরিবর্তন হইয়া যাইতেছে ॥ ৬

সঞ্জয়! এই অবস্থায় যাহা কিছু সংঘটিত হইবার তাহা অবশ্যই হইবে। শুনা যায়, যুদ্ধে শরীর ত্যাগ করাই সকলের দ্বারা সম্মানিত ক্ষত্রিয় ধর্ম ॥ ৭

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আপনি যাহা কিছু জিজ্ঞাসা করিলেন এবং ইচ্ছা করিতেছেন, উহা সবই আপনার যোগ্য; কিন্তু আপনার এই যুদ্ধের দোষ দুর্যোধনের উপর স্থাপন করা উচিত নয় ॥ ৮

কৃপাল! আমি সমস্ত বিষয় বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি নিজের দুশ্চরিতবশতঃ অশুভ ফল লাভ করে, উহার জন্য কাল অথবা দেবতাগণের উপর দোষারোপ করা উচিত নহে ॥ ৯

মহারাজ মনুষ্যেষু নিন্দ্যং যঃ সর্বমাচরেৎ।
স বধ্যঃ সর্বলোকস্য নিন্দিতানি সমাচরন্ ॥ ১০
নিকারা বহুজশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবৈস্তৎপ্রতীক্ষয়া।
অনুভূতাঃ সহামাত্যৈর্নিকৃতৈরবিদেবনে ॥ ১১
হয়ানাঞ্চ গজানাঞ্চ রাজ্ঞাং চামিততেজসাম্।
ক্ষৈল্যং সমরে বৃত্তং যৎ তন্মে শৃণু সর্বশঃ ॥ ১২
স্থিরো ভূত্বা মহাপ্রাজ্ঞ সর্বলোকক্ষয়োদয়ম্।
যথাভূতং মহাযুদ্ধে ক্ষয়া চৈকমনা ভব ॥ ১৩

ন স্বেব কর্তা পুরুষঃ কর্মণোঃ শুভ-পাপয়োঃ।
অবশস্ত্বো হি পুরুষঃ কার্য্যতে দারুযন্ত্রবৎ ॥ ১৪
কেচিদীশ্বরনির্দিষ্টাঃ কেচিদেব যদৃচ্ছয়া।
পূর্বকর্মভিরপ্যন্যে দৈবমেতৎ প্রবৃত্ততে ॥
তস্মাদনর্থমাপন্নঃ স্থিরো ভূত্বা নিশাময় ॥ ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি সৈন্যনির্যাণপর্বণি সঞ্জয়বাক্যে
একোনষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫৯

মহারাজ! বহুজনসমক্ষে যে ব্যক্তি অন্যের সহিত কেবল নিন্দনীয় ব্যবহার করিয়া থাকে, সেই নিন্দিত কর্মকারী পাপাত্মা ব্যক্তি সকল লোকেরই বধযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হয় ॥ ১০

নরশ্রেষ্ঠ! পাশাখেলার সময় যাঁহারা বারংবার ছল-কপটতা ও অপমানের দ্বারা লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন, সেই মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত সেই পাণ্ডবগণ কেবল আপনার মুখের দিকে তাকাইয়াই সর্ব-প্রকার তাদৃশ লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াছেন ॥ ১১

এই সময় যুদ্ধের কারণ অশ্ব, রথী ও অমিততেজস্বী নৃপগণের যে বিনাশ উপস্থিত হইয়াছে, উহার সমস্ত বৃত্তান্ত আপনি আমার নিকট হইতে শ্রবণ করুন ॥ ১২

মহামতে! এই মহাযুদ্ধে সমস্ত লোকক্ষয়কারক যে যে বৃত্তান্ত যেভাবে যেভাবে সংঘটিত হইতে চলিয়াছে, তৎসমস্তই আপনি স্থির হইয়া শ্রবণ করুন এবং তাহা শুনিয়া একাগ্রচিত্ত হইয়া থাকুন (ব্যাকুল হইবেন না) ॥ ১৩

কারণ, মানুষ পুণ্য ও পাপের ফলভোগবিষয়ে স্বতন্ত্র কর্তা নহে; যেহেতু মানুষ প্রারব্ধের অধীন, তাহাকে ত' কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় এই কার্যে প্রবৃত্ত হইতেই হইবে ॥ ১৪

কোন ব্যক্তি ঈশ্বরের প্রেরণায় কর্ম করেন, কোন ব্যক্তি আবার আকস্মিক সংযোগবশতঃ কর্মে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। আবার কোন কোন ব্যক্তি স্বীয় পূর্ব কর্মের প্রেরণায় কর্ম করিয়া থাকেন। এইভাবে সকলপ্রকার কার্যের এই তিন প্রকার অবস্থা দেখা যায়, সেইহেতু আপনি এই মহাসঙ্কটে পড়িয়াও স্থিরভাবে সমস্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন ॥ ১৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত সৈন্যনির্যাণপর্বে সঞ্জয়বাক্যবিষয়ক একোনষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(উলূকদূতাগমনপর্ব)

ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সন্দেশং বিজ্ঞাপয়িতুং দুর্যোধনেন পাণ্ডবগণসমীপে দূতরূপেণোলূকস্য প্রেষণম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

স্থিরবত্যাং নিবিষ্টেষু পাণ্ডবেষু মহাত্মসু।
স্থবিশস্তু মহারাজ কৌরবেয়া যথাবিধি ॥ ১

তত্র দুর্যোধনো রাজা নিবেশ্য বলমোজসা।
সম্মানয়িত্বা নৃপতীন্ যস্য যুক্তাংস্তথৈব চ ॥ ২

(উলূকদূতাগমন পর্ব)

ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[সংবাদ জানাইবার জন্য দুর্যোধনকর্তৃক উলূককে দূতরূপে পাণ্ডবগণের নিকট প্রেরণ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! মহাত্মা পাণ্ডবগণ যখন হিরণ্বতী-নদীর তীরে নিজেদের শিবির স্থাপন করিলেন, তখন কৌরবেরাও যথাবিধি অনুসারে অন্য এক স্থানে নিজেদের শিবির স্থাপিত করিলেন ॥ ১

রাজা দুর্যোধন সেখানে স্বীয় শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী স্থাপনা করিয়া সমস্ত নৃপতিগণকে সম্মানপ্রদর্শন করত তাঁহাদের সকলের রক্ষার জন্য বহু গুপ্ত (রক্ষকপূর্ণ আরক্ষাগার—থানা) স্থাপিত করিলেন ॥ ২

আরক্ষস্ত বিধিং কৃত্বা যোধানাং তত্র ভারত।
কর্ণং দুঃশাসনং চৈব শকুনিং চাপি সৌবলম্ ॥ ৩
আনায্য নৃপতিস্তত্র মন্ত্রয়ামাস ভারত।
তত্র দুর্য্যোধনো রাজা কর্ণেন সহ ভারত ॥ ৪
সম্ভাষিয়া চ কর্ণেন ভ্রাত্রা দুঃশাসনেন চ।
সৌবলেন চ রাজেন্দ্র মন্ত্রয়িত্বা নরর্ষভ ॥ ৫
আহূয়োপহ্বরে রাজন্নূকমিদমব্রবীৎ।
উলূক গচ্ছ কৈতব্য পাণ্ডবান্ সহসোমকান্ ॥ ৬
গত্বা মম বচো ব্রূহি বাসুদেবস্য শৃণ্বতঃ।
ইদং তে সমনুপ্রাপ্তং বর্ষপূগাভিচিন্তিতম্ ॥ ৭
পাণ্ডবানাং কুরূণাঞ্চ যুদ্ধং লোকভয়ঙ্করম্।
যদেতৎ কত্থনাবাক্যং সঞ্জয়ো মহদব্রবীৎ ॥ ৮
বাসুদেবসহায়স্য গর্জতঃ সাত্বতস্য তে।
মধ্যে কুরূণাং কৌন্তেয় তস্য কালোঽয়মাগতঃ ॥ ৯
যথা বঃ সম্প্রতিজ্ঞাতং তৎ সর্বং ক্রিয়তামিতি।

জ্যেষ্ঠং তথৈব কৌন্তেয়ং ব্রূয়াস্ত বচনান্মম ॥ ১০
ভ্রাতৃভিঃ সহিতঃ সর্বৈঃ সোমকৈশ্চ সকেকয়ৈঃ।
কথং বা ধার্মিকো ভূত্বা স্বমধর্মে মনঃ কৃথাঃ ॥ ১১
ন ইচ্ছসি জগৎ সর্বং নশ্যমানং নৃশংসবৎ।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দাতা ত্বমিতি মে মতিঃ ॥ ১২
শ্রূয়তে হি পুরা গীতঃ শ্লোকোঽয়ং ভরতর্ষভ।
প্রহ্লাদেনাথ তদ্রং তে শ্রুতে রাজ্যে তু দৈবতৈঃ ॥ ১৩
যস্য ধর্মধ্বজো নিত্যং সুরা ধ্বজ ইবোচ্ছ্রিতঃ।
প্রচ্ছন্নানি চ পাপানি বৈড়ালং নাম তদ্ ব্রতম্ ॥ ১৪
অত্র তে বর্তয়িষ্যামি আখ্যানমিদমুত্তমম্।
কথিতং নারদেনেহ পিতুর্মম নরাধিপ ॥ ১৫
মার্জারঃ কিল দুষ্টাত্মা নিশ্চেষ্টঃ সর্বকর্মসু।
ঊর্দ্ধবাহুঃ স্থিতো রাজন্ গঙ্গাতীরে কদাচন ॥ ১৬
স বৈ কৃত্বা মনঃশুদ্ধিং প্রত্যাত্মার্থং শরীরিণাম্।
করোমি ধর্মমিত্যাহ সর্বাসেব শরীরিণঃ ॥ ১৭

ভারত! এইভাবে যোদ্ধাদিগের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া রাজা দুর্যোধন কর্ণ, দুঃশাসন ও সুবলপুত্র শকুনিকে আহ্বান করিয়া আনাইয়া গুপ্তভাবে মন্ত্রণা করিতে লাগিলেন।

রাজেন্দ্র! ভরতবংশধর! নরশ্রেষ্ঠ! দুর্যোধন কর্ণ, ভ্রাতা দুঃশাসন ও সুবলপুত্র শকুনির সহিত আলোচনা করিয়া ও মন্ত্রণা করিয়া উলূককে নির্জনে আহ্বান করত তাহাকে বলিলেন।

দ্যূতকুশল শকুনিপুত্র উলূক! তুমি সোমকবংশীয়গণ ও পাণ্ডবগণের নিকট যাও এবং সেখানে উপস্থিত হইয়া বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখেই তাহাদিগকে আমার এই সংবাদ বল,—আজ হইতে বর্ষ গণিয়া যাহার চিন্তা করিতেছি, সেই সমগ্র জগতের জন্য অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কৌরব-পাণ্ডবগণের যুদ্ধ উপস্থিত হইয়াছে।

কুন্তীকুমার যুধিষ্ঠির! শ্রীকৃষ্ণের সহায়তা পাইয়া ভ্রাতৃবৃন্দের সহিত গর্জন করিতে করিতে তুমি সভাতে যে আত্মশ্লাঘাপূর্ণ বাক্য বলিয়াছিলে এবং যাহা সকল কৌরবসভায় আরও বাড়াইয়া আমাদিগকে শুনাইয়াছিল, সেই সমস্ত সত্য করিয়া দেখাইবার এখন সুযোগ আসিয়াছে। তোমরা যাহা যাহা প্রতিজ্ঞা করিয়াছ, তৎসমস্তই এখন পূর্ণ কর। উলূক! তুমি আমার কথানুসারে কুন্তীদেবীর জ্যেষ্ঠপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট যাইয়া এইরূপ বলিবে ॥ ৩-১০

রাজন্! তুমি ত' নিজের মনে ভাব, সোমক ও কেকয়বংশীয়গণের সহিত অতিশয় পশ্চাত্তাপ হইয়া পড়িয়াছ। ধার্মিক হইয়া অধর্মে কেন মনোনিবেশ করিতেছ? ১১

আমার ত' এই বিশ্বাস ছিল যে, তুমি সমস্ত প্রাণিগণকে অভয়দান করিয়াছ; কিন্তু এখন দেখিতেছি যে, তুমি এক নির্দয় ব্যক্তির ন্যায় সমস্ত জগৎকেই বিনাশ করিতে অভিলাষী হইয়াছ ॥ ১২

ভরতশ্রেষ্ঠ! তোমার কল্যাণ হউক। শুনা যায় যে, পূর্বে যখন দেবগণ প্রহ্লাদের রাজ্য হরণ করিয়াছিলেন, তখন প্রহ্লাদ কর্তৃক এই শ্লোক গীত হইয়াছিল ॥ ১৩

দেবগণ! সাধারণ সভার ন্যায় যাহার ধর্মময় ধ্বজা সদা ঊর্দ্ধে উচ্ছ্রিত থাকে, কিন্তু আমার গুপ্তভাবে পাপকর্মও অনুষ্ঠিত হয়, তাহার সেই ব্রতকে (কৃত কর্মকে) বৈড়াল ব্রত বলে ॥ ১৪

নরাধিপ! এই বিষয়ে তোমাকে আমি একটি উত্তম উপাখ্যান শুনাইতেছি, যাহা নারদ আমার পিতাকে বলিয়াছিলেন ॥ ১৫

রাজন্! কোন এক সময়ে একটি দুষ্ট বিড়াল দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া গঙ্গার তীরে দাঁড়াইয়া রহিল। সে কোন স্বার্থের জন্যও কোনরূপ চেষ্টাই করিতেছিল না ॥ ১৬

সে এইভাবে সমস্ত মেষমারীদিগের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য ভাণ করিয়া বলিতে লাগিল যে, আমি মানসিক শুদ্ধির জন্য হিংসা ত্যাগ করিয়া ধর্মাচরণ করিতেছি ॥ ১৭

তস্য কালেন মহতা বিশ্রম্ভং জগ্মুরুত্তমম্।
সমেত্য চ প্রশংসন্তি মার্জারং তং বিশাম্পতে ॥ ১৮
পূজ্যমানস্তু তৈঃ সর্বৈঃ পক্ষিভিঃ পক্ষিভোজনঃ।
আত্মকার্যাং কৃতং মেনে চর্য্যায়াশ্চ কৃতং ফলম্ ॥ ১৯
অথ দীর্ঘস্য কালস্য তং দেশং মূষিকা যযুঃ।
ধৃতব্রতঞ্চ তে তত্র বার্ষিকং ব্রতচারিণম্ ॥ ২০
কার্য্যেণ মহতা যুক্তং ধর্মযুক্তেন ভারত।
তেষাং মতিরিয়ং রাজন্নাসীৎ তত্র বিনিশ্চয়ে ॥ ২১
বহুমিত্রা বয়ং সর্বে তেষাং নো মাতুলঃ ক্ষয়ম্।
রক্ষাং করোতু সততং বৃদ্ধবালস্য সর্বশঃ ॥ ২২
উপগম্য তু তে সর্বে বিড়ালমিদমব্রুবন্।
ভবৎপ্রসাদাদিচ্ছামশ্চরিতুং চৈব যথাসুখম্ ॥ ২৩
ভবান্ নো গতিরব্যগ্রা ভবান্ নঃ পরমঃ সুহৃৎ।
তে বয়ং সহিতাঃ সর্বে ভবন্তং শরণং গতাঃ ॥ ২৪
ভবান্ ধর্মপথে নিত্যং ভবান্ সর্বে ব্যবস্থিতঃ।
স নো বধ্য মহাপ্রাজ্ঞ ত্রিদশানিব বজ্রভৃৎ ॥ ২৫
এবমুক্তস্তু তৈঃ সর্বৈর্মূষিকৈঃ স বিশাম্পতে।
প্রত্যুবাচ ততঃ সর্বান্ মূষিকান্ মূষিকাশুকৃৎ ॥ ২৬
ন্যয়োযোগং ন পশ্যামি তপসো রক্ষণস্য চ।
অবশ্যং তু ময়া কার্য্যং বচনং ভবতাং হিতম্ ॥ ২৭
যুষ্মাভিরপি কর্তব্যং বচনং মম নিত্যশঃ।
তপস্যস্মি পরিশ্রান্তো দৃঢ়ং নিয়মমাস্থিতঃ ॥ ২৮
ন চাপি গমনে শক্তিং কাঞ্চিৎ পশ্যামি চিন্তয়ন্।
সোঽহমিচ্ছে নদ্যাঃ সদা তীরাদ্ গোকূলমিতঃ পরম্ ॥ ২৯
তথেতি তং প্রতিজ্ঞায় মূষিকা ভরতর্ষভ।
বৃদ্ধবালময়ো সর্বং মার্জারায় ন্যবেদয়ন্ ॥ ৩০
ততঃ স পাপো দুষ্টাত্মা মূষিকানথ ভক্ষয়ন্।
পীবরশ্চ সুবর্ণশ্চ দুষ্টবুদ্ধশ্চ জায়তে ॥ ৩১

রাজন্! দীর্ঘকালের পর ধীরে ধীরে পক্ষীরাও তাহাকে বিশ্বাস করিতে লাগিল। তখন তাহারা এক বিড়ালের নিকট যাইয়া তাহার প্রশংসা করিতে লাগিল ॥ ১৮

পক্ষিঘাতক বিড়াল যখন সেই সমস্ত পক্ষিগণদ্বারা অধিক সম্মান পাইতে লাগিল, তখন সে ইহা বুঝিতে পারিল যে, আমার কার্য্য সফল হইয়াছে এবং ধর্ম্মানুষ্ঠানেরও অতীব ফল পাওয়া গিয়াছে ॥ ১৯

তারপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হইলে সেই স্থানে মূষিকগণ (ইঁদুরগণ) যাইতে লাগিল। সেখানে যাইয়া তাহারা সেই কঠোর ব্রতপালনকারী ধর্ম্মাত্মা বিড়ালকেও দেখিল ॥ ২০

ভারত! ধর্ম্মযুক্ত মহৎ কর্ম্মের অনুষ্ঠানে ব্যাপৃত বিড়ালকে দেখিয়া তাহাদের মনে কর্ত্তব্যনির্দ্ধারণ বিষয়ে এই বুদ্ধি উপস্থিত হইল ॥ ২১

আমরা সকলে বহু মিত্রসম্পন্ন, সুতরাং এই বিড়াল আমাদের মামা হইয়া থাকিবেন এবং আমাদের এখানে যে সব বৃদ্ধ ও বালক রহিয়াছে, তাহাদের ইনি সর্ব্বদা রক্ষা করিবেন ॥ ২২

এইরূপ চিন্তা করিয়া তাহারা সকলে বিড়ালের নিকট যাইল এবং তাহাকে এইকথা বলিল—আপনার কৃপায় আমরা সকলে সুখের সহিত এই স্থানে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করি। আপনিই আমাদের নিত্য আশ্রয় এবং আপনিই আমাদের পরম সুহৃৎ। আমরা সকলে একত্রে সংগঠিত হইয়া আপনার শরণাগত হইলাম ॥ ২৩-২৪

আপনি সর্ব্বদা ধর্ম্মে তৎপর আছেন এবং ধর্ম্মেই আপনার নিষ্ঠা রহিয়াছে। মহাপ্রাজ্ঞ! যেরূপ বজ্রধারী ইন্দ্র দেবগণকে রক্ষা করেন, সেইরূপ আপনি একা আমাদের রক্ষা করুন ॥ ২৫

প্রজানাথ! সমস্ত মূষিকের বিনাশকারী সেই বিড়াল মূষিকদিগকে এইরূপ বলিল—আমি তপস্যাও করিব এবং তোমাদের রক্ষকও হইব—এই দুই কার্য্যের পরস্পর সম্বন্ধ আমি দেখিতে পাইতেছি না—এই উভয় কার্য্য এক সঙ্গে চলিতে পারে না। তথাপি আমি তোমাদের হিতকর বাক্য অবশ্যই রক্ষা করিব ॥ ২৬-২৭

তোমাদেরও প্রতিদিন আমার এই আদেশ পালন করিতে হইবে। আমি তপস্যা করিতে করিতে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছি এবং দৃঢ়তা সহকারে নিয়মনিয়ম পালনে নিরত আছি। বহু চিন্তা করিয়াও আমি আমার মধ্যে গমনাগমনের শক্তি দেখিতে পাইতেছি না; বৎসগণ! অতএব তোমাদের প্রতিদিন আমাকে এখান হইতে নদীতীর পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে হইবে ॥ ২৮-২৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! "আচ্ছা, তাহাই হইবে" এই কথা বলিয়া মূষিকগণ বিড়ালের আদেশ পালন করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিল এবং বৃদ্ধ ও বালকদিগের সহিত সমস্ত পরিবারকে সেই বিড়ালের নিকট সমর্পণ করিল ॥ ৩০

তারপর সেই পাপী ও দুষ্টাত্মা বিড়াল প্রতিদিন মূষিকগণকে ভক্ষণ করিয়া স্থূল (মোটা) ও সুন্দর হইতে লাগিল। তাহার শরীরের সকল সন্ধিস্থান দৃঢ় বন্ধনযুক্ত হইয়া উঠিল ॥ ৩১

মূষিকাণাং গণশ্চাত্র ভূশং সংক্ষীয়তেঽথ সঃ।
মার্জারো বর্ধতে চাপি তেজোবলসমন্বিতঃ ॥ ৩১
ততস্তে মূষিকাঃ সর্বে সমেত্যাস্মোঽন্তমব্রুবন্।
মাতুলো বর্ধতে নিত্যং বয়ং ক্ষীয়ামহে ভৃশম্ ॥ ৩২
ততঃ প্রাজ্ঞতমঃ কশ্চিদ্ডিণ্ডিকো নাম মূষিকঃ।
অব্রবীদ্ বচনং রাজন্ মূষিকাণাং মহাগণম্ ॥ ৩৩
গচ্ছন্তাং বো নদীতীরং সহিতানাং বিশেষতঃ।
পৃষ্ঠতোঽহং গমিষ্যামি সহৈব মাতুলেন তু ॥ ৩৪
সাধু সাধ্বিতি তে সর্বে পূজয়াঞ্চক্রিরে তদা।
চক্রুশ্চৈব যথান্যায়ং ডিণ্ডিকস্য বচোঽর্থবৎ ॥ ৩৫
অবিজ্ঞানাৎ ততঃ সোঽথ ডিণ্ডিকং হ্যাপভুক্তবান্।
ততস্তে সহিতাঃ সর্বে মন্থরাম্বুরয়া ॥ ৩৭
তত্র বৃদ্ধতমঃ কশ্চিৎ কৌলিকো নাম মূষিকঃ।
অব্রবীদ্ বচনং রাজন্ জ্ঞাতিমধ্যে যথাতথম্ ॥ ৩৮

ন মাতুলো ধর্মকামস্তন্মাত্রং কৃতা শিখা।
ন মূল-ফলভক্ষশ্চ বিষ্ঠা ভবতি লোমশা ॥ ৩৯
তস্য গাত্রাণি বর্ধন্তে গণশ্চ পরিহীয়তে।
অদ্য সপ্তাষ্টদিবসান্ ডিণ্ডিকোঽপি ন দৃশ্যতে ॥ ৪০
এতচ্ছ্রুত্বা বচঃ সর্বে মূষিকা বিপ্রদুদ্রুবুঃ।
বিড়ালোঽপি স দুষ্টাত্মা জগামৈব যথাগতম্ ॥ ৪১
তথা ত্বমপি দুষ্টাত্মন্ বৈড়ালং ব্রতমাস্থিতঃ।
চরসি জ্ঞাতিষু সদা বিড়ালো মূষিকেষিব ॥ ৪২
অন্যথা কিল তে বাক্যমন্যথা কর্ম দৃশ্যতে।
ধনার্থায় লোকস্য বেদাশ্চোপশমশ্চ তে ॥ ৪৩
ত্যক্ত্বা হ্যস্য দ্বিজং রাজন্ ক্ষত্রধর্মং সমাশ্রিতঃ।
কুরু কার্যাণি সর্বাণি ধর্মিষ্ঠোঽসি নরর্ষভ ॥ ৪৪
বাহুবীর্য্যেণ পৃথিবীং লব্ধ্বা ভরতসত্তম।
দেহি দানং দ্বিজাতিভ্যঃ পিতৃভ্যশ্চ যথোচিতম্ ॥ ৪৫

এদিকে মূষিকদের সংখ্যা দ্রুততার সহিত কমিয়া যাইতে লাগিল এবং বিড়াল তেজ ও বলশালী হইয়া প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল ॥ ৩২

তখন মূষিকগণ একত্রে মিলিত হইয়া পরস্পর আলোচনা করিতে লাগিল যে, কি ব্যাপার? মামা যে দেখিতেছি দিনে দিনে বাড়িয়াই (মোটা হইয়াই) চলিয়াছে, আর আমরা ক্রমে ক্ষীণ হইয়া পড়িতেছি? ৩৩

রাজন্! সেই মূষিকদের মধ্যে ডিণ্ডিক নামে এক মূষিক অত্যন্ত বুদ্ধিমান্ ছিল। সে মূষিকদের সেই বিরাট্ দলকে এই কথা বলিল—তোমরা সকলে বিশেষভাবে সমবেত হইয়া নদী-তীরে গমন কর। তারপর আমিও মামার সহিত সেখানে যাইব ॥ ৩৪-৩৫

তখন "উত্তম কথা, উত্তম কথা" ইহা বলিয়া তাহারা সকলে ডিণ্ডিকের অত্যন্ত প্রশংসা করিল এবং যথাযথভাবে তাহার অর্থপূর্ণ বাক্য পালন করিল ॥ ৩৬

সেই বিড়াল মূষিকদের এই সচেতনতার কথা কিছুই বুঝিতে পারে নাই। তাই সে এই ডিণ্ডিককেও খাইয়া ফেলিল। তারপর একদিন সেই মূষিকগণ একত্রে মিলিত হইয়া মন্ত্রণা করিতে লাগিল ॥ ৩৭

তাহাদের দলে কৌলিক নামে প্রসিদ্ধ এক মূষিক ছিল, সে জ্ঞাতিদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃদ্ধ ছিল। সে তখন জ্ঞাতিগণের মধ্যে প্রকৃত বিষয়টি বুঝাইয়া বলিতে লাগিল ॥ ৩৮

মামা (বিড়াল) ধর্ম কামনা করে না, সে আমাদের বহু প্রাণীর সহিত কপটতা করিবার জন্যই মস্তকে শিখা রাখিয়াছে। সে ফল মূল ভক্ষণ করে, তাহার বিষ্ঠায় (মলে) লোম থাকে না ॥ ৩৯

এই বিড়ালের শরীর দিনে দিনে হৃষ্ট-পুষ্ট হইতেছে এবং আমাদের বল দিনে দিনে হীন হইয়া পড়িতেছে। আজ সাত আট দিন হইল ডিণ্ডিককে দেখা যাইতেছে না ॥ ৪০

এই কথা শুনিয়া সেই মূষিকেরা ভীত হইয়া পলায়ন করিল এবং সেই দুষ্টাত্মা বিড়ালও যেভাবে আসিয়াছিল, সেইভাবে চলিয়া গেল ॥ ৪১

দুষ্টাত্মন্! তুমিও এইভাবে বিড়াল ব্রত ধারণ করিয়া রহিয়াছ। যেরূপ মূষিকদলের মধ্যে বিড়াল ধর্মাচরণের এক মায়াজাল পাতিয়াছিল, সেইরূপ তুমিও জ্ঞাতিদিগের মধ্যে কপট ধর্মাচারী হইয়া রহিয়াছ ॥ ৪২

তোমার কথাবার্তা একরূপ, আবার কার্যের সময় দেখি উহার বিপরীত। সুতরাং তোমার এই বেদাধ্যয়ন ও শান্তভাব লোক সকলের নিকট ধনপ্রকাশের জন্য ॥ ৪৩

নরশ্রেষ্ঠ রাজন্! যদি তুমি ধর্মনিষ্ঠই হও, তবে এই সব ছল চাতুরী ত্যাগ করিয়া ক্ষত্রিয়-ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ কর এবং তদনুসারে সকল কার্য কর ॥ ৪৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! নিজ বাহুবলে এই পৃথিবীর রাজ্য লাভ করিয়া তুমি ব্রাহ্মণগণকে দান কর এবং পিতৃপুরুষগণকে তাঁহাদের যথোচিত ভাগ অর্পণ কর ॥ ৪৫

ক্লিষ্টান্ত্বা বহুপুত্রাংশ্চ মাতুলা হ্যতিতে স্থিতঃ।
প্রমার্জ্জাক্ষ রথে জিত্বা সম্মানঃ পরমাবহঃ ॥ ৪৬
পঞ্চ গ্রামা বৃতা যত্তান্নাস্মাভিরপবর্জিতাঃ।
যুধ্যামহে কথং সংখ্যে কোপয়েম চ পাণ্ডবান্ ॥ ৪৭
তৎকৃতে দুষ্টভাবস্ত সত্যাগো বিদুরস্ত চ।
জাতুষে চ গৃহে দাহং স্মর তং পুরুষো ভব ॥ ৪৮
যচ্চ কৃষ্ণমবোচস্ত্বমায়ান্তং কুরুসংসদি।
অয়মস্মি স্থিতো রাজন্ শমায় সমরায় চ ॥ ৪৯
তস্যায়মাগতঃ কালঃ সমরস্ত নরাধিপ।
এতদর্থং ময়া সর্বং কৃতমেতদ্ যুধিষ্ঠির ॥ ৫০
কিং নু যুদ্ধাৎ পরং লাভং ক্ষত্রিয়ো বহু মন্যতে।
কিঞ্চ ত্বং ক্ষত্রিয়কুলে জাতঃ সম্প্রমিতো ভুবি ॥ ৫১
দ্রোণাদস্ত্রাণি সংপ্রাপ্য কৃপাচ্চ ভরতর্ষভ।
তুল্যযোনৌ সমবলে বাসুদেবে সমাস্থিতঃ ॥ ৫২
ক্রুদ্ধাস্ত্বং বাসুদেবশ্চ পাণ্ডবানাং সমীপতঃ।
আত্মার্থং পাণ্ডবার্থঞ্চ যতো মাং প্রতি বোধয় ॥ ৫৩
সভামধ্যে চ যদ্ রূপং মায়য়া কৃতবানসি।
তং তথৈব পুনঃ কৃত্বা সাত্বনো মামভিস্তব ॥ ৫৪
ইন্দ্রজালক মায়া বৈ কুহকা বাপি ভীষণা।
আস্তশস্ত্রস্ত সংগ্রামে বহবি প্রতিগর্জনাঃ ॥ ৫৫
বয়মপ্যুৎসহেম ত্বাং পঞ্চ গচ্ছেম মায়য়া।
রসাতলং বিশানোঽপি ঐন্দ্রং বা পুরমেব তু ॥ ৫৬
দর্শয়েম চ রূপাণি স্বশরীরে বহূন্যপি।
ন তু পর্য্যাগতঃ সিদ্ধিং বুদ্ধিমান্প্নোতি মানুষীম্ ॥ ৫৭
মনসৈব হি ভূতানি যাতৈব কুরুতে বশে।
যদ্ ব্রবীষি চ বাক্যৈস্ত্বং ধার্ত্তরাষ্ট্রানহং রণে ॥ ৫৮

তোমার মাতা বহু বৎসর ধরিয়া কষ্টভোগ করিতেছেন, তুমি তাঁহার হিতসাধনে তৎপর থাকিয়া তাহার অশ্রুমোচন মার্জনা কর এবং যুদ্ধে বিজয় লাভ করিয়া পরম সম্মানভাগী হও ॥ ৪৬

তুমি যে কেবল পাঁচটি গ্রাম ভিক্ষা করিয়াছিলে, কিন্তু আমরা বহু সহকারে এই জন্য তোমার সেই ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান করিয়াছি যে, পাণ্ডবগণকে যে কোন প্রকারে আমরা কুপিত করিব, যাহাতে সংগ্রামস্থলে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য আমরা এক সুযোগ লাভ করিতে পারি ॥ ৪৭

তোমার জন্যই আমি দুরাত্মা বিদুরকে পরিত্যাগ করিয়াছি। জতুগৃহে নিজেদের দগ্ধ হইবার কথা স্মরণ কর এবং এখন পুরুষপদবাচ্য হও ॥ ৪৮

তুমি কৌরবসভায় আগত শ্রীকৃষ্ণকে গিয়া এই সংবাদ জানাইয়াছিলে যে, রাজন্! আমি শান্তি ও যুদ্ধ—এই উভয়ের জন্য প্রস্তুত আছি। নরাধিপ! সেই যুদ্ধের এখন সময় আসিয়াছে। যুধিষ্ঠির! ইহার জন্যই আমি সব কিছু করিয়াছি ॥ ৪৯-৫০

ক্ষত্রিয় যুদ্ধ হইতে অধিক অন্য কোন লাভকে মহত্বপূর্ণ বলিয়া মনে করেন না। তুমিও ত' সেই ক্ষত্রিয়-কুলেই উৎপন্ন হইয়া এই ভূতলে অতিশয় খ্যাতি লাভ করিয়াছ ॥ ৫১

ভরতশ্রেষ্ঠ! দ্রোণাচার্য্য ও কৃপাচার্য্যের নিকট হইতে অস্ত্র-বিদ্যাপ্রাপ্ত হইয়া জাতি এবং বলে আমার তুল্য হইয়াও তুমি বসুদেবের পুত্র শ্রীকৃষ্ণের আশ্রয় লইয়াছ (সুতরাং তোমার কি এখন যুদ্ধ হইতে ভীত হওয়া বা পশ্চাদপসরণ করা উচিত হইবে?) ॥ ৫২

উলূক! তুমি পাণ্ডবগণের নিকটে শ্রীকৃষ্ণকেও এই কথা বলিবে—জনার্দন! এখন তুমি পুরুষোত্তম হইয়া নিজের ও পাণ্ডবগণের মঙ্গলের জন্য আমাদের সহিত যুদ্ধ কর ॥ ৫৩

তুমি সভামধ্যে মায়াদ্বারা যে বিশ্বরূপ ধারণ করিয়াছিলে, তুমি পুনরায় তদ্রূপ রূপ ধারণ করিয়া অর্জুনের সহিত আমার উপর যুদ্ধের জন্য ধাবিত হও ॥ ৫৪

ইন্দ্রজাল, মায়া অথবা ভয়ানক কুহক (বিভীষিকা)—ইহারা যুদ্ধে অস্ত্রোদ্যতকারী বহু বীরগণের ক্রোধ ও সিংহনাদ অধিক বাড়াইয়া থাকে (সুতরাং ইহাদের দ্বারা ভীত হইবার আর কি আছে?) ॥ ৫৫

আমরাও মায়াবলে আকাশে উড়িতে পারি, অন্তরিক্ষে যাইতে পারি এবং রসাতল ও ইন্দ্রপুরীতেও প্রবেশ করিতে পারি ॥ ৫৬

কেবল ইহাই নহে, আমরা আমাদের শরীরে বহু রূপ প্রকাশ করিতে পারি, কিন্তু এই সকলের দ্বারা আমাদের কোনও অভীষ্ট কার্য্যসিদ্ধি হইবে না এবং আমাদের পক্ষপাতও মানবীয় বুদ্ধি অর্থাৎ ভয় পাইবে না ॥ ৫৭

একমাত্র বিধাতাই স্বীয় মানসিক সঙ্কল্পমাত্রেই সমস্ত প্রাণি-গণকে বশীভূত করিতে পারেন। বুদ্ধিবৃত্তিধর! তুমি এই কথা বলিয়া যাও যে, আমি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে সংহার করাইয়া তাহাদের

ঘাতয়িত্বা প্রদাস্যামি পার্থেভ্যো রাজ্যমুত্তমম্।
আচচক্ষে চ মে সর্বং সঞ্জয়স্তব ভাষিতম্ ॥ ৫৯
যদ্দ্বিতীয়েন পার্শ্বেন বৈরং বঃ সব্যসাচিনা।
স সত্যসঙ্গরো ভূত্বা পাণ্ডবার্থে পরাক্রমী ॥ ৬০
যুধ্যস্বাদ্য রণে যত্তঃ পশ্যামঃ পুরুষো ভব।
যস্ত শত্রুমভিপ্রায় তত্তং পৌরুষমাস্থিতঃ ॥ ৬১
করোতি দ্বিষতাং শোকঃ স জীবতি সুজীবিতম্।
অকস্মাচ্চৈব তে কৃষ্ণ খ্যাতং লোকে মহদ্ যশঃ ॥ ৬২
অস্তেদানীং বিজানীমঃ সন্তি বক্তা সমৃদ্ধকাঃ।
মদ্বিধো নাপি নৃপতিস্ত্বয়ি যুক্তং কথঞ্চন ॥ ৬৩
সন্নাহং সংযুগে কর্তুং কংসভৃত্যো বিশেষতঃ।
তত্ত্ব ভূবরকং বালং বহ্বাশিনমবিস্তরম্ ॥ ৬৪
উলূক মদ্বচো ব্রূহি অসকৃদ্ভীমসেনকম্।
বিরাটনগরে পার্থ যত্নং সূদো হ্যভূঃ পুরা ॥ ৬৫
বল্লবো নাম বিখ্যাতস্তবৈব হি পৌরুষম্।
প্রতিজ্ঞাতং সভামধ্যে ন তদ্মিথ্যা কৃতা পুরা ॥ ৬৬
দুঃশাসনস্য রুধিরং পীয়তাং যদি শক্যতে।
যদ্ ব্রবীষি চ কৌন্তেয় ধার্তরাষ্ট্রানহং রণে ॥ ৬৭
নিহনিষ্যামি তরসা তস্য কালোঽয়মাগতঃ।
ত্বং হি ভোজ্যে পুরস্কার্যো ভক্ষ্যে পেয়ে চ ভারত ॥ ৬৮
ক যুদ্ধং ক চ ভোক্তব্যং যুধ্যস্ব পুরুষো ভব।
শয়িষ্যসে হতো ভূমৌ গদামালিঙ্গ্য ভারত ॥ ৬৯
তদ্ বৃথা চ সভামধ্যে বদিতং তে বৃকোদর।
উলূক নকুলং ব্রূহি বচনাদ্মম ভারত ॥ ৭০
যুধ্যস্বাদ্য স্থিরো ভূত্বা পশ্যামস্তব পৌরুষম্।
যুধিষ্ঠিরানুরাগঞ্চ দ্বেষঞ্চ ময়ি ভারত।
কৃষ্ণায়াশ্চ পরিক্লেশং স্মরেদানীং যথাতথম্ ॥ ৭১

সম্পূর্ণ উত্তরাধা কুন্তীপুত্রদিগকে প্রদান করিব। তোমার এই সমস্ত ভাষণই সঞ্জয় আমাকে শুনাইয়া দিয়াছে ॥ ৫৮-৫৯

তুমি এই কথাও বলিয়াছিলে যে, কৌরবগণ! আমি যাহার একমাত্র সহায়ক, সেই সব্যসাচী অর্জুনের সহিত তোমাদের শত্রুতা হইতেছে। অতএব আজ সত্যপ্রতিজ্ঞ হইয়া পাণ্ডবগণের জন্য পরাক্রম প্রকাশ কর ॥ ৬০

বৃকোদর এখন প্রবলসহকারে সংগ্রাম কর। আমি তোমার বীরত্ব দেখিতে চাই। নিজ পুরুষত্বের পরিচয় দান কর। যে ব্যক্তি শত্রুকে উত্তমরূপে বুঝিয়া নিজস্ব পুরুষার্থের আশ্রয় গ্রহণ করত শত্রুগণের শোকবর্ধন করে, সেই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ জীবন-যাপন করিয়া থাকে ॥

হে কৃষ্ণ! আমি দেখিতেছি যে, এই ভূলোকে অকস্মাৎ তোমার যশ চারিদিকে বিস্তৃত হইয়াছে, কিন্তু এখন আমার সে বিষয়ে জ্ঞান জন্মিয়াছে যে, যাহারা তোমার পূজক, তাহারা প্রকৃতপক্ষে পুরুষত্বের চিহ্নধারী নাম ॥

আমার ন্যায় একজন নৃপতির তোমার সহিত, বিশেষতঃ যে একদিন কংসের ভৃত্যের কার্য করিয়াছিল, এতাদৃশ ব্যক্তির সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য কবচধারণকরত যুদ্ধভূমিতে গমন করা কোনরূপেই উচিত নহে ॥

উলূক! তুমি সেই শত্রু (যাহা হউক) হীন পুরুষ (অথবা ভার-বহনকারী বৃষ), অজ্ঞান ও মূর্খ ভীমসেনকেও বারংবার এই আমার সংবাদ জানাইবে যে, 'দুষ্টবুদ্ধে! পূর্বে বিরাটনগরে তুমি যে পাচক (রাঁধুনী) হইয়া বাস করিয়াছিলে এবং বল্লবনামে বিখ্যাত হইয়াছিলে, সেই সমস্তই আমার পুরুষার্থ ছিল ॥

পূর্বে কৌরবসভায় তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা মিথ্যায় পরিণত করিও না। যদি তোমার শক্তি থাকে, তবে যুদ্ধে উদ্যত হইয়া দুঃশাসনের রক্ত পান কর ॥

কুন্তীকুমার! তুমি এই কথা বলিয়াছিলে যে, আমি যুদ্ধে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে বেগের সহিত নিহত করিব, আজ সেই সময় উপস্থিত হইয়াছে ॥

ভারত! তুমি ভোজনে সকলের অপেক্ষা পটু, সুতরাং অধিক ভোজনে ও পানে তুমি পুরস্কার পাইবার যোগ্য। কিন্তু হায়, কোথায় যুদ্ধ আর কোথায় ভোজন? শক্তি থাকে ত' যুদ্ধ কর এবং নিজের পুরুষকার দেখাও ॥

ভারত! তুমি যুদ্ধে আমার হস্তে নিহত হইয়া স্বীয় গদা আলিঙ্গন করত চিরকালের জন্য ভূতলে শয়ন করিবে। বৃকোদর! তুমি সভায় যাইয়া যে বীরত্বসহকারে গর্জন করিয়াছিলে, উহা সবই আজ ব্যর্থ হইয়া যাইবে ॥

উলূক! নকুলকেও বলিবে—ভারত! তুমি আমার বক্ষঃস্থলে স্থির হইয়া যুদ্ধ কর। আমি তোমার পুরুষার্থ দেখিব। তুমি যুধিষ্ঠিরের প্রতি তোমার বর্ধিত অনুরাগ, আমার উপর দ্বেষ ও দ্রৌপদীর ক্লেশকেও এখন ভালভাবে স্মরণ করিতে থাক ॥ ৬১-৭১

ক্রয়াস্তং সহদেবঞ্চ রাজমধ্যে বচো মম।
যুধ্যেদানীং রণে যত্তঃ ক্লেশান্ স্মর চ পাণ্ডব ॥ ৭১
বিরাট-দ্রুপদৌ চোভৌ ক্রয়াস্তং বচনান্মম।
ন দৃষ্টপূর্বা ভর্তারো ভৃত্যৈরপি মহাগুণৈঃ ॥ ৭৩
তথার্থপতিভির্ভৃত্যা যতঃ সৃষ্টাঃ প্রজাপতেঃ।
অস্মাভ্যোঽয়ং নরপতির্বরোরিতি চাগতম্ ॥ ৭৪
তে যূয়ং সংহতা ভূত্বা তবার্থং মমাপি চ।
আত্মার্থং পাণ্ডবার্থঞ্চ প্রযুধ্যধ্বং ময়া সহ ॥ ৭৫
ধৃষ্টদ্যুম্নঞ্চ পাঞ্চাল্যং ক্রয়াস্তং বচনান্মম।
এষ তে সময়ঃ প্রাপ্তো লব্ধব্যশ্চ ত্বয়াপি সঃ ॥ ৭৬
দ্রোণমাসাদ্য সমরে জ্ঞাস্যসে হিতমুত্তমম্।
যুধ্যস্ব সমুদ্যতং পাপং কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্ ॥ ৭৭
শিখণ্ডিনমথো ব্রূহি উত্তমৌজসমাহবে।
প্রীতিং মম মহাবাহুর্ন হনিষ্যতি কৌরবঃ ॥ ৭৮

পাঞ্চেয়ো ধর্মিণাং শ্রেষ্ঠো যুধ্যেদানীং যুধিষ্ঠিরঃ।
কুরু কর্ম রণে যত্তঃ পশ্যামঃ পৌরুষং তব ॥ ৭৯
এবমুক্ত্বা ততো রাজা প্রহস্যোলূকমব্রবীৎ।
ধনঞ্জয়ং পুনর্ব্রূহি বাসুদেবস্য শৃণ্বতঃ ॥ ৮০
অস্মান্ বা ত্বং পরাজিত্য প্রশাধি পৃথিবীমিমাম্।
অথবা নির্জিতোঽস্মাভিঃ রণে বীর শয়িষ্যসি ॥ ৮১
রাষ্ট্রান্নির্বাসনক্লেশং বনবাসঞ্চ পাণ্ডব।
কৃষ্ণায়াশ্চ পরিক্লেশং সংস্মরন্ পুরুষো ভব ॥ ৮২
যদর্থং ক্ষত্রিয়া সূতে সর্বং তদিদমাগতম্।
বলং বীর্যঞ্চ শৌর্যঞ্চ পরং চাপ্যুপধারয় ॥
পৌরুষং দর্শয়ন্ যুধি কৌরবস্য কুরু নির্কৃতিম্ ॥৮৩
পরিক্লিষ্টস্য দীনস্য চীরকালোষিতস্য চ।
হৃদয়ং কস্য ন ক্ষোটেদ্বৈদর্ভ্যাস্ত্বং বিদিতস্য চ ॥ ৮৪

উলূক! তুমি নৃপতিগণের মধ্যে সহদেবকেও আমার এই কথা জানাইয়া দিবে যে, পাণ্ডুনন্দন! পূর্বে প্রদত্ত ক্লেশসমূহ স্মরণ করিতে থাক এবং যত্নসহকারে যুদ্ধ কর ॥ ৭২

তারপর বিরাট ও দ্রুপদকেও আমার কথা বলিবে—বিধাতা যে সময় হইতে প্রজাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, সেই সময় হইতে উত্তম গুণবান্ ভৃত্যগণও নিজের প্রভুদিগকে পূর্ব হইতে পরীক্ষা করিয়া দেখে নাই যে, তাঁহাদের গুণ আছে কি দুর্গুণ আছে। এইরূপ প্রভুরাও পূর্ব হইতেই ভৃত্যের গুণাগুণ পরীক্ষা করেন না। সেইজন্য যুধিষ্ঠির প্রভুর যোগ্য না হইলেও আপনারা উভয়ে তাঁহাকে নিজেদের রাজা মনে করিয়া যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছেন ॥ ৭৩-৭৪

অতএব আপনারা সকলে একত্রে সংগঠিত হইয়া আমার জন্য ও পাণ্ডবগণের কল্যাণের জন্য আমার সহিত যুদ্ধ করুন ॥ ৭৫

তারপর পাঞ্চালরাজকুমার ধৃষ্টদ্যুম্নকেও আমার এই কথা বলিবে যে, এখন তোমার যোগ্য সময় উপস্থিত হইয়াছে। তুমি আচার্য দ্রোণকে নিজের সম্মুখেই প্রাপ্ত করিবে ॥ ৭৬

তুমরাদণে দ্রোণাচার্যের সম্মুখে যাইয়া তুমি ইহা জানিতে পারিবে যে, তোমার উত্তম হিত কোথায় আছে। আচ্ছা, এখন তুমি, নিজ সুহৃদ্গণের সহিত যুদ্ধ কর এবং গুরুতর অত্যন্ত দুষ্কর পাপকার্যে লিপ্ত হও ॥ ৭৭

উলূক! তারপর শিখণ্ডীকেও আমার এই কথা জানাইয়া দিবে যে, মনুষ্যদিগের মধ্যে একমাত্রই গর্বান্বিত মহাবাহু ভীষ্ম তোমাকে স্ত্রী মনে করিয়া বধ করিবেন না, এইজন্য তুমি নির্ভয় হইয়া যুদ্ধ করিবে এবং প্রকাশ্যে যুদ্ধস্থলে পরাক্রম প্রকাশ করিবে। আমি তোমার পুরুষার্থ দেখিব ॥ ৭৮-৭৯

এই কথা বলিতে বলিতে দুর্যোধন উপহাস করিয়া উঠিলেন এবং তারপর পুনরায় উলূককে বলিলেন—উলূক! তুমি বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে অর্জুনকে আমার এই সংবাদ জানাইবে ॥৮০

বীর ধনঞ্জয়! হয় তুমি আমাদের সকলকে পরাজিত করিয়া এই পৃথিবীকে শাসন কর অথবা আমাদের দ্বারা পরাজিত হইয়া রণভূমিতে চিরতরে শয়ন কর ॥ ৮১

পাণ্ডুনন্দন! রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়া ক্লেশভোগ, বনবাস ও দ্রৌপদীর অপমাননাজনিত ক্লেশের কথা স্মরণ করিয়া প্রকৃত পুরুষার্থ দেখাও ॥ ৮২

ক্ষত্রিয়রমণী যাহার জন্য সন্তান প্রসব করেন, সেই সব প্রয়োজন সম্পন্ন করিবার সময় আসিয়াছে। তুমি যুদ্ধে বল, পরাক্রম, উত্তম শৌর্য, অস্ত্রচালনায় ক্ষিপ্রকারিতা ও পুরুষকার দেখাইয়া ক্রমবর্ধমান নিজের ক্রোধ (আমাদের উপর প্রয়োগ করিয়া) শান্ত কর ॥ ৮৩

যে নানাপ্রকার ক্লেশ ভোগ করিয়াছে, দীর্ঘকাল রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়াছে এবং ঐশ্বর্য হইতে ভ্রষ্ট হওয়ায় দীনভাবে জীবন-যাপন করিতেছে, এমন কোন অভিমানী পুরুষের হৃদয় ইহাতে বিদীর্ণ হইয়া না যায়? ৮৪

কুলে জাতস্য শূরস্য পরবিত্তেষ্বগৃধ্যতঃ।
আহিতং রাজ্যমাক্রম্য কোপঃ কস্য ন দীপয়েৎ ॥৮৫
যৎ তদুক্তং মহদ্ বাক্যং কর্ণেন তদ্ বিভাব্যতাম্।
অকর্ণেন কথিতেন সন্তঃ কুপুরুষং বিদুঃ ॥ ৮৬
অমিত্রাণাং বশে স্থানং রাজ্যঞ্চ পুনরুদ্ধর।
যাবদৌদ্ধত্যকামস্য তস্যাং তং কুরু পৌরুষম্ ॥৮৭
পরাজিতোঽসি দ্যূতেন কৃষ্ণা চানায়িতা সভাম্।
শক্যোঽমর্ষো মনুষ্যেণ কর্তুং পুরুষমানিনা ॥ ৮৮
দ্বাদশৈব তু বর্ষাণি বনে নিক্ষাদ্ বিবাসিতঃ।
সংবৎসরং বিরাটস্য দাস্যমাস্থায় চোষিতঃ ॥ ৮৯
রাষ্ট্রান্নির্বাসনক্লেশং বনবাসঞ্চ পাণ্ডব।
কৃষ্ণায়াশ্চ পরিক্লেশং সংস্মরন্ পুরুষো ভব ॥ ৯০
অপ্রিয়াণাঞ্চ বচনং প্রব্রূয়ংস্য পুনঃ পুনঃ।
অময়ঃ দর্শয়ন্ত্য ময়ো হ্যেব পৌরুষম্ ॥ ৯১
ক্রোধো বলং তথা বীর্য্যং জ্ঞানযোগোঽস্ত্রলাঘবম্।
ইহ তে দৃষ্যতাং পার্থ যুধ্যস্ব পুরুষো ভব ॥ ৯২
লোহাভিসারো নির্বৃত্তঃ কুরুক্ষেত্রমকর্দমম্।
পুষ্টাস্তেঽশ্বা ভৃতা যোধাঃ যো যুধ্যস্ব সকেশবঃ ॥৯৩
অসমাপ্তস্য ভীষ্মেণ সংযুগে কিং বিকত্থসে।
আরুরুক্ষুর্যথা মন্দঃ পর্বতং গন্ধমাদনম্ ॥ ৯৪
এবং কথসি কৌন্তেয় অকত্থন্ পুরুষো ভব।
সুতপুত্রং সুদুর্ধর্ষং শল্যঞ্চ বলিনাং বরম্ ॥ ৯৫
দ্রোণঞ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠং শচীপতিসমং যুধি।
অজিত্বা সংযুগে পার্থ রাজ্যং কথমিহেচ্ছসি ॥ ৯৬
ত্রাহ্মে ধনুষি চাচার্য্যং বেদয়োরন্তগং গুরোঃ।
যুধি ধুর্য্যমবিক্ষোভ্যমনাধৃষ্যচলমচ্যুতম্ ॥ ৯৭

যে ব্যক্তি উত্তমকুলে জন্মিয়াছে, যার ও পরের ধনে লোভ না করে, তাহাকে যদি কেহ রাজ্য হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়, তবে উহা কোন্ বীরের না ক্রোধ উদ্দীপ্ত করিতে থাকে ? ৮৫

তুমি যে মহত্বপূর্ণ নানাপ্রকার কথা বলিয়াছিলে, তাহা কার্য্যে পরিণত করিয়া দেখাও। যে ব্যক্তি কার্য্যে কিছু পরিণত না করিয়া কেবল মুখেই নানাপ্রকার কথা বলিয়া থাকে, তাহাকে সজ্জন পুরুষগণ কাপুরুষ বলিয়া থাকেন। ৮৬

তোমার স্থান ও রাজ্য শত্রুগণের বশে আসিয়াছে, তুমি তাহাকে পুনরায় উদ্ধার কর। যুদ্ধের ইচ্ছাপোষণকারী বীর-পুরুষের এই দুইটিই প্রয়োজন দেখা যায়। অতএব উহারই সিদ্ধির জন্য পুরুষার্থ প্রদর্শন কর। ৮৭

তুমি পাশাখেলায় পরাজিত হইয়াছ এবং তোমরা স্ত্রীকেও সভায় লইয়া আসা হইয়াছিল। নিজেকে পুরুষ বলিয়া অভিমান-কারী যে কোন ব্যক্তির পক্ষেই ইহা অত্যন্ত অমর্ষের কারণ হয়। ৮৮

তুমি বার বৎসরকাল রাজ্য হইতে নির্বাসিত হইয়া বনে বাস করিয়াছ এবং এক বৎসরকাল তোমাকে বিরাটের দাস হইয়া থাকিতে হইয়াছিল। ৮৯

পাণ্ডুনন্দন! রাজ্য হইতে নির্বাসন, বনবাস ও দ্রৌপদীর অপমানজনিত ক্লেশের কথা স্মরণ করিয়া প্রকৃত পুরুষ হও। ৯০

আমরা বার বার তোমাদের প্রতি অপ্রিয় বাক্য বলিয়াই যাইতেছি। তাহার জন্য তোমরা অন্ততঃ আমাদের উপর অমর্ষ দেখাও; কারণ, অমর্ষই হইল পুরুষকার। ৯১

হে পার্থ! এখানকার সকল লোক তোমার ক্রোধ, বল, বীর্য, জ্ঞানযোগ ও অস্ত্রলাঘবের নৈপুণ্য দর্শন করুক। তুমি যুদ্ধ কর এবং নিজের পুরুষত্বের পরিচয় দাও। ৯২

এখন লৌহময় অভিসার সংস্কার করিয়া বাহিরে স্থাপনের কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে। কুরুক্ষেত্রের সকল স্থানের কর্দমও শুকাইয়া গিয়াছে। তোমার অশ্বগুলি অত্যন্ত হৃষ্টপুষ্ট এবং সৈন্যগণকেও তোমরা উত্তমরূপে ভরণ-পোষণ করিয়াছ, অতএব আগামী কালই শত্রুকের সহিত যুদ্ধ কর। ৯৩

এখন যুদ্ধে ভীষ্মের সহিত মিলিত না হইয়া তুমি কেন মিথ্যা নিজের প্রশংসা করিতেছ? কুন্তীনন্দন! যেরূপ কোন শক্তি-হীন ও মন্দমতি পুরুষ গন্ধমাদন পর্বতে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ তুমিও মিথ্যা নিজের প্রশংসা করিয়া বেড়াইতেছ। মিথ্যা আত্মপ্রশংসা না করিয়া পুরুষকার দেখাও। ৯৪

পার্থ! অত্যন্ত দুর্জয় বীর সূতপুত্র কর্ণ, বলবান্ পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শল্য এবং যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী ও বলবান্দিগের অগ্রগণ্য দ্রোণাচার্য্যকে যুদ্ধে পরাজিত না করিয়া তুমি এখানে কেন রাজ্যলাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ? ৯৫-৯৬

কুন্তীপুত্র! আচার্য্য দ্রোণ ব্রহ্মবেদ ও ধনুর্বেদ—এই উভয় বেদেরই পারদর্শী পণ্ডিত। তিনি যুদ্ধের ভারবহন করিতে সমর্থ, অক্ষোভনীয়, সেনার সম্মুখভাগে বিচরণকারী এবং যুদ্ধস্থল হইতে কখনও পশ্চাদপসরণ করেন না। এই দ্রোণকে যে তুমি রণ

দ্রোণং মহাস্ত্রাতিং পার্থ জেতুমিচ্ছসি তদ্ বা।
ন হি তুঙ্গম বাহুভ্যাং মেরুমুদ্ধর্ষিতং গিরিম্ ॥ ৯৮

অনিলো বা বহেদেকং দ্যৌর্বাপি নিপতেদ্ভুবীম্।
যুগং বা পরিবর্তেত যদ্যেবং স্যাদ্ যথাত্থ মাম্ ॥ ৯৯

কো হ্যস্তি জীবিতাকাঙ্ক্ষী প্রাপ্যোনমরিমর্দনম্।
পার্থো বা ইতরো বাপি কোঽন্যঃ স্যাদ্
গৃহান্ ব্রজেৎ ॥ ১০০

কথমাত্মাভিধ্যাতঃ সংস্পৃষ্টো দারুণেন বা।
রণে জীবন্ প্রমুচ্যেত পদা ভূমিমুপস্পৃশন্ ॥ ১০১

কিং দহ্যুঃ কৃপশয়ো যথেনাং
ন ব্যূহসে রাজচমূং সমেতাম্।
দ্বাদশার্ধাং দেবচমূপ্রকাশাং
গুপ্তাং নরৈস্ত্রিদশৈরিব ত্বাম্ ১০২

প্রাচ্যৈঃ প্রতীচ্যৈরথ দাক্ষিণাত্যৈ-
রুদীচ্যকাম্বোজ-শকৈঃ খশৈশ্চ।
শাবৈঃ সসংঘৈঃ কুকুরান্ধকৈশ্চ—
ত্রৈঙ্কৈঃ পুলিন্দৈর্দ্রবিড়ান্ধ্রকাঞ্চ্যৈঃ ॥ ১০৩

নানাজনৌঘং যুধি সম্প্রবৃদ্ধং
গাঙ্গং যথা বেগমপারণীয়ম্।
মাঞ্চ স্থিতং নাগবলস্য মধ্যে
যুযুৎসসে মন্দ কিমদ্ভুতেন ॥ ১০৪

অক্ষয্যাবিষুধী চৈব অগ্নিদত্তঞ্চ তে রথম্।
জানীমো হি রণে পার্থ কেতুং দিব্যঞ্চ ভারত ॥ ১০৫

অকত্থমানো যুধ্যস্ব কত্থনেনার্জুন কিং বহু।
পর্য্যাপ্তাং সিদ্ধিরেতস্য নৈতৎ সিধ্যতি কত্থনাৎ ॥ ১০৬

যদ্যিদং কত্থনালোকে সিধ্যেৎ কর্ম ধনঞ্জয়।
সর্বে ভবেয়ুঃ সিদ্ধার্থাঃ কত্থনে কো হি দুর্গতঃ ॥ ১০৭

জানামি তে বাসুদেবং সহায়ং
জানামি তে গাণ্ডীবং তালমাত্রম্।
জানাম্যহং তূণশরাংশ্চ নিত্যং
জানাম্যস্থে রাজ্ঞমেতদ্ধরাণি ॥ ১০৮

করিতেও অভিলাষী হইয়াছ, তাহা কেবল মিথ্যা সাহসমাত্র। বায়ু সুমেরু পর্ব্বতকে তুলিতে পারিয়াছে, এই কথা আমরা কখনও শ্রবণ করি নাই। (সেইরূপ তোমার পক্ষে আচার্য্য দ্রোণকে জয় করা অসম্ভব)। ৯৭-৯৮

তুমি আমাকে যাহা কিছু বলিয়াছ, তাহা যদি সত্য হয়, তবে বায়ু সুমেরু পর্ব্বতকে তুলিতে পারিবে, স্বর্গলোক এই ভূতলে নিপতিত হইবে কিংবা যুগই তখন পরিবর্ত্তন হইয়া যাইবে। ৯৯

অর্জ্জুনই হউক বা অন্য কোন ব্যক্তি হউক, প্রাণ ধারণ করিতে অভিলাষী এমন কোন বীর আছে, যে যুদ্ধে এই শত্রুদমন আচার্য্যের নিকট আসিয়া কুশলতার সহিত গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিবে? ১০০

দ্রোণ ও ভীষ্ম ইহারা উভয়ে যাহাকে নিহত করিবার সিদ্ধান্ত করিবেন অথবা ইহাদের ভয়ানক অস্ত্রাদি যাহার শরীর স্পর্শ করিবে, এরূপ কোন ভূতলবাসী মরণধর্ম্মা মানুষ যুদ্ধে বাঁচিয়া থাকিতে সমর্থ হইবে? ১০১

যেরূপ দেবগণ স্বর্গকে রক্ষা করেন, সেইরূপ পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ দিকে অবস্থিত নরপতিগণ এবং কাম্বোজ; শক, খশ, শাব, সংঘ, কুরু ও অন্ধ্রদেশের সৈন্যরা এবং দ্রৈঙ্ক, পুলিন্দ, দ্রাবিড়, আন্ধ্র ও কাঞ্চীদেশীয় যোদ্ধারা যে সৈন্যগণকে রক্ষা করিতেছে, যাহারা দেবতাদিগের ন্যায় দুর্দ্ধর্ষ ও সুসংগঠিত কৌরবরাজের (সমুদ্রতুল্য) বিশাল সৈন্যবাহিনীকে তোমার ন্যায় কুপমণ্ডুক (কূপের ব্যাঙ) ব্যক্তি কি বুঝিতে পারিতেছে না? ১০২-১০৩

অল্পবুদ্ধিসম্পন্ন মূর্খ অর্জুন! তোমার বেগ বৃদ্ধকালে গঙ্গার বেগের ন্যায় বর্দ্ধিত হয় এবং যাহাকে পার হওয়া অসম্ভব, নানাবিধ জনসমূহদ্বারে পূর্ণ আমার সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত ও গজসৈন্যের মধ্যে অবস্থিত দুর্য্যোধন আমার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা তুমি কিভাবে পোষণ করিতেছ? ১০৪-১০৫

অর্জুন! এখন আর প্রশংসাসূচক কথা না বলিয়া যুদ্ধ কর তুমি এখনও কেন নানাভাবে আত্মপ্রশংসা করিতেছ? বিভিন্ন প্রকারে যুদ্ধ করিবার পরই রাজ্যলাভ করিবার সিদ্ধি পাইতে পার। মিথ্যা আত্মপ্রশংসা দ্বারা এই কার্য্যে সফলতা লাভ করিতে পারিবে না। ১০৬

ধনঞ্জয়! যদি জগতে মিথ্যাপ্রশংসা করিলেই কার্য্যসিদ্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইলে ত' সকল মানুষই সিদ্ধকাম হইয়া যাইবে; কারণ, কেবল আত্মপ্রশংসামূলক কথা বলিতে কোন ব্যক্তি দরিদ্র বা দুর্ব্বল হইতে পারে? ১০৭

আমি জানি যে, তোমার সহায়ক বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ আছে, আমি ইহাও জানি যে, তোমার নিকট চার হাত লম্বা গাণ্ডীব-ধনু আছে এবং তোমার ন্যায় অন্য কোন যোদ্ধা জগতে

ন তু পর্য্যায়ধর্ষেণ সিদ্ধিঃ প্রাপ্নোতি মানবঃ।
মনসৈবানুকূলানি ধাতৈব কুরুতে বশে ॥ ১০৯
ত্রয়োদশ সমা ভুক্তং রাজ্যং বিলপতস্তব।
ত্বদ্বন্ধৈব প্রশাসিদ্ভে ত্বাং নিহত্য সবান্ধবম্ ॥ ১১০
ক্ব তদা গাণ্ডিবং তেঽভূদ্ যৎ ত্বং দাসপরৈর্জিতম্।
ক্ব তদা ভীমসেনস্য বলমাসীচ্চ ফাল্গুন ॥ ১১১
সগদাদ্ ভীমসেনাদ্ বা ফাল্গুনাদ্ বা সগাণ্ডিবাৎ।
ন বৈ মোক্ষস্তদাভূদ্ বো বিনা কৃষ্ণামনিন্দিতাম্ ॥ ১১২
সা বো দাস্যে সমাপন্নান্ মোচয়ামাস পার্ষতী।
অমানুষ্যং সমাপন্নান্ দাসকর্মণ্যবস্থিতান্ ॥ ১১৩
অবোচং যৎ তদা তিলানহং বস্তব্যমেব তৎ।
হৃতা হি বেণী পার্থেন বিরাটনগরে তদা ॥ ১১৪
সূদকর্মণি বিশ্রান্তং বিরাটস্য মহানসে।
ভীমসেনেন কৌন্তেয় যৎ তু তদ্বম পৌরুষম্ ॥ ১১৫
এবমেব সদা দণ্ডং ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়ে দধুঃ।
বেণীং কৃত্বা বলবেশঃ কন্যাঃ নর্তিতবানসি ॥ ১১৬
ন তস্মাদ্ বাসুদেবস্য ন চাপি তব ফাল্গুন।
রাজ্যং প্রতিপ্রদাস্যামি বৃণীষ্ব সহকেশবঃ ॥ ১১৭
ন মায়া ঐন্দ্রজালং বা কুহকা বাপি ভীষণা।
আত্তশস্ত্রস্য সংগ্রামে বহন্তি প্রতিগর্জনাঃ ॥ ১১৮
বাসুদেবসহস্রং বা ফাল্গুনানাং শতানি বা।
আসাদ্য মামমোঘেষুং দ্রবিষ্যন্তি দিশো দশ ॥ ১১৯
সংযুগং গচ্ছ ভীষ্মেণ ভিন্ধি বা শিরসা গিরিম্।
তরস্ব বা মহাগাধং বাহুভ্যাং পুরুষোদধিম্ ॥ ১২০
শারদ্বতমহামীনং বিবিংশতিমহোরগম্।
বৃহদ্বলমহোদ্বেলং সৌমদত্তিতিমিঙ্গিলম্ ॥ ১২১

নাই, এই সব জানিয়াও আমি তোমার এই রাজ্য অপহরণ করিয়াছি। ১০৮

কোনও মানুষই নামমাত্র ধর্ষের দ্বারা সিদ্ধি লাভ করিতে পারে না, কেবল বিধাতাই মানসিক সঙ্কল্পদ্বারা সব কিছু নিজের অনুকূলে ও অধীনে আনিতে পারেন। ১০৯

তোমরা কেবল বিলাপ করিতে করিতেই কাল কাটাইলে, আর আমি ত্রয়োদশ (১৩) বৎসর ধরিয়া তোমাদের রাজ্য ভোগ করিলাম। এখন আমি বন্ধুবান্ধবগণের সহিত তোমাকে বধ করিয়া আগামী দিনগুলিও এই রাজ্য শাসন করিব। ১১০

দাস অর্জুন! যখন তোমরা পাশার দানে আমাদের দ্বারা জিত হইয়াছিলে, সেই সময় তোমার গাণ্ডীব ধনু কোথায় ছিল? ভীমসেনের বলই বা তখন কোথায় চলিয়া গিয়াছিল? ১১১

গদাধারী ভীমসেন অথবা গাণ্ডীবধারী অর্জুনও সেই সময় সতী সাধ্বী দ্রৌপদীর আশ্রয় না লইয়া তোমরা দাসত্ব হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারে নাই। ১১২

তোমরা সকলে অমানুষোচিত দীনদশা প্রাপ্ত হইয়া দাসত্বে অবস্থিত ছিলে। সেই সময় কৃষ্ণকন্যা কৃষ্ণাই দাসত্বের সঙ্কটে পতিত তোমাদের সকলকে মুক্ত করিয়াছিল। ১১৩

আমি যে তোমাদিগকে সেই দিনে নপুংসক ক্লীব বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলাম, উহা যথার্থই হইয়াছিল; কারণ অজ্ঞাতবাসের সময় অর্জুনকে নিজের বস্তকে রমণীর ন্যায় বেণী ধারণ করিতে হইয়াছিল। ১১৪

কুন্তীকুমার! তোমার ভ্রাতা ভীমসেনকে যে রাজা বিরাটের রন্ধনগৃহে পাচকের (রাঁধুনীর) কার্য্য করিয়া পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, উহা সবই আমার পুরুষত্বের কারণ বলিয়া জানিবে। ১১৫

এই প্রকারে সদা ক্ষত্রিয়গণ নিজের বিরোধী ক্ষত্রিয়দিগকে দণ্ডদান করিয়া থাকেন। এই জন্যই তোমাকেও মস্তকে বেণী রাখিয়া ও ক্লীবের বেশ ধারণ করিয়া রাজার অন্তঃপুরে কন্যাগণকে নৃত্য শিখাইতে হইয়াছিল। ১১৬

হে ফাল্গুন! শ্রীকৃষ্ণ কিংবা তোমার ভয়ে আমি রাজ্য ফিরাইয়া দিব না। তুমি শ্রীকৃষ্ণের সহিত আসিয়া যুদ্ধ কর। ১১৭

মায়া, ইন্দ্রজাল অথবা ভয়ানক ছলনা সংগ্রামস্থলে অস্ত্র-উত্তোলনকারী বীরের ক্রোধ ও সিংহনাদ বর্দ্ধিতই করিয়া থাকে (তাহাকে ভীত করিতে পারে না)। ১১৮

হাজার শ্রীকৃষ্ণ কিংবা শত অর্জুন অব্যর্থ বাণধারী আমার নিকট আসিয়া ভয়ে দশ দিকে ধাবিত হইয়া পলায়ন করিবে। ১১৯

তুমি ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ কর অথবা মস্তক দ্বারা পর্ব্বতকে ভেদ কর কিংবা সৈন্যরূপ অত্যন্ত অগাধ মহাসাগর নিজের দুই বাহুর সাহায্যে উত্তীর্ণ হও। ১২০

আমার এই সৈন্যরূপ মহাসমুদ্রে কৃপাচার্য্য মহামৎস্যরূপে, বিবিংশতি তাহার মধ্যে অবস্থিত মহাসর্পসদৃশ, বৃহদ্বল ইহার মধ্যে উত্থিত বিশাল ঊর্ম্মিরূপ আর ভূরিশ্রবা এই মহাসমুদ্রের তিমিঙ্গিলনামক মৎস্যের স্থান অধিকার করিয়া আছে। ১২১

ভীষ্মবেগমপর্য্যাপ্তঃ দ্রোণগ্রাহদুরাসদম্।
কর্ণ-শল্যঝষাবর্তং কাম্বোজবড়বামুখম্ ॥ ১২২
দুঃশাসনৌঘং শল-শল্যমৎস্যং
সুষেণ-চিত্রায়ুধনাগনক্রম্।
জয়দ্রথাদ্রিং পুরুমিত্রগাধং
দুর্মর্ষণোদং শকুনিপ্রপাতম্ ॥ ১২৩
শস্ত্রৌঘমক্ষয্যমভিপ্রবৃদ্ধং
যদাবগাহ্য শ্রমনষ্টচেষ্টাঃ।
তরিষ্যসি ত্বং হতসর্ববান্ধব-
স্তদা মনস্তে পরিতাপমেষ্যতি ॥ ১২৪
তদা মনস্তে ত্রিদিবাদিবাচ্যুতে-
র্নিবর্তিতা পার্থ মহীপ্রশাসনাৎ।
প্রশাম্য রাজ্যং হি সুদুর্লভং ত্বয়া
বুভূষিতঃ স্বর্গ ইবাতপস্বিনা ॥ ১২৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি উলূকদূতাগমনপর্বণি দুর্যোধনবাক্যে
ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬০

ভীষ্ম এই মহাসাগরের অসীম বেগ, দ্রোণাচার্য্য গ্রাহ (হিংস্র-জলজন্তু)-স্বরূপ হওয়ায় এই সৈন্যসাগরে প্রবেশ করা কঠিন, কর্ণ ও শল্য যথাক্রমে মৎস্য এবং আবর্ত্ত এবং কাম্বোজরাজ সুদক্ষিণ ইহার মধ্যে বড়বানল। ১২২

দুঃশাসন উহার তীব্র প্রবাহ, শল ও শল্য মৎস্য, সুষেণ ও চিত্রায়ুধ নাগ এবং মকর, জয়দ্রথ পর্ব্বত, পুরুমিত্র উহার গভীরতা, দুর্মর্ষণ জল ও শকুনি প্রপাত (ঝরণা)-স্বরূপ জানিবে। ১২৩

নানাবিধ অস্ত্রসমূহ ইহার জলপ্রবাহ। এই সৈন্যসাগর সদা অক্ষয় ও অতিশয় বর্দ্ধিত। ইহার মধ্যে প্রবেশ করিবার পর অত্যন্ত শ্রমে যখন তোমার চেতনা লুপ্ত হইয়া যাইবে এবং তোমার সমস্ত বন্ধুকে যখন বিনাশ করা হইবে, তখন তোমার মনস্তাপ হইতে থাকিবে। ১২৪

পার্থ! যেরূপ অপবিত্র মানুষের মন স্বর্গ হইতে নিবৃত্ত হয় (কারণ তাহার পক্ষে স্বর্গপ্রাপ্তি অসম্ভব), সেইরূপ তোমার মন সেই সময় পৃথিবীর রাজ্য শাসন করিবার বিষয়ে নিরাশ হইয়া নিবৃত্ত হইবে। অর্জুন! শান্ত হইয়া উপবিষ্ট হও। রাজ্য লাভ করা তোমাদের পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর। যে তপস্যা করে নাই, সে যেমন স্বর্গে গমন করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ তুমিও রাজ্যে অভিলাষ করিতেছ। ১২৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত উলূকদূতাগমনপর্ব্বে দুর্যোধনবাক্যবিষয়ক ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবশিবিরং গত্বা জনপূর্ণসভায়াম্ উলূকেন দুর্য্যোধনসন্দেশস্য কথনম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

সেনানিবেশং সম্প্রাপ্তঃ কৈতব্যঃ পাণ্ডবস্য হ।
সমাগতঃ পাণ্ডবেয়ৈর্যুধিষ্ঠিরমভাষত ॥ ১
অভিজ্ঞো দূতবাক্যানাং যথোক্তং ব্রুবতো মম।
দুর্য্যোধনসমাদেশং শ্রুত্বা ন ক্রোদ্ধুমর্হসি ॥ ২

যুধিষ্ঠির উবাচ।

উলূক ন ভয়ং তেঽস্তি ব্রূহি যং বিগতজ্বরঃ।
বয়ন্তং ধার্তরাষ্ট্রস্য ক্রূরস্যাদীর্ঘদর্শিনঃ ॥ ৩

একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবগণের শিবিরে যাইয়া জনপূর্ণ সভাতে উলূক কর্ত্তৃক দুর্য্যোধনের সংবাদ কথন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর অক্ষক্রীড়াবিৎ শকুনির পুত্র উলূক পাণ্ডবগণের শিবিরে যাইয়া তাঁহাদের সহিত মিলিত হইল ও যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিল। ১

রাজন্! আপনি দূতের বাক্যসমূহ বুঝিতে নিপুণ। দুর্য্যোধন যে সংবাদ জানাইয়াছেন, আমি তাহাই কেবল বলিব। উহা শুনিয়া আপনি আমার উপর ক্রুদ্ধ হইবেন না। ২

যুধিষ্ঠির বলিলেন—উলূক! তোমার (কিছুমাত্র) ভয় নাই। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া লোভী ও অদূরদর্শী দুর্য্যোধনের প্রকৃত অভিমত ব্যক্ত কর। ৩

ততো দ্যূতিমতাং মধ্যে পাণ্ডবানাং মহাত্মনাম্।
সৃঞ্জয়ানাঞ্চ মৎস্যানাং কৃষ্ণস্য চ যশস্বিনঃ ॥ ৪
দ্রুপদস্য সপুত্রস্য বিরাটস্য চ সন্নিধৌ।
ভূমিপানাঞ্চ সর্বেষাং মধ্যে বাক্যং জগাদ হ ॥ ৫

উলূক উবাচ।

ইদং স্মাহ বচো রাজা ধার্ত্তরাষ্ট্রো মহামনাঃ।
শৃণ্বতাং কুরুবীরাণাং তন্নিবোধ যুধিষ্ঠির ॥ ৬
পরাজিতোঽসি দ্যূতেন কৃষ্ণা চানায়িতা সভাম্।
শক্যোঽমর্ষো মনুষ্যেণ কর্ত্তুং পুরুষমানিনা ॥ ৭
দ্বাদশৈব তু বর্ষাণি বনে বিক্ষ্যাদ্রি বাসিতঃ।
সংবৎসরং বিরাটস্য দাস্যমাস্থায় চোষিতঃ ॥ ৮
অমর্ষং রাজ্যহরণং বনবাসঞ্চ পাণ্ডব।
দ্রৌপদ্যাশ্চ পরিক্লেশং সংস্মরন্ পুরুষো ভব ॥ ৯
অশক্তেন চ যচ্ছপ্তং ভীমসেনেন পাণ্ডব।
দুঃশাসনস্য রুধিরং পীয়তাং যদি শক্যতে ॥ ১০
লোহাভিসারো নির্বৃত্তঃ কুরুক্ষেত্রমকর্দ্দমম্।
সমঃ পন্থা হৃতাস্তেঽর্থাঃ সৌ মুখ্যশ্চ সকেশবঃ ॥ ১১
অসমাগম্য ভীষ্মেণ সংযুগে কিং বিকত্থসে।
আরুরুক্ষুর্যথা মন্দঃ পর্ব্বতং গন্ধমাদনম্ ॥ ১২
এবং কত্থসি কৌন্তেয় অকত্থন্ পুরুষো ভব।
সূতপুত্রং মুহূর্দ্ধর্ষং শল্যঞ্চ বলিনাং বরম্ ॥ ১৩
দ্রোণঞ্চ বলিনাং শ্রেষ্ঠং শচীপতিসমং যুধি।
অজিত্বা সংযুগে পার্থ রাজ্যং কথমিহেচ্ছসি ॥ ১৪
ব্রাহ্মে ধনুষি চাচার্য্যং বেদয়োরন্তগং গুরোঃ।
যুধি দুর্ধর্ষমবিক্ষোভ্যমনীকচরমচ্যুতম্ ॥ ১৫
দ্রোণং মহাস্ত্রাতিং পার্থ জেতুমিচ্ছসি তন্মৃষা।
ন হি শুষ্কম বাতেন মেরুমুদ্বর্হিতঃ গিরিম্ ॥ ১৬

(সঞ্জয় বলিলেন) তখন সেখানে উপবিষ্ট তেজস্বী মহাত্মা পাণ্ডবগণ, সঞ্জয় ও মৎস্যদেশীয় ক্ষত্রিয়বৃন্দ, যশস্বী শ্রীকৃষ্ণ এবং পুত্রগণের সহিত দ্রুপদ ও বিরাটের নিকট সমস্ত রাজগণের মধ্যে উলূক বলিতে আরম্ভ করিল ॥৪-৫

উলূক বলিল,—মহারাজ যুধিষ্ঠির! মহামনা ধৃতরাষ্ট্রপুত্র সুযোধন কৌরবদিগের সমক্ষে আপনাকে যে সংবাদ বলিয়াছেন, উহা শ্রবণ করুন ॥ ৬

তুমি পাশাখেলায় পরাজিত হইয়াছিলে এবং তোমার পত্নী দ্রৌপদীকে কৌরবসভায় আনা হইয়াছিল। এই অবস্থায় যে ব্যক্তি নিজেকে পুরুষ বলিয়া মনে করে, তাহার অবশ্যই ক্রোধ হইয়া থাকে ॥ ৭

দ্বাদশ বৎসর কাল তুমি রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া বনে বাস করিয়াছ এবং এক বৎসর তোমাকে বিরাটরাজার দাসত্ব করিয়া অতিবাহিত করিতে হইয়াছিল ॥ ৮

পাণ্ডুনন্দন! তুমি নিজের অমর্ষ, রাজ্যের অপহরণ, বনবাস ও দ্রৌপদীকে প্রদত্ত ক্লেশের কথা স্মরণ করিয়া এখন পুরুষকার দেখাও ॥ ৯

পাণ্ডুপুত্র! তোমার ভ্রাতা ভীমসেন সেই সময় কিছু করিতে অসমর্থ হইয়া যে সব দুর্বচন বলিয়াছিল, তাহা স্মরণ করিয়া যুদ্ধে আসিবে এবং যদি শক্তি থাকে, তবে ভীম দুঃশাসনের রক্ত পান করুক ॥ ১০

লৌহের অস্ত্র-শস্ত্র বাহির করিয়া আনিয়া তাহার শাণনা প্রভৃতি কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়াছে, কুরুক্ষেত্রের কর্দ্দম শুকাইয়া গিয়াছে, পথ সমতল হইয়াছে এবং তোমাদের অশ্বসমূহ উত্তমরূপে পালিত হইয়াছে, অতএব আগামীকালই শ্রীকৃষ্ণের সহিত আসিয়া যুদ্ধ কর ॥ ১১

যুদ্ধে ভীষ্মের সম্মুখীন না হইয়া কেন তোমরা বিথা আত্ম-প্রশংসা করিতেছ? কুন্তীনন্দন! যেরূপ কোন অলস ও মন্দবুদ্ধি ব্যক্তি গন্ধমাদন পর্ব্বতে আরোহণ করিতে ইচ্ছা করে, সেইরূপ তুমিও আত্মপ্রশংসা করিও না। আত্মপ্রশংসা না করিয়া পুরুষ হও (পুরুষত্বের পরিচয় দাও)।

পার্থ! অত্যন্ত দুর্জয় বীর সূতপুত্র কর্ণ, বলবান্দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শল্য এবং যুদ্ধে ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী মহাবলশালী দ্রোণকে জয় না করিয়া তুমি এখন রাজ্য গ্রহণ করিতে কেন অভিলাষ করিতেছ? ১২-১৩

আচার্য্য দ্রোণ ব্রহ্মবেদ ও ধনুর্বেদ উভয় বেদেরই পারদর্শী পণ্ডিত। তিনি যুদ্ধের ভার বহন করিতে সমর্থ, অক্ষোভনীয়, সৈন্যমধ্যে বিচরণকারী ও সংগ্রাম হইতে কখনও পশ্চাদপসরণ করেন না। পার্থ! তুমি সেই মহাতেজস্বী দ্রোণকে যে জয় করিতে ইচ্ছা করিতেছ, উহা ব্যর্থ দুঃসাহস মাত্র। বায়ু সুমেরু পর্ব্বতকে তুলিয়া ফেলিতে পারিয়াছে, এরূপ কথা আমরা কখনও শুনি নাই ॥ ১৪-১৬

অনিলো বা বহেদেকঃ ক্ষৌমবাপি নিপতেন্মহীম্।
যুগং বা পরিবর্তেত যদ্ভবেৎ স্যাদ্ যথান্যথা ম্॥ ১৭
কো নু তে জীবিতাকাঙ্ক্ষী প্রাপ্যেমমরিমর্দনম্।
গজো বাজী রথো বাপি পুনঃ শক্তি সৃহান্ ব্রজেৎ॥১৮
কথমাত্যামভিঘাতঃ সংস্পৃষ্টো দারুণেন বা।
রণে জীবন্ বিমুচ্যেত পদা ভূমিমুপস্পৃশন্॥ ১৯
কিং মর্ত্যাঃ কৃপণাস্যো যথেমাঃ
ন বুধ্যসে রাজচমূঃ সমেতাম্।
দুরাধর্ষাং দেবচমূপ্রকাশাং
গুপ্তাং নরেন্দ্রৈস্ত্রিদশৈরিব স্বাম্॥ ২০
প্রাচ্যৈঃ প্রতীচ্যৈরথ দাক্ষিণাত্যৈ-
রুদীচ্যকাম্বোজশকৈঃ খশৈশ্চ।
শাকৈঃ সমৎস্যৈঃ কুরুমুখ্যদেহৈ-
র্ম্লেচ্ছৈঃ পুলিন্দৈশ্চ বিভাত্যনীকৈঃ॥২১
নানাজনৌঘং বৃদি সম্প্রহৃষ্টং
গাঙ্গং যথা বেগমপারণীয়ম্।
মাঞ্চ স্থিতং নাগবলস্য মধ্যে
যুযুৎসসে মন্দ কিমদ্য কিমদ্রবুদ্ধে॥ ২২
ইত্যেবমুক্ত্বা রাজানং ধর্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্।
অভ্যাবৃত্য পুনর্জিষ্ণুমুদ্যতঃ প্রত্যভাষত॥ ২৩
অকত্থমানো যুধ্যস্ব কত্থসেঽর্জুন কিং বহু।
পর্য্যায়াৎ সিদ্ধিরেতস্য নৈতৎ সিধ্যতি কত্থনাৎ॥ ২৪
যদীদং কত্থনালোকে সিধ্যেৎ কর্ম ধনঞ্জয়।
সর্বে ভবেয়ুঃ সিদ্ধার্থাঃ কত্থনে কো হি দুর্গতঃ॥ ২৫
জানামি তে বাসুদেবং সহায়ং
জানামি তে গাণ্ডিবং তালমাত্রম্।
জানাম্যেতৎ তাদৃশো নাস্তি যোদ্ধা
জানামি ত্বাং রাজ্যমেতদ্ধরামি॥ ২৬
ন তু পর্য্যায়দানেন রাজ্যং প্রাপ্নোতি মানুষঃ।
মনসৈবানুকূলানি বিধাতা কুরুতে বশে॥ ২৭

তুমি পূর্বে আমাকে যেরূপ কথা বলিয়াছিলে, উহা যদি সত্যই সম্ভব হয়, তবে বুঝিতে হইবে যে, বায়ু পর্বতকে বহন করিতে পারিবে, স্বর্গলোক ভূতলে নিপতিত হইয়া পড়িবে কিংবা যুগই হয়ত তখন পরিবর্তন হইয়া যাইবে। ১৭

নিজের প্রাণ বাঁচাইতে ইচ্ছুক, এরূপ কোন্ হস্ত্যারোহী, অশ্বারোহী ও রথারোহী বীর আছে, যে শত্রুদমন দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়া কুশলতার সহিত ফিরিয়া যাইতে সমর্থ হইবে? ১৮

ভীষ্ম ও দ্রোণ যাহাকে বধ করিবার জন্য নিশ্চয় করিয়াছেন অথবা যুদ্ধে তাঁহাদের নিক্ষিপ্ত অস্ত্র যাহাকে স্পর্শ করিয়াছে, এরূপ কোন্ ভূতলবাসী ব্যক্তি বাঁচিয়া থাকিতে পারে? ১৯

যেরূপ দেবগণ স্বর্গকে রক্ষা করিয়া থাকেন, সেইরূপ পূর্ব, পশ্চিম, দক্ষিণ ও উত্তর দিকসমূহে বাসকারী সকল নরপতি এবং কাম্বোজ, শক, যবন, শাক, মৎস্য, কুরু ও মধ্যপ্রদেশের সৈন্যরা এবং ম্লেচ্ছ, পুলিন্দ, খশ, আর্ষ্ট ও কাকীদেশীয় যোদ্ধারা যাহাকে রক্ষা করিতেছে, যাহারা দেবগণের ন্যায় দুর্ভেদ্য ও সুসংগঠিত, কৌরবরাজের সেই (সমুদ্রতুল্য) বিশাল সৈন্যবাহিনীকে তোমার ন্যায় একজন মূঢ়মতি কি বুঝিতে পারিতেছে না? ২০-২১

অল্পবুদ্ধি মূঢ় যুধিষ্ঠির! যাহার বেগ যুদ্ধকালে গঙ্গার বেগের ন্যায় বর্ধিত হয় এবং যাহা পার হওয়া কোনরূপেই সম্ভব নহে, নানাপ্রকার জনসমূহদ্বারে পূর্ণ আমার সেই বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত এবং শত্রুসেনার মধ্যে অবস্থিত দুর্যোধন আবার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা কিভাবে পোষণ করিতেছে? ২২

ধর্মপুত্র রাজা যুধিষ্ঠিরকে এই কথা বলিয়া উনুক অর্জুনের দিকে মুখ ফিরাইয়া পুনরায় তাঁহাকে বলিতে আরম্ভ করিল। ২৩

অর্জুন! নিজের প্রশংসা না করিয়া এখন যুদ্ধ কর। নানাভাবে নিজের প্রশংসা করিতেছ কেন? বিভিন্নপ্রকারে যুদ্ধ করিবার পরই রাজ্যলাভ করিবার বিষয়ে সিদ্ধিপ্রাপ্তি হইয়া থাকে, কেবল নিজের প্রশংসা করিতে থাকিলে কার্যের সফলতা আসে না। ২৪

ধনঞ্জয়! যদি এই জগতে কেবল আত্মপ্রশংসা করিলেই অভীষ্ট কার্য সম্পন্ন হয়, তাহা হইলে ত' সকল লোকই সিদ্ধকাম হইয়া পড়িবে; কারণ, জগতে কেবল বাক্যের দ্বারা আত্মপ্রশংসা করিতে কোন্ ব্যক্তি দরিদ্র ও দুর্জন থাকিতে পারে? ২৫

আমি জানি যে, তোমার সহায়ক বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ, আমি ইহাও জানি যে, তোমার নিকট চারু হাত দণ্ড গাণ্ডীব ধনু আছে এবং আমি ইহাও অবগত আছি যে, তোমার ন্যায় অন্য কোন যোদ্ধা এ জগতে নাই; এইসব জানিয়াও তোমার এই রাজ্য আমি অপহরণ করিয়াছি। ২৬

কোনও মানুষই নামমাত্র কথাদ্বারা রাজ্যলাভ করিতে পারে

ত্রয়োদশ সমা ভুক্তং রাজ্যং বিপত্তস্তব।
ভূয়শ্চৈব প্রশাসিষ্যে নিহত্য তাং সবান্ধবম্ ॥ ২৮
ক তদা গাণ্ডিবং তেঽভূদ্ যৎ তং দাস পরাজিতঃ।
ক তদা ভীমসেনস্ত বলমাসীচ্চ ফাল্গুন ॥ ২৯
সগদাদ্ ভীমসেনান্ বা পার্থাদ্ বাপি স গাণ্ডিবাৎ।
ন বৈ মোক্ষ্যস্তদা বোঽভূদ্ বিনা কৃষ্ণামনিন্দিতাম্ ॥ ৩০
সা বো দাস্তে সমাপন্নান্ মোক্ষয়ামাস পাবকী।
অমানুষ্যং সমাপন্নান্ দাসকর্মণ্যবস্থিতান্ ॥ ৩১
অবোচং যৎ ষণ্ডতিলানেহং বস্তব্যমেব তৎ।
ধৃতা হি বেণী পার্থেন বিরাটনগরে তদা ॥ ৩২
সূদকর্মণি চ ক্লান্তং বিরাটস্য মহানসে।
ভীমসেনেন কৌন্তেয় যচ্চ তপ্তম পৌরুষম্ ॥ ৩৩
এবমেতৎ সদা দত্তং ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রিয়ে দধুঃ।
বেণীং কৃত্বা যতবেশঃ কন্যাং নর্তিতবানসি ॥ ৩৪
ন ত্বয়াদ্ বাসুদেবস্য ন চাপি তব ফাল্গুন।
রাজ্যং প্রতিপ্রদাস্যামি যুধ্যস্ব সহকেশবঃ ॥ ৩৫
ন মায়া ইন্দ্রজালং বা কুহকা বাপি ভীষণা।
আত্তশস্ত্রস্য মে যুদ্ধে বহন্তি প্রতিগর্জনাঃ ॥ ৩৬
বাসুদেবসহস্রং বা ফাল্গুনানাং শতানি বা।
আসাদ্য মামনোঘেষুং দ্রবিষ্যন্তি দিশো দশ ॥ ৩৭
সংযুগং গচ্ছ ভীষ্মেণ ভিন্ধি বা শিরসা গিরিম্।
তরেমং বা মহাগাধং বাহুভ্যাং পুরুষোদধিম্ ॥ ৩৮
শারদ্বতমহামীনং বিবিংশতিমহোরগম্।
বৃহদ্বলমহোগ্রেণঃ সৌমদত্তিতিমিঙ্গিলম্ ॥ ৩৯
ভীমবেগমপর্যান্তং দ্রোণগ্রাহদুরাসদম্।
কর্ণশল্যজয়াবর্তং কাম্বোজবড়বামুখম্ ॥ ৪০

না; কেবল বিবাহাই যাঁর মানসিক সঙ্কল্পমাত্রের দ্বারা কিছুই নিজের অনুকূলে আনিতে পারেন ও অধীনে রাখিতে পারেন ॥২৭

তোমরা কেবল বিলাপ করিতেছ, আর আমি ত্রয়োদশ বৎসর যাবৎ তোমাদের রাজ্য ভোগ করিয়া যাইতেছি। এখন বন্ধু-বান্ধবের সহিত তোমাকে বধ করিয়া ভবিষ্যতেও এই রাজ্য শাসন করিব ॥ ২৮

দাস অর্জুন! যখন তুমি গান্ধারদেশের যানে পরাজিত হইয়াছিলে, তখন তোমার গাণ্ডীব ধনু কোথায় ছিল? ভীমসেনের বলই বা কোথায় ছিল? ২৯

গদাধারী ভীমসেন বা গাণ্ডীবধারী অর্জুনও সেই সময় সতী সাধ্বী দ্রৌপদীর আশ্রয় গ্রহণ না করিয়া নিজেদেরকে দাসত্ব হইতে মুক্ত করিতে পারে নাই ॥ ৩০

তোমরা সকলে অমনুষ্যোচিত দীনদশা প্রাপ্ত হইয়া দাসত্বে বর্তমান ছিলে। তখন সেই দ্রুপদকন্যা কৃষ্ণাই দাসত্বের সঙ্কটে পতিত তোমাদের সকলকে মুক্ত করিয়াছিল ॥ ৩১

আমি যে সেই সময় তোমাদিগকে কাপুরুষ ও নপুংসক বলিয়াছিলাম, তাহা যথার্থই হইয়াছিল; কারণ, অজ্ঞাতবাসের সময় বিরাটনগরে অর্জুনকে নিজের মস্তকে রমণীর ন্যায় বেণী ধারণ করিতে হইয়াছিল ॥ ৩২

হৃষীকেশ! তোমার ভ্রাতা ভীমসেন রাজা বিরাটের রন্ধন-গৃহে পাচকের কার্য করিতে করিতে যে অত্যন্ত পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল, উহা সবই আমার পুরুষত্বের পরিচয় ॥ ৩৩

এই ভাবে সদা ক্ষত্রিয়গণ নিজের বিরোধী ক্ষত্রিয়দিগকে দণ্ড দান করিয়া থাকেন। সেই জন্য তোমাকেও মস্তকে বেণী রাখিয়া ও নপুংসকের বেশ ধারণ করিয়া রাজা বিরাটের কন্যাকে নৃত্য শিক্ষাপ্রদানের কার্য করিতে হইয়াছিল ॥ ৩৪

হে ফাল্গুন! শ্রীকৃষ্ণ বা তোমার ভয়ে আমি রাজ্য ফিরাইয়া দিব না, অতএব শ্রীকৃষ্ণের সহিত আসিয়া যুদ্ধ কর ॥ ৩৫

মায়া, ইন্দ্রজাল ও তাহার কুহক (ছলনা) সংগ্রামে অস্ত্রধারী যুদ্ধোদ্যত আমার কেবল ক্রোধ ও সিংহনাদই বাড়াইয়া দিবে (আমাকে ভীত করিতে পারিবে না) ॥ ৩৬

হাজার শ্রীকৃষ্ণ এবং শত অর্জুনও অমোঘ বাণধারী বীর আমার নিকট আসিয়া ভয়ে দশ দিকে ছুটিয়া পলায়ন করিবে ॥ ৩৭

তুমি ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ কর অথবা মস্তকের দ্বারা পর্বতকে ভেদ কর কিংবা অতিশয় অগাধ সৈন্য-মহাসাগরকে দুই বাহু দ্বারা পার হইয়া যাও ॥ ৩৮

আমাদের সৈন্যরূপ মহাসাগরে কৃপাচার্য মহামৎস্যতুল্য, বিবিংশতি তাহার মধ্যে অবস্থিত মহাসর্প, বৃহদ্বল তাহার মধ্য হইতে বিরাট্ উদ্‌বেল (উত্তাল তরঙ্গ) এবং ভূরিশ্রবা তিমিঙ্গিল-নামক মহামৎস্য-স্বরূপ ॥ ৩৯

ভীষ্ম এই সৈন্যমহাসমুদ্রের অসীম বেগ, দ্রোণাচার্য উহার গ্রাহ (হিংস্র জলজন্তু)-স্বরূপ হওয়ায় এই সৈন্যমহাসাগরে প্রবেশ করা অত্যন্ত কঠিন, কর্ণ ও শল্য মৎস্য এবং আবর্ত (ঘূর্ণী) আর কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ উহার বড়বানল ॥ ৪০

দুঃশাসনৌঘং শল-শল্যমৎস্যং
সুষেণ-চিত্রায়ুধনাগনক্রম্।
জয়দ্রথাদ্রিং পুরুমিত্রগাধং
দুর্মর্ষণোদং শকুনিপ্রপাতম্ ॥ ৪১

শস্ত্রৌঘমক্ষয্যমতিপ্রবৃদ্ধং
যদাবগাহ্য ভ্রমনষ্টচেতাঃ।
ভবিষ্যসি ত্বং হতসর্ববান্ধব-
স্তদা মনস্তে পরিতাপমেষ্যতি ॥ ৪২

তদা মনস্তে ত্রিদিবাদিবাচ্যুতে-
র্নিবর্তিতা পার্থ মহীপ্রশাসনাৎ।
প্রশাস্য রাজ্যং হি সুদুর্লভং ত্বয়া
বুভূষিতঃ স্বর্গ ইবাতপস্বিনা ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি উলূকদূতাগমনপর্বণি উলূকবাক্যে
একষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬১

দুঃশাসন ইহার তীব্র প্রবাহ, শল ও শল্য মৎস্য, সুষেণ এবং চিত্রায়ুধ নাগ ও মকর, জয়দ্রথ পর্বত, পুরুমিত্র উহার গভীরতা, দুর্মর্ষণ জল ও শকুনি প্রপাত (বরণাস্বরূপ) ॥ ৪১

বিবিধ অস্ত্ররাশি এই সৈন্যমহাসাগরের জলপ্রবাহ। এই সৈন্যমহাসাগর যেরূপ অক্ষয়, সেইরূপ অতিশয় পরিবর্দ্ধিত। ইহাদের প্রবেশ করিবার পর অধিক শ্রমের জন্য তোমার চৈতন্য নষ্ট হইয়া যাইবে, তোমার সমস্ত বন্ধুগণকে সংহার করা হইবে এবং এই কারণে তখন তোমার মনে অত্যন্ত সন্তাপ আসিবে ॥৪২

পার্থ! যেরূপ অপরিত্র ব্যক্তির মন স্বর্গ হইতে নিবৃত্ত হয়; কারণ, তাহার পক্ষে স্বর্গলাভ অসম্ভব, সেইরূপ তোমার মনও সেই সময় এই পৃথিবীর রাজ্যশাসন করিবার বিষয়ে নিরাশ হইয়া নিবৃত্ত হইতে বাধ্য হইবে। যে ব্যক্তি কোন তপস্যা করে নাই, সে যেরূপ স্বর্গলাভ করিতে অভিলাষী হয়, সেইরূপ তুমিও রাজ্যলাভ করিতে অভিলাষী হইয়াছ ॥ ৪৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত উলূকদূতাগমনপর্বে উলূকবাক্যবিষয়ক একষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্যোধনস্য সন্দেশং শ্রুত্বা পাণ্ডবপক্ষস্যোত্তরদানম্]

সঞ্জয় উবাচ।

উলূকস্বজুষং শ্রুত্বা যথোক্তং বাক্যমব্রবীৎ।
আশীবিষমিব ক্রুদ্ধং তুদন্ বাক্যশলাকয়া ॥ ১
তস্য তদ্ বচনং শ্রুত্বা কৃষিতাঃ পাণ্ডবা ভৃশম্।
প্রাগেব ভৃশসংক্রুদ্ধাঃ কৈতবেনাপি ধর্ষিতাঃ ॥২

আসনেভ্যঃ সমুত্তস্থুঃ বাহূংশ্চৈব প্রচিক্ষিপুঃ।
আশীবিষা ইব ক্রুদ্ধা বীক্ষাঞ্চক্রুঃ পরস্পরম্ ॥ ৩
অবাকৃশিরা ভীমসেনঃ সমুদৈক্ষত কেশবম্।
নেত্রাভ্যাং লোহিতাভ্যাঞ্চামাশীবিষ ইব শ্বসন্ ॥ ৪

দ্বিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[দুর্যোধনের সংবাদ শুনিয়া পাণ্ডবপক্ষের উত্তর দান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! উলূক পুনরায় বিষধর সর্পের ন্যায় ক্রোধে পূর্ণ অর্জুনকে বাগ্‌বাণে অধিক পীড়িত করিতে করিতে দুর্যোধনের কথিত সকল বাক্য বলিল। ১

উহার কথা শুনিয়া পাণ্ডবগণের অত্যন্ত ক্রোধ হইল। একে ত' তাহারা পূর্ব্ব হইতেই ক্রুদ্ধ ছিলেন, তাহার উপর অক্ষক্রীড়া-নিপুণ শকুনির পুত্র তাঁহাদিগকে আরও তিরস্কার করিল ॥ ২

তখন পাণ্ডবগণ আসন হইতে উঠিয়া পড়িলেন এবং নিজেদের বাহুকে চারিদিকে প্রহার করার ন্যায় নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। তাঁহারা বিষধর সর্পের ন্যায় ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়া পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রহিলেন ॥ ৩

ভীমসেন বিষাক্ত সর্পের ন্যায় দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে অধোমস্তক হইয়া রক্তিমনেত্রে শ্রীকৃষ্ণের দিকে তাকাইয়া রহিলেন ॥ ৪

আর্তং বাতায়জং দৃষ্ট্বা ক্রোধেনাভিহতং ভৃশম্।
উৎস্মরন্নিব দাশার্হঃ কৈতব্যং প্রত্যভাষত ॥ ৫

প্রযাহি শীঘ্রং কৈতব্য ব্রূয়াশ্চৈব সুযোধনম্।
শ্রুতং বাক্যং গৃহীতোঽর্থো মতং যৎ তে তথাস্তু তৎ ॥ ৬

এবমুক্ত্বা মহাবাহুঃ কেশবো রাজসত্তম।
পুনরেব মহাপ্রাজ্ঞং যুধিষ্ঠিরমুদৈক্ষত ॥ ৭

সঞ্জয়ানাঞ্চ সর্বেষাং কৃষ্ণস্য চ যশস্বিনঃ।
দ্রুপদস্য সপুত্রস্য বিরাটস্য চ সন্নিধৌ ॥ ৮

ভূমিপানাঞ্চ সর্বেষাং মধ্যে বাক্যং জগাদ হ।
উলূকোঽপার্জুনং ভূয়ো যথোক্তং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ৯

আশীবিষমিব ক্রুদ্ধং তুদন্ বাক্যশলাকয়া।
কৃষ্ণাদীংশ্চৈব তান্ সর্বান্ যথোক্তং বাক্যমব্রবীৎ ॥ ১০

উলূকস্য তু তদ্ বাক্যং পাপং বাক্যমরিন্দম।
শ্রুত্বা বিচুক্ষুভে পার্থো ললাটং চাপ্যমার্জয়ৎ ॥ ১১

তদবস্থং তদা দৃষ্ট্বা পার্থং সা সমিতির্নৃপ।
নাস্যন্তন্ত মহারাজ পাণ্ডবানাং মহারথাঃ ॥ ১২

অধিক্ষেপেণ কৃষ্ণস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
শ্রুত্বা তে পুরুষব্যাঘ্রাঃ ক্রোধাজ্জগ্মুরচ্যুতাঃ ॥ ১৩

ধৃষ্টদ্যুম্নঃ শিখণ্ডী চ সাত্যকিশ্চ মহারথঃ।
কেকয়া ভ্রাতরঃ পঞ্চ রাক্ষসশ্চ ঘটোৎকচঃ ॥ ১৪

দ্রৌপদেয়াভিমন্যুশ্চ ধৃষ্টকেতুশ্চ পার্থিবঃ।
ভীমসেনশ্চ বিক্রান্তো যমজৌ চ মহারথৌ ॥ ১৫

উৎপেতুরাসনাৎ সর্বে ক্রোধসংরক্তলোচনাঃ।
বাহূন্ প্রগৃহ্য রুচিরান্ রক্তচন্দনরূষিতান্ ॥
অঙ্গদৈঃ পারিহার্যৈশ্চ কেয়ূরৈশ্চ বিভূষিতান্ ॥ ১৬

দন্তান্ দন্তেষু নিষ্পিষ্য সৃক্কিণী পরিলেলিহন্।
তেষামাকারভাবজ্ঞঃ কুন্তীপুত্রো বৃকোদরঃ ॥ ১৭

উদতিষ্ঠৎ স বেগেন ক্রোধেন প্রজ্বলন্নিব।
উদ্বৃত্ত সহসা নেত্রে দশ্য কট্‌কটায্য চ ॥ ১৮

হস্তং হস্তেন নিষ্পিষ্য উলূকং বাক্যমব্রবীৎ।
অশক্তানামিবাত্মানং প্রোৎসাহননিমিত্তকম্ ॥ ১৯

বাহুপুত্র ভীমকে ক্রোধে অত্যন্ত পীড়িত ও আহত হইতে দেখিয়া দশার্হকুলতিলক শ্রীকৃষ্ণ উলূককে ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিলেন ॥ ৫

পাশাখেলায় চতুর শকুনির পুত্র উলূক! তুমি শীঘ্র ফিরিয়া যাও এবং দুর্যোধনকে বল—পাণ্ডবগণ তোমার সংবাদ শুনিয়াছে এবং তাহার মর্মার্থ বুঝিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছে। যুদ্ধের বিষয়ে যেরূপ তোমার অভিমত, তাহাই হইবে ॥ ৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই কথা বলিয়া মহাবাহু কেশব পুনরায় পরম বুদ্ধিমান্ রাজা যুধিষ্ঠিরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ৭

তারপর উলূককে পুনরায় সমস্ত সৃঞ্জয়বংশী ক্ষত্রিয়সমূহের, যশস্বী শ্রীকৃষ্ণ এবং পুত্রগণের সহিত দ্রুপদ ও বিরাটের নিকটে সম্পূর্ণ রাজমণ্ডলীর মধ্যে শেষ কথা যাহা ছিল, তাহাও বলিলেন। সে বিষয়ে সম্পূর্ণরূপ ক্রুদ্ধ অর্জুনকে পুনরায় তীব্র বাগ্‌বাণে জর্জরিত করিতে করিতে দুর্যোধনের কথিত বাক্য বলিয়া শুনাইল। সেই সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ প্রভৃতি অন্যান্য সকলকে বলিবার জন্য দুর্যোধন যে যে সংবাদ জানাইয়াছিলেন, তাঁহাদিগকেও যথাযথরূপে সব শুনাইয়া দিল ॥ ৮-১০

উলূককর্তৃক কথিত সেই পাপপূর্ণ দারুণ বাক্য শুনিয়া কুন্তীপুত্র অর্জুন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি তখন (উত্তেজনাবশতঃ) বাঁ হাতে ললাটপ্রদেশ মার্জনা করিতে লাগিলেন ॥ ১১

হে নৃপ! অর্জুনকে ঐরূপ অবস্থায় দেখিয়া উপস্থিত রাজন্যমণ্ডলী ও পাণ্ডবদিগের মহারথী বীরগণ স্থির করিতে পারিলেন না ॥ ১২

মহাত্মা অর্জুনের শ্রীকৃষ্ণের প্রতি নিন্দাসূচক বাক্য শুনিয়া স্ব-স্ব শক্তি হইতে অবিচ্যুত পুরুষশ্রেষ্ঠ বীরগণ ক্রোধে জ্বলিতে লাগিলেন ॥ ১৩

ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, মহারথী সাত্যকি, পঞ্চ ভ্রাতা কেকয়রাজকুমারগণ, রাক্ষস ঘটোৎকচ, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, অভিমন্যু, রাজা ধৃষ্টকেতু, মহাপরাক্রমশালী ভীমসেন এবং মহারথী নকুল ও সহদেব—ইঁহারা সকলে ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া নিজ নিজ আসন হইতে লাফাইয়া উঠিয়া পড়িলেন এবং অঙ্গদ, পারিহার্য (মণিসমূহের গুচ্ছ) ও কেয়ূর বিভূষিত এবং রক্তচন্দনে চর্চিত স্ব স্ব বাহু দৃঢ়ভাবে ধরিয়া দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিতে করিতে ওষ্ঠের দুই কোণ ভাগ চাটিতে লাগিলেন ॥ ১৪-১৬

তাঁহাদের আকৃতি ও ভাবকে জানিয়া কুন্তীপুত্র ভীমসেন অতিশয় বেগে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং যেন প্রজ্বলিত হইয়া সহসা চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া দন্তগুলিতে কটকট শব্দ করিতে করিতে হস্তের দ্বারা হস্ত নিষ্পেষণ করত উলূককে এই কথা বলিলেন ॥ ১৭-১৯

অরে মূর্খ! দুর্যোধন তোকে যাহা কিছু বলিয়াছে, তোর সেই বাক্য আমরা শুনিয়াছি। মনে হইতেছে—আমার যেন অসমর্থ, আর সেইজন্য আমাদিগকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য এই সব কথা বলিতেছ ॥ ১৯

শ্রুতং তে বচনং দুর্ম্ম যৎ ত্বাং দুর্য্যোধনোঽব্রবীৎ।
তস্মে কথয়তো মন্দ শৃণু বাক্যং দুরাসদম্ ॥ ১০
সর্ব্বক্ষত্রস্য মধ্যে ত্বং যদ্ বকসি সুযোধনম্।
সৃঞ্জয়ঃ সুতপুত্রস্য পিতুশ্চ ত্বং দুরাত্মনঃ ॥ ১১
অস্মাভিঃ প্রীতিকামেন ভ্রাতুর্জ্যেষ্ঠস্য নিত্যশঃ।
মর্ষিতং তে দুরাচার তৎ ত্বং ন বেত্থ মন্দবুদ্ধে ॥ ১২
প্রেষিতশ্চ হৃষীকেশঃ সমাকাঙ্ক্ষী কুরূন্ প্রতি।
কুলস্য হিতকামেন ধর্ম্মরাজেন ধীমতা ॥ ১৩
ত্বং কালচোদিতো নূনং গন্তকামো যমক্ষয়ম্।
গচ্ছস্বাহবমস্মাভিস্তত্র শ্বো ভবিতা ধ্রুবম্ ॥ ১৪
ময়াপি চ প্রতিজ্ঞাতো বধঃ সংগ্রামকৃচ্ছ্রতে।
স ত্বদা ভবিতা পাপ নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥ ১৫
বেলামতিক্রমেৎ সদ্যঃ সাগরো বরুণালয়ঃ।
পর্ব্বতাশ্চ বিশীর্য্যেয়ুর্নোক্তপূর্ব্বং মৃষা ভবেৎ ॥ ১৬
সহায়স্তে যদি যমঃ কুবেরো রুদ্র এব বা।
যথাপ্রতিজ্ঞং দুর্ব্বুদ্ধে প্রকরিষ্যন্তি পাণ্ডবাঃ ॥
দুঃশাসনস্য রুধিরং পাতা চাসি যথেপ্সিতম্ ॥ ১৭
যচ্চেহ প্রতিসংরব্ধঃ ক্ষত্রিয়ো মাভিধাস্যতি।
অপি ভীষ্মঃ পুরস্কৃত্য তং নেষ্যামি যমক্ষয়ম্ ॥ ১৮
যচ্চেহদুক্তং বচনং ময়া ক্ষত্রস্য সংসদি।
যথৈতদ্ ভবিতা সত্যং তথৈবাস্যানমাপ্নুহি ॥ ১৯
ভীমসেনবচঃ শ্রুত্বা সহদেবোঽপ্যমর্ষণঃ।
ক্রোধসংরক্তনয়নস্ততো বাক্যমুবাচ হ ॥ ৩০
সৌটীরশূরসঙ্গমনীতজনসংসদি।
শৃণু পাপ বচো মহ্যং যদ্ব্রাচো হি পিতা ত্বয়া ॥ ৩১
নাস্মাকং ভবিতা ভেদঃ কদাচিৎ কুকুভিঃ সহ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য সম্বন্ধো যদি ন স্যাৎ ত্বয়া সহ ॥ ৩২
ত্বং তু লোকবিনাশায় ধৃতরাষ্ট্রকুলস্য চ।
উৎপন্নো বৈরপুরুষঃ স্বকুলঘ্নশ্চ পাপকৃৎ ॥ ৩৩

দুর্ম্মতি দুর্যোধন! এখন তুই আমার কথিত দুঃসহ বাক্য শুন্ এবং সমস্ত রাজসভার মধ্যে সূতপুত্র কর্ণ ও তোর দুরাত্মা পিতা ধৃতরাষ্ট্রের সম্মুখে দুর্য্যোধনকে উহা শুনাইয়া দিবি ॥ ১০-১১

দুরাচারী দুর্য্যোধন! আমরা সর্ব্বদা আমাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে প্রসন্ন রাখিবার ইচ্ছায় তোদের বহু অত্যাচার নিঃশব্দে সহ্য করিয়াছি; কিন্তু দেখিতেছি যে, তুই এ বিষয়ের কোন শুরুত্বই দিস নাই ॥ ১২

মতিমান্ ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির কৌরবকুলের হিতাকাঙ্ক্ষী হইয়া শান্তিকামী হৃষীকেশকে কৌরবগণের নিকট পাঠাইয়াছিলেন ॥ ১৩

কিন্তু তুই নিকৃষ্ট কালপ্রেরিত হইয়া যমলোকে যাইতে চাহিতেছিস্ (সেইজন্য সন্ধির প্রস্তাব মানিস নাই)। আচ্ছা, আমাদের সহিত যুদ্ধে চল্। আগামীকাল নিশ্চয়ই যুদ্ধ হইবে ॥ ১৪

রে পাপ! আমি তোকে এবং তোর ভ্রাতাদিগকে যেভাবে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা সেইরূপেই পূর্ণ হইবে। এ বিষয়ে তোর আর অন্য কোন বিচার করিবার প্রয়োজন নাই ॥ ১৫

বরুণালয় সমুদ্র বরং নিজ সীমা উল্লঙ্ঘন করিতে পারে এবং পর্ব্বত জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া যাইতে পারে, তবুও আমার কথিত বাক্য কখনও মিথ্যা হইবে না ॥ ১৬

অরে দুর্ম্মতি! তোর সহায়তায় স্বয়ং যমরাজ, কুবের অথবা ভগবান্ রুদ্র আসুন না কেন, পাণ্ডবেরা যা প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহারা তদনুসারেই কার্য্য করিয়া যাইবে। আমি আমার ইচ্ছানুসারে দুঃশাসনের রক্ত অবশ্যই পান করিব ॥ ১৭

সেই সময় সাক্ষাৎ ভীষ্মকে অগ্রে করিয়া যে কোন ক্ষত্রিয় ক্রোধসহকারে আমার উপর ধাবিত হইবে, আমি তাহাকে তৎক্ষণাৎ যমলোকে প্রেরণ করিব ॥ ১৮

আমি এই ক্ষত্রিয়সভায় যাহা কিছু বলিলাম, তাহা যাহাতে সত্যে পরিণত হয়, সেইজন্য আমি নিজের শপথগ্রহণ করিতেছি ॥ ১৯

ভীমসেনের কথা শুনিয়া সহদেবেরও অমর্ষ জাগিয়া উঠিল। তখন তিনিও ক্রোধে চক্ষু রক্তবর্ণ করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৩০

রে পাপ! আমি এই বীর সৈন্যগণের সভায় গর্ব্বিত শূরবীরের যোগ্য বাক্য বলিতেছি। তুই ইহা শ্রবণ কর এবং তোর পিতাকে যাইয়া শুনাইবি ॥ ৩১

যদি ধৃতরাষ্ট্রের তোদের সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকিত, তাহা হইলে কখনই কৌরবগণের সহিত আমাদের কোন ভেদ সৃষ্টি হইত না ॥ ৩২

তুই সমস্ত জগৎ ও ধৃতরাষ্ট্রবংশের বিনাশের জন্য পাপাচারী মূর্ত্তিমান্ বৈরপুরুষ হইয়া জন্মিয়াছিস্। তুই নিজের বংশকেও নাশ করিয়া ফেলিবি ॥ ৩৩

জন্মপ্রভৃতি চাস্মাকং পিতা তে পাপপূরুষঃ।
অহিতানি নৃশংসানি নিত্যশঃ কর্তুমিচ্ছতি ॥ ৩৪
তস্য বৈরানুষঙ্গস্য গন্তাস্মাস্থং দুরুত্তমম্।
অহমাদৌ নিহত্য ত্বাং শকুনেঃ সম্প্রপদ্যতঃ ॥ ৩৫
অতোঽস্মি শকুনিং হন্তামিত্যতাং সর্বধন্বিনাম্।
ভীমস্য বচনং শ্রুত্বা সহদেবস্য চোভয়োঃ ॥ ৩৬
উবাচ কাল্গুনো বাক্যং ভীমসেনং স্ময়ন্নিব।
ভীমসেন ন তে সন্তি বেধাং বৈরং ত্বয়া সহ ॥ ৩৭
মন্দা গৃহেষু সুখিনো মৃত্যুপাশবশং গতাঃ।
উলূকস্ত ন তে বাচ্যঃ পুরুষঃ পুরুষোত্তম ॥ ৩৮
দূতাঃ কিমপরাধ্যন্তে যথোক্তস্যানুভাষিণঃ।
এবমুক্ত্বা মহাবাহুর্ভীমং ভীমপরাক্রমম্ ॥ ৩৯
দৃষ্টদ্যুম্নমুখান্ বীরান্ সুহৃদঃ সমচোদয়ত।
শ্রুতং বস্তস্য পাপস্য ধার্তরাষ্ট্রস্য ভাষিতম্ ॥ ৪০

কুৎসনং বাসুদেবস্য মম চৈব বিশেষতঃ।
শ্রুত্বা ভবন্তঃ সংরব্ধা অস্মাকং হিতকাম্যয়া ॥ ৪১
প্রভাবাদ্ বাসুদেবস্য ভবতাঞ্চ প্রযত্নতঃ।
সমগ্রং পার্থিবং ক্ষত্রং সর্বং ন গণয়ামাহম্ ॥ ৪২
ভবদ্ভিঃ সমনুজ্ঞাতো বাক্যমস্য দুরুত্তরম্।
উলূকে প্রাপয়িষ্যামি যদ্ বক্ষ্যতি সুযোধনম্ ॥ ৪৩
শ্বোভূতে কথিতস্যাস্য প্রতিবাক্যং চমূমুখে।
গাণ্ডীবেনাভিধাস্যামি ক্লীবা হি বচনোত্তরাঃ ॥ ৪৪
ততস্তে পার্থিবাঃ সর্বে প্রশশংসুর্ধনঞ্জয়ম্।
তেন বাক্যোপচারেণ বিস্মিতা রাজসত্তমাঃ ॥ ৪৫
অনুনীয় চ তান্ সর্বান্ যথামান্যং যথাবয়ঃ।
ধর্মরাজস্তদা বাক্যং তং প্রাপ্যং প্রত্যভাষত ॥ ৪৬
আত্মানমবমন্যানো নহি স্যাৎ পার্থিবোত্তমঃ।
তত্রোত্তরং প্রবক্ষ্যামি তব শুশ্রূষণে রতঃ ॥ ৪৭

উলূক! তোমার পাপাত্মা পিতা ৩৪ চিরদিনই আমাদের উপর প্রতিদিন ক্রূরতাপূর্ণ অহিতকর ব্যবহার করিয়া চলিতেছে ॥ ৩৪

সেইজন্য শকুনির চক্ষুর সম্মুখেই প্রথমে তোকে বধ করিয়া সেই চিরশত্রুতার অত্যন্ত দুর্গম পারে গমন করিব ॥ ৩৫

তারপর সকল ধনুর্ধারিগণের সম্মুখে শকুনিকে সংহার করিব। ভীমসেন ও সহদেব—এই উভয়ের বাক্য শুনিয়া অর্জুন হেন হাস্য করিতে করিতে ভীমসেনকে বলিলেন,—আর্য ভীম! যাহাদের আপনার সহিত শত্রুতা ছিল, তাহারা ত' আর এখানে নাই। তাহারা গৃহে বসিয়া সুখ ভোগ করিতেছিল, কিন্তু মূর্খ কৌরবেরা এখন মৃত্যুপাশের অধীনস্থ হইয়াছে ॥

পুরুষোত্তম! এই উলূককে আপনার কোন কঠোর বাক্য বলা উচিত হইবে না, কারণ, দূতগণের আর কি অপরাধ থাকিতে পারে? তাহারা তো অপরের কথিত বাক্যের অনুবাদ করিয়া থাকে মাত্র ॥

অনন্তর পরাক্রমী ভীমসেনকে এই কথা বলিয়া মহাবাহু অর্জুন দৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীর সুহৃদ্বর্গকে বলিলেন ॥

বীরগণ! আপনারা পাপী দুর্যোধনের কথা শুনিলেন। উহাতে বিশেষতঃ আমার ও বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণের নিন্দা করা হইয়াছে। আপনারা আমাদের হিত কামনা করেন, সেইজন্য এই নিন্দা শুনিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন ॥ ৩৮-৪১

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রভাব ও আপনাদের প্রযত্নে আমি এই সমস্ত ক্ষত্রিয় কুলাঙ্গারকে কোনরূপ গ্রাহ্যই করি না ॥ ৪২

যদি আপনারা অনুমতি দান করেন, তবে আমি এই বাক্যের যোগ্য উত্তর উলূককে প্রদান করি, সে যাইয়া দুর্যোধনকে উহা শুনাইয়া দিবে ॥ ৪৩

অথবা যদি আপনাদের সম্মতি থাকে, তবে আগামী কালই সৈন্যদের অগ্রভাগে এই বাক্যের যোগ্য প্রত্যুত্তর গাণ্ডীবধনুর দ্বারাই প্রদান করিব; কেননা; এরূপ অবস্থায় কেবল বাক্যের দ্বারা উত্তর প্রদানকারী তো নপুংসক বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে ॥ ৪৪

তখন অর্জুনের এইরূপ বাক্য বলিবার ভঙ্গিমাতে সমস্ত শ্রেষ্ঠ ভূপালগণ আশ্চর্যান্বিত হইলেন এবং সকলেই তাঁহার ভূরি ভূরি প্রশংসা করিতে লাগিলেন ॥ ৪৫

তারপর ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির সেই সমস্ত ভূপালগণের মান ও প্রতিষ্ঠানুসারে তাঁহাদিগকে অনুনয়-বিনয় করিয়া শান্ত করিলেন এবং দুর্যোধনকে যথাযোগ্য সংবাদ জানাইবার জন্য উলূককে এই কথা বলিলেন ॥ ৪৬

উলূক! কোন শ্রেষ্ঠ রাজাই শান্ত হইয়া নিজের অবমাননা সহ্য করিতে পারেন না। আমি তোমার কথা একাগ্রচিত্তে শ্রবণ করিয়াছি। এখন আমি উত্তরদান করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর ॥ ৪৭

উলূকং ভরতশ্রেষ্ঠ সামপূর্বমথোক্তিবান্।
দুর্যোধনস্য তদ্ বাক্যং নিশম্য ভরতর্ষভঃ ॥৩৮
অভিলোহিতনেত্রাভ্যামাশীবিষ ইব শ্বসন্।
লেলিহান ইব ক্রোধাৎ শঙ্কিনী পরিসংলিহন্ ॥ ৩৯
জনার্দনমভিপ্রেক্ষ্য ভ্রাতৃংশ্চৈবেদমব্রবীৎ।
অভ্যভাষত কৈতব্যং প্রগৃহ্য বিপুলং ভুজম্ ॥ ৪০
উলূক গচ্ছ কৈতব্য ব্রূহি তাত সুযোধনম্।
কৃতঘ্নং বৈরপুরুষং দুর্মতিং কুলপাংসনম্ ॥ ৪১
পাণ্ডবেষু সদা পাপ নিত্যং জিহ্মঃ প্রবর্ততে।
স্ববীর্যাদ্ যঃ পরাক্রম্য পাপ আহ্বয়তে পরান্।
অভীতঃ পুরুষন্ বাক্যমেষ বৈ ক্ষত্রিয়ঃ পুমান্ ॥ ৪২
স পাপঃ ক্ষত্রিয়ো ভূত্বা অস্মানাহূয় সংযুগে।
মাতুলামাত্মনঃ পূর্বং যুদ্ধং মা গাঃ কুলাধম ॥ ৪৩
আত্মবীর্যং সমাশ্রিত্য ভূত্যবীর্যাদ্ধ কৌরব।
আহ্বয়স্ব রণে পার্থান্ সবধা ক্ষত্রিয়ো ভব ॥ ৪৪
পরবীর্যং সমাশ্রিত্য যঃ সমাহ্বয়তে পরান্।
অশক্তঃ স্বমমাদাতুমেতদেব নপুংসকম্ ॥ ৪৫
স ত্বং পরেষাং বীর্যেণ আত্মানং বহু মন্যসে।
কথমেবমশক্তস্ত্বমস্মান্ সমভিগর্জসি ॥ ৪৬

শ্রীকৃষ্ণ উবাচ।

মদ্বচশ্চাপি ভূয়স্তে বক্তব্যঃ স সুযোধনঃ।
ন ইদানীং প্রপদ্যেথাঃ পুরুষো ভব দুর্মতে ॥ ৪৭
মঙ্গলে যচ্চ মূঢ় ত্বং ন যোৎস্যতি জনার্দনঃ।
সারথ্যেন বৃতঃ পার্থৈরিতি যং ন বিভেষি চ ॥ ৪৮
অদ্যক্ষকালমপ্যেতদ্ ভবেৎ সর্বপাধিবান্।
নির্দহেয়মহং ক্রোধাৎ তৃণানীব হুতাশনঃ ॥ ৪৯
যুধিষ্ঠিরনিযোগাৎ তু ফাল্গুনস্য মহাত্মনঃ।
করিষ্যে যুধ্যমানস্য সারথ্যং বিজিতাত্মনঃ ॥ ৫০

ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! এই ভাবে যুধিষ্ঠির উলূককে প্রথমে মধুর বাক্য বলিয়া পুনরায় ওজস্বী ভাষায় উত্তর দিলেন। উলূকের মুখে প্রথমে দুর্যোধনের পুরুষোচিত সংবাদ শুনিয়া ভরতকুলতিলক যুধিষ্ঠির রোষাবিষ্ট হইয়া গাঢ় রক্তবর্ণ চক্ষুতে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে বিষধর সর্পের ন্যায় নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন। তারপর ওষ্ঠের দুই কোণ চাটিতে চাটিতে শ্রীকৃষ্ণ এবং ভ্রাতৃবর্গের দিকে তাকাইয়া কিছু বলিবার জন্য উদ্যোগী হইলেন। তখন তিনি স্বীয় বিশাল বাহুদ্বয় উপরে উঠাইয়া মৃদু পাশাধেলক সুবলির পুত্র উলূককে যেন হাসতে হাসতে বলিতে লাগিলেন ॥ ৩৮-৪০

দুর্মতি পাশাধেলকের পুত্র তাত উলূক! তুমি যাও এবং কৃতঘ্নতার মূর্তিস্বরূপ সেই কুমতি ও কুলাঙ্গার দুর্যোধনকে এই কথা বল ॥ ৪১

পাপী দুর্যোধন! তুমি পাণ্ডবগণের সহিত কুটিলতাপূর্ণ ব্যবহারই করিয়া চলিতেছ। রে পাপমতি! যে ব্যক্তি কাহারও নিকট ভয়ভীত না হইয়া নিজের বাক্য পালন করে এবং স্বীয় বাহুবলের পরাক্রম দেখাইয়া শত্রুগণকে যুদ্ধে আহ্বান করে, সেই পুরুষই ক্ষত্রিয় ॥ ৪২

কুলাধম! তুমি পাপী। দেখ, ক্ষত্রিয় হইয়া তুমি এখন আমাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া এরূপ ব্যক্তিগণকে অগ্রে করত যুদ্ধস্থলে আসিবে না, যাহারা আমাদের মাননীয় বৃদ্ধ এবং যাহারা স্নেহাস্পদ বালক ॥ ৪৩

দুর্মতে! তুমি নিজের ভরসায় সেবকগণের বল এবং বাহু পরাক্রমের আশ্রয় লইয়াই কুন্তীপুত্রদিগকে যুদ্ধে আহ্বান কর। সর্বতোভাবে তুমি পুরুষত্বের পরিচয় প্রদান কর ॥ ৪৪

যে নিজে যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইয়া অন্য ব্যক্তির পরাক্রমের আশ্রয় গ্রহণ করত শত্রুগণকে যুদ্ধে বৃথা আহ্বান করে, তাহার এই কার্য নপুংসকতারই সূচক হয় ॥ ৪৫

তুমি ত' অন্যের শক্তিতে নিজেকে অধিক শক্তিশালী বলিয়া মনে করিতেছ, কিন্তু তুমি এরূপ অসমর্থ হইয়া আমাদিগের সম্মুখে কেন গর্জন করিতেছ? ৪৬

তারপর শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—উলূক! ইহার পর তুমি দুর্যোধনকে পুনরায় আমার এই কথাও বলিবে যে, দুর্মতে! এখন তুমি আগামী কালই যুদ্ধভূমিতে উপস্থিত হও এবং নিজের পুরুষত্বের পরিচয় দান কর ॥ ৪৭

মূঢ়! তুমি যে ইহা মনে করিতেছ যে, কুন্তীপুত্রগণ শ্রীকৃষ্ণকে সারথির জন্য অনুরোধ করিয়াছে, অতএব তিনি যুদ্ধ করিবেন না। সম্ভবতঃ এই জন্যই তুমি আমাকে ভয় করিতেছ না ॥ ৪৮

কিন্তু স্মরণ রাখিও যে, আমি যদি ইচ্ছা করি, তবে এই সমস্ত ভূপতিগণকে স্বীয় ক্রোধাগ্নিতে সেই ক্ষণে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিব, যেরূপ অগ্নি তৃণগুচ্ছকে অনায়াসে ভস্মসাৎ করিয়া থাকে ॥ ৪৯

রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে আমি জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা অর্জুনের যুদ্ধের সময় অবশ্যই সারথির কার্য করিব ॥ ৫০

যদ্যৎপতসি লোকাংস্ত্বীন্ যদ্যবিশসি ভূতলম্।
তত্র তত্রার্জুনরথং প্রভাতে দ্রক্ষ্যসে পুনঃ ॥ ৬১

যচ্চাপি ভীমসেনস্য মন্যসে মোঘভাষিতম্।
দুঃশাসনস্য রুধিরং পীতমন্যত্রবারয় ॥ ৬২

ন ত্বাং সমীক্ষতে পার্থো নাপি রাজা যুধিষ্ঠিরঃ।
ন ভীমসেনো ন যমৌ প্রতিকূলপ্রভাষিণম্ ॥ ৬৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি উলূকদূতাভিগমনপর্বণি কৃষ্ণবাক্যে
দ্বিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬২

এখন তুমি যদি ত্রিভুবনকে অতিক্রম করিয়া উপর উঠিয়া যাও অথবা পৃথিবীর মধ্যে প্রবেশও কর, তবে (তুমি যেখানে যেখানে যাইবে) সেই সেই স্থানে কাল প্রাতঃকালে অর্জুনের রথকে উপস্থিত দেখিতে পাইবে ॥ ৬১

তাহা ছাড়া, তুমি যে ভীমসেনের কথিত বাক্যকে নিরর্থক মনে করিতেছ, তাহা সত্য নহে। তুমি আজই নিশ্চিতরূপে বুঝিয়া লও যে, ভীমসেন দুঃশাসনের রক্ত পান করিয়া লইয়াছে ॥ ৬২

তুমি পাণ্ডবগণকে বিপরীত কটুভাষণ বলিয়া যাইতেছ, কিন্তু অর্জুন, রাজা যুধিষ্ঠির, ভীমসেন ও নকুল-সহদেব তাহাতে তোমাকে কোনরূপ গণাই করিতেছেন না ॥ ৬৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত উলূকদূতাভিগমন-পর্বে শ্রীকৃষ্ণাদির বাক্যবিষয়ক দ্বিষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডব-বিরাট-দ্রুপদ-শিখণ্ডি-ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতীনাং সন্দেশমাদায় উলূকস্য প্রত্যাবর্তনম্, তদ্বাক্যং শ্রুত্বা যুদ্ধায় দুর্যোধনস্য সৈন্যসমাবেশং কর্তুমাদেশদানঞ্চ।

সঞ্জয় উবাচ।

দুর্যোধনস্য তদ্বাক্যং নিশম্য ভরতর্ষভ।
নেত্রাভ্যামভিতাম্রাভ্যাং কৈতবং সমুদৈক্ষত ॥ ১

স কেশবমভিপ্রেক্ষ্য গুডাকেশো মহাযশাঃ।
অব্যগ্রভাবত কৈতব্যং প্রগৃহ্য বিপুলং ভুজম্ ॥ ২

যবীয়াং যঃ সমাশ্রিত্য সমাহ্বয়তি বৈ পরান্।
অতীতো যুধ্যতে শত্রূন্ স বৈ পুরুষ উচ্যতে ॥ ৩

পরবীর্যং সমাশ্রিত্য যঃ সমাহ্বয়তে পরান্।
ক্ষত্রবন্ধুরসক্তবাগ্লোকে স পুরুষাধমঃ ॥ ৪

স ত্বং পরেষাং বীর্যেণ মন্যসে বীর্যবত্তরঃ।
স্বয়ং কাপুরুষো মূঢ় পরাংশ্চ ক্ষেপ্তুমিচ্ছসি ॥ ৫

যস্ত্বং বৃদ্ধং সবরাজ্ঞাং হিতবুদ্ধিং জিতেন্দ্রিয়ম্।
মরণায় মহাপ্রাজ্ঞং দীক্ষয়িত্বা বিকত্থসে ॥ ৬

ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডব, বিরাট, দ্রুপদ, শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতির সংবাদ লইয়া উলূকের প্রত্যাবর্তন এবং উলূকের কথা শুনিয়া যুদ্ধের জন্য দুর্যোধন কর্তৃক সৈন্য-সমাবেশের আদেশ দান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! দুর্যোধনের পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া মহাযশস্বী জিতেন্দ্রিয় অর্জুন ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া শত্রুনিসূদন উলূকের দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। তারপর নিজের বিশাল বাহু উপরে তুলিয়া শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টি স্থাপন করত উলূককে বলিলেন ॥ ১-২

যে ব্যক্তি নিজের বল-পরাক্রমের উপর আস্থা রাখিয়া শত্রুগণকে যুদ্ধে আহ্বান করে এবং তাহাদের সহিত নির্ভয়ে যুদ্ধ করে, তাহাকেই সকলে পুরুষ বলিয়া থাকে ॥ ৩

আর যে ক্ষত্রিয়াধম অপরের সামর্থ্যের উপর নির্ভর করিয়া শত্রুগণকে যুদ্ধে আহ্বান করে, সে অসমর্থ বলিয়া জগতে তাহাকে পুরুষাধম বলা হয় ॥ ৪

মূঢ়! তুমি অন্যের পরাক্রমেই নিজেকে বলশালী বলিয়া মনে করিতেছ এবং স্বয়ং কাপুরুষ হইয়া অপরকে নিন্দা করিতেছ ॥ ৫

যিনি সমস্ত রাজগণের মধ্যে বৃদ্ধ, যিনি সকলের উপর হিতবুদ্ধিসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় ও মহাজ্ঞানী, সেই পিতামহকে তুমি মরণের জন্য যুদ্ধে ব্রতী করাইয়া নিজের প্রশংসা (বাহাদুরী) করিতেছ ॥ ৬

ভাবন্তে বিদিতোঽস্মাভিষ্ট বৃকে কুলপাংসন।
ন হনিষ্যন্তি পাঞ্চেয়াঃ পাণ্ডবা ইতি হি ত্বয়েতি হি ॥ ৭
যস্য বীর্য্যং সমাশ্রিত্য ধার্ত্তরাষ্ট্র বিকত্থসে।
হন্তাসি প্রথমং ভীষ্মং নিবর্ত্তায় সর্ব্বধন্বিনাম্ ॥ ৮
কৈতব্য গত্বা ভরতান্ সমেত্য
সুযোধনং ধার্ত্তরাষ্ট্রং বদস্ব।
তথেত্যুবাচার্জ্জুনঃ সব্যসাচী
নিশাব্যপায়ে ভবিতা বিমর্দঃ ॥ ৯
যদ্ বাক্যবীদ্ বাক্যমদীনসত্ত্বো
মধ্যে কুরূন্ হর্ষয়ন্ সত্যসন্ধঃ।
অহং হন্তা সৃঞ্জয়ানামনীকং
শাষেয়কাংশ্চেতি মমৈষ ভারঃ ॥ ১০
হন্তাস্মহং দ্রোণমৃতেঽপি লোকং
ন তে ভয়ং বিদ্যতে পাণ্ডবেভ্যঃ।
ততো হি তে লব্ধতমঞ্চ রাজ্য-
মাপদ্যতাং পাণ্ডবাশ্চেতি ভাবঃ ॥ ১১
স দর্পপূর্ণো ন সমীক্ষসে ত-
মনর্থমাত্মন্যপি বর্ত্তমানম্।
তস্মাদহং তে প্রথমং সমূহে
হন্তা সমক্ষং কুরুবৃদ্ধমেব ॥ ১২
সূর্য্যোদয়ে যুক্তরথঃ প্রতীক্ষ্য
ধ্বজী রথী রক্ষ তং সত্যসন্ধম্।
অহং হি বঃ পশ্যতাং বীর্যবন্তং
ভীষ্মং রথাৎ পাতয়িষ্যামি বাণৈঃ ॥ ১৩
সোঽব্রূতে কথনাবাক্যং বিজ্ঞাক্তমি সুযোধনঃ।
আচিতং শরজালেন ময়া দৃষ্ট্বা পিতামহম্ ॥ ১৪
যদ্যুক্তশ্চ সভামধ্যে পুরুষো দুষ্টদর্শনঃ।
ক্রুদ্ধেন ভীমসেনেন ভ্রাতা দুঃশাসনস্তব ॥ ১৫
অধর্মজ্ঞো নিত্যবৈরী পাপবুদ্ধির্নৃশংসকৃৎ।
সত্যাং প্রতিজ্ঞামচিরাৎ স কর্ণে তাং সুযোধন ॥ ১৬
অভিমানঞ্চ দর্পঞ্চ ক্রোধপারুষ্যমেব চ।
নৈষ্ঠুর্য্যমাত্মসম্ভাবনঞ্চ আত্মপ্রশংসনঞ্চ ত ॥ ১৭

শ্রীমতি কুলাঙ্গার! তোমার মনোভাব আমি বুঝিয়া লইয়াছি। তুমি জান যে, পাণ্ডবেরা স্বয়ংবলতঃ সমরাঙ্গনে ভীষ্মকে বধ করিবে না ॥ ৭

ধৃতরাষ্ট্রপুত্র! তুমি যাহার আশ্রয় লইয়া প্রগল্‌ভবাক্য হইয়াছ, সেই পিতামহ ভীষ্মকেই আমি সর্ব্বপ্রথমে তোমাদের সকল যোদ্ধার সম্মুখেই বিনাশ করিব ॥ ৮

উলূক! তুমি ভরতবংশীয়গণের নিকট যাইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্য্যোধনকে বলিবে যে, সব্যসাচী অর্জুন "আচ্ছা, তাহাই হউক" বলিয়া তোমার প্রস্তাব স্বীকার করিয়া লইয়াছে। আজ রাত্রি অতিবাহিত হইলেই যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইবে ॥ ৯

সত্যপ্রতিজ্ঞ ও মহাশক্তিশালী ভীষ্ম কৌরবসৈন্যগণের মধ্যে তাহাদের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে এই যে কথা বলিয়াছিলেন, আমি সৃঞ্জয়বংশীয় বীর সৈন্যের সহিত শাল্বদেশীয় সৈন্যগণকেও সংহার করিব। ইহাদের সকলকে বিনাশ করিবার ভার আমার উপর রহিল। দুর্য্যোধন! আমি দ্রোণাচার্য্যকে পরিহার করিয়া সমর অন্যকেই সংহার করিতে পারি; অতএব পাণ্ডবগণ হইতে তোমার কোন ভয় নাই। ভীষ্মের এই বাক্য শুনিয়া তোমার মনে এই যে ধারণা হইয়াছে, রাজ্য আমরাই লাভ করিব এবং পাণ্ডবগণ মহাবিপদে পতিত হইবে ॥ ১০-১১

এইজন্য তুমি অহঙ্কারে পূর্ণ হইয়া নিজের উপর পতিত বর্ত্তমান সঙ্কটকে দেখিতে পাইতেছ না, অতএব আমি সমরাগ্রে তোমার সৈন্যগণের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কুরুকুলের বৃদ্ধ পুরুষ ভীষ্মকে তোমার সাক্ষাতেই বধ করিব ॥ ১২

তুমি সূর্য্যোদয়ের সময় সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করত ধ্বজ ও রথসম্পন্ন হইয়া চারিদিকে দৃষ্টিপাত করিতে করিতে সত্যপ্রতিজ্ঞ ভীষ্মকে রক্ষা কর। আমি তোমার সৈন্যগণের দৃষ্টিপথেই তোমার আশ্রয়-স্বরূপ ভীষ্মকে বাণদ্বারা নিহত করিয়া রথ হইতে ভূপাতিত করিব ॥ ১৩

কাল সকালেই আবার দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণসমূহে পিতামহ ভীষ্মকে পরিব্যাপ্ত দেখিয়া দুর্য্যোধনের স্ব-কথিত বাক্যসকলের পরিণাম-বিষয়ে জ্ঞান জন্মিবে ॥ ১৪

দুর্য্যোধন! ক্রুদ্ধ ভীমসেন সেই কুদৃষ্টি, অধর্মজ্ঞ, নিত্যবৈরী, পাপবুদ্ধি ও ক্রূরকর্ম্মা তোমার ভ্রাতা দুঃশাসনের প্রতি যে কথা বলিয়াছিলেন, সেই প্রতিজ্ঞাকে তুমি শীঘ্রই সত্য হইতে দেখিবে ॥ ১৫-১৬

দুর্য্যোধন! তুমি অভিমান, দর্প, ক্রোধ, কটুভাষণ, নিষ্ঠুরতা, অহঙ্কার, আত্মপ্রশংসা, ক্রূরতা, ভীরুতা, বৈরবিদ্বেষ, অধর্ম,

নৃশংসতায়াশ্চৈষ্ক্যস্য ধর্মবিদ্বেষণস্য চ।
অধর্মস্যাতিবাদস্য বৃদ্ধাতিক্রমণস্য চ ॥ ১৮
দর্শনস্য চ বক্রস্য কৃৎস্নস্যাপনয়স্য চ।
অক্ষ্যসি ত্বং ফলং তীব্রমচিরেণ সুযোধন ॥ ১৯
বাসুদেবদ্বিতীয়ে হি ময়ি ক্রুদ্ধে নরাধম।
আশা তে জীবিতে মূঢ় রাজ্যে বা কেন হেতুনা ॥ ২০
শান্তে ভীষ্মে তথা দ্রোণে সূতপুত্রে চ পাতিতে।
নিরাশো জীবিতে রাজ্যে পুত্রেষু চ ভবিষ্যসি ॥ ২১
ভ্রাতৃণাং নিধনং শ্রুত্বা পুত্রাণাঞ্চ সুযোধন।
ভীমসেনেন নিহতো দুষ্কৃতানি স্মরিষ্যসি ॥ ২২
ন দ্বিতীয়াং প্রতিজ্ঞাং হি প্রতিজানামি কৈতব।
সত্যং ব্রবীম্যহং ক্ষেত্তং সর্বং সত্যং ভবিষ্যতি ॥ ২৩
যুধিষ্ঠিরোঽপি কৈতব্যমূলূকমিদমব্রবীৎ।
উলূক মদ্বচো ব্রূহি গত্বা তাত সুযোধনম্ ॥ ২৪
যেন বৃত্তেন মে বৃত্তং নাধিগচ্ছতি দুর্মতিঃ।
উভয়োরন্তরং বেদ সূতপুত্রাত্তথাঽপি ॥ ২৫
ন চাহং কাময়ে পাপমপি কীট-পিপীলয়োঃ।
কিং পুনর্জ্ঞাতিষু বধং কাময়েয়ং কথঞ্চন ॥ ২৬
এতদর্থং ময়া তাত পঞ্চ গ্রামা বৃতাঃ পুরা।
কথং তব সুদুর্বুদ্ধে ন প্রেক্ষে ব্যসনং মহৎ ॥ ২৭
স ত্বং কামপরীতাত্মা মূঢ়ভাবাচ্চ কথসে।
তথৈব বাসুদেবস্য ন গৃহ্ণাসি হিতং বচঃ ॥ ২৮
কিং চেদানীং বহূক্তেন যুধ্যস্ব সহ বান্ধবৈঃ।
মম বিপ্রিয়কর্তারং কৈতব্য ব্রূহি কৌরবম্ ॥ ২৯
শ্রুতং বাক্যং গৃহীতোঽর্থো মতং যৎ তে তথাস্তু তৎ।
ভীমসেনস্ততো বাক্যং ভূয় আহ নৃপাত্মজম্ ॥ ৩০
উলূক মদ্বচো ব্রূহি দুর্মতিং পাপপূরুষম্।
শঠং নৈকৃতিকং পাপং দুরাচারং সুযোধনম্ ॥ ৩১
সূতোদরে বা বস্তব্যং পুরে বা নাগসাহ্বয়ে।
প্রতিজ্ঞাতং ময়া তচ্চ সভামধ্যে নরাধম ॥ ৩২

অপরাধ, বৃদ্ধপুরুষগণের বাক্যলঙ্ঘন, ধর্মদ্বেষ এবং সর্বপ্রকার দুর্নীতির ভয়ঙ্কর ফল ইহাই দেখিতে পাইবে। ১৭-১৯

মূঢ় নরাধম! শ্রীকৃষ্ণের সহিত আমি কুপিত হইলে তুমি কি কারণে জীবন ও রাজ্যের আশা করিতেছ? ২০

ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য ও সূতপুত্র কর্ণ নিহত হইলে তুমি নিজ জীবন, রাজ্য ও পুত্রগণের রক্ষা বিষয়ে নিরাশ হইয়া পড়িবে। ২১

সুযোধন! তুমি ভীষ্ম ভ্রাতা ও পুত্রগণের মৃত্যুর সংবাদ শুনিয়া এবং ভীমসেনের হস্তে স্বয়ং মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া নিজের দুষ্কর্মসমূহ স্মরণ করিবে। ২২

শকুনিপুত্র! আমি দ্বিতীয়বার প্রতিজ্ঞা করিতে জানি না। আমি তোমাকে সত্য কথা বলিলাম—এ সমস্তই সত্য হইয়া থাকিবে। ২৩

তারপর যুধিষ্ঠিরও ধূর্ত পাশাখেলকের পুত্র উলূককে এই কথা বলিলেন—বৎস উলূক! তুমি দুর্যোধনের নিকট যাইয়া আমার এই কথা বলিবে। ২৪

সুযোধন! তুমি নিজের আচার-ব্যবহারের সাহায্যে আমার আচার-ব্যবহার বুঝিতে পারিবে না। আমি উভয়ের আচরণের মধ্যে পার্থক্য সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যের ন্যায়ই মনে করি। ২৫

আমি ত' কোন কীট ও পিপীলিকাকেও পীড়া দিতে চাহি না; সুতরাং স্বেচ্ছায় নিজের জ্ঞাতিগণের বধ কামনা কিপ্রকারে করিতে পারি? ২৬

তাত! এইজন্য আমি পূর্বে কেবল পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করিয়াছিলাম। অতিশয় দুর্বুদ্ধিযুক্ত সুযোধন! আমার এই কর করিবার উদ্দেশ্য ছিল যে, তোমার উপর কোন মহাসঙ্কট পতিত হউক—ইহা আমি দেখিতে চাহি না। ২৭

কিন্তু তোমার মন লোভ ও মূঢ়তায় নিমগ্ন ছিল। তুমি মূর্খতা-বশতঃ নিজের মিথ্যা প্রশংসা করিতেছ ও শ্রীকৃষ্ণের হিতকারক বাক্যও গ্রহণ কর নাই। ২৮

এখন আর অধিক কথা বলিয়া লাভ কি হইবে? তুমি নিজ বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত আসিয়া যুদ্ধ কর। উলূক! তুমি আমার অপ্রিয়কারী দুর্যোধনকে বলিবে—তোমার সংবাদ শুনিয়াছি ও উহার অভিপ্রায়ও বুঝিয়াছি। তোমার যেরূপ ইচ্ছা, তাহাই হউক।

তারপর ভীমসেন পুনরায় রাজকুমার উলূককে বলিলেন—উলূক! তুই দুর্বুদ্ধি, পাপাত্মা, শঠ, কপটী, পাপী ও দুরাচারী দুর্যোধনকে আমার এই কথা বলবি। ২৯-৩১

নরাধম! তোকে মৃত্যুবরণ করিয়া হয় শকুনির উদরে বাস করিতে হইবে অথবা হস্তিনাপুরে যাইয়া ওতপ্রোতভাবে বাস করিতে হইবে। আমি সভামধ্যে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তাহা অবশ্যই সত্য করিয়া দেখাইব। আমি এই কথা সত্যের শপথ করিয়া তোকে বলিতেছি।

কর্তাহং তদ্ বচঃ সত্যং সত্যেনৈব শপামি তে।
দুঃশাসনস্য রুধিরং হত্বা পাস্যামহং মৃধে ॥ ৩৩
সকৃষ্ণিনী তব ভ্রাতৄংশ্চৈব হত্বা হি তব সোদরান্।
সর্বেষাং ধার্তরাষ্ট্রাণামহং মৃত্যুঃ সুযোধন ॥ ৩৪
সর্বেষাং রাজপুত্রাণামভিমন্যুরসংশয়ম্।
কর্মণা তোষয়িষ্যামি দুষ্টস্যৈব বচঃ শৃণু ॥ ৩৫
হত্বা সুযোধনং বাং বৈ সহিতঃ সর্বসোদরৈঃ।
আক্রমিষ্যে পদা মূর্ধ্নি ধর্মরাজস্য পশ্যতঃ ॥ ৩৬
নকুলস্তু ততো বাক্যমিদমাহ মহীপতে।
উলূক ব্রূহি কৌরব্যং ধার্তরাষ্ট্রং সুযোধনম্ ॥ ৩৭
শ্রুতং তে গদতো বাক্যং সর্বমেব যথাতথম্।
তথা কর্তাস্মি কৌরব্য যথা ত্বমনুশাসসি মাম্ ॥ ৩৮
সহদেবোঽপি নৃপতে উদমাহ বচোঽর্থবৎ।
সুযোধন মতির্যা তে পুরৈষা তে ভবিষ্যতি ॥ ৩৯
শোচিষ্যসে মহারাজ সপুত্র-জ্ঞাতি-বান্ধবঃ।
ইমঞ্চ ক্লেশমন্বাকং স্মৃত্বা যৎ ত্বং বিকত্থসে ॥ ৪০
বিরাট-দ্রুপদৌ বৃদ্ধাবুলূকমিদমূচতুঃ।
দাসভাবং নিযচ্ছেন সাধোরিতি মতিঃ সদা ॥
তৌ চ দাসাবদাসৌ বা পৌরুষং যস্য চাদৃশম্ ॥ ৪১
শিখণ্ডী তু ততো বাক্যমুলূকমিদমব্রবীৎ।
বক্তব্যো ভবতা রাজা পাপেষভিরতঃ সদা ॥ ৪২
পশ্য ত্বং মাং রণে রাজন্ ক্রূরাণাং কর্ম দারুণম্।
যস্য বীর্যাং সমাসাদ্য মজ্জসে বিজয়ং মৃধি ॥ ৪৩
তমহং পাতয়িষ্যামি রথাৎ তব পিতামহম্।
অহং ভীষ্মবধায় সৃষ্টো নূনং ধাত্রা মহাত্মনা ॥ ৪৪
সোঽহং ভীষ্মং হনিষ্যামি নিযতাং সর্বধন্বিনাম্।
পৃষ্টদ্যুম্নোঽপি কৈতব্যমুলূকমিদমব্রবীৎ ॥ ৪৫
সুযোধনো মম বচো বক্তব্যো নৃপতেঃ সুতঃ।
অহং দ্রোণং হনিষ্যামি সগণং সহবান্ধবম্ ॥ ৪৬

আমি যুদ্ধে দুঃশাসনকে বধ করিয়া তাহার রক্ত পান করিব এবং তোর সকল ভ্রাতাকে বিনাশ করিয়া তোরও হত্যা সাধিয়া ফেলিব। সুযোধন! আমি দ্রৌপদীর সকল পুত্রেরই মৃত্যু-স্বরূপ ॥ ৩২-৩৪

এই সকল রাজপুত্রগণেরও মৃত্যুস্বরূপ হইবে অভিমন্যু—ইহাতে কোন সংশয় নাই। আমি যাহা পরাক্রমদ্বারা তোকে অসন্তুষ্ট সন্তুষ্ট করিব। তুই আমার আরও একটি কথা শুনিয়া রাখ্ ॥ ৩৫

সুযোধন! সকল ভ্রাতার সহিত তোকে বধ করিয়া যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাতেই তোর মস্তকে পদাঘাত করিব ॥ ৩৬

অনন্তর নকুলও এই কথা বলিলেন,—উলূক! তুই কুরুকুলকলঙ্ক ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনকে আমার এই কথা বলিয়া শুনাইবি যে,—তোমার কথিত সকল বাক্যই আমি যথাযথভাবে শ্রবণ করিয়াছি। কৌরব! তুমি যে উপদেশ দিয়াছ, তদনুসারেই আমি সব কিছু করিব ॥ ৩৭-৩৮

রাজন্! তারপর সহদেবও এই সার্থক বাক্য বলিলেন—মহারাজ দুর্যোধন। আজ তোমার যা বুদ্ধি হইয়াছে, উহা অবশ্যই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। এই সময় আমাদের মহাক্লেশসমূহকে যে তুমি আজ হর্ষোৎফুল্ল হইয়া বর্ণনা করিতেছ, ইহার ফল এরূপই হইবে যে, তুমি স্বীয় পুত্র, জ্ঞাতি ও বন্ধুগণের সহিত শোকে নিমগ্ন হইয়া যাইবে ॥ ৩৯-৪০

তারপর বৃদ্ধ রাজা বিরাট ও দ্রুপদ উলূককে এইরূপ বলিলেন—উলূক! তুই দুর্যোধনকে বলিবি যে, রাজন্! আমাদের উভয়ের স্থির নিশ্চয় হইয়াই আছে যে, আমরা সর্বদা সজ্জনগণের দাস হইয়া থাকিব সেই আমরা উভয়ে বিরাট ও দ্রুপদ, দাস কি অদাস—ইহার নিশ্চয় যুদ্ধে তোমার যেরূপ পুরুষার্থ হইবে, উহা দেখিয়াই হইবে ॥ ৪১

তারপর শিখণ্ডী উলূককে এইরূপ বলিলেন—উলূক! সব পাপকর্মসমূহে আসক্ত রাজা দুর্যোধনের নিকট যাইয়া তুমি বলিবে ॥ ৪২

রাজন্! তুমি যুদ্ধে আমাকে ভয়ানক কর্ম করিতে দেখিবে। যাহার পরাক্রমের উপর আস্থা রাখিয়া তুমি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছ বলিয়াই মনে করিতেছ, তোমার সেই পিতামহকে আমি নিহত করিয়া রথ হইতে ভূপাতিত করিব ॥

নিশ্চয়ই মহাত্মা বিধাতা ভীষ্মকে বধ করিবার জন্য আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। অতএব আমি সকল ধনুর্ধারীর সাক্ষাতেই ভীষ্মকে বধ করিব ॥

ইহার পর ধৃষ্টদ্যুম্ন কিতবকুমার উলূককে বলিলেন—উলূক! তুমি রাজপুত্র দুর্যোধনকে আমার এই কথা বলিয়া শুনাইবে যে, আমি দ্রোণাচার্যকে তাঁহার পারিষদগণ ও বান্ধবদিগের সহিত সংহার করিব ॥ ৪৩-৪৬

অবশ্যঞ্চ ময়া কার্য্যং পূর্ব্বেষাং চরিতং মহৎ।
কর্ত্তা চাহং তথা কর্ম্ম যথা নান্যঃ করিষ্যতি ॥ ৪৭
তমব্রবীদ্ ধর্ম্মরাজঃ কারুণ্যার্থং বচো মহৎ।
নাহং জ্ঞাতিবধং রাজন্ কাময়েয়ং কথঞ্চন ॥ ৪৮
তবৈব দোষাদ্ দুর্বুদ্ধে সর্ব্বমেতৎ সমারব্ধম্।
স গচ্ছ ত্বা চিরং তাত উলূক যদি মন্যসে ॥ ৪৯
ইহ বা তিষ্ঠ ভদ্রং তে বয়ং হি তব বান্ধবাঃ
উলূকস্তু ততো রাজন্ ধর্ম্মপুত্রং যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ৫০
আমন্ত্র্য প্রযযৌ তত্র যত্র রাজা সুযোধনঃ।
উলূকস্তত আগম্য দুর্য্যোধনমমর্ষণম্ ॥ ৫১
অর্জ্জুনস্য সমাদেশং যথোক্তং সর্ব্বমব্রবীৎ।
বাসুদেবস্য ভীমস্য ধর্ম্মরাজস্য পৌরুষম্ ॥ ৫২
নকুলস্য বিরাটস্য দ্রুপদস্য চ ভারত।
সহদেবস্য চ বচো ধৃষ্টদ্যুম্ন-শিখণ্ডিনোঃ।
কেশবার্জ্জুনয়োর্বাক্যং যথোক্তং সর্ব্বমব্রবীৎ ॥ ৫৩
কৈতব্যস্য তু তদ্ বাক্যং নিশম্য ভরতর্ষভঃ।
দুঃশাসনঞ্চ কর্ণঞ্চ শকুনিং চাপি ভারত ॥ ৫৪
আজ্ঞাপয়ত রাজংস্ত্বং বলং মিত্রবলং তথা।
যথা প্রাতরয়ং সর্ব্বে যুক্তাস্তিষ্ঠন্তনীকিনঃ ॥ ৫৫
ততঃ কর্ণসমাদিষ্টা দূতাঃ সংহরিতা রথৈঃ।
উষ্ট্রবামীভিরভ্যাশু সমবৈশ্চ মহাজবৈঃ ॥ ৫৬
তূর্ণং পরিযযুঃ সেনাং কৃৎস্নাং কর্ণস্য শাসনাৎ।
আজ্ঞাপয়ন্তো রাজংশ্চ যোধঃ প্রাতরয়াদিতি ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্ব্বণি উলূকদূতাগমনপর্ব্বণি উলূকাপযানে
ত্রিষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৩

আমাকে স্বীয় পূর্ব্বপুরুষগণের চরিত্রের অনুকরণে অবশ্যই করিয়া যাইতে হইবে। সেইরূপ আমি যুদ্ধে সেইরূপ পরাক্রম করিয়া দেখাইব, যাহা অন্য কোন ব্যক্তিই করিতে পারে নাই ॥৪৭

তারপর ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠির একটুখানি হাসিয়া পুনরায় এই মহত্বপূর্ণ বাক্য বলিলেন,—রাজন্! আমি জ্ঞাতিবধ কোনরূপেই কামনা করি নাই ॥৪৮

দুর্বুদ্ধি! কিন্তু এই সমস্তই তোমার দোষে আজ উপস্থিত হইয়াছে। তাত উলূক! তোমার যদি ইচ্ছা হয়, তবে শীঘ্রই গমন করিতে পার। অথবা যদি ইচ্ছা হয়, তবে এখানে অবস্থান করিতে পার; কারণ, আমরা ত' তোমারই বান্ধব। তোমার কল্যাণ হউক।

অনন্তর উলূক ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট বিদায় লইয়া যেখানে রাজা দুর্য্যোধন আছেন, সেইস্থানে গমন করিল ॥৪৯-৫০

সেখানে আসিয়া উলূক অমর্ষশীল দুর্য্যোধনকে অর্জুনের কথিত সমস্ত সংবাদ যথাযথভাবে বলিয়া শুনাইল। এইরূপে সে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, ভীমসেন ও ধর্ম্মরাজ যুধিষ্ঠিরেরও পুরুষত্বপূর্ণ বাক্য বর্ণনা করিল ॥ ৫১-৫২

ভারত! পুনরায় সে নকুল, সহদেব, বিরাট, দ্রুপদ, ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনের সমস্ত কথা যথাযথভাবে বলিল ॥ ৫৩

ভারত! উলূকের এই কথা শুনিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ দুর্য্যোধন দুঃশাসন, কর্ণ ও শকুনিকে বলিলেন ॥ ৫৪

বন্ধুগণ! সকল রাজা ও মিত্রদের সৈন্যবাহিনীকে আজ্ঞাপ্রদান কর, যাহাতে আগামী সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই সজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করে ॥ ৫৫

তারপর কর্ণকর্ত্তৃক প্রেরিত দূতগণ অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত রথ, উষ্ট্র ও উষ্ট্রী এবং অত্যন্ত বেগশালী উত্তম উত্তম অশ্বে আরোহণ করিয়া ভীমগতিতে সম্পূর্ণ সৈন্যমধ্যে গমন করিল এবং কর্ণের আদেশ অনুসারে রাজাদিগকে এই আজ্ঞা শুনাইতে লাগিল, যে আগামীকাল সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বেই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে ॥ ৫৬-৫৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত উলূকদূতাগমনপর্ব্বে
উলূকের প্রত্যাবর্ত্তনবিষয়ক ত্রিষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুদ্ধক্ষেত্রে পাণ্ডবসৈন্যানাং গমনম্, ধৃষ্টদ্যুম্নেন নিজযোদ্ধৃণাং স্ব-স্বযোগ্য-বিপক্ষীয়-যোদ্ধভিঃ সহ যুদ্ধং কর্তুং নিযুক্তিশ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

উলূকস্য বচঃ শ্রুত্বা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
সেনাং নির্যাপয়ামাস ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাম্ ॥ ১
পদাতিনীং নাগবতীং রথিনীমশ্ববৃন্দিনীম্।
চতুর্বিধবলাং ভীমামকম্পাং পৃথিবীমিব ॥ ২
ভীমসেনাদিভির্গুপ্তাং সার্জুনৈশ্চ মহারথৈঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নবশাং দুর্গাং সাগরস্তিমিতোপমাম্ ॥ ৩
তস্যাগ্রতো মহেষ্বাসঃ পাঞ্চাল্যো যুদ্ধদুর্মদঃ।
দ্রোণপ্রেপ্সূনরীকানি ধৃষ্টদ্যুম্নো ব্যকর্ষত ॥ ৪
যথাবলং যথোৎসাহং রথিনঃ সমুপাদিশৎ।
অর্জুনং সুতপুত্রায় ভীমং দুর্যোধনায় চ ॥ ৫
ধৃষ্টকেতুঞ্চ শল্যায় গৌতমায়োত্তমৌজসম্।
অশ্বত্থায়ে চ নকুলং শৈব্যঞ্চ কৃতবর্মণে ॥ ৬
সৌহৃদায় চ বার্ষ্ণেয়ং যুযুধানং সমাদিশৎ।
শিখণ্ডিনঞ্চ ভীষ্মায় প্রমুখে সমকল্পয়ৎ ॥ ৭
সহদেবং শকুনয়ে চেকিতানং শলায় বৈ।
দ্রৌপদেয়াংস্তথা পঞ্চ ত্রিগর্তেভ্যঃ সমাদিশৎ ॥ ৮
বৃষসেনায় সৌভদ্রং শেষাণাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।
স সমর্থং হি তং মেনে পার্থাদভ্যধিকং রণে ॥ ৯
এবং বিভজ্য যোধোঘান্ পৃথক্ চ সহ চৈব হ।
আলাবর্ণো মহেষ্বাসো দ্রোণমংশমকল্পয়ৎ ॥ ১০

চতুঃষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[যুদ্ধক্ষেত্রে পাণ্ডবসৈন্যের গমন এবং ধৃষ্টদ্যুম্নকর্তৃক নিজ যোদ্ধাদিগকে স্ব-স্বযোগ্য-বিপক্ষীয় যোদ্ধগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য নিযুক্তি।]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এদিকে উলূকের বাক্য শুনিয়া কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরও ধৃষ্টদ্যুম্নের নেতৃত্বে নিজ সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করাইলেন। ১

ঐ বাহিনীতে পদাতিক, রথ, হস্তী ও অশ্বসমূহ ছিল। এইভাবে সেই চতুরঙ্গিনী সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত ভয়ঙ্কর এবং পৃথিবীর ন্যায় অবিচল ছিল। ২

অর্জুন ও ভীমসেন প্রভৃতি মহারথিগণ এই বাহিনীকে রক্ষা করিতেছিলেন। এই দুর্গম সৈন্যবাহিনী ধৃষ্টদ্যুম্নের অধীনে ছিল এবং প্রশান্ত সমুদ্রের ন্যায় স্থির মনে হইতেছিল। ৩

এই বাহিনীর অগ্রে অগ্রে রণদুর্মদ পাঞ্চালরাজকুমার মহাধনুর্ধর ধৃষ্টদ্যুম্ন গমন করিতে লাগিলেন। ইনি সর্বদা আচার্য দ্রোণের সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা পোষণ করেন। তিনি সমগ্র বাহিনীকেই তখন উত্তমরূপে পরিচালিত করিয়া লইয়া যাইতে লাগিলেন। ৪

তিনি তখন যে বীরের যেরূপ বল ও উৎসাহ, তাহার বিচার করিয়া নিজ রথিগণকে যোগ্য প্রতিপক্ষীয় বীরের সহিত যুদ্ধ করিবার আদেশদান করিলেন। অর্জুনকে সূতপুত্র কর্ণের সহিত এবং ভীমসেনকে দুর্যোধনের সহিত যুদ্ধে নিযুক্ত হইবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। ৫

এই যুদ্ধে ধৃষ্টদ্যুম্ন ধৃষ্টকেতুকে শল্যের জন্য, উত্তমৌজাকে কৃপাচার্যের জন্য, নকুলকে অশ্বত্থামার জন্য, সৈব্যকে কৃতবর্মার জন্য, বৃষ্ণিবংশীয় সাত্যকিকে বিন্দুবের পুত্রদ্বয়ের জন্য এবং শিখণ্ডীকে ভীষ্মের জন্য সম্মুখ সমরে উপস্থিত থাকিবার নির্দেশদান করিলেন। ৬-৭

সহদেবকে শকুনির জন্য, চেকিতানকে শল্যের জন্য এবং দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্রকে ত্রিগর্তের জন্য যুদ্ধে নিযুক্ত থাকিতে আদেশ দিলেন। ৮

কর্ণপুত্র বৃষসেন এবং অবশিষ্ট অন্যান্য রাজাদের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সুভদ্রানন্দন অভিমন্যুকে ভার দিলেন; কারণ, তিনি অভিমন্যুকে এই যুদ্ধে অর্জুন হইতেও অধিক শক্তিশালী বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ৯

এইভাবে সমস্ত যোদ্ধাকে পৃথক্ পৃথক্ ও একত্রে বিভাগ করিয়া প্রজ্বলিত অগ্নিসদৃশ কান্তিমান্ (সিন্দূরবর্ণ) এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন দ্রোণাচার্যকে নিজের ভাগে স্থির করিয়া রাখিলেন। ১০

দৃষ্টদ্যুম্নো মহেষ্বাসঃ সেনাপতিপরিষ্কৃতঃ।
বিধিবদ্ ব্যূহ মেধাবী যুদ্ধায় ধৃতমানসঃ ॥ ১১
যথোদ্দিষ্টানি সৈন্যানি পাণ্ডবানামযোজয়ৎ।
জয়ায় পাণ্ডুপুত্রাণাং ধনঞ্জয়ো রণাজিরে ॥ ১২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্ব্বণি উলূকদূতাগমনপর্ব্বণি সেনাপতিনিয়োগে
চতুঃষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৪

তাঁহার মনে যুদ্ধের জন্য দৃঢ়নিশ্চয় ছিল, সুতরাং সেনাপতি-গণেরও প্রধান, মহাধনুর্দ্ধর এবং মেধাবী দৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবগণের পূর্ব্বোক্ত সৈন্যদিগকে বিধি অনুসারে ব্যূহ রচনা করত যুদ্ধ করিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন। তারপর তিনি পাণ্ডবগণের বিজয়লাভের জন্য সন্নদ্ধ হইয়া সমরাঙ্গণে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ১১-১২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত উলূকদূতাগমনপর্ব্বে সেনাপতিনিয়োগবিষয়ক চতুঃষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(রথাতিরথসংখ্যানপর্ব।)

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্য্যোধনেন পৃষ্টঃ ভীষ্মঃ কৌরবপক্ষীয়াণাং রথিনামতিরথিনাঞ্চ পরিচয়দানম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

প্রতিজ্ঞাতে ফাল্গুনেন বধে ভীষ্মস্য সংযুগে।
কিমকুর্বত মে মন্দাঃ পুত্রা দুর্য্যোধনাদয়ঃ ॥ ১
তমেব হি পুমাংসং গাণ্ডিবং পিতরং বনে
বাসুদেবসহায়েন পার্থেন দৃঢ়ধন্বনা ॥ ২
স চাপরিমিতপ্রজ্ঞস্তস্য পার্থস্য ভাষিতম্
কিমুক্তবান্ মহেষ্বাসো ভীষ্মঃ প্রহরতাং বরঃ ॥ ৩
সৈনাপত্যঞ্চ সম্প্রাপ্য কৌরবাণাং ধুরন্ধরঃ।
কিমচেষ্টত গাঙ্গেয়ো মহাবুদ্ধিপরাক্রমঃ ॥ ৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততস্তং সন্নতঃ শান্তমৈ সর্ব্বমেব ন্যবেদয়ৎ।
যথোক্তং কুরুবৃদ্ধেন ভীষ্মেণামিততেজসা ॥ ৫

সঞ্জয় উবাচ

সৈনাপত্যমনুপ্রাপ্য ভীষ্মঃ শান্তনবো নৃপ।
দুর্য্যোধনমুবাচেদং বচনং ভরতর্ষভ ॥ ৬
নমস্কৃত্য কুমারায় সেনাগ্রে শক্তিপাণয়ে।
অহং সেনাপতিস্তেঽদ্য ভবিষ্যামি ন সংশয়ঃ ॥ ৭
সেনাকর্ম্মণ্যভিজ্ঞোঽস্মি ব্যূহেষু বিবিধেষু চ।
কর্ম্ম কারয়িতুং চৈব কৃতানপ্যকৃতাংস্তথা ॥ ৮

(রথাতিরথসংখ্যান পর্ব্ব।)

পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[দুর্য্যোধনকর্ত্তৃক পৃষ্ট হইয়া ভীষ্মের কৌরবপক্ষের রথী ও অতিরথিগণের পরিচয় দান।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! সেই সময় অর্জ্জুন যুদ্ধে ভীষ্মকে বধ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলে, দুর্য্যোধন প্রভৃতি আমার মূর্খ পুত্রগণ কি করিল? ১

অর্জ্জুন যুদ্ধে গুরু ধনু ধারণ করে, ইহা ব্যতীত তাহার সহায়ক শ্রীকৃষ্ণ; অতএব আমি রণভূমিতে আমার পিতৃতুল্য গদাধারণ ভীষ্ম অর্জ্জুনের দ্বারা নিহত হইয়াছেন বলিয়াই মনে করি ॥ ২

অর্জ্জুনের সেই প্রতিজ্ঞা শ্রবণ করিয়া অসাধারণ বুদ্ধিমান্ যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহাধনুর্দ্ধর ভীষ্ম কি বলিলেন? ৩

কৌরবকুলের ভারবহনকারী পরম বুদ্ধিমান্ ও পরাক্রমী ভীষ্ম সেনাপতির পদ লাভ করিবার পর যুদ্ধের জন্য কি কি চেষ্টা করিলেন? ৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তারপর সঞ্জয় অমিত-তেজস্বী কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম যেরূপ বলিয়াছিলেন, তৎসমস্তই রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে নিবেদন করিলেন ॥ ৫

সঞ্জয় বলিলেন,—হে নৃপ! সেনাপতির পদ লাভ করিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম দুর্য্যোধনের হর্ষবর্দ্ধন করিতে করিতে তাঁহাকে এই কথা বলিয়া শুনাইলেন ॥ ৬

রাজন্! আমি হস্তে শক্তিধারণকারী দেবসেনাপতি কুমার কার্ত্তিকেয়কে নমস্কার করিয়া এখন তোমার সৈন্যের অধিপতি হইব—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৭

সৈন্যসঞ্চালনে প্রত্যেক কর্ম্মের আমার জ্ঞান আছে। আমি

যাত্রাযানে চ যুদ্ধে চ তথা প্রশমনেষু চ।
বেত্থ বেদ মহারাজ যথা বেদ বৃহস্পতিঃ ॥ ৯
ব্যূহানাঞ্চ সমারম্ভান্ দৈব গান্ধর্ব-মানুষান্।
তৈরহং মোহয়িষ্যামি পাণ্ডবান্ বোঢ়ু তে জ্বরঃ ॥ ১০
সোঽহং যোৎস্যামি তেষেন পালয়ংস্তব বাহিনীম্।
যথাবচ্ছাস্ত্রতো রাজন্ বোঢ়ু তে মানসো জ্বরঃ ॥ ১১

দুর্যোধন উবাচ।

বিদ্যতে যে ন পাঞ্চেয় ভয়ং দেবাসুরেষ্বপি।
সমস্তেষু মহাবাহো সত্যমেতদ্ ব্রবীমি তে ॥ ১২
কিং পুনস্ত্বয়ি দুর্ধর্ষে সৈনাপত্যে ব্যবস্থিতে।
দ্রোণে চ পুরুষব্যাঘ্রে স্থিতে যুদ্ধাভিনন্দিনি ॥ ১৩
তস্যাং পুরুষাগ্র্যাভ্যাং স্থিতাভ্যাং বিজয়ে মম।
ন দুর্লভং কুরুশ্রেষ্ঠ দেবরাজ্যমপি ধ্রুবম্ ॥ ১৪
রথসংখ্যাং তু কার্ৎস্ন্যেন পরেষামাত্মনস্তথা।
তথৈবাতিরথানাঞ্চ বেত্তুমিচ্ছামি কৌরব ॥ ১৫
পিতামহো হি কুশলঃ পরেষামাত্মনস্তথা।
শ্রোতুমিচ্ছাম্যহং সর্বৈঃ সর্বৈর্ভবদ্ভিরাধিপৈঃ ॥ ১৬

ভীষ্ম উবাচ।

গান্ধারে শৃণু রাজেন্দ্র রথসংখ্যাং বদে তব।
যে রথাঃ পৃথিবীপাল তথৈবাতিরথাশ্চ যে ॥ ১৭
বহূনীহ সহস্রাণি প্রযুতান্যর্বুদানি চ।
রথানাং তব সেনায়াং যথাম্নায়ং তু মে শৃণু ॥ ১৮
ভবানগ্রে রথোদারঃ সহ সর্বৈঃ সহোদরৈঃ।
দুঃশাসনপ্রভৃতিভিস্ত্রাতৃভিঃ শতসম্মিতৈঃ ॥ ১৯
সর্বে কৃতপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ।
রথোপস্থে গজস্কন্ধে গদা প্রাসাসি-চর্মণি ॥ ২০

বহুবিধ ব্যূহ-রচনা করিতেও জানি। তোমার সৈন্যমধ্যে যাহারা বেতনভোগী অথবা বেতন গ্রহণ করে না এমন যে সমস্ত মিত্র সৈন্য আছে, তাহাদের সকলের দ্বারা যথাযোগ্য কার্য করাইয়া লইতেও আমি অভিজ্ঞ ॥ ৮

মহারাজ! যুদ্ধের জন্য যাত্রা করিতে, যুদ্ধ করিতে ও বিপক্ষীয়গণের নিক্ষিপ্ত অস্ত্রসমূহের প্রতীকার করিতে যেরূপ বৃহস্পতি জানেন, সেইরূপ সমস্ত আবশ্যকীয় বিষয় আমি বিশেষভাবে জানি ॥ ৯

আমি দেব, মানুষ ও গন্ধর্ব-সম্বন্ধীয় তিনপ্রকারের ব্যূহ রচনা করিতে জানি। ইহাদ্বারা আমি পাণ্ডবগণকে মোহিত করিয়া ফেলিব, সুতরাং পাণ্ডবদের জন্য তোমার মানসিক চিন্তা দূর হউক ॥ ১০

রাজন্! আমি তোমার সৈন্যদিগকে রক্ষা করিতে করিতে শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে যথাযথভাবে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিব। অতএব তোমার মানসিক চিন্তা অপগত হউক ॥ ১১

দুর্যোধন বলিলেন,—মহাবাহো গঙ্গানন্দন! আমি আপনাকে সত্য বলিতেছি যে, সমস্ত দেবতা ও অসুরগণকেও আমার কখনও ভয় হয় না ॥ ১২

তাহাতে আবার আপনার ন্যায় দুর্ধর্ষ বীর যখন আমার সৈন্যপতিপদে অধিষ্ঠিত আছেন এবং যুদ্ধে হর্ষপ্রকাশকারী পুরুষশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্যের ন্যায় যোদ্ধা যখন আমার জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন, তখন আমার আর ভয় কিভাবে হইতে পারে? ১৩

কুরুশ্রেষ্ঠ! যখন দুই বীর আপনারা আমার জয়লাভের জন্য যুদ্ধভূমিতে অবস্থিত আছেন, তখন তো আমার পক্ষে দেবতাগণের রাজ্যও দুর্লভ হইবে না ॥ ১৪

কুরুনন্দন! আপনি পরপক্ষের এবং স্বপক্ষের রথী ও অতিরথী বীরগণের সংখ্যা সম্পূর্ণরূপে জানেন, অতএব আমিও এই বিষয়ে আপনার নিকট হইতে জানিবার কারণে ইচ্ছুক হইয়াছি, কারণ, পিতামহ! আপনি স্বপক্ষ ও পরপক্ষের রথাতিরথ বীরগণের সংখ্যা করিতে নিপুণ। সেইজন্য আজ আপনার মুখেই এই সমস্ত রাজার সহিত আমি এই বিষয়টি শুনিতে অভিলাষী হইয়াছি ॥ ১৫-১৬

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজেন্দ্র গান্ধারীনন্দন! তুমি প্রথমে স্বপক্ষীয় সৈন্যগণের রথীর সংখ্যা শ্রবণ কর। তুপাল! তোমার সৈন্যমধ্যে যে সমস্ত রথী ও অতিরথী বীর আছে, তাহাদের সকলের বর্ণনা করিতেছি ॥ ১৭

তোমার সৈন্যগণে রথীর সংখ্যা বহু সহস্র, লক্ষ ও অর্বুদ পর্যন্তও হইতে পারে, তথাপি তাহাদের মধ্যে যাহারা প্রধান, উহাদের নাম শ্রবণ কর ॥ ১৮

সর্বাগ্রে নিজ ভ্রাতা দুঃশাসনাদি শত সহোদর ভ্রাতাসহ তুমি প্রত্যেকেই অতিরথ উদার (প্রধান) রথী ॥ ১৯

তোমরা সকলে অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ এবং ছেদন ও ভেদনেও কুশল। রথে বসিয়া ও হস্তীর পৃষ্ঠে বসিয়াও তোমরা যুদ্ধ করিতে সমর্থ। গদা, প্রাস, অসি ও চর্মযুদ্ধেও তোমাদের বিশেষ পারদর্শিতা আছে ॥ ২০

সংযন্তারঃ প্রহর্তারঃ কৃতাস্ত্রা ভাবসাধনাঃ।
ইষ্বস্ত্রে দ্রোণশিষ্যাশ্চ কৃপস্য চ শরদ্বতঃ ॥ ২১
এতে হনিষ্যন্তি রণে পঞ্চালান্ বৃষ্ণ্যন্ধকান্।
কৃতকিল্বিষাঃ পাণ্ডবৈর্ধার্তরাষ্ট্রা মনস্বিনঃ ॥ ২২
তথাহং ভরতশ্রেষ্ঠ সর্বসেনাপতিস্তব।
শত্রূন্ বিধ্বংসয়িষ্যামি কদর্থীকৃত্য পাণ্ডবান্ ॥ ২৩
ন ত্বাত্মনো গুণান্ বক্তুমর্হামি বিদিতোঽস্মি তে।
কৃতবর্মা ঋষভরথো ভোজঃ শত্রুভৃতাং বরঃ ॥ ২৪
অর্থসিদ্ধিং তব রণে করিষ্যতি ন সংশয়ঃ।
শস্ত্রবিদ্ভিরনাধৃষ্যো দূরপাতী দৃঢ়াযুধঃ ॥
হনিষ্যতি চমূং তেষাং মহেন্দ্রো দানবানিব ॥ ২৫
মদ্ররাজো মহেষ্বাসঃ শল্যো নেঽভিরথো মতঃ।
স্পর্ধতে বাসুদেবেন নিত্যং যো বৈ রণে রণে ॥ ২৬
ভাগিনেয়ান্ নিজাংস্ত্যক্ত্বা শল্যস্তেঽভিরথো মতঃ।
এষ যোৎস্যতি সংগ্রামে পাণ্ডবাংশ্চ মহারথান্ ॥ ২৭
সাগরোর্মিসমৈর্বাণৈঃ প্লাবয়ন্নিব শাত্রবান্।
ভূরিশ্রবাঃ কৃতাস্ত্রশ্চ তব চাপি হিতঃ সুহৃৎ ॥ ২৮
সৌমদত্তির্মহেষ্বাসো রথযূথপযূথপঃ।
বলক্ষয়মমিত্রাণাং সুমহান্তং করিষ্যতি ॥ ২৯
সিন্ধুরাজো মহারাজ মতো মে দ্বিগুণো রথঃ।
যোৎস্যতে সমরে রাজন্ বিক্রান্তো রথসত্তমঃ ॥ ৩০
দ্রৌপদীহরণে রাজন্ পরিক্লিষ্টশ্চ পাণ্ডবৈঃ।
সংস্মরংস্তং পরিক্লেশং যোৎস্যতে পরবীরহা ॥ ৩১
এতেন হি তদা রাজংস্তপ আস্থায় দারুণম্।
সুদুর্লভো বরো লব্ধঃ পাণ্ডবান্ যোদ্ধুমাহবে ॥ ৩২

তোমরা রথসঞ্চালনে এবং অস্ত্রসমূহের প্রহারেও অতিশয় পটু। অস্ত্রবিদ্যায় সুশিক্ষিত তোমরা যুদ্ধের ভারবহনেও সমর্থ। ধনুর্বেদবিদ্যায় তোমরা দ্রোণাচার্য ও কৃপাচার্যের সুযোগ্য শিষ্য ॥ ২১

ধৃতরাষ্ট্রের সকল মনস্বী পুত্র তোমরা পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতা করত যুদ্ধে উদ্যত হইয়া সংগ্রামরত পাঞ্চালদেশীয় যোদ্ধাদিগকে সমরভূমিতে সংহার করিয়া ফেলিবে ॥ ২২

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি তোমার সমস্ত সৈন্যেরই প্রধান সেনাপতি, অতএব পাণ্ডবগণকে অত্যন্ত ব্যাকুল করিয়া শত্রুসৈন্যদিগকে বিনাশ করিব ॥ ২৩

আমি স্বীয় মুখে নিজেরই গুণসমূহকে বর্ণনা করা উচিত বলিয়া মনে করিতেছি না। তুমি ত' আমাকে জান। শস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভোজবংশীয় কৃতবর্মা তোমার দলে অতিরথ ॥ ২৪

তিনি এই যুদ্ধে তোমার অভীষ্ট প্রয়োজন সাধন করিবেন। বড় বড় অস্ত্রবেত্তারাও ইঁহাকে পরাজিত করিতে পারেন না। ইঁহার অস্ত্র অত্যন্ত দৃঢ় এবং ইনি দূরস্থিত লক্ষ্যবস্তুকে আঘাত করিয়া ভূপাতিত পারেন। যেরূপ দেবরাজ ইন্দ্র দানবগণকে সংহার করেন, সেইরূপ ইনিও পাণ্ডবগণের সৈন্যবাহিনীকে বিনাশ করিবেন ॥ ২৫

মহাধনুর্ধর মদ্ররাজ শল্যকেও অতিরথ বলিয়া মনে করি; যিনি প্রত্যেক যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণের সহিত স্পর্দ্ধা করিয়া থাকেন ॥ ২৬

যিনি নিজ ভাগ্নে (ভাগিনেয়) নকুল-সহদেবকে পরিত্যাগ করিয়া অন্য সমস্ত মহারথ পাণ্ডবসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবেন। তোমার সৈন্যমধ্যে এই বীরশিরোমণি শল্যকে অতিরথ বলিয়া মনে করি। যিনি সমুদ্রের তরঙ্গের ন্যায় অসংখ্য বাণদ্বারা শত্রুপক্ষের সৈন্যগণকে প্লাবিত করিয়া দিবার ন্যায় যুদ্ধ করেন ॥

সৌমদত্তের পুত্র মহাধনুর্ধর ভূরিশ্রবাও অস্ত্রবিদ্যায় অভিজ্ঞ এবং তোমার হিতৈষী সুহৃৎ। তিনি রথিগণের যূথপতিদিগের (মহারথের) যূথপতি (অর্থাৎ অতিরথ), সুতরাং তিনি তোমার শত্রুগণের সৈন্যসমূহকে ভরতরূপে বিনাশ করিবেন ॥ ২৭-২৯

মহারাজ! সিন্ধুরাজ জয়দ্রথকেও আমি দুই রথীর তুল্য বলিয়া মনে করি। ইনি অত্যন্ত পরাক্রমী ও রথী যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। রাজন্! ইনিও যুদ্ধে পাণ্ডবগণের সৈন্যদের সহিত সংগ্রাম করিবেন ॥ ৩০

রাজন্! দ্রৌপদীর হরণের সময় পাণ্ডবগণ ইঁহাকে অত্যন্ত কষ্ট দিয়াছিল। সেই মহাক্লেশসমূহ স্মরণ করিয়া শত্রুবীরনাশী মহারথ অবশ্যই যুদ্ধ করিবেন ॥ ৩১

রাজন্! সেই সময় তিনি অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করিয়া পাণ্ডবগণকে যুদ্ধের মুখে নিরোধ করিয়া রাখিবার অভিপ্রায় দুর্লভ বর লাভ করিয়াছেন ॥ ৩২

স এষ রথশার্দূলস্তব বৈরং সমর্থয়ন্ রণে।
যোৎস্যতে পাণ্ডবৈস্তাত প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজান্ ॥৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি রথাতিরথসংখ্যানপর্বণি পঞ্চষষ্ট্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৫ ॥

ভাত! রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মহারথ যুদ্ধে সেই পুরাতন শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়া নিজের দুস্ত্যজ প্রাণের মমতা ত্যাগ করত পাণ্ডবদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন। ৩৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত রথাতিরথসংখ্যানপর্বে পঞ্চষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবপক্ষস্য রথি-বীরাণাং বর্ণনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

সুদক্ষিণস্তু কাম্বোজো রথ একগুণো মতঃ।
তবার্থসিদ্ধিমাকাঙ্ক্ষন্ যোৎস্যতে সমরে পরৈঃ ॥ ১
এতস্য রথসিংহস্য তবার্থে রাজসত্তম।
পরাক্রমং যথেচ্ছসা দ্রক্ষ্যন্তি কুরবো যুধি ॥ ২
এতস্য রথবংশে হি তিগ্মবেগপ্রহারিণঃ।
কাম্বোজানাং মহারাজ শলভানামিবায়তিঃ ॥ ৩
নীলো মাহিষতীবাসী নীলবর্মা রথস্তব।
রথবংশেন কদনং শত্রূণাং বৈ করিষ্যতি ॥ ৪
কৃতবৈরঃ পুরা চৈব সহদেবেন মারিষ।
যোৎস্যতে সততং রাজংস্তবার্থে কুরুনন্দন ॥ ৫
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ সম্মতৌ রথসত্তমৌ।
কৃতিনৌ সমরে তাত দৃঢ়ধীয়-পরাক্রমৌ ॥৬
এতৌ তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ রিপুসৈন্যং প্রধক্ষ্যতঃ।
গদাপ্রাসাসিনারাচৈস্তোমরৈশ্চ কচর্ষভৈঃ ॥ ৭
যুদ্ধাভিকামৌ সমরে ক্রীড়ন্তাবিব যূথপৌ।
যুধ্যমধৌ মহারাজ বিচরন্তৌ কৃতাস্তবৎ ॥ ৮
ত্রিগর্তাঃ ভ্রাতরঃ পঞ্চ রথোদারা মতা মম।
কৃতবৈরাশ্চ পার্থৈস্তে বিরাটনগরে তদা ॥ ৯

ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[কৌরবপক্ষের রথী বীরগণের বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! আমি কাম্বোজদেশের রাজা সুদক্ষিণকে এক রথী বলিয়া মনে করি। ইনি তোমার কার্য্যসিদ্ধি বাসনা করেন এবং শত্রুগণের সহিত সমরাঙ্গণে যুদ্ধ করিবেন। ১

নৃপশ্রেষ্ঠ! রথিগণের মধ্যে সিংহতুল্য পরাক্রমশালী এই কম্বোজরাজ তোমার জন্য যুদ্ধে ইচ্ছানুরূপ পরাক্রম প্রকাশ করিবেন এবং সমস্ত কৌরবগণ ইহার পরাক্রম দেখিবেন। ২

মহারাজ! প্রচণ্ডবেগে প্রহার করিতে সমর্থ এই কম্বোজযুবকের রথিগণের মধ্যে কম্বোজদেশীয় সৈন্যদিগের শ্রেষ্ঠ শতজনের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতেছে। ৩

মাহিষতী নগরীবাসী রাজা নীলও তোমার পক্ষের একজন রথী। ইনি নীলবর্ণের কবচ ধারণ করেন। ইনি বীর রথসমূহের দ্বারা শত্রুদিগকে সংহার করিবেন। ৪

কুরুনন্দন! পূর্ব্ব হইতেই সহদেবের সহিত ইহার শত্রুতা আছে। রাজন্! ইনি সর্ব্বদা তোমার শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন। ৫

অবন্তিদেশের দুই বীর বিন্দ ও অনুবিন্দ শ্রেষ্ঠ রথী বলিয়াই সকলের অভিমত। ইহারা উভয়ে যুদ্ধবিষয়ে পারদর্শী এবং দৃঢ় বল ও পরাক্রমশালী। ৬

এই উভয় পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর গদা-নিক্ষিপ্ত প্রাস, খড়্গ, নারাচ ও তোমরসমূহে শত্রুসৈন্যকে দগ্ধ করিয়া ফেলিবেন। ৭

মহারাজ! যেরূপ দুই যূথপতি গজরাজ করিণীদের মধ্যে যেন ক্রীড়া করিতে করিতে বিচরণ করে, সেইরূপ যুদ্ধাভিলাষী বিন্দ ও অনুবিন্দ সমরাঙ্গণে যমরাজসদৃশ বিচরণ করিবেন। ৮

ত্রিগর্ত্তদেশের পঞ্চ ভ্রাতাকেও আমি উদার রথী বলিয়া স্বীকার করি। বিরাটনগরে দক্ষিণগোগ্রহণে যুদ্ধের সময় তাঁহারা পাণ্ডবের সহিত ইহাদের শত্রুতা হইয়াছে। ৯

মকরা ইব রাজেন্দ্র সমুদ্রস্য তরঙ্গিণীম্।
গঙ্গায়াং বিক্ষোভয়িষ্যন্তি পার্থানাং ধূর্ষি বাহিনীম্॥ ১০
তে রথাঃ পঞ্চ রাজেন্দ্র যেষাং সপ্তরথো মুখম্।
এতে যোৎস্যন্তি সংগ্রামে সংস্মরন্তঃ পুরাকৃতম্॥ ১১
ব্যলোকং পাণ্ডবেয়েন ভীমসেনানুজেন হ।
দিশো বিজয়তো রাজন্ শ্বেতবাহেন ভারত॥ ১২
তে হনিষ্যন্তি পার্থানাং তানাপাস্য মহারথান্।
বরান্ বরান্ মহেষ্বাসান্ ক্ষত্রিয়াণাং ধুরন্ধরান্॥ ১৩
লক্ষ্মণস্তব পুত্রশ্চ তথা দুঃশাসনস্য চ।
উভৌ তৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ সংগ্রামেষ্বপলায়িনৌ॥ ১৪
তরুণৌ সুকুমারৌ চ রাজপুত্রৌ তরস্বিনৌ।
যুদ্ধানাঞ্চ বিশেষজ্ঞৌ প্রণেতারৌ চ সর্বশঃ॥ ১৫
রথৌ তৌ কুরুশার্দূল মতৌ মে রথসত্তমৌ।
ক্ষত্রধর্মরতৌ বীরৌ মহৎ কর্ম করিষ্যতঃ॥ ১৬
দত্তবারো মহারাজ রথ একো মহেষ্বঃ।
যোৎস্যতে তব সংগ্রামে যেন সৈন্যেন পালিতঃ॥ ১৭
বৃহদ্বলস্তথা রাজা কৌশল্যো রথসত্তমঃ।
রথো মম মতস্তাত মহাবেগপরাক্রমঃ॥ ১৮
এষ যোৎস্যতি সংগ্রামে ঘ্নান্ বন্ধূন্ সম্প্রহর্ষয়ন্।
উগ্রায়ুধো মহেষ্বাসো ধার্তরাষ্ট্রহিতে রতঃ॥ ১৯
কৃপঃ শারদ্বতো রাজন্ রথযূথপযূথপঃ।
প্রিয়ান্ প্রাণান্ পরিত্যজ্য প্রধক্ষ্যতি রিপূংস্তব॥ ২০
গৌতমস্য মহর্ষের্ব আচার্যস্য শরদ্বতঃ।
কার্তিকেয় ইবাজেয়ঃ শরস্তম্বাৎ সুতোঽভবৎ॥ ২১
এষ সেনাঃ সুবহুলা বিবিধায়ুধকার্মুকাঃ।
অগ্নিবৎ সমরে তাত চরিষ্যতি বিনির্দহন্॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি রথাতিরথসংখ্যানপর্বণি ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥ ১৬৬

রাজেন্দ্র! যেরূপ মকরগণ উত্তালতরঙ্গময়ী গঙ্গাকে মথিত করিয়া থাকে, সেইরূপ ত্রিগর্তদেশীয় এই পাঁচ জনের বীর পাণ্ডব-সৈন্যকে বিমথিত করিয়া দিবেন॥ ১০

মহারাজ! এই পঞ্চ ভ্রাতা রথী এবং সপ্তরথ তাঁহাদের মধ্যে প্রধান। ভারত! ভীমসেনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা শ্বেতবাহন পাণ্ডুপুত্র অর্জুন দিগ্‌বিজয়ের সময় ত্রিগর্তদেশের যে অনিষ্ট করিয়াছিল, সেই পূর্ব শত্রুতা স্মরণ করিয়া এই পঞ্চ বীর ভ্রাতা সংগ্রামে মন নিবিষ্ট করিয়া যুদ্ধ করিবেন॥ ১১-১২

ইঁহারা পাণ্ডবপক্ষের মহারথিগণের নিকট যাইয়া সেই শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীর ক্ষত্রিয়শিরোমণি মহাধনুর্ধরদিগকে সংহার করিবেন॥ ১৩

তোমার পুত্র লক্ষ্মণ ও দুঃশাসনের পুত্র—এই উভয় পুরুষশ্রেষ্ঠ বীর যুদ্ধ হইতে কখনও পলায়ন করে না॥ ১৪

এই দুই তরুণ ও সুকুমার রাজপুত্র অতিশয় বেগশালী, বহু যুদ্ধে বিশেষজ্ঞ এবং সর্বপ্রকার সৈন্যের সেনাপতি হইবার যোগ্য॥ ১৫

কুরুশ্রেষ্ঠ! এই দুই বীর রথী ত' বটেই এমন কি ইহারা রথিগণের মধ্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ। ইহারা উভয়ে ক্ষত্রিয়ধর্মে নিরত থাকিয়া যুদ্ধে মহাপরাক্রম প্রদর্শন করিবে॥ ১৬

মহারাজ! নরশ্রেষ্ঠ! তোমার সৈন্যমধ্যে রথযূথপতিগণের একজন রথী, যে তোমার ভগ্ন রথসকলে নিজ সৈন্যে সুরক্ষিত হইয়া যুদ্ধ করিবে॥ ১৭

তাত! অতিশয় বেগ ও পরাক্রমশালী কোশলদেশের অধিপতি বৃহদ্বলও একজন রথী এবং রথিগণের মধ্যে তাঁহার স্থান সর্বোচ্চে॥ ১৮

ইনি ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণের হিতাকাঙ্ক্ষী, সুতরাং মহাধনুর্ধর ও উগ্রতর অস্ত্রধারী এই বীর স্বীয় বন্ধুগণের হর্ষবর্ধন করিতে করিতে উৎসাহ ভরে যুদ্ধ করিবেন॥ ১৯

রাজন্! শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য ত' রথযূথপতিগণের যূথপতি (অতিরথ)। তিনি স্বীয় প্রিয় প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া তোমার শত্রুদিগকে ভস্মীকৃত করিবেন॥ ২০

গৌতমবংশীয় মহর্ষি আচার্য শরদ্বানের পুত্র কৃপাচার্য কার্তিকেয়ের ন্যায় শরবন হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন এবং তাঁহারই ন্যায় ইনি যুদ্ধে অজেয়॥ ২১

তাত! ইনি বিবিধ অস্ত্র ও ধনুর্ধারী বহুসংখ্য সৈন্যগণকে অগ্নির ন্যায় দগ্ধ করিতে করিতে সমরাঙ্গণে বিচরণ করিবেন॥ ২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত রথাতিরথসংখ্যানপর্বে ষট্‌ষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পুনঃ কৌরবপক্ষস্য রথি-মহারথাতিরথিনাং নিরূপণম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

শকুনির্মাতুলস্তেঽসৌ রথ একো নরাধিপ।
প্রযুজ্য পাণ্ডবৈর্যোৎস্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১

এতস্য সেনা দুর্ধর্ষা সমরে প্রতিযায়িনঃ।
বিকৃতায়ুধকূপিষ্ঠা বায়ুবেগসমা জবে ॥ ২

দ্রোণপুত্রো মহেষ্বাসঃ সর্বানেবাতিরিচ্যতে।
সমরে চিত্রযোধী চ দৃঢ়াস্ত্রশ্চ মহারথঃ ॥ ৩

এতস্য হি মহারাজ যথা গাণ্ডীবধন্বনঃ।
শরাসনবিনির্মুক্তাঃ সংসক্তা যান্তি সায়কাঃ ॥ ৪

নৈব শক্যো ময়া বীরঃ সংখ্যাতুং রথসত্তমঃ।
নির্দহেদপি লোকাংস্ত্রীনিচ্ছয়েষ মহারথঃ ॥ ৫

ক্রোধস্তেজশ্চ তপসা সম্ভৃতোঽস্যনবাসিনাম্।
দ্রোণেনানুগৃহীতশ্চ দিব্যৈরস্ত্রৈরুদারধীঃ ॥ ৬

দেবেষ্বপ্যস্য মহানেকো যেনৈব ভরতর্ষভ।
ন মে রথো নাতিরথো মতঃ পার্থিবসত্তম ॥ ৭

জীবিতং প্রিয়মত্যর্থমাযুষ্কামঃ সদা দ্বিজঃ।
নক্তমহ্না সমশ্চ কল্পিতস্তুভয়োঃ সেনয়োরপি ॥ ৮

চক্রাণামেকরথেনৈব দেবানামপি বাহিনীম্।
বপুষ্মাংস্তলঘোষেণ স্ফোটয়েদপি পর্বতান্ ॥ ৯

অসংখ্যেয়গুণো বীরঃ প্রহর্তা দারুণদ্যুতিঃ।
দণ্ডপাণিরিবাসঙ্গঃ কালবৎ প্রচরিষ্যতি ॥ ১০

যুগান্তাগ্নিসমঃ ক্রোধাৎ সিংহগ্রীবো মহাদ্যুতিঃ।
এষ ভারতযুদ্ধস্য পুরঃ সাম্মমিষ্যতি ॥ ১১

পিতা যস্য মহাতেজা দুষ্প্রেক্ষোঽপি যুধিষ্ঠিরঃ।
রণে কর্ম মহৎ কর্তা অত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ ॥ ১২

সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়।

[পুনরায় কৌরবপক্ষের রথী, মহারথ ও অতিরথসমূহের বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—হে নরাধিপ! এই তোমার মামা শকুনিও একজন রথী। সে পাণ্ডবগণের সহিত শত্রুতাচরণ বাধিয়া যুদ্ধ করিবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই। ১

যুদ্ধে শত্রুগণের সম্মুখে গমনকারী এই শকুনির সৈন্যবাহিনীও দুর্জয়। ইহারা বেগে বায়ুতুল্য এবং বিবিধ আকৃতিবিশিষ্ট অনেক অস্ত্রে বিভূষিত। ২

মহারথের দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা তো সকল ধনুর্ধারী হইতে শ্রেষ্ঠ, বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতে সমর্থ ও সুদৃঢ় অস্ত্রসম্পন্ন মহারথী। ৩

মহারাজ! গাণ্ডীবধারী অর্জুনের ন্যায় ইহারও ধনু হইতে এক সঙ্গে নিক্ষিপ্ত বহুবাণ পরস্পর সংযুক্ত থাকিয়া লক্ষ্য পর্যন্ত গমন করে। ৪

রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই বীর পুরুষের মহত্ত্ব বর্ণনা করিবার সামর্থ্য আমার নাই। এই মহারথী যদি ইচ্ছা করেন, তবে তিন লোককেই দগ্ধ করিতে পারেন। ৫

ইহার মধ্যে তেজ, ক্রোধ ও আশ্রমবাসী মহর্ষিগণের যোগ তপস্যা সঞ্চিত আছে। ইহার বুদ্ধি উদার (নিকট, অথবা উদারবুদ্ধি—অতিশয় বুদ্ধিমান্)। দ্রোণাচার্য সমগ্র দিব্যাস্ত্রসমূহের জ্ঞানদান করিয়া ইহার উপর মহানুগ্রহ করিয়াছেন। ৬

দেবতাদের মধ্যেও ইহার মান একটি গুরুতর দোষ আছে, যাহার জন্য আমি ইহাকে এ অতিরথী না রথী বলিয়া মনে করি। ৭

এই ব্রাহ্মণের নিকের জীবন অত্যন্ত প্রিয়, সেইজন্য ইনি দক্ষতা দেখাইয়া চলিয়া থাকেন। (ইহাই তাঁহার দোষ)। অন্যথা উভয় পক্ষের সৈন্যমধ্যে ইহার তুল্য শক্তিশালী কেহ নাই। ৮

ইনি একবারে রথের সাহায্যে দেবসেনাগণকেও সংহার করিতে পারেন। ইহার দেহ দৃঢ়-পুষ্ট ও বিশাল। ইনি ধীর ধনুর টঙ্কারধ্বনিতে পর্বতকেও বিদীর্ণ করিতে পারেন। ৯

এই বীরের মধ্যে অসংখ্য গুণ বিদ্যমান আছে। ইনি অস্ত্র-প্রহারে কুশল এবং ভয়ঙ্কর তেজস্বী, অতএব ইনি প্রলয়কালের ন্যায় অসহ্য হইয়া যুদ্ধ ভূমিতে বিচরণ করিবেন। ১০

ইনি ক্রুদ্ধ হইলে প্রলয়কালীন অগ্নির সদৃশ হইয়া যান। ইহার গ্রীবা সিংহগ্রীবাতুল্য। এই মহাতেজস্বী অশ্বত্থামা মহাভারত-যুদ্ধের পুরোভাগে শোভা করিবেন। ১১

অশ্বত্থামার পিতা দ্রোণাচার্য মহাতেজস্বী। তিনি বৃদ্ধ হইলেও নবযুবকগণ হইতেও শ্রেষ্ঠ। এই যুদ্ধে তিনি মহাপরাক্রম প্রকাশ করিবেন—তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। ১২

অস্ত্রবেগানিলোদ্ধূতঃ সেনাকক্ষেন্ধনোত্থিতঃ।
পাণ্ডুপুত্রস্য সৈন্যানি প্রধক্ষ্যতি রণে দ্রুতঃ ॥ ১৩
রথযূথপযূথানাং যূথপেক্ষিয়ঃ নরর্ষভঃ।
ভারদ্বাজাত্মজঃ কর্তা কর্ম তীব্রং হিতং তব ॥ ১৪
সর্বমূর্ধাভিষিক্তানামাচার্যঃ স্থবিরো গুরুঃ।
পঞ্চেন্দ্রস্য সৃঞ্জয়ানাং প্রিয়স্তস্য ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১৫
নৈব জাতু মহেষ্বাসঃ পার্থমক্লিষ্টকারিণম্।
হন্যাদাচার্যকং দীপ্তং সংস্মৃত্য গুণনির্জিতম্ ॥ ১৬
শ্লাঘতেঽস্ত্রং সদা বীর পার্থস্য গুণবিস্তরৈঃ।
পুত্রাদভ্যধিকং চৈনং ভারদ্বাজোঽনুপশ্যতি ॥ ১৭
হন্যাদেকরথেনৈব দেব-গন্ধর্ব-মানুষান্।
একীভূতানপি রণে দিব্যৈরস্ত্রৈঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৮
পৌরবো রাজশার্দূলস্তব রাজন্ মহারথঃ।
মতো মম রথোদারঃ পরবীররথার্জঃ ॥ ১৯
যেন সৈন্যেন মহতা প্রতপন্ শত্রুবাহিনীম্।
প্রধক্ষ্যতি স পঞ্চালান্ কক্ষমগ্নিগতির্যথা ॥ ২০
সত্যশ্রবা রথশ্রেষ্ঠো রাজপুত্রো বৃহদ্বলঃ।
তব রাজন্ রিপুবলে কালবৎ প্রচরিষ্যতি ॥ ২১
এতস্য যোধা রাজেন্দ্র বিচিত্রকবচায়ুধাঃ।
বিচরিষ্যন্তি সংগ্রামে নিঘ্নন্তঃ শাত্রবাংস্তব ॥ ২২
বৃষসেনো রথশ্রেষ্ঠাঃ কর্ণপুত্রো মহারথঃ।
প্রধক্ষ্যতি রিপূণাং তে বলং তু বলিনাং বরঃ ॥ ২৩
জলসন্ধো মহাতেজা রাজন্ রথবরস্তব।
ত্যক্ষ্যতে সমরে প্রাণান্ মাধবঃ পরবীরহা ॥ ২৪
এষ যোৎস্যতি সংগ্রামে গজস্কন্ধবিশারদঃ।
রথেন বা মহাবাহুঃ ক্ষপয়ন্ শত্রুবাহিনীম্ ॥ ২৫

সমরাঙ্গণে অবস্থিত দ্রোণাচার্য সাক্ষাৎ অগ্নির সদৃশ হইয়া যান। তিনি অস্ত্রবেগরূপ বায়ুর সাহায্যে উদ্দীপ্ত হইবেন এবং সেনারূপ তৃণনির্মিত কক্ষসমূহ ও কাষ্ঠ পাইয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবেন। এইভাবে তিনি প্রজ্বলিত হইয়া পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সৈন্যবাহিনীকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবেন। ১৩

এই নরশ্রেষ্ঠ ভরদ্বাজনন্দন দ্রোণাচার্য রথযূথপতিগণেরও যূথপতি (বিশিষ্ট অভিরথ)। তিনি তোমার হিতের জন্য তীব্র পরাক্রম প্রকাশ করিবেন। ১৪

সমস্ত মূর্ধাভিষিক্ত রাজগণের ইনি আচার্য ও বৃদ্ধ গুরু। ইনি সৃঞ্জয়বংশীয় বীরগণকে বিনাশ করিবেন, কিন্তু অর্জুন ইহার অত্যন্ত প্রিয়। ১৫

মহাধনুর্ধর দ্রোণাচার্যের সদৃশজন আচার্যভাবে অর্জুনের গুণের দ্বারা জিত হইয়াছে। উহা স্মরণ করিয়া ইনি অনায়াসে মহৎ কর্মকারী কুন্তীপুত্র অর্জুনকে কদাপি বিনাশ করিবেন না। ১৬

বীর! এই আচার্য দ্রোণ অর্জুনের গুণাবলির বিস্তৃতি-সহকারে উল্লেখ করিতে করিতে তাহার প্রশংসা করেন এবং তাহাকে পুত্র হইতেও অধিক প্রিয় বলিয়া মনে করেন। ১৭

প্রতাপশালী দ্রোণাচার্য একমাত্র রথের সাহায্য লইয়া রণভূমিতে একত্র সমবেত সমস্ত দেবতা, গন্ধর্ব ও মনুষ্যগণকে দীপ্ত দিব্যাস্ত্রসমূহ দ্বারা বিনাশ করিতে পারেন। ১৮

রাজন্! তোমার সৈন্যমধ্যে তিনি নরশ্রেষ্ঠ কৌরব, আমার মতে তিনি রথিসকলের মধ্যে উদার রথী। তিনি বিপক্ষীয় বীর রথিগণকে পীড়া দিতে সমর্থ। ১৯

রাজা পৌরব স্বীয় বিশাল সৈন্যবাহিনীর দ্বারা শত্রুবাহিনীকে সন্তপ্ত করিতে করিতে পাঞ্চালদেশের বীর সৈন্যগণকে সেইরূপে ভস্মীভূত করিয়া দিবেন, যেরূপ অগ্নি তৃণনির্মিত গৃহকে ভস্মীভূত করিয়া দেয়। ২০

রাজন্! রাজকুমার বৃহদ্বলও একজন রথী। তাঁহার সত্য-কীর্তি জগতে বিস্তৃত আছে। তিনি তোমার শত্রুসৈন্যের মধ্যে কালের ন্যায় বিচরণ করিবেন। ২১

রাজেন্দ্র! তাঁহার সৈন্যরা বিচিত্র কবচ ও অস্ত্রধারণ করিয়া তোমার শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে করিতে যুদ্ধভূমিতে বিচরণ করিবে। ২২

কর্ণের পুত্র বৃষসেনও তোমার সৈন্যের মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ রথী। ইহাকে মহারথীও বলিতে পারা যায়। বলবান্‌গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃষসেন তোমার শত্রুর বিশাল সৈন্যবাহিনীকে ভস্ম করিয়া ফেলিবেন। ২৩

রাজন্! শত্রুবীরনাশী মধুবংশীয় মহাতেজস্বী জলসন্ধ তোমার সৈন্যমধ্যে শ্রেষ্ঠ রথী। ইনি যুদ্ধে তোমার জন্য প্রাণ পর্যন্ত ত্যাগ করিয়া দিবেন। ২৪

মহাবাহু জলসন্ধ রথ অথবা হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে নিপুণ। ইনি যুদ্ধে শত্রুসৈন্যগণকে বিনাশ করিতে করিতে সংগ্রাম করিয়া যাইবেন। ২৫

রথ এষ মহারাজ মতো মে রাজসত্তম।
স্বদর্থে ত্যক্ষ্যতে প্রাণান্ সহসৈন্যো মহারণে ॥২৬
এষ বিক্রান্তযোধী চ চিত্রযোধী চ সঙ্গরে।
রীতয়শ্চাপি তে রাজন্ শক্রতিঃ সহ যোৎস্যতে ॥ ২৭
বাহ্লীকোঽতিরথশ্চৈব সমরে চানিবর্তনঃ।
যম রাজন্ মতো যুদ্ধে শূরো বৈবস্বতোপমঃ ॥ ২৮
ন হ্যেষ সমরং প্রাপ্য নিবর্তেত কথঞ্চন।
যথা সত্যতপো রাজন্ স হি হন্যাৎ পরান্ রণে ॥ ২৯
সেনাপতির্মহারাজ সত্যবাংস্তে মহারথঃ।
রথেষ্বতুলকর্মা চ রথী পররথার্জহঃ ॥ ৩০
এতস্য সমরং দৃষ্ট্বা ন ব্যথান্তি কথঞ্চন।
উৎসহন্ত্যুৎপতন্ত্যেব পরান্ রথপথে স্থিতান্ ॥ ৩১
এষ চারিষু বিক্রান্তঃ কর্ম সংপূজয়োচিতম্।
কর্তা বিমর্দে সুমহৎ স্বদর্থে পুরুষোত্তমঃ ॥ ৩২
অলমুষো রাক্ষসেন্দ্রঃ ক্রূরকর্মা মহারথঃ।
হনিষ্যতি পরান্ রাজন্ পূর্ববৈরমনুস্মরন্ ॥ ৩৩
এষ রাক্ষসসৈন্যানাং সর্বেষাং রথসত্তমঃ।
মায়াবী দৃঢ়বৈরশ্চ সমরে বিচরিষ্যতি ॥ ৩৪
প্রাগ্জ্যোতিষাধিপো বীরো ভগদত্তঃ প্রতাপবান্।
গজাঙ্কুশধরশ্রেষ্ঠো রথে চৈব বিশারদঃ ॥ ৩৫
এতেন যুদ্ধমভবৎ পুরা গাণ্ডীবধন্বনঃ।
দিবসান্ সুবহূন্ রাজন্ জয়োজয়বৃদ্ধিনোঃ ॥ ৩৬
ততঃ সখায়ং গাঙ্গেয়ে মানয়ন্ পাকশাসনম্।
অকরোৎ সংবিদং তেন পাণ্ডবেন মহাত্মনা ॥ ৩৭
এষ যোৎস্যতি সংগ্রামে গজযুদ্ধবিশারদঃ।
ঐরাবতো গতো বাজ্ঞা দেবানামিব বাসবঃ ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি রথাতিরথসংখ্যানপর্বণি সপ্তষষ্ট্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৭ ॥

নৃপশ্রেষ্ঠ মহারাজ! ইনি আমার মতে একজন রথী এবং এই মহাযুদ্ধে তোমার জন্য ইনি নিজ সৈন্যবাহিনীর সহিত প্রাণ উৎসর্গ করিতেও প্রস্তুত আছেন ॥ ২৬

রাজন্! ইনি সমরাঙ্গণে মহাপরাক্রম প্রকাশ করিতে করিতে বিচিত্র রীতিতে যুদ্ধ করিতে সমর্থ। ইনি তোমার শত্রুগণের সহিত নির্ভয় হইয়া যুদ্ধ করিবেন ॥ ২৭

বাহ্লীক হইলেন অতিরথী বীর। ইনি যুদ্ধ হইতে কখনও পশ্চাদপসরণ করেন না। রাজন্! যুদ্ধক্ষেত্রে আমি ইহাকে যমরাজতুল্য বলিয়া মনে করি ॥ ২৮

ইনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া কোনরূপে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিবেন না। রাজন্! ইনি বায়ুর ন্যায় মহাবেগে রণভূমিতে শত্রুগণকে নিহত করিবেন ॥ ২৯

মহারাজ! রথারূঢ় হইয়া যুদ্ধে অদ্ভুত পরাক্রম দেখাইতে এবং শত্রুপক্ষের রথিগণকে প্রহার করিয়া পীড়িত করিতে সমর্থ তোমার সেনাপতি সত্যবান্ও একজন মহারথী ॥ ৩০

যুদ্ধ দেখিয়া ইহার কোনরূপ ভয়জনিত বেদনা হয় না; বরং ইনি হাস্যসহকারে রথমার্গস্থিত শত্রুগণের উপর যাইয়া উৎপতিত হন ॥ ৩১

পুরুষশ্রেষ্ঠ সত্যবান্ শত্রুর প্রতি মহাপরাক্রম দেখাইতে পারেন। ইনি তোমার জন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে পুরুষের সুমহৎ যোগ্য কার্য অবশ্যই করিবেন ॥ ৩২

ক্রূরকর্মা রাক্ষসরাজ অলমুষও একজন মহারথী। রাজন্! তিনি পূর্বের শত্রুতার কথা স্মরণ করিয়া শত্রুপক্ষকে সংহার করিবেন ॥ ৩৩

মায়াবী, দৃঢ়ভাবে শত্রুতাকে পোষণ করিতে সমর্থ এবং সমস্ত রাক্ষসসৈন্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ রথী এই অলমুষ রণক্ষেত্রে নির্ভয় হইয়া বিচরণ করিবেন ॥ ৩৪

প্রাগ্জ্যোতিষপুরের রাজা ভগদত্ত বীর ও প্রতাপশালী। হস্তে অঙ্কুশ লইয়া হস্তিগণকে বশীভূত করিয়া রাখিতে সমর্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহার স্থান সর্বোচ্চে। ইনি রথযুদ্ধেও অত্যন্ত পটু ॥ ৩৫

রাজন্! পূর্বে ইহার সহিত গাণ্ডীবধারী অর্জুনের যুদ্ধ হইয়াছিল। সেই যুদ্ধে উভয়েই নিজ নিজ বিজয়লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া বহুদিন ধরিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল ॥ ৩৬

গান্ধারীনন্দন! কিছুদিন পরে ভগদত্ত নিজ সখা ইন্দ্রকে সম্মানপ্রদর্শন করত করদান করিতে স্বীকৃত হইয়া মহাত্মা পাণ্ডুপুত্র অর্জুনের সহিত সন্ধি স্থাপন করেন ॥ ৩৭

রাজা ভগদত্ত হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিতে অত্যন্ত কুশল। ইনি ঐরাবতে আরূঢ় দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় সংগ্রামে তোমার শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিবেন ॥ ৩৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত রথাতিরথসংখ্যান-
পর্বে সপ্তষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবপক্ষস্য রথাতিরথিনাং বর্ণনম্, কর্ণ-ভীষ্ময়োঃ ক্রোধপূর্ণোক্তি-প্রত্যুক্তী, দুর্যোধনেন তয়োর্নিবারণঞ্চ]

ভীষ্ম উবাচ।

অচলো বৃষকশ্চৈব সহিতৌ ভ্রাতরাবুভৌ।
রথৌ তব দ্বয়াবর্ষৌ শত্রূন্ বিধ্বংসয়িষ্যতঃ ॥ ১

বলবন্তৌ নরব্যাঘ্রৌ দৃঢ়ক্রোধৌ প্রহারিণৌ।
গান্ধারমুখ্যৌ তরুণৌ কর্ণনীয়ৌ মহাবলৌ ॥ ২

সখা তে দয়িতো নিত্যং য এষ রণকর্কশঃ।
উৎসাহয়তি রাজংস্ত্বাং বিগ্রহে পাণ্ডবৈঃ সহ ॥ ৩

পরুষঃ কথনো নীচঃ কর্ণো বৈকর্তনস্তব।
মন্ত্রী নেতা চ বন্ধুশ্চ মানী চাত্মসমুদ্ভিতঃ ॥ ৪

এষ নৈব রথঃ কর্ণো ন চাপ্যতিরথো রণে।
বিযুক্তঃ কবচেনৈব সহজেন বিচেতনঃ ॥ ৫

কুণ্ডলাভ্যাঞ্চ বিত্যক্তো বিযুক্তঃ সততং দৃঢ়ী।
অভিশাপাচ্চ রামস্য ব্রাহ্মণস্য চ ভাষণাৎ ॥ ৬

করণানাং বিয়োগাচ্চ তেন নেহর্ধরথো মতঃ।
নৈষ ফাল্গুনমাসাদ্য পুনর্জীবন্ বিমোক্ষ্যতে ॥ ৭

ততোঽব্রবীৎ পুনর্দ্রোণঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ।
এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বং ন মিথ্যাস্তি কদাচন ॥ ৮

রণে রণেঽভিমানী চ বিমুখশ্চাপি দৃশ্যতে।
দৃষ্টী কর্ণঃ প্রমাদী চ তেন নেহর্ধরথো মতঃ ॥ ৯

এতচ্ছ্রুত্বা তু রাধেয়ঃ ক্রোধাদুৎফাল্য লোচনে।
উবাচ ভীষ্মং রাধেয়স্তুদন্ বাগ্‌ভিঃ প্রতোদবৎ ॥ ১০

পিতামহ যথেষ্টং মাং বাক্‌শরৈরপকৃন্তসি।
অনাগসং সদা দ্বেষাদেবমেব পদে পদে ॥ ১১

ক্ষমিষ্যামি চ তৎ সর্বং দুর্যোধনকৃতেন বৈ।
ত্বং তু মাং মন্যসে মন্দং যথা কাপুরুষং তথা ॥ ১২

ভবানর্ধরথো মহ্যং মতো বৈ নাত্র সংশয়ঃ।
সর্বস্য জগতশ্চৈব গাঙ্গেয়ো ন মৃষা বদেৎ ॥ ১৩

অষ্টষষ্ট্যধিকশততম অধ্যায়

[কৌরবপক্ষের রথী ও অতিরথিগণের বর্ণন, কর্ণ ও ভীষ্মের ক্রোধপূর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তি, দুর্যোধন কর্তৃক উহাদিগকে নিবারণ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—অচল ও বৃষক দুই ভ্রাতা তুল্য রথী। ইহারা একত্রে মিলিত হইয়া তোমার শত্রুগণকে বিধ্বস্ত করিবেন ॥ ১

গান্ধারবেশের এই দুই প্রধান বীর মনুষ্যমধ্যে সিংহতুল্য পরাক্রমী, বলবান্, অত্যন্ত ক্রোধী, প্রহার করিতে নিপুণ, তরুণ, দর্শনীয় ও মহাশক্তিশালী ॥ ২

রাজন্! এই যে তোমার প্রিয় সখা কর্ণ, যে তোমাকে পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য সর্বদা উৎসাহিত করে এবং রণক্ষেত্রে সদা নিজের ক্রূরতা দেখাইয়া থাকে, অত্যন্ত কটুভাষী, আত্মপ্রশংসাকারী ও নীচ। এই কর্ণ তোমার মন্ত্রী, নেতা ও বন্ধু হইয়া রহিয়াছে। সে ত' অত্যন্ত অভিমানী, তাহার উপর তোমার আশ্রয় পাইয়া সে আরও উচ্চে স্থান করিয়া লইয়াছে ॥ ৩-৪

এই কর্ণ যুদ্ধে না অতিরথী এবং না রথী বলিবার যোগ্য; কারণ, সে নিজের সহজাত কবচ ও দিব্য কুণ্ডল হারাইয়াছে। সে সর্বদা অপরের কুৎসা রটনা করে। পরশুরামের অভিশাপে, ব্রাহ্মণের শাপবচনে এবং বিজয়সাধক পূর্বোক্ত কবচ-কুণ্ডল হীন হওয়ায় আমার দৃষ্টিতে সে অর্ধরথী। অর্জুনের সহিত মিলিত হইলে সে জীবিত থাকিতে পারিবে না ॥ ৫-৭

এই কথা শুনিয়া শস্ত্রধারিগণের শ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্যও বলিয়া উঠিলেন,—আপনি যাহা বলিলেন, উহা যথার্থ। আপনার এই অভিমত কখনও মিথ্যা নহে ॥ ৮

এই কর্ণ প্রতি যুদ্ধেই গর্বপ্রকাশ করে, কিন্তু পরে যুদ্ধ হইতে আমার প্রাণরক্ষার জন্য পলাইয়া যায়। কর্ণ ভয়ালু ও অদূরদর্শী। অতএব আমার মতেও সে অর্ধরথী ॥ ৯

এই কথা শুনিয়া রাধানন্দন কর্ণ ক্রোধে চক্ষুদ্বয় বিস্ফারিত করিয়া দেখিতে লাগিলেন এবং বাণ বচনরূপ কশাঘাতে ভীষ্মকে পীড়িত করিতে করিতে বলিলেন ॥ ১০

পিতামহ! যদিও আমি তোমার কোন অপরাধ করি নাই, তথাপি আমার উপর বিদ্বেষবশতঃ তুমি ইচ্ছানুসারে পদে পদে আমাকে এইরূপ বাক্যবাণে জর্জরিত করিতেছ ॥ ১১

আমি দুর্যোধনের জন্য নীরবে এ সমস্ত সহ্য করিয়া যাইতেছি, কিন্তু তুমি আমাকে মূর্খ ও কাপুরুষের ন্যায় মনে করিতেছ ॥ ১২

তুমি আমার বিষয়ে এই অভিমত প্রকাশ করিলে যে, আমি অর্ধরথী; হায়, ইহাতেও আবার সম্পূর্ণ জগতে নিঃসন্দেহে এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে গঙ্গানন্দন ভীষ্ম মিথ্যা বলে না! ১৩

কুরূণামহিতো নিত্যং ন চ রাজ্ঞাং বৃকোদরে।
কো হি নাম সমানেষু রাজসূপায়কর্মসু ॥ ১৪
জ্যেষ্ঠাবমর্ষমিমং কুর্যাদ্ বিভেদয়িষুরাহবে।
যথা ত্বং গুণবিদ্বেষাদপরাগঃ চিকীর্ষসি ॥ ১৫
ন হায়নৈর্ন পলিতৈর্ন বিত্তেন চ বন্ধুভিঃ।
মহারথত্বং সংখ্যাতুং শক্যং ক্ষত্রস্য কৌরব ॥ ১৬
বলজ্যেষ্ঠং স্মৃতং ক্ষত্রং মন্ত্রজ্যেষ্ঠা দ্বিজাতয়ঃ।
ধনজ্যেষ্ঠাঃ স্মৃতা বৈশ্যাঃ শূদ্রাস্তু বয়সাধিকাঃ ॥ ১৭
যথেচ্ছকং স্বয়ং ক্রুদ্ধা রথানতিরথাংস্তথা।
কামদ্বেষসমাযুক্তো মোহাৎ প্রকুরুতে ভবান্ ॥ ১৮
দুর্যোধন মহাবাহো সাধু সম্যগবেক্ষ্যতাম্।
ত্যজ্যতাং দুষ্টভাবোঽয়ং ভীমঃ কিলিবিষকৃৎ তব ॥ ১৯
ভিন্না হি সেনা নৃপতে দুঃসন্ধেয়া ভবত্যুত।
মৌলা হি পুরুষব্যাঘ্র কিমু নানাজনদ্বিষঃ ॥ ২০
এষাং দ্বৈধং সমুৎপন্নং যোধানাং যুধি ভারত।
তেজোবধো নঃ ক্রিয়তে প্রত্যক্ষেণ বিশেষতঃ ॥ ২১
রথানাং ক চ বিজ্ঞানং ক চ ভীমোঽল্পচেতনঃ।
অহমাবারয়িষ্যামি পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ॥ ২২
আসাদ্য মামমোঘেষুং গমিষ্যন্তি দিশো দশ।
পাণ্ডবাঃ সহপাঞ্চালাঃ শার্দূলং বৃষভা ইব ॥ ২৩
ক চ যুদ্ধং বিমর্দো বা মধ্যে সুব্যাস্তভানি চ।
ক চ ভীমো গতবয়া নদ্যাস্তা কালচোদিতঃ ॥ ২৪
একাকী স্পর্ধতে নিত্যং সর্বেণ চমূতা সহ।
ন চাস্যং পুরুষঃ কশ্চিৎকুরুতে সোমদর্শনঃ ॥ ২৫
শ্রোতব্যং খলু বৃদ্ধানামিতি শাশ্বতিদর্শনম্।
ন বেদ শ্রুতিবৃদ্ধানাং পুনর্বালা হি তে মতাঃ ॥ ২৬

তুমি কৌরবগণের সঙ্গল্প অবগত করিতেছ, কিন্তু রাজা দুর্যোধন তোমার সেই বিষয় বুঝিতে পারিতেছেন না। তুমি পাণ্ডবগণের প্রতি দ্বেষবশতঃ মোহবশে রাজগণের মধ্যে আমার উপর বিরক্তিভাব জন্মাইতে চেষ্টা করিতেছ, ইহা তুমি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি করিতে পারে? বর্তমানে যুদ্ধের সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে এবং সমস্ত রাজারা উদারচরিত্র হইয়া একত্রিত হইয়াছেন, এইরূপ এক সময়ে বিভেদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করিতে ইচ্ছুক এমন কোন ব্যক্তি আছে যে, পক্ষের যোদ্ধাদিগের এইভাবে তেজ ও উৎসাহ নষ্ট করিতে থাকে? ১৪-১৫

কৌরব! কেবল বয়োবৃদ্ধ হইলে, কেশ পক্ক হইলে, অধিক ধন সংগ্রহ করিলে এবং বহুসংখ্যক বন্ধু-বান্ধব থাকিলেই কোন ক্ষত্রিয়কে মহারথী বলিয়া গণনা করা হয় না। ১৬

ক্ষত্রিয়জাতিতে যে ব্যক্তি অধিক বলে বলীয়ান্, তাহাকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয়। এইরূপ ব্রাহ্মণ বেদমন্ত্রের জ্ঞানে, বৈশ্য অধিক ধনে এবং শূদ্র বয়সে অধিক হইলেই তাহাদিগকে শ্রেষ্ঠ বুঝিতে হইবে। ১৭

তুমি নিজের ইচ্ছানুসারে রথী ও অতিরথীর কথা বলিয়া যাও (তাহাতে কোন ক্ষতি হইবে না), কিন্তু তুমি পাণ্ডবগণের উপর ভক্তিমান ও আমার উপর দ্বেষভাব রাখিয়া মোহবশতঃ বিভেদসৃষ্টি করিতেছ (ইহাতেই সমূহ ক্ষতি হইবে)। ১৮

মহারাজ দুর্যোধন! তুমি উত্তমরূপে বিচার করিয়া রথী প্রভৃতির পর্যালোচনা কর। এই ভীষ্ম দুষ্টভাবে দূষিত হইয়া তোমার অহিত করিতেছে। তুমি ইহাকে পরিত্যাগ কর। ১৯

হে নৃপতে! একবার সৈন্যদলে ভেদ উপস্থিত হইলে, উহাকে পুনরায় মিলিত করা কঠিন। এরূপ অবস্থায় মৌলিক সেবকগণও চলিয়া যায়! সুতরাং যে স্থলে সেখানে ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে আগমন করত কোন এক কার্যের জন্য একত্রে সমবেত হইয়াছে, তাহাদের কথা আর বলিবার কি আছে? ২০

ভারত! এই যোদ্ধাদিগের মধ্যে যুদ্ধের সময় দ্বিধাভাব উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি ত' প্রত্যক্ষই দেখিতে পাইতেছ যে, এই ভীষ্ম আমার তেজ ও উৎসাহ বিশেষভাবে নষ্ট করিয়া দিয়াছে। ২১

কোথায় রথিগণের সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞান, আর কোথায় অল্পবুদ্ধি ভীষ্ম? আমি একাকীই পাণ্ডবসৈন্যগণের অগ্রগতি রুদ্ধ করিব। ২২

আমার বাণ অব্যর্থ। আমার সম্মুখে আসিয়া পাণ্ডব ও পাঞ্চালগণ সেইরূপে দশদিকে পলায়ন করিতে বাধ্য হইবে, যেরূপ ব্যাঘ্রকে দেখিয়া বৃষগণ পলায়ন করে। ২৩

কোথায় যুদ্ধ, ধনোহানি ও গুপ্ত মন্ত্রণার উত্তম উপায় নির্ধারণসূচক বাক্যসমূহ, আর কোথায় যাহার আয়ু প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে, সেই কালপ্রেরিত বৃদ্ধমতি ভীষ্ম। ২৪

সে একাকীই সমস্ত সম্পূর্ণ জগতের সহিত স্পর্ধা করে এবং নিজের স্বার্থ দৃষ্টিবশতঃ কোন পুরুষকেই সে গণ্য করে না। ২৫

বৃদ্ধগণের বাক্য শ্রবণ করা উচিত—ইহা শাস্ত্রের আদেশ। কিন্তু যে অত্যন্ত বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছে, তাহার কথা শ্রবণ করিবার যোগ্য নহে; কারণ, তাহাকে ত' পুনরায় বালকের ন্যায়ই মনে করিতে হয়। ২৬

অহমেকো হনিষ্যামি পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
যুধ্যতে রাজশার্দূল যথো ভীষ্মং গমিষ্যতি ॥ ২৭
কৃতঃ সেনাপতিস্ত্বেষ ত্বয়া ভীষ্মো নরাধিপ।
সেনাপতৌ যথো পন্থা ন তু যোধান্ কথঞ্চন ॥ ২৮
নাহং জীবতি গাঙ্গেয়ে যোৎস্যে রাজন্ কথঞ্চন।
হতে ভীষ্মে তু যোদ্ধাস্মি সর্বৈরের মহারথৈঃ ॥ ২৯

ভীষ্ম উবাচ।

সমুদ্যতোঽয়ং ভারো মে সুমহান্ সাগরোপমঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য সংগ্রামে বহুপুত্রাভিচিন্তিতঃ ॥ ৩০
তমিমং ত্যক্ষ্যতে কালে প্রতপ্তে লোমহর্ষণে।
মিথ্যা ভেদো ন মে কার্য্যস্তেন জীবসি সূতজ ॥ ৩১
ন হ্যহং ত্বদ্য বিক্রম্য স্থবিরোঽপি নিশোস্তন।
যুদ্ধশ্রদ্ধামহং হিংস্যাং জীবিতস্য চ সূতজ ॥ ৩২
জামদগ্ন্যেন রামেণ মহাস্ত্রাণি বিমুঞ্চতা।
ন মে বাধা কৃতা কাচিৎ কিং তু মে কিং করিষ্যসি ॥ ৩৩
কামং নৈতৎ প্রশংসন্তি সন্তঃ স্ববলসংস্তবম্।
বক্ষ্যামি তু ত্বাং সন্তপ্তো নিহীনকুলপাংসন ॥ ৩৪
সমেতাঃ পার্থিবাঃ ক্ষত্রাঃ কাশিরাজস্বয়ংবরে।
নির্জিত্যৈকরথেনৈব যাঃ কন্যাস্তরসা হৃতাঃ ॥ ৩৫
ঈদৃশানাং সহস্রাণি বিশিষ্টানামথো পুনঃ।
ময়ৈকেন নিরস্তানি সসৈন্যানি রণাজিরে ॥ ৩৬
ত্বাং প্রাপ্য বৈরপুরুষং কৃতঘ্নামনয়ো মহান্।
উপস্থিতো বিনাশায় যতস্ব পুরুষো ভব ॥ ৩৭
যুধ্যস্ব সমরে পার্থং যেন বিস্পর্ধসে সহ।
দ্রক্ষ্যামি ত্বাং বিনির্মুক্তমস্মাদ্ যুদ্ধাৎ সুদুর্মতে ॥ ৩৮
তমুবাচ ততো রাজা ধার্তরাষ্ট্রঃ প্রতাপবান্।
মাং সমীক্ষ্য গাঙ্গেয় কার্য্যং হি মহদুদ্যতম্ ॥ ৩৯

নৃপশ্রেষ্ঠ! আমি এই যোদ্ধৃগণের সমক্ষে একাই পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশ করিব। কিন্তু সকল লোক তাহাই দর্শন করিবে। ২৭

হে নরাধিপ! তুমি এই ভীষ্মকেই সেনাপতি করিয়াছ। বিজয়ের বল সেনাপতিই প্রাপ্ত হয়, অন্য যোদ্ধৃগণের কোনরূপে উহা লাভ হয় না। ২৮

রাজন্! অতএব আমি ভীষ্ম জীবিত থাকিতে কোনরূপ যুদ্ধই করিব না। ভীষ্ম নিহত হইলে সকল মহারথীর সহিত আমি যুদ্ধ করিব। ২৯

ভীষ্ম বলিলেন,—সূতপুত্র! এই যুদ্ধে দুর্যোধনের সমুদ্যত অত্যন্ত গুরুতর ভারকে আমি বহন করিতে উদ্যত হইয়াছি। যাহার জন্য আমি বহু বর্ষকাল ধরিয়া এই চিন্তা করিয়া আসিতেছি, সেই সন্তাপদায়ক রোমাঞ্চকারী যুদ্ধ এখন উপস্থিত হইয়াছে, এই সময়ে আমার পারস্পরিক ভেদ উৎপন্ন করা উচিত হইবে না; সেইজন্য তুমি এখনও জীবিত আছ। ৩০-৩১

সূতনন্দন! যদি এরূপ পরিস্থিতি না হইত, তাহা হইলে আমি যুদ্ধ হইয়াও পরাক্রম প্রকাশ করত তোমার মত বালকের যুদ্ধ-বিষয়ক শ্রদ্ধা ও জীবনের আশা একই দণ্ডে উচ্ছেদ করিতাম। ৩২

জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম আমার উপর মহাস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করিয়াছিলেন; তথাপি তিনি আমাকে কোন পীড়াই দিতে পারেন নি। দেখিলে তুমি আর আমার কি করিবে? ৩৩

নীচ কুলাঙ্গার! সজ্জন পুরুষগণ নিজের বলের প্রশংসা করাকে উত্তম বলিয়া মনে করেন না, তথাপি তোমার ব্যবহারে সন্তপ্ত হইয়া আমি নিজের প্রশংসার কথাও বলিব। ৩৪

কাশিরাজের স্বয়ংবর সভায় সমস্ত ভূমণ্ডলের ক্ষত্রিয় নরপতিগণ একত্রিত হইয়াছিলেন, কিন্তু আমি একাই রথে আরোহণ করত তাঁহাদের সকলকে জয় করিয়া বলপূর্বক কাশিরাজের কন্যাগণকে অপহরণ করিয়াছিলাম। ৩৫

এখানে যে সমস্ত লোক সমবেত হইয়াছে, ইহা হইতেও অধিক পরাক্রমী সহস্র নরপতি সেখানে একত্রিত হইয়াছিলেন; কিন্তু আমি একাকীই রণাঙ্গনে তাঁহাদের সকলকে সসৈন্যে পরাজিত করিয়াছিলাম। ৩৬

তুমি একজন মূর্তিমান্ বৈরপুরুষ। তোমার আশ্রয় পাইয়া দুষ্কুলের বিনাশের জন্য মহা অনর্থ উপস্থিত হইয়াছে। এখন তুমি তাহার রক্ষার জন্য ব্যবস্থা কর এবং পুরুষত্বের পরিচয় প্রদান কর। ৩৭

দুর্মতি কর্ণ! তুমি যাহার সহিত সর্বদা স্পর্দ্ধা কর, সেই অর্জুনের সহিত সমরাঙ্গণে তুমি যুদ্ধ কর। আমি দেখিব, কিভাবে তুমি এই সংগ্রাম হইতে মুক্তি পাও। ৩৮

তারপর প্রতাপশালী রাজা দুর্যোধন ভীষ্মকে বলিলেন,—গঙ্গানন্দন! আপনি আমার দিকে দৃষ্টিপাত করুন; কারণ, বর্তমানে বিশেষ কার্য্য উপস্থিত হইয়াছে। ৩৯

চিন্ত্যতামিদমেকাগ্রং মম নিঃশ্রেয়সং পরম্।
উভাবপি ভবন্তৌ মে মহৎ কর্ম করিষ্যতঃ ॥ ৪০

ভূয়শ্চ শ্রোতুমিচ্ছামি পরেষাং রথসত্তমান্।
যে চৈবাতিরথাস্তত্র যে চৈব রথযূথপাঃ ॥ ৪১

বলাবলমমিত্রাণাং শ্রোতুমিচ্ছামি কৌরব।
প্রভাতায়াং রজন্যাং বৈ ইদং যুদ্ধং ভবিষ্যতি ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং মুষ্টোপপর্বণি রথাতিরথসংখ্যানপর্বণি ভীষ্মকর্ণসংবাদে অষ্টষষ্ট্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৮

আপনি একাগ্রচিত্ত হইয়া আমার পরম কল্যাণের বিষয় চিন্তা করুন। আপনি ও কর্ণ উভয়েই আমার এই মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন করিবেন ॥ ৪০

এখন আমি পুনরায় শত্রুপক্ষের শ্রেষ্ঠ রথী, অতিরথী ও রথযূথপতি (মহারথী)-গণের পরিচয় শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ৪১

কুরুনন্দন! শত্রুগণের বলাবলের বিষয় আমি শুনিতে চাই। আজ রাত্রি অতিবাহিত হইলেই কাল প্রাতঃকাল হইতে যুদ্ধ আরম্ভ হইবে ॥ ৪২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত রথাতিরথসংখ্যান-পর্বে ভীষ্ম-কর্ণের সংবাদবিষয়ক অষ্টষষ্ট্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

একোনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবপক্ষস্য রথিপ্রভৃতীনাং বর্ণনম্, তেষাং মহত্ত্বকথনঞ্চ]

ভীষ্ম উবাচ।

এতে রথাস্তবাখ্যাতাস্তথৈবাতিরথা নৃপ।
যে চার্দ্ধরথা রাজন্ পাণ্ডবানামতঃ শৃণু ॥ ১
যদি কৌতূহলং তেঽস্তু পাণ্ডবানাং বলে নৃপ।
রথসংখ্যাং শৃণুষ্ব ত্বং সহৈভির্বসুধাধিপৈঃ ॥ ২
স্বয়ং রাজা রথোদারঃ পাণ্ডবঃ কুন্তীনন্দনঃ।
অস্মিংস্তু সমরে তাত চরিষ্যতি ন সংশয়ঃ ॥ ৩
ভীমসেনস্তু রাজেন্দ্র রথোঽষ্টগুণসম্মিতঃ।
ন তস্যাস্তি সমো যুদ্ধে গদয়া সায়কৈরপি ॥ ৪
নাগায়ুতবলো মানী তেজসা চ স মানুষঃ।
মাদ্রীপুত্রৌ চ রথিনৌ রূপেণ পুরুষর্ষভৌ ॥ ৫
অশ্বিনাবিব রূপেণ তেজসা চ সমন্বিতৌ।
এতে চমূমুপগতাঃ হরয়ঃ ক্রোশমুদ্বহম্ ॥ ৬
কক্ষবৎ প্রচরিষ্যন্তি তত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ।
সর্ব এব মহাত্মানঃ শালস্কন্ধা ইবোদ্গতাঃ ॥ ৭
প্রাদেশেনাধিকাঃ পুংভিরুৎসেধে চ প্রমাণতঃ।
সিংহসংহননাঃ সর্বে পাণ্ডুপুত্রা মহাবলাঃ ॥ ৮

একোনসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবপক্ষে রথী প্রভৃতির বর্ণন এবং তাঁহাদের মহত্ত্বকথন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—হে নৃপ! এই তোমার পক্ষের রথী, অতিরথী ও অর্দ্ধরথীর কথা বলিলাম। রাজন্! এখন তুমি পাণ্ডবপক্ষের রথী প্রভৃতির বর্ণনা শ্রবণ কর ॥ ১

নৃপ! এখন যদি পাণ্ডবগণের সৈন্যবিষয়ে জ্ঞান লাভ করিতে তোমার মনে কৌতূহল হইয়া থাকে, তবে এই ভূপতিগণের সহিত তুমি তাঁহাদের রথিসমূহের সংখ্যা শ্রবণ কর ॥ ২

তাত! কুন্তীর আনন্দবর্দ্ধন স্বয়ং পাণ্ডুপুত্র রাজা যুধিষ্ঠির একজন প্রধান রথী। সে সমরভূমিতে অগ্নির ন্যায় চারিদিকে বিচরণ করিবে—ইহাতে সংশয় নাই ॥ ৩

রাজেন্দ্র! ভীমসেন ত' একাই অষ্টসংখ্যক রথীর তুল্য। গদা ও বাণের দ্বারা যুদ্ধে তাহার ন্যায় আর অন্য কোন যোদ্ধা নাই। ইহার মধ্যে দশ হাজার হাতীর বল আছে। সে অতিশয় অভিমানী ও অলৌকিক তেজস্বান্।

মাদ্রীর দুই পুত্র নকুল-সহদেব অশ্বিনীকুমারের ন্যায় রূপবান্ ও তেজস্বী এই উভয় পুরুষশ্রেষ্ঠই রথী।

এই চারিভ্রাতা মহাক্রোশসমূহ স্মরণ করত তোমার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া রুদ্রদেবের ন্যায় সংহার করিতে করিতে বিচরণ করিবে,—ইহাতে আমার কোনই সংশয় নাই।

এই সব মহাত্মা পাণ্ডবগণ শালবৃক্ষের স্কন্ধের ন্যায় উন্নত। তাঁহাদের উন্নতির পরিমাণ অন্য পুরুষ হইতে এক প্রাদেশ প্রমাণ অধিক।

সকল পাণ্ডবই সিংহসদৃশ সুগঠিত দেহধারী ও মহাবলবান্। তাত! তাঁহারা সকলে ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিয়াছেন। ব্যাঘ্রের

চরিতব্রহ্মচর্য্যাশ্চ সর্বে তাত তপস্বিনঃ।
স্থূলস্কন্ধাঃ পুরুষব্যাঘ্রা ব্যাঘ্রা ইব বলোৎকটাঃ ॥ ৯
জবে প্রহারে সম্মর্দে সর্ব এবাতিমানুষাঃ।
সর্বৈর্জিতা মহীপালা দিগ্‌জয়ে ভরতর্ষভ ॥ ১০
ন চৈষাং পুরুষাঃ কেচিদায়ুধানি গদাঃ শরান্।
বিষহন্তি সদা কর্তুমবিজ্ঞাস্তপি কৌরব ॥ ১১
উদ্যন্তুং বা গদা গুর্বীঃ শরান্ বা ক্ষেপ্তুমাহবে।
জবে লক্ষ্যস্য হরণে ভোজ্যে পাংশুবিকর্ষণে ॥ ১২
বালৈরপি তবস্তস্তৈঃ সর্ব এব বিশেষিতাঃ।
এতৎ সৈন্যং সমাসাদ্য সর্ব এব বলোৎকটাঃ ॥ ১৩
বিধ্বংসয়িষ্যন্তি রণে যা স্ম তৈঃ সহ সঙ্গমঃ।
একৈকশস্তে সম্মর্দে হন্যুঃ সর্বান্ মহীক্ষিতঃ ॥ ১৪
প্রত্যক্ষং তব রাজেন্দ্র রাজসূয়ে যথাতথং।
দ্রৌপদ্যাশ্চ পরিক্লেশং দ্যূতে চ পরুষা গিরঃ ॥ ১৫

তে স্মরন্তশ্চ সংগ্রামে চরিষ্যন্তি চ কত্রবৎ।
লোহিতাক্ষো গুড়াকেশো নারায়ণসহায়বান্ ॥ ১৬
উভয়োঃ সেনয়োর্বীরো রথো নাস্তীতি তাদৃশঃ।
ন হি দেবেষু সর্বেষু নাসুরেষূরগেষু চ ॥ ১৭
রাক্ষসেষথ যক্ষেষু নরেষু কুত এব তু।
ভূতোঽথবা ভবিষ্যো বা রথঃ কশ্চিন্ময়া শ্রুতঃ ॥ ১৮
সমাযুক্তো মহারাজ রথঃ পার্থস্য ধীমতঃ।
বাসুদেবশ্চ সংযন্তা যোদ্ধা চৈব ধনঞ্জয়ঃ ॥ ১৯
গাণ্ডীবঞ্চ ধনুর্দিব্যং তে চাশ্বা বাতরংহসঃ।
অক্ষয়ৌ কবচৌ দিব্যাবক্ষয়ৌ চ মহেষুধী ॥ ২০
অস্ত্রগ্রামশ্চ মাহেন্দ্রো রৌদ্রঃ কৌবের এব চ।
যাম্যশ্চ বারুণশ্চৈব গদাশ্চোগ্রপ্রদর্শনাঃ ॥ ২১
বজ্রাদীনি চ মুখ্যানি নানাপ্রহরণানি চ।
দানবানাং সহস্রাণি হিরণ্যপুরবাসিনাম্ ॥ ২২

গায় উৎকট বলশালী পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ তপস্বী ও দক্ষাকৃতি ॥ ৮-৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহারা বেগ, প্রহার ও সম্মর্দে অলৌকিক শক্তি সম্পন্ন। ইহারা দিগ্‌বিজয়ের সময় এক রাত্রিকেই জয় করিয়াছিল ॥ ১০

কুরুনন্দন! ইহাদের অস্ত্র, গদা ও বাণের আঘাত কোন ব্যক্তিই সহ্য করিতে পারে না। ইহা ব্যতীত, ইহাদের ধনুতে কেহ গুণ আরোপ করিতে পারে না, যুদ্ধে ইহাদের ভারী গদা কেহ উঠাইতে পারে না এবং ইহাদের বাণকেও কেহ প্রয়োগ করিতে পারে না। বেগে গমনে, লক্ষ্যভেদ করিতে, ভোজনে এবং ধূলিক্রীড়া প্রভৃতিতে তাহারা সকলে বাল্যাবস্থাতেই তোমাকে পরাজিত করিয়াছিল ॥

এই সৈন্যসমূহ লাভ করিয়া তাহারা এখন উৎকট বলশালী হইয়া গিয়াছে। যুদ্ধে আসিলে তাহারা তোমার সৈন্যবাহিনীকে বিধ্বংসিত করিয়া ফেলিবে, সেইজন্য আমি চাহিয়াছিলাম যে, তাহাদের সহিত তোমার যুদ্ধ না হউক ॥

তাহাদের এক এক জনের মধ্যে এরূপ শক্তি আছে যে, তাহারা সমগ্র ধৃতরাষ্ট্রসৈন্যকেই বিনাশ করিতে পারে। রাজেন্দ্র! রাজসূয়যজ্ঞে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহা তুমি নিজেই স্বচক্ষে দেখিয়াছ ॥

পাশাখেলার সময় দ্রৌপদীকে যে গুরুতর ক্লেশ দেওয়া হইয়াছে এবং পাণ্ডবগণকে যে সব কঠোর বাক্য বলা হইয়াছে, এই সমস্ত স্মরণ করিয়া তাহারা রণভূমিতে রক্তের ন্যায় বিচরণ করিবে ॥

রক্তিমনেত্র নিদ্রাবিজয়ী অর্জুনের সখা ও সহায়কস্বরূপ হইলেন সাক্ষাৎ নারায়ণ শ্রীকৃষ্ণ। কৌরব-পাণ্ডব উভয়পক্ষেরই সৈন্যবাহিনীর মধ্যে অর্জুনের ন্যায় অন্য কোন বীর নাই ॥

সমস্ত দেবতা, অসুর, নাগ, রাক্ষস ও যক্ষগণের মধ্যেও অর্জুনের সমান বীর কেহ নাই, সেখানে মনুষ্যমধ্যে কিরূপ থাকিতে পারিবে? অতীতে এবং ভবিষ্যতেও এরূপ কোন রথীর কথা আমার শ্রুতিগোচর হয় নাই ॥ ১১-১৮

মহারাজ! বুদ্ধিমান্ অর্জুনের রথ যোজিত আছে। সেই রথের সারথি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও রথী হইল যুদ্ধনিপুণ ধনঞ্জয় ॥ ১৯

অর্জুনের দিব্য গাণ্ডীব ধনু, বায়ুতুল্য বেগগামী অশ্ব, অভেদ্য কবচ ও অক্ষয় বাণে পরিপূর্ণ দুইটি বৃহৎ তূণীর আছে ॥ ২০

ঐ রথে যত অস্ত্রগ্রাম আছে—মহেন্দ্র, রুদ্র, কুবের, যম ও বরুণ-সম্বন্ধীয় অস্ত্র আছে। দেখিতে ভয়ঙ্কর গদাও উহাতে আছে ॥ ২১

বজ্র প্রভৃতি বিবিধ শ্রেষ্ঠ অস্ত্রসমূহও উহাতে রক্ষিত আছে। অর্জুন যুদ্ধে একমাত্র এই রথের সহায়তায় হিরণ্যপুরবাসী সহস্র দানবকে সংহার করিয়াছিল। সুতরাং তাহার তুল্য বীর আর কে আছে?

ইত্যাস্তেকরথেনাত্মৌ কস্তস্ত সদৃশো রথঃ।
এষ হন্যাদ্ধি সংরব্ধো বলবান্ সত্যবিক্রমঃ ॥ ২৩
তব সেনাং মহাবাহুঃ স্বাং চৈব পরিপালয়ন্।
অহং চৈনং প্রত্যুদিয়ামাচার্য্যো বা ধনঞ্জয়ম্ ॥ ২৪
ন তৃতীয়োঽস্তি রাজেন্দ্র সেনয়োরুভয়োরপি।
য এনং শরবর্ষাণি বর্ষন্তমুদিয়াদ্ রথী ॥ ২৫
জীমূত ইব ঘর্মান্তে মহাবাতসমীরিতঃ।
সমাযুক্তস্তু কৌন্তেয়ো বাসুদেবসহায়বান্।
তরস্বী চ কৃতী চৈব জীর্ণাবাবামুভাবপি ॥ ২৬

এই বলবান্, সত্যপরাক্রমী, মহাবাহু অর্জুন ক্রুদ্ধ হইয়া যুদ্ধে আগমন করত তোমার সৈন্যবাহিনীকে সংহার করিবে এবং স্বপক্ষের সৈন্যকে রক্ষা করিবার জন্য ব্যাপৃত থাকিবে।

আমি অথবা দ্রোণাচার্য্যই যুদ্ধে ধনঞ্জয়ের সম্মুখীন হইতে পারি। রাজেন্দ্র! উভয়পক্ষের সৈন্যমধ্যে তৃতীয় এরূপ কোন রথী নাই, যে বাণ বর্ষণ করিতে করিতে উদ্যত অর্জুনের সম্মুখে যাইতে পারিবে ॥ ২২-২৫

বৈশম্পায়ন উবাচ।
এতচ্ছ্রুত্বা তু ভীষ্মস্য রাজ্ঞাং মধ্যংদিনে তদা।
কাঞ্চনাঙ্গদিনঃ পীনা ভুজাশ্চন্দনরূষিতাঃ ॥ ২৭
মনোভিঃ সহ সংহৃষ্টৈঃ সংস্তুতা চ পুরাতনম্।
সামর্থ্যং পাণ্ডবেয়ানাং যথা প্রত্যক্ষদর্শনাৎ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুষ্ণোষপর্বণি রথাতিরথসংখ্যানপর্বণি পাণ্ডবরথাতিরথসংখ্যানম্ এষোনসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬৯

শ্রীকৃষ্ণ জলদ দেহে রথে যাদৃচ্ছিক মহামেঘের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জুন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছে। সে বহু অস্ত্রে অভিজ্ঞ ও তরুণ। এদিকে আমরা দুইজনে বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি ॥ ২৬

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ভীষ্মের এই কথা শুনিয়া পাণ্ডবগণের পুরাতন বলপরাক্রম প্রত্যক্ষ দর্শনের ন্যায় স্মরণ করত রাজাদের হৃষ্টমনঃ ও চন্দনচর্চিত স্থূল বাহু ও মন আবেগযুক্ত হইয়া বিকম্পিত হইতে লাগিল ॥ ২৭-২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উষ্ণোষপর্বাধ্যায়ে রথাতিরথসংখ্যানপর্বে পাণ্ডবগণের রথী ও অতিরথীসংখ্যাবিষয়ক একোনসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবপক্ষস্য রথ্যতিরথিনাং বর্ণনম্, বিরাট-দ্রুপদয়োঃ প্রশংসা চ।]

ভীষ্ম উবাচ।
দ্রৌপদেয়া মহারাজ সর্বে পঞ্চ মহারথাঃ।
বৈরাটিরুত্তরশ্চৈব রথোদারো মতো মম ॥ ১
অভিমন্যুর্মহাবাহু রথযূথপযূথপঃ।
সমঃ পার্থেন সমরে বাসুদেবেন চাত্মবান্ ॥ ২
লঘ্বস্ত্রশ্চিত্রযোধী চ মনস্বী চ দৃঢ়ব্রতঃ।
সংস্মরন্ বৈ পরিক্লেশং স্বপিতুর্বিক্রমিষ্যতি ॥ ৩
সাত্যকির্মাধবঃ শূরো রথযূথপযূথপঃ।
এষ বৃষ্ণিপ্রবীরাণামগ্রণী জিতসাধ্বসঃ ॥ ৪

সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবপক্ষের রথী ও অতিরথীর বর্ণন এবং বিরাট ও দ্রুপদের প্রশংসা।]

ভীষ্ম বলিলেন,—মহারাজ! দ্রৌপদীর যে পাঁচ পুত্র আছে, উহারা সকলে এক একটি মহারথী। বিরাটপুত্র উত্তরকেও আমি এক উদার রথী বলিয়া মনে করি ॥ ১

মহাবাহু অভিমন্যু রথযূথপতিগণেরও যূথপতি (অতিরথ)। এই শত্রুহন্তা বীর সমরাঙ্গণে অর্জুন ও শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় পরাক্রমী। সে অস্ত্রবিদ্যায় বিশিষ্টরূপে শিক্ষাপ্রাপ্ত হইয়াছে, যুদ্ধের বিচিত্র পদ্ধতিও জানে এবং দৃঢ় ব্রতধারণকারী ও মনস্বী। সে তাহার পিতার ক্লেশ স্মরণ করিয়া অবশ্যই পরাক্রম দেখাইবে ॥ ২-৩

যদুবংশীয় সাত্যকি রথযূথপতিগণেরও যূথপতি (অতিরথ)। বৃষ্ণিবংশীয় সকল বীরের মধ্যে এই সাত্যকিই সর্বাপেক্ষা অগ্রবীর। সে ভয়কে জয় করিয়া লইয়াছে ॥ ৪

উত্তমৌজাস্তথা রাজন্ রথোদারো মতো মম।
যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্তো রথোদারো মতো মম ॥ ৫
এতেষাং বহুসাহস্রা রথা নাগা হয়াস্তথা।
যোৎস্যন্তে তে তনূংস্ত্যক্ত্বা কুন্তীপুত্রপ্রিয়েপ্সয়া ॥ ৬
পাণ্ডবৈঃ সহ রাজেন্দ্র তব সেনাসু ভারত।
অস্মিন্নারুভবদ্ রাজন্নাহবস্তুমুলঃ পরস্পরম্ ॥ ৭
অজেয়ৌ সমরে বৃদ্ধৌ বিরাট-দ্রুপদৌ তথা।
মহারথৌ মহাবীর্য্যৌ মতৌ মে পুরুষর্ষভৌ ॥ ৮
বয়োবৃদ্ধাবপি হি তৌ ক্ষত্রধর্মপরায়ণৌ।
ত্যক্ত্বেতে পরং শক্ত্যা স্থিতৌ বীরগতে পথি ॥ ৯
সম্বন্ধকেন রাজেন্দ্র তৌ তু বীর্য্যবলাবরাং।
আর্য্যবৃত্তৌ মহেষ্বাসৌ স্নেহপাশসিতাবুভৌ ॥ ১০

কারণং প্রাপ্য তু নরাঃ সর্ব এব মহাভুজাঃ।
শূরা বা কাতরা বাপি ভবন্তি কুরুপুঙ্গব ॥ ১১
একায়নগতাবেতৌ পাথিবৌ দৃঢ়ধন্বিনৌ।
প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা পরং শক্ত্যা ঘটিষ্যেতে পরন্তপ ॥ ১২
পৃথগক্ষৌহিণীভ্যাং তাবুভৌ সংবৃতি যাস্যতঃ।
সম্বন্ধিভাবং রক্ষন্তৌ মহৎ কর্ম করিষ্যতঃ ॥ ১৩
লোকবীরৌ মহেষ্বাসৌ ত্যক্ত্বাত্মানৌ চ ভারত।
প্রত্যয়ং পরিরক্ষন্তৌ মহৎ কর্ম করিষ্যতঃ ॥ ১৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি রথাতিরথসংখ্যানপর্বণি
সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭০

রাজন্! উত্তমৌজাকেও আমি একজন উদার রথী বলিয়া মনে করি। পরাক্রমশালী যুধামন্যু আমার মতে একজন প্রধান রথী ॥৪

ইহাদের কয়েক হাজার রথ, হস্তী ও অশ্ব আছে, যাহারা কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের প্রিয় করিবার জন্য প্রাণ পরীত্যাগ করিয়া যুদ্ধ করিবে ॥ ৬

ভরতবংশধর রাজেন্দ্র! ইহারা পাণ্ডবগণের সহিত তোমার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া পরস্পরকে যুদ্ধের জন্য আহ্বান করত রণভূমিতে বিচরণ করিবে ॥ ৭

বৃদ্ধ রাজা বিরাট ও দ্রুপদ যুদ্ধে অজেয়। এই দুই নরশ্রেষ্ঠ মহাপরাক্রমশালী বীরকে আমি মহারথী বলিয়া মনে করি ॥ ৮

যদিও ইহারা বয়সে অত্যন্ত বৃদ্ধ, তথাপি ক্ষত্রিয় ধর্মের আশ্রয় লইয়া বীরমার্গে অবস্থান করত নিজ নিজ শক্তি অনুসারে যুদ্ধ করিবার প্রচেষ্টা করিবেন ॥ ৯

রাজেন্দ্র! এই দুই নরপতি বীর্য্য ও বলে সমধিক শ্রেষ্ঠ পুরুষের সদৃশ সদাচারী এবং মহাধনুর্দ্ধর। পাণ্ডবগণের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়ায় ইহারা উভয়ে স্নেহবন্ধনে আবদ্ধ ॥ ১০

কুরুশ্রেষ্ঠ! কোন বিশেষ কারণবশতঃ প্রায় সকল মানুষই মহাবাহু শূর (বীর) অথবা কাতর হইয়া পড়ে ॥ ১১

পরন্তপ! দৃঢ়ভাসহকারে ধনুর্ধারণকারী রাজা বিরাট ও দ্রুপদ একমাত্র বীরমার্গেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। ইহারা প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়া পূর্ণ শক্তিতে তোমার সৈন্যবাহিনীর সহিত যুদ্ধ করিবেন ॥ ১২

ইহারা উভয়েই যুদ্ধে অতিশয় ভাবুক, অতএব বীর সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া পৃথক্ পৃথক্ অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত মহাপরাক্রম প্রকাশ করিবেন ॥ ১৩

ভারত! মহাধনুর্দ্ধর ও জগতে সুপ্রসিদ্ধ বীর এই দুই নরপতি নিজ বিশ্বাস ও সম্মান রক্ষা করিতে করিতে দেহের মায়া না করিয়া যুদ্ধভূমিতে মহৎ কর্ম করিবেন ॥ ১৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত রথাতিরথসংখ্যানপর্বে সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রিশটি পরম ধর্ম। এর দ্বারা আমি তুষ্ট হই। এই ধর্ম যখন জনগণ কর্তৃক উপেক্ষিত হয়, মানবমণ্ডলী যে সময় দেহকে আত্মা ভেবে সর্ব্বতোভাবে দেহপোষণের জন্য আত্মনিয়োগ করে, সন্ধ্যা-পূজা-পাঠ-উপাসনায় মানবকুল যখন বিরত হয়, সাম্যবাদের নামে যে কালে ধ্বংস এসে শাস্ত্র ও সজ্জনের মূলোচ্ছেদ করতে অগ্রসর হয়, পাপিগণ হর্ষে নৃত্য করতে থাকে, পুণ্যবান্‌গণ যৎকালে অতি-শয় ক্লিষ্ট হয়, তখন আসি আমি ধর্ম স্থাপন করবার জন্য। পরম ধর্ম স্থাপন করি—পারমেশ্বর জ্ঞান। "সর্ব্বং ব্রহ্মৌপনিষদং" যা কিছু দেখা যায় সব উপনিষদ্‌উক্ত ব্রহ্ম। এখানে নানা কিছু নাই, সমস্ত ব্রহ্ম। সকল জগৎ আত্মা, ব্রহ্মই সমস্ত নাম-রূপ, ব্রহ্মই বৃহদাকার নিখিল জগৎ, পরমব্যোম পরব্রহ্ম, একমাত্র ব্রহ্মই আছেন; যা আছে তা সৎ, যা শোভা পায় তা চিৎ, যা প্রিয় তা আনন্দ, আমিই সচ্চিদানন্দ ব্রহ্ম—এই পারমেশ্বর জ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত করি। মানুষকে অন্তর্মুখ করবার জন্য পরমধর্ম পারমেশ্বর জ্ঞান প্রতিষ্ঠা করতে হয়; মানুষ অন্তর্মুখ হলে সে বুঝতে পারে—সে কে? তার কর্ত্তব্য কি? মক্ষিকার ব্রণা-স্বাদনের মত প্রাকৃত রূপ-রসাদি আর তাকে বহির্মুখ করতে পারে না। অপ্রাকৃত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ তাকে সর্ব্বদা ঘিরে থাকে; তার লোমে লোমে আনন্দ নৃত্য করতে থাকে। বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় সুখ সে না চাইলেও ভোগ করতে বাধ্য হয়। সে সুখে ব্রহ্ম-সংস্পর্শ লাভ করে—তাতে অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হয়। সে আত্মক্রীড়, আত্মরতি, আত্মমিথুন, আত্মানন্দ হয়ে অবস্থান করে। তার অজ্ঞান-নিদ্রার অবসান হয়, জেগে উঠে, সে সুকৃতি-

মান্ পুরুষ পরমানন্দের সাড়া পেয়ে জ্ঞানসূর্য্য চিরদিনের মত সমুদিত হন : দিবানিশি সে আলোকে পুলকে আনন্দে আকাশে ভরে থাকে, জগৎটা আনন্দে ভরে যায়। সুমুখে পিছনে, বামে দক্ষিণে, অধে উর্দ্ধে আনন্দের প্রাচীর উঠে, জগৎ আনন্দ-সাগরে পরিণত হয়। ডুবে থাকে সেই পুরুষোত্তম প্রেমামৃত পারাবারে। ধর্ম্মস্থাপন ব্যতীত মানব প্রকৃত শান্তি পাবে না বলেই—আমি আসি ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য।

—:০:—

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি. ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৪ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীভগবান প্রেস, মহানির্বান মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৪ হইতে মুদ্রাপিত।

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

ওঁশ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কারমঠ

১৪।২।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

আমি যুগে যুগে ধর্ম্মসংস্থাপনের জন্য অবতীর্ণ হই। আত্মতত্ত্বহীন-পুরুষের আত্মলাভের নিমিত্ত যে সব উপায় বলেছি, সেই সকলের নাম ভাগবতধর্ম্ম—এই ধর্ম্মকে আশ্রয় করে মানুষ চক্ষু নিমীলন করে ধাবমান হলেও কখন পদস্খলন হয়ে পতিত হয়ে প্রমাদগ্রস্ত হয় না। এই ভাগবতধর্ম্ম আমি কুরুক্ষেত্র রণাঙ্গনে সখা অর্জ্জুনকে উপদেশ করেছিলাম—শ্রীমদ্ভগবদ্-গীতা, ভাগবতধর্ম্ম ; তুমি মন্মনা, মদ্ভক্ত, আমার পূজনশীল হও এবং আমাকে প্রণাম কর ; এর দ্বারা মৎপরায়ণ হয়ে আমাতে সম্পূর্ণরূপে মন নিবিষ্ট কর্‌লে তুমি আমাকে প্রাপ্ত হবে। আমি তোমার কাছে সত্য প্রতিজ্ঞা করে বলছি, কেননা তুমি আমার নিরতিশয় প্রিয়।

৯ম বর্ষ, ফাল্গুনমাস ১৩৭১ মূল্য সাধারণ ষোল মাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক—শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন সংস্করণের মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক মুদ্রণভার গ্রহণ করিয়া সম্ভব হইয়াছে।

মুখ্য-সম্পূজক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য * শ্রীশ্রীজীবন্তীচার্য্যন্যায়তীর্থ

সহ-সম্পূজক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাপদ বিদ্যাভূষণ শ্রীনারায়ণ গোস্বামী কাব্যতীর্থ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(অন্তরঙ্গ সম্প্রদায়)

মুখ্য-কর্ম্মাধিকর্ত্তা :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
এম্-বি, ডি, ও, এম্, এস্

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৬-৪৪০৮)

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫'০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্যাশাস্ত্র শাস্ত্রপ্রধান মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ববঙ্গে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ১০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মহাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আর্যাশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক আর্যাশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্যাশাস্ত্র, এফসি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কুপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্তন পূর্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্যাশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ১-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—আর্যাশাস্ত্র
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি রোড
কলিকাতা—৩৫

একসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবপক্ষস্য রথাতিরথ-মহারথানাং বর্ণনম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

পাঞ্চালরাজস্য সুতো রাজন্ পরপুরঞ্জয়ঃ।
শিখণ্ডী রথমুখ্যো মে মতঃ পার্থস্য ভারত ॥ ১

এষ যোৎস্যতি সংগ্রামে নাশয়ন্ পূর্বসংস্থিতম্।
পরং যশো বিপ্রথয়ংস্তব সেনাসু ভারত ॥ ২

এতস্য বহুলাঃ সেনাঃ পঞ্চালাশ্চ প্রহারকাঃ।
তেনাসৌ রথবংশেন মহৎ কর্ম করিষ্যতি ॥ ৩

ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ সেনানীঃ সর্বসেনাসু ভারত।
মতো মেঽতিরথো রাজন্ দ্রোণশিষ্যো মহারথঃ ॥ ৪

এষ যোৎস্যতি সংগ্রামে সূদয়ন্ বৈ পৃথান্ রণে।
ভগবানিব সংক্রুদ্ধঃ পিনাকী যুগসংক্ষয়ে ॥ ৫

এতস্য তদ্ রথানীকং কথয়ন্তি রণপ্রিয়াঃ।
বহ্বযুতং সাগরপ্রখ্যং দেবানামপি সংযুগে ॥ ৬

ক্ষত্রধর্মা তু রাজেন্দ্র মতো মেঽর্ধরথো নৃপ।
ধৃষ্টদ্যুম্নস্য তনয়ো বাল্যাৎপ্রভৃতিকৃতশ্রমঃ ॥ ৭

শিশুপালসুতো বীরশ্চেদিরাজো মহারথঃ।
ধৃষ্টকেতুর্মহেষ্বাসঃ সম্বন্ধী পাণ্ডবস্য হ ॥ ৮

এষ চেদিপতিঃ শূরঃ সহ পুত্রেণ ভারত।
মহারথানাং সুকরং মহৎ কর্ম করিষ্যতি ॥ ৯

ক্ষত্রধর্মরতো মন্যুঃ মতঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
ক্ষত্রদেবস্তু রাজেন্দ্র পাণ্ডবেষু রথোত্তমঃ ॥ ১০

জয়ন্তশ্চামিতৌজাশ্চ সত্যজিচ্চ মহারথঃ।
মহারথা মহাত্মানঃ সর্বে পাঞ্চালদত্তমাঃ ॥ ১১

যোৎস্যন্তে সমরে তাত সংরব্ধা ইব কুঞ্জরাঃ।
মতো মেঽশ্চ বিক্রান্তো পাণ্ডবার্থে মহারথো ॥ ১২

যোৎস্যতে বলিনৌ শূরৌ পরং শক্ত্যা করিষ্যতঃ।
শীঘ্রাস্ত্রাশ্চিত্রযোধাবঃ কৃতিনৌ দৃঢ়বিক্রমৌ ॥ ১৩

একসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবপক্ষের রথী, অতিরথী ও মহারথীদিগের বর্ণন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের পুত্র শিখণ্ডী শত্রুনগরবিজয়ী বীর। ভারত! সে যুধিষ্ঠিরের সৈন্যের মধ্যে একজন মুখ্য রথী, ইহাই আমার অভিমত ॥ ১

ভারত! সে নিজের পূর্ববর্তী ইব পরিত্যাগ করিয়া এখন পুরুষ হইয়াছে, সুতরাং সে তোমার সৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিয়া উত্তম যশ বিস্তার করিতে করিতে অতিশয় উৎসাহভরে যুদ্ধ করিবে ॥ ২

উহার সহিত পাঞ্চাল ও প্রহরণকুশল সৈন্যগণের এক বিশাল সেনাবাহিনী আছে। সুতরাং সে এই সব রথিগণের সহিত যুদ্ধে মহৎ কর্ম করিয়া দেখাইবে ॥ ৩

ভারত! যে পাণ্ডবগণের সমস্ত সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি, সেই দ্রোণাচার্যের মহারথী শিষ্য ধৃষ্টদ্যুম্ন আমার বিচারে অতিরথী ॥ ৪

যেরূপ প্রলয়কালে পিনাকধারী ভগবান্ রুদ্র কুপিত হইয়া প্রজাগণকে সংহার করেন, সেইরূপ এই সংগ্রামে ধৃষ্টদ্যুম্ন শত্রুদিগকে সংহার করিতে করিতে যুদ্ধ করিবে ॥ ৫

উহার নিকট যে সমস্ত দেবসেনাতুল্য বিশাল রথী সৈন্য আছে, তাহাদের সংখ্যা অত্যধিক হওয়ায় এই সৈন্যদিগকে সমুদ্রের তুল্য বলিয়া মনে হয়—এই কথা যুদ্ধপ্রিয় ব্যক্তিগণ বলেন ॥ ৬

রাজেন্দ্র! ধৃষ্টদ্যুম্নের পুত্র ক্ষত্রধর্মা আমার বিচারে অর্ধরথী। নৃপ! সে এখনও বালক বলিয়া অল্পবয়স্কতার অধিক পরিশ্রম করে নাই ॥ ৭

শিশুপালের বীর পুত্র মহারথী চেদিরাজ ধৃষ্টকেতু পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধী ও মহারথী ॥ ৮

ভারত! এই সৈন্যশালী চেদিরাজ স্বীয় পুত্রের সহিত আসিয়া মহারথিগণের পক্ষে সহজসাধ্য মহাপরাক্রম প্রদর্শন করিবে ॥ ৯

রাজেন্দ্র! শত্রুনগরবিজয়ী ক্ষত্রিয়ধর্মপরায়ণ ক্ষত্রদেব আমার মতে পাণ্ডবসেনার একজন শ্রেষ্ঠ রথী ॥ ১০

জয়ন্ত, অমিতৌজা ও মহারথী সত্যজিৎ—ইহারা সকলে মহামনস্বী, মহারথী ও পাঞ্চালশিরোমণি। ভাত! ইহারা সকলে ক্রোধে পূর্ণ হইয়া গজরাজের ন্যায় সমরাঙ্গণে যুদ্ধ করিবে ॥

পাণ্ডবগণের জন্য মহাপরাক্রম প্রকাশকারী বলবান্ বীর অজ ও ভোজ উভয়েই মহারথী। ইহারা নিজেদের সম্পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ করিবে এবং পুরুষত্বের পরিচয় দান করিবে ॥

রাজেন্দ্র! শীঘ্রতাসহকারে অস্ত্রচালনে দক্ষ, বিচিত্ররীতিতে যুদ্ধ করিতে অভ্যস্ত, যুদ্ধবিদ্যায় নিপুণ ও দৃঢ়পরাক্রমী দুই ভ্রাতা

কেকয়াঃ পঞ্চ রাজেন্দ্র ভ্রাতরো দৃঢ়বিক্রমাঃ।
সর্বে চৈব রথোদারাঃ সর্বে লোহিতকধ্বজাঃ ॥ ১৪
কাশিকঃ সুকুমারশ্চ নীলো যজ্ঞাপরো নৃপ।
সূর্য্যদত্তশ্চ শঙ্খশ্চ মণিরাগশ্চ নামতঃ ॥১৫
সর্ব এব রথোদারাঃ সর্বে চাহবলক্ষণাঃ।
সর্বাস্ত্রবিদুষঃ সর্বে মহাত্মানো মতা মম ॥ ১৬
বার্দ্ধক্ষেমির্মহারাজ মতো মম মহারথঃ।
চিত্রায়ুধশ্চ নৃপতির্মতো মে রথসত্তমঃ ॥ ১৭
স হি সংগ্রামশোভী চ ভক্তশ্চাপি কিরীটিনঃ।
চেকিতানঃ সত্যধৃতিঃ পাণ্ডবানাং মহারথৌ।
ধার্ম্মিকৌ পুরুষব্যাঘ্রৌ রথোদারৌ মতৌ মম ॥ ১৮
ব্যাঘ্রদত্তশ্চ রাজেন্দ্র চন্দ্রসেনশ্চ ভারত।
মতৌ মম রথোদারৌ পাণ্ডবানাং ন সংশয়ঃ ॥ ১৯
সেনাবিন্দুশ্চ রাজেন্দ্র ক্রোধহন্তা চ নামতঃ।
যঃ সমো বাসুদেবেন ভীমসেনেন বা বিভো ॥ ২০
স যোৎস্যতি হি বিক্রম্য সমরে তব সৈনিকৈঃ।
মাদ্রং দ্রোণং কৃপং চৈব যথা সম্মন্যতে ভবান্ ॥ ২১
তথা স সমরশ্লাঘী মন্তব্যো রথসত্তমঃ।
কান্তঃ পরমধীমাত্রঃ শ্লাঘনীয়ো নরোত্তমঃ ॥ ২২
রথ একগুণো মন্ত্রং জ্ঞেয়ঃ পরপুরঞ্জয়ঃ।
অন্যশ্চ যুধি বিক্রান্তো মন্তব্যোঽষ্টগুণো রথঃ ॥ ২৩
সত্যজিৎ সমরশ্লাঘী দ্রুপদস্যাত্মজো যুবা।
গতঃ সোঽতিরথত্বং হি ধৃষ্টদ্যুম্নেন সম্মিতঃ ॥ ২৪
পাণ্ডবানাং যশস্কামঃ পরং কর্ম করিষ্যতি।
অন্যশ্চ শূরশ্চ রথোঽন্যমপরো মহান্ ॥ ২৫
পাণ্ড্যরাজো মহাবীর্য্যঃ পাণ্ডবানাং ধুরন্ধরঃ।
দৃঢ়ধন্বা মহেষ্বাসঃ পাণ্ডবানাং মহারথঃ ॥ ২৬
শ্রেণিমান্ কৌরবশ্রেষ্ঠ বসুদানশ্চ পার্থিবঃ।
উভাবেতাবতিরথৌ মতৌ পরপুরঞ্জয়ৌ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি রথাতিরথসংখ্যানপর্বণি একসপ্ততাধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭১

কেকয়রাজকুমারগণকে আমি উত্তম রথী বলিয়া মনে করি। ইহাদের সকলের ধ্বজা রক্তবর্ণ। ১৩-১৪

নৃপ! কাশিক, সুকুমার, নীল, যজ্ঞাপর, সূর্য্যদত্ত, শঙ্খ ও মণিরাগনামক যোদ্ধারাও উত্তম রথী। ইহাদের সকলেরই যুদ্ধে বীরত্বসূচক চিহ্ন আছে। আমি ইহাদের সকলকেই সমস্ত অস্ত্রে অভিজ্ঞ ও মহাত্মা বলিয়া মনে করি। ১৫-১৬

মহারাজ! বার্দ্ধক্ষেমিকে আমি মহারথী বলিয়া মনে করি এবং রাজা চিত্রায়ুধ আমার মতে একজন শ্রেষ্ঠ রথী। ১৭

এই চিত্রায়ুধ সংগ্রামে অপূর্ব্ব শোভাধারণ করে এবং অর্জুনের ভক্ত। চেকিতান ও সত্যধৃতি এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবসেনার মহারথী। আমি ইহাদের উত্তম রথী বলিয়াই মনে করি। ১৮

মহারাজ ভরতবংশকুলতিলক! ব্যাঘ্রদত্ত ও চন্দ্রসেন—এই দুই বীর আমার মতে পাণ্ডবসেনার শ্রেষ্ঠ রথী,—ইহাতে কোনও সংশয় নাই। ১৯

রাজেন্দ্র! রাজা সেনাবিন্দুর অপর নাম ক্রোধহন্তা। প্রতাপশালী দুর্য্যোধন! ইনি শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমসেনের ন্যায় পরাক্রমশালী বলিয়া মনে করি। ইনি সমরাঙ্গণে তোমার সৈন্যের সহিত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিবেন।

তুমি আমাকে, দ্রোণাচার্য্যকে ও কৃপাচার্য্যকে যেরূপ মনে কর, যুদ্ধে অপর বীরের সহিত স্পর্দ্ধাকারী, অতিশয় স্ফূর্ত্তির সহিত অস্ত্রপ্রয়োগে কুশল, প্রশংসনীয় বীর ও উত্তম রথী নরশ্রেষ্ঠ মাদ্রিরাজকেও তুমি সেইরূপই মনে করিবে। ২০-২২

আমার দৃষ্টিতে শত্রুনগরবিজয়ী কাশিরাজ সাধারণ অবস্থায় এক রথী, কিন্তু তিনি যে সময় পরাক্রম প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করিবেন, সেই সময় তাঁহাকে অষ্ট রথীর তুল্য বলিয়া মনে করিতে হইবে। ২৩

দ্রুপদের তরুণ পুত্র সত্যজিৎ সদা যুদ্ধেরই প্রশংসা করে। সে ধৃষ্টদ্যুম্নের ন্যায় একজন অতিরথী বলিয়াই সম্মানপ্রাপ্ত হইয়াছে। ২৪

সে পাণ্ডবগণের যশ কামনা করিয়া যুদ্ধে মহৎ কর্ম্ম করিবে। পাণ্ডবপক্ষের ধুরন্ধর বীর মহাপরাক্রমশালী পাণ্ড্যরাজও একজন মহারথী। তিনি পাণ্ডবগণের প্রতি অনুরক্ত ও শৌর্য্যশালী বীর। ইহার ধনুও বিশাল এবং সুদৃঢ়। ইনি পাণ্ডবসৈন্যের সম্মাননীয় মহারথী। ২৫-২৬

কৌরবশ্রেষ্ঠ! রাজা শ্রেণিমান্ ও বসুদান—এই দুই বীর শত্রুনগরবিজয়ী অতিরথী বলিয়াই আমার অভিমত। ২৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত রথাতিরথসংখ্যান-পর্ব্বে একসপ্ততাধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবপক্ষীয়াতিরথবীরাণাং বর্ণনম্, ভীষ্মস্য শিখণ্ডিনং পাণ্ডবাংশ্চ হন্তুমনিচ্ছাপ্রকাশশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

রোচমানো মহারাজ পাণ্ডবানাং মহারথঃ।
যোৎস্যতেঽমরবৎ সংখ্যে পরসৈন্যেষু ভারত ॥ ১

পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ মহেষ্বাসো মহাবলঃ।
মাতুলো ভীমসেনস্য স চ মেঽতিরথো মতঃ ॥ ২

এষ বীরো মহেষ্বাসঃ কৃতী চ নিপুণশ্চ হ।
চিত্রযোধী চ শক্তশ্চ মতো মে রথপুঙ্গবঃ ॥ ৩

স যোৎস্যতি হি বিক্রম্য মঘবানিব দানবৈঃ।
যোধা যে চাস্য বিখ্যাতাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৪

ভাগিনেয়কৃতে বীরঃ স করিষ্যতি সঙ্গরে।
সুমহৎ কর্ম পাণ্ডূনাং স্থিতঃ প্রিয়হিতে রতঃ ॥ ৫

ভৈমসেনির্মহারাজ হৈড়িম্বো রাক্ষসেশ্বরঃ।
মতো মে বহুমায়াবী রথযূথপযূথপঃ ॥ ৬

যোৎস্যতে সমরে তাত মায়াবী সমরপ্রিয়ঃ।
যে চাস্য রাক্ষসা বীরাঃ সচিবা বশবর্তিনঃ ॥ ৭

এতে চান্যে চ বহবো নানাজনপদেশ্বরাঃ।
সমেতাঃ পাণ্ডবস্যার্থে বাসুদেবপুরোগমাঃ ॥ ৮

এতে প্রাধান্যতো রাজন্ পাণ্ডবস্য মহাত্মনঃ।
রথাশ্চাতিরথাশ্চৈব যে চান্যেঽর্ধরথা নৃপ ॥ ৯

নেষ্যন্তি সমরে সেনাং ভীমাং যৌধিষ্ঠিরীং নৃপ।
মহেন্দ্রেণেব বীরেণ পাল্যমানাং কিরীটিনা ॥ ১০

তৈরহং সমরে বীর মায়াবিদ্ভিরৈষিভিঃ।
যোৎস্যামি জয়মাকাঙ্ক্ষন্ বধং বা নিধনং রণে ॥ ১১

বাসুদেবশ্চ পার্থশ্চ চক্রগাণ্ডীবধারিণৌ।
সন্ধ্যাগতাবিবার্কেন্দূ সমেষ্যেতে রথোত্তমৌ ॥ ১২

দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবপক্ষের অতিরথী বীরগণের বর্ণনা ও ভীষ্মকর্তৃক শিখণ্ডী ও পাণ্ডবদিগকে বধ না করিবার ইচ্ছাপ্রকাশ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—মহারাজ! পাণ্ডবপক্ষের রাজা রোচমান একজন মহারথী। ইনি শত্রুসৈন্যগণের মধ্যে দেবতাবৃক্ষের ন্যায় পরাক্রম প্রকাশ করিয়া থাকেন। ১

ভীমসেনের মাতা কুন্তিভোজকুমার রাজা পুরুজিৎ মহারথ ও অতিশয় বলবান্। আমি ইহাকেও অতিরথী বলিয়া মনে করি। ২

মহারথ এই বীর একজন অস্ত্রবিদ্যায় কৃতী পুরুষ ও যুদ্ধনিপুণ। রথিশ্রেষ্ঠ পুরুজিৎ বিচিত্রপদ্ধতিতে যুদ্ধ করিতে অভিজ্ঞ ও শক্তিশালী। ৩

যেরূপ ইন্দ্র দানবগণের সহিত পরাক্রম প্রকাশ করিয়া যুদ্ধ করেন, সেইরূপ এই পুরুজিৎও শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধ করিবেন। তাঁহার সহিত যে সমস্ত সৈনিক যুদ্ধ করিবার জন্য আসিয়াছে, তাহারা সকলে যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী ও বিখ্যাত বীর। ৪

বীর পুরুজিৎ পাণ্ডবগণের প্রিয় ও হিতকর কর্মে নিরত আছেন। তিনি ভাগিনেয়দিগের জন্য অবশ্যই সুমহৎ কর্ম করিবেন। ৫

মহারাজ! ভীমসেন ও হিড়িম্বার পুত্র রাক্ষসরাজ ঘটোৎকচ অত্যন্ত মায়াবী। আমার মতে সে রথযূথপতিগণেরও যূথপতি (অতিরথ)। ৬

তাত! যুদ্ধ তাহার অত্যন্ত প্রিয়। এই মায়াবী রাক্ষস সমরক্ষেত্রে উৎসাহপূর্বক যুদ্ধ করিবে। তাহার সহিত যে সমস্ত বীর রাক্ষস ও সচিব আছে, তাহারা সকলেই ইহার বশীভূত। ৭

ইহারা এবং আরও বহু সংখ্যক বীর করিব, যাহারা বিভিন্ন জনপদের অধিপতি ও যাহাদের শ্রেষ্ঠ হইলেন অগ্রগামী নেতা, তাহারা সকলে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিয়া মিলিত হইয়াছে। ৮

রাজন্! মহাত্মা পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠিরের এই সব প্রধান প্রধান রথী, মহারথী, অতিরথী ও অর্দ্ধরথী তোমার নিকট বর্ণনা করিলাম। ৯

হে নৃপ! দেবরাজ ইন্দ্রতুল্য প্রতাপশালী বীরবর কিরীটিধারী অর্জুনকর্তৃক সুরক্ষিত যুধিষ্ঠিরের ভয়ঙ্কর সৈন্যবাহিনীকে এই সব বীরগণ রণক্ষেত্রে লইয়া আসিবে। ১০

বীর! আমি তোমার পক্ষে রণস্থলে এইসব মায়াবী ও বিজয়াভিলাষী পাণ্ডবযোদ্ধাগণের সহিত নিজের বিজয় অথবা মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা লইয়া যুদ্ধ করিয়া যাইব। ১১

বসুদেবনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ও কুন্তীনন্দন অর্জুন উভয়েই রথিশ্রেষ্ঠ। ইহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ সুদর্শন চক্র ও অর্জুন গাণ্ডীব ধনু ধারণ করেন। ইঁহারা সন্ধ্যাকালীন সূর্য ও চন্দ্রের ন্যায় পরস্পর মিলিত হইয়া যখন যুদ্ধে উপস্থিত হইবেন, তখন আমি তাঁহাদের সম্মুখীন হইব। ১২

যে চৈব তে রথোদারাঃ পাণ্ডুপুত্রস্য সৈনিকাঃ।
সহসৈন্যানহং তাংশ্চ প্রব্রবীম্যুগ্রধন্বনি ॥ ১৩
এতে রথাশ্চাতিরথাশ্চ তুভ্যং
যথাপ্রধানং নৃপ কীর্তিতা ময়া।
তথাপরে যেঽর্ধরথাশ্চ কেচিৎ
তথৈব তেষামপি কৌরবেন্দ্র ॥ ১৪
অর্জুনং বাসুদেবঞ্চ যে চাস্তে তত্র পার্থিবাঃ।
সর্বাংস্তান্ বারয়িষ্যামি যাবদ্ দ্রক্ষ্যামি ভারত ॥ ১৫
পাঞ্চাল্যং তু মহাবাহো নাহং হন্যাং শিখণ্ডিনম্।
উদ্যতেষুধনুষ্পাণিং প্রতিযুধ্যন্তমাহবে ॥ ১৬
লোকতন্ত্রং বেদ যদ্ধঃ পিতুঃ প্রিয়চিকীর্ষয়া।
প্রাপ্তং রাজ্যং পরিত্যজ্য ব্রহ্মচর্যব্রতে স্থিতঃ ॥ ১৭
চিত্রাঙ্গদং কৌরবাণামাধিপত্যেঽভ্যষেচয়ম্।
বিচিত্রবীর্যঞ্চ শিশুং যৌবরাজ্যেঽভ্যষেচয়ম্ ॥ ১৮
দেবব্রতস্তং বিজ্ঞাপ্য পৃথিব্যাং সর্বরাজসু।
নৈব হন্যাং স্ত্রিয়ং জাতু ন স্ত্রীপূর্বং কদাচন ॥ ১৯
স হি স্ত্রীপূর্বকো রাজন্ শিখণ্ডী যদি তে শ্রুতঃ।
কন্যা ভূত্বা পুমান্ জাতো ন যোৎস্যে তেন ভারত ॥ ২০
সর্বাংস্তেষ্যান্ হনিষ্যামি পার্থিবান্ ভরতর্ষভ।
যান্ সমেষ্যামি সমরে ন তু কুন্তীসুতান্ নৃপ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি রথাতিরথসংখ্যানপর্বণি দ্বিসপ্তত্যধিক-
শততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭২

পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের আর যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ রথী সৈন্য আছে, তাহাদের এবং তাহাদের সৈন্যগণের সহিত আমি যুদ্ধের অগ্রবর্তী স্থলে সমুদ্যত হইব। ১৩

রাজন্! এইরূপে আমি তোমার দুষ্ট দুষ্ট রথিগণের বর্ণনা করিয়াছি। ইহা ব্যতীত, যে সমস্ত অর্ধরথী আছে, তাহাদেরও পরিচয় দিয়াছি। কৌরবেন্দ্র! এইরূপে পাণ্ডবগণেরও রথী প্রভৃতির বর্ণনা করিয়াছি। ১৪

ভারত! অর্জুন, শ্রীকৃষ্ণ ও অন্যান্য যে সমস্ত ভূপতি আছে, আমি উঁহাদের যাহাকে দেখিব, তাহাদের অগ্রগমন রুদ্ধ করিয়া ফেলিব। ১৫

মহাবাহো দুর্যোধন! কিন্তু পাঞ্চাল্য শিখণ্ডীকে ধনুর্বাণ ধারণ করিয়া নিজের সম্মুখে যুদ্ধ করিতে দেখিলেও তাহাকে আমি বধ করিব না। ১৬

সমস্ত জগদ্বাসী ইহা জানে যে, আমি প্রাপ্ত পিতৃরাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পিতার প্রিয় করিবার বাসনায় যুবতীর সহিত ব্রহ্মচর্য ব্রত পালন করিয়া যাইতেছি। ১৭

মাতা সত্যবতীর জ্যেষ্ঠ পুত্র চিত্রাঙ্গদকে কৌরবরাজ্যে ও বালক বিচিত্রবীর্যকে যুবরাজপদে আমি অভিষিক্ত করিয়াছি। ১৮

সমস্ত ভূমণ্ডলের রাজগণের মধ্যে নিজের "দেবব্রত" এই খ্যাতি বিজ্ঞাপিত করিয়া, আমি কখনও স্ত্রীকে এবং প্রথমে যে স্ত্রী ছিল, সেইরূপ পুরুষকে আমি কখনও বধ করিব না। ১৯

রাজন্! এই বৃত্তান্ত তোমাদের শ্রুতিগোচর হইয়াছে যে, শিখণ্ডী প্রথমে স্ত্রী হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিল, ভারত! প্রথমে কন্যা পরে পুরুষ হওয়ায় এই শিখণ্ডীর সহিত আমি যুদ্ধ করিব না। ২০

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি অন্য সমস্ত রাজগণের মধ্যে যাহাদিগকে আমি যুদ্ধে সম্মুখে দেখিব, তাহাদিগকে বিনাশ করিব; নৃপ! কিন্তু কুন্তীপুত্রগণকে কখনও বধ করিব না। ২১

শ্রীবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত রথাতিরথসংখ্যানপর্বে
দ্বিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(অম্বোপাখ্যানপর্ব)

ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অম্বোপাখ্যানারম্ভঃ—ভীষ্মেণ কাশিরাজকন্যানামপহরণম্।]

দুর্য্যোধন উবাচ।

কিমর্থং ভরতশ্রেষ্ঠ নৈব হন্থাঃ শিখণ্ডিনম্।
উদ্যতেষুধনুষো দৃষ্ট্বা সমরেষ্বাততায়িনম্॥ ১

পূর্বমুক্ত্বা মহাবাহো পাঞ্চালান্ সহ সোমকৈঃ।
হনিষ্যামিতি গাঙ্গেয় তত্তে ক্ষমি পিতামহ॥ ২

ভীষ্ম উবাচ।

শৃণু দুর্য্যোধন কথাং সহৈভির্বসুধাধিপৈঃ।
যদর্থং যুধি সংপ্রেক্ষ্য নাহং হন্থাং শিখণ্ডিনম্॥ ৩

মহারাজো মম পিতা শান্তনুর্লোকবিশ্রুতঃ।
দিষ্টান্তমাপ ধর্মাত্মা সময়ে ভরতর্ষভ॥ ৪

ততোঽহং ভরতশ্রেষ্ঠ প্রতিজ্ঞাং পরিপালয়ন্।
চিত্রাঙ্গদং ভ্রাতরং বৈ মহারাজোঽভ্যষেচয়ম্॥ ৫

তস্মিংশ্চ নিধনং প্রাপ্তে সত্যবত্যা মতে স্থিতঃ।
বিচিত্রবীর্য্যং রাজানমভ্যষিঞ্চং যথাবিধি॥ ৬

ময়াভিষিক্তো রাজেন্দ্র যবীয়ানপি ধর্মতঃ।
বিচিত্রবীর্য্যো ধর্মাত্মা মানেব সমুপৈক্ষত॥ ৭

তস্য দারক্রিয়াং তাত চিকীর্ষুরহমপ্যুত।
অন্বরূপাদিব কুলাদ্বিদ্যোব চ মনো দধে॥ ৮

তত্রাশ্রৌষং মহাবাহো তিস্রঃ কন্যাঃ স্বয়ংবরাঃ।
রূপেণাপ্রতিমাঃ সর্বাঃ কাশিরাজসুতাস্তদা।
অম্বাং চৈবাম্বিকাং চৈব তথৈবাম্বালিকামপি॥ ৯

রাজানশ্চ সমাহূতাঃ পৃথিব্যাং ভরতর্ষভ।
অম্বা জ্যেষ্ঠাভবৎ তাসামম্বিকা তথ মধ্যমা॥ ১০

অম্বালিকা চ রাজেন্দ্র রাজকন্যা যবীয়সী।
সোঽহমেকরথেনৈব যাতঃ কাশিপতেঃ পুরীম্॥ ১১

অপশ্যং তা মহাবাহো তিস্রঃ কন্যাঃ স্বলঙ্কৃতাঃ।
রাজ্ঞশ্চৈব সমাহূতান্ পার্থিবান্ পৃথিবীপতে॥ ১২

(অম্বোপাখ্যান পর্ব)

ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[অম্বা-উপাখ্যান আরম্ভ, ভীষ্মকর্তৃক কাশিরাজের কন্যাগণকে অপহরণ।]

দুর্য্যোধন বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! যখন শিখণ্ডী ধনুর্বাণ উদ্যত করিয়া সমরে আততায়ীর ন্যায় আপনাকে বধ করিতে আসিবে, তখন তাহাকে সেইরূপ দেখিয়া কেন আপনি তাহাকে বিনাশ করিবেন না? ১

মহাবাহু গঙ্গানন্দন পিতামহ! আপনি ত' পূর্ব্বে বলিয়াছেন যে, সোমকবংশীয়দিগের সহিত পাঞ্চালগণকে বিনাশ করিবেন, (তবে এখন কেন বলিতেছেন যে, শিখণ্ডীকে বধ করিব না) ইহা আমাকে বলুন। ২

ভীষ্ম বলিলেন,—দুর্য্যোধন! আমি যে কারণে সমরস্থলে প্রহার করিতে দেখিয়াও শিখণ্ডীকে বিনাশ করিব না, উহা আমি বলিতেছি, তুমি এই ভূপতিগণের সহিত শ্রবণ কর। ৩

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমার ধর্মাত্মা পিতা লোকবিখ্যাত মহারাজ শান্তনুর যখন মৃত্যু হয়, তখন আমি বীর প্রতিজ্ঞাপালনপূর্ব্বক ভ্রাতা চিত্রাঙ্গদকে এই বিশাল রাজ্যে অভিষিক্ত করিলাম। ৪-৫

তারপর যখন চিত্রাঙ্গদেরও মৃত্যু হইল, তখন আমি মাতা সত্যবতীর মতে অবস্থান করিয়া বিচিত্রবীর্য্যকেই রাজপদে অভিষিক্ত করি। ৬

রাজেন্দ্র! কনিষ্ঠ হইলেও আমার দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া ধর্মাত্মা বিচিত্রবীর্য্য ধর্মানুসারে আমাকে পিতার ন্যায় দেখিত অর্থাৎ আমারই মতানুসারে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিত। ৭

তাত! তখন আমি রাজ্য বাস হইতে কন্যা আনিয়া তাহার বিবাহ দিবার জন্য মন স্থির করিলাম। ৮

মহাবাহো! তখন আমি একদিন শুনিলাম যে, কাশিরাজের তিনটি কন্যা আছে, তাহারা সকলে অতুলনীয় রূপ-সৌন্দর্য্যে সুশোভিত এবং স্বয়ংবরসভায় স্বামী পতি বরণ করিবার সিদ্ধান্ত করিয়াছে। উহাদের নাম হইল—অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা। ৯

মহারাজ ভরতশ্রেষ্ঠ! এই তিন জনের স্বয়ংবরের জন্য ভূমণ্ডলের সকল রাজাকে আমন্ত্রণ করা হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে অম্বা সর্ব্বাপেক্ষা জ্যেষ্ঠা ছিল, অম্বিকা মধ্যম ও অম্বালিকা কনিষ্ঠা ছিল। স্বয়ংবরের বৃত্তান্ত শুনিয়া আমি একটিমাত্র রথে করিয়া কাশিরাজের পুরীতে যাইলাম। ১০-১১

মহাবাহো! সেখানে উপস্থিত হইয়া আমি সবান্ধবে বিভূষিত তিন কন্যাকে দেখিলাম। ভূপতে! সেখানে তখন

ততোঽহং তান্ নৃপান্ সর্বানাহূয় সমরে স্থিতান্।
রথমারোপয়াঞ্চক্রে কন্যাস্তা ভরতর্ষভ ॥ ১৩
বীর্য্যশুল্কাশ্চ তা জ্ঞাত্বা সমারোপ্য রথং তদা।
অব্রুবং পার্থিবান্ সর্বানহং তত্র সমাগতান্ ॥
ভীষ্মঃ শান্তনবঃ কন্যা হরত্যেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ১৪
তে যতধ্বং পরং শক্ত্যা সর্বে মোক্ষায় পার্থিবাঃ।
প্রসহ্য হি হরাম্যেব মিষতাং বো নরর্ষভাঃ ॥ ১৫
ততস্তে পৃথিবীপালাঃ সমুৎপেতুরুদায়ুধাঃ।
রোষো যোগ ইতি ক্রুদ্ধাঃ সারথীনভ্যচোদয়ন্ ॥ ১৬
তে রথৈর্গজসঙ্কাশৈর্গজৈশ্চ গজযোধিনঃ।
পুষ্টৈশ্চাশ্বৈর্মহীপালাঃ সমুৎপেতুরুদায়ুধাঃ ॥ ১৭
ততস্তে মাং মহীপালাঃ সর্ব এব বিশাম্পতে।
রথব্রাতেন মহতা সর্বতঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ১৮
তানহং শরবর্ষেণ সমন্তাৎ পর্য্যবারয়ম্।
সর্বান্ নৃপাংস্তাপাজয়ং দেবরাড়িব দানবান্ ॥ ১৯
অপাতয়ং শরৈর্দীপ্তৈঃ প্রহসন্ ভরতর্ষভ।
তেষামাপততাং চিত্রান্ ধ্বজান্ হেমপরিষ্কৃতান্ ॥ ২০
একৈকেন হি বাণেন ভূমৌ পাতিতবানহম্।
হয়াংস্তেষাং গজাংশ্চৈব সারথীংশ্চাপ্যহং রণে ॥ ২১
তে নিবৃত্তাশ্চ ভগ্নাশ্চ দৃষ্ট্বা তন্নাঘবং মম।
(প্রশিপেতুশ্চ সর্বে বৈ প্রশশংসুশ্চ পার্থিবাঃ।
ততঃ আদায় তাঃ কন্যা নৃপতীংশ্চ বিসৃজ্য তান্।)
অথাহং হাস্তিনপুরমায়াং জিত্বা মহীক্ষিতঃ ॥ ২২
ততোঽহং তাশ্চ কন্যা বৈ ভ্রাতুরর্থায় ভারত।
তচ্চ কর্ম মহাবাহো সত্যবত্যৈ ন্যবেদয়ম্ ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি অম্বোপাখ্যানপর্বণি কন্যাহরণে
ত্রিসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৩

আমন্ত্রিত হইয়া সমাগত সমস্ত রাজগণের উপর আমার দৃষ্টি পতিত হইল ॥ ১২

ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত সেই সমস্ত রাজাকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়া তিন কন্যাকেই নিজ রথে আরোহণ করাইলাম ॥ ১৩

পরাক্রমই এই কন্যাগণের শুল্ক, ইহা জানিয়া তাহাদিগকে রথে আরোহণ করাইবার পর সমাগত নৃপতিগণকে বলিলাম—নরশ্রেষ্ঠ নৃপতিগণ! শান্তনুপুত্র ভীষ্ম এই কন্যাগণকে অপহরণ করিতেছে, সুতরাং তোমরা পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করিয়া ইহাদিগকে মুক্ত করিবার জন্য প্রযত্ন কর; কারণ, তোমাদের সাক্ষাতেই আমি ইহাদিগকে অপহরণ করিয়া লইয়া যাইতেছি। এই কথা আমি তখন বারংবার বলিলাম ॥ ১৪-১৫

তখন সেই নৃপতিগণ ক্রুদ্ধ হইয়া অস্ত্র উদ্যত করত ধাবিত হইল এবং "রথ যোজিত কর, রথ যোজিত কর" এই কথা বলিয়া নিজ নিজ সারথিকে আদেশ প্রদান করিল ॥ ১৬

সেই রাজারা হস্তিতুল্য বিশাল রথ, হস্তী ও হৃষ্টপুষ্ট অশ্বে আরোহণকরত অস্ত্রগ্রহণ করিয়া আমার উপর আক্রমণ করিল। তাহাদের অন্য বহু রাজা হস্তীতে আরোহণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল ॥ ১৭

প্রজানাথ! তারপর সেই সব নরপতিগণ বিশাল রথসমূহ দ্বারা আমাকে চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল ॥ ১৮

তখন আমিও বাণ বর্ষণ করিয়া চারিদিকেই তাহাদের অগ্রগতি রোধ করিয়া দিলাম। যেরূপ দেবরাজ দানবগণের উপর বিজয়লাভ করেন, সেইরূপ আমিও এই সমস্ত রাজাদেরই জয় করিলাম ॥ ১৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! যে সময়ে তাহারা আক্রমণ করিয়াছিল, আমি সেই সময় প্রজ্বলিত বাণসমূহ হাসিতে হাসিতেই তাহাদের স্বর্ণভূষিত বিচিত্র ধ্বজাসমূহ ছিন্ন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলাম ॥ ২০

তারপর এক এক বাণ নিক্ষিপ্ত করিয়া আমি সমরাঙ্গণে তাহাদের অশ্ব, হস্তী ও সারথিগণকে ধরাশায়ী করিয়া দিলাম ॥ ২১

আমার হস্তের ক্ষিপ্রকারিতা দেখিয়া তাহারা পশ্চাদপসরণ করত পলায়ন করিল। (সেই নৃপতিগণ তখন নতমস্তক হইল এবং আমার প্রশংসা করিতে লাগিল। তারপর আমি নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়া সেইখানেই পরিত্যাগ করত সেই কন্যাগণকে লইয়া) তারপর আমি নৃপতিগণকে জয় করিয়া হস্তিনাপুরে আসিলাম ॥ ২২

মহাবাহো ভরতনন্দন! তারপর আমি সেই কন্যাগণকে নিজ ভ্রাতার সহিত বিবাহ দিবার জন্য মাতা সত্যবতীর নিকট সমর্পণ করিলাম এবং নিজের পরাক্রমের কথাও তাঁহাকে নিবেদন করিলাম ॥ ২৩

শ্রীবরদরাজ বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত অম্বোপাখ্যানপর্বে কন্যা-হরণবিষয়ক ত্রিসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শাল্বরাজং প্রতি স্বানুরাগং নিবেদ্য তৎসমীপে গমনায় ভীষ্মস্য নিকটে অম্বায়াঃ প্রার্থনা।]

ভীষ্ম উবাচ।

ততোঽহং ভরতশ্রেষ্ঠ মাতরং বীরমাতরম্।
অভিগম্যোপসংগৃহ্য দাশেয়ীমিদমব্রুবম্ ॥ ১
ইমাঃ কাশিপতেঃ কন্যা ময়া নির্জিত্য পার্থিবান্।
বিচিত্রবীর্যার্থায় কৃতে বীর্যশুল্কা হৃতা ইতি ॥ ২
ততো মূর্ধ্ন্যুপাঘ্রায় পর্যাশ্রুনয়না নৃপ।
আহ সত্যবতী হৃষ্টা দিষ্ট্যা পুত্র জিতং ত্বয়া ॥ ৩
সত্যবত্যাস্ত্বনুমতে বিবাহে সমুপস্থিতে।
উবাচ বাক্যং সব্রীড়া জ্যেষ্ঠা কাশিপতেঃ সুতা ॥ ৪
ভীষ্ম ধর্মজ্ঞ ধর্মস্য সর্বশাস্ত্রবিশারদঃ।
শ্রুত্বা চ মম বচনং ধর্মাং মহ্যং কর্তুমিহার্হসি ॥ ৫
মনসা শাল্বপতিঃ পূর্বং মমাভিবৃত ইত্যুত।
তেন চাস্মি বৃতা পূর্বং রহস্যবিদিতে পিতুঃ ॥ ৬
কথং মামন্যকামাং ত্বং রাজধর্মমতীত্য বৈ।
বাসয়েথা গৃহে ভীষ্ম কৌরবঃ সন্ বিশেষতঃ ॥ ৭
এতদ্ বুদ্ধ্যা বিনিশ্চিত্য মনসা ভরতর্ষভ।
যৎ ক্ষমং তে মহাবাহো তদিহাচরিতুমর্হসি ॥ ৮
স মাং প্রতীক্ষতে নূনং শাল্বরাজো বিশাম্পতে।
তস্মান্মাং ত্বং কুরুশ্রেষ্ঠ সমনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥ ৯
কৃপাং কুরু মহাবাহো ময়ি ধর্মভৃতাং বর।
ত্বং হি সত্যব্রতো বীর পুরিদমিতি নঃ শ্রুতম্ ॥ ১০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি অম্বোপাখ্যানপর্বণি অম্বাবাক্যে চতুঃসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৪

চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[শাল্বরাজের প্রতি নিজের অনুরাগের কথা জানাইয়া তাঁহার নিকট যাইবার জন্য ভীষ্মের নিকট অম্বার প্রার্থনা।]

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! তারপর আমি বীরজননী সত্যবতীর নিকট যাইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করত এই কথা বলিলাম। ১

মা, ইহারা কাশিরাজের কন্যা। পরাক্রমই ইহাদের শুল্ক ছিল। সেইজন্য আমি সমস্ত রাজাকে জয় করিয়া ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের জন্য এই কন্যাগণকে হরণ করিয়াছি। ২

নৃপ! ইহা শুনিয়া মাতা সত্যবতীর নেত্র হর্ষবশতঃ অশ্রুসিক্ত হইয়া উঠিল। তিনি আমার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া প্রসন্নতার সহিত বলিলেন—পুত্র! অত্যন্ত সৌভাগ্যের কথা যে, তুমি জয়লাভ করিয়াছ। ৩

সত্যবতীর অনুমতি অনুসারে যখন বিবাহ-বিধান উপস্থিত হইল, তখন কাশিরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা সলজ্জভাবে আমাকে বলিল। ৪

ভীষ্ম! তুমি ধর্মজ্ঞ এবং সর্বশাস্ত্রে পারদর্শী। আমার কথা শুনিয়া আমার সহিত ধর্মানুকূল ব্যবহার করাই উচিত। ৫

আমি মনে মনে পূর্বে হইতেই শাল্বরাজকে নিজের পতিরূপে কল্পনা করিয়াছি এবং তিনিও আমাকে নির্জনে গ্রহণ করিয়াছেন। এই বৃত্তান্ত আমার পিতা বিশেষ জানিতেন না। ৬

ভীষ্ম! আমি অপরকে লাভ করিতে অভিলাষিণী এক রাজকন্যা। তুমি বিশেষতঃ কৌরবকুলে জন্মিয়া রাজধর্ম উল্লঙ্ঘন করত আমাকে কিরূপে রাখিবে? ৭

মহাবাহু ভরতশ্রেষ্ঠ! তুমি নিজ বুদ্ধি অনুসারে মনে মনে এই বিষয় চিন্তা করিয়া নিজের করত যাহা উচিত বলিয়া বিবেচনা করিবে, তাহাই করিও। ৮

প্রভানাথ! শাল্বরাজ নিশ্চয়ই আমার প্রতীক্ষা করিতে থাকিবে; কুরুশ্রেষ্ঠ! অতএব আমাকে তাঁহারই সেবা করিবার জন্য তোমার অনুমতি দেওয়া কর্তব্য। ৯

ধার্মিকগণশ্রেষ্ঠ মহাবাহু বীর ভীষ্ম! আমার উপর কৃপা প্রদর্শন কর। আমি শুনিয়াছি যে, তুমি এই জগতে একজন সত্যব্রতী মহাত্মা। ১০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত অম্বোপাখ্যানপর্বে অম্বা-বাক্যবিষয়ক চতুঃসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শাল্বসমীপে অম্বার গমনম্, তেন পরিত্যক্তায়াস্তস্যাস্তাপসানামাশ্রমে আগমনম্, তত্র শৈখাবত্যাঽম্বরোর্বাক্যালাপশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

ততোঽহং সমনুজ্ঞাপ্য কালীং গন্ধবতীং তদা।
মন্ত্রিপুরোহিতৈশ্চৈব তথৈব চ পুরোহিতান্ ॥১
সমনুজ্ঞাপিতং কন্যামম্বাং জ্যেষ্ঠাং নরাধিপ।
অনুজ্ঞাতা যযৌ সা তু কন্যা শাল্বপতেঃ পুরম্ ॥ ২
রথৈর্বিজাতিভির্গুপ্তা যাত্রা চাদ্ভুতা তদা।
অভাত্যে চ তমধ্বানমাসাদ্য নৃপতিং তথা ॥ ৩
সা তমাসাদ্য রাজানং শাল্বং বচনমব্রবীৎ।
আগতাহং মহাবাহো ত্বামুদ্দিশ্য মহামতে ॥ ৪
(অভিনন্দস্ব মাং রাজন্ সদা প্রিয়হিতে রতাম্।
প্রতিপাদয় মাং রাজন্ ধর্মার্থং চৈব ধর্মতঃ।
ত্বং হি মনসা ধ্যাতপূর্বা চাপ্যুপগমিতা।)
তামব্রবীচ্ছাল্বপতিঃ স্ময়ন্নিব বিশাম্পতে।

ন ত্বয়াঽস্তপূর্বো মাং ভার্যার্থী বরবর্ণিনি ॥৫
গচ্ছ ভদ্রে পুনস্তত্র সকাশং ভীষ্মকস্য বৈ।
নাহমিচ্ছামি ভীষ্মেণ গৃহীতাং বা প্রসহ্য বৈ ॥ ৬
ত্বং হি ভীষ্মেণ নির্জিতা নীতা প্রীতিমতী তদা।
পরামৃশ্য মহাবাহুঃ নির্জিত্য পৃথিবীপতীন্। ৭
নাহং ত্বয্যন্তপূর্বায়াং ভার্যার্থী বরবর্ণিনি।
কথমন্যবিধো রাজা পরপূর্বাং প্রবেশয়েৎ ॥ ৮
নারীং বিদিতবিজ্ঞানঃ পরেষাং ধর্মমাদিশন্।
যথেষ্টং গম্যতাং ভদ্রে মা ত্বাং কালোঽত্যগাদয়ম্ ॥ ৯
অথা ত্বমব্রবীদ্ রাজন্নঙ্গশরপীড়িতা।
নৈবং বদ মহীপাল নৈতদেবং কথঞ্চন ॥ ১০
নাস্মি প্রীতিমতী নীতা ভীষ্মেণামিতকর্মণা।
বলান্নীতাস্মি রুদতী বিদ্রাব্য পৃথিবীপতীন্ ॥ ১১

পঞ্চসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[শাল্বের নিকট অম্বার গমন, তৎকর্তৃক পরিত্যক্তা হইয়া তাপসগণের আশ্রমে আগমন এবং সেখানে শৈখাবতী ও অম্বার বাক্যালাপ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—নরাধিপ! তখন আমি মাতা গন্ধবতী কালীর (সত্যবতীর) অনুমতি লইয়া মন্ত্রী, ঋত্বিক্ ও পুরোহিতগণকে জিজ্ঞাসা করত জ্যেষ্ঠা রাজকন্যা অম্বাকে যাইবার আজ্ঞা দিলাম।

আজ্ঞা পাইয়া রাজকন্যা অম্বা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের রক্ষণাবেক্ষণে থাকিয়া শাল্বরাজের নগরী অভিমুখে গমন করিল। তাহার সহিত তাহার ধাত্রীমাতাও ছিল। তারপর সে পথ অতিক্রম করিয়া রাজার নিকট যাইয়া উপস্থিত হইল এবং শাল্বরাজের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে এই কথা বলিল—মহাবাহো! মহামতে! আমি তোমার উদ্দেশেই এখানে আসিয়াছি ॥ ১-৪

(রাজন্! আমি সদা তোমার প্রিয় ও হিতে নিরতা আছি। তুমি আমাকে গ্রহণ করিয়া আনন্দিত কর। নরেশ্বর! তুমি আমাকে ধর্মানুসারে গ্রহণ করিয়া ধর্মাচরণের জন্য স্থান দান কর। আমি মনে মনে সদা তোমারই চিন্তা করি এবং তুমিও আমাকে নির্জনে বিবাহ করিবার প্রস্তাব দিয়াছিলে।) প্রভানাথ! অম্বার এই কথা শুনিয়া শাল্বরাজ ঈষৎ হাস্যসহকারে বলিল—সুন্দরি! তুমি পূর্বে অপরকর্তৃকগৃহীতা হইয়াছ, অতএব তোমার আমি স্ত্রীকে ভার্যার জন্য বিবাহ করিবার ইচ্ছা আমার নাই ॥ ৫

ভদ্রে! তুমি পুনরায় যেখানে ভীষ্ম আছে, সেইখানে যাও। ভীষ্ম তোমাকে বলপূর্বক গ্রহণ করিয়াছিল; অতএব তোমাকে আমি পত্নীরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক নহি। ভীষ্ম সেই মহাযুদ্ধে সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজিত করিয়া তোমাকে হরণ করিয়াছে এবং তোমাকে রথে তুলিয়া লইয়া গমন করিয়াছে। তুমি তখন তাহার সহিত অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া অবস্থান করিতেছিলে ॥৬-৭

উত্তমব্রতধারিণী সুন্দরি! যে পূর্বে অপর পুরুষের অধিকারে গিয়াছে, এরূপ কোন স্ত্রীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবার ইচ্ছা আমার নাই।

যে সর্বদা অপরকে ধর্মোপদেশ করে, তাদৃশ আমার ন্যায় রাজা, যে নারী পূর্বে কোন পুরুষের অধিকারে ছিল, উহার যথার্থ বৃত্তান্ত যে ব্যক্তি অবগত আছে, সেই নারীকে কিরূপে স্বীয় অধিকার দিয়া গৃহে প্রবেশ করাইবে? ভদ্রে! তোমার যেখানে ইচ্ছা গমন করিতে পার। এখানে তোমার সময় যেন বৃথা অতিবাহিত না হয় ॥ ৮-৯

রাজন্! এই কথা শুনিয়া কামদেবের বাণে পীড়িতা হইয়া অম্বা শাল্বরাজকে বলিল,—নৃপতে! তুমি কোনরূপেই এই কথা মুখ হইতে নির্গত করিও না। শত্রুদমন! আমি ভীষ্মের সহিত প্রসন্নতাপূর্বক গমন করি নাই। তিনি সমস্ত রাজাকে তাড়াইয়া

ভজস্ব মাং শাল্বপতে ভক্তাং বালামনাগসম্।
ভক্তানাং হি পরিত্যাগো ন ধর্মেষু প্রশস্যতে ॥ ১২
সাহমামন্ত্র্য পাঞ্চেয়ং সমরেষ্বনিবর্তিনম্।
অনুজ্ঞাতা চ তেনৈব ততোঽহং দূরমাগতা ॥ ১৩
ন স ভীষ্মো মহাবাহুর্মামিচ্ছতি বিশাম্পতে।
ভ্রাতৃহেতোঃ সমারম্ভো ভীষ্মস্যেতি শ্রুতং ময়া ॥ ১৪
তদিচ্ছো মম যে নীতে অম্বিকাম্বালিকে নৃপ।
প্রাদাদ্ বিচিত্রবীর্য্যায় পাঞ্চেয়ো হি মহীয়সে ॥ ১৫
যথা শাল্বপতে নান্যং বরং ধ্যায়ামি কথঞ্চন।
তথামুষ্মে পুরুষব্যাঘ্র তথা মূর্দ্ধানমালভে ॥ ১৬
ন চান্যপূর্বা রাজেন্দ্র ধামহং সমুপস্থিতা।
সত্যং ব্রবীমি শাল্বৈতৎ সত্যেনাত্মানমালভে ॥ ১৭
ভজস্ব মাং বিশালাক্ষ বরং কন্যামুপস্থিতাম্।
অনন্যপূর্বাং রাজেন্দ্র হ্যপ্রসাদাভিকাঙ্ক্ষিণীম্ ॥ ১৮

তামেবং ভাষমাণাং তু শাল্বঃ কাশিপতেঃ সুতাম্।
অত্যাজয়ত্ ভরতশ্রেষ্ঠ ভীর্ণাং বচমিবোরগঃ ॥ ১৯
এবং বহুবিধৈর্বাক্যৈর্যাচ্যমানস্তদা নৃপঃ।
নাশ্রদ্দধচ্ছাল্বপতিঃ কন্যায়াং ভরতর্ষভ ॥ ২০
ততঃ সা মন্যুনাবিষ্টা জ্যেষ্ঠা কাশিপতেঃ সুতা।
অব্রবীৎ সাঞ্জনয়না বাষ্পবিপ্লুতয়া গিরা ॥ ২১
ত্বয়া ত্যক্তা গমিষ্যামি যত্র তত্র বিশাম্পতে।
তত্র মে গতয়ঃ সন্তু সদ্ভিঃ সত্যাং যথা ধ্রুবম্ ॥ ২২
এবং তাং ভাষমাণাং তু কন্যাং শাল্বপতিস্তদা।
পরিত্যত্যাজ কৌরব্য করুণং পরিদেবতীম্ ॥ ২৩
গচ্ছ গচ্ছেতি তাং শাল্বঃ পুনঃ পুনরচোদয়ত্।
বিভেমি ভীষ্মাৎ সুশ্রোণি ত্বৎ কৃতে ভীষ্মপরিগ্রহঃ ॥ ২৪
এবমুক্তা তু সা তেন শাল্বেনাদীনদর্শিনা।
নিষ্ক্রাম পুরাদ্ দীনা করতা কুররী যথা ॥ ২৫

দিয়া বলপূর্ব্বক আমাকে অপহরণ করিয়াছেন এবং আমিও ক্রন্দন করিতে করিতেই তাঁহার সহিত গিয়াছিলাম ॥ ১০-১১

শাল্বরাজ! আমার কোন অপরাধ নাই। আমি তোমার প্রতি অনুরক্তা রাজকন্যা, অতএব আমাকে গ্রহণ কর, কারণ, ভক্তজনকে পরিত্যাগ করাকে কোন ধর্ম্মের মধ্যেই প্রশংসা করা হয় নাই ॥ ১২

যিনি সংগ্রাম হইতে কখনও বিরত হন নাই, সেই গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিয়া এবং তাঁহার আজ্ঞা লইয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠার সহিত আমি এখানে আসিয়াছি ॥ ১৩

রাজন্! মহাবাহু ভীষ্ম আমাকে কামনা করেন না। তাঁহার এই আয়োজন কনীয় ভ্রাতার বিবাহের জন্য, ইহাই আমি শুনিয়াছি ॥ ১৪

হে নৃপ! ভীষ্ম আমার যে অপর দুই ভগিনী অম্বিকা ও অম্বালিকাকে হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাহাদিগকে তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্য্যের সহিত বিবাহ দিয়াছেন ॥ ১৫

পুরুষশ্রেষ্ঠ শাল্বরাজ! আমি আমার মস্তক স্পর্শ করিয়া শপথ করিতেছি যে, তোমাকে ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিকে কোন প্রকার চিন্তাও করি নাই ॥ ১৬

মহারাজ শাল্ব! আমার উপর কোন অন্য পুরুষের পূর্ব্বে কোনরূপ অধিকার ছিল না। আমি যেখানে পূর্ব্বে তোমারই নিকট উপস্থিত হইয়াছিলাম। আমি ইহা সত্য বলিতেছি এবং এই সত্যের জন্য আমি নিজের শপথ করিতেছি ॥ ১৭

বিশাললোচন মহারাজ! আমি পূর্ব্বে কখনও অন্য পুরুষকে পতিরূপে কল্পনা করি নাই। আমি তোমারই কৃপাকাঙ্ক্ষিণী হইয়াছি। অতএব তোমার নিকট উপস্থিত এই কন্যাকে তুমি ধর্ম্মপত্নীরূপে স্বীকার কর ॥ ১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপে অনুনয়-বিনয় করিলেও কাশিরাজের সেই কন্যাকে শাল্ব সেইরূপে ত্যাগ করিল, যেরূপ সর্প পুরাতন ত্বক্ (খোলোস) ত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ১৯

ভরতর্ষভ! এইভাবে নানারূপ বাক্য দ্বারা বারম্বার প্রার্থনা করিলেও শাল্বরাজ সেই কন্যার বাক্যে বিশ্বাস করিল না ॥ ২০

তখন কাশিরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা ক্রোধ ও দুঃখে অভিভূতা হইয়া অশ্রুমোচন করিতে করিতে দুঃখপূর্ণ বাক্যে বলিল ॥ ২১

রাজন্! যদি আমার কথা নিশ্চিতরূপে সত্য হয়, তবে তোমার দ্বারা পরিত্যক্তা হইয়াও আমি যেখানে যেখানে যাইব, সেখানে সেখানে সাধুপুরুষগণ অবশ্যই আমাকে আশ্রয় দিবেন ॥ ২২

কৃষ্ণনয়না রাজকন্যা অম্বা করুণ-স্বরে বিলাপ করিতে করিতে এইরূপ বহু কথাই বলিল, কিন্তু শাল্বরাজ তাহাকে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া দিল ॥ ২৩

শাল্ব পুনঃ পুনঃ তাহাকে বলিল,—সুশ্রোণি! তুমি যাও, তুমি চলিয়া যাও। আমি ভীষ্মকে ভয় করি। তুমি ভীষ্মকর্ত্তৃক গৃহীতা হইয়াছ ॥ ২৪

অদূরদর্শী শাল্ব এই কথা বলিলে পর অম্বা কুররী পক্ষীর ন্যায়

ভীষ্ম উবাচ।

নিষ্ক্রামন্তী তু নগরাচ্চিন্তয়ামাস দুঃখিতা।
পৃথিব্যাং নাস্তি যুবতিরিমমন্বহমুত্তরা ময়া॥ ২৬
বন্ধুভির্বিপ্রহীণাস্মি শাল্বেন চ নিরাকৃতা।
ন চ শক্যং পুনর্গন্তুং ময়া বারণসাহ্বয়ম্॥ ২৭
অনুজ্ঞাতা তু ভীষ্মেণ শাল্বমুদ্দিশ্য কারণম্।
কিং নু গর্হ্যমথাখ্যানমথ ভীষ্মং দুরাসদম্॥ ২৮
অথবা পিতরং মূঢ়ং যো মেঽকার্ষীৎ স্বয়ংবরম্।
ময়ায়ং কৃততো দোষো যাহং ভীষ্মরথং গতা॥ ২৯
প্রবৃত্তে দারুণে যুদ্ধে শাল্বার্থং নাপতঃ পুরা।
অন্তেষ্বং কলনির্ঘৃণির্যদাপন্নাস্মি মূঢ়বৎ॥ ৩০
ধিগ্ ভীষ্মং ধিক্ চ মে মন্দং পিতরং মূঢ়চেতসম্।
যেনাহং বীর্যশুল্কেন পণ্যস্ত্রীব প্রচোদিতা॥ ৩১
ধিঙ্ মাং ধিক্ শাল্বরাজানং ধিগ্ ধাতারমথাপি বা।
যেষাং দুর্নীতভাবেন প্রাপ্তাস্ম্যাপদমুত্তমাম্॥ ৩২

সর্বথা ভাগধেয়ানি স্বানি প্রাপ্নোতি মানবঃ।
অনবস্থাস্তু মুখ্যং ভীষ্মঃ শান্তনবো মম॥ ৩৩
সা ভীষ্মে প্রতিকর্তব্যমহং পশ্যামি সাম্প্রতম্।
তপসা বা যুধা বাপি দুঃখস্যৈতুঃ স মে মতঃ॥ ৩৪
কো নু ভীষ্মং যুধা জেতুমুৎসহেত মহীপতিঃ।
এবং সা পরিনিশ্চিত্য জগাম নগরাদ্ বহিঃ॥ ৩৫
আশ্রমং পুণ্যশীলানাং তাপসানাং মহাত্মনাম্।
ততস্তামবসদ্ রাত্রিং তাপসৈঃ পরিবারিতা॥ ৩৬
আচখ্যৌ চ যথাবৃত্তং সর্বমাত্মনি ভারত।
বিস্তরেণ মহাবাহো নিখিলেন শুচিস্মিতা।
হরণঞ্চ বিসর্গঞ্চ শাল্বেন চ বিসর্জনম্॥ ৩৭
ততস্তত্র মহানাসীদ্ ব্রাহ্মণঃ সংশিতব্রতঃ।
শৈখাবত্যাস্তপোবৃদ্ধঃ শাল্বে চারণাকে গুরুঃ॥ ৩৮

দীনভাবে রোদন করিতে করিতে সেই নগর হইতে নির্গত হইল॥ ২৪

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! নগর হইতে বহির্গত হইবার সময় সেই দুঃখিনী নারী এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল—এই জগতে এতাদৃশ কোন যুবতী বোধ হয় নাই, আমার ন্যায় গুরুতর সঙ্কটে পতিত হইয়াছে॥ ২৬

বন্ধুগণ হইতেও বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছি; রাজাও আমাকে ত্যাগ করিয়া দিল। এখন আমি পুনরায় হস্তিনাপুরে যাইতে পারিব না॥ ২৭

কারণ, শাল্বের প্রতি অনুরাগবশতই আমি এখানে আসিবার অনুমতি লইয়াছিলাম। হায়, এখন আমি নিজের নিন্দা করিব কিংবা দুর্জয় বীর ভীষ্মের নিন্দা করিব?॥ ২৮

অথবা আমার মূর্খ পিতাকে দোষী বলিয়া উল্লেখ করিব—যিনি আমার স্বয়ংবর-সভার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন? আমি নিজেই এক দোষ করিয়া ফেলিয়াছি যে, যে সময় তাহার যুদ্ধ চলিতেছিল, সেই সময় আমি শাল্বের জন্য ভীষ্মের রথ হইতে লাফাইয়া পড়ি নাই॥

তাহারই এই ফল আমি পাইয়াছি যে, এক মূর্খ স্ত্রীর ন্যায় অত্যন্ত সঙ্কটে পতিত হইলাম। ভীষ্মকে ধিক্ এবং বিবেকহীন মন্দমতি আমার পিতাকেও ধিক্, যিনি পরাক্রম শুল্ক নির্ধারণ করিয়া আমাকে পণ্য স্ত্রীর ন্যায় জনসমুদয়ের মধ্যে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিয়াছিলেন॥ ২৯-৩১

আমাকে ধিক্, শাল্বরাজকে ধিক্ এবং বিধাতাকেও ধিক্—যাঁহাদের দুর্ব্যবহারে আমাকে মহাবিপদে পড়িতে হইয়াছে॥ ৩২

মানুষ সর্বদা তাহাই পাইয়া থাকে, যাহা তাহার ভাগ্যে আছে। আমার প্রতি যে অন্যায় করা হইয়াছে, তাহার মুখ্য কারণ ভীষ্ম॥ ৩৩

অতএব এখন তপস্যা অথবা যুদ্ধ দ্বারা ভীষ্মের উপর প্রতিশোধ লওয়া আমার কর্তব্য। যেহেতু, আমার এই দুঃখের মূল কারণ হইল ভীষ্ম॥ ৩৪

কিন্তু এরূপ কোন্ রাজা আছেন, যিনি যুদ্ধে ভীষ্মকে পরাজিত করিতে পারিবেন? এইরূপ নিশ্চয় করিয়া অম্বা নগর হইতে বহির্গত হইল॥ ৩৫

তারপর সে পুণ্যশীল তপস্বী মহাত্মাদিগের আশ্রমে যাইয়া সেখানে রাত্রি অতিবাহিত করিল। সেই আশ্রমে তাপসগণ তাহাকে চারিদিকে ঘিরিয়া তাহার রক্ষাবিধান করিয়াছিলেন॥ ৩৬

মহারাজ ভরতবংশধর! পবিত্র ঈষৎহাস্যময়ী অম্বা নিজের উপর আপতিত সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তারপূর্বক আশ্রমবাসী মহাত্মাদিগকে বলিল। কিরূপে তাহার অপহরণ হইল, কিভাবে ভীষ্মের নিকট হইতে মুক্তিলাভ করিল এবং কিরূপে শাল্ব তাহাকে ত্যাগ করিল—এই সমস্ত বৃত্তান্তই তখন সে তাঁহাদের শুনাইল॥ ৩৭

সেই আশ্রমে তখন কঠোর ব্রতপালনকারী শৈখাবত্য নামে

আর্তাং তামাহ স মুনিঃ শৈখাবত্যো মহাতপাঃ।
নিঃস্বসন্তীং সতীং বালাং দুঃখশোকপরায়ণাম্ ॥ ৩৯
এবং গতে তু কিং ভদ্রে শক্যাঃ কর্তুং তপস্বিভিঃ।
আশ্রমস্থৈর্মহাভাগে তপোধূতৈর্মহাত্মভিঃ ॥ ৪০
সা তেনমব্রবীদ্ রাজন্ ক্রিয়তাং মদনুগ্রহঃ।
প্রব্রাজ্যামহমিচ্ছামি তপশ্চর্ত্যামি দুশ্চরম্ ॥ ৪১
ময়ৈব যানি কর্মাণি পূর্বদেহে তু মূঢ়য়া।
কৃতানি নূনং পাপানি তেষামেতৎ ফলং ধ্রুবম্ ॥ ৪২
নোৎসহে তু পুনর্গন্তুং শ্বশুরং প্রতি তাপসাঃ।

প্রধান এক তপোবৃদ্ধ শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিলেন। যিনি শাস্ত্র ও আরণ্যক প্রভৃতির শিক্ষাদানে সকলেরই গুরু ছিলেন ॥ ৩৮

মহাতপস্বী মুনি শৈখাবত্য শৈখাবত্যাগিনী ও দুঃখ-শোক-পরায়ণা, সতী ও পীড়িতা সেই কন্যাকে বলিলেন ॥ ৩৯

ভদ্রে! মহাভাগে! এইরূপ অবস্থায় এই আশ্রমবাসী তপোনিরত তপোধন মহাত্মারা তোমার কি সহযোগিতা করিতে পারেন? ॥ ৪০

রাজন্! তখন অবলা তাঁহাকে বলিল—ভগবন্! আমার উপর অনুগ্রহ করুন। আমি প্রব্রাজিকার ন্যায় তপশ্চরণ করিতে চাই। আমি এখানে থাকিয়া দুষ্কর তপস্যা করিব ॥ ৪১

মূর্খ নারী আমি পূর্ব জন্মের শরীরে যে পাপকর্ম করিয়াছি, আমি অবশ্য তাহারই এই দুঃখদায়ক ফল প্রাপ্ত হইয়াছি ॥ ৪২

প্রত্যাখ্যাতা নিরানন্দা শ্বশুরেণ চ নির্ধৃতা ॥ ৪৩
উপদিষ্টমিচ্ছেচ্ছামি তাপস্যং বীতকল্মষাঃ।
যূয়মিত্যেবমব্রবীৎ কৃপা ভবতু বো ময়ি ॥ ৪৪
স তামাশ্বাসয়ং কন্যাং দৃষ্টান্তাগমহেতুভিঃ।
সান্ত্বয়ামাস কার্যাণি প্রতিজজ্ঞে দ্বিজৈঃ সহ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে সতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-মুত্তোগপর্বণি অম্বোপাখ্যানপর্বণি শৈখাবত্যাশ্বাসংবাদে পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৫

হে তাপসগণ! এখন আমি নিজ শ্বশুরগণের নিকট ফিরিয়া যাইতে পারিব না, কারণ, তাঁহা শাপ আমাকে ভর্ৎসনা করিয়া প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, ইহাতে আমার দ্বারা জীবনই নিরানন্দ (দুঃখময়) হইয়া গিয়াছে ॥ ৪৩

নিষ্পাপ তাপসগণ! আমি এই কামনা করিতেছি যে, দেবতুল্য সাধুপুরুষ আপনারা আমাকে তপস্যার উপদেশ করুন এবং আমার উপর আপনারা কৃপা করুন ॥ ৪৪

তখন শৈখাবত্য মুনি লৌকিক দৃষ্টান্ত, শাস্ত্রীয় বচন ও যুক্তি-সমূহ দ্বারা এই কন্যাকে আশ্বাস প্রদান করিলেন, সান্ত্বনা দিলেন অর্থাৎ ধৈর্য ধারণে সহায়তা করিলেন এবং ব্রাহ্মণগণের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে কার্যসাধন-বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করিলেন ॥ ৪৫

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত সতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত অম্বোপাখ্যানপর্বে শৈখাবত্য ও অম্বার সংবাদবিষয়ক পঞ্চসপ্তত্যধিকশততমঅধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[তাপসানামাশ্রমে রাজর্ষি-হোত্রবাহনস্যাকৃতব্রণস্য চাগমনম্, অম্বয়া সহ তয়োঃ কথোপকথনঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

ততস্তে তাপসাঃ সর্বে কার্যাবস্তোঽভবংস্তদা।
তাং কন্যাং চিন্তয়ন্তস্তে কিং কার্যমিতি ধর্মিণঃ ॥ ১
কেচিদাহুঃ পিতুর্বেশ্ম নীয়তামিতি তাপসাঃ।
কেচিন্মমন্থুরালস্তে মতিং চক্রুশ্চ তাপসাঃ ॥ ২

ষট্‌সপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[তাপসগণের আশ্রমে রাজর্ষি হোত্রবাহন ও অকৃতব্রণের আগমন এবং অম্বার সহিত তাঁহাদের কথোপকথন।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তারপর সেই সব ধর্মাত্মা তাপসিগণ সেই কন্যার বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, এখন কি করা যায়? সেই সময় তাঁহারা এই কন্যার জন্য কিছু করিতে উদ্যোগী ছিলেন ॥ ১

কোন কোন তাপসী বলিলেন যে, এই কন্যাকে তাহার পিতার গৃহে লইয়া যাওয়া উচিত। কোন কোন তাপসী আবার আমাকেই তিরস্কার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন ॥ ২

কেচিচ্ছাবপতিঃ সর্বা নিহোঽমিতি মেনিরে।
নেতি কেচিদ্ ব্যবস্যন্তি প্রত্যাখ্যাতা হি তেন সা ॥৩

এবং গতে তু কিং শক্যং ভদ্রে কর্তুং মনীষিভিঃ।
পুনরূচুশ্চ তাং সর্বে তাপসাঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ৪

অলং প্রব্রজিতেনেহ ভদ্রে শৃণু হিতং বচঃ।
ইতো গচ্ছস্ব ভদ্রং তে পিতুরেব নিবেশনম্ ॥ ৫

প্রতিপৎস্যতি রাজা স পিতা তে যদনন্তরম্।
তত্র বৎস্যসি কল্যাণি সুখং সর্বগুণান্বিতা ॥ ৬

ন চ তেঽন্যা গতির্ভদ্রে ভবেদ্ যত্র যথা পিতা।
পতির্বাপি গতির্নার্যাঃ পিতা বা বরবর্ণিনি ॥ ৭

গতিঃ পতিঃ সমাখ্যাতা বিষমে চ পিতা গতিঃ।
প্রব্রজ্যা হি সুদুঃখেয়ং সুকুমার্যা বিশেষতঃ ॥৮

রাজপুত্র্যাঃ প্রকৃত্যা চ সুকুমার্যাস্তব ভামিনি।
ভদ্রে দোষো হি বিদ্যেত বসতো বরবর্ণিনি ॥ ৯

আশ্রমে বৈ বসন্ত্যাস্তে ন ভবেৎ পিতৃসদ্মনি।
ততস্তদ্ভদ্রমব্রুবন্ বাক্যং তাপসাস্তাং তপস্বিনীম্ ॥ ১০

স্বামিহৈকাকিনীং দৃষ্ট্বা নির্জনে গহনে বনে।
প্রার্থয়িষ্যন্তি রাজানস্তস্মাত্ত্বৈবং মনঃ কৃথাঃ ১১

অম্বোবাচ।

ন শক্যং কাশিনগরং পুনর্গন্তুং পিতুর্গৃহান্।
অবজ্ঞাতা ভবিষ্যামি বান্ধবানাং ন সংশয়ঃ ॥১২

উষিতাস্মি তথা বাল্যে পিতুর্বেশ্মনি তাপসাঃ।
নাহং গমিষ্যে ভদ্রং বস্তত্র যত্র পিতা মম ॥

তপস্তপ্তুমভীপ্সামি তাপসৈঃ পরিরক্ষিতা ॥১৩

যথা পরেঽপি মে লোকে ন স্যাদেবং মহাত্যয়ঃ।
দৌর্ভাগ্যং তাপসশ্রেষ্ঠাস্তস্মাৎ তপ্স্যামহং তপঃ ॥ ১৪

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যেবং তেষু বিপ্রেষু চিন্তয়ৎসু যথাতথম্।
রাজর্ষিস্তত্র বনং প্রাপ্তস্তপস্বী হোত্রবাহনঃ ॥ ১৫

কেহ কেহ এই রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে, আমরা সকলে মিলিয়া শাল্বরাজকে বলা করাইব, যেন তিনি ইহাকে গ্রহণ করেন; কিন্তু অধিকাংশ ধার্মিক ব্রাহ্মণেরা যে, না, কোনক্রমেই ইহা সম্ভব হইবে না; কারণ, শাল্বরাজ ইহাকে (ভগ্নাবস্থায়) প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন ॥ ৩

ভদ্রে! এই অবস্থায় মনীষী তাপসগণ তোমার জন্য কি করিতে পারেন? এই কথা বলিয়া প্রত্যাখ্যানকারী তাপসগণ সেই রাজকন্যাকে বলিলেন ॥ ৪

ভদ্রে! গৃহত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনীর ধর্মাচরণে সংসর্গ হইবার কোন আবশ্যকতা নাই। তুমি আমাদের হিতকর বাক্য শ্রবণ কর, তোমার কল্যাণ হউক। তুমি এখান হইতে পিতৃগৃহেই গমন কর ॥৫

ইহার পর যাহা অবশ্য করণীয় হইবে, তাহা তোমার পিতা কাশিরাজ বিচার করিয়া সম্পন্ন করিবেন। কল্যাণি! তুমি সেখানে সর্বগুণসম্পন্না হইয়া সুখে বাস করিতে পারিবে ॥ ৬

ভদ্রে! তোমার পক্ষে পিতার আশ্রয় গ্রহণ করা যেরূপ ন্যায়সঙ্গত, সেইরূপ অন্য কোন আশ্রয়ে হইবে না। বরবর্ণিনি! কারণ, নারীর পক্ষে পতি অথবা পিতাই গতি (আশ্রয়) ॥ ৭

সুখের পরিস্থিতিতে নারীর পক্ষে পতি আশ্রয় হন এবং সঙ্কটকালে তাহার পক্ষে পিতার আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। বিশেষতঃ তুমি সুকুমারী, সুতরাং তোমার এই প্রব্রজ্যা (গৃহত্যাগ করত সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ) অত্যন্ত দুঃসহকর হইবে ॥ ৮

ভামিনি! এক ত' তুমি রাজকুমারী, তাহার উপর আবার তুমি স্বভাবতঃ সুকুমারী, সুন্দরি! অতএব এই আশ্রমে থাকিলে তোমার জন্য এই দোষ উপস্থিত হইবে ॥ ৯

কিন্তু তুমি পিতৃগৃহে থাকিলে সেই দোষ হইবে না। তারপর অন্য তাপসগণ বলিলেন,—এই নির্জন গহন বনে তোমাকে একাকী দেখিয়া অনেক রাজা তোমার প্রণয়প্রার্থী হইবে। অতএব তুমি এইরূপ সন্ন্যাসিনী হইয়া তপস্যা করিবার বিচার করিও না ॥ ১০-১১

অম্বা বলিল,—আমি পুনরায় কাশিনগরে পিতার গৃহে ফিরিয়া যাইতে পারিব না; সেখানে বন্ধু-বান্ধবগণের মধ্যে আমাকে অপমানিত হইয়া থাকিতে হইবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥১২

হে তাপসগণ! আমি বাল্যকালে পিতৃগৃহে বাস করিয়াছি। আপনাদের কল্যাণ হউক। এখন আমি সেইখানে যাইব না, যেখানে আমার পিতা থাকিবেন। তপস্বী আপনাদের দ্বারা সুরক্ষিতা হইয়া আমি এই স্থানেই তপস্যা করিবার ইচ্ছা করিয়াছি ॥ ১৩

তাপসশ্রেষ্ঠ মহর্ষিগণ! আমি এইরূপ তপস্যা করিতে চাই যে, আমাকে যেন পুনরায় পরলোকে এরূপ মহাসঙ্কটে ও দুর্ভাগ্যের সম্মুখীন হইতে না হয়। সেইহেতু আমি তপস্যাই করিব ॥ ১৪

ভীষ্ম বলিলেন,—এইরূপে যখন সেই ব্রাহ্মণগণ চিন্তামগ্ন ছিলেন,

ততস্তে তাপসাঃ সর্বে পূজয়ন্তি স্ম তং নৃপম্।
পূজাভিঃ স্বাগতাদ্যাভিরাসনেনোদকেন চ ॥১৬
তস্মোপবিষ্টস্য সতো বিশ্রান্তস্যোপশৃণ্বতঃ।
পুনরেব কথাং চক্রুঃ কন্যাং প্রতি মনীষিণঃ ॥ ১৭
অম্বায়াস্তাং কথাং শ্রুত্বা কাশিরাজস্য ভারত।
রাজর্ষিঃ স মহাতেজা বহ্বীরোদ্বিগ্নমানসঃ ॥১৮
তাং তথাবাদিনীং শ্রুত্বা দৃষ্ট্বা চ স মহাতপাঃ।
রাজর্ষিঃ কৃপয়াবিষ্টো মহাত্মা হোত্রবাহনঃ ॥ ১৯
স বেপমান উত্থায় মাতুস্তস্যাঃ পিতা তদা।
তাং কন্যামঙ্কমারোপ্য পর্যপৃচ্ছত দুঃখিতা ॥২০
স তামপৃচ্ছৎ কার্শ্ন্যেন বাসনোৎপত্তিমাদিতঃ।
সা চ তস্মৈ যথাবৃত্তং বিস্তরেণ ন্যবেদয়ৎ ॥ ২১
ততঃ স রাজর্ষিরভূদ্ দুঃখশোকসমন্বিতঃ।
কার্ৎস্ন্যাচ্চ প্রতিপেদে তদ্বনসা সুমহাতপাঃ ॥ ২২

অব্রবীদ্ বেপমানশ্চ কন্যামার্তাং সুদুঃখিতঃ।
মা গাঃ পিতুর্গৃহং ভদ্রে মাতুস্তে জনকো হ্যহম্ ॥ ২৩
দুঃখং ছিন্দ্যামহং তে বৈ ময়ি বর্তস্ব পুত্রিকে।
পর্য্যাপ্তং তে মনো বৎসে যদেবং পরিতপ্যসি ॥২৪
গচ্ছ মদ্‌বচনাদ্ রামং জামদগ্ন্যং তপস্বিনম্।
রামস্তে সুমহদ্ দুঃখং শোকং চৈবাপনেষ্যতি ॥ ২৫
হনিষ্যতি রণে ভীষ্মং ন করিষ্যতি চেদ্ বচঃ।
তং গচ্ছ ভার্গবশ্রেষ্ঠং কালাগ্নিসমতেজসম্ ॥ ২৬
প্রতিষ্ঠাপয়িতা স ত্বাং সমে পথি মহাতপাঃ।
ততস্তু সুস্বরং বাষ্পমুৎসৃজন্তী পুনঃ পুনঃ ॥ ২৭
অব্রবীৎ পিতরং মাতুঃ সা তদা হোত্রবাহনম্।
অভিবাদয়িষ্যে শিরসা গমিষ্যে তব শাসনাৎ ॥ ২৮
অপি নামাগ্র পশ্যেয়মার্য্যং তং লোকবিশ্রুতম্।
কথঞ্চ ভীষ্মং দুঃখং মে ন করিষ্যতি ভার্গবঃ ॥

সেই সময় তপস্বী রাজর্ষি হোত্রবাহন সেই বনে আগমন করিলেন ॥ ১৫

তখন সেই তাপস ব্রাহ্মণগণ স্বাগতপ্রশ্নাদি, কুশলপ্রশ্ন, আসনদান এবং অতিথিসৎকারের উপচারসমূহ দ্বারা রাজা হোত্রবাহনের সমাদর করিলেন ॥ ১৬

যখন তিনি আসনে বসিয়া বিশ্রাম গ্রহণ করিলেন, সেই সময় তাঁহাকে শুনাইতে শুনাইতে বনবাসী তপস্বীগণ সেই কন্যার বিষয়ে বার্ত্তালাপ করিতে লাগিলেন ॥ ১৭

ভারত! অম্বা ও কাশিরাজের সেই চর্চ্চা শুনিয়া মহাতেজস্বী রাজর্ষি হোত্রবাহনের চিত্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল ॥ ১৮

পূর্ব্বোক্তভাবে দীনতার সহিত নিজের দুঃখ নিবেদনকারিণী রাজকন্যা অম্বার কথা শুনিয়া মহাতপস্বী মহাত্মা রাজর্ষি হোত্রবাহন দয়ায় দ্রবীভূত হইলেন ॥ ১৯

তিনি অম্বার দাদামহাশয় ছিলেন। রাজন্! তিনি কাঁপিতে কাঁপিতে উঠিয়া সেই রাজকন্যাকে ক্রোড়ে গ্রহণকরত তাহাকে সান্ত্বনা দিতে লাগিলেন ॥ ২০

তিনি তাঁহার উপর পতিত সঙ্কটের আরম্ভ হইতে সব কিছুই জিজ্ঞাসা করিলেন এবং অম্বাও প্রথম হইতে যাহা যাহা হইয়াছিল, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তারসহকারে তাঁহার নিকট বলিলেন ॥ ২১

তখন সেই মহাতপস্বী রাজর্ষি দুঃখ ও শোকে সন্তপ্ত হইয়া মনে মনেই আবশ্যক কর্ত্তব্যের নিশ্চয় করিলেন ॥ ২২

তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া কাঁপিতে কাঁপিতে সেই দুঃখিনী রাজকন্যাকে এই কথা বলিলেন—হে ভদ্রে! তুমি পিতৃগৃহে যাইতে না চাও, তবে যাইও না। আমি তোমার মাতার পিতা (দাদামহাশয়) ॥২৩

পুত্রি! আমি তোমার দুঃখ দূর করিব, তুমি আমার নিকটে থাক। বৎসে! তোমার মনে অত্যন্ত সন্তাপ হইয়াছে, সেইজন্য তুমি এরূপ শুষ্ক হইয়া যাইতেছ ॥ ২৪

তুমি আমার কথাতুসারে তপস্যাপরায়ণ জমদগ্নিপুত্র পরশুরামের নিকট গমন কর। তিনি তোমার এই মহাদুঃখ অবশ্যই দূর করিবেন ॥ ২৫

ভীষ্ম যদি তাঁহার কথা গ্রহণ না করে, তবে তিনি যুদ্ধে ভীষ্মকে বধ করিবেন। ভার্গবশ্রেষ্ঠ পরশুরাম প্রলয়কালীন অগ্নিতুল্য তেজস্বী, তুমি তাঁহার শরণাগত হও ॥ ২৬

সেই মহাতপস্বী রাম তোমাকে ন্যায়োচিত পথে পরিচালিত করিবেন। ইহা শুনিয়া অম্বা বার বার অশ্রুমোচন করিতে করিতে নিজের দাদামহাশয় হোত্রবাহনকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করত মধুরস্বরে এইরূপ বলিল—আপনার আজ্ঞায় আমি অবশ্যই তাঁহার নিকট যাইব ॥ ২৭-২৮

কিন্তু আমি আজ সেই বিশ্ববিখ্যাত শ্রেষ্ঠ মহাত্মার দর্শন কিভাবে পাইব এবং কৃতনিশ্চয় পরশুরাম আমার এই দুঃসহ দুঃখ কিরূপে নাশ করিবেন? আমি এইসব জানিতে ইচ্ছা করি, যাহাতে আমি সেখানে যাইতে সমর্থ হই ॥ ২৯

এতদিচ্ছাম্যহং জ্ঞাতুং যথা যাস্যামি তত্র বৈ ॥ ২৯

হৈত্রবাহন উবাচ।

রামং দ্রক্ষ্যসি ভদ্রে ত্বং জামদগ্ন্যং মহাবনে।
উগ্রে তপসি বর্ত্তন্তং সত্যসন্ধং মহাবলম্ ॥ ৩০
মহেন্দ্রে বৈ গিরিশ্রেষ্ঠে রামো নিত্যমুপাস্তি হ।
ঋষয়ো বেদবিদ্বাংসো গন্ধর্বাপ্সরসস্তথা ॥ ৩১
তত্র গচ্ছস্ব ভদ্রং তে ক্রয়াশ্চৈনং বচো মম।
অভিবাদ্য চ তং মূর্দ্ধা তপোবৃদ্ধং দৃঢ়ব্রতম্ ॥ ৩২
ক্রয়াশ্চৈনং পুনর্ভদ্রে যৎ তে কার্য্যং মনীষিতম্।
ময়ি সঙ্কীর্ত্তিতে রামঃ সর্বং তৎ তে করিষ্যতি ॥ ৩৩
মম রামঃ সখা বৎসে প্রীতিযুক্তঃ সুহৃচ্চ মে।
জামদগ্ন্যস্তপোবীর্য্যঃ সর্বশস্ত্রভৃতাং বরঃ ॥ ৩৪
এবং ব্রুবতি কন্যাং তু পার্থিবে হৈত্রবাহনে।
অকৃতব্রণঃ প্রাদুরাসীদ্ রামস্যানুচরঃ প্রিয়ঃ ॥ ৩৫
ততস্তে মুনয়ঃ সর্বে সমুত্তস্থুঃ সহস্রশঃ।
স চ রাজা বয়োবৃদ্ধঃ সর্বেষো হৈত্রবাহনঃ ॥ ৩৬

ততো দৃষ্ট্বা কৃতাতিথ্যমক্লেশং তে বনৌকসঃ।
সহিতা ভরতশ্রেষ্ঠ নিষেদুঃ পরিবার্য্য তম্ ॥ ৩৭
ততস্তে কথয়ামাসুঃ কথাস্তাস্তা মনোরমাঃ।
হৃষ্টা দিব্যাশ্চ রাজেন্দ্র প্রীতিহর্ষমুদা যুতাঃ ॥ ৩৮
ততঃ কথান্তে রাজর্ষীর্মহাত্মা হৈত্রবাহনঃ।
রামং শ্রেষ্ঠং মহর্ষীণামপৃচ্ছদকৃতব্রণম্ ॥ ৩৯
ক্ব সম্প্রতি মহাবাহো জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।
অকৃতব্রণ শক্যো বৈ দ্রষ্টুং বেদবিদাং বরঃ ॥ ৪০

অকৃতব্রণ উবাচ।

ভবন্তমেব সততং রামঃ কীর্ত্তয়তি প্রভো।
সখা তে প্রিয়সখো রাজর্ষিরিতি পার্থিব ॥ ৪১
ইহ রামঃ প্রভাতে বৈ ভবিতেতি মতির্মম।
দ্রষ্টাস্যেনমিহায়ান্তং তব দর্শনকাঙ্ক্ষয়া ॥ ৪২
ইয়ঞ্চ কন্যা রাজর্ষে কিমর্থং বনমাগতা।
কস্য চেয়ং তব চ কা ভবতীচ্ছামি বেদিতুম্ ॥ ৪৩

হৈত্রবাহন বলিলেন,—ভদ্রে! জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম এক মহাবনমধ্যে উগ্র তপস্যা করিতেছেন। তিনি মহাশক্তিশালী ও সত্যপ্রতিজ্ঞ! তুমি অবশ্যই তাঁহার দর্শন পাইবে। ৩০

পরশুরাম সর্ব্বদা শ্রেষ্ঠপর্ব্বত মহেন্দ্রপর্ব্বতে বাস করেন। সেখানে বেদজ্ঞ মহর্ষিগণ, গন্ধর্ব্বগণ ও অপ্সরারাও বাস করেন ৩১

তোমার কল্যাণ হউক। তুমি সেখানে যাও এবং দৃঢ়ব্রত ও তপোবৃদ্ধ সেই মহাত্মাকে অভিবাদন করিয়া প্রথমে তাঁহাকে আমার কথা বলিও। ৩২

ভদ্রে! তারপর তোমার মনের যাহা অভীষ্ট কার্য্য, তাহা তাঁহাকে নিবেদন করিবে। আমার নাম করিলে পরশুরাম তোমার সব কার্য্যই সম্পাদন করিবেন। ৩৩

বৎসে! সমস্ত অস্ত্রধারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ জমদগ্নিনন্দন বীরবর পরশুরাম আমার সখা ও প্রীতিমান্ সুহৃৎ। ৩৪

রাজা হৈত্রবাহন যখন রাজকন্যা অশ্রুকে এই কথা বলিতেছিলেন, সেই সময়ই পরশুরামের প্রিয় সেবক অকৃতব্রণ সেখানে প্রাদুর্ভূত হইলেন। ৩৫

তাঁহাকে দেখিয়াই সেই সহস্র সহস্র মুনিগণ ও বনবাসীরা বয়োবৃদ্ধ রাজা হৈত্রবাহন সকলেই উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ৩৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! তদনন্তর সকলে তাঁহার আদর সৎকার করিলেন এবং সেই বনবাসী মহর্ষিগণ পরস্পরের দিকে দৃষ্টিপাত করত একসঙ্গে অকৃতব্রণকে পরিবেষ্টিত করিয়া উপবেশন করিলেন। ৩৭

রাজেন্দ্র! তারপর তাঁহারা সকলে প্রেম ও হর্ষের সহিত দিব্য, হৃদ্য ও মনোরম বার্ত্তালাপ করিতে লাগিলেন। ৩৮

অনন্তর কথাবার্ত্তা শেষ হইলে রাজর্ষি মহাত্মা হৈত্রবাহন মহর্ষিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরশুরামের বিষয়ে অকৃতব্রণকে জিজ্ঞাসা করিলেন। ৩৯

মহাবাহু অকৃতব্রণ! বর্ত্তমানে বেদজ্ঞগণশ্রেষ্ঠ ও প্রতাপশালী জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের দর্শনলাভ কোথায় হইতে পারে? ৪০

অকৃতব্রণ বলিলেন,—প্রভো! পরশুরাম ত' সর্ব্বদা আপনারই প্রসঙ্গ আলাপ-আলোচনা করেন। হে নৃপতে! তিনি বলেন—হৈহয়বংশীয় রাজর্ষি হৈত্রবাহন আমার প্রিয় সখা। ৪১

আমার বিশ্বাস—কাল প্রভাতেই পরশুরাম এখানে উপস্থিত হইবেন। তিনি আপনার সহিত মিলিত হইবার জন্যই এখানে আসিতেছেন। অতএব আপনি এই স্থানেই তাঁহার দর্শনলাভ করিবেন। ৪২

রাজর্ষে! আমি জানিতে ইচ্ছা করি—এই কন্যা কি হেতু বনে আসিয়াছে? সে কাহার কন্যা এবং আপনার সহিতই বা ইহার সম্বন্ধ কি? ৪৩

হোত্রবাহন উবাচ।

মৌদ্গিল্যীয়ং মম বিভো কাশিরাজসুতা প্রিয়া।
জ্যেষ্ঠা স্বয়ংবরে তস্মৌ ভগিনীভ্যাং সহানঘ ॥ ৪৪
উত্তমশ্লোকেতি বিখ্যাতা জ্যেষ্ঠা কাশিপতেঃ সুতা।
অম্বিকাম্বালিকে কন্যে কনীয়স্যৌ তপোধন ॥ ৪৫
সমেতং পার্থিবং ক্ষত্রং কাশিপুর্যাং ততোঽভবৎ।
কন্যানিমিত্তং বিপ্রর্ষে তত্রাসীদুৎসবো মহান্ ॥ ৪৬
ততঃ কিল মহাবীর্যো ভীষ্মঃ শান্তনবো নৃপান্।
অভিক্ষিপ্য মহাতেজাস্ত্রিস্রঃ কন্যা জহার তাঃ ॥ ৪৭
নির্জিত্য পৃথিবীপালানথ ভীষ্মো গজাহ্বয়ম্।
আজগাম বিসৃজ্যাথ কন্যাভিঃ সহ ভারত ॥ ৪৮
সত্যবত্যৈ নিবেদ্যাথ বিবাহং সমনন্তরম্।
ভ্রাতুর্বিচিত্রবীর্যস্য সমাজ্ঞাপয়ত প্রভুঃ ॥ ৪৯
তাং তু বৈবাহিকং দৃষ্ট্বা কন্যেয়ং সমুপাগতম্।
অব্রবীৎ তত্র শাল্বেয়ঃ মন্ত্রিমধ্যে দ্বিজর্ষভ ॥ ৫০

ময়া শাল্বপতির্বীরো মনসাভিবৃতঃ পতিঃ।
ন মামর্হসি ধর্মজ্ঞ দাতুং ভ্রাত্রেঽন্যমানসাম্ ॥ ৫১
তচ্ছ্রুত্বা বচনং ভীষ্মঃ সম্মন্ত্র্য সহ মন্ত্রিভিঃ।
নিশ্চিত্য বিসসর্জৈনাং সত্যবত্যা মতে স্থিতঃ ॥ ৫২
অনুজ্ঞাতা তু ভীষ্মেণ শাল্বং সৌভপতিং ততঃ।
কন্যেয়ং মুদিতা তত্র কালে বচনমব্রবীৎ ॥ ৫৩
বিসর্জিতাস্মি ভীষ্মেণ ধর্মং মাং প্রতিপাদয়।
মনসাভিবৃতঃ পূর্বং ময়া ত্বং পার্থিবর্ষভ ॥ ৫৪
প্রত্যাচখ্যৌ চ শাল্বোঽস্মাচ্চারিত্রস্যাভিশঙ্কিতঃ।
সেয়ং তপোবনং প্রাপ্তা তাপস্যেঽভিরতা ক্ষমম্ ॥ ৫৫
ময়া চ প্রত্যভিজ্ঞাতা নামস্থ পরিকীর্তনাৎ।
অস্য দুঃখস্য চোৎপত্তিং ভীষ্মমেবেহ মন্যতে ॥ ৫৬

অম্বোবাচ।

ভগবন্নেবমেবেহ যথাঽহ পৃথিবীপতিঃ।
শরীরকর্তা মাতুর্মে সুকৃতো হোত্রবাহনঃ ॥ ৫৭

হোত্রবাহন বলিলেন,—প্রভো! এই কন্যা আমার ভৌদ্গিল্যী (কন্যার কন্যা)। নিষ্পাপ! কাশিরাজের পরমপ্রিয়া জ্যেষ্ঠা কন্যা বীর্য দুই কনিষ্ঠা ভগিনীর সহিত স্বয়ংবরসভায় উপস্থিত হইয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অম্বানামে বিখ্যাতা এই কন্যাই কাশিরাজের জ্যেষ্ঠা দুহিতা। তপোধন! উহার দুই কনিষ্ঠা ভগিনীর নাম যথাক্রমে অম্বিকা ও অম্বালিকা। ৪৪-৪৫

ব্রহ্মর্ষে! কাশীপুরীতে এই কন্যাগণের জন্য পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ স্বয়ংবরসভায় সমবেত হইয়াছিলেন এবং এই কারণে সেখানে তখন এক স্বয়ংবর মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ৪৬

তারপর সেই স্বয়ংবরসভায় আসিয়া মহাতেজস্বী ও মহাপরাক্রমশালী শান্তনুনন্দন ভীষ্ম সকল রাজাকে জয় করিয়া সেই তিন কন্যাকে অপহরণ করেন। ৪৭

ভরতনন্দন ভীষ্মের হৃদয় এই কন্যাগণের প্রতি সর্বথা শুদ্ধই ছিল। তিনি সমস্ত ভূপতিগণকে পরাজিত করিয়া তিন কন্যার সহিত হস্তিনাপুরে প্রত্যাবর্তন করেন। ৪৮

সেখানে আসিয়া প্রভাবশালী ভীষ্ম মাতা সত্যবতীর নিকট সেই তিন কন্যাকে সমর্পণ করেন এবং ইহাদের সহিত নিজের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিচিত্রবীর্যের বিবাহ দিবার আজ্ঞা দিলেন। ৪৯

দ্বিজশ্রেষ্ঠ! সেখানে বিবাহ-বিষয়ক সমস্ত আয়োজন দেখিয়া এই কন্যা অম্বা মন্ত্রিগণের মধ্যে সত্যপুত্র ভীষ্মকে বলিল। ৫০

ধর্মজ্ঞ! আমি মনে মনে বীর শাল্বরাজকে নিজের পতিরূপে বরণ করিয়াছি, অতএব আমার মন শাল্বের প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত থাকায় আপনার ভ্রাতার সহিত আমার বিবাহ হওয়া উচিত হইবে না। ৫১

অম্বার এই কথা শুনিয়া ভীষ্ম মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত পরামর্শ করিয়া নিশ্চয় পূর্বক মাতা সত্যবতীর অনুমতি গ্রহণ করত এই কন্যাকে মুক্ত করিয়া দিলেন। ৫২

ভীষ্মের আজ্ঞা পাইয়া মনে মনে অত্যন্ত আনন্দিতা অম্বা সৌভবিমানের পতি (অধিকারী) শাল্বের নিকট গমন করিল এবং সেখানে তাহাকে বলিল। ৫৩

নৃপশ্রেষ্ঠ! ভীষ্ম আমাকে ছাড়িয়া দিয়াছেন; কারণ, পূর্ব হইতেই আমি আপনাকে মনে মনে পতিরূপে বরণ করিয়াছিলাম, অতএব আপনি আমাকে ধর্মপালনের অবসর দান করুন অর্থাৎ আপনি আমাকে ধর্মানুসারে পত্নীরূপে গ্রহণ করুন। ৫৪

শাল্বরাজের ইহার চরিত্রের উপর সন্দেহ হয়; সেইজন্য এই কন্যার প্রস্তাবকে তিনি প্রত্যাখ্যান করিয়া দেন। তাহারা ফলে এই কন্যা তপস্যায় অত্যন্ত অনুরক্তা হইয়াছে ও এই বনে আসিয়াছে। ৫৫

ইহার মুখের পরিচয় পাইয়া আমি ইহাকে চিনিতে পারিয়াছি। এই কন্যা তাহার সকল দুঃখের কারণ বলিয়া ভীষ্মকেই মনে করিতেছে। ৫৬

অম্বা বলিল,—ভগবন্! যেমন আমার মাতার পিতা

ন হ্যুৎসহে অনগরং প্রতিযাতুং তপোধন।
অপমানভয়াচ্চৈব ব্রীড়য়া চ মহামুনে ॥ ৫৮
যৎ তু মাং ভগবান্ রামো বক্ষ্যতি দ্বিজসত্তম।
তন্মে কার্য্যতমং কার্য্যমিতি মে ভগবন্ মতিঃ ॥ ৫৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি অম্বোপাখ্যানপর্বণি হোত্রবাহনাশ্বাসংবাদে
ষট্‌সপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৬

(মাধবাচার্য) শুকবংশীয় মহারাজ হোত্রবাহন বলিলেন, ইহাই আমার প্রকৃত বর্তমান পরিস্থিতি ॥ ৫৭

তপোধন! মহামুনে! লজ্জা ও অপমানের ভয়ে আর নিজ নগরে যাইতে আমার মনে কোনই উৎসাহ নাই ॥ ৫৮

ভগবন্! দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এখন ভগবান্ পরশুরাম আমাকে যাহা কিছু বলিবেন, তাহাই আমার সর্বোত্তম কর্তব্য হইবে; ইহাই আমি নিশ্চয় করিয়াছি ॥ ৫৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত আখ্যোপাখ্যানপর্বে হোত্রবাহন ও অশ্বার সংবাদবিষয়ক ষট্‌সপ্তত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অশ্বসহ অকৃতব্রণস্য পরশুরামস্য চ কথোপকথনম্।]

অকৃতব্রণ উবাচ।
দুঃখদ্বয়মিদং ভদ্রে কৃতমস্ত চিকীর্ষসি
প্রতিকর্তব্যমবলে তৎ মে বৎসে বদস্ব মে ॥ ১
যদি সৌভপতির্ভদ্রে নিযোক্তব্যো মতস্তব।
নিবোক্ষ্যতি মহাত্মা স রামস্তদ্ধিতকাম্যয়া ॥ ২
অথাপগেয়ং ভীষ্মং বা রামেণেচ্ছসি যোজিতা।
রণে বিনির্জিতং দ্রষ্টুং দুর্যোধং তনয়ং ভার্গবৈঃ ॥ ৩
সৃজন্তস্ত বচঃ শ্রুত্বা তব চৈব তচিকীর্ষিতে।
যদত্র তে ক্ষমং কার্যং তদ্ভবৈব বিচিন্ত্যতাম্ ॥ ৪

অশ্বোবাচ।
অপনীতাস্মি ভীষ্মেণ ভগবন্নবিজানতা।
নাভিজানাতি মে ভীষ্মো ব্রহ্মন্ শাখগতং মনঃ ॥ ৫
এতদ্ বিচার্য্য মনসা ভবানেবতু বিনিশ্চয়ম্।
বিচিনোতু যথান্যায়ং বিধানং ক্রিয়তাং তথা ॥ ৬
ভীষ্মে বা কুরুশার্দূলে শাখরাজেঽথবা পুনঃ।
উভয়োরেব বা ব্রহ্মন্ যুক্তং যৎ তৎ সমাচর ॥ ৭

সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[অশ্বার সহিত অকৃতব্রণ ও পরশুরামের কথোপকথন।]

অকৃতব্রণ বলিলেন,—ভদ্রে! তোমার দুঃখপ্রদ দুইটি (ভীষ্ম ও শাখ) কার্য দেখিতেছি। বৎসে! তুমি ইহাদের দুইজনের মধ্যে কাহার প্রতি প্রতিশোধ লইবার ইচ্ছা করিতেছ? তাহা আমাকে বল ॥ ১

ভদ্রে! যদি তোমার এই মত হয় যে, সৌভপতি শাখরাজকে বিবাহ করিতে বাধ্য করা, তবে মহাত্মা পরশুরাম তোমার হিতকামনা করিয়া শাখরাজকে অবশ্যই এই কার্যে নিযুক্ত করিবেন ॥ ২

অথবা যদি তুমি গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে পরশুরামের দ্বারা যুদ্ধে পরাজিত হইতে দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে মহাত্মা ভার্গব তাহাই করিবেন ॥ ৩

পবিত্র ঈষৎ হাস্যময়ি! শুকবংশীয় হোত্রবাহনের বাক্য শুনিয়া এবং তোমার নিজের যাহা মানসিক অভীষ্ট কার্য তাহা বিচার করিয়া তোমার যাহা একান্ত আবশ্যক বোধ হইবে, উহা আজই নির্ণয় করিয়া বল ॥ ৪

অশ্বা বলিল,—ভগবন্! ভীষ্ম আমাকে না জানিয়াই শুনিয়াই অপহরণ করিয়াছেন। ব্রহ্মন্! তাঁহার ইহা জানা ছিল না যে, আমার মন শাখে অনুরক্ত আছে ॥ ৫

এ-বিষয়ে আপনিই মনে মনে বিচার করিয়া যাহা নিশ্চয় করিবেন এবং যাহা ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে করিবেন, তাহাই করুন ॥ ৬

ব্রহ্মন্! কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের সহিত অথবা শাখরাজের সহিত কিংবা উভয়েরই সহিত যাহা করা যুক্তিযুক্ত বলিয়া আপনি বিবেচনা করিবেন, তাহাই করুন ॥ ৭

নিবেদিতং ময়া হ্যেতদ্ দুঃখমূলং যথাতথম্
বিধানং তত্র ভগবন্ কর্তুমর্হসি যুক্তিতঃ ॥ ৮

অকৃতব্রণ উবাচ।

উপপন্নমিদং ভদ্রে বচনং বরবর্ণিনি।
ধর্মং প্রতি বচো ব্রহ্মন্ শৃণু চেদং বচো মম ॥ ৯
যদি ত্বামাপগেয়ো বৈ ন নয়েদ্ গজসাহ্বয়ম্।
শাল্বস্যাং শিরসা ভীরু স্পৃষ্টীয়াদ্ রামচোদিতঃ ॥ ১০
তেন ত্বং নির্জিতা ভদ্রে যন্মাল্লীতাসি ভাবিনি।
সংশয়ঃ শাল্বরাজস্য তেন ত্বয়ি সুমধ্যমে ॥ ১১
ভীষ্মঃ পুরুষমানী চ জিতকাশী তথৈব চ।
তস্মাৎ প্রতিক্রিয়া যুক্তা ভীষ্মে কারয়িতুং তব ॥ ১২

অম্বোবাচ।

মমাপ্যেষ সদা ব্রহ্মন্ হৃদি কামোঽভিবর্ততে।
যাতয়েয়ং যদি রণে ভীষ্মমিত্যেব নিত্যদা ॥ ১৩
ভীষ্মং বা শাল্বরাজং বা যং বা দোষেণ মন্যসে।
প্রশাধি ত্বং মহাবাহো যৎকৃতেঽহং সুদুঃখিতা ॥ ১৪

ভীষ্ম উবাচ।

এবং কথয়তামেব তেষাং স দিবসো গতঃ।
রাত্রিশ্চ ভরতশ্রেষ্ঠ সুখশীতোষ্ণমারুতা ॥ ১৫
ততোঽগ্র্যঃ প্রাদুরাসীৎ প্রজ্বলন্নিব তেজসা।
শিষ্যৈঃ পরিবৃতো রাজন্ জটাচীরধরো মুনিঃ ॥ ১৬
ধনুষ্পাণিরদীনাত্মা ষড়ঙ্গং বিদ্রং পরম্বরী।
বিরজা রাজশার্দূল স্বতনুং সোঽভ্যরাদ্ভৃগূত্তমম্ ॥ ১৭
ততস্তং তাপসা দৃষ্ট্বা স চ রাজা মহাতপাঃ।
তস্থুঃ প্রাঞ্জলয়ো রাজন্ সা চ কন্যা তপস্বিনী ॥ ১৮
পূজয়ামাসুরব্যগ্রা মধুপর্কেণ ভার্গবম্।
অচিতশ্চ যথান্যায়ং নিষসাদ সহৈব তৈঃ ॥ ১৯
ততঃ পূর্ববৃত্তান্তানি কথয়ন্তৌ স তাবুভৌ।
আসাতাং জামদগ্ন্যশ্চ সহয়ৈশ্চৈব ভারত ॥ ২০

আমি আমার দুঃখের মূল কারণ সব আপনাদিগকে যথাযথভাবে নিবেদন করিলাম। ভগবন্! এখন আপনিই এ-বিষয়ে যাহা যুক্তি বলে যাহা উচিত মনে করেন, তাহাই করুন। ৮

অকৃতব্রণ বলিলেন, ভদ্রে তুমি যে এই যথার্থকথা বলিলে, ইহা তোমার পক্ষে যোগ্যই হইয়াছে। সুশ্রোণি! এখন আমার কথা শ্রবণ কর। ৯

ভীরু! যদি গঙ্গানন্দন ভীষ্ম তোমাকে হস্তিনাপুরে লইয়া না যাইত, তবে রাজা শাল্ব পরশুরাম বলিলে পর তোমাকে আদরের সহিত গ্রহণ করিয়া লইত। ১০

ভদ্রে! কিন্তু ভীষ্ম তোমাকে জয় করিয়া লইয়া গিয়াছে। ভাবিনি! সুমধ্যমে! কেবল এই কারণেই শাল্বরাজের মনে তোমার প্রতি সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। ১১

ভীষ্ম নিজ পৌরুষে অভিমানী হইয়া এখন শাল্ব বিজয়োদ্যম করিতেছে। অতএব ভীষ্মের উপরই প্রাতপোষ গ্রহণ করা তোমার উচিত হইবে। ১২

ভীষ্ম বধা বলিল,—ব্রহ্মন্! আমার মনেও সর্বদা এই ইচ্ছা হইতেছে যে, আমি যুদ্ধে ভীষ্মকে বধ করাইব। মহাবাহো! আপনি ভীষ্ম ও শাল্বরাজ যাহাকেই দোষী বলিয়া নির্ণয় করিবেন, তাহাদেরই প্রতিবিধান করুন; যাহার জন্য আমাকে অত্যন্ত দুঃখ ভোগ করিতে হইতেছে। ১৩-১৪

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! এই ভাবে কথাবার্তা বলিতে বলিতে তাঁহাদের সেই দিবসটি অতিবাহিত হইয়া গেল। সুখস্পর্শ শীতলভাব ও উষ্ণভাবযুক্ত (শীত গ্রীষ্মমিশ্রিত) বায়ুসমন্বিত রাত্রিও অতিক্রান্ত হইল। ১৫

রাজন্! তারপর নিজ শিষ্যগণে পরিবৃত হইয়া জটাবল্কলশোভিত মুনিবর পরশুরাম প্রাদুর্ভূত হইলেন। তিনি স্বীয় তেজে তখন যেন প্রজ্বলিত হইতেছিলেন। ১৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! তাঁহার হৃদয়ে দীনভাবে লেশমাত্র ছিল না। তিনি নিজ হস্তে ধনু, বল্কল ও শর ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার হৃদয় হইতে রাগলেশ দূরীভূত হইয়াছিল। তিনি যজ্ঞবর্দ্ধন রাজা হোত্রবাহনের নিকট উপস্থিত হইলেন। ১৭

রাজন্! তাঁহাকে দেখিয়া সেই তপস্বী মুনিগণ, মহাতপস্বী রাজা হোত্রবাহন ও তপস্বিনী রাজকন্যা—ইহারা সকলেই কৃতাঞ্জলি হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ১৮

তারপর তাঁহারা ব্যগ্রচিত্ত হইয়া মধুপর্কদ্বারা ভৃগুবংশজাত পরশুরামকে পূজা করিলেন এবং তিনিও বিধি অনুসারে পূজিত হইয়া তাঁহাদের সহিত উপবিষ্ট হইলেন। ১৯

ভারত! তখনকার জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম ও হয়বাহনীয় রাজর্ষি হোত্রবাহন উভয়ে পূর্বসংঘটিত কথাবার্তা বলিতে বলিতে একস্থানে উপবেশন করিলেন। ২০

তয়া কথান্তে রাজর্ষিঃ পৌত্রঃ সংপ্রেষিতো মহাবলম্।
উবাচ মধুরং কালে রামং বচনমর্থবৎ ॥ ২১
রামেয়ং মম দৌহিত্রী কাশিরাজসুতা প্রভো।
অস্যাঃ শৃণু যথাতত্ত্বং কার্য্যং কার্য্যবিদাংবর ॥ ২২
পরমং কথ্যতাং চেতি তাং রামঃ প্রত্যভাষত।
ততঃ সাভ্যাগমদ্ রামং জ্বলন্তমিব পাবকম্ ॥ ২৩
ততোঽভিবাদ্য চরণৌ রামস্য শিরসা শুভৌ।
স্পৃষ্ট্বা পল্লবলাভাভ্যাং পাণিভ্যামগ্রতঃ স্থিতা ॥ ২৪
রুরোদ সা শোকবতী বাষ্পব্যাকুললোচনা।
প্রপেদে শরণং চৈব শরণ্যং ভৃগুনন্দনম্ ॥ ২৫

রাম উবাচ।

যথা ত্বং পৃচ্ছয়স্যাস্য তথা মে ত্বং নৃপাত্মজে।
ব্রূহি যৎ তে মনোদুঃখং করিষ্যে বচনং তব ॥ ২৬

অম্বোবাচ।

ভগবন্ শরণং যাস্যে প্রপন্নাস্মি মহাব্রতম্।
শোকপঙ্কার্ণবগ্রস্তা ঘোরাদুদ্ধর মাং বিভো ॥ ২৭

ভীষ্ম উবাচ।

তস্যাস্তু দৃষ্ট্বা রূপঞ্চ বপুশ্চাভিনবং পুনঃ।
সৌকুমার্য্যং পরং চৈব রামশ্চিন্তাপরোঽভবৎ ॥২৮
কিমিয়ং বক্ষ্যতীত্যেবং বিমমর্শ ভৃগূদ্বহঃ।
ইতি দধ্যৌ চিরং রামঃ কৃপয়াভিপরিপ্লুতঃ ॥ ২৯
কথ্যতামিতি সা ভূয়ো রামেণোক্তা শুচিস্মিতা।
সর্বমেব যথাতত্ত্বং কথয়ামাস ভার্গবে ॥ ৩০
তচ্ছ্রুত্বা জামদগ্ন্যস্তু রাজপুত্র্যা বচস্তদা।
উবাচ তাং বরারোহাং নিশ্চিত্যার্থবিনিশ্চয়ম্ ॥ ৩১

রাম উবাচ।

প্রেষয়িষ্যামি ভীষ্মায় কুরুশ্রেষ্ঠায় ভাবিনি।
করিষ্যতি বচো মহ্যং শ্রুত্বা চ স নরাধিপঃ ॥ ৩২
ন চেৎ করিষ্যতি বচো ময়োক্তং জাহ্নবীসুতঃ।
ধক্ষ্যাম্যহং রণে ভদ্রে সামাত্যং শরতেজসা ॥৩৩

কথাবার্ত্তার শেষে রাজর্ষি হোত্রবাহন মহাবলবান্ ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরামকে মধুর বাক্যে সেই সময় এই অর্থপূর্ণ বাক্য বলিলেন ॥ ২১

কার্য্যসাধনকুশল প্রভো! পরশুরাম! এই কন্যা আমার দৌহিত্রী এবং কাশিরাজের তনয়া। ইহার এক করণীয় কার্য্য আছে, আপনি তাহারই মুখ হইতে যথাযথভাবে শ্রবণ করুন ॥ ২২

"উত্তম কথা, বল শুনি" এই কথা বলিয়া যখন পরশুরাম সেই কন্যাকে কিছু বলিবার জন্য প্রেরণা দিলেন, তখন সে প্রজ্বলিত অগ্নিকুল্যা তেজস্বী পরশুরামের নিকট আসিল এবং তাঁহার কল্যাণকর চরণে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করত কমলদলসদৃশ সুশোভিত দুই হস্তে উহা প্রত্যুত্তরে স্পর্শপূর্ব্বক তাঁহার সম্মুখে দাঁড়াইল ॥ ২৩-২৪

তারপর তাহার নেত্র অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। সে শোকে অভিভূতা হইয়া কাঁদিতে লাগিল এবং সকলের শরণদাতা ভৃগুনন্দন পরশুরামের শরণ গ্রহণ করিল ॥ ২৫

পরশুরাম বলিলেন,—রাজকুমারি! যেরূপ তুমি এই সুরবংশীয় রাজর্ষি হোত্রবাহনের দৌহিত্রী, সেইরূপ আমারও। তোমার মনে যে দুঃখ আছে, তাহা আমাকে বল। আমি তোমার কথানুসারে সব কার্য্য করিব ॥ ২৬

অম্বা বলিল,—ভগবন্! আপনি মহাব্রতধারী, আজ আমি আপনারই শরণ গ্রহণ করিলাম। প্রভো! আমি ভয়ঙ্কর শোকসাগরে নিমগ্না হইয়াছি, আপনি আমাকে উদ্ধার করুন ॥ ২৭

ভীষ্ম বলিলেন,—ব্রাহ্মন্! তাহার সুন্দর রূপ, নূতন (তরুণ) বয়স ও অদ্ভুত সৌকুমার্য্য দেখিয়া পরশুরাম অত্যন্ত চিন্তান্বিত হইয়া পড়িলেন যে, আমি না এই কন্যা কি বলিবে? তাহার প্রতি দয়াভাবে পরিপূর্ণ হইয়া ভৃগুকুলভূষণ পরশুরাম বহুকাল ধরিয়া উহা চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ২৮-২৯

তারপর পরশুরাম পুনরায় এই বলিলেন যে, তুমি তোমার বৃত্তান্ত বল। তখন পবিত্র ঈষৎ হাস্যময়ী অম্বা তাঁহাকে সব বিষয়ই যথাযথভাবে বলিল ॥ ৩০

রাজনন্দিনী অম্বার সেই কথা শুনিয়া জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম তাঁহার করণীয় বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী রাজকুমারীকে বলিলেন ॥ ৩১

পরশুরাম বলিলেন,—ভাবিনি! আমি তোমাকে কুরুশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের নিকট পাঠাইব। নরপতি ভীষ্ম নিজেই আমার আজ্ঞা পালন করিবে ॥ ৩২

ভদ্রে! যদি গঙ্গানন্দন ভীষ্ম আমার কথা না পালন করে, তবে আমি যুদ্ধে অস্ত্রের তেজে মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত ভীষ্মকে দগ্ধ করিয়া ফেলিব ॥ ৩৩

অথবা তে মতিস্তত্র রাজপুত্রি ন বর্ততে।
যাবদ্ধ্যাবপতিং বীরং যোজয়াম্যত্র কর্মণি ॥ ৩৪

অম্বোবাচ।

বিসর্জিতাহং ভীষ্মেণ ত্বয়ৈব ভৃগুনন্দন।
শাল্বরাজগতং ভাবং মম পূর্বং মনীষিতম্ ॥ ৩৫
সৌভরাজমুপেত্যাহমবোচং দুর্মনাং বচঃ।
ন চ মাং প্রত্যগৃহ্ণাৎ স চারিত্রাপরিশঙ্কিতঃ ॥ ৩৬
এতৎ সর্বং বিনিশ্চিত্য স্ববুদ্ধ্যা ভৃগুনন্দন।
যদত্রৌপয়িকং কার্য্যং তচ্চিন্তয়িতুমর্হসি ॥ ৩৭
মম তু ব্যসনস্যাস্য ভীষ্মো মূলং মহাব্রতঃ।
যেনাহং বলমানীতা সমুৎক্ষিপ্য বলাৎ তদা ॥ ৩৮

ভীষ্মং জহি মহাবাহো যন্মকৃতে দুঃখমীদৃশম্।
প্রাপ্তাহং ভৃগুশার্দূল চরাম্যপ্রিয়মুত্তমম্ ॥ ৩৯
স হি মুক্তশ্চ নীতশ্চ জিতকাশী চ ভারত।
তস্মাৎ প্রতিক্রিয়া কর্তুং যুক্তা তস্মৈ ত্বয়ানঘ ॥ ৪০
এষ মে ক্রিয়তামাশু ভারতেন তথা বিভো।
অতদ্বদ্ধি সঙ্করো যাতয়েয়ং মহাব্রতম্ ॥ ৪১
তস্মাৎ কামং মমাত্মেমং রাম সম্পাদয়ানঘ।
জহি ভীষ্মং মহাবাহো যথা বৃত্রং পুরন্দরঃ ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্বণি অম্বোপাখ্যানপর্বণি রামাম্বাসংবাদে সপ্তসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৭

রাজপুত্রি! অথবা যদি তোমার সেখানে যাইবার ইচ্ছা না হয়, তবে আমি বীর শাল্বরাজকেই প্রথমে এই কার্যে নিযুক্ত করিব (অর্থাৎ তাহার সহিত তোমার বিবাহের ব্যবস্থা করিব)। ৩৪

অম্বা বলিল,—ভৃগুনন্দন! শাল্বরাজের উপর আমার অনুরাগ আছে এবং পূর্ব হইতেই আমি তাহাকে লাভ করিতে অভিলাষিণী ইহা শুনিয়াই ভীষ্ম আমাকে মুক্ত করিয়া দিয়াছেন ॥৩৫

তখন সৌভরাজের নিকট যাইয়া আমি তাহাকে এরূপ কথা নিজ মুখে বলিয়াছিলাম, যাহা স্ত্রীজাতির পক্ষে অত্যন্ত দুষ্কর। কিন্তু আমার চরিত্রের উপর তাহার সন্দেহ হওয়ায় তিনি আমাকে গ্রহণ করিলেন না ॥ ৩৬

ভৃগুনন্দন! এই সব বিষয়ের উপর আপনি নিজ বুদ্ধি অনুসারে বিচার করিয়া যাহা উচিত বলিয়া বুঝিবেন, সেই কার্যের উপরই আপনি এখন চিন্তা করুন। ৩৭

আমার এই বিপত্তির মূল কারণ মহাব্রতধারী ভীষ্ম, যিনি সেই সময় আমাকে বলপূর্বক রথে তুলিয়া বলীভূত করত হস্তিনাপুরে আনিয়াছিলেন ॥ ৩৮

মহাবাহু ভৃগুবংশশ্রেষ্ঠ! আপনি ভীষ্মকে বিনাশ করুন, যাহার জন্য আমাকে এইরূপ দুঃখভোগ করিতে হইতেছে এবং এইরূপে অবশ্য উচিত অত্যন্ত অপ্রিয় আচরণ করিতে হইতেছে ॥ ৩৯

নিষ্পাপ ভার্গব! ভীষ্ম ক্ষত্রিয় হইয়া এবং সে বিজয়োল্লাসে উন্মত্ত; সুতরাং তাহার উপরে আপনার প্রতিশোধ গ্রহণ করা উচিত ॥ ৪০

প্রভো! ভরতবংশীয় ভীষ্ম যে সময় হইতে আমাকে এই অবস্থায় ফেলিয়াছে, তখন হইতেই আমার হৃদয়ে এই সঙ্কল্প উঠিতে লাগিল যে, আমি সেই মহাব্রতধারীকে বধ করাইব ॥ ৪১

নিষ্পাপ মহাবাহু রাম! আজ আপনি আমার এই কামনাকে পূর্ণ করুন। যেরূপ ইন্দ্র বৃত্রাসুরকে বধ করিয়াছিলেন, সেইরূপ আপনিও ভীষ্মকে বধ করুন ॥ ৪২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত অম্বোপাখ্যানপর্বে পরশুরাম ও অম্বার সংবাদ-বিষয়ক সপ্তসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অম্বা-পরশুরাময়োরালাপঃ, অকৃতব্রণস্য পরামর্শঃ, ভীষ্ম-পরশুরাময়ো রোষপূর্ণোক্তি-প্রত্যুক্তী, যুদ্ধায় তয়োরুভয়োঃ কুরুক্ষেত্রে অবতরণঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্তস্তদা রামো জহি ভীষ্মমিতি প্রভো।
উবাচ ব্রুবতীং কন্যাং চোদয়ন্তীং পুনঃ পুনঃ॥ ১
কামং তে কামং গৃহ্ণামি শস্ত্রং বৈ বরবর্ণিনি।
ঋতে ব্রহ্মবিদাং হেতোঃ কিমন্যৎ করবাণি তে॥ ২
বাচা ভীষ্মশ্চ শাল্বশ্চ মম রাজ্ঞি বশানুগৌ।
ভবিষ্যতোঽনবদ্যাঙ্গি তৎ করিষ্যামি মা শুচঃ॥ ৩
ন তু শস্ত্রং গ্রহীষ্যামি কথঞ্চিদপি ভাবিনি।
ঋতে নিয়োগাদ্ বিপ্রাণামেষ মে সময়ঃ কৃতঃ॥ ৪

অম্বোবাচ।

মম দুঃখং ভগবতা বাপনেয়ং যতস্ততঃ।
তচ্চ ভীষ্মপ্রসূতং মে তৎ ভবাঞ্ছময়ত্বিহ মা চিরম্॥ ৫

রাম উবাচ।

কাশিকন্যে পুনর্ব্রূহি ভীষ্মস্থে চরণানুগৌ।
শিরসা বন্দনার্হেঽপি গ্রহীষ্যতি ধ্রুবা মম॥ ৬

অম্বোবাচ।

জহি ভীষ্মং রণে রাম শক্রস্তমসুরং যথা।
সমাহূতো রণে রাম মম চেদিচ্ছসি প্রিয়ম্॥
প্রতিজ্ঞাতঞ্চ যদপি তৎ সত্যং কর্তুমর্হসি॥৭

ভীষ্ম উবাচ।

তয়োঃ সংবদতোরেবং রাজন্ রামাম্বয়োস্তদা।
ঋষিঃ পরমধর্মাত্মা ইদং বচনমব্রবীৎ॥ ৮

শরণাগতাং মহাবাহো কন্যাং ন ত্যক্তুমর্হসি।
যদি ভীষ্মো রণে রাম সমাহূতস্ত্বয়া যুধে॥ ৯

নির্জিতোঽস্মীতি বা ব্রূয়াৎ কুর্যাদ্ বা বচনং তব।
কৃতমন্যা ভবেৎ কার্যং কন্যায়া ভৃগুনন্দন॥১০

বাক্যং সত্যঞ্চ তে বীর ভবিষ্যতি কৃতং বিভো।
হন্যাশ্চাপি প্রতিজ্ঞা তে তথা রাম মহামুনে॥ ১১

অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়।

[অম্বা ও পরশুরামের আলাপ, অকৃতব্রণের পরামর্শ, পরশুরাম ও ভীষ্মের রোষপূর্ণ উক্তি-প্রত্যুক্তি এবং দুজনের যুদ্ধ উপলক্ষে কুরুক্ষেত্রে অবতরণ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! অম্বা তখন বলিতেছিল—প্রভো! আপনি ভীষ্মকে বধ করুন। কাঁদিতে কাঁদিতে পুনঃ পুনঃ পরশুরামকে এই বলিয়া প্রেরণা দিতে থাকিলে, পরশুরাম তাহাকে বলিলেন,—সুন্দরি! আমি যে প্রতিজ্ঞানুসারে কোন শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হইলে তাঁহারই জন্য শস্ত্র ধারণ করিয়া থাকি। সেরূপ কোন প্রয়োজন না হইলে আমি কদাচনুসারে অস্ত্র ধারণ করি না। অতএব এই প্রতিজ্ঞাকে রক্ষা করিবার জন্য তোমার অন্য কোন্ কার্য্য আমি সম্পাদন করিব? ১-২

রাজকন্যে! ভীষ্ম ও শাল্ব দুইজনেই আমার আজ্ঞার অধীন। অনবদ্যাঙ্গি! অতএব আমি তোমার কার্য্য অবশ্যই সুসম্পন্ন করিব, তুমি শোক করিও না। ৩

ভাবিনি! আমি কোন কারণের ব্রাহ্মণের অনুমতি ব্যতীত অস্ত্রধারণ করিব না, আমি এরূপ প্রতিজ্ঞাই করিয়াছি। ৪

অম্বা বলিল,—ভগবন্! আপনি যেভাবে পারিবেন, সেইভাবেই আপনি আমার দুঃখ দূর করুন। এই দুঃখ ভীষ্মই আমাকে দিয়াছে, সুতরাং ইহার তাহাকে বধ করুন। ৫

পরশুরাম বলিলেন,—কাশিরাজপুত্রি! তুমি পুনরায় চিন্তা করিয়া বল। যদিও ভীষ্ম তোমার বন্দনাযোগ্য, তথাপি সে আমার কথানুসারে তোমার চরণে স্বীয় মস্তক অবনত করিবে। ৬

অম্বা বলিল,—রাম! যদি আপনি আমার প্রিয় করিতে বদ্ধপরিকর হইয়া থাকেন, তবে আপনি যুদ্ধে আমন্ত্রিত হইয়া অসুরতুল্য গর্ব্বকারী ভীষ্মকে বধ করুন এবং আপনি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন, উহাকেও সত্যভাবে সত্য পরিণত করুন। ৭

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! যখন পরশুরাম ও অম্বা উভয়ে পরস্পর কথাবার্ত্তা বলিতেছিলেন, তখন পরম ধর্ম্মাত্মা ঋষি অকৃতব্রণ এই কথা বলিলেন। ৮

মহাবাহো! এই কন্যা আপনার শরণাপন্ন হইয়াছে, সুতরাং ইহাকে ত্যাগ করা উচিত হইবে না। ভৃগুনন্দন রাম! যদি যুদ্ধে আপনি আহ্বান করিলে ভীষ্ম আপনার সম্মুখে আসিয়া স্বীয় পরাজয় স্বীকার করে অথবা আপনার কথা মানিয়া লইয়া থাকে, তবে এই কন্যার কার্য্য সিদ্ধ হইবে। ৯-১০

মহামুনে প্রভো রাম! এইরূপ হইলে আপনার কথিত বাক্য সিদ্ধ হইবে। বীরবর ভার্গব! আপনি সমস্ত ক্ষত্রিয়গণকে জয় করিয়া ব্রাহ্মণসমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, যদি

জিঘাংসেৎ ক্ষত্রিয়ান্ সর্বান্ ব্রাহ্মণেষু প্রতিশ্রুতঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রশ্চৈব রণে যদি ॥ ১১
ব্রহ্মদ্বিড্ ভবিতা তং বৈ হনিষ্যামীতি ভার্গব।
শরণার্থে প্রপন্নানাং ভীতানাং শরণার্থিনাম্ ॥ ১২
ন শক্ষ্যামি পরিত্যাগং কর্তুং জীবন্ কথঞ্চন।
যদ্ধ কুর্যুর্মে রণে ক্ষত্রং বিদ্বেষাতি সনাগতম্ ॥
দীপ্তাস্যানমহং তেষাং হনিষ্যামীতি ভার্গব ॥১৪
স এষ বিজয়ী রাম ভীষ্মঃ কুরুকুলোদ্বহঃ।
তেন যুধ্যস্ব সংগ্রামে সমেতো ভৃগুনন্দন ॥ ১৫

রাম উবাচ।

স্মরাম্যহং পূর্বকৃতাং প্রতিজ্ঞামধিসত্তম।
তথৈব চ চরিষ্যামি যথা সাম্নৈব লপ্স্যতে ॥ ১৬
কার্যমেতন্মহদ্ ব্রহ্মন্ কাশিকন্যামনোগতম্।
গমিষ্যামি স্বয়ং তত্র কন্যামাদায় যত্র সঃ ॥ ১৭
যদি ভীষ্মো রণপ্রায়ো ন করিষ্যতি মে বচঃ।
হনিষ্যামোনমুদ্দিশ্য তমে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ১৮
ন হি বাণা মমোৎসৃষ্টাঃ সজ্জন্তীহ শরীরিণাম্।
কায়েষু বিদিতা তুভ্যং পুরা ক্ষত্রিয়সঙ্করে ॥ ১৯
এবমুক্ত্বা ততো রামঃ সহ তৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
প্রস্থানায় মতিং কৃত্বা সমুত্তস্থৌ মহাতপাঃ ॥ ২০
ততস্তে তামুষিত্বা তু রজনীং তত্র তাপসাঃ।
কৃতাহ্নিকা জপপরাঃ প্রতস্থুর্মজ্জিযাংসয়া ॥ ২১
অভ্যাগচ্ছৎ ততো রামঃ সহ তৈর্ব্রহ্মবাদিভিঃ।
কুরুক্ষেত্রং মহারাজ কন্যয়া সহ ভারত ॥ ২২
প্রবিশ্য তু ততঃ সর্বে পরিগৃহ্য সরস্বতীম্।
তাপসাস্তে মহাত্মানো ভৃগুশ্রেষ্ঠপুরস্কৃতাঃ ॥ ২৩

ভীষ্ম উবাচ।

ততস্তৃতীয়ে দিবসে সন্দেশে তপস্বিনাম্।
কুরু প্রিয়ং সখে সাধ্বম্ ইত্যেবং প্রাহ মে ব্রতঃ ॥ ২৪
তমাগতমহং শ্রুত্বা বিধানেন মহাব্রতম্।
অভ্যগচ্ছং ত্বরন্নেব তীর্থং তেজোনিধিং প্রভুম্ ॥ ২৫

কোন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য অথবা শূদ্র ব্রাহ্মণগণের উপর দ্বেষ করে, তবে নিশ্চয়ই আমি তাহাকে বিনাশ করিব। ভয়ভীত হইয়া আপনার শরণাগত শরণার্থীদিগকেও আমি ত্যাগ করিতে কোনরূপেই পরিত্যাগ করিব না এবং যুদ্ধে সমবেত সম্পূর্ণ ক্ষত্রিয়-সমাজকেও যদি কোন ব্যক্তি ভয় করিয়া থাকে, তবে সেই তেজস্বী পুরুষকেও আমি বধ করিব। ১১-১৪

ভৃগুনন্দন রাম! কুরুকুলের ভারবহনকারী ভীষ্ম সমস্ত ক্ষত্রিয়-গণকে জয় করিয়াছে, অতএব আপনি যুদ্ধস্থলে তাহার সম্মুখে যাইয়া সংগ্রাম করুন। ১৫

পরশুরাম বলিলেন,—মুনিশ্রেষ্ঠ! আমার পূর্বকৃত প্রতিজ্ঞা স্মরণ আছে, তথাপি আমি এরূপ চেষ্টা করিব, যাহাতে সামনীতি দ্বারাই এই কার্য সিদ্ধ হয়। ১৬

ব্রাহ্মণ! কাশিরাজ কন্যার মনে যে কার্য আছে, উহা মহৎ কার্য। আমি তাহার নিমিত্ত অদ্য এই কন্যাকে সঙ্গে লইয়া স্বয়ংই সেখানে যাইব, যেখানে ভীষ্ম অবস্থান করিতেছে। ১৭

যদি যুদ্ধকামী ভীষ্ম আমার কথা না মানে, তবে আমি সেই শক্তিমানকে নিহত করিব—ইহাই আমার স্থির সিদ্ধান্ত। ১৮

আমার দ্বারা নিক্ষিপ্ত বাণশ্রেণী দেহধারীদিগের দেহে প্রতিহত হয় না (অর্থাৎ তাহাদিগকে বিদীর্ণ করিয়া যায়)। এই বিষয় পূর্বে ক্ষত্রিয়সমাজে [illegible] আমার জানা হইয়া গিয়াছে। ১৯

এই কথা বলিয়া [illegible] তপস্বী সেই ব্রহ্মবাদী মহর্ষি গণের সহিত মহা- [illegible] করিয়া, প্রস্থানের চেষ্টা করিলেন। ২০

তারপর সেই রাত্রি সেখানে অবস্থান করিয়া প্রাতঃকালে সন্ধ্যোপাসনা, যাবতীয় ও অগ্নিহোত্র সমাপন করত এই তপস্বী মুনি আমাকে বধ করিবার বাসনায় সেই আশ্রম হইতে প্রস্থান করিলেন। ২১

মহারাজ ভরতনন্দন! তারপর সেই ব্রহ্মবাদী মুনিগণকে সঙ্গে লইয়া পরশুরাম রাজকন্যা অম্বার সহিত কুরুক্ষেত্রে আগমন করিলেন। ২২

সেখানে কুরুশ্রেষ্ঠ পরশুরামকে অগ্রে করিয়া সেই সব তপস্বী মহাত্মাগণ সরস্বতী নদীর তীরে আশ্রম গ্রহণ করত সেখানে বাস করিলেন। ২৩

ভীষ্ম বলিলেন,—তারপর তৃতীয়দিনে (চতুর্থদিনের রাত্রিতে) কোন একস্থানে অবস্থান করত মহাব্রতপালনকারী পরশুরাম আমাকে সংবাদ দিলেন—ভরতবংশীয়! আমি আসিয়াছি। তুমি আমার প্রিয় কার্য কর। ২৪

তেজোনিধি ও মহাবলবান্ প্রভাবশালী পরশুরাম নিজ

গাং পুরস্কৃত্য রাজেন্দ্র ব্রাহ্মণৈঃ পরিবারিতঃ।
ঋষিপ্রবির্দেবকল্পৈশ্চ তথৈব চ পুরোহিতৈঃ॥ ২৬
স মামভিগতং দৃষ্ট্বা জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।
প্রতিজগ্রাহ তাং পূজাং বচনং চেদমব্রবীৎ॥ ২৭

রাম উবাচ।

ভীষ্ম কাং বুদ্ধিমাস্থায় কাশিরাজসুতা ত্বয়া।
অকামেন ত্বয়ানীতা পুনস্তেন বিসর্জিতা॥ ২৮
বিক্রমিতা ত্বয়া ভীষ্মঃ ধর্মাদাস্থায় যশস্বিনী।
পরাসৃষ্টাং ত্বয়া ভীষ্ম কো হি গন্তুমিহার্হতি॥ ২৯
প্রত্যাখ্যাতা হি শাল্বেন ত্বয়ানীতেতি ভারত।
তস্মাদিমাং ময়িয়োগাৎ প্রতিগৃহ্ণীষ ভারত॥ ৩০
স্বধর্মং পুরুষব্যাঘ্র রাজপুত্রী লভত্বিয়ম্।
ন মুক্তস্ত্বমানোঽয়ং রাজ্ঞাং কর্তুং ত্বয়ানঘ॥ ৩১

তত্তস্তং বৈ বিমনসমুদীক্ষ্যাহমথাব্রুবম্।
নাহমেনাং পুনর্দদ্যাং ব্রহ্মন্ ভ্রাত্রে কথঞ্চন॥ ৩২
শাল্বস্যাহমিতি প্রাহ পূর্বং মামেব ভার্গব।
ময়া চৈবাভ্যনুজ্ঞাতা গতেয়ং নগরং প্রতি॥ ৩৩
ন তত্রাপাপ্নুক্রোশান্নার্থলোভান্ন কাময়া।
ক্ষাত্রং ধর্মমহং জন্যামিতি মে ব্রতমাহিতম্॥ ৩৪
অথ মামব্রবীদ্ রামঃ ক্রোধপর্যাকুলেক্ষণঃ।
ন করিষ্যসি চেদেতদ্ বাক্যং মে নরপুঙ্গব॥ ৩৫
হনিষ্যামি সহামাত্যং রামেতি পুনঃ পুনঃ।
সংরম্ভাদব্রবীদ্ রামঃ ক্রোধপর্যাকুলেক্ষণঃ॥ ৩৬
তমহং শ্লক্ষ্ণিরিষ্টাভিঃ পুনঃ পুনরবিন্দম।
অযাচং কৃতশার্দূলং ন চৈব প্রশশাম সঃ॥ ৩৭
প্রণম্য তত্তহং মূর্ধ্না ভৃগ্বো ব্রাহ্মণসত্তমম্।
অব্রুবং কারণং কিং তদ্ যৎ ত্বং যুদ্ধং মন্যেচ্ছসি॥ ৩৮

রাজ্যের সীমায় আসিয়াছেন শুনিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দের সহিত অভিক্রত তাঁহার নিকট গেলাম। ২৫

রাজেন্দ্র! সেই সময় একটি গোরুকে অগ্রে রাখিয়া ব্রাহ্মণগণে পরিবৃত আমি বেদতুল্য ঋত্বিক্ ও পুরোহিতগণের সহিত তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইলাম। ২৬

আমাকে তাঁহার নিকটে আসিতে দেখিয়া প্রতাপশালী পরশুরাম আমার প্রদত্ত পূজা গ্রহণ করিলেন এবং এই কথা বলিলেন। ২৭

পরশুরাম বলিলেন,—ভীষ্ম! তুমি কোন্ বুদ্ধিতে পত্নীকামনা-রহিত হইয়াও সেইদিন কাশিরাজের এই কন্যাকে অপহরণ করিয়াছিলে, অনন্তর আনিয়াছিলে এবং পুনরায় ইহাকে পরিত্যাগ করিয়া দিয়াছিলে? ২৮

তুমি এই যশস্বিনী কন্যাকে বল হইতে জয় করিয়াছ। তোমার দ্বারা এই কন্যা স্পৃষ্টা হওয়ায় অন্য কোন্ পুরুষ ইহাকে গ্রহণ করিতে পারে? ২৯

ভারত! তুমি ইহাকে হরণ করিয়াছ। সেই কারণে শাল্বরাজ ইহাকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে, অতএব তুমি আমার আজ্ঞায় এই কন্যাকে গ্রহণ কর। ৩০

পুরুষশ্রেষ্ঠ! তোমার এরূপ কার্য করা উচিত, যাহাতে এই রাজকন্যা স্বধর্মপালন করিবার সুযোগ পায়। নিষ্পাপ! এইভাবে রাজগণের অপমান করাও তোমার উচিত হয় নি। ৩১

তারপর তখন আমি পরশুরামকে বিমনা হইতে দেখিয়া এই রূপ বলিলাম—ব্রহ্মন্! এখন আমি ইহার বিবাহ আমার ভ্রাতার সহিত কোনরূপেই দিতে পারিব না। ৩২

ভৃগুনন্দন! এই কন্যা আমাকে পূর্বেই বলিয়াছে যে, আমি শাল্বরাজের, সেইহেতু তখন আমি ইহাকে যাইবার অনুমতি দিয়াছি এবং তারপর সে শাল্বরাজের নগরে চলিয়া যায়। ৩৩

আমি ভয়, দয়া, ধনলোভ ও অন্য কোনরূপ কামনার বশবর্তী হইয়া ক্ষত্রিয়ধর্ম ত্যাগ করিতে পারিব না,—ইহাই আমার পূর্বে গৃহীত ব্রত। ৩৪

তারপর আমার এই কথা শুনিয়া পরশুরামের নেত্র ক্রোধভাবে পূর্ণ হইয়া উঠিল এবং তিনি আমাকে এইরূপ বলিলেন—নরশ্রেষ্ঠ! যদি তুমি আমার এই কথা না মান, তবে মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত তোমাকে বধ করিব। এই কথা তিনি তখন বার বার বলিতে লাগিলেন।

শত্রুদমন দুর্যোধন! যদিও পরশুরাম অত্যন্ত ক্রোধবশতঃ অধীরনেত্রে রোষপূর্ণ বাক্যে আমাকে এই কথা বলিয়াছিলেন, তথাপি আমি প্রিয়বাক্যসমূহে ভৃগুশ্রেষ্ঠ পরশুরামকে বার বার শান্ত থাকিবার জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলাম; কিন্তু তিনি কোনরূপেই শান্ত হইলেন না। ৩৫-৩৭

তখন আমি সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ পরশুরামের চরণে মস্তক নত করিয়া প্রণামপূর্বক তাঁহাকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম—ভগবন্! কি সেই কারণ, যাহার জন্য আপনি আমার সহিত

ইষ্বস্ত্রং মম বালস্য ভবতৈব চতুর্বিধম্।
উপদিষ্টং মহাবাহো শিষ্যোঽস্মি তব ভার্গব ॥ ৩৯
ততো মামব্রবীদ্ রামঃ ক্রোধসংরক্তলোচনঃ।
জানীষে মাং গুরুং ভীষ্ম মৃত্যুসীমাং ন চৈব হ ॥ ৫০
মৃতাং কাঙ্ক্ষস্ত কৌরব্য মৎপ্রিয়ার্থং মহামতে।
ন হি তে বিদ্যতে শান্তিরন্যথা কুরুনন্দন ॥ ৫১
গৃহাণেমাং মহাবাহো রক্ষস্ব কুলমাত্মনঃ।
যয়া বিগর্হিতা ভীষ্ম ভর্তারং নাভিগচ্ছতি ॥ ৫২
তথা ব্রুবন্তং তমহং রামং পরপুরঞ্জয়ম্।
নৈতদেবং পুনর্ভাবি ব্রহ্মন্নে কিং শ্রমেণ তে ॥ ৫৩
গুরুত্বং ঘয়ি সম্প্রেক্ষ্য জামদগ্ন্য পুরাতনম্।
প্রসাদয়ে ত্বাং ভগবংস্তাঞ্জৈষা তু পুরা ময়া ॥ ৫৪
কো হ্যাত্মু পরভাবাং হি নারীং ব্যালীমিব স্থিতাম্।
বাসয়েত গৃহে জানন্ স্ত্রীণাং দোষো মহাত্যয়ঃ ॥ ৫৫

ন ত্বয়া বাসবস্যাপি ধর্মং ভঙ্ক্ষ্যাং মহাব্রত।
প্রসীদ বা বা বধ বা তে কার্য্যং তৎ কুরু মা চিরম্ ॥ ৫৬
অয়ং চাপি বিতঙ্কায়ন্ পুরাণে শ্রূয়তে বিভো।
মরুত্তেন মহাবুদ্ধে গীতঃ শ্লোকো মহাত্মনা ॥ ৫৭
গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে ॥ ৫৮
স ত্বং গুরুরিতি প্রেম্না ময়া সম্মানিতো ভৃশম্।
গুরুবৃত্তিং ন জানীষে তস্মাদ্ যোৎস্যামি বৈ ত্বয়া ॥ ৫৯
গুরুং ন হন্যাং সমরে ব্রাহ্মণঞ্চ বিশেষতঃ।
বিশেষতস্তপোবৃদ্ধমেবং ক্ষান্তং ময়া তব ॥ ৬০
উদ্যতেষুমথো দৃষ্ট্বা ব্রাহ্মণং ক্ষত্রবন্ধুবৎ।
যো হন্যাৎ সমরে ক্রুদ্ধং যুধ্যন্তমপলায়িনম্ ॥ ৬১
ব্রহ্মহত্যা ন তস্য স্যাদিতি ধর্মেষু নিশ্চয়ঃ।
ক্ষত্রিয়াণাং হিতে ধর্মে ক্রিয়তোঽস্মি তপোধন ॥ ৬২

যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন? বাল্যকালে আপনিই আমাকে চারিপ্রকার ধনুর্বেদ শিক্ষা দিয়াছেন। মহাবাহু ভার্গব! আমি ত' আপনার শিষ্য। ৩৮-৩৯

তখন পরশুরাম ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া আমাকে বলিলেন,—মহামতে ভীষ্ম! তুমি ত' আমাকে গুরু বলিয়া স্বীকার কর; কিন্তু আমার প্রিয় করিবার জন্য এই কাশিরাজকন্যাকে গ্রহণ করিতেছ না। পরন্তু ইহা না করিলে তোমার শান্তিলাভ হইবে না। ৪০-৪১

মহাবাহো! তুমি ইহাকে গ্রহণ কর এবং এইভাবে স্বীয় বংশকে রক্ষা কর। তোমার দ্বারা নিজ মর্য্যাদা হইতে চ্যুত হওয়ায় এই কন্যা পতিলাভে বঞ্চিত হইয়াছে। ৪২

এইরূপ ভাবান্তরস্থ শত্রুসমরবিজয়ী পরশুরামকে আমি স্পষ্ট ভাষায় বলিয়া দিলাম—ব্রহ্মর্ষে! পুনরায় ইহাকে গ্রহণ করা যাইতে পারে না। এবিষয়ে আপনার পরিশ্রম করিয়া কি হইবে? ৪৩

জমদগ্নিনন্দন ভগবন্! আপনি আমার প্রাচীন গুরু, এইরূপ পর্য্যালোচনা করিয়া আমি আপনাকে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছি। এই অধর্মকে ত' আমি পূর্ব্বেই ত্যাগ করিয়া রাখিয়াছি। ৪৪

অপরের প্রতি অনুরাগবতী নারী সর্পিণীতুল্য ভয়ঙ্করী। এরূপ কোন পুরুষ আছে যে, নিজে জানিয়া শুনিয়া সেইরূপ রমণীকে গৃহে স্থান দিবে? যেহেতু স্ত্রীগণের (পরপুরুষের উপর অনুরাগ-রূপ) ব্যভিচার দোষ মহা অনর্থের কারণ হইয়া থাকে। ৪৫

মহাব্রত রাম! আমি স্বয়ং ইন্দ্রের ভয়েও নিজ ধর্ম্মকে ত্যাগ করিতে পারিব না। আপনি প্রসন্ন হউন বা না হউন (তাহাতে আমি আর কি করিতে পারি) আপনার যাহা কিছু করণীয় আছে, উহা সত্বর করুন। ৪৬

বিতণ্ডাকুশল মহামতি প্রভাবশালী রাম! পুরাণে মহাত্মা মরুত্তকর্তৃক রচিত এই শ্লোক শুনা যায় যে, যদি গুরুও পতিত হন, কর্ত্তব্য এবং অকর্ত্তব্য না বুঝিয়া কুপথের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন, তবে তাঁহাকেও পরিত্যাগ করিবে। ৪৭-৪৮

আপনি আমার গুরু, এই বুদ্ধিতে আমি প্রেমের সহিত আপনাকে বিশেষভাবে সম্মান করিয়া চলিতেছি; কিন্তু আপনি আমার সহিত গুরুর ন্যায় ব্যবহার করিতেছেন না; সুতরাং আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিব। ৪৯

একে ত' আপনি গুরু, তাহার উপর বিশেষ করিয়া আপনি ব্রাহ্মণ ও তাহাতে আবার তপোবৃদ্ধ। অতএব আপনার ন্যায় মহৎ ব্যক্তিকে আমি কোনরূপে বধ করিব না। এই সব বিবেচনা করিয়াই আমি আপনার সব কিছু রূঢ় ব্যবহার সহ্য করিয়া যাইতেছি। ৫০

যদি ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়তুল্য বহুরূপে উঠাইয়া ক্রোধের সহিত সম্মুখে আসিয়া যুদ্ধ করিতে থাকেন এবং পলায়ন না করেন, তবে তাঁহাকে সেইরূপ অবস্থায় দেখিয়া যে যোদ্ধা তাঁহাকে বধ করেন, তাঁহার ব্রহ্মহত্যা দোষ হয় না; ইহাই ধর্ম্মশাস্ত্রের সিদ্ধান্ত। তপোধন! আমি ক্ষত্রিয় এবং ক্ষত্রিয়গণের ধর্ম্মেই অবস্থিত আছি। ৫১-৫২

যো যথা বর্ততে যস্মিংস্তস্মিন্নেব প্রবর্তয়ন্।
নাবমং সমবাপ্নোতি ন চাপ্রেয়শ্চ বিন্দতি ॥ ৫৩
অর্থে বা যদি বা ধর্মে সমর্থো দেশকালবিৎ।
অর্থসংশয়মাপন্নঃ শ্রেয়ান্নিঃসংশয়ো নরঃ ॥ ৫৪
যস্মাৎ সংশয়িতেঽপ্যর্থেঽযথাস্যাদ্যঃ প্রবর্ত্তসে।
তস্মাদ্ যোৎস্যামি সহিতস্ত্বয়া রাম মহাহবে ॥ ৫৫
পশ্য মে বাহুবীর্য্যঞ্চ বিক্রমং চাতিমানুষম্।
এবং গতেঽপি ত্বং ময়া যুদ্ধ্যস্ব ভৃগুনন্দন ॥ ৫৬
তৎ করিষ্যে কুরুক্ষেত্রে যোৎস্যে বিপ্র ত্বয়া সহ।
যদ্ধে রাম যথেষ্টং মে সজ্জীভব মহাদ্যুতে ॥ ৫৭
তত্র ত্বং নিহতো রাম ময়া শরশতাদিতঃ।
প্রাপ্যসে নির্জিতাল্লোকান্ শস্ত্রপূতো মহারণে ॥ ৫৮
স গচ্ছ বিনিবর্ত্তস্ব কুরুক্ষেত্রং রণপ্রিয়।
তত্রৈষ্যামি মহাবাহো যুদ্ধায় ত্বাং তপোধন ॥ ৫৯

যে ব্যক্তি যেরূপ ব্যবহার করে, তাহার প্রতি সেইরূপই ব্যবহারকারী পুরুষ অধর্ম প্রাপ্ত হয় না এবং অমঙ্গলভাগীও হয় না ॥ ৫৩

অর্থ (লৌকিক ক্রিয়া) ও ধর্মের বিবেচনায় কুশল এবং দেশ ও কাল সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যদি অর্থ-বিষয়ে সংশয়াপন্ন হইয়া উহা ত্যাগ করত সংশয়শূন্যহৃদয়ে কেবল ধর্মেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকে, তবে সেই ব্যক্তিকেই শ্রেষ্ঠ বলা হয় ॥ ৫৪

রাম! অস্ত্র গ্রহণের যোগ্য কি না তাহা সংশয়ের বিষয় হইলেও যেহেতু আপনি তাহাকে গ্রহণ করিবার বিষয়ে আপনি আমার সহিত ক্ষাত্রোচিত ব্যবহার করিতেছেন না, সেইহেতু আমি মহাযুদ্ধে আপনার সহিত যুদ্ধ করিব ॥ ৫৫

আপনি সেই সময় আমার বাহুবল ও অলৌকিক পরাক্রম দেখিবেন। ভৃগুনন্দন! এইরূপ পরিস্থিতিতে আমি যাহা কিছু করিতে সমর্থ হইব তৎসমস্ত অবশ্যই করিব। বিপ্রবর! আমি কুরুক্ষেত্রে যাইয়া আপনার সহিত যুদ্ধ করিব। মহাতেজস্বী রাম! আপনি আমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য ইচ্ছানুসারে প্রস্তুত হন ॥ ৫৬-৫৭

রাম! সেই মহাযুদ্ধে আপনি আমার শত শত বাণে পীড়িত ও অস্ত্রপূত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলে আপনি পূত কর্ম্মদ্বারা জিত দিব্যলোকসমূহ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৫৮

যুদ্ধপ্রিয় মহাবাহু তপোধন! এখন আপনি প্রত্যাবর্তন করুন এবং কুরুক্ষেত্রে গমন করুন। আমি যুদ্ধের জন্য সেইখানেই আপনার নিকট যাইব ॥ ৫৯

অপি যত্র ত্বয়া রাম কৃতঃ শৌচঃ পুরা পিতুঃ।
তত্রাহমপি হত্বা ত্বাং শৌচং কর্ত্তাস্মি ভার্গব ॥ ৬০
তত্র রাম সমাগচ্ছ ত্বরিতং যুদ্ধদুর্মদ।
ব্যপনেষ্যামি তে দর্পং পৌরাণং ব্রাহ্মণব্রুব ॥ ৬১
যচ্চাপি কত্থসে রাম বহুশঃ পরিষৎসু বৈ।
নির্জিতাঃ ক্ষত্রিয়া লোকে ময়ৈকেনেতি তচ্ছৃণু ॥ ৬২
ন তদা জ্ঞাতবান্ ভীষ্মঃ ক্ষত্রিয়ো বাপি মদ্বিধঃ।
পশ্চাজ্জ্ঞাতানি তেজাংসি তৃণেষু জ্বলিতং ত্বয়া ॥ ৬৩
যত্তে যুদ্ধময়ং দর্পং কামঞ্চ ব্যপনাশয়েৎ।
সোঽহং জ্ঞাতো মহাবাহো ভীষ্মঃ পরপুরঞ্জয় ॥
ব্যপনেষ্যামি তে দর্পং যুদ্ধে রাম ন সংশয়ঃ ॥৬৪

ভীষ্ম উবাচ।

ততো মামব্রবীদ্ রামঃ প্রহসন্নিব ভারত।
দিষ্ট্যা ভীষ্ম ময়া সার্ধং যোদ্ধুমিচ্ছসি সম্প্রতি ॥ ৬৫

যুদ্ধে

অহং গচ্ছামি কৌরব্য কুরুক্ষেত্রং ময়া সহ।
ভাবিতং তে করিষ্যামি তত্রাগচ্ছ পরন্তপ ॥ ৬৬
তত্র ত্বাং নিহতং মাতা ময়া শরশতাচিতম্।
আতুরী পতিতাং ভীষ্ম গৃধ্রকঙ্কবলাশনম্ ॥ ৬৭
কৃপণং বামতিপ্রেক্ষ্য সিদ্ধ-চারণসেবিতা।
ময়া বিনিহতং দেবী রোদতামন্দ পার্থিব ॥ ৬৮
অন্তর্হী মহাভাগা ভাগীরথমুতানঘা।
যা বামজীজনন্নদ্যং যুদ্ধকামুকমাতুরম্ ॥ ৬৯
এহি গচ্ছ ময়া ভীষ্ম যুদ্ধকামুক দুর্মদ।
গৃহাণ সর্বং কৌরব্য রথাদি ভরতর্ষভ ॥ ৭০
ইতি ব্রুবাণং তমহং রামং পরপুরঞ্জয়ম্।
প্রণম্য শিরসা রামমেবমস্ত্বিত্যথাব্রুবম্ ॥ ৭১
এবমুক্ত্বা যযৌ রামঃ কুরুক্ষেত্রং যুযুৎসয়া।
প্রবিশ্য নগরং চাহং সত্যবত্যৈ ন্যবেদয়ম্ ॥ ৭২

কথা যে, তুমি রণস্থলে আমার সহিত যুদ্ধ করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছ। ৬৫

যুদ্ধদুর্মদ! এই দেখ, আমি তোমার সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য কুরুক্ষেত্রে যাইতেছি। পরন্তপ! সেখানে চল। আমি তোমার বাক্য পূর্ণ করিব। ভীষ্ম! সেখানে তোমার মাতা গঙ্গাদেবী তোমাকে আমার দ্বারা নিহত, শতশত বাণে আচ্ছাদিত এবং পক্ষী, কঙ্ক ও কাকের ভোজনে পরিণত হইতে দেখিবেন ॥৬৬-৬৭

রাজন্! সিদ্ধ-চারণসেবিতা গঙ্গাদেবী আমার দ্বারা নিহত অতিদীন তোমাকে দেখিয়া আজ রোদন করিতে থাকিবেন ॥ ৬৮

যদিও সেই মহাভাগা ভাগীরথকন্যা নিষ্পাপা গঙ্গা এই দুঃখ লাভের অযোগ্যা; তথাপি যিনি তোমার ন্যায় যুদ্ধকামী, রোগীতুল্য বিকারগ্রস্ত ও মূর্খ পুত্রকে জন্ম দিয়াছেন, তাঁহাকে এই কষ্টভোগ করিতেই হইবে ॥ ৬৯

যুদ্ধকামী মদোন্মত্ত ভীষ্ম! এস, আমার সহিত কুরুক্ষেত্রে চল। ভরতশ্রেষ্ঠ কুরুনন্দন! রথাদি সমস্ত যুদ্ধের সামগ্রী গ্রহণ কর ॥ ৭০

জমদগ্নিনন্দনবিজয়ী পরশুরামকে এইরূপ বলিতে দেখিয়া আমি তাঁহাকে নতমস্তকে প্রণাম করিলাম এবং "ইহাই হউক" এইকথা বলিয়া তাঁহার বাক্য স্বীকার করিলাম ॥ ৭১

পরশুরাম সেইকথা বলিয়াই যুদ্ধের ইচ্ছায় কুরুক্ষেত্রে গমন করিলেন এবং আমি নগরে প্রবেশ করিয়া মাতা সত্যবতীকে এই সমস্ত বৃত্তান্তই নিবেদন করিলাম ॥ ৭২

মহাভাগবতী নারদ! সেই সময় অভিষেচন করাইয়া মাতা সত্যবতী আমাকে অভিনন্দন করিলেন এবং আমি ব্রাহ্মণগণের দ্বারা পুণ্যাহবাচন করাইয়া তাঁহাদের নিকট হইতে কল্যাণকারী আশীর্বাদ গ্রহণ করত রথোত্তম রথে আরোহণ করিলাম। ঐ রথে শ্বেতবর্ণের অশ্ব যোজিত ছিল এবং তাহাতে সর্বপ্রকার আবশ্যকীয় দ্রব্য কুশলভাবে রক্ষিত ছিল। রথের উপরে ব্যাঘ্রচর্মের আবরণ ও উহাতে মনোহর আসন পাতিত ছিল। ঐ রথ মহারথসমূহে এবং অন্যান্য সকলের প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে পরিপূর্ণ ছিল। যুদ্ধে সাধারণতঃ যাহার প্রয়োজন অনেক বার দেখা যায়, এরূপ সুশিক্ষিত, কুলীন, বীর ও অশ্বশাস্ত্রে অভিজ্ঞ সারথিদ্বারা এই রথের সঞ্চালন ও নিয়মন কার্য পরিচালিত হয় ॥

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি নিজ শরীরে শ্বেতবর্ণের কবচধারণ করত শ্বেতবর্ণের ধনু লইয়া যাত্রা করিলাম।

নরেশ্বর! সেই সময় আমার মস্তকে শ্বেতছত্র ধৃত হইয়াছিল এবং আমার উভয়দিকে শ্বেতবর্ণের চামর আন্দোলিত হইতেছিল। আমার বস্ত্র, আমার উষ্ণীষ (পাগড়ী) ও আমার সমস্ত আভরণও শ্বেতবর্ণেরই ছিল ॥ ৭৩-৭৬

বিজয়সূচক আশীর্বাদসমূহে তখন আমার স্তুতি করা হইতেছিল। ভরতশ্রেষ্ঠ! এইরূপ অবস্থায় আমি হস্তিনাপুর হইতে বহির্গত হইয়া কুরুক্ষেত্রে স্থিত রণস্থলে গমন করিলাম ॥ ৭৯

তে হয়াংশ্চোদিতাস্তেন সূতেন পরমাহবে।
অবহন্ মাং তৃণং রাজন্ মনোমারুতরংহসঃ ॥ ৮০

গঙ্গাহং তৎ কুরুক্ষেত্রং স চ রামঃ প্রতাপবান্।
যুদ্ধায় সহসা রাজন্ পরাক্রান্তৌ পরন্তপৌ ॥ ৮১

ততঃ সন্দর্শনেঽতিষ্ঠং রামস্যাতিতপস্বিনঃ।
প্রদধ্মৌ শঙ্খপ্রবরং ততঃ প্রাথমমুত্তমম্ ॥ ৮২

ততস্তত্র দ্বিজা রাজংস্তাপসাশ্চ বনৌকসঃ।
অপশ্যন্ত রণং দিব্যং দেবাঃ সেন্দ্রগণাস্তদা ॥ ৮৩

ততো দিব্যানি মাল্যানি প্রাদুরাসংস্ততস্ততঃ।
বাদিত্রাণি চ দিব্যানি মেঘস্বনানি চৈব হ ॥ ৮৪

ততস্তে তাপসাঃ সর্বে ভার্গবস্যানুযায়িনঃ।
প্রেক্ষকাঃ সমপদ্যন্ত পরিবার্য্য রণাজিরম্ ॥ ৮৫

ততো মামব্রবীদ্ দেবী সর্বভূতহিতৈষিণী।
মাতা বসুমতী রাজন্ কিমিদং তে চিকীর্ষিতম্ ॥ ৮৬

গঙ্গাহং রামমন্যং তু প্রযাচিষ্যে কুরূদ্বহ।
ভীষ্মেণ সহ মা যোৎসীঃ শিষ্যেণেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৮৭

মা মৈবং পুত্র নির্বন্ধং কৃথা বিপ্রেণ পার্থিব।
জামদগ্ন্যেন সমরে যোদ্ধুমিত্যেব তৎসহ ॥ ৮৮

কিন্নু বৈ ক্ষত্রিয়হণো হরতুল্যপরাক্রমঃ।
বিদিতঃ পুত্র রামস্তে যতস্তং যোদ্ধুমিচ্ছসি ॥ ৮৯

ততোঽহমব্রুবং দেবীমভিবাদ্য কৃতাঞ্জলিঃ।
সর্বং তদ্ ভরতশ্রেষ্ঠ যথাবৃত্তং স্বয়ংবরে ॥ ৯০

যথা চ রামো রাজেন্দ্র ময়া পূর্বং প্রচোদিতঃ।
কাশিরাজসুতায়াশ্চ যথা কর্ম পুরাতনম্ ॥ ৯১

ততঃ সা রামমভ্যেত্য জননী মে মহানদী।
মমর্ষ তদ্বিদিত্বা বীক্ষ্য ক্ষময়ামাস ভার্গবম্ ॥ ৯২

ভীষ্মেণ সহ মা যোৎসীঃ শিষ্যেণেতি বচোঽব্রবীৎ।
স চ তামাহ যাচস্ত্বীং ভীষ্মমেব নিবর্তয়।
ন চ মে কুরুতে কামমিত্যাহং তমুপাগমম্ ॥ ৯৩

রাজন্! আমার অশ্বসমূহ মন ও বায়ুতুল্য বেগগামী ছিল। সারথি তাহাদিগকে চালিত করিলেই তাহারা অতিদ্রুত আমাকে রণস্থলে উপস্থিত করিত ॥ ৮০

রাজন্! আমি ও প্রতাপশালী পরশুরাম উভয়ে কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য হইজনে পরস্পরের প্রতি পরাক্রম দেখাইবার জন্য উদ্যত হইলাম ॥ ৮১

তারপর আমি অত্যন্ত তপস্বী পরশুরামের দৃষ্টিপথের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইলাম এবং শত্রু শঙ্খকে হস্তে গ্রহণ করত উচ্চৈঃস্বরে বাজাইতে লাগিলাম ॥ ৮২

রাজন্! সেই সময়ে সেখানে বহু ব্রাহ্মণ, বনবাসী তপস্বী ও ইন্দ্রের সহিত দেবতারাও সেই দিব্য যুদ্ধ দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৩

তারপর সেখানে ইতস্ততঃ দিব্য মালাসমূহ প্রাদুর্ভূত হইতে লাগিল এবং দিব্য বাদ্যসমূহও বাজিয়া উঠিল। সেই সঙ্গে চারিদিকে মেঘগর্জন আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৮৪

তখনকার পরশুরামের সহিত আগত সেই সব তপস্বিগণ চারিদিক্ আবৃত করিয়া ঐ সংগ্রামের দর্শক হইয়া যাইলেন ॥ ৮৫

রাজন্! সেই সময় সমস্ত প্রাণিগণের হিতাকাঙ্ক্ষিণী আমার মাতা গঙ্গাদেবী স্বরূপ প্রকটিত হইয়া আমাকে বলিলেন,—পুত্র! ইহা তুমি কি করিতে ইচ্ছুক হইয়াছ? ৮৬

কুরুশ্রেষ্ঠ! আমি স্বয়ং যাইয়া জমদগ্নিপুত্র পরশুরামের নিকট বারংবার প্রার্থনা করিব যে, আপনি আপনার শিষ্য ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিবেন না ॥ ৮৭

পুত্র! তুমি এরূপ আগ্রহ করিও না। রাজন্! দ্বিপ্রবর জমদগ্নিনন্দন পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য হঠকারিতা যেখান ভাল নয়। এই কথা বলিয়া তিনি আমাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন ॥ ৮৮

শেষে তিনি আরও বলিলেন,—পুত্র! ক্ষত্রিয়হন্তা পরশুরাম মহাদেবের ন্যায় পরাক্রমী। তুমি কি ইহাকে জাননা, যে জন্য যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইয়াছ? ৮৯

তখন আমি কৃতাঞ্জলি হইয়া মাতৃদেবীকে প্রণাম করত স্বয়ংবরের সভায় যেরূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল, সেই সব বিষয় তাঁহাকে আদ্যোপান্ত বলিয়া শুনাইলাম ॥ ৯০

রাজেন্দ্র! আমি পরশুরামকে পূর্বে যে যে কথা বলিয়াছিলাম এবং কাশিরাজকন্যার যে পুরাতন কাহিনী ছিল, সেই সমস্তও তাঁহাকে বলিলাম ॥ ৯১

তাহার পর আমার জন্মধারিনী মাতা গঙ্গাদেবী তৎক্ষণাৎ পরশুরামের নিকট যাইয়া আমার জন্য সেই ঋষির দিকে দৃষ্টিপাত করত ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন ॥ ৯২

সেই সঙ্গে আরও বলিলেন—ভীষ্ম আপনার শিষ্য; অতএব তাহার সহিত আপনি যুদ্ধ করিবেন না। তখন এইরূপ প্রার্থনা-

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততো গঙ্গা সুতস্নেহাদ্ ভীষ্মং পুনরুপাগমৎ।
ন চাস্যাশ্চাকরোদ্ বাক্যং ক্রোধপর্য্যাকুলেক্ষণঃ ॥৪
অথাদৃশ্যত ধর্ম্মাত্মা তৃণজ্যেষ্ঠো মহাতপাঃ।
আহ্বয়ামাস চ তদা যুদ্ধায় ত্রিদশস্তদা ॥ ৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-মুদ্যোগপর্ব্বণি অম্বোপাখ্যানপর্ব্বণি পরশুরাম-ভীষ্ময়োঃ কুরু-ক্ষেত্রাবতরণে অষ্টসপ্তত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৮

কারিণী আমার মাতাকে পরশুরাম বলিলেন,—তুমি প্রথমে ভীষ্মকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত কর। সে আমার ইচ্ছানুসারে কার্য্য করিতেছে না; সেইজন্য আমি এই যুদ্ধের উদ্যোগ করিয়াছি ॥ ৩

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তখন গঙ্গাদেবী পুত্র-স্নেহবশতঃ পুনরায় ভীষ্মের নিকট আসিলেন। সেইসময় ভীষ্মের ক্রোধব্যাপ্ত নেত্র অধীর হইয়া উঠিয়াছিল; অতএব তিনি মাতার কথাও মানিলেন না ॥ ৪

তারপর সেই সময় তৃণসমূহবিরোধিনী ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মহাতপস্বী ধর্ম্মাত্মা পরশুরাম ভীষ্মের দৃষ্টিগোচর হইলেন। তিনি ভীষ্মকে যুদ্ধ করিবার জন্য আহ্বান করিতে লাগিলেন ॥ ৫

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত অম্বোপাখ্যানপর্ব্বে পরশুরাম ও ভীষ্মের কুরুক্ষেত্রে অবতরণবিষয়ক অষ্টসপ্তত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[সত্বরনির্মিতরথারূঢ়েন পরশুরামেণ সহ ভীষ্মস্য যুদ্ধারম্ভঃ]

ভীষ্ম উবাচ।

তমহং স্ময়ন্নিব রণে প্রত্যুবাচ ব্যবস্থিতম্।
ভূমিষ্ঠং নোৎসহে যোদ্ধুং ভবন্তং রথমাস্থিতঃ ॥ ১
আরোহ স্যন্দনং বীর কবচঞ্চ মহাদ্ভুত।
যদ্যবান সমরে রাম যদি যোদ্ধুং ময়েচ্ছসি ॥ ২
ততো মামব্রবীদ্ রামঃ স্ময়মানো রণাজিরে।
রথো মে মেদিনী ভীষ্ম যাহা বেদাঃ সদশ্ববৎ ॥ ৩
সুতশ্চ মাতরিশ্বা বৈ কবচং বেদমাতরঃ।
সুসংবীতো রণে তাভিযোৎস্যেঽহং কুরুনন্দন ॥ ৪
এবং ব্রুবাণো গাঙ্গেয় রামো মাং সত্যবিক্রমঃ।
শরব্রাতেন মহতা সর্ব্বতঃ প্রত্যবারয়ৎ ॥ ৫
ততোঽপশ্যং জামদগ্ন্যং রথমধ্যে ব্যবস্থিতম্।
সর্ব্বাদ্ভুতধরং শ্রীমত্তাদ্ভুতোপমদর্শনম্ ॥ ৬
মনসা নির্ম্মিতে পুণ্যে বিস্তীর্ণে নগরোপমে।
দিব্যাশ্বযুক্তি সন্নদ্ধে কাঞ্চনেন বিভূষিতে ॥ ৭

একোনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[সত্বরনির্মিত রথারূঢ় পরশুরামের সহিত ভীষ্মের যুদ্ধারম্ভ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তখন আমি যুদ্ধের জন্য দণ্ডায়মান পরশুরামকে হাসিতে হাসিতে বলিলাম—ব্রহ্মন্! আমি রথে উপবিষ্ট আছি আর আপনি ভূমিতে দণ্ডায়মান আছেন। এই অবস্থায় আমি আপনার সহিত যুদ্ধ করিতে পারিব না ॥ ১

মহাবাহো! বীরবর রাম! যদি আপনি রণস্থলে আমার সহিত যুদ্ধ করিতে চান, তবে আপনি রথে আরোহণ করুন এবং কবচ বন্ধন করুন ॥ ২

তখন সমরাঙ্গণে পরশুরাম উচ্চৈঃ হাস্য করিতে করিতে আমাকে বলিলেন,—কুরুনন্দন ভীষ্ম! আমার রথ হইল পৃথিবী, চারি বেদই আমার উত্তম অশ্ব-সদৃশ বাহন, বায়ুদেবই আমার সারথি এবং বেদমাতাগণ (গায়ত্রী, সাবিত্রী ও সরস্বতীই) আমার কবচ। এই সকলে আবৃত ও সুরক্ষিত হইয়া আমি রণাঙ্গণে তোমার সহিত যুদ্ধ করিব ॥ ৩-৪

গাঙ্গেয়নন্দন! এই কথা বলিতে বলিতেই লজ্জাপরাক্রমী পরশুরাম, আমাকে সর্ব্বদিকে বাণসমূহে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৫

সেই সময় আমি দেখিলাম—জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম সমস্ত শ্রেষ্ঠ অস্ত্রসমূহে সুশোভিত, তেজস্বী ও অদ্ভুতদর্শন এক রথে বসিয়া আছেন ॥ ৬

তাহার বিস্তার একটি নগরের ন্যায় ছিল। এই পুণ্য রথের নির্ম্মাণ তিনি মানসিক সঙ্কল্পমাত্রেই করিয়াছিলেন। তাহাতে দিব্য অশ্ব যোজিত ছিল। এই স্বর্ণভূষিত রথ সর্ব্বপ্রকারে সুসজ্জিত ছিল ॥ ৭

কবচেন মহাবাহো সোমার্ককৃতলক্ষণা।
ধনুর্ধরো বদ্ধতূণো বদ্ধগোধাঙ্গুলিত্রবান্ ॥ ৮
সারথ্যং কৃতবাংস্তত্র যুযুৎসোরকৃতব্রণঃ।
সখা বেদবিদাতাং দয়িতো ভার্গবস্য হ ॥ ৯
আহ্বয়ানঃ স মাং যুদ্ধে মনো হর্ষয়তীব মে।
পুনঃ পুনরভিক্রোশন্নভিযাহীতি ভার্গবঃ ॥ ১০
তমাদিত্যমিবোদ্যন্তমনাধৃষ্যং মহাবলম্।
ক্ষত্রিয়ান্তকরং রামমেকমেকঃ সমাসদম্ ॥ ১১
ততোঽহং বাণপাতেষু ত্রিষু বাহান্ নিসৃজ্য বৈ।
অবতীর্য্য রথান্নাস্য পদাতির্বিসসর্জ্জম্ ॥ ১২
অভ্যাগচ্ছং তদা রামমচিন্তং দ্বিজসত্তমম্।
অভিবাদ্য চৈনং বিধিবদব্রুবং বাক্যমুত্তমম্ ॥ ১৩
যোৎস্যে ত্বয়া রণে রাম সদৃশেনাধিকেন বা।
গুরুণা ধর্মশীলেন জয়মাশাস্ব মে বিভো ॥ ১৪

রাম উবাচ।

এবমেতৎ কুরুশ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্যং ভূতিমিচ্ছতা।
ধর্ম্মো হ্যেষ মহাবাহো বিশিষ্টৈঃ সহ যুধ্যতাম্ ॥ ১৫
শপেয়ং ত্বং ন চেদেবমাগচ্ছেথা বিশাম্পতে।
যুধ্যস্ব ত্বং রণে যত্তো ধৈর্য্যমালম্ব্য কৌরব ॥ ১৬
ন তু তে জয়মাশাসে ত্বং বিজেতুমহং স্থিতঃ।
গচ্ছ যুধ্যস্ব ধর্ম্মেণ প্রীতোঽস্মি চরিতেন তে ॥ ১৭
ততোঽহং তং নমস্কৃত্য রথমারুহ্য সত্বরঃ।
প্রাগ্রাপরং রণে শঙ্খং পুনর্হেমপরিষ্কৃতম্ ॥ ১৮
ততো যুদ্ধং সমভবদ্রামস্য চ ভারত।
দিবসান্ সুবহূন্ রাজন্ পরস্পরজিগীষয়া ॥ ১৯
স মে তস্মিন্ রণে পূর্বং প্রাহরৎ কঙ্কপত্রিভিঃ।
ষষ্ট্যা শতৈশ্চ নবভিঃ শরাণাং নতপর্ব্বণাম্ ॥ ২০
চতুরস্রেণ মে বাহাঃ সূতশ্চৈব বিশাম্পতে।
প্রতিরুদ্ধাস্তথৈবাহং সমরে দর্শিতঃ স্থিতঃ ॥ ২১

মহাবাহো! তখন পরশুরাম দুষ্য ও চন্দ্রের চিহ্নযুক্ত একটি সুন্দর কবচও ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি হস্তে ধনু ধারণ করিয়াছিলেন এবং পৃষ্ঠে একটি তূণীরও বন্ধন করিয়া রাখিয়াছিলেন। অঙ্গুলিসমূহ রক্ষার জন্য তিনি হাতে একটি গোধাচর্ম্ম নির্ম্মিত অঙ্গুলিত্রাণ (দস্তানা) পরিধান করিয়াছিলেন। ১-৮

সেই যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক পরশুরামের প্রিয় সখা, বেদজ্ঞ অকৃতব্রণ তাঁহার সারথি কার্য্য করিতেছিলেন। ৯

তুমুলসমর পরশুরাম 'এস, এস' বলিয়া বার বার আমাকে আহ্বান করিতেছিলেন এবং যুদ্ধের জন্য আহ্বান করিতে করিতে আমার মনে যেন হর্ষ ও উৎসাহ দিতেছিলেন। ১০

উদয়কালীন সূর্য্যতুল্য তেজস্বী, অজেয়, মহাবলবান্ ও ক্ষত্রিয়বিনাশক পরশুরাম একাকীই তখন যুদ্ধের জন্য অবস্থান ছিলেন। অতএব আমিও একাকীই উঁহার সম্মুখীন হইলাম। ১১

যখন তিনি আমার উপর তিনটি বাণ নিক্ষেপ করিলেন, তখন আমি আমার বাহনসকলের গতি রুদ্ধ করিয়া ও ধনু ত্যাগ করিয়া রথ হইতে নিম্নে নামিলাম এবং সেই ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ মুনিবর পরশুরামকে অর্চ্চনা করিবার জন্য পায়ে হাঁটিয়া তাঁহার নিকটে যাইলাম। নিকটে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বিধি অনুসারে প্রণাম করিবার পর আমি এই উত্তম বাক্য বলিলাম। ১২-১৩

ভগবন্ পরশুরাম! আপনি আমার ধর্ম্মগুরু। আমি আপনার সহিত এই সমরাঙ্গণে যুদ্ধ করিব, অতএব আপনি আমাকে বিজয়লাভের জন্য আশীর্ব্বাদ প্রদান করুন। ১৪

পরশুরাম বলিলেন,—কুরুশ্রেষ্ঠ! নিজের উন্নতিকামী প্রত্যেক ব্যক্তিরই তুমি যাহা করিলে তাহা কর্ত্তব্য। মহাবাহো! নিজ হইতে বিশিষ্ট গুরুজনগণের সহিত যুদ্ধরত ব্যক্তিগণের ইহাই ধর্ম্ম। ১৫

প্রভানাথ! যদি তুমি এইরূপে আমার নিকট না আসিতে, তবে আমি তোমাকে অভিশাপ দিতাম। কুরুনন্দন! তুমি ধৈর্য্য ধারণ করিয়া এই রণক্ষেত্রে যত্নসহকারে যুদ্ধ কর। ১৬

আমি ত' তোমাকে এখন বিজয়সূচক আশীর্ব্বাদ করিতে পারিব না। বর্ত্তমানে তোমাকে পরাজিত করিবার জন্য যুদ্ধস্থলে অবস্থান করিতেছি। তুমি যাও ধর্ম্মানুসারে যুদ্ধ কর। তোমার এই শিষ্টাচারে আমি অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি। ১৭

তখন আমি উঁহাকে প্রণাম করিয়া অতি শীঘ্রই রথে আরোহণ করত সেই যুদ্ধভূমিতে পুনরায় সুবর্ণভূষিত শঙ্খ ধ্বনি করিলাম। ১৮

রাজন্! ভরতবংশধুরন্ধর! তারপর পরস্পরকে জয় করিবার ইচ্ছা করিয়া আমার ও পরশুরামের মধ্যে দীর্ঘদিনব্যাপী সেই যুদ্ধ আরম্ভ হইল। ১৯

সেই যুদ্ধে তিনিই প্রথমে আমাকে গৃধ্রপক্ষযুক্ত ও নতপর্ব্ববিশিষ্ট নব্বইটী বাণদ্বারা প্রহার করিলেন। ২০

রাজন্! যদিও তিনি তখন আমার চারিটি অশ্ব এবং

নমস্কৃত্য চ দেবেভ্যো ব্রাহ্মণেভ্যো বিশেষতঃ।
তমহং অরয়িষ্যে রণে প্রত্যাভাষং ব্যবস্থিতম্ ॥ ২২
আচার্য্যতা মানিতা যে নির্মর্যাদে স্থিতে ময়ি।
তুষ্যন্তু মে ব্রহ্মন্ সম্পদং ধর্মসংগ্রহে ॥ ২৩
যে তে বেদাঃ শরীরস্থা ব্রাহ্মণ্যং যচ্চ তে মহৎ।
তপশ্চ তে মহৎ তপ্তং ন তেভ্যঃ প্রহরাম্যহম্ ॥ ২৪
প্রহরে ক্ষত্রধর্মস্থ যং রাম ত্বং সমাশ্রিতঃ।
ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ত্বং হি যাতি শস্ত্রসমুদ্যমাৎ ॥ ২৫
পশ্য মে ধনুষো বীর্য্যং পশ্য বাহ্বোর্বলং মম।
এষ তে কার্ম্মুকং বীর ছিনদ্মি নিশিতেষুণা ॥ ২৬
তস্যাহং নিশিতং ভল্লং চিক্ষেপ ভরতর্ষভ।
তেনাস্য ধনুষঃ কোটিং ছিত্ত্বা ভূমাবপাতয়ম্ ॥ ২৭
তথৈব চ পৃথক্কাণাং শতানি নতপর্বণাম্।
চিক্ষেপ কঙ্কপত্রাণাং রামস্যোরসি প্রভো ॥ ২৮
কায়ে বিবরকাস্তস্য বাসুনা সমুদীরিতাঃ।
চেলুঃ শরস্তদা রামস্য নাগা ইব চ তে শরাঃ ॥ ২৯
ক্ষতজোক্ষিতসর্বাঙ্গঃ ক্ষরন্ স রুধিরং রণে।
বভৌ রামস্তদা রাজন্ মেরুর্ধাতুমিবোৎসৃজন্ ॥ ৩০
তেনস্রাক্তেঽশোক ইব রক্তস্তবকমণ্ডিতঃ।
বভৌ রামস্তথা রাজন্ প্রফুল্ল ইব কিংশুকঃ ॥ ৩১
ততোঽন্যদ্ ধনুরাদায় রামঃ ক্রোধসমন্বিতঃ।
হেমপুঙ্খান্ সুনিশিতান্ শরাংস্তান্ হি ববর্ষ সঃ ॥ ৩২
তে সমাসাদ্য মাং রৌদ্রা বহুধা মর্মভেদিনঃ।
অকম্পয়ন্ মহাবেগাঃ সর্পানলবিষোপমাঃ ॥ ৩৩
তমহং সমবষ্টভ্য পুনরাত্মমাহবে।
শতসংখ্যৈঃ শরৈঃ ক্রুদ্ধস্তদা রামমবাকিরম্ ॥ ৩৪

শরাধিকেও অবরুদ্ধ করিয়া ফেলিলেন, তথাপি আমি কবচ ধারণ করত সেই যুদ্ধে অবস্থান করিতে লাগিলাম ॥ ২১

তারপর দেবগণ ও বিশেষতঃ ব্রাহ্মণগণকে নমস্কার করিয়া সেই রণভূমিতে অবস্থিত পরশুরামকে হাসিতে হাসিতে বলিলাম ॥ ২২

ব্রহ্মন্! যদিও আপনি আপনার মর্য্যাদা ত্যাগ করিয়া স্থিরাছেন, তথাপি আমি আপনার আচার্য্যত্বকে সম্মান প্রদান করিয়াছি। ধর্মসংগ্রহবিষয়ে আমার যাহা দৃঢ় সিদ্ধান্ত, তাহা আপনি পুনরায় শ্রবণ করুন ॥ ২৩

বিপ্রবর! আপনার শরীরে যে সকল বেদ রহিয়াছেন, আপনার মধ্যে যে মহৎ ব্রাহ্মণ্য আছে এবং আপনি যে মহাতপস্যা করিয়াছেন, এই সমস্তের উপর আমি বাণপ্রহার করিব না ॥ ২৪

রাম! আপনি যে ক্ষত্রিয় ধর্ম্মের আশ্রয় লইয়াছেন, আমি তাহারই উপর প্রহার করিব; কারণ, ব্রাহ্মণ যদি অস্ত্রধারণ করেন, তবে তিনি ক্ষত্রিয়ভাব প্রাপ্ত হন ॥ ২৫

এখন আপনি আমার ধনুর শক্তি ও আমার বাহুবল দর্শন করুন। বীর! আমি তীব্র তীক্ষ্ণ বাণে আপনার ধনুকেও ছেদন করিব ॥ ২৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! এই বলিয়া আমি তাঁহার উপর তীক্ষ্ণ ধারাসম্পন্ন অঞ্জনাযুক্ত বাণ প্রহার করিলাম এবং তদ্দ্বারা তাঁহার ধনুর কোটিকে (অগ্রভাগকে) ছেদন করিয়া ভূতলে পাতিত করিলাম ॥ ২৭

এইরূপে পরশুরামের বধের জন্য করিয়া নিক্ষিপ্ত বাণগুলি বায়ুদ্বারা উত্তীয়মান সর্পের ন্যায় পরশুরামের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া রক্তধারা বহাইয়াছিল ॥ ২৯

রাজন্! সেই সময় রক্তধারা স্রবিত হইয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রক্তলিপ্ত হইয়া যাইল। যেরূপ মেরুপর্ব্বত ধাতুমিশ্রিত জল বমন করে, সেইরূপ ঐ রণস্থলে বীর অঙ্গ হইতে রক্তধারা বমন করিয়া পরশুরাম শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩০

রাজন্! যেরূপ বসন্তঋতুতে রক্তবর্ণ পুষ্পস্তবকে অলঙ্কৃত অশোক ও বিকসিত পলাশ বৃক্ষ শোভা পাইয়া থাকে, বীর রক্তধারায় পরশুরামও সেইরূপ শোভাপ্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩১

তারপর পরশুরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া অন্য ধনু ধারণকরত সুবর্ণপঙ্খ সুশোভিত অতিশয় তীক্ষ্ণ বাণসমূহ বমন (নিক্ষেপ) করিতে লাগিলেন ॥ ৩২

সেই নানাবিধ ভয়ঙ্কর বাণসমূহ আমাকে আঘাত করত আমার মর্ম্মস্থান ভেদ করিয়া ফেলিল। এই সকল মহাবেগসম্পন্ন বাণ সর্প, অগ্নি ও বিষের ন্যায় মনে হইতেছিল। তিনি এই সকল বাণপ্রহারে আমাকে কাঁপাইয়া তুলিলেন ॥ ৩৩

তখন আমি পুনরায় নিজেকে স্থির করিয়া সেই যুদ্ধে ক্রোধসহকারে পরশুরামের উপর শতসংখ্যক বাণ নিক্ষেপ করিলাম ॥ ৩৪

স তৈরগ্ন্যর্কসঙ্কাশৈঃ শরৈরাশিবিষোপমৈঃ।
শিতৈরভ্যর্দিতো রামো নন্দতেজা ইবাভবৎ ॥ ৩৫
ততোঽহং কৃপয়াবিষ্টো বিষ্টভ্যাত্মানমাত্মনা।
বিনিবর্ত্যাব্রুবং যুদ্ধং ক্ষত্রধর্মঞ্চ ভারত ॥ ৩৬
অসকৃচ্চাব্রুবং রাজন্ শোকবেগপরিপ্লুতঃ।
অহো বত কৃতং পাপং ময়েদং ক্ষত্রধর্ষণা ॥ ৩৭
গুরুর্দ্বিজাতিধর্ম্মাত্মা যদেবং পীড়িতঃ শরৈঃ।

ততো ন প্রাহরং ভূয়ো জামদগ্ন্যায় ভারত ॥ ৩৮
অথাবতাপ্য পৃথিবীং পূষা দিবসসংক্ষয়ে।
জগামাস্তং সহস্রাংশুস্ততো যুদ্ধমুপারমৎ ॥ ৩৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুদ্যোগপর্ব্বণি অম্বোপাখ্যানপর্ব্বণি রাম-ভীষ্মযুদ্ধে একোনাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭৯

সেই বাণ অগ্নি, সূর্য্য ও বিষধর সর্পগণের ন্যায় ভয়ঙ্কর এবং তীক্ষ্ণ ধারাল ছিল। এই বাণে পীড়িত হইয়া পরশুরামের চেতনা যেন লোপ পাইল ॥ ৩৪

ভারত! তখন আমি দয়ার্দ্রভাবে দ্রবীভূত হইয়া নিজেকে নিজে কোনরূপে ধৈর্য্য ধারণ করত যুদ্ধ ও ক্ষত্রিয়ধর্ম্মকে ধিক্কার জানাইলাম ॥ ৩৬

রাজন্! সেই সময় আমি শোকবেগে ব্যাকুল হইয়া বারংবার এই কথা বলিতে লাগিলাম—অহো! ক্ষত্রিয় আমি আজ ভয়ানক পাপকার্য্য করিয়া ফেলিলাম। আমি ধর্ম্মাত্মা ও ব্রাহ্মণ গুরুকে এইভাবে বাণপ্রহারে পীড়িত করিলাম ॥

ভারত! ইহার পর আমি আর পরশুরামকে বাণপ্রহার করিলাম না। তারপর সহস্রকিরণ ভগবান্ সূর্য্যদেব এই পৃথিবীকে তাপিত করিয়া দিবসাবসানে অস্তমিত হইলেন। সেই জন্য যুদ্ধও বন্ধ হইয়া গেল ॥ ৩৭-৩৯

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত অম্বোপাখ্যানপর্ব্বে রাম-ভীষ্মযুদ্ধবিষয়ক একোনাশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্ম-পরশুরাময়োস্তুমুলং যুদ্ধম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

আশ্বস্তস্তু ততঃ সূতো ভৃগূনাঞ্চ বিশাম্পতে।
মম চাপনরামাস শল্যান্ কুশলসম্মতঃ ॥ ১
স্নাতাপরুক্তৈস্তরুণৈর্শর্করতোয়ৈরবিস্রবৈঃ।
প্রভাতে চোদিতে সূর্য্যে ততো যুদ্ধমবর্ত্তত ॥ ২
দৃষ্ট্বা মাং তূর্ণমায়ান্তং দংশিতং স্যন্দনে স্থিতম্।
অকরোদ্ রথমত্যর্থং রামঃ সঙ্ঘং প্রতাপবান্ ॥ ৩
ততোঽহং রামমায়ান্তং দৃষ্ট্বা সমরকাঙ্ক্ষিণম্।
ধনুঃশ্রেষ্ঠং সমুৎসৃজ্য সহসাবতরং রথাৎ ॥ ৪
অভিবাদ্য গুরোঃ পাদৌ রথমারুহ্য ভারত।
যুযুৎসুর্জামদগ্ন্যস্য প্রমুখে বীতভীঃ স্থিতঃ ॥ ৫
ততোঽহং শরবর্ষেণ মহতা সমবাকিরম্।
স চ মাং শরবর্ষেণ বর্ষদ্ভং সমবাকিরৎ ॥ ৬

অশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ভীষ্ম ও পরশুরামের ঘোর যুদ্ধ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! তদনন্তর স্বকার্য্যে কুশল ও সম্মানিত মহর্ষি নিজের অবসমূহের ও আমার শরীরে প্রবিষ্ট বাণসকল বাহির করিয়া দিল ॥ ১

অনন্তর স্নান, পরিশ্রম প্রভৃতির শেষে জলপান করাইয়া যখন শান্ত ও স্বস্থ হইল, তখন প্রাতঃকালে সূর্য্যোদয় হইলে পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ২

আমাকে রথে বসিয়া কবচধারণ করত শীঘ্রতা সহকারে আসিতে দেখিয়া প্রতাপশালী পরশুরাম নিজ রথকে সুসজ্জিত করিলেন ॥ ৩

তারপর যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী পরশুরামকে আসিতে দেখিয়া আমি নিজ শ্রেষ্ঠ ধনু ত্যাগ করত সহসা রথ হইতে নামিয়া পড়িলাম ॥ ৪

ভারত! পূর্ব্ববৎ গুরুকে প্রণাম করিয়া নিজ রথে আরোহণ করত যুদ্ধের ইচ্ছায় পরশুরামের সম্মুখে নির্ভয় হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলাম ॥ ৫

তারপর আমি তাঁহার উপর ভয়ানক বাণবর্ষণ করিয়া তাঁহাকে আবৃত করিলাম। তিনিও বাণবর্ষণরত আমার উপর বাণবর্ষণ করিয়া আমাকে আবৃত করিয়া ফেলিলেন ॥ ৬

সংক্রুদ্ধো জামদগ্ন্যস্তু পুনরেব সুতেজিতান্।
সপ্তৈষীকান্ শরান্ ঘোরান্ দীপ্তাস্যানুরগানিব ॥ ৭
অতোঽহং নিশিতৈর্ভল্লৈঃ শস্ত্রশোঽথ সহস্রশঃ।
অচ্ছিদং সহসা রাজন্তস্মিংস্তে পুনঃ পুনঃ ॥ ৮
ততস্ত্বস্ত্রাণি দিব্যানি জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।
মযি প্রযোজয়ামাস তান্যহং প্রত্যষেধযম্ ॥ ৯
আগ্নেয়েষু মহাবাহো চিকীর্ষন্নধিকাং ক্রিয়াম্।
ততো দিবি মহান্ নাদঃ প্রাদুরাসীৎ সমন্ততঃ ॥ ১০
ততোঽহমস্ত্রং বায়ব্যং জামদগ্ন্যে প্রমুক্তবান্।
প্রত্যাজঘ্নে চ তদ্ রামো গুহ্যকাস্ত্রেণ ভারত ॥ ১১
ততোঽহমস্ত্রমাগ্নেয়মনুমন্ত্র্য প্রমুক্তবান্।
বারুণেনৈব তদ্ রামো বারয়ামাস মে বিভুঃ ॥ ১২
এবমস্ত্রাণি দিব্যানি রামস্যাহমবারয়ম্।
রামশ্চ মম তেজস্বী দিব্যাস্ত্রবিদরিন্দমঃ ॥ ১৩

ততো মাং সর্বতো রাজন্ রামঃ ক্রূরেণ চেতসা।
উরস্তবিধ্যৎ সংক্রুদ্ধো জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্ ॥ ১৪
ততোঽহং ভরতশ্রেষ্ঠ সংস্তম্ভীদং রথোত্তমম্।
ততো মাং কম্পলাবিষ্টঃ সূতস্তূর্ণমুদাবহৎ ॥ ১৫
প্রায়ন্তং ভরতশ্রেষ্ঠ রামবাণপ্রপীড়িতম্।
ততো মামপযান্তং বৈ ভৃশং বিদ্ধমচেতসম্ ॥ ১৬
রামস্যানুচরা হৃষ্টাঃ সর্বে দৃষ্ট্বা বিদুদ্রুবুঃ।
অকৃতব্রণপ্রভৃতয়ঃ কাশিকন্যা চ ভারত ॥ ১৭
ততস্তু লব্ধসংজ্ঞোঽহং জ্ঞাত্বা সূতমথাব্রুবম্।
যাহি সূত যতো রামঃ সঞ্জোঽহং গতবেদনঃ ॥ ১৮
ততো মামবহৎ সূতো হৃষ্টঃ পরমশোভিতৈঃ।
নৃত্যদ্ভিরিব কৌরব্য মারুতপ্রতিমৈর্গতৌ ॥ ১৯
ততোঽহং রামমাসাদ্য বাণবর্ষেণ কৌরব।
অবাকিরং সুসংরব্ধঃ সংরম্ভাদ্ বিজয়ায় চ ॥ ২০

অনন্তর জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম পুনরায় অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমার উপর প্রজ্বলিত ঘৃষ্টিবিষ সর্পের ন্যায় অতীব তেজস্বী বাণ চালনা করিলেন ॥ ৭

রাজন্! তখন আমি সহস্র তীক্ষ্ণ ধারাল ভল্লনামক বহু বাণে আকাশেই সেই সব বাণকে শত শত ও হাজার হাজার খণ্ডে ছিন্ন করিয়া দিলাম। এইরূপ অবস্থা পুনঃ পুনঃ চলিতে লাগিল ॥ ৮

তারপর প্রতাপশালী পরশুরাম আমার উপর দিব্যাস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলেন। হে মহাবাহো! কিন্তু আমিও তাঁহা হইতে অধিক পরাক্রম দেখাইবার ইচ্ছা করিয়া সেই সমস্ত অস্ত্র দিব্যাস্ত্রসমূহেই নিবারণ করিলাম ॥

সেই সময় আকাশমার্গে চারিদিকে অত্যন্ত কোলাহল হইতে লাগিল। তখন আমি জমদগ্নিপুত্রের উপর বায়ব্যাস্ত্র প্রয়োগ করিলাম। ভারত! পরশুরাম গুহ্যকাস্ত্রের দ্বারা আমার সেই অস্ত্র শান্ত করিয়া দিলেন ॥ ৯-১১

তারপর মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া আগ্নেয়াস্ত্র প্রয়োগ করিলাম; কিন্তু ভগবান্ পরশুরাম বারুণাস্ত্রে উহাকে নিবারণ করিলেন ॥ ১২

এইরূপে আমি পরশুরামের দিব্যাস্ত্রসমূহকে নিবারণ করিতে লাগিলাম এবং শত্রুদমন দিব্যাস্ত্রবেত্তা তেজস্বী পরশুরামও আমার অস্ত্রসমূহ নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ১৩

রাজন্! অনন্তর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ প্রতাপশালী দ্বিজশ্রেষ্ঠ পরশুরাম আমাকে বাণত্যাগে কাঁদাইয়া আমার বক্ষঃস্থল বাণদ্বারা বিদ্ধ করিলেন ॥ ১৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহাতে আহত হইয়া আমি সেই শ্রেষ্ঠ রথে বসিয়া পড়িলাম। সেই সময় আমাকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় দেখিয়া সারথি অতি সত্বর রথ লইয়া অন্যত্র গমন করিল ॥ ১৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! পরশুরামের বাণে পীড়িত হওয়ায় আমি অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়িলাম। আমি অতিশয় আহত হইয়া চৈতন্য হারাইয়া ফেলিলাম এবং দূরে যুদ্ধস্থল হইতে নীত হইলাম। ভারত! আমাকে এইরূপ অবস্থায় দেখিয়া পরশুরামের অকৃতব্রণাদি সেবকগণ ও কাশিরাজ কন্যা অম্বা ইহারা সকলেই ভয় পাইয়া আনন্দে কোলাহল করিতে লাগিলেন ॥ ১৬-১৭

তারপর আমি চেতনা লাভ করিলাম ও সব কিছু জানিয়া সারথিকে বলিলাম—সূত! যেখানে পরশুরাম আছেন, সেখানে চল। আমার বেদনা দূর হইয়াছে এবং আমি যুদ্ধ করিবার জন্য সজ্জিত হইয়াছি ॥ ১৮

কুরুনন্দন! তখন সারথি আমাকে বায়ুতুল্য বেগে গমন করিতে থাকায় যেন নৃত্য করিতেছিল বলিয়া মনে হইতেছিল, সেইরূপ অতিশয় শোভাশালী অশ্বদ্বারা আমাকে যুদ্ধস্থলে লইয়া যাইল ॥ ১৯

কুরুনন্দন! তখন আমি ক্রুদ্ধ পরশুরামের নিকট যাইয়া তাঁহাকে জয় করিবার ইচ্ছায় নিজেও ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিলাম ॥ ২০

তানাপতত এবাসৌ রামো বাণানজিহ্মগান্।
বাণৈরেবাচ্ছিনৎ তূর্ণমেকৈকং ত্রিভিরাহবে ॥ ২১
ততস্তে শতধা ভিন্নাঃ সর্বে মম বরাঃ শরাঃ।
রামবাণৈর্দ্বিধা ছিন্নাঃ পতন্তোঽথ সহস্রশঃ ॥ ২২
ততঃ পুনঃ শরং দীপ্তং সুপ্রভং কালসম্মিতম্।
অসৃজং জামদগ্ন্যায় রামায়াহং জিঘাংসয়া ॥ ২৩
তেন ক্ষতিহতো গাঢ়ং বাণবেগবশং গতঃ।
মুমোহ সমরে রামো ভূমৌ চ নিপপাত হ ॥ ২৪
ততো হাহাকৃতং সর্বং রামে ভূতলমাশ্রিতে।
অসদ্ ভারত সংবিগ্নং যথার্কপতনে ভবেৎ ॥ ২৫
তত এনং সমুদ্বিগ্নাঃ সর্ব এবাভিদুদ্রুবুঃ।
তপোধনাস্তে সহসা কান্যা চ কুরুনন্দন ॥ ২৬
তত এনং পরিষ্বজ্য শনৈরাশ্বাসয়ংস্তদা।
পাণিভির্জলশীতৈশ্চ জয়াশীর্ভিশ্চ কৌরব ॥ ২৭

ততঃ স বিহ্বলং বাক্যং রাম উত্থায় চাব্রবীৎ।
তিষ্ঠ ভীষ্ম হতোঽসীতি বাণং সন্ধায় কার্মুকে ॥ ২৮
স মুক্তো ভুজবন্তং তূর্ণং সর্বে পার্শ্বে মহাহবে।
যেনাহং ভৃশমুদ্বিগ্নো ব্যাঘূর্ণিত ইব দ্রুমঃ ॥ ২৯
হত্বা হয়াংস্ততো রামঃ শীঘ্রাস্ত্রেণ মহাহবে।
অবাকিরন্মাং বিব্রহ্মো বাণৈস্তৈর্লোমবাহিভিঃ ॥ ৩০
ততোঽহমপি শীঘ্রাস্ত্রঃ সমরপ্রতিবারণম্।
অব্যসৃজং মহাবাহো তেঽন্তরাবিষ্টিতাঃ শরাঃ ॥ ৩১
রামস্য মম চৈবাশু ব্যোমাবৃত্য সমন্ততঃ।
ন স্ম সূর্যঃ প্রতপতি শরজালসমাবৃতঃ ॥ ৩২
মাতরিশ্বা ততস্তস্মিন্ মেঘরুদ্ধ ইবাভবৎ।
ততো বায়োঃ প্রকম্পাচ্চ সূর্যস্য চ গভস্তিভিঃ ॥ ৩৩
অভিঘাতপ্রভাবাচ্চ পাবকঃ সমজায়ত।
তে শরাঃ স্বসমুত্থেন প্রদীপ্তাশ্চিত্রভানুনা ॥ ৩৪

কিন্তু পরশুরাম সরলভাবে লক্ষ্য অভিমুখগামী সেই সকল বাণকে আসিতে দেখিয়াই এক একটি বাণকে তিন তিন খণ্ডে ছেদন করিয়া ফেলিলেন। ২১

এইভাবে আমার দ্বারা নিক্ষিপ্ত সেইসব শত শত হাজার হাজার তীক্ষ্ণ ধারাল বাণগুলি পরশুরামের বাণে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া দুই দুই খণ্ডে বিভক্ত হইয়া নিপতিত হইল। ২২

তখন আমি পুনরায় ভয়নিবারণ পরশুরামকে বধ করিবার বাসনায় কালান্তিকতুল্য প্রজ্বলিত ও তেজস্বী এক বাণ নিক্ষেপ করিলাম। ২৩

তাহাতে তিনি গভীরভাবে আহত হইয়া সেই বাণের বেগের বশীভূত হইলেন এবং মূর্ছে মোহিত হইয়া ভূতলে নিপতিত হইলেন। ২৪

পরশুরাম যখন ভূতলে পতিত হইতেছিলেন, তখন মনে হইতে লাগিল আকাশ হইতে সূর্যদেব ভূমিতে পতিত হইতেছেন। এইরূপ ভাবিয়া সেই সময় জগৎ অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। ২৫

কুরুনন্দন! সেই সময় সকল তপোধন ও কাশিরাজ কন্যা সকলেই অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া তাঁহার নিকট দৌড়াইয়া যাইলেন এবং তাঁহাকে আলিঙ্গন করত হস্ত স্পর্শ করিয়া ও শীতজল সেচন পূর্বক জয়াশীর্বাদ প্রদান করিতে করিতে সান্ত্বনাদান করিলেন। ২৬-২৭

তারপর কিছুক্ষণ পরেই সুস্থ হইয়া পরশুরাম উত্থিত হইলেন এবং ধনুকে বাণ যোজনা করত বিহ্বলস্বরে আমাকে বলিলেন, —ভীষ্ম! দাঁড়াও, অতঃপর তুমি নিহত হইবে। ২৮

সেই মহাযুদ্ধে তাঁহার ধনু হইতে মুক্ত বাণ অতি দ্রুত আমার রথতলে আসিয়া আঘাত করিল, তাহাতে আমি ভীষণ উদ্বিগ্ন হইয়া বৃক্ষের ন্যায় ঘুরিতে লাগিলাম। ২৯

পুনরায় পরশুরাম তখন সেই মহারণে শীঘ্র নিক্ষিপ্ত অস্ত্রদ্বারা আমার অশ্বগণকে নিহত করিয়া নিউদ্বিগ্নচিত্তে লক্ষ্যভেদোদ্যত বহু বাণ আমার উপর বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ৩০

মহাবাহো! তারপর আমিও শীঘ্রতাসহকারে এইরূপ অস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করিতে আরম্ভ করিলাম, যাহারা যুদ্ধে বিপক্ষীয় সকল অস্ত্রেরই গতিকে রুদ্ধ করিয়া থাকে। সেই সময় আমার ও পরশুরামের বাণগুলি আকাশে সর্বদিকে বিস্তৃত হইয়া মধ্যভাগে ছিন্ন হইল। ৩১

তখন বাণসমূহে আচ্ছাদিত হইয়া পড়ায় সূর্যদেব তাপদান করিতে পারিলেন না এবং বায়ুর গতি এরূপ রুদ্ধ হইয়া যাইল, যেন মেঘেরই আবরণে বায়ু অবরুদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে। ৩২

সেই সময় বায়ুর কম্পনে ও সূর্যের কিরণে বাণগুলি পরস্পর আঘাত প্রাপ্ত হইলে সেই ঘর্ষণের ফলে অগ্নি উদ্ভূত হইল। ৩৩

রাজন্! সেই সব বাণই পরস্পর সংঘর্ষণে উৎপন্ন অগ্নিতে জ্বলিয়া ভস্মীভূত হইয়া যাইল এবং ভূমিতে পতিত হইল। ৩৪

ভূমৌ সর্বে তদা রাজন্ ভস্মভূতাঃ প্রপেদিরে।
তদা শতসহস্রাণি প্রযুতান্যর্বুদানি চ ॥ ৩৫
অযুতান্যথ খর্বাণি নিখর্বাণি চ কৌরব।
রামঃ শরাণাং সংক্রুদ্ধো ময়ি তূর্ণং ন্যপাতয়ৎ ॥ ৩৬
ততোঽহং তানপি রণে শরৈরাশীবিষোপমৈঃ।
সন্ধিত্বা ভূমৌ নৃপতে পাতয়েয়ং নগানিব ॥ ৩৭

হে কৌরব! সেই সময় পরশুরাম অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আমার উপর অতি দ্রুত দশ হাজার, এক লক্ষ, দশ লক্ষ, অর্বুদ, খর্ব ও নিখর্ব সংখ্যক বাণ প্রহার করিলেন ॥ ৩১-৩৬

নৃপতে! তখন আমি বিষধর সর্পতুল্য ভয়ঙ্কর বাণসমূহে সেই সব বাণকে বৃক্ষফলের ন্যায় ছেদন করিয়া ভূমিতে পাতিত করিলাম ॥ ৩৭

এবং তদ্ভরতশ্রেষ্ঠ যুদ্ধং তদা ভয়ঙ্করম্।
সন্ধ্যাকালে ব্যতীতে তু বাপয়ান্যাং স চ মে গুরুঃ ॥ ৩৮

ভরতভূষণ! এইরূপে সেই যুদ্ধ চলিতে লাগিল। তারপর সন্ধ্যাকাল অতিক্রান্ত হইলে আমার গুরু রণস্থল হইতে চলিয়া যাইলেন ॥ ৩৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যামুষ্টোপপর্বণি অম্বোপাখ্যানপর্বণি রাম-ভীষ্মযুদ্ধে অশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগ পর্বান্তর্গত অম্বোপাখ্যানপর্বে পরশুরাম ও ভীষ্মের যুদ্ধবিষয়ক অশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্ম-পরশুরামযোর্যুদ্ধম্।]

ভীষ্ম উবাচ।

সমাগতস্য রামেণ পুনরেবাতিদারুণম্।
অভবদ্যুত্তমূলং যুদ্ধং তদা ভরতসত্তম ॥ ১
ততো দিব্যাস্ত্রবিচ্ছূরো দিব্যাস্ত্রাণ্যনেকশঃ।
অযোজয়ৎ স ধর্মাত্মা দিবসে দিবসে বিভুঃ ॥ ২
তানহং তৎপ্রতীঘাতৈরস্ত্রৈরস্ত্রাণি ভারত।
ব্যধমং তুমুলে যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা সুদুস্ত্যজান্ ॥ ৩
অস্ত্রৈরস্ত্রেষু বহুধা হতেষ্বেব চ ভারত।
অক্রুধ্যত মহাতেজাস্তাক্তপ্রাণঃ স সংযুগে ॥ ৪
ততঃ শক্তিং প্রাহিণোদ্ ঘোররূপা-
মগ্নেঃ বৃদ্ধে জ্বালদগ্রো মহাত্মা।
কালোৎসৃষ্টাং প্রজ্বলিতামিবোল্কা-
মদীপ্তাগ্রাং তেজসা ব্যাপ্য লোকম্ ॥ ৫
ততোঽহং তামিষুভির্দীপ্যমানা-
মাপ্তোর্যামসৃককালোর্কদীপ্তাম্।
ছিত্ত্বা ত্রিধা পাতয়ামাস ভূমৌ
ততো বব্রে পবনঃ পুণ্যগন্ধিঃ ॥ ৬

একাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ভীষ্ম ও পরশুরামের যুদ্ধ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ! পরদিন পরশুরামের সহিত পুনরায় মিলিত হইলে পুনরায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ১

তারপর বহুপ্রকারের দিব্যাস্ত্রে বিশেষজ্ঞ, সৌর্য্যশালী বীর ও ধৈর্য্যবান্ ভগবান্ পরশুরাম প্রতিদিন নানাপ্রকার অলৌকিক অস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করিতে লাগিলেন ॥ ২

ভারত! সেই তুমুল সংগ্রামে নিজের দুস্ত্যজ প্রাণের মায়া পরিহার করিয়া আমি তাঁহার অস্ত্রসমূহের বিঘাতক অস্ত্রসকলের দ্বারা তাঁহার সমস্ত অস্ত্রই ধ্বংস করিয়া দিলাম ॥ ৩

ভরতসত্তম! এইরূপে বার বার আমার অস্ত্রদ্বারা তাঁহার অস্ত্র নষ্ট হইয়া যাইতে দেখিয়া মহাতেজস্বী পরশুরাম সেই যুদ্ধে প্রাণের মোহ ত্যাগ করত অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন ॥ ৪

তারপর নিজের অস্ত্র এইভাবে অবরুদ্ধ হইতে থাকিলে জমদগ্নিনন্দন পরশুরাম কাল কর্তৃক নিক্ষিপ্ত প্রজ্বলিত উল্কার ন্যায় ভয়ঙ্কর এক শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। এই শক্তির অগ্রভাগ অতিশয় প্রদীপ্ত ছিল। সে নিজের তেজে সম্পূর্ণ জগৎকে ব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল ॥ ৫

তখন আমিও প্রলয়কালীন সূর্যতুল্য প্রজ্বলিত সেই দেদীপ্যমান শক্তিকে আমার দিকে আসিতে দেখিয়া বহু বাণ প্রয়োগ করত তাহাকে তিন খণ্ডে বিভক্ত করিয়া পাতিত করিলাম। তারপর পবিত্র সুগন্ধযুক্ত মন্দ মন্দ বায়ু বহিতে লাগিল ॥ ৬

তস্যাং ছিন্নায়াং ক্রোধদীপ্তোঽথ রামঃ
শক্তীর্ঘোরাঃ প্রাহিণোদ্ দ্বাদশাস্যাঃ।
তাসাং রূপং ভারত নোত শক্যাঃ
তেজস্বিন্যাস্তাদৃশাশ্চৈব বক্তুম্ ॥ ৭

কিন্ত্বেবাহং বিহ্বলঃ সম্প্রদৃশ্য
দিগ্ভ্যঃ সর্বাস্তা মহোল্কা ইবাগ্নেঃ।
নানারূপাস্তেজসোগ্রেণ দীপ্তা
যথাদিত্যা দ্বাদশ লোকসংক্ষয়ে ॥ ৮

ততো জ্বালং বাণময়ং বিবৃত্তং
সন্দৃশ্য তিষ্ঠ শরজালেন রাজন্।
দ্বাদশৈবৈনাঃ প্রাহিণবং রণেঽহং
ততঃ শক্তীরপ্যমং ঘোররূপাঃ ॥ ৯

ততো রাজন্ জামদগ্ন্যো মহাত্মা
শক্তীর্ঘোরা ব্যাক্ষিপত্তেনমেতাঃ।
বিচিত্রিতাঃ কাঞ্চনপট্টনদ্ধা
যথা মহোল্কা জ্বলিতাস্তথা তাঃ ॥ ১০

তাশ্চাপ্যুগ্রাশ্চর্মণা বারয়িত্বা
খড়্গেনাহং পাতয়িত্বা নরেন্দ্র।
বাণৈর্দিব্যৈর্ভীমদর্শাস্ত্র সংখ্যে
দিব্যানেবাস্ত্রভাবৈঃ সমুত্থান্ ॥ ১১

নির্মুক্তানাং পন্নগানাং সরূপা
দৃষ্ট্বা শক্তীর্হৈমচিত্রা নিকৃত্তাঃ।
প্রাহুষ্চক্রে দিব্যমস্ত্রং মহাত্মা
ক্রোধাবিষ্টো হৈহয়েশপ্রমাথী ॥ ১২

ততঃ শ্রেণ্যঃ শলভানামিবোগ্রাঃ
সমাপেতুর্বিশিখানাং প্রদীপ্তাঃ।
সমাচিনোজ্জাপি ভৃশং শরীরং
হয়ান্ সূতং সরথং চৈব মহ্যম্ ॥ ১৩

রথঃ শরৈর্মে নিচিতঃ সর্বতোঽভূৎ
তথা বাহাঃ সারথিশ্চৈব রাজন্।
যুগং রথেষাঞ্চ তথৈব চক্রে
তথেষাক্ষঃ শরকৃত্তোঽথ ভগ্নঃ ॥ ১৪

ততস্তস্মিন্ বাণবর্ষে বাত্যতে
শরৌঘেণ প্রত্যবধং গুরুং তম্।
স বিক্ষতো মার্গণৈস্ত্রস্তরাশি-
র্দেহাদসৃক্ মুমুচে ভূরি রক্তম্ ॥ ১৫

সেই শক্তিকে ছিন্ন হইয়া যাইতে দেখিয়া পরশুরাম ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তিনি অন্য আরও দ্বাদশটি (বারটি) শক্তি নিক্ষেপ করিলেন। ভারত! এই শক্তিগুলি এরূপ তেজস্বিনী ও ক্রুরগামিনী ছিল যে, উহাদের স্বরূপ বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ৭

প্রলয়কালীন দ্বাদশ সূর্যমণ্ডল তুল্য তেজে প্রজ্বলিতা, নানা-রূপবতী এবং অগ্নির ন্যায় জ্বালাযুক্তা ভয়ানকা সেই শক্তি-গুলিকে চারি দিক্ দিয়া আসিতে দেখিয়া আমি অত্যন্ত বিহ্বল হইয়া পড়িলাম। ৮

রাজন্! তারপর সেইস্থানে চারিদিকে বিস্তৃত বাণময় জালকে দেখিয়া আমি স্বীয় বাণসমূহে উহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলাম এবং সেই যুদ্ধে আমি বারটি বাণ প্রয়োগ করিয়াছিলাম, এই বাণশ্রেণীই সেই শক্তিগুলিকে ব্যর্থ করিয়া দিল। ৯

রাজন্! তদনন্তর মহাত্মা জমদগ্নিকুমার পরশুরাম স্বর্ণময় বস্ত্রবিভূষিত আরও বহু শক্তি প্রয়োগ করিয়াছিলেন, যাহাদিগকে দেখিতে অতীব বিচিত্র বলিয়া প্রতীত হইত। ইহাদের প্রত্যেকের পুচ্ছ স্বর্ণের পট্টে আবৃত ছিল এবং ইহারা প্রজ্বলিত মহোল্কাসমূহের ন্যায় মনে হইতেছিল। ১০

নরেন্দ্র! সেই ভয়ঙ্কর শক্তিগুলিকেও আমি স্বীয় ঢালের দ্বারা নিবৃত্ত করিয়া খড়্গের সাহায্যে ছেদন করত রণভূমিতে পাতিত করিলাম। তারপর পরশুরামের দিব্য অস্ত্রগণ ও সারথির উপর দিব্য বহু বাণ বর্ষণ করিতে লাগিলাম। ১১

ষোলস হইতে মুক্ত সর্পসকলের ন্যায় আকৃতিবিশিষ্ট ও সুবর্ণ-ভূষিত বিচিত্র শক্তিগুলিকে ছিন্ন ভিন্ন হইয়া যাইতে দেখিয়া হৈহয়রাজ কার্তবীর্যার্জুনের বিনাশক মহাত্মা পরশুরাম কুপিত হইয়া পুনরায় স্বীয় দিব্যাস্ত্রসমূহ প্রকটিত করিতে লাগিলেন। ১২

তখন পতঙ্গসমূহের শ্রেণীর ন্যায় প্রজ্বলিত ও ভয়ঙ্কর বহু বাণশ্রেণী প্রকাশ পাইতে লাগিল। এইরূপে তিনি আমার সমীপ, রথ, সারথি ও অশ্বসমূহকে সর্বতোভাবে আবৃত করিয়া ফেলিলেন। ১৩

রাজন্! আমার রথ চারিদিক্ হইতে তাঁহার বাণে ব্যাপ্ত হইয়া গেল। অশ্বগণ এবং সারথিও এইভাবে আচ্ছাদিত হইয়া পড়িল। রথের যুগ ও ঈষাদণ্ড (রথের কাষ্ঠবিশেষের নাম—যুগ ও ঈষাদণ্ড) তিনি সেইরূপে বাণবিদ্ধ করিলেন এবং রথের চক্ররয় ও অক্ষদণ্ডকে তিনি বাণে ছেদন করিয়া ভাঙ্গিয়া দিলেন। ১৪

যখন তাঁহার বাণবর্ষণ সমাপ্ত হইল, তখন আমিও সেই গুরু-দেবের উপর স্বীয় বাণবর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলাম। সেই ব্রহ্মরাশি

যথা রামো বাণজালাভিতপ্ত
স্তথৈবাহং সুভৃশং মার্গণৈস্ত্বঃ।
ততো যুদ্ধং বাসবস্যাপরাহ্ণে
ভানাবস্তং প্রতিযাতে মহীধ্রম্ ॥১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি অম্বোপাখ্যানপর্বণি রাম-ভীষ্মযুদ্ধে
একাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮১

(বেগসহকারে ক্ষুব্ধিত) মহাত্মা আমার বাণসমূহে ক্ষত-বিক্ষত হইয়া নিজের শরীর হইতে প্রবল ধারায় রক্তমোচন করিতে লাগিলেন ॥১৫

যেরূপ পরশুরাম আমার বাণসমূহে সন্তপ্ত হইয়াছিলেন, সেই রূপ আমিও তাঁহার বাণে অত্যন্ত আহত হইয়া পড়িয়াছিলাম। তারপর সূর্যদেব যখন অস্তাচলে গমন করিলেন, তখন আমাদের যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যাইল ॥ ১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত অম্বোপাখ্যানপর্বে পরশুরাম ও ভীষ্মের যুদ্ধবিষয়ক একাশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্ব্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পরশুরামেণ সহ ভীষ্মস্য ভয়ঙ্করঃ সংগ্রামঃ।]

ভীষ্ম উবাচ।

ততঃ প্রভাতে রাজেন্দ্র সূর্যে বিমলতাং গতে।
ভার্গবস্য ময়া সার্দ্ধং পুনর্যুদ্ধমবর্ত্তত ॥ ১
ততোঽভ্রান্তে রথে তিষ্ঠন্ রামঃ প্রহরতাং বরঃ।
ববর্ষ শরজালানি ময়ি মেঘ ইবাচলে ॥ ২
ততঃ সূতো মম সুহৃচ্ছরবর্ষেণ তাড়িতঃ।
অপযাতো রথোপস্থান্মনো মম বিষাদয়ন্ ॥ ৩
ততঃ সূতো মমাভার্যং কশ্মলং প্রাবিশন্মহৎ।
পৃথিব্যাঞ্চ শরাঘাতান্নিপপাত মুমোহ চ ॥ ৪
ততঃ সূতোঽজহাৎ প্রাণান্ রামবাণপ্রপীড়িতঃ।
মুহূর্তাদিব রাজেন্দ্র মাঞ্চ ভীরাবিশৎ তদা ॥ ৫
ততঃ সূতে হতে তস্মিন্ বিপতত্যস্য মে শরান্।
প্রমমন্থমনো রামঃ প্রাণিণোঽস্ত্রাসম্বিতম্ ॥ ৬
ততঃ সূতবসনিনং বিপ্রহং মাং স ভার্গবঃ।
শরেণাভ্যহনদ্ গাঢ়ং বিকৃষ্য বলবদ্ধনুঃ ॥ ৭
স মে ভুজান্তরে রাজন্ নিপত্য রুধিরাশনঃ।
মহীমেব সহ রাজেন্দ্র জগাম বসুধাতলম্ ॥ ৮

দ্ব্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[পরশুরামের সহিত ভীষ্মের ভয়ঙ্কর সংগ্রাম।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজেন্দ্র! অনন্তর প্রভাতে যখন সূর্যদেব উদিত হইয়া প্রকাশ লাভ করিলেন, সেই সময় আমার সহিত পরশুরামের পুনরায় যুদ্ধ আরম্ভ হইল ॥ ১

তারপর যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পরশুরাম রথে অবস্থান করিয়া পর্বতের উপর মেঘের বারি বর্ষণের ন্যায় আমার উপর বাণ বর্ষণ আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ২

সেই সময় আমার প্রিয় সুহৃৎ সারথি বাণবর্ষণে পীড়িত হইয়া আমার মনকে বিষাদগ্রস্ত করিতে করিতে রথের উপর হইতে নিম্নে পতিত হইল ॥ ৩

তখন আমার সারথি অত্যন্ত মোহাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। সে বাণের আঘাতে ভূপতিত হইল এবং অচেতন হইয়া পড়িল ॥ ৪

রাজেন্দ্র! পরশুরামের বাণে ভীষণভাবে পীড়িত হইয়া মুহূর্তকালের মধ্যে সারথি প্রাণত্যাগ করিল। তখন আমার মনে অতিশয় ভয় উপস্থিত হইল ॥ ৫

সেই সারথি নিহত হইলে পর আমি অত্যন্তসাবধানচিত্তে পরশুরামের বাণসমূহ ছেদন করিতে লাগিলাম। এই সময়ে পরশুরাম আমার উপর মৃত্যুতুল্য ভয়ঙ্কর এক বাণ নিক্ষেপ করিলেন ॥ ৬

সেই সময়ে যদিও আমি সারথির মৃত্যুতে ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলাম, তথাপি কৃতনিশ্চয় পরশুরাম বীর্য সুদৃঢ় ধনুকে বলপূর্বক আকর্ষণ করিয়া আমার উপর তীব্রভাবে বাণাঘাত করিতে লাগিলেন ॥ ৭

রাজেন্দ্র! সেই রক্তপায়ী বাণ আমার উভয় স্তনের মধ্যভাগে (বক্ষঃস্থলে) পতিত হইয়া আমাকে গ্রহণ করত ভূতলে যাইয়া পড়িল ॥ ৮

মন্যে ত্বাং নিহতং রামস্তুতো মাং ভরতর্ষভ।
মেঘবদ্ বিননাদোচ্চৈর্হৃষ্টশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৯
তথা তু পতিতে রাজন্ ময়ি রামো মুদা যুতঃ।
উৎক্রোশন্মহানাদং সহ তৈরনুযাযিভিঃ ॥ ১০
যদা তত্রাভবন্ যে তু ক্ষুরবঃ পার্শ্বতঃ স্থিতাঃ।
আগতা অপি যুদ্ধং তদ্দ্রষ্টুমাত্তায়ুধাঃ।
আর্তিং পরমিকাং জগ্মুস্তে তদা পতিতে ময়ি ॥ ১১
ততোঽপশ্যং পতিতো রাজসিংহ
দ্বিজানষ্টৌ সূর্য্যহুতাশনাভান্।
তে মাং সমন্তাৎ পরিবার্য্য তস্থুঃ
স্ববাহুভিঃ পরিঘাগ্র্যাজিমধ্যে ॥ ১২
রক্ষ্যমাণশ্চ তৈর্বিপ্রৈর্নাহং ভূমিমুপাস্পৃশম্।
অন্তরিক্ষে ধৃতো হ্যস্মি তৈর্বিপ্রৈর্বাহুভির্বিভো ॥ ১৩
স্বসন্নিবাস্তরিক্ষে চ জলবিন্দূন্যবাকিরন্।
ততস্তে ব্রাহ্মণা রাজন্রক্ষন্ পরিগৃহ্য মাম্ ॥ ১৪

মাভৈরিতি সমং সর্বে স্বস্তি তেঽস্ত্বিতি চাসকৃৎ।
ততস্তেষামহং বাগ্ভিস্তর্পিতঃ সহসোত্থিতঃ ॥
মাতরং সরিতাং শ্রেষ্ঠামপশ্যং রথমাস্থিতাম্। ১৫
হয়াশ্চ মে সংগৃহীতাস্তরাসন্
মহানদ্যা সংযতি কৌরবেন্দ্র।
পাদৌ জনন্যাঃ প্রতিগৃহ্য চাহং
তথা পিতৃণাং রথমভ্যারোহম্ ॥ ১৬
রক্ষন্তি সা মা সরথং হয়াংশ্চোপস্করাণি চ।
তামহং প্রাঞ্জলির্ভূত্বা পুনরেব ব্যসর্জয়ম্ ॥ ১৭
ততোঽহং স্বয়মুদ্যম্য হয়ানস্তান্ বাতরংহসঃ।
অযুধ্যং জামদগ্ন্যেন নিবৃত্তেঽহনি ভারত ॥ ১৮
ততোঽহং ভরতশ্রেষ্ঠ বেগবন্তং মহাবলম্।
অমুঞ্চং সমরে বাণং রামায় হৃদয়চ্ছিদম্ ॥ ১৯
ততো জগাম বসুধাং মম বাণপ্রপীড়িতঃ।
জানুভ্যাং ধনুরুৎসৃজ্য রামো মোহবশং গতঃ ॥২০

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই সময় আমাকে নিহত মনে করিয়া পরশুরাম মেঘতুল্য গম্ভীর স্বরে গর্জন করিতে লাগিলেন। তখন তাঁহার পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত আনন্দ হইতে লাগিল। ৯

রাজন্! এইরূপে আমি ধরাশায়ী হইলে পর পরশুরাম অত্যন্ত আনন্দিত হইলেন। তখন তিনি অনুগামিগণের সহিত আনন্দে উচ্চৈঃস্বরে কোলাহল করিতে লাগিলেন। ১০

সেই সময় সেখানে আমার পার্শ্বে যে ক্ষুরধার ক্ষত্রিয়গণ দাঁড়াইয়া ছিলেন এবং যুদ্ধ দেখিবার জন্য যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই আমার ভূপতনে অত্যন্ত দুঃখ প্রাপ্ত হইলেন। ১১

হে রাজসিংহ! সেখানে পতিত হইবার সময় আমি দেখিলাম যে, সূর্য্য ও অগ্নিতুল্য তেজস্বী আটজন ব্রাহ্মণ আসিলেন এবং সংগ্রামভূমিতে আমাকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া নিজেদের বাহুদ্বারাই আমার শরীরকে ধারণ করত দণ্ডায়মান হইলেন। ১২

সেই ব্রাহ্মণগণ আমাকে রক্ষা করিতে থাকায় আমার দেহ ভূমিস্পৃষ্ট হইল না। আমার বান্ধবগণের ন্যায় সেই ব্রাহ্মণগণ আমাকে আকাশেই (শূন্যেই) ধরিয়া রাখিলেন। ১৩

রাজন্! তাহার পর আমি তখন আকাশেই অবস্থান করিতে থাকিলে সেই ব্রাহ্মণগণ আমার উপর জলবিন্দু সেচন করিলেন। অনন্তর আমাকে ধরিয়া তাঁহারা বলিলেন। ১৪

তাঁহারা সকলে একত্রে বার বার বলিলেন,—তোমার কল্যাণ হউক। তুমি ভীত হইও না। তাঁহাদের এই বচনামৃতে আমি তৃপ্ত হইয়া সহসা উঠিয়া দাঁড়াইলাম ও দেখিলাম—আমার রথে সাগরিরূপে নদীশ্রেষ্ঠা মাতা গঙ্গাদেবী উপবিষ্টা আছেন। ১৫

কৌরবরাজ! সেই যুদ্ধে আমার মাতা মহানদী গঙ্গাদেবী আমার রথাশ্বসমূহের রজ্জু ধারণ করিয়াছিলেন। তখন আমি মাতার চরণ স্পর্শ করিয়া ও পিতৃগণের উদ্দেশে প্রণাম জানাইয়া রথে আরোহণ করিলাম। ১৬

তখন আমার মাতা রথ, অশ্বসমূহ ও অন্যান্য উপকরণসকল রক্ষা করিতে লাগিলেন। সেই সময় কৃতাঞ্জলি হইয়া আমি পুনরায় মাতাকে সেই কার্য্যভার হইতে মুক্ত করিয়া দিলাম। ১৭

ভারত! তদনন্তর আমি নিজেই সেই বায়ুতুল্য বেগগামী অশ্বগণকে নিয়ন্ত্রণ করিতে করিতে জমদগ্নিতনয় পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিতে লাগিলাম। সেই সময় দিন প্রায় সমাপ্ত হইয়া আসিল। ১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই যুদ্ধে আমি পরশুরামের উপর এক প্রবল ও বেগবান্ বাণ নিক্ষেপ করিলাম, যে বাণ তাঁহার হৃদয়কে বিদীর্ণ করিয়া দেয়। ১৯

আমার সেই বাণে অত্যন্ত পীড়িত হইয়া পরশুরাম মোহগ্রস্ত হইলেন এবং ধনু ত্যাগ করত হাঁটুর ভর রাখিয়া পৃথিবীতে পতিত হইলেন। ২০

ততস্তস্মিন্ নিপতিতে রামে ভূরিসহস্রদে।
আবরুর্জলদা ব্যোম ক্ষরন্তো রুধিরং বহু ॥ ২১
উল্কাশ্চ পতিতাঃ পেতুঃ সনির্ঘাতাঃ সকম্পনাঃ।
অর্কশ্চ সহসা দীপ্তং সর্বতোঽভিসংবৃণোৎ ॥ ২২
ববুশ্চ বাতাঃ পরুষাশ্চলিতা চ বসুন্ধরা।
গৃধ্রা বলাশ্চ কঙ্কাশ্চ পরিপেতুর্মুদা যুতাঃ ॥ ২৩
দীপ্তায়াং দিশি সোমার্কধূমরূপং মুহুরভবৎ।
অনাহতা দুন্দুভয়ো বিনেদুর্হর্ষনিঃস্বনাঃ ॥ ২৪
এতদৌৎপাতিকং সর্বং ঘোরমাসীদ্ ভয়ঙ্করম্।
বিনাশকরে ধরণীং গতে রামে মহাত্মনি ॥ ২৫
ততো বৈ সহসোত্থায় রামো মামভ্যবর্তত।
পুনর্যুদ্ধায় কৌরব্য বিহ্বলঃ ক্রোধমূচ্ছিতঃ ॥ ২৬
আদদানো মহাবাহুঃ কার্মুকং তালসন্নিভম্।
ততো ময়াদদানং তং রামমেব ন্যবারয়ন্ ॥ ২৭
মহর্ষয়ঃ কৃপাবৃক্তাঃ ক্রোধাবিষ্টোঽপ্য ভার্গবঃ।
স মেঽহরদমেয়াত্মা শরং কালানলোপমম্ ॥ ২৮
ততো রবির্মন্দরশ্মিমণ্ডলো
জগাম অস্তং পাংশুপুঞ্জাবগুণ্ঠিতঃ।
নিশা ব্যপাহরৎ সুখশীতমারুতা
ততো যুদ্ধং প্রত্যবহারয়াব ॥ ২৯
এবং রাজন্নবহারো বভূব
ততঃ পুনর্বিমলেঽহ্নি যুযোধ্যম্।
কল্যং কল্যং বিংশতিং বৈ দিনানি
তথৈব চান্যানি দিনানি ত্রীণি ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়ামুদ্যোগপর্বণি
অম্বোপাখ্যানপর্বণি রাম-ভীষ্মযুদ্ধে
ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

তারপর যিনি বহু সহস্র ব্রাহ্মণকে অভীষ্টবস্তু দান করিয়াছিলেন, সেই পরশুরাম ক্রুদ্ধচিত্ত হইলে যেন সব শোণিত বর্ষণ করিতে করিতে আকাশকে আবৃত করিয়া ফেলিল ॥১১

বজ্রপাতসদৃশ শত শত উল্কাপাত হইতে লাগিল, ভূকম্প আরম্ভ হইল এবং তীব্র কিরণে উদ্ভাসিত সূর্যমণ্ডলকে রাহু চারিদিক্ দিয়া সহসা ঘিরিয়া ফেলিল ॥ ২২

রুক্ষ বায়ু (তীব্রবেগে) বহিতে লাগিল। গৃধ্র, কাক ও কঙ্ক পক্ষিগণ আমাদের পরিত্যক্ত চারিদিকে উড়িতে লাগিল ॥ ২৩

দিক্‌সমূহ প্রদীপ্ত হইল (দিগ্‌দাহ উপস্থিত হইল), শৃগালগণ বারংবার ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল এবং দুন্দুভিসমূহ বাদিত না হইয়াই তীব্রবেগে ধ্বনিত হইতে লাগিল ॥ ২৪

মহাত্মা পরশুরাম মূর্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলে এইরূপ উৎপাতসূচক অতিশয় ভয়ঙ্কর লক্ষণসমূহ দৃষ্টিগোচর হইল ॥ ২৫

কুরুনন্দন! এই সময় পরশুরাম সহসা উত্থিত হইয়া ক্রোধে জ্ঞানশূন্য ও বিহ্বল হইয়া পুনরায় যুদ্ধের জন্য আমার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ২৬

মহাবাহু পরশুরাম তালবৃক্ষতুল্য বিশাল ধনু ধারণ করত আমার জন্য যখন বাণ প্রয়োগ করিতে উদ্যত হইলেন, তখন দয়ালু মহর্ষিগণ তাঁহাকে নিবারণ করিলেন। যদিও অপ্রমেয়াত্মা ভার্গব তখন অত্যন্ত ক্রুদ্ধ ছিলেন, তথাপি তিনি মুনিগণের কথায় কালাগ্নিতুল্য সেই বাণ উপসংহার করিয়া লইলেন ॥ ২৭-২৮

তদনন্তর সহস্র কিরণাবলিতে প্রকাশিত সূর্যদেব যুদ্ধভূমিতে উড্ডীয়মান ধূলিজালে আবৃত হইয়া অস্তাচলে গমন করিলেন। রাত্রি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সুখস্পর্শ শীতল বায়ু বহিতে লাগিল। সেই সময় আমরা উভয়ে যুদ্ধ সমাপ্ত করিলাম ॥ ২৯

রাজন্! এইরূপে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যাইত এবং প্রাতঃকালে সূর্য উদিত হইলে পুনরায় অত্যন্ত ভয়ঙ্কর যুদ্ধ আরম্ভ হইত। এইরূপ যুদ্ধ করিতে করিতে আমাদের তেইশ দিন অতিবাহিত হইল ॥ ৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত অম্বোপাখ্যানপর্বে
পরশুরাম ও ভীষ্মের যুদ্ধবিষয়ক ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অষ্টবসুভ্যো ভীষ্মস্য প্রস্বাপনাস্ত্রলাভঃ]

ভীষ্ম উবাচ।

ততোঽহং নিশি রাজেন্দ্র প্রণম্য শিরসা তদা।
ব্রাহ্মণানাং পিতৃণাঞ্চ দেবতানাঞ্চ সর্বশঃ॥ ১
নক্তঞ্চরাণাং ভূতানাং রাজন্যানাং বিশাম্পতে।
শয়নং প্রাপ্য রহিতে মনসা সমচিন্তয়ম্॥ ২
জামদগ্ন্যেন মে যুদ্ধমিদং পরমদারুণম্।
অহানি চ বহূন্যদ্য বর্ততে সুমহাত্যয়ম্॥ ৩
ন চ রাঘং মহাবীর্য্যং শক্নোমি রণমূর্ধনি।
বিজেতুং সমরে বিপ্রং জামদগ্ন্যং মহাবলম্॥ ৪
যদি শক্যো ময়া জেতুং জামদগ্ন্যঃ প্রতাপবান্।
দৈবতানি প্রসন্নানি দর্শয়ন্তু নিশাং মম॥ ৫
ততো নিশি চ রাজেন্দ্র প্রসুপ্তঃ শরবিক্ষতঃ।
দক্ষিণেনেহ পার্শ্বেন প্রভাতসময়ে তদা॥ ৬
ততোঽহং বিপ্রমুখ্যৈস্তৈর্বৈরম্ভি পতিতো রথাৎ।
উত্থাপিতো ধৃতশ্চৈব মা ভৈরিতি চ সান্ত্বিতঃ॥ ৭
ত এব মাং মহারাজ স্বপ্নদর্শনমেত্য বৈ।
পরিবার্য্যাব্রুবন্ বাক্যং তন্নিবোধ কুরূদ্বহ॥ ৮
উত্তিষ্ঠ মা ভৈর্গাঙ্গেয় ন ভয়ং তেঽস্তি কিঞ্চন।
রক্ষামহে বাং কৌরব্য স্বশরীরং হি নো ভবান্॥ ৯
ন বাং রামো রণে জেতা জামদগ্ন্যঃ কথঞ্চন।
ত্বমেব সমরে রামং বিজেতা ভরতর্ষভ॥ ১০
ইদমস্ত্রং সুদয়িতং প্রভাভিস্তাস্ততে ভবান্।
বিদিতং হি তবাপ্যেতৎ পূর্বস্মিন্ দেহধারণে॥ ১১
প্রাজাপত্যং বিশ্বকৃতং প্রস্বাপং নাম ভারত।
ন হীদং বেদ রামোঽপি পৃথিব্যাং বা পুমান্ ক্বচিৎ॥ ১২
তৎ স্মরস্ব মহাবাহো ভৃশং সংযোজয়স্ব চ।
উপস্থাস্যতি রাজেন্দ্র স্বয়মেব তবানঘ॥ ১৩

ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[অষ্টবসুগণের নিকট হইতে ভীষ্মের প্রস্বাপনামক অস্ত্রপ্রাপ্তি।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজেন্দ্র! তারপর আমি রাত্রিতে নির্জনে ব্রাহ্মণ, পিতৃগণ, দেবতা, রাক্ষস, ভূত ও রাত্রিচরগণকে মস্তক নত করিয়া প্রণাম করত মনে মনেই এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম॥ ১-২

আজ বহুদিন হইল—জমদগ্নিসুতের সহিত আমার অত্যন্ত ভয়ঙ্কর ও মহা অনিষ্টকারক যুদ্ধ চলিতেছে॥ ৩

কিন্তু আমি মহাবলবান্ ও মহাপরাক্রমশালী বিপ্রবর পরশুরামকে যুদ্ধে জয় করিতে সমর্থ হইতেছি না॥ ৪

যদি প্রতাপশালী জমদগ্নিসুত পরশুরামকে জয় করা আমার পক্ষে সম্ভব হয়, তবে প্রসন্ন হইয়া দেবগণ আমাকে রাত্রিতে দর্শন দান করুন॥ ৫

রাজেন্দ্র! এইরূপ প্রার্থনা করিয়া রাত্রে কত বিক্ষত আমি রাত্রির শেষে প্রভাতের সময় দক্ষিণ পার্শ্বে ফিরিয়া শয়ন করিলাম। মহারাজ কুরুশ্রেষ্ঠ! তারপর যে সব মুখ্য ব্রাহ্মণ আমাকে রথ হইতে পতনের সময় নিবৃত্ত করিয়া উত্থাপিত করিয়াছিলেন ও "ভীত হইও না" এই কথা বলিয়া আমাকে সান্ত্বনা প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলে আমাকে স্বপ্নে দর্শন দিলেন এবং তখন তাঁহারা আমার চারিদিক্ পরিবৃত করিয়া আমাকে যে কথা বলিয়াছিলেন, তাহা তোমাকে বলিতেছি—শ্রবণ কর॥ ৬-৮

গঙ্গানন্দন! তুমি ভীত, ভীত হইও না। তোমার কোন ভয় নাই। কুরুনন্দন! আমরা তোমাকে রক্ষা করিতেছি; কারণ, তুমি আমাদেরই স্বরূপ॥ ৯

জমদগ্নিসুত পরশুরাম কোনরূপেই তোমাকে জয় করিতে পারিবেন না। ভরতভূষণ! তুমি যুদ্ধে পরশুরামকে জয় করিতে সমর্থ হইবে॥ ১০

ভারত! এই প্রস্বাপনামক অস্ত্র, যাহার দেবতা হইলেন প্রজাপতি। বিশ্বকর্মা ইহাকে আবিষ্কার করিয়াছেন। এই অস্ত্র তোমার অতিশয় প্রিয়। ইহার প্রয়োগ বিধি তুমি সবই জান হইবে; কারণ, পূর্ব-শরীরে তোমার এবিষয়ে পূর্ণ জ্ঞান ছিল। পরশুরামও এই অস্ত্র জানেন না। এই পৃথিবীতে কোন ব্যক্তিরই ইহার জ্ঞান নাই॥ ১১-১২

মহাবাহো! এই অস্ত্র স্মরণ কর এবং বিশেষভাবে ইহার প্রয়োগ কর। নিষ্পাপ রাজেন্দ্র! এই অস্ত্র স্বয়ংই তোমার সেবার জন্য উপস্থিত হইবে॥ ১৩

যেন সর্বান্ মহাবীর্য্যান্ প্রধর্ষিষ্যসি কৌরব।
ন চ রামঃ ক্ষয়ং গন্তা তেনাস্ত্রেণ নরাধিপ ॥ ১৪

এনসা ন তু সংযোগং প্রাপ্স্যসে জাতু মানদ।
স্বপ্নান্তে জামদগ্ন্যোঽসৌ স্বয়াপবলপীড়িতঃ ॥ ১৫

ততো জিত্বা যমেবৈনং পুনরুত্থাপয়িষ্যসি।
অস্ত্রেণ পরিতেনাজৌ ভীষ্ম সংবোধনেন বৈ ॥ ১৬

এবং কুরুষ্ব কৌরব্য প্রভাতে রথমাস্থিতঃ।
প্রসুপ্তং বা মৃতং বেতি তুল্যং মন্যামহে বয়ম্ ॥ ১৭

ন চ রামেণ মর্ত্তব্যং কদাচিদপি পার্থিব।
ততঃ সমুৎপন্নমিদং প্রস্বাপং যুজ্যতামিতি ॥ ১৮

ইত্যুক্ত্বা তু হিতা রাজন্ সর্ব এব দ্বিজোত্তমাঃ।
অথো সদৃশরূপাস্তে সর্বে তাস্বরমূর্তয়ঃ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি অম্বোপাখ্যানপর্বণি ভীষ্মপ্রস্বাপনাস্ত্র-
লাভে ত্র্যশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

কৃষ্ণনন্দন! ইহার প্রভাবে তুমি মহাপরাক্রমশালী সমর বীরকে শাসন করিতে সমর্থ হইবে। রাজন্! এই অস্ত্রে পরশুরামের বিনাশ হইবে না ॥ ১৪

মানদ! এইজন্য ইহাদ্বারা তুমি কখনও পাপযুক্ত হইবে না। তোমার অস্ত্রের প্রভাবে পীড়িত হইয়া জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম নীরবে শয়ন করিয়া নিদ্রা যাইতে থাকা হইবেন ॥ ১৫

ভীষ্ম! তারপর তুমি যীয় নিজ অস্ত্রের সাহায্যে আহ্বান করিয়া পুনরায় সংবোধনাস্ত্রে তাঁহাকে জাগরিত করাইবে ॥ ১৬

কৃষ্ণনন্দন! প্রাতঃকালে রথে বসিয়া তুমি এইরূপ কার্য্যই কর; কারণ, আমরা নিদ্রিত অথবা মৃত ব্যক্তিকে সমান বলিয়াই মনে করি ॥ ১৭

রাজন্! পরশুরামের কখনও মৃত্যু হইবে না, অতএব এই প্রাপ্ত প্রস্বাপনাস্ত্রই তাঁহার উপর প্রয়োগ কর ॥ ১৮

রাজন্! এই কথা বলিয়া বস্তুতঃ সেই সকল শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ অদৃশ্য হইয়া গিয়াছিলেন। এই আটজন ব্রাহ্মণ একইরূপে রূপবান্ ছিলেন। তাঁহাদের শরীর তেজোময় বলিয়া মনে হইতেছিল ॥ ১৯

শ্রীবেদব্যাস প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত অম্বোপাখ্যানপর্বে ভীষ্মের প্রস্বাপনামক অস্ত্র লাভবিষয়ক ত্র্যশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্ম-পরশুরামাভ্যাং পরস্পরং প্রতি যথাক্রমেণ শক্তি-ব্রহ্মাস্ত্রয়োঃ প্রয়োগঃ।]

ভীষ্ম উবাচ।

ততো রাত্রৌ ব্যতীতায়াং প্রতিবুদ্ধোঽস্মি ভারত।
ততঃ সঞ্চিন্ত্য বৈ স্বপ্নমবাপং হর্ষমুত্তমম্ ॥ ১

ততঃ সমভবদ্ যুদ্ধং মম তস্য চ ভারত।
তুমুলং সর্বভূতানাং লোমহর্ষণমদ্ভুতম্ ॥ ২

ততো বাণময়ং বর্ষং ববর্ষ ময়ি ভার্গবঃ।
শরধারাময়ঞ্চাস্ত্রং শরজালেন ভারত ॥ ৩

ততঃ পরমসংক্রুদ্ধঃ পুনরেব মহাতপাঃ।
ক্ষত্রেণ চ কোপেন শক্তিং বৈ প্রাহিণোন্ময়ি ॥ ৪

চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[ভীষ্ম ও পরশুরামকর্তৃক পরস্পরের উপর যথাক্রমে শক্তি ও ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—ভারত! তারপর রাত্রি অতিক্রান্ত হইলে যখন আমি জাগরিত হইলাম, তখন আমার সেই স্বপ্নের কথা চিন্তা করিয়া অত্যন্ত আনন্দ হইল ॥ ১

ভরতবংশধর! অনন্তর আমার ও পরশুরামের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই যুদ্ধ সমস্ত প্রাণিগণের রোমাঞ্চকর এবং অদ্ভুত ছিল ॥ ২

তখন কৃষ্ণনন্দন পরশুরাম আমার উপর বাণময় বৃষ্টি বর্ষণ করিতে লাগিলেন। ভারত! সেই সময় আমি নিজ বাণসমূহে ঐ বাণবর্ষণ রুদ্ধ করিয়া দিলাম ॥ ৩

তখন মহাতপস্বী পরশুরাম পুনরায় আমার উপর অত্যন্ত রুষিত হইলেন। সেই সময় পূর্বের কোপও তাঁহার ছিল। তিনি এই কোপে প্রেরিত হইয়া আমার উপর শক্তি অস্ত্র প্রয়োগ করিলেন ॥ ৪

ইন্দ্রাশনিসমস্পর্শাং যমদণ্ডসমপ্রভাম্।
জ্বলন্তীমগ্নিবৎ সংখ্যে লেলিহানাং সমন্ততঃ ॥ ৫
ততো ভরতসার্দূল বিক্ষ্যমাকাশগং যথা।
স মামভ্যবধীৎ তূর্ণং বজ্রদেশে কুরূদ্বহ ॥ ৬
অথাস্রমস্রবদ্ ঘোরং গিরের্গৈরিকধাতুবৎ।
রামেণ সুমহাবাহো ক্ষতস্য ক্ষতজেক্ষণ ॥ ৭
ততোঽহং জামদগ্ন্যায় ভৃশং ক্রোধসমন্বিতঃ।
চিক্ষেপ মৃত্যুসঙ্কাশং বাণং সর্পবিষোপমম্ ॥ ৮
স তেনাভিহতো বীরো ললাটে দ্বিজসত্তমঃ।
অশোভত মহারাজ সশৃঙ্গ ইব পর্বতঃ ॥ ৯
স সংরব্ধঃ সমাবৃত্য শরং কালান্তকোপমম্।
সন্দধে বলবৎ কৃষ্ণ ঘোরং শক্রনিবর্হণম্ ॥ ১০
স বক্ষসি পপাতোগ্রঃ শরো ব্যাল ইব শ্বসন্।
মহীং রাজংস্ততশ্চাহনগমং রুধিরাবিলঃ ॥ ১১
সম্প্রাপ্য তু পুনঃ সংজ্ঞাং জামদগ্ন্যায় ধীমতে।
প্রাহিণ্বং বিমলাং শক্তিং জ্বলন্তীমশনীমিব ॥ ১২
সা তস্য দ্বিজমুখ্যস্য নিপপাত ভুজান্তরে।
বিহ্বলশ্চাভবদ্ রাজন্ বেপথুশ্চৈনমাবিশৎ ॥ ১৩
তত এনং পরিষ্বজ্য সখা বিপ্রো মহাতপাঃ।
অকৃতব্রণঃ শুভৈর্বাক্যৈরাশ্বাসয়দনেকধা ॥ ১৪
সমাশ্বস্তস্ততো রামঃ ক্রোধামর্ষসমন্বিতঃ।
প্রাদুশ্চক্রে তদা ব্রাহ্মং পরমাস্ত্রং মহাব্রতঃ ॥ ১৫
ততস্তৎ প্রতিঘাতার্থং ব্রাহ্মমেবাস্ত্রমুত্তমম্।
ময়া প্রযুক্তং জজ্বাল যুগান্তমিব দর্শয়ৎ ॥ ১৬
তয়োর্ব্রহ্মাস্ত্রয়োরাসীদন্তরা বৈ সমাগমঃ।
অসম্প্রাপ্তৌ তু রামঞ্চ মাঞ্চ ভারতসত্তম ॥ ১৭
ততো ব্যোম্নি প্রাদুরভূৎ তেজ এব হি কেবলম্।
ভূতানি চৈব সর্বাণি জজ্বল্যুর্দিশশ্চান্তে ॥ ১৮
ঋষয়শ্চ সগন্ধর্বা দেবতাশ্চৈব ভারত।
সন্তাপং পরমং জগ্মুরস্ত্রতেজোঽভিপীড়িতাঃ ॥ ১৯

এই শক্তির স্পর্শ ইন্দ্রের বজ্রের ন্যায় ভয়ঙ্কর ছিল। তাহার প্রভা যমদণ্ডতুল্য এবং সেই যুদ্ধে অগ্নিসদৃশ প্রজ্বলিত এই শক্তি যেন চারিদিকে রক্ত লেহন করিতে (চাটিতে) ছিল ॥ ৫

কুরুবংশধর ভরতশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন! পুনরায় আকাশস্থিত নক্ষত্রের সমান প্রকাশিত সেই শক্তি অতিদ্রুত আসিয়া আমার কণ্ঠনালীদেশে আঘাত করিল ॥ ৬

রক্তনেত্র মহাবাহু দুর্যোধন! পরশুরাম কর্তৃক গভীর আঘাতে তখন আমার ক্ষতস্থান হইতে তরল রক্তধারা বহিতে লাগিল। তখন মনে হইতেছিল—পর্বত হইতে যেন গৈরিক ধাতু মিশ্রিত জল নিঃসৃত হইতেছে ॥ ৭

তখন আমিও অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সর্প বিষের ন্যায় মৃত্যুতুল্য বাণ গ্রহণ করিয়া পরশুরামের উপর নিক্ষেপ করিলাম ॥ ৮

এই বাণ পরশুরামের ললাটে যাইয়া আঘাত করিল। মহারাজ! ইহার ফলে তিনি শিখরযুক্ত পর্বতসদৃশ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৯

তখন তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া কাল ও যমতুল্য ভয়ঙ্কর শত্রুনাশক বাণ হাতে লইয়া ধনুকে বলপূর্বক আকর্ষণ করত আমার উপর সন্ধান করিলেন ॥ ১০

রাজন্! তাঁহার দ্বারা নিক্ষিপ্ত সেই ভয়ঙ্কর বাণ ফণত্যাগকারী সর্পের ন্যায় সন্ সন্ শব্দ করিতে করিতে আমার বক্ষে আসিয়া পতিত হইল। তাহাতে আমি রক্তাপ্লুত হইয়া ভূতলে পতিত হইলাম ॥ ১১

পুনরায় আমি সংজ্ঞা লাভ করিয়া পরমজ্ঞানী পরশুরামের উপর প্রজ্বলিত বজ্রতুল্য এক উজ্জ্বল শক্তি নিক্ষেপ করিলাম ॥ ১২

সেই শক্তি দ্বিজশ্রেষ্ঠ পরশুরামের দুই বাহুর মধ্যভাগে (বক্ষঃস্থলে) যাইয়া পতিত হইল। রাজন্! ইহাতে তিনি বিহ্বল হইয়া পড়িলেন এবং তাঁহার সর্বাঙ্গ কাঁপিতে লাগিল ॥ ১৩

তখন তাঁহার মহাতপস্বী মিত্র অকৃতব্রণ তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া শুভ বাক্যসমূহের দ্বারা আশ্বাস প্রদান করিলেন ॥ ১৪

তারপর মহাব্রত পরশুরাম ধৈর্যধারণ করিয়া ক্রোধ ও অমর্ষে পূর্ণ হইয়া যাইলেন এবং পরম অস্ত্র ব্রহ্মাস্ত্রকে প্রয়োগের জন্য গ্রহণ করিলেন ॥ ১৫

তখন তাঁহার সেই অস্ত্রকে নিবারণ করিবার জন্য আমিও উত্তম ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিলাম। আমার সেই অস্ত্র প্রলয়কালের ন্যায় উপস্থিত করিয়া প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল ॥ ১৬

ভরতবংশধরশ্রেষ্ঠ দুর্যোধন! সেই ব্রহ্মাস্ত্রদ্বয় আমার ও পরশুরামের নিকট না আসিয়াই মধ্যভাগে পরস্পর মিলিত হইয়া যাইল ॥ ১৭

প্রজানাথ! তখন আকাশে কেবল অগ্নিই আবির্ভূত হইতে লাগিল। ইহাতে সকল প্রাণীই অতিশয় পীড়িত হইয়া পড়িল ॥ ১৮

ভারত! সেই ব্রহ্মাস্ত্রদ্বয়ের তেজে পীড়িত হইয়া ঋষি, গন্ধর্ব এবং দেবগণও অত্যন্ত সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ১৯

ততশ্চচাল পৃথিবী সপর্বতবনদ্রুমা।
সন্তস্তানি চ ভূতানি বিষাদং জগ্মুরুত্তমম্ ॥ ২০
প্রজজ্বাল নভো রাজন্ ধূমায়ন্তে দিশো দশ।
ন শ্বাতুমন্তরীক্ষে চ শেকুরাকাশগাস্তদা ॥ ২১
ততো হাহাকৃতে লোকে সদেবাসুর-রাক্ষসে।
ইদমন্তরমিত্যেবং মোক্তুকামোঽস্মি ভারত ॥ ২২
প্রস্থাপনমস্ত্রং ত্বরিতো বচনাদ্ ব্রহ্মবাদিনাম্।
বিচিন্ত্যঞ্চ তদস্ত্রং মে মনসি প্রত্যভাৎ তদা ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-মুদ্যোগপর্বণি অম্বোপাখ্যানপর্বণি পরস্পরব্রহ্মাস্ত্রপ্রয়োগে চতুরশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥

তারপর সেই সময় পর্বত, বন ও বৃক্ষসমূহের সহিত সমগ্র ধরণী কাঁপিতে লাগিল। ভূতলের সমস্ত প্রাণীই সন্তপ্ত হইল এবং অত্যন্ত বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়িল ॥ ২০

রাজন্! সেই সময় আকাশ জ্বলিতে লাগিল। সমস্ত দিক্ ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া গেল। আকাশচারী প্রাণীরা আকাশে অবস্থান করিতে পারিল না ॥ ২১

তারপর দেবতা, অসুর ও রাক্ষসগণে পূর্ণ সম্পূর্ণ জগতে হাহাকার পড়িয়া গেল। ভারত! "এখনই উপযুক্ত সময়" এই মনে করিয়া অতি শীঘ্র প্রস্থাপন অস্ত্র প্রয়োগ করিবার ইচ্ছা করিলাম। তখন সেই ব্রহ্মবাদী বহুগণের কথানুসারে এই বিচিত্র অস্ত্রের বিষয় আমার মনে স্বতই প্রতিভাত হইল ॥ ২২-২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত অম্বোপাখ্যানপর্বে পরস্পর ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগবিষয়ক চতুরশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দেবৈর্নিবারিতস্য ভীষ্মস্য প্রস্থাপনাস্ত্রপ্রয়োগতো নিবৃত্তিঃ, দেবতানাম্, ঋষীণাম্, গঙ্গাদেব্যাশ্চ প্রচেষ্টয়া ভীষ্ম-পরশুরাময়োর্যুদ্ধসমাপ্তিশ্চ]

ভীষ্ম উবাচ।

ততো হলহলাশব্দো দিবি রাজন্ মহানভূৎ।
প্রস্থাপং ভীষ্ম মা ক্রাক্ষীরিতি কৌরবনন্দন ॥ ১
অযুজমেব চৈবাহং তদস্ত্রং ভৃগুনন্দনে।
প্রস্থাপং মাং প্রযুঞ্জানং নারদো বাক্যমব্রবীৎ ॥ ২
এতে বিদ্যুতি কৌরব্য দিবি দেবগণাঃ স্থিতাঃ।
তে ত্বাং নিবারয়ন্ত্যস্ত্র প্রস্থাপং মা প্রযোজয় ॥ ৩
রামস্তপস্বী ব্রহ্মণ্যো ব্রাহ্মণশ্চ গুরুশ্চ তে।
তস্যাবমানং কৌরব্য মা স্ম কার্ষীঃ কথঞ্চন ॥ ৪
ততোঽপশ্যং দিবিষ্ঠান্ বৈ তানস্তৌ ব্রহ্মবাদিনঃ।
তে মাং ক্ষময়ন্তো রাজেন্দ্র শনৈঃ কৃষ্ণমভাষতাম্ ॥ ৫
যদাহ ভরতশ্রেষ্ঠ নারদস্ত্বং তথা কুরু।
এতদ্ধি পরমং শ্রেয়ো লোকানাং ভরতর্ষভ ॥ ৬
ততশ্চ প্রতিসংহৃত্য তদস্ত্রং স্বাপনং মহৎ।
ব্রহ্মাস্ত্রং দীপয়ামাস্ত্রে তস্মিন্ যুদ্ধে যথাবিধি ॥ ৭

পঞ্চাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[দেবগণ কর্তৃক নিবারিত হইয়া ভীষ্মের প্রস্থাপনাস্ত্র প্রয়োগ হইতে নিবৃত্তি এবং দেবতাবৃন্দ, ঋষিগণ ও গঙ্গাদেবীর প্রচেষ্টায় ভীষ্ম-পরশুরামের যুদ্ধ সমাপ্তি।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! কৌরবনন্দন! তারপর "ভীষ্ম! প্রস্থাপন অস্ত্রের প্রয়োগ করিও না" এইরূপ মহাকোলাহল আকাশে উত্থিত হইল ॥ ১

তথাপি আমি ভৃগুনন্দন পরশুরামকে লক্ষ্য করিয়া সেই অস্ত্র যোজনা করিলাম। আমাকে প্রস্থাপন অস্ত্র প্রয়োগ করিতে দেখিয়া নারদ এই কথা বলিলেন ॥ ২

ভৃগুনন্দন! এই আকাশে সমস্ত দেবতাগণ অবস্থান করিতেছেন। ইহারা সকলেই বর্তমানে তোমাকে নিষেধ করিতেছেন, অতএব তুমি প্রস্থাপন অস্ত্র প্রয়োগ করিও না ॥ ৩

পরশুরাম তপস্বী, ব্রাহ্মণভক্ত, ব্রহ্মণ্য ব্রাহ্মণ ও তোমার গুরু। কুরুকুলভূষণ! তুমি কোনক্রমেই তাঁহার অবমাননা করিও না ॥ ৪

রাজেন্দ্র! তারপর আমি আকাশে অবস্থানরত সেই অষ্ট বসুকে দর্শন করিলাম। তাঁহারাও হাসিতে হাসিতে ধীরে ধীরে আমাকে এই কথা বলিলেন ॥ ৫

ভরতশ্রেষ্ঠ! নারদ যাহা বলিতেছেন, তাহাই কর। ভরতবংশভূষণ! ইহাই সমগ্র জগতের পক্ষে পরম কল্যাণকারী হইবে ॥ ৬

তখন আমি সেই পরম প্রস্থাপন অস্ত্র প্রতিসংহার করিয়া লইলাম এবং সেই যুদ্ধে ব্রহ্মাস্ত্রকেই বিধি অনুসারে প্রকাশিত করিলাম ॥ ৭

ততো রামো দ্রুবিতো রাজসিংহ
দৃষ্ট্বা তপস্থং বিনিবর্তিতং বৈ।
জিতোঽস্মি ভীষ্মেণ সুমন্দবুদ্ধি-
রিত্যেব বাক্যং সহসা বামুক্তং ॥ ৮

ঊচুশ্চৈনং পিতরঃ সাধুপূর্বং
পিতৃস্তথা পিতরং চাস্য মাস্তম্।
তে তত্র চৈনং পরিবার্য্য তস্থু-
রুচুশ্চৈনং সান্ত্বপূর্বং তদানীম্ ॥ ৯

পিতর ঊচুঃ।

মাস্মৈবং সাহসং ভাত পুনঃ কার্ষীঃ কথঞ্চন।
ভীষ্মেণ সংযুগং গন্তুং ক্ষত্রিয়েণ বিশেষতঃ ॥ ১০

ক্ষত্রিয়স্য তু ধর্ম্মোঽয়ং যদ্ যুদ্ধং তুমুলং পরম্।
স্বাধ্যায়ো ব্রতচর্য্যাথ ব্রাহ্মণানাং পরং ধনম্ ॥ ১১

ইদং নিমিত্তে কস্মিংশ্চিদস্মাভিঃ প্রাগুদাহৃতম্।
শস্ত্রধারণমত্যুগ্রং উচ্চাকাঙ্ক্ষাং কৃতং ত্বয়া ॥ ১২

বৎস পর্য্যাপ্তমেতাবদ্ ভীষ্মেণ সহ সংযুগে।
বিমর্দ্দন্তে মহাবাহো বাপমাহি রণাদিতঃ ॥ ১৩

পর্য্যাপ্তমেতদ্ ভদ্রং তে তব কার্ম্মুকধারণম্।
বিসর্জ্জয়ৈতদ্ দুর্দ্ধর্ষ তপস্তপ্যস্ব ভার্গব ॥ ১৪

এষ ভীষ্মঃ শান্তনবো দেবৈঃ সর্ষৈর্নিবারিতঃ।
নিবর্ত্তস্ব রণাদস্মাদিতি চৈব প্রসাদিতঃ ॥ ১৫

রামেণ সহ মা যোৎসীরুত্তিষ্ঠেতি পুনঃ পুনঃ।
ন হি রামো রণে জেতুং ত্বয়া শক্যঃ কুতস্ত্বহ ॥ ১৬

মানং কুরুষ গাঙ্গেয় ব্রাহ্মণস্য রণাজিরে।
বয়ং তু গুরবস্তুভ্যং তস্মাৎ ত্বাং বারয়ামহে ॥ ১৭

ভীষ্মো বসূনামষ্টমো দিষ্ট্যা জীবসি পুত্রক।
গাঙ্গেয়ঃ শান্তনোঃ পুত্রো বসুরেষ মহাযশাঃ ॥ ১৮

কথং শক্যস্ত্বয়া জেতুং নিবর্ত্তস্বেহ ভার্গব।
অর্জ্জুনঃ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠঃ পুরন্দরসুতো বলী ॥ ১৯

নরঃ প্রজাপতির্বীরঃ পূর্বদেবঃ সনাতনঃ।
ভীষ্মমৃত্যুর্যথাকালং বিহিতো বৈ স্বয়ম্ভুবা ॥ ২০

রাজশ্রেষ্ঠ! আমাকে প্রস্থাপন করে নিবৃত্ত করিয়া লইতে দেখিয়া পরশুরাম অত্যন্ত প্রসন্ন হইলেন। তাঁহার মুখ হইতে তখন এই কথা সহসা বাহির হইয়া আসিল—অতিশয় মন্দবুদ্ধি আমাকে ভীষ্ম জয় করিয়া লইল। ৮

তারপর জমদগ্নিপুত্র পরশুরাম যাঁর পিতা জমদগ্নি ও তাঁহারও মাননীয় পিতা (পরশুরামের পিতামহ) ঋচীকমুনিকে দর্শন করিলেন। ইঁহারা সকলে পরশুরামকে চারিদিকে পরিবৃত করিয়া দণ্ডায়মান হইলেন এবং সেই সময় তাঁহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিলেন ৯

পিতৃগণ বলিলেন,—বৎস পরশুরাম! পুনরায় তুমি কখনও এরূপ সাহস করিবে না। ভীষ্ম এবং বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করিতে যাওয়া তোমার উচিত হয় নি। ১০

তপোধন! ক্ষত্রিয়ের ত' যুদ্ধ করাই ধর্ম, কিন্তু ব্রাহ্মণের পক্ষে স্বাধ্যায় (বেদপাঠ) ও উত্তম ব্রতপালনই পরম ধর্ম। ১১

এই কথা পূর্ব্বেও তোমাকে আমরা কোন কারণ উপলক্ষ করিয়া বলিয়া দিয়াছিলাম। অস্ত্রধারণ অত্যন্ত ভয়ঙ্কর কার্য্য, কিন্তু তুমি সেই অকার্য্যই আজ করিয়াছ ॥ ১২

বৎস! মহাবাহো! ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিয়া তুমি এরূপ বিজ্ঞানিকর কার্য্য করিয়াছ যে, তাহা অত্যধিক হইয়া গিয়াছে। এখন তুমি এই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। ১৩

তপোধন! তোমার কল্যাণ হউক। দুর্দ্ধর্ষ বীর! তুমি যে ধনুর্ধারণ করিয়াছ, তাহা যথেষ্ট হইয়াছে। এখন উহা ত্যাগ কর এবং তপস্যায় নিযুক্ত হও ॥ ১৪

দেখ, সমস্ত দেবতারা শান্তনুপুত্র ভীষ্মকে নিবারণ করিয়াছেন। তাঁহারা ভীষ্মকে সন্তুষ্ট করিয়া এই কথা বলিলেন—ভীষ্ম! তুমি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। পরশুরাম তোমার গুরু। তুমি তাঁহার সহিত বার বার যুদ্ধ করিও না। কুরুশ্রেষ্ঠ! পরশুরামকে যুদ্ধে জয় করা তোমার পক্ষে কখনও যুক্তিসঙ্গত হইবে না ॥ ১৫-১৬

গঙ্গানন্দন! তুমি সমরাঙ্গণে নিজ ব্রাহ্মণ গুরুকে সম্মান কর। আমরাও তোমার গুরুজন, সেইজন্যই তোমাকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিতেছি ॥ ১৭

পুত্র পরশুরাম! ভীষ্ম বসুগণের অন্যতম। তুমি নিজ সৌভাগ্যবশতঃ তাহার সহিত যুদ্ধ করিয়া এখনও জীবিত আছ। গঙ্গা ও শান্তনুর পুত্র মহাযশস্বী ভীষ্ম সাক্ষাৎ বসু ॥ ১৮

তপোধন! তুমি তাহাকে কিরূপে জয় করিতে পারিবে? অতএব যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। প্রাচীন সনাতন দেবতা ও প্রজাপালক বীরবর ভগবান্ নর ইন্দ্রপুত্র মহাবলবান্ পাণ্ডবশ্রেষ্ঠ অর্জুনের রূপে আবির্ভূত হইবেন এবং মহাপরাক্রমশালী হইয়া ত্রিভুবনে সব্যসাচী নামে বিখ্যাত হইবেন। স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্তঃ স পিতৃভিঃ পিতৄন্ রামোঽপ্রবীদিদম্।
নাহং যুধি নিবর্ত্তেয়মিতি মে ব্রতমাহিতম্ ॥ ২১
ন নিবর্ত্তিতপূর্ব্বঞ্চ কদাচিদ্ রণমূর্দ্ধনি।
নিবর্ত্যতামাপগেয়ঃ কামং যুদ্ধাৎ পিতামহাঃ ॥ ২২
ন ত্বহং বিনিবর্ত্তিষ্যে যুদ্ধাদন্যাৎ কথঞ্চন।
ততস্তে মুনয়ো রাজন্ ভৃগুচ্যবনপ্রমুখাস্তদা ॥ ২৩
নারদেনৈব সহিতাঃ সমাগম্যেদমব্রুবন্।
নিবর্ত্তস্ব রণাৎ তাত মানয়স্ব দ্বিজোত্তমম্ ॥ ২৪
ইত্যাবোচমহং তাংশ্চ ক্ষত্রধর্মমবেক্ষয়া।
মম ব্রতমিদং লোকে নাহং যুদ্ধাৎ কদাচন ॥ ২৫
বিমুখো বিনিবর্ত্তেয়ং পৃষ্ঠতোঽভ্যাহতঃ শরৈঃ।
নাহং লোভাত্ত কার্পণ্যাদ্ ভয়াদ্বার্থকারণাৎ ॥ ২৬
ত্যজেয়ং শাশ্বতং ধর্ম্মমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ।
ততস্তে মুনয়ঃ সর্ব্বে নারদপ্রমুখা নৃপ ॥ ২৭

ভাগীরথী চ মে মাতা বেদমন্ত্রাঃ প্রজেপিরে।
তস্মৈবাস্ত্রগুরো ধর্ম্মে তস্মৈব দৃঢ়নিশ্চয়ঃ ॥ ২৮
স্থিরোঽহমাহবে যোদ্ধুং তস্তস্তে রামমব্রুবন্।
সমেত্য সহিতা ভূয়ঃ সমরে ভৃগুনন্দনম্।
নাবনীতং হি হৃদয়ং বিপ্রাণাং শাম্য ভার্গব ॥ ২৯
রামং রাম নিবর্ত্তস্ব যুদ্ধাদস্মাদ্ দ্বিজোত্তম।
অবধ্যো বৈ ত্বয়া ভীষ্মশ্চ ভীষ্মস্ত ভার্গব ॥ ৩০
এবং ব্রুবন্তস্তে সর্ব্বে প্রতিরুধ্য রণাজিরম্।
স্তাসয়ামকৃষিরে শস্ত্রং পিতরো ভৃগুনন্দনম্ ॥ ৩১
ততোঽহং পুনরেবাথ তানদ্রাক্ষং প্রজ্বলাধিনঃ।
অদ্রাক্ষং দীপ্যমানান্ বৈ প্রজ্ঞানষ্টাবিবোদিতান্ ॥ ৩২
তে মাং সপ্রণয়ং বাক্যমব্রুবন্ সমরে স্থিতম্।
ত্রৈহি রামং মহাবাহো গুরুং লোকহিতং কুরু ॥ ৩৩
দৃষ্ট্বা নিবর্ত্তিতং রামং যুদ্ধাদ্বাক্যেন তেন বৈ।
লোকানাঞ্চ হিতং কুর্ব্বন্নমস্যাদ্যে বচঃ ॥ ৩৪

তাঁহাকেই যথাকালে ভীষ্মের মৃত্যুর কারণরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। ১৯-২০

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! পিতৃগণ এই কথা বলিলে পরশুরাম বলিলেন, আমি যুদ্ধে কখনও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিব না—এই ব্রতই আমি দীর্ঘকাল ধরিয়া পালন করিয়া আসিতেছি। ২১

পূর্ব্বে আমি কখনও যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হই নাই। পিতামহগণ! অতএব আপনারা আপনাদের ইচ্ছানুসারে প্রথমে গঙ্গানন্দন ভীষ্মকেই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করান। ২২

আমি কোনরূপেই প্রথমে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হইব না। রাজন্! তখন অত্রি প্রভৃতি মুনিগণ নারদের সহিত আমার নিকটে আসিলেন এবং বলিলেন—বৎস! তুমি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও এবং দ্বিজশ্রেষ্ঠ পরশুরামের মান রক্ষা কর। ২৩-২৪

তখন আমি ক্ষত্রিয়-ধর্ম্মকে লক্ষ্য রাখিয়া তাঁহাদিগকে বলিলাম—মহর্ষিগণ! জগতে আমার এই প্রসিদ্ধ ব্রত যে, আমি কখনও পৃষ্ঠভাগে বাণের আঘাত খাইতে খাইতে যুদ্ধ হইতে বিমুখ হইয়া নিবৃত্ত হইব না। আমার এই স্থির সিদ্ধান্ত যে, আমি লোভ, কাতরতা বা দীনতা, ভয় অথবা কোন স্বার্থের বশীভূত হইয়া ক্ষত্রিয়গণের এই সনাতন ধর্ম্ম ত্যাগ করিতে পারিব না। ২৫-২৭

এই কথা বলিয়া আমি যত্ন ও বেগ প্রকাশ করত দৃঢ় নিশ্চয়তার সহিত সমরাঙ্গনে যুদ্ধ করিবার জন্য অবস্থান করিতে লাগিলাম। হে নৃপ! তখন সেই নারদাদি মুনিগণ ও আমার মাতা গঙ্গাদেবী এবং অন্যান্য সকলে একত্রে মিলিত হইয়া যুদ্ধস্থলে ভৃগুনন্দন পরশুরামের নিকট যাইয়া এই কথা বলিলেন।

ভৃগুনন্দন! ব্রাহ্মণগণের হৃদয় নবনীতের (মাখন) ন্যায় কোমল, অতএব তুমি শান্ত হও। দ্বিজবর পরশুরাম! তুমি এই যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হও। ভার্গব! তোমার দ্বারা ভীষ্ম এবং ভীষ্মের দ্বারা তুমি অবধ্য। ২৮-৩০

এই কথা বলিতে বলিতে তাঁহারা সকলে যুদ্ধস্থল ঘিরিয়া ফেলিলেন। তাহার পর তাঁহার পিতৃগণ ভৃগুনন্দন পরশুরামকে দিয়া অস্ত্রশস্ত্র রাখাইয়া দিলেন। ৩১

এই সময় আমি পুনরায় সেই আটজন ব্রহ্মবাদী বহ্নিগণকে আকাশে উদিত আট গ্রহের ন্যায় প্রকাশিত হইতে দেখিলাম। ৩২

তাঁহারা সমরাঙ্গনে স্থিত আমাকে প্রণয়সহকারে বলিলেন—মহাবাহো! তুমি বীর গুরু পরশুরামের নিকট যাও এবং জগতের কল্যাণ কর। ৩৩

নিজ গুরুগণের সেই বাক্যে পরশুরামকে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত দেখিয়া আমিও লোকসমূহের হিতের জন্য এই মহর্ষিগণের বাক্য গ্রহণ করিলাম। ৩৪

ততোঽহং রামমাসাদ্য বব্রূমি ভৃগুবিক্রমঃ।
রামস্তাভ্যাং বয়ন্ প্রেম্না মামুবাচ মহাতপাঃ ॥ ৩৫
ত্বৎসমো নাস্তি লোকেঽস্মিন্ ক্ষত্রিয়ঃ পৃথিবীচরঃ।
গম্যতাং ভীষ্ম যুদ্ধেঽস্মিংস্তোষিতোঽহং ভৃশং ত্বয়া ॥ ৩৬
মম চৈব সমক্ষং তাং কন্যামাহূয় ভার্গবঃ।
উক্তবান্ দীনয়া বাচা মধ্যে তেষাং মহাত্মনাম্ ॥ ৩৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি অম্বোপাখ্যানপর্বণি যুদ্ধনিবৃত্তৌ
পঞ্চাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৫

তারপর আমি পরশুরামের নিকট যাইয়া তাঁহার চরণে প্রণাম করিলাম। তখন আমার সর্বাঙ্গ অত্যন্ত ক্ষত বিক্ষত ছিল। মহাতপস্বী পরশুরাম আমাকে দেখিয়া হাস্যসহকারে প্রীতিপূর্ণ বাক্যে বলিলেন ॥ ৩৪

এই জগতে ভূতলে বিচরণকারী কোন ক্ষত্রিয়ই তোমার তুল্য নহে। ভীষ্ম! তুমি যাও, এই যুদ্ধে তুমি আমাকে অতিশয় সন্তুষ্ট করিয়াছ ॥ ৩৬

তারপর পরশুরাম আমার সম্মুখেই সেই কন্যাকে আহ্বান করিয়া সমস্ত মহাত্মগণের মধ্যে দীনতাপূর্ণ বাক্যে তাহাকে বলিলেন ॥ ৩৭

শ্রীবরাহবিনেবধ্যানপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত অম্বোপাখ্যানপর্বে যুদ্ধ হইতে নিবৃত্তিবিষয়ক পঞ্চাশীত্যধিক শততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অম্বায়াঃ কঠোর-তপস্যা।]

রাম উবাচ।

প্রত্যক্ষমেতল্লোকানাং সর্বেষামেব ভাবিনি।
যথাশক্ত্যা ময়া যুদ্ধং কৃতং বৈ পৌরুষং পরম্ ॥ ১
ন চৈবমপি শক্নোমি ভীষ্মং শস্ত্রভৃতাং বরম্।
বিশেষয়িতুমত্যর্থমুত্তমাস্ত্রাণি দর্শয়ন্ ॥ ২
এষা মে পরমা শক্তিরেতন্মে পরমং বলম্।
যত্রেষ্টং গম্যতাং ভদ্রে কিমন্যদ্ বা করোমি তে ॥ ৩
ভীষ্মমেব প্রপদ্যস্ব ন তেঽন্যা বিদ্যতে গতিঃ।
নির্জিতো হ্যস্মি ভীষ্মেণ মহাস্ত্রাণি প্রমুঞ্চতা ॥ ৪
এবমুক্ত্বা ততো রামো বিনিঃশ্বস্য মহামনাঃ।
তূষ্ণীমাসীৎ ততঃ কন্যা প্রোবাচেদং ভৃগূদ্বহম্ ॥ ৫
ভগবন্নেবমেবৈতদ্ যথাহ ভগবাংস্তথা।
অজেয়ো যুধি ভীষ্মোঽয়মপি দেবৈরুদায়ুধৈঃ ॥ ৬
যথাশক্তি যথোৎসাহং মম কার্যং কৃতং ত্বয়া।
অনিবার্যং রণে বীর্যমস্ত্রাণি বিবিধানি চ ॥ ৭

ষড়শীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[অম্বার কঠোর তপস্যা।]

পরশুরাম বলিলেন,—ভাবিনি! এই সমস্ত মানুষই প্রত্যক্ষ দেখিয়াছেন যে, আমি তোমার জন্য পূর্ণ শক্তি প্রয়োগ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছি এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষকার দেখাইয়াছি ॥ ১

কিন্তু এইরূপ উত্তম উত্তম অস্ত্রসকল প্রয়োগ করিয়াও আমি শস্ত্রধারিগণশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম হইতে বীর্য অধিক বিশিষ্টতা দেখাইতে পারি নাই ॥ ২

আমার সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি ও সর্বোচ্চ পরাক্রম এই পর্যন্তই ছিল। ভদ্রে! এখন তোমার যেখানে ইচ্ছা, সেখানে গমন কর। অথবা বল, তোমার জন্য আর অন্য কি কার্য করিব? ॥ ৩

এখন তুমি ভীষ্মেরই শরণ গ্রহণ কর। তোমার অন্য আর কোন অন্য উপায় নাই; কারণ, মহাস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করিয়া ভীষ্ম আমাকে জয় করিয়া লইয়াছে ॥ ৪

এই কথা বলিয়া মহামনা পরশুরাম দীর্ঘশ্বাস ত্যাগকরত নীরব হইয়া গেলেন। তখন রাজকন্যা অম্বা সেই ভৃগুনন্দনকে বলিল ॥ ৫

ভগবন্! আপনি যাহা বলিলেন, তাহা সত্য। প্রকৃতপক্ষে এই উদারবুদ্ধি ভীষ্ম দেবতাগণেরও অজেয় ॥ ৬

আপনি আপনার শক্তি অনুসারে উৎসাহের সহিত আমার কার্য করিয়াছেন। যুদ্ধে এরূপ পরাক্রম দেখাইয়াছেন, যাহা ভীষ্ম ব্যতীত অন্য কেহ নিবারণ করিতে সক্ষম হইবে না। এইরূপে আপনি বহুবিধ বিদ্যাস্ত্রসমূহও প্রকাশিত করিয়াছেন ॥ ৭

ন চৈব শক্যতে যুদ্ধে বিশেষয়িতুমন্ততঃ।
ন চাহমেনং যাস্যামি পুনর্ভীষ্মং কথঞ্চন ॥ ৮
গমিষ্যামি তু তত্রাহং যত্র ভীষ্মঃ তপোধন।
সমরে পাতয়িষ্যামি স্বয়মেব কৃপূদ্বহ ॥ ৯
এবমুক্ত্বা যযৌ কন্যা রোষব্যাকুললোচনা।
তাপস্যে ধৃতসঙ্কল্পা সা মে চিন্তয়তী বধম্ ॥ ১০
ততো মহেন্দ্রং সহ তৈর্মুনিভির্গুণসত্তমঃ।
যথাগতং তথা সোঽগাদ্গাঙ্গামুপলম্ভয়া ভারত ॥ ১১
ততো রথং সমাস্থায় ত্বরমাণো দ্বিজাতিভিঃ।
প্রবিশ্য নগরং মাত্রে সত্যবত্যৈ ন্যবেদয়ম্ ॥ ১২
যথাবৃত্তং মহারাজ সা চ মাং প্রত্যনন্দত।
পূজয়াংশ্চাদিশং প্রাজ্ঞান্ কন্যাবৃত্তান্তকর্মণি ॥ ১৩
দিবসে দিবসে হ্যস্যা গতিজল্পিতচেষ্টিতম্।
প্রত্যাহরংশ্চ মে যুক্তাঃ স্থিতাঃ প্রিয়হিতে সদা ॥ ১৪

যদৈব হি বনং প্রায়াৎ সা কন্যা তপসে ধৃতা।
তদৈব ব্যথিতো দীনো গতচেতা ইবাভবম্ ॥ ১৫
ন হি মাং ক্ষত্রিয়ঃ কশ্চিদ্ বীর্য্যেণ ব্যজয়ৎ যুধি।
ঋতে ব্রহ্মবিদস্তাত তপসা সংশিতব্রতাৎ ॥ ১৬
অপি চৈতন্ময়া রাজন্ নারদেঽপি নিবেদিতম্।
ব্যাসে চৈব তথা কার্য্যং তৌ চোভৌ মামবোচতাম্ ॥ ১৭
ন বিষাদবতা কার্য্যো ভীষ্ম কাশিসুতাং প্রতি।
দৈবং পুরুষকারেণ কো নিবর্ত্তিতুমুৎসহেৎ ॥ ১৮
সা কন্যা তু মহারাজ প্রবিশ্যাশ্রমমণ্ডলম্।
যমুনাতীরমাশ্রিত্য তপস্তেপেঽতিমানুষম্ ॥ ১৯
নিরাহারা কৃশা রুক্ষা জটিলা মলপঙ্কিনী।
বর্ষাসাসু বায়ুভক্ষা চ স্থাণুভূতা তপোধনা ॥ ২০
যমস্যাজলমাশ্রিত্য দারুসঙ্ঘমিবাপরম্।
ঊর্দ্ধবাসং নিরাহারা পারয়ামাস ভামিনী ॥ ২১

কিন্তু আপনি এই যুদ্ধে অন্ততঃপক্ষে ভীষ্ম অপেক্ষা নিজের কোন বৈশিষ্ট্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন নাই। আমিও আর কোনরূপেই ভীষ্মের নিকট যাইব না ॥ ৮

কৃপশ্রেষ্ঠ তপোধন! এখন আমি সেখানে যাইব, যেখানে আমি নিজেই যুদ্ধে ভীষ্মকে কৃপান্বিত করিতে পারিব ॥ ৯

এই কথা বলিয়া রোষব্যাকুললোচনা সেই কাশিরাজকন্যা আমার বধের উপায় চিন্তা করিতে করিতে তপস্যা করিবার জন্য মনে মনে সঙ্কল্প করত সেখান হইতে চলিয়া গেল ॥ ১০

হে ভারত! তারপর সেই মহর্ষিগণের সহিত কৃপশ্রেষ্ঠ আমার নিকট বিদায় লইয়া যেরূপে আসিয়াছিলেন, সেইরূপে গমন করিলেন ॥ ১১

মহারাজ! অনন্তর আমিও ব্রাহ্মণকুলের মুখ হইতে নিজের প্রশংসা শুনিতে শুনিতে রথে আরোহণ করত হস্তিনাপুরে আসিয়া মাতা সত্যবতীকে সমস্ত বৃত্তান্ত যথাযথরূপে নিবেদন করিলাম। মাতাও আমাকে অভিনন্দিত করিলেন। তদনন্তর আমি কিয়ৎসংখ্যক বুদ্ধিমান্ পুরুষকে সেই কন্যার বৃত্তান্ত জানিবার জন্য তৎক্ষণাৎ নিয়োগ করিলাম ॥ ১২-১৩

আমার দ্বারা নিযুক্ত গুপ্তচরগণ সদা আমার প্রিয় ও হিতে নিরত থাকিয়া প্রতিদিন সেই কন্যার গতিবিধি, বাক্য ও অভিপ্রায়ানুসারে তাহার কার্য্য আমার নিকট উপস্থাপিত করিত ॥ ১৪

সেই দিন সেই কন্যা তপস্যা করিবার নিশ্চয় করিয়া বনে গমন করিল, সেই দিন আমি ব্যথিত, দীন ও অচেতনপ্রায় হইয়া পড়িলাম ॥ ১৫

বৎস! যিনি তপস্যার দ্বারা কঠোর ব্রত পালন করেন, সেই ব্রহ্মজ্ঞ ব্রাহ্মণ পরশুরাম ব্যতীত অন্য কোন ক্ষত্রিয়ই যুদ্ধে পরাজয় দেখাইয়া আমাকে পরাজিত করিতে পারে নাই ॥ ১৬

রাজন্! আমি এই বৃত্তান্ত দেবর্ষি নারদ ও মহর্ষি ব্যাসদেবকে নিবেদন করিয়াছিলাম। তখন তাঁহারা উভয়ে আমাকে বলিলেন —ভীষ্ম! তুমি কাশিরাজ-কন্যার বিষয়ে কোনরূপ বিষাদগ্রস্ত হইও না। দৈবের বিধান পুরুষকারের দ্বারা কে অন্যথা করিতে সমর্থ হইবে? ১৭-১৮

মহারাজ! এ দিকে সেই কন্যা আশ্রমমণ্ডলে উপস্থিত হইয়া যমুনার তীরে আশ্রয় গ্রহণ করত অলৌকিক তপস্যা আরম্ভ করিল ॥ ১৯

সে ভোজন ত্যাগ করায় অত্যন্ত কৃশ ও রুক্ষ হইয়া পড়িল এবং তাহার মস্তকে জটা দেখা যাইল এবং দেহে মল ও পঙ্ক জমিল। সেই তপোধনা কন্যা ছয় মাস কেবল বায়ু পান করত শুষ্ক কাষ্ঠের ন্যায় নিশ্চল হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল ॥ ২০

তারপর এক বৎসর যমুনার জলে প্রবেশ করিয়া ভোজন পরিত্যাগ করত সেই ভামিনী রাজকন্যা জলেই বাস করিয়া তপস্যা করিতে লাগিল ॥ ২১

শীর্ণপর্ণেন চৈকেন পারয়ামাস সা পরম্।
সংবৎসরং তীব্রকোপা পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্রধিষ্ঠিতা ॥ ২২
এবং দ্বাদশবর্ষাণি তাপয়ামাস মেদিনী।
নিবর্ত্যমানাপি চ সা জ্ঞাতিভির্নৈব শক্যতে ॥ ২৩
ততোঽগমদ্ বৎসভূমিং সিদ্ধচারণসেবিতাম্।
আশ্রমং পুণ্যশীলানাং তাপসানাং মহাত্মনাম্ ॥২৪
তত্র পুণ্যেষু তীর্থেষু সাপ্লুতাঙ্গী দিবানিশম্।
বাচরৎ কাশিকন্যা সা যথাকামবিচারিণী ॥ ২৫
নন্দাশ্রমে মহারাজ তথোশীরকাশ্রমে শুভে।
চ্যবনস্যাশ্রমে চৈব ব্রহ্মণঃ স্থান এব চ ॥ ২৬
প্রয়াগে দেবযজনে দেবারণ্যেষু চৈব হ।
ভোগবত্যাং মহারাজ কৌশিকস্যাশ্রমে তথা ॥ ২৭
মাণ্ডব্যস্যাশ্রমে রাজন্ দিলীপস্যাশ্রমে তথা।
রামহ্রদে চ কৌরব্য শৈলগর্গস্য চাশ্রমে ॥ ২৮
এতেষু তীর্থেষু তদা কাশিকন্যা বিশাম্পতে।
আপ্লাবয়েত্ত গাত্রাণি ব্রতমাস্থায় দুষ্করম্ ॥ ২৯
তামব্রবীচ্চ কৌরব্য মম মাতা জলে স্থিতা।
কিমর্থং ক্লিশ্যসে ভদ্রে তথামেব বদস্ব মে ॥ ৩০
সৈনামথাব্রবীদ্ রাজন্ কৃতাঞ্জলিরনিন্দিতা।
ভীষ্মেণ সমরে রামো নির্জিতশ্চারুলোচনে ॥ ৩১
কোঽন্যস্তমুৎসহেজ্জেতুমুদ্যতেষুং মহীপতিঃ।
নাহং ভীষ্মবিনাশায় তপস্তপ্যে সুদারুণম্ ॥ ৩২
বিচরামি মহীং দেবি যথা হন্যামহং নৃপম্।
এতদ্ ব্রতফলং দেবি পরমস্মিন্ যথা হি মে ॥ ৩৩
ততোঽব্রবীৎ সাগরগা ভিন্ধি চরসি ভাবিনি।
নৈব কামোঽনবদ্যাঙ্গি শক্যঃ প্রাপ্তুং ত্বয়াবলে ॥ ৩৪
যদি ভীষ্মবিনাশায় কাঙ্ক্ষে চরসি বৈ ব্রতম্।
ব্রতস্থা চ শরীরং যং যদি নাম বিমোক্ষ্যসি ॥ ৩৫
নদী ভবিষ্যসি শুভে কুটিলা বাঙ্কিকোদকা।
দুস্তীর্থা ন তু নিত্যেয়া বাঙ্কিকী নাষ্টমাসিকী ॥ ৩৬

তদনন্তর তীব্র কোপাবিষ্টা হইয়া অম্বা পদের অঙ্গুষ্ঠাগ্রভূমির সাহায্যে দাঁড়াইয়া স্বতঃই পতিত তরুপত্র ভক্ষণ করত এক বর্ষ অতিবাহিত করিল। ২২

এইরূপে যার বৎসর কঠোর তপস্যায় সংলগ্ন থাকিয়া অম্বা পৃথিবী ও আকাশকে সন্তপ্ত করিতে লাগিল। তখন তাহার জ্ঞাতিবন্ধুগণ সেই কঠোর তপস্যা হইতে তাহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ইহাতে তাহারাও সফল হইল না। ২৩

তদনন্তর সেই কন্যা সিদ্ধ ও চারণগণ সেবিত বৎসদেশের ভূমিতে গমন করিল এবং সেখানে পুণ্যশীল তপস্বী মহাত্মাগণের আশ্রমে বিচরণ করিতে লাগিল। কাশিরাজের সেই কন্যা সেখানকার পুণ্যতীর্থসমূহে স্নান করিয়া নিজ ইচ্ছানুসারে সর্বত্র বিচরণ করিতে লাগিল। ২৪-২৫

মহারাজ! শুভ নন্দাশ্রম, উশীরাশ্রম, চ্যবনাশ্রম, ব্রহ্মস্থান, দেবগণের যজ্ঞস্থান প্রয়াগ, দেবারণ্য, ভোগবতী, কৌশিকাশ্রম, মাণ্ডব্যাশ্রম, দিলীপাশ্রম, রামহ্রদ ও শৈল গর্গাশ্রম—ক্রমশঃ এই সকল তীর্থে সেই সময় কাশিরাজের কন্যা অম্বা কঠোর ব্রত ধারণ করিয়া স্নান করিতে লাগিল। ২৬-২৯

কুরুনন্দন! সেই সময় আমার মাতা গঙ্গাদেবী জলে আবির্ভূতা হইয়া অম্বাকে বলিলেন,—ভদ্রে! তুমি কিজন্য শরীরকে এরূপ ক্লেশপ্রদান করিতেছ? আমাকে তাহা যথার্থরূপে বল। ৩০

রাজন্! তখন সেই অনিন্দিতা কন্যা অম্বা কৃতাঞ্জলি হইয়া গঙ্গাদেবীকে বলিল,—সুলোচনে! ভীষ্ম যুদ্ধে পরশুরামকে পরাজিত করিয়াছে, সুতরাং অন্য আর কে রাজা আছেন, যিনি ধনুর্বাণ ধারণ করত প্রত্যক্ষমান ভীষ্মকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবেন? সেইহেতু আমি ভীষ্মকে বিনাশ করিবার জন্য অত্যন্ত কঠোর তপস্যা করিতেছি। ৩১-৩২

দেবি! আমি এই পৃথিবীস্থিত বিভিন্ন তীর্থে এইজন্য বিচরণ করিতেছি যে, আমি স্বয়ংই যাহাতে ভীষ্মকে বধ করিতে পারি। দেবি! এই জগতে আমার ব্রত ও তপস্যার ইহাই সর্বোত্তম ফল, যাহা আমি আপনাকে বলিলাম। ৩৩

তখন সাগরগামিনী গঙ্গাদেবী তাহাকে বলিলেন,—ভাবিনি! তুমি দুষ্কর আচরণ করিতেছ। সুন্দরাঙ্গি অবলে! তোমার এই মনোরথ কখনও পূর্ণ হইবে না। ৩৪

কাশিরাজকন্যে! যদি তুমি ভীষ্মের বিনাশ কামনা করিয়াই ব্রতাচরণ করিতে থাক এবং সেই ব্রতপালন করিতে করিতে যদি তুমি স্বীয় দেহ পরিত্যাগ কর, তবে তুমি কুটিলা এমন নদী হইবে—যাহাতে কেবল বর্ষাকালেই জল থাকিবে। শুভে! তোমার মধ্যে স্নানাদি করিবার জন্য নামিবার স্থান (ঘাট) সুবিধাজনক থাকিবে না। তুমি কেবল বর্ষাকালেই নদীরূপে পরিচিত হইবে। অন্য আটমাস তোমার কোন নদীসূচক চিহ্নই থাকিবে না। ৩৫-৩৬

ভীমগ্রাহবতী ঘোরা সর্বভূতভয়ঙ্করী।
এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ কাশিকন্যাং স্রুবর্তত ॥৩৭
মাতা মম মহাভাগা অন্বমানেব ভাবিনী।
কদাচিচ্চৈত্রে মাসি কদাচিদ্ দশমে তথা।
ন প্রাশ্নীতোদকমপি পুনঃ সা বরবর্ণিনী ॥ ৩৮
সা বৎসভূমিং কৌরব্য তীর্থলোভাৎ ততস্ততঃ।
পতিত্বা পরিধাবন্তী পুনঃ কাশিপতেঃ সুতা ॥ ৩৯
সা নদী বৎসভূম্যাং তু প্রথিতাখ্যেতি ভারত।
বার্ষিকী গ্রাহবহুলা দুস্তীর্থা কুটিলা তথা ॥ ৪০
সা কন্যা তপসা তেন দেহার্ধেন ব্যজায়ত।
নদী চ রাজন্ বৎসেষু কন্যা চৈবাভবৎ তদা ॥ ৪১

ইতি শ্রীমন্মহাভারতে সত্যসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি অম্বোপাখ্যানপর্বণি অম্বাতপস্যায়াং
ষড়শীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৬

বর্ষাকালেও তাহার জলরাশিতে পূর্ণ থাকিবে। ফলে তুমি সমস্ত প্রাণীদিগেরই অতিশয় ভয়ানক ও ঘোররূপ হইবে। রাজন্! কাশিরাজের কন্যাকে এই কথা বলিয়া আমার পরম সৌভাগ্যশালিনী মাতা গঙ্গাদেবী যেন ঈষৎ হাস্য করিয়াই অন্তর্হিতা হইলেন। তাহার পর সেই সুন্দরী কন্যা পুনরায় কঠোর তপস্যায় প্রবৃত্ত হইয়া কখনও আট মাস অন্তর কখনও বা দশ মাস পর্যন্ত জলপানও করিত না। ৩৭-৩৮

কুরুনন্দন! কাশিরাজের সেই কন্যা তীর্থসেবার লোভে পুনরায় বৎসদেশের ভূমিতে এদিকে ওদিকে ধাবিত হইয়া বিচরণ করিতে লাগিল। ৩৯

ভারত! কিছু দিন পরে সেই বৎসদেশের ভূমিতেই এই কন্যা অন্তর্ধানপূর্বক প্রথিতা এক নদী হইল। উহাতে কেবল বর্ষাকালেই জল থাকিত। এই নদীর মধ্যে তখন হিংস্র জলজন্তুরা বাস করিত এবং তাহার মধ্যে তীর্থকার্যের জন্য উহা পার হওয়া অত্যন্ত দুঃসাধ্য ছিল। এই নদী কুটিলগামিনী ছিল। ৪০

রাজন্! রাজকন্যা অম্বা সেই তপস্যার প্রভাবে অর্ধ শরীরে অন্তর্ধানপূর্বক নদী হইল এবং অপর অর্ধ শরীরে বৎসদেশেই এক কন্যা হইয়া জন্মগ্রহণ করিল। ৪১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত সত্যসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত অম্বোপাখ্যানপর্বে অম্বার তপস্যাবিষয়ক ষড়শীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্বিতীয়জন্মনি অম্বায়াঃ পুনস্তপস্যা, মহাদেবসমীপত ঈপ্সিতবরলাভঃ, চিতানলে প্রবেশশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

ততস্তে তাপসাঃ সর্বে তপসে ধৃতনিশ্চয়াম্।
দৃষ্ট্বা স্রুবর্তয়ংস্তাত কিং কার্যমিতি চাব্রুবন্ ॥ ১
তানুবাচ ততঃ কন্যা তপোবৃদ্ধানৃষীংস্তদা।
নিরাকৃতাস্মি ভীষ্মেণ ভ্রংশিতা পতিধর্মতঃ ॥ ২
বধার্থং তস্য দীক্ষা মে ন লোকার্থং তপোধনাঃ।
নিহত্য ভীষ্মং গচ্ছেয়ং শান্তিমিত্যেব নিশ্চয়ঃ ॥ ৩
যৎকৃতে দুঃখবসতিমিমাং প্রাপ্তাস্মি শাশ্বতীম্।
পতিলোকাদ্ বিহীনা চ নৈব স্ত্রী ন পুমানিহ ॥ ৪

সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[দ্বিতীয় জন্মে পুনরায় অম্বার তপস্যা, মহাদেবের নিকট হইতে অভীষ্ট বরলাভ এবং চিতাগ্নিতে প্রবেশ।]

ভীষ্ম বলিলেন,—বৎস! সেই জন্মেও তাহাকে তপস্যা করিবার জন্য নিশ্চয় করিতে দেখিয়া সকল তাপসগণ তাহাকে নিবারণ করিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন—তুমি কি করিতে চাও? ১

তখন সেই কন্যা তপোবৃদ্ধ মহর্ষিগণকে বলিল—ভীষ্ম আমাকে অপমান করিয়াছে এবং আমার পতিলাভ ও পতিসেবারূপ ধর্ম হইতে আমাকে বঞ্চিত করিয়াছে। ২

হে তপোধনগণ! আমার এই তপস্যার দীক্ষা পুণ্যলোক প্রাপ্তির জন্য নহে, ভীষ্মকে বধ করিবার জন্য। আমার এই নিশ্চয় যে, ভীষ্মকে নিহত করিতে পারিলেই আমার হৃদয়ে শান্তি হইবে। ৩

যাহার ফলে আমি চিরকালের জন্য এই দুঃখদায়ক পরিস্থিতির মধ্যে পতিত হইলাম এবং পতিলোক হইতে বঞ্চিত হইয়া এ

নাহুষা মুনি গাঙ্গেয়ং নিবর্ত্তিষ্যে তপোধনাঃ।
এষ মে হৃদিসঙ্কল্পো যদিদং কথিতং ময়া ॥ ৫
স্ত্রীভাবে পরিনির্বিণ্ণা পুংস্ত্বার্থে কৃতনিশ্চয়া।
তীষ্মে প্রতিচিকীর্ষামি নাস্মি বার্য্যেতি বৈ পুনঃ ॥ ৬
তাং দেবো দর্শয়ামাস শূলপাণিরুমাপতিঃ।
মধ্যে তেষাং মহর্ষীণাং স্বেন রূপেণ তাপসীম্ ॥ ৭
হন্যমানা বরেণাথ সা বব্রে বধৎপরাজয়ম্।
হনিষ্যসীতি তাং দেবঃ প্রত্যুবাচ মনস্বিনীম্ ॥ ৮
ততঃ সা পুনরেবাথ কন্যা রুদ্রমুবাচ হ।
উপপদ্যেত কথং দেব স্ত্রিয়া যুধি জয়ো মম ॥ ৯
স্ত্রীভাবেন চ মে গাঢ়ং মনঃ শান্তমুমাপতে।
প্রতিরূঢ়শ্চ ভূতেশ ত্বয়া তীষ্মপরাজয়ঃ ॥ ১০
যথা স সত্যো ভবতি তথা কুরু বৃষধ্বজ।
যথা হন্যাং সমাগম্য তীষ্মঃ শান্তনবং যুধি ॥ ১১

তামুবাচ মহাদেবঃ কন্যাং কিল বৃষধ্বজঃ।
ন মে বাগনৃতং প্রাহ সত্যং ভদ্রে ভবিষ্যতি ॥ ১২
হনিষ্যসি রণে তীষ্মং পুরুষত্বঞ্চ লপ্স্যসে।
স্মরিষ্যসি চ তৎ সর্বং মেহমঙ্গং গতা সতী ॥ ১৩
দ্রুপদস্য কুলে জাতা ভবিষ্যসি মহারথঃ।
শীঘ্রাস্ত্রশ্চিত্রযোধী চ ভবিষ্যসি সুসম্মতঃ ॥ ১৪
যথোক্তমেব কল্যাণি সর্বমেতদ্ ভবিষ্যতি।
ভবিষ্যসি পুমান্ পশ্চাৎ কস্মিংশ্চিৎ কালপর্য্যয়াৎ ॥ ১৫
এবমুক্ত্বা মহাদেবঃ কপর্দী বৃষভধ্বজঃ।
পশ্যতামেব বিপ্রাণাং তত্রৈবান্তরধীয়ত ॥ ১৬
ততঃ সা পশ্যতাং তেষাং মহর্ষীণামনিন্দিতা।
সমাহৃত্য বনাৎ তস্মাৎ কাষ্ঠানি বরবর্ণিনি ॥ ১৭
চিতাং কৃত্বা সুমহতীং প্রণায় চ হুতাশনম্।
প্রদীপ্তেঽগ্নৌ মহারাজ রোষদীপ্তেন চেতসা ॥ ১৮

অগতে না স্ত্রী এবং না পুরুষ বলিয়া পরিচিত হইতে পারিলাম। সেই গঙ্গাপুত্র ভীষ্মকে যুদ্ধে বধ করিতে না পারিলে আমি তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হইব না। তপোধনগণ! ইহাই আমার হৃদয়ের সঙ্কল্প, যাহা আমি আপনাদিগকে বলিলাম। ৪-৫

আমি স্ত্রীর স্বরূপে বিরাগপ্রকাশ করিয়াছি, অতএব পুরুষত্বের প্রাপ্তির জন্য দৃঢ় নিশ্চয় করিয়া তপস্যা আরম্ভ করিয়াছি। ভীষ্মের আমি অবশ্যই প্রতিশোধ লইতে চাই, অতএব আপনারা আমাকে নিষেধ করিবেন না। ৬

তখন শূলপাণি উমাপতি ভগবান্ শঙ্কর সেই মহর্ষিগণের মধ্যে বীর সাক্ষাৎ স্বরূপে প্রকটিত হইয়া সেই তপস্বিনীকে দর্শনদান করিলেন। ৭

তারপর ইচ্ছানুসারে বর প্রার্থনা করিতে বলিলে সেই কন্যা আমার পরাজয়ের বর প্রার্থনা করিল। তখন মহাদেব সেই মনস্বিনী কন্যাকে বলিলেন,—তুমি অবশ্যই ভীষ্মকে বধ করিবে ৮

এই কথা শুনিয়া সেই কন্যা ভগবান্ শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিল—দেব! আমি ত' স্ত্রী, সুতরাং যুদ্ধে আমার কিভাবে বিজয়লাভ হইবে? ৯

উমাপতে! স্ত্রীরূপ হওয়ায় আমার মন অত্যন্ত নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। ভূতনাথ! এবিষয়ে আপনি আমার দ্বারা ভীষ্মের পরাজয় বর প্রদান করিলেন। ১০

বৃষধ্বজ! আপনার এই বরদান যাহাতে সত্য হয়, তাহাই করুন; যাহাতে আমি যুদ্ধে শান্তনুপুত্র ভীষ্মের সহিত মিলিত হইয়া তাহাকে বধ করিতে পারি। ১১

তখন বৃষভধ্বজ মহাদেব সেই কন্যাকে বলিলেন,—ভদ্রে! আমার বাক্য কখনও মিথ্যা হবে না, অতএব আমার বাক্য সত্য হইবে। ১২

তুমি যুদ্ধে অবশ্যই ভীষ্মকে বধ করিবে এবং ইহার জন্য আবশ্যকতানুসারে পুরুষত্বও লাভ করিবে। অন্য দেহ প্রাপ্ত হইয়াও তোমার এই সব কথা সতত স্মরণ থাকিবে। ১৩

তুমি দ্রুপদের কুলে জন্মলাভ করত মহারথী বীর হইবে। তুমি শীঘ্রতার সহিত অস্ত্র-চালনায় নিপুণ হইবে এবং বিচিত্রভাবে যুদ্ধ করিয়া তুমি সকলের সম্মানিত যোদ্ধা হইবে। ১৪

কল্যাণি! আমি যাহা কিছু বলিয়াছি, তাহা সবই পূর্ণ হইবে। তুমি প্রথমে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিবে, তারপর কিছু-কাল পরে পুরুষ হইবে। ১৫

এই কথা বলিয়া জটাজূটধারী বৃষভধ্বজ মহাদেব প্রত্যক্ষ দর্শন-কারী সেই ব্রাহ্মণগণের সম্মুখেই সেখানে অন্তর্হিত হইলেন। ১৬

তারপর সেই মহর্ষিগণের সম্মুখে অনিন্দিতা সুন্দরী কন্যা তথা সেই বন হইতে বহু কাষ্ঠ সংগ্রহ করিয়া এক বিশাল চিতা প্রস্তুত করত তাহাতে অগ্নিসংযোগ করিল। মহারাজ! যখন অগ্নি প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল, তখন সেই কন্যা ক্রোধে প্রদীপ্ত হৃদয়ে ভীষ্মের বধ কামনা করিয়া সেই অগ্নিতে প্রবেশ করিল। রাজন্! এইভাবে

উক্ত্বা ভীষ্মবধায়েতি প্রবিবেশ ততাশনম্।
জ্যেষ্ঠা কাশিসুতা রাজন্ যমুনামভিতো নদীম্ ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি অম্বোপাখ্যানপর্বণি সপ্তাহতাশনপ্রবেশে
সপ্তাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়: ॥ ১৮৭

কাশিরাজের সেই জ্যেষ্ঠা কন্যা অম্বা যমুনানদীর তীরে চিতাগ্নিতে দেহ বিসর্জন করিলেন ॥ ১৭-১৯

শ্রীবেদব্যাস বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত অম্বোপাখ্যানপর্বে অম্বার অগ্নিতে প্রবেশবিষয়ক সপ্তাশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[রাজ্ঞো দ্রুপদস্য কন্যারূপেণ অম্বায়া জন্মগ্রহণম্, রাজ্ঞা রাজপত্ন্যা চ তং পুত্ররূপেণ প্রখ্যায় শিখণ্ডীতি নামকরণঞ্চ।]

দুর্যোধন উবাচ।

কথং শিখণ্ডী পাঞ্চাল্যঃ কন্যা ভূত্বা পুমাংস্তদা।
পুরুষোঽভূদ্ দ্বিজশ্রেষ্ঠ তন্মে ব্রূহি পিতামহ ॥ ১

ভীষ্ম উবাচ।

ভার্যা তু তস্য রাজেন্দ্র দ্রুপদস্য মহীপতেঃ।
মহিষী ধারিতা গ্রাসীৎপুত্রা চ বিদিতা তে ॥ ২
এতস্মিন্নেব কালে তু দ্রুপদো বৈ মহীপতিঃ।
অপত্যার্থে মহারাজ তোষয়ামাস শঙ্করম্ ॥ ৩
অস্মদ্ববধার্থং নিশ্চিত্য তপো ঘোরং সমাস্থিতঃ।
ঋতে কন্যাং মহাদেব পুত্রো মে স্যাদিতি প্রভুম্ ॥ ৪
ভগবন্ পুত্রমিচ্ছামি ভীষ্মঃ প্রতিচিকীর্ষয়া।

ইত্যুক্তো দেবদেবেন স্ত্রীপুমাংস্তে ভবিষ্যতি ॥ ৫
নিবর্তস্ব মহীপাল নৈতদ্ভূতপূর্বমথা ভবেৎ।
স তু গত্বা চ নগরং ভার্যামিদমুবাচ হ ॥ ৬
কৃতো বরো মহাদেবস্তপসারাধিতো ময়া।
কন্যা ভূত্বা পুমান্ ভাবী ইতি চোক্তোঽস্মি শম্ভুনা ॥ ৭
পুনঃ পুনর্যাচমানো দিষ্টমিত্যব্রবীচ্ছিবঃ।
ন তদন্যচ্চ ভবিতা ভবিতব্যং হি তৎ যথা ॥ ৮
ততঃ সা নিহতা ভূত্বা ঋতুকালে মনস্বিনী।
পত্নী দ্রুপদরাজস্য দ্রুপদং প্রবিবেশ হ ॥ ৯
লেভে গর্ভং যথাকালং বিদিতস্টেন কর্মণা।
পাষণ্ডস্য মহীপাল যথা মাং নারদোঽব্রবীৎ ॥ ১০

অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায়।

[রাজা দ্রুপদের কন্যারূপে অম্বার জন্মগ্রহণ, রাজা ও রাণী কর্তৃক তাহাকে পুত্ররূপে প্রসিদ্ধ করিয়া শিখণ্ডী এই নামকরণ।]

দুর্যোধন বলিলেন,—দ্বিজশ্রেষ্ঠ সর্বজ্ঞ পিতামহ! শিখণ্ডী প্রথমে কন্যারূপে উৎপন্ন হইয়া পরে কিরূপে পুরুষ হইল, তাহা আপনি আমাকে বলুন। ১

ভীষ্ম বলিলেন,—প্রজাপালক রাজেন্দ্র! রাজা দ্রুপদের প্রিয়তমা মহিষীর (পাঞ্চালীর) কোন পুত্র-কন্যা ছিল না। ২

মহারাজ! এই সময় মহীপতি দ্রুপদ সন্তানলাভের জন্য ভগবান্ শঙ্করকে প্রসন্ন করিয়াছিলেন। ৩

আমাদের বধের জন্য পুত্রলাভের সময় করত দ্রুপদ এই কথা বলিয়া কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন যে, মহাদেব! আমার কন্যা না হইয়া যেন পুত্র লাভ হয়। ভগবন্! আমি ভীষ্মের প্রতিশোধ লইবার জন্য আপনার নিকট পুত্র প্রার্থনা করিতেছি। এই কথা শ্রবণ করিয়া দেবাধিদেব মহাদেব বলিলেন,—ভূপাল! তোমার প্রথমে কন্যা প্রাপ্তি হইবে, পরে সেই কন্যাই পুত্র হইয়া যাইবে। এখন তুমি রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন কর। আমি যাহা বলিলাম, তাহা কখনও অন্যথা হইবে না। তারপর রাজা দ্রুপদ নগরে আসিয়া নিজ পত্নীকে এই কথা বলিলেন—॥ ৪-৬

আমি বিশেষ চেষ্টা করিয়া তপস্যার দ্বারা ভগবান্ শঙ্করের আরাধনা করিয়াছি। ভগবান্ শম্ভু প্রসন্ন হইয়া বলিলেন—প্রথমে তোমার কন্যা হইবে, তারপর সেই কন্যাই তোমার পুত্র হইবে। আমি পুনঃ পুনঃ কেবল পুত্রের জন্যই প্রার্থনা করিয়াছিলাম, কিন্তু ভগবান্ শঙ্কর "ইহাই দৈবের বিধান" এই কথা বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন—ইহার কোন পরিবর্তন হইবে না। যাহা বলিয়াছি, তাহাই হইবে। ৭-৮

তারপর দ্রুপদরাজার মনস্বিনী পত্নী নিয়ম পূর্বক অবস্থান করিতে লাগিলেন। অনন্তর ঋতুকাল আসিলে যথাসময়ে তিনি দ্রুপদের সংযোগ প্রাপ্ত হইলেন। তখন শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে

ততো দধার সা দেবী গর্ভং রাজীবলোচনা।
তাং স রাজা প্রিয়াং ভার্য্যাং দ্রুপদঃ কুরুনন্দন ॥ ১১
পুত্রস্নেহান্বিতাবাহঃ সুখং পর্য্যচরৎ তদা।
সর্ব্বানভিপ্রায়কৃতান্ ভার্য্যালভত কৌরব ॥ ১২
অপুত্রস্য ততো রাজ্ঞো দ্রুপদস্য মহীপতেঃ।
যথাকালং তু সা দেবী মহিষী দ্রুপদস্য হ ॥ ১৩
কন্যাং প্রবররূপাং তু প্রাজায়ত নরাধিপ।
অপুত্রস্য তু রাজ্ঞঃ সা দ্রুপদস্য মনস্বিনী ॥ ১৪
খ্যাপয়ামাস রাজেন্দ্র পুত্রো হ্যেষ মমেতি বৈ।
ততঃ স রাজা দ্রুপদঃ প্রচ্ছন্নাত্মা নরাধিপ ॥ ১৫
পুত্রবৎ পুত্রকার্য্যাণি সর্ব্বাণি সমকারয়ৎ।
রক্ষণং চৈব মন্ত্রস্য মহিষী দ্রুপদস্য সা ॥ ১৬
চকার সর্ব্বযত্নেন ক্রবাণা পুত্র ইত্যুত।
ন চ তাং বেদ নগরে কশ্চিদন্যত্র পার্থতাং ॥ ১৭
শ্রদ্দধানো হি তদ্ বাক্যং দেবস্যাদ্ভুততেজসঃ।
ধারয়ামাস তাং কন্যাং পুমানিতি চ সোঽব্রবীৎ ॥ ১৮
জাতকর্ম্মাণি সর্ব্বাণি কারয়ামাস পার্থিবঃ।
পুংবিধানযুক্তানি শিখণ্ডীতি চ তাং বিদুঃ ॥ ১৯
অহমেকস্তু চারেণ বচনান্নারদস্য চ।
জ্ঞাতবান্ দেববাক্যেন অন্বায়াস্তপসা তথা ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্ব্বণি অম্বোপাখ্যানপর্ব্বণি শিখণ্যুৎপত্তৌ
অষ্টাশীত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৮

গর্ভাধান সংস্কার হইবার পর তিনি গর্ভধারণ করিলেন। মহীপতে! যেরূপ নারদ আমাকে বলিয়াছিলেন, দ্রুপদের কমলনয়না পত্নী সেই দেবী সেইরূপে গর্ভধারণ করিলেন।

কুরুনন্দন! মহারাজ দ্রুপদ ভাবী পুত্রের প্রতি স্নেহবশতঃ স্বীয় প্রিয় পত্নীকে অত্যন্ত সুখে রাখিলেন এবং তাঁহার আদর সংকার করিতে লাগিলেন। কুরুকুলশ্রেষ্ঠ! রাণীর যে যে বস্তুর কামনা হইত, তিনি তৎসমস্তই তাঁহার জন্য প্রস্তুত রাখিতেন ॥ ১-১২

নরাধিপ! পুত্রহীন রাজা দ্রুপদের সেই দেবী মহারাণী যথাসময়ে এক পরমা সুন্দরী কন্যার সন্তান করিলেন ॥ ১৩

রাজেন্দ্র! তখন পুত্রহীন রাজা দ্রুপদের মনস্বিনী রাণী এই ঘোষণা করিয়া দিলেন যে, আমার পুত্র হইয়াছে ॥ ১৪

নরাধিপ! তারপর রাজা দ্রুপদ পুত্ররূপে প্রচ্ছন্না সেই কন্যার পুত্রেরই ন্যায় সমস্ত সংস্কার কর্ম করাইলেন। দ্রুপদের মহিষী সর্ব্বপ্রকার চেষ্টা করিয়া এই রহস্য গোপন রাখিবার ব্যবস্থা করিলেন। তিনি সেই কন্যাকে পুত্র বলিয়াই জানিতেন। তখন সমগ্র নগরে একমাত্র দ্রুপদ ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তিই জানিত না যে, সেই নবজাত পুত্র কন্যা ॥ ১৫-১৭

অমোঘতেজা মহাদেবের বাক্যে শ্রদ্ধা রাখিয়া রাজা দ্রুপদ সেই কন্যার বিষয় গোপন রাখিলেন এবং পুত্র বলিয়াই ঘোষণা করিলেন ॥ ১৮

রাজা দ্রুপদ বালকের জাতকর্ম্মাদি সমস্ত সংস্কার কর্ম পুত্রোচিত বিধানেই করাইলেন। তখন সকল লোকই তাহাকে "শিখণ্ডী" বলিয়া জানিত ॥ ১৯

কেবল আমিই গুপ্তচরের মুখে সংবাদে, নারদের বাক্যে, মহাদেবের বাণীতে এবং আমার তপস্যাতে শিখণ্ডীর কন্যারূপে জন্মগ্রহণের বৃত্তান্ত জানিতে পারিয়াছিলাম ॥ ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বান্তর্গত অম্বোপাখ্যানপর্ব্বে শিখণ্ডীর উৎপত্তিবিষয়ক অষ্টাশীত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ

[শিখণ্ডিনো বিবাহঃ, তস্য স্ত্রীসম্বন্ধং শ্রুত্বা শ্বশুর-দশার্ণরাজস্য মহাক্রোধশ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

চকার যত্নং দ্রুপদঃ সুতায়াঃ সর্বকর্মসু।
ততো লেখ্যাদিষু তথা শিল্পেষু চ পরন্তপ ॥ ১
ইয়েষ চৈব রাজেন্দ্র দ্রোণশিষ্যো বভূব হ।
তস্য মাতা মহারাজ রাজানং বরবর্ণিনী ॥ ২
চোদয়ামাস ভার্যার্থং কন্যায়াঃ পুত্রবৎ তদা।
ততস্তাং পার্ষতো দৃষ্ট্বা কন্যাং সম্প্রাপ্তযৌবনাম্ ॥
ভ্রিয়ং মত্বা ততশ্চিন্তাং প্রপেদে সহ ভার্যয়া ॥ ৩

দ্রুপদ উবাচ।

কন্যা ময়েয়ং সম্প্রাপ্তা যৌবনং শোকবর্ধিনী।
ময়া প্রচ্ছাদিতা চেয়ং বচনাচ্ছূলপাণিনঃ ॥ ৪

ভার্যোবাচ।

ন তদ্বিদ্ম মহারাজ ভবিষ্যতি কথঞ্চন।
ত্রৈলোক্যকর্তা কস্মান্নু বৃথা বক্ষ্যতি বৈ তথা ॥ ৫

যদি তে রোচতে রাজন্ বক্ষ্যামি শৃণু মে বচঃ।
শ্রদ্দধানো হ্যপন্যাসং স্বাং মতিং কুরুতাং নৃপ ॥ ৬
ক্রিয়তামস্য যত্নেন বিধিবদ্দারসংগ্রহঃ।
ভবিতা তদ্ বচঃ সত্যমিতি মে নিশ্চিতা মতিঃ ॥ ৭
ততস্তৌ নিশ্চয়ং কৃত্বা তস্মিন্ কার্যেঽথ দম্পতী।
বরয়াঞ্চক্রতুঃ কন্যাং দশার্ণাধিপতেঃ সুতাম্ ॥ ৮
ততো রাজা দ্রুপদো রাজসিংহঃ
সর্বান্ রাজ্ঞঃ কুলতঃ সংনিশাম্য।
দাশার্ণকস্য নৃপতেস্তনূজাং
শিখণ্ডিনে বরয়ামাস দারান্ ॥ ৯
হিরণ্যবর্মেতি নৃপো যোঽসৌ দাশার্ণকঃ স্মৃতঃ।
স চ প্রাদাদ্গ্রহীপালঃ কন্যাং তস্মৈ শিখণ্ডিনে ॥ ১০
স চ রাজা দশার্ণেষু মহানাসীৎ সুদুর্জয়ঃ।
হিরণ্যবর্মা দুর্ধর্ষো মহাসেনো মহামনাঃ ॥ ১১

একোননবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[শিখণ্ডীর বিবাহ এবং তাহার স্ত্রীর সংবাদ শুনিয়া শ্বশুর দশার্ণরাজের মহাক্রোধ]

ভীষ্ম বলিলেন,—পরন্তপ! তাহার পর দ্রুপদ নিজ কন্যার লিপিশিক্ষা ও শিল্পশিক্ষা আদি সকল কার্যেরই যোগ্যতা লাভের জন্য বিশেষ চেষ্টা করিলেন। ১

রাজেন্দ্র! বরবিদ্যালাভের জন্য শিখণ্ডী দ্রোণাচার্যের শিষ্য হইল। মহারাজ! শিখণ্ডীর সুন্দরী মাতা দ্রুপদকে প্রেরণা দিলেন যে, তিনি তাঁহার পুত্রের জন্য যেন বধূ লইয়া আসেন। তিনি স্বীয় কন্যার পুত্রের ন্যায় বিবাহ দিতে অভিলাষ করিলেন। দ্রুপদ দেখিলেন—তাঁহার কন্যা যৌবনবতী হইয়াছে, তথাপি সে স্ত্রী হইয়াই আছে (বরদানের অনুসারে পুরুষ হয় নাই), সেইজন্য পত্নীর সহিত তাঁহার মনে অত্যন্ত চিন্তা হইল। ২-৩

দ্রুপদ বলিলেন—দেবি! আমার এই কন্যা যৌবন লাভ করিয়া আমার শোকবর্ধন করিতেছে। আমি শূলপাণি ভগবান্ শঙ্করের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করিয়া এ যাবৎ ইহার কন্যাত্বকে গোপন রাখিয়াছে। ৪

ভার্যা বলিলেন—মহারাজ! ভগবান্ শিবের দেওয়া বর কখনই মিথ্যা হইবে না। ত্রিলোকের সৃষ্টিকর্তা ভগবান্ শঙ্কর কেন এ বিষয়ে মিথ্যা কথা বলিবেন? রাজন্! যদি আপনার ভাল লাগে, তবে একটি কথা বলিব—আপনি শ্রবণ করুন। পুরুষশ্রেষ্ঠ! আপনি আমার কথা শুনিয়া নিজ বুদ্ধি অনুসারে উহাকে গ্রহণযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিলে গ্রহণ করিবেন। ৫-৬

আমারও ইহা দৃঢ় বিশ্বাস আছে যে, ভগবান্ শঙ্করের বাক্য সত্যই হইবে। অতএব আপনি যত্নসহকারে শাস্ত্রীয় বিধি অনুসারে কোন এক রাজকন্যার সহিত ইহার বিবাহ দিন। ৭

এইভাবে বিবাহদানের নিশ্চয় করিয়া পতি-পত্নী উভয়ে দশার্ণরাজের কন্যাকে স্বীয় পুত্রের জন্য বরণ করিলেন। ৮

তারপর রাজশ্রেষ্ঠ রাজা দ্রুপদ সমস্ত রাজার কুলের পরিচয়াদি শুনিয়া দশার্ণরাজের কন্যাকেই শিখণ্ডীর জন্য স্ত্রীরূপে বরণ করিলেন। ৯

দশার্ণদেশের রাজার নাম হইল হিরণ্যবর্মা। নৃপাল হিরণ্যবর্মা শিখণ্ডীকে স্বীয় কন্যাদান করিলেন। ১০

দশার্ণদেশের রাজা হিরণ্যবর্মা মহামনা, অত্যন্ত দুর্জয় ও দুর্ধর্ষ বীর ছিলেন। তাঁহার নিকট বিশাল সৈন্যবাহিনীও ছিল। তিনি মহৎ ছিলেন। ১১

কৃতে বিবাহে তু তদা সা কন্যা রাজসত্তম।
যৌবনং সমনুপ্রাপ্তা সা চ কন্যা শিখণ্ডিনী ॥ ১২
কৃতদারঃ শিখণ্ডী চ কাম্পিল্যং পুনরাগমৎ।
ততঃ সা বেদ তাং কন্যাং কঞ্চিৎ কালং স্ত্রিয়ং কিল ॥১৩
হিরণ্যবর্মণঃ কন্যা জ্ঞাত্বা তাং তু শিখণ্ডিনীম্।
ধাত্রীণাঞ্চ সখীনাঞ্চ ব্রীড়মানা ন্যবেদয়ৎ ॥
কন্যাং পঞ্চালরাজস্য সুতাং তাং বৈ শিখণ্ডিনীম্ ॥ ১৪
ততস্তা রাজশার্দূল ধাত্র্যো দাশার্ণিকাস্তদা।
জগ্মুঃ প্রীতিং পরাং প্রেষ্যাঃ প্রেষয়ামাসুরেব চ ॥ ১৫
ততো দশার্ণাধিপতেঃ প্রেষ্যাঃ সর্বা ন্যবেদয়ন্।
বিপ্রলম্ভং যথাবৃত্তং স চ চুক্রোধ পার্থিবঃ ॥ ১৬
শিখণ্ড্যপি মহারাজ পুরুষত্বং রাজকুলে তদা।
বিজহার মুদা যুক্তঃ স্ত্রীভিঃ নৈবাতিরোচয়ন্ ॥ ১৭
ততঃ কতিপয়াহস্য তচ্ছ্রুত্বা ভরতর্ষভ।
হিরণ্যবর্মা রাজেন্দ্র রোষাদাতিং জগাম হ ॥১৮
ততো দাশার্ণকো রাজা তীব্রকোপসমন্বিতঃ।
দূতং প্রস্থাপয়ামাস দ্রুপদস্য নিবেশনম্ ॥ ১৯
ততো দ্রুপদমাসাদ্য দূতঃ কাঞ্চনবর্মণঃ।
এক একান্তমুৎসার্য্য রহো বচনমব্রবীৎ ॥ ২০
দাশার্ণরাজো রাজংস্ত্বামিদং বচনমব্রবীৎ।
অভিযজ্ঞাং প্রকুপিতো বিপ্রলব্ধস্বয়ানঘ ॥ ২১
অবমন্যাসে মাং নূনং দুর্মন্ত্রিতং তব।
যন্মে কন্যাং স্বকন্যার্থে মোহাদ্ যাচিতবানসি ॥ ২২
তস্যান্ত বিপ্রলম্ভস্য ফলং প্রাপ্নুহি দুর্মতে।
এষ ত্বাং সজনামাত্যমুদ্ধরামি স্থিরো ভব ॥ ২৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি অম্বোপাখ্যানপর্বণি হিরণ্যবর্মদূতাগমনে
একোননবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮৯

নৃপশ্রেষ্ঠ! হিরণ্যবর্মার কন্যাও যৌবনবতী ছিল, আবার এদিকে দ্রুপদের কন্যা শিখণ্ডিনীও পূর্ণ যুবতী ছিল। বিবাহকার্য্য সমাপ্ত হইলে পত্নীর সহিত শিখণ্ডী পুনরায় কাম্পিল্য নগরে আসিল। দশার্ণরাজার কন্যা কিছু দিনের মধ্যেই জানিতে পারিল যে, শিখণ্ডী রমণী ॥ ১২-১৩

হিরণ্যবর্মার কন্যা শিখণ্ডীর যথার্থ বৃত্তান্ত জানিয়া নিজ ধাত্রী ও সখীগণের নিকট সলজ্জভাবে এই শুভ সংবাদ জানাইল যে, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের পুত্র শিখণ্ডী প্রকৃতপক্ষে পুরুষ নহে, স্ত্রী ॥ ১৪

নৃপশ্রেষ্ঠ! এই কথা শুনিয়া দশার্ণদেশের ধাত্রীগণের অত্যন্ত দুঃখ হইল। তাহারা এই কথা জানাইবার জন্য বহু দাসীকে দশার্ণরাজের নিকট পাঠাইয়া দিল ॥ ১৫

তাহারা সেই সব দাসীরা দশার্ণরাজার নিকট যাইয়া সমস্ত বিষয় যথাযথভাবে তাঁহাকে নিবেদন করিয়া বলিল—রাজা দ্রুপদ অতিশয় প্রতারণা করিয়াছেন। এই কথা শুনিয়া দশার্ণরাজ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া পড়িলেন ॥ ১৬

মহারাজ! শিখণ্ডীও সেই রাজপরিবারের মধ্যে পুরুষের ন্যায়ই তখন আনন্দের সহিত বিচরণ করিতেছিল। তাহার নিজের স্ত্রীত্ব কোনরূপেই ভাল লাগিতেছিল না ॥ ১৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! রাজেন্দ্র! অনন্তর কিছুদিন পরে তাহার স্ত্রী-বিষয়ক বৃত্তান্ত শুনিয়া হিরণ্যবর্মা ক্রোধে পীড়িত হইলেন ॥ ১৮

তারপর দশার্ণরাজ ক্রুদ্ধ ক্রোধে অভিভূত হইয়া দ্রুপদরাজার ভবনে এক দূত পাঠাইলেন ॥ ১৯

হিরণ্যবর্মার সেই দূত দ্রুপদের নিকট উপস্থিত হইয়া সমস্ত লোককে সরাইয়া দিয়া একাকী নির্জনে কেবল দ্রুপদকেই বলিল ॥ ২০

নিষ্পাপ রাজন্! আপনি দশার্ণরাজকে প্রতারণা করিয়াছেন। আপনার দ্বারা কৃত এই অপমানে তিনি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। তিনি আপনার জন্য এই সংবাদ পাঠাইয়াছেন ॥ ২১

নৃপতে! তুমি যে আমার অপমান করিয়াছ, ইহা নিশ্চয়ই তোমার দুষ্টমন্ত্রণার পরিচয়। তুমি মোহবশতঃ নিজ কন্যার জন্য আমার কন্যাকে বরণ করিয়াছ। দুর্মতে! তুমি আজ সেই প্রতারণার ও বঞ্চনার ফল প্রাপ্ত হইবে, ধৈর্য্য ধারণ কর। আমি সেবক ও মন্ত্রিগণের সহিত তোমাকে সমূলে উৎপাটিত করিব ॥ ২২-২৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত অম্বোপাখ্যানপর্বে হিরণ্যবর্মার দূতাগমনবিষয়ক একোননবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[হিরণ্যবর্ম্মণ আক্রমণভয়েন ভীতস্য দ্রুপদস্য রাজ্ঞীসমীপে সঙ্কটনিবারণোপায়জিজ্ঞাসা ৮৯]

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্তস্য দূতেন দ্রুপদস্য তদা নৃপ।
চোরস্যেব গৃহীতস্য ন প্রাবর্ত্তত ভারতী ॥ ১

স বাষ্পমকরোৎ তীব্রং সম্বন্ধিন্যনুমানিনে।
দূতৈর্মধুরলাপৈর্ন তদস্তীতি সন্দিশন্ ॥ ২

স রাজা ক্ষুণ্ণ এবাথ জ্ঞাত্বা তত্ত্বমথাগমৎ।
কন্যেতি পাঞ্চালসুতাং স্বরমাণো বিনির্যযৌ ॥ ৩

ততঃ সম্প্রেষয়ামাস মিত্রাণামমিতৌজসাম্।
হৃহিতুর্বিপ্রলম্ভং তং ধাত্রীণাং বচনাৎ তদা ॥ ৪

ততঃ সমুদয়ং কৃত্বা বলানাং বাজসত্তমঃ।
অভিযানে মতিং চক্রে দ্রুপদং প্রতি ভারত ॥ ৫

ততঃ সম্মন্ত্রয়ামাস মন্ত্রিভিঃ স মহীপতিঃ।
হিরণ্যবর্ম্মা রাজেন্দ্র পাঞ্চালান্ পার্থিবং প্রতি ॥ ৬

তত্র বৈ নিশ্চিতং তেষামভূদ্ রাজ্ঞাং মহাত্মনাম্।
তথ্যং ভবতি চেদেতৎ কন্যা রাজন্ শিখণ্ডিনী ॥ ৭
বদ্ধ্বা পঞ্চালরাজানমানয়িষ্যামহে গৃহম্।
অন্যং রাজানমাধায় পঞ্চালেষু নরেশ্বরম্ ॥ ৮
ঘাতয়িষ্যাম নৃপতিং পাঞ্চালং সশিখণ্ডিনম্ ॥ ৯
তং তথাভূতমাজ্ঞায় পুনর্দূতান্নরাধিপঃ।
প্রাহ্বাপয়ৎ পার্থিবায় নিষ্ঠুরীতি স্থিরো ভব ॥ ১০

ভীষ্ম উবাচ।

স হি প্রকৃত্যা বৈ ভীতঃ কিল্বিষী চ নরাধিপঃ।
ভয়ং তীব্রমনুপ্রাপ্তো দ্রুপদঃ পৃথিবীপতিঃ ॥ ১১
বিসৃজ্য দূতান্ দাশার্ণে দ্রুপদঃ শোকমূর্চ্ছিতঃ।
সমেত্য ভার্য্যাং রহিতে বাক্যমাহ নরাধিপঃ ॥ ১২
ভয়েন মহতাবিষ্টো হৃদি শোকেন চাতুরঃ।
পাঞ্চালরাজো দয়িতাং মাতরং বৈ শিখণ্ডিনঃ ॥ ১৩

নবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[হিরণ্যবর্ম্মার আক্রমণের ভয়ে ভীত দ্রুপদকর্ত্তৃক রাজ্ঞীর নিকট সঙ্কটনিবারণের উপায় জিজ্ঞাসা।]

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজন্! দূত এই কথা বলিলে দূত চোরের ন্যায় প্রথমে দ্রুপদের মুখ হইতে কোন কথাই বাহির হইল না ॥ ১

তিনি মধুরভাষী দূতগণের দ্বারা এই সংবাদ জানাইলেন যে, আমি প্রতারণা করিয়াছি—ইহা নহে। এইভাবে সম্বন্ধযুক্ত রাজা দশার্ণকে জানাইবার জন্য দ্রুপদ দূতকে প্রেরণ করিলেন ॥ ২

রাজা হিরণ্যবর্ম্মা পুনরায় যখন সংবাদ লইয়া যথার্থভাবে জানিতে পারিলেন যে, পাঞ্চালরাজের পুত্রী শিখণ্ডিনী কন্যা, তখন তিনি আরও রোষাবিষ্ট হইয়া অত্যন্ত ব্যগ্রতার সহিত দ্রুপদকে আক্রমণ করিবার জন্য নিশ্চয় করিলেন ॥ ৩

তারপর রাজা হিরণ্যবর্ম্মা ধাত্রীদিগের বাক্যানুসারে রাজা দ্রুপদকর্ত্তৃক এরূপ প্রতারিত হইবার সংবাদ অমিততেজস্বী সমস্ত রাজাদিগের নিকট প্রেরণ করিলেন ॥ ৪

ভারত! অতঃপর নৃপশ্রেষ্ঠ হিরণ্যবর্ম্মা সৈন্যসংগ্রহ করিয়া রাজা দ্রুপদের উপর আক্রমণের জন্য নিশ্চয় করিলেন ॥ ৫

রাজেন্দ্র! অনন্তর রাজা হিরণ্যবর্ম্মা মন্ত্রিগণের সহিত বসিয়া পরামর্শ করিতে লাগিলেন যে, পাঞ্চালরাজের সহিত আমার কিরূপ ব্যবহার করা উচিত ॥ ৬

সেই স্থানে মহাত্মা সেই রাজগণ এই নিশ্চয় ঘোষণা করিলেন —রাজন্! যদি এ বিষয় সত্য বলিয়া জানা যায় যে, শিখণ্ডী প্রকৃতপক্ষে পুত্র নহে, কন্যা, তবে আমরা পাঞ্চালরাজকে বন্দী করিয়া নিজ গৃহে লইয়া আসিব এবং পাঞ্চালদেশের রাজ্যে অন্য কাহাকেও বসাইয়া শিখণ্ডীর সহিত দ্রুপদকে বধ করিব ॥ ৭-৯

তারপর দূতের মুখে সেই বৃত্তান্ত সত্য বলিয়া জানিয়া রাজা হিরণ্যবর্ম্মা দ্রুপদের নিকট দূত পাঠাইলেন। স্থির হও (সাবধান হও), আমি কিছু দিনের মধ্যেই তোমাকে সংহার করিব ॥ ১০

ভীষ্ম বলিলেন,—রাজা দ্রুপদ তখন স্বভাবতঃ ভীরু ছিলেন। তাহার উপর তিনি দোষ করিয়া ফেলিয়া ছিলেন। সেইজন্য ভূপতি দ্রুপদ অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন ॥ ১১

রাজা দ্রুপদ দশার্ণরাজের নিকট দূতগণকে প্রেরণ করত শোকাভিভূত হইয়া নির্জন স্থানে ভার্য্যার সহিত মিলিত হইলেন এবং তাহাকে বলিলেন ॥ ১২

অত্যন্ত ভয়ে আবিষ্ট এবং শোকে পীড়িত পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ স্বীয় প্রিয় পত্নী শিখণ্ডীর মাতাকে তখন এই কথা বলিলেন ॥ ১৩

অভিধাস্যতি মাং কোপাৎ সমন্ধী মুমহাবলঃ।
হিরণ্যবর্মা নৃপতিঃ কর্ষমাণো বরূথিনীম্ ॥ ১৪
কিমিদানীং করিষ্যাবো মূঢ়ো বতাসিমাং প্রতি।
শিখণ্ডী কিল পুত্রস্তে কন্যেতি পরিশঙ্কিতঃ ॥ ১৫
ইতি সঞ্চিন্ত্য বহুশ সমিত্রঃ সবলানুগঃ।
বঞ্চিতোঽস্মীতি মধানো মাং কিলোদ্ধর্তুমিচ্ছতি ॥ ১৬
কিমত্র তথ্যং সুশ্রোণি মিথ্যা কিং ব্রূহি শোভনে।
শ্রুত্বা হ্যস্তু শুভং বাক্যং সংবিধাস্যাম্যহং তথা ॥ ১৭
অহং হি সংশয়ং প্রাপ্তো বালা চেয়ং শিখণ্ডিনী।
দ্বয়ং রাজ্ঞি মহৎ কৃচ্ছ্রং সম্প্রাপ্তা বরবর্ণিনি ॥ ১৮
সা ত্বং সর্ববিমোক্ষায় তত্ত্বমাখ্যাহি পৃচ্ছতঃ।
তথা বিদধ্যাং সুশ্রোণি কৃতামাপ শুচিস্মিতে ॥ ১৯
শিখণ্ডিনি চ মা ত্বৈতৎ বিদ্যাত্তে তত্র তত্ত্বতঃ।
কৃপণ্যাহং বরারোহে বঞ্চিতঃ পুত্রধর্মতঃ ॥ ২০
ময়া দাশার্ণকো রাজা বঞ্চিতঃ স মহীপতিঃ।
তদাচক্ষ্ব মহাভাগে বিধাস্যে-ঽত্র যদ্ধিতম্ ॥ ২১
জানতা হি নরেন্দ্রেণ খ্যাপনার্থং পরস্য বৈ।
প্রকাশং চোদিতা দেবী প্রত্যুবাচ মহীপতিম্ ॥২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি অম্বোপাখ্যানপর্বণি দ্রুপদপ্রশ্নে
নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯০

দেবি! আমার মহাবলশালী সম্বন্ধী হিরণ্যবর্মা ক্রোধবশতঃ বীর বিশাল সৈন্যবাহিনী সহিত আমার উপর আক্রমণ করিবেন ॥ ১৪

এখন আমরা দুইজনে কি করিব? এই কন্যার বিষয় লইয়া আমরা উভয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছি। দশার্ণরাজের মনে এই কথা দৃঢ় মূল হইয়া গিয়াছে যে, শিখণ্ডী তোমার পুত্র নহে, কন্যা ॥ ১৫

এইরূপ চিন্তা করিয়া তিনি মনে করিতেছেন যে, আমার সহিত দ্রুপদ প্রতারণা করিয়াছে, সেইজন্য তিনি মিত্র, সৈন্য ও সেবকগণের সহিত আসিয়া আমাকে উৎপাটিত করিতে চাহিতেছেন। সুশ্রোণি! এখানে কি সত্য ও কি মিথ্যা? শোভনে! এই বিষয়ে তুমি তাহা বল। তোমার মুখ হইতে নির্গত শুভ বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি তাহাই অনুষ্ঠান করিব ॥ ১৬-১৭

রাজ্ঞী! আমার জীবন সংশয়াপন্ন। এই শিখণ্ডিনীও বালিকা। সুন্দরি! তুমিও মহাসঙ্কটে পতিত হইয়াছ ॥ ১৮

সুশ্রোণি! আমি জিজ্ঞাসা করিতেছি—সকল সঙ্কট হইতে মুক্তি পাইবার জন্য তুমি যথার্থ উপায় বল। পবিত্র হাস্যময়ি! আমি সেই উপায় অতি সত্বর কার্যে পরিণত করিব ॥ ১৯

সুন্দরাঙ্গি! তুমি শিখণ্ডীর বিষয়ে ভয় করিও না। আমি যথাবলতঃ সেই কার্য অবশ্যই করিব, যাহা আমাদের পক্ষে হিতকর হইবে। আমি স্বয়ং পুত্রধর্ম হইতে বঞ্চিত হইলাম ॥ ২০

এবং আমি দশার্ণদেশের অধিপতি মহারাজ হিরণ্যবর্মাকেও বঞ্চিত করিয়াছি। অতএব মহাভাগে! এইরূপ অবস্থায় তোমার দৃষ্টিতে যাহা হিতকর কার্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, তাহা বল। আমি উহার অনুষ্ঠান করিব ॥ ২১

যদিও রাজা দ্রুপদ সব কিছুই জানিতেন, তথাপি অপরের নিকট নিজের নির্দোষতা খ্যাপনের জন্য মহারাণীর সমীপে এ বিষয়ে স্পষ্ট ভাষায় জিজ্ঞাসা করিলেন। তিনি প্রশ্ন করিলে মহারাণী দ্রুপদিকে বলিলেন ॥ ২২

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত অম্বোপাখ্যানপর্বে
দ্রুপদের প্রশ্নবিষয়ক নবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দ্রুপদপত্নী উত্তরদানন্, দ্রুপদদ্বা নগররক্ষাব্যবস্থা তথা দেবারাধনম্, বনং গত্বা শিখণ্ডিন্যাঃ 'স্থূণাকর্ণ' নামকং যক্ষং প্রতি স্বীয়দুঃখনিবারণায় প্রার্থনঞ্চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

ততঃ শিখণ্ডিনো মাতা যথাতত্ত্বং নরাধিপ।
আচচক্ষে মহাবাহো তস্যৈ কন্যাং শিখণ্ডিনীম্॥ ১
অপুত্রয়া ময়া রাজন্ সপত্নীনাং ভয়াদিদম্।
কন্যা শিখণ্ডিনী জাতা পুরুষো বৈ নিবেদিতা॥ ২
ত্বয়া চৈব নরশ্রেষ্ঠ তদ্মে প্রীত্যানুমোদিতম্।
পুত্রকর্ম কৃতং চৈব কন্যায়াঃ পার্থিবর্ষভ॥ ৩
ভার্য্যা চোঢ়া ত্বয়া রাজন্ দশার্ণাধিপতেঃ সুতা।
ময়া চ প্রত্যভিহিতঃ দেববাক্যার্থদর্শনাৎ।
কন্যা ভূত্বা পুমান্ ভাবীত্যেবং চৈতদুপেক্ষিতম্॥ ৪
এতচ্ছ্রুত্বা দ্রুপদো যজ্ঞসেনঃ
সর্বং তত্ত্বং মহদ্বিদ্বো নিবেদ্য।
মন্ত্রং রাজা মন্ত্রয়ামাস রাজন্
যথাযুক্তং রক্ষণে বৈ প্রজানাম্॥ ৫
সম্বন্ধকং চৈব সমর্থ্য তস্মিন্
দাশার্ণকে বৈ নৃপতৌ নরেন্দ্র।
স্বয়ং কৃত্বা বিপ্রলম্ভং যথাবৈ-
ন্মৈকাগ্র্যো নিশ্চয়ং বৈ জগাম॥ ৬
স্বভাবগুপ্তং নগরমাপৎকালে তু ভারত।
গোপয়ামাস রাজেন্দ্র সর্বতঃ সমলঙ্কৃতম্॥ ৭
আর্তিঞ্চ পরমাং রাজা জগাম সহ ভার্যয়া।
দশার্ণপতিনা সার্ধং বিরোধে ভরতর্ষভ॥ ৮
কথং সম্বন্ধিনা সার্ধং ন মে স্যাদ্ বিগ্রহো মহান্।
ইতি সঞ্চিন্ত্য মনসা দেবতামর্চয়ং তদা॥ ৯
তং তু দৃষ্ট্বা তদা রাজন্ দেবী দেবপরং তদা।
অর্চাং প্রযুঞ্জানমথো ভার্যা বচনমব্রবীৎ॥ ১০

একনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[দ্রুপদপত্নীর উত্তরদান, দ্রুপদকর্তৃক নগর রক্ষার ব্যবস্থা ও দেবারাধন এবং বনগমন করত শিখণ্ডিনীর স্থূণাকর্ণনামক যক্ষকে স্বীয় দুঃখনিবারণের জন্য প্রার্থনা।]

ভীষ্ম বলিলেন,—মহাবাহো নরাধিপ! তারপর শিখণ্ডীর মাতা স্বীয় পতিকে যথার্থ রহস্য বলিতে যাইয়া কহিলেন,—শিখণ্ডী পুত্র নহে, শিখণ্ডিনীনাম্নী কন্যা। ১

রাজন্! আমি পুত্রহীনা বলিয়া সপত্নীগণের ভয়ে এই কন্যা শিখণ্ডিনী জন্ম গ্রহণ করিলেও তাহাকে পুত্রস্বরূপেই পরিচয় দিয়াছি। ২

নরশ্রেষ্ঠ! আপনিও প্রীতিবশতঃ আমার এই বিষয়টি অনুমোদন করিয়াছেন এবং মহারাজ! কন্যা হইলেও আপনি তাহার পুত্রোচিত সংস্কার কর্ম করিয়াছেন। ৩

রাজন্! আমার কথারই উপর বিশ্বাস করিয়া আপনি দশার্ণরাজের কন্যাকে ইহার পত্নীরূপে বরণ করিয়া বিবাহ দিয়াছেন। মহাদেবের বরদানবাক্য দৃষ্টি রাখিয়া আমি ইহাকে পুত্ররূপে ঘোষণা করিয়াছি। মহাদেব বলিয়াছিলেন—প্রথমে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করিয়া পরে সে পুত্ররূপে পরিবর্তিত হইবে। সেইজন্যই এই বর্তমান সঙ্কট উপেক্ষা করা হইয়াছে। ৪

এই কথা শুনিয়া দ্রুপদ যজ্ঞসেন মন্ত্রীকে যথাযথভাবে সব কথা বলিলেন। রাজন্! তারপর দ্রুপদের রক্ষার জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করা উচিত, তাহার জন্য তিনি পুনরায় মন্ত্রিগণের সহিত গুপ্ত মন্ত্রণা করিলেন। ৫

নরেন্দ্র! যদিও রাজা দ্রুপদ স্বয়ংই বরণ করিয়াছিলেন, তথাপি দশার্ণরাজের সহিত সম্বন্ধ ও প্রীতিপূর্ণভাব অক্ষুণ্ণ রাখিবার ইচ্ছায় তিনি একাগ্রচিত্তে মন্ত্রণা করিতে করিতে এক সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন। ৬

ভরতনন্দন রাজেন্দ্র! যদিও সেই নগর স্বভাবতই সুরক্ষিত ছিল, তথাপি এই বিপত্তির সময় উহাকে সর্বপ্রকারে সুসজ্জিত করিয়া রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করিলেন। ৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! দশার্ণরাজের সহিত বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় রাণীসহ রাজা দ্রুপদের অত্যন্ত কষ্ট হইল। ৮

আমার সম্বন্ধীর সহিত মহাযুদ্ধ কিভাবে না হইতে পারে, এই বিষয়টি মনে মনে বিশেষভাবে চিন্তা করিয়া তিনি সেই সময় দেবগণের অর্চনা আরম্ভ করিলেন। ৯

রাজন্! তখন রাজা দ্রুপদকে দেব আরাধনায় তৎপর দেখিয়া মহারাণী দেবপূজানিরত রাজাকে এই কথা বলিলেন। ১০

দেবানাং প্রতিপত্তিশ্চ সত্যা সাধুমতা সদা।
কিমু দুঃখার্ণবং প্রাপ্য তস্মাদর্চয়তাং গুরূন্ ॥ ১১
দৈবতানি চ সর্বাণি পূজ্যন্তাং ভূরিদক্ষিণম্।
অয়ন্ত্রাশ্চাপি দুয়ন্তাং দাশার্ণপ্রতিবেধনে ॥ ১২
অযুদ্ধেন নিবৃত্তিশ্চ মনসা চিন্তয় প্রভো।
দেবতানাং প্রসাদেন সর্বমেতদ্ ভবিষ্যতি ॥ ১৩
মন্ত্রিভির্মন্ত্রিকং সার্ধং ত্বয়া পৃথুললোচন।
পুরস্যাস্যাবিনাশায় যচ্চ রাজংস্তথা কুরু ॥ ১৪
দৈবং হি মানুষোপেতং ভূশং সিধ্যতি পার্থিব।
পরস্পরবিরোধীহি সিদ্ধিরস্তি ন চৈতয়োঃ ॥ ১৫
তস্মাদ্ বিধায় নগরে বিধানং সচিবৈঃ সহ।
অর্চস্ব যথাকামং দৈবতানি বিশাম্পতে ॥ ১৬
এবং সম্ভাষমাণৌ তু দৃষ্ট্বা শোকপরায়ণৌ।
শিখণ্ডিনী তদা কন্যা ব্রীড়িতেব তপস্বিনী ॥ ১৭

ততঃ সা চিন্তয়ামাস মৎকৃতে দুঃখিতাবুভৌ।
ইত্যবিত্তি ততশ্চক্রে মতিং প্রাণবিনাশনে ১৮
এবং সা নিশ্চয়ং কৃত্বা ভৃশং শোকপরায়ণা।
নির্জগাম গৃহাৎ ত্যক্ত্বা গহনং নির্জনং বনম্ ॥ ১৯
যক্ষেণাধিষ্ঠিতা রাজন্ স্থূণাকর্ণেন পালিতম্।
তস্মাদেব চ জনো বিসর্জয়তি তদ্ বনম্ ॥ ২০
তত্র চ স্থূণভবনং সুধাধূস্তিকলেপনম্।
লাজোল্লাপিকধূমাঢ্যমুচ্চপ্রাকারতোরণম্ ॥ ২১
তৎ প্রবিশ্য শিখণ্ডী সা দ্রুপদস্যাত্মজা নৃপ।
অনশ্নানা বহূন্তিথং শরীরমুদশোষয়ৎ ॥ ২২
দদর্শ তাং যক্ষঃ স্থূণো মার্দবসংবৃতঃ।
কিমর্থোঽয়ং তবারম্ভঃ করিষ্যে ব্রূহি মা চিরম্ ॥ ২৩
অশক্যমিতি সা যক্ষং পুনঃ পুনরুবাচ হ।
করিষ্যামীতি বৈ ক্ষিপ্রং প্রত্যুবাচাথ গুহ্যকঃ ॥ ২৪

দেবগণের আরাধনা সজ্জন পুরুষের পক্ষে সদা সত্য (উত্তম) উপায়। যে ব্যক্তি দুঃখসাগরে নিমজ্জিত হইয়াছেন, তাহার পক্ষে আর এবিষয়ে বলিবার আর কি আছে? অতএব আপনি গুরুজনগণের এবং সমস্ত দেবতাবৃন্দের পূজা করুন, ব্রাহ্মণগণকে প্রচুর দক্ষিণাদান করুন এবং দশার্ণরাজকে প্রতিরোধ করিবার জন্য অগ্নি সকলের হোম করুন। ১১-১২

প্রভো! আপনি মনে মনে এই চিন্তাই করুন যে, দশার্ণরাজ যুদ্ধ না করিয়াই প্রত্যাবর্তন করুন। দেবতাগণের কৃপাপ্রসাদে এই সব কিছুই সম্পন্ন হইয়া যাইবে ॥ ১৩

বিশাললোচন নরেন্দ্র! আপনি এই নগরের রক্ষার জন্য মন্ত্রিগণের সহিত যে মন্ত্রণা করিয়াছেন, তাহাই নিষ্পাদন করুন। ১৪

ভূপাল! পুরুষার্থসংযোগে দৈব বিশেষরূপে ফলপ্রদ হইয়া থাকে। দৈব ও পুরুষার্থ পরস্পর বিরোধিতা করিলে উভয়ই ফলপ্রদান করিতে সমর্থ হয় না। ১৫

রাজন্! অতএব আপনি মন্ত্রিমণ্ডলীর সহিত নগররক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়া ইচ্ছানুসারে দেবগণের অর্চনা করুন ॥ ১৬

এইভাবে দুইজনকে শোকমগ্ন হইয়া কথাবার্তা বলিতে দেখিয়া তপস্বিনী কন্যা শিখণ্ডিনী লজ্জিত হইয়া এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিল—এই আমার মাতা ও পিতা আমার জন্য দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছেন। এইরূপ চিন্তা করিয়া সেই কন্যা নিজ প্রাণত্যাগ করিতে স্থির করিল ॥ ১১-১৮

এইভাবে জীবনকে নষ্ট করিয়া দিবার নিশ্চয় করিয়া সেই কন্যা অত্যন্ত শোকাতুর হইয়া পড়িল। তারপর গৃহত্যাগ করত নির্জন ও গহন বনে চলিয়া যাইল ॥ ১৯

রাজন্! সেই বন মনুষ্যশূন্য যক্ষ স্থূণাকর্ণ কর্তৃক সুরক্ষিত ছিল। ইহার ভয়ে সাধারণ মানুষ সেই বনে যাতায়াত বন্ধ করিয়া দিয়াছিল ॥ ২০

এই বনের মধ্যে স্থূণাকর্ণের চুনকাম করা ও মৃত্তিকালেপন করা বিশাল ভবন ছিল। এই ভবনের প্রাচীর ও তোরণ (বহির্দ্বার) অতিশয় উচ্চ ছিল। এই ভবনের চারিদিক্ হইতে বিভার মূল, চন্দন ও ধূপের সুগন্ধ নিঃসৃত হইতেছিল ॥ ২১

নৃপ! ঐ ভবনে প্রবেশ করিয়া দ্রুপদকন্যা শিখণ্ডিনী বহুদিন উপবাস করত শরীরকে শুষ্ক করিতে লাগিল ॥ ২২

স্থূলাকর্ণ যক্ষ তাহাকে সেইরূপ অবস্থায় দেখিতে পাইলেন। তাহাকে দেখিয়াই তাঁহার মনে কোমলভাব উদয় হইল। তখন তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভদ্রে! তোমার এই উপবাস ব্রত কিসের জন্য? নিজ প্রয়োজন শীঘ্র বল। আমি উহা পূর্ণ করিব ॥ ২৩

এই কথা শুনিয়া সেই কন্যা যক্ষকে বলিল—আমার অভিলাষ পূর্ণ করা আপনার পক্ষে অসম্ভব। তখন যক্ষ পুনঃ পুনঃ তাহাকে বলিলেন—আমি তোমার অভিলাষ অবশ্যই পূর্ণ করিব ॥ ২৪

ধনেশ্বরস্যানুচরো বরদোঽস্মি নৃপাত্মজে।
অদেয়মপি দাস্যামি ব্রূহি যৎ তে বিবক্ষিতম্॥ ২৫
ততঃ শিখণ্ডী তৎ সর্বমবিলেন ন্যবেদয়ৎ।
তস্মৈ যক্ষপ্রধানায় স্থূণাকর্ণায় ভারত॥ ২৬

শিখণ্ড্যুবাচ।

অপুত্রো মে পিতা যক্ষ ন চিরায়াশমেষ্যতি।
অভিযাস্যতি সক্রোধো দশার্ণাধিপতির্হি তম্॥ ২৭
মহাবলো মহোৎসাহঃ সহেমকবচো নৃপঃ।
তস্মাদ্ রক্ষস্ব মাং যক্ষ মাতরং পিতরঞ্চ মে॥ ২৮
প্রতিজ্ঞাতো হি ভবতা দুঃখপ্রতিশমো মম।
ভবেয়ং পুরুষো যক্ষ ত্বৎপ্রসাদাদনিন্দিতঃ॥ ২৯
যাবদেব স রাজা বৈ নোপয়াতি পুরং মম।
তাবদেব মহাযক্ষ প্রসাদং কুরু গুহ্যক॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াম্-উদ্যোগপর্বণি অম্বোপাখ্যানপর্বণি স্থূণাকর্ণসমাগমে একনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ॥

রাজকন্যে! আমি কুবেরের সেবক, তাই আমার বরদান করিবার শক্তি আছে, তোমার যাহা ইচ্ছা, বল। আমি তোমাকে অদেয় বস্তুও প্রদান করিব॥ ২৫

ভরতনন্দন! তখন শিখণ্ডী সেই যক্ষপ্রধান স্থূণাকর্ণকে নিজের সমস্ত বৃত্তান্ত বিস্তারের সহিত নিবেদন করিল॥ ২৬

শিখণ্ডিনী বলিল—যক্ষ! আমার পুত্রহীন পিতা বিপদাপন্ন হইয়াছেন, সুতরাং শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হইবেন, কারণ, দশার্ণরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার উপর আক্রমণ করিবেন॥ ২৭

সেই সুবর্ণময় কবচভূষিত দশার্ণরাজ মহাবলবান্ ও মহা-উৎসাহশালী। যক্ষ! অতএব আপনি আমার মাতা, পিতা ও আমাকে তাঁহার নিকট হইতে রক্ষা করুন॥ ২৮

গুহ্যক! মহাযক্ষ! আপনি আমার দুঃখ নিবারণের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। আমি চাই যে, আপনার কৃপায় আমি এক শ্রেষ্ঠ পুরুষ হইয়া যাই যতক্ষণ না রাজা হিরণ্যবর্মা আমাদের নগরের উপর আক্রমণ করেন, সেই কালের মধ্যেই আপনি আমাকে কৃপা করুন॥ ২৯-৩০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত অম্বোপাখ্যানপর্বে স্থূণাকর্ণের সহিত শিখণ্ডীর সাক্ষাৎকারবিষয়ক একনবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত

দ্বিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[শিখণ্ডিনঃ পুরুষত্বপ্রাপ্তিঃ, দ্রুপদস্য হিরণ্যবর্ম্মণশ্চ সন্তোষঃ, স্থূণাকর্ণায় কুবেরস্য শাপপ্রদানম্, শিখণ্ডিনং ন হনিষ্যামীতি ভীষ্মস্য প্রতিজ্ঞা চ।]

ভীষ্ম উবাচ।

শিখণ্ডিবাক্যং শ্রুত্বাথ স যক্ষো ভরতর্ষভ।
প্রোবাচ মনসা চিন্ত্য দৈবেনোপনিপীড়িতঃ॥ ১
ভবিতব্যং তথা তদ্ধি মম দুঃখায় কৌরব।
ভদ্রে কামং করিষ্যামি সময়ং তু নিবোধ মে॥ ২
(যং তে পুংস্ত্বং প্রদাস্যামি স্ত্রীত্বং ধারয়িতাস্মি তে)
কিঞ্চিৎ কালান্তরে দাস্যে পুংলিঙ্গং স্বমিদং তব।
আগন্তব্যং ত্বয়া কালে সত্যং চৈব বদস্ব মে॥ ৩

দ্বিনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[শিখণ্ডীর পুরুষত্বপ্রাপ্তি, দ্রুপদ ও হিরণ্যবর্মার সন্তোষলাভ, স্থূণাকর্ণকে কুবেরের অভিশাপপ্রদান এবং শিখণ্ডীকে বিনাশ না করিবার জন্য ভীষ্মের প্রতিজ্ঞা।]

ভীষ্ম বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ কৌরব! শিখণ্ডিনীর এই কথা শুনিয়া দৈবপীড়িত যক্ষ স্থূণাকর্ণ মনে মনে চিন্তা করিয়া বলিলেন,—ভদ্রে! তুমি যাহা বলিলে, তাহাই হইবে। যদিও ইহা আমারপক্ষে অত্যন্ত দুঃখের কারণ হইবে, তথাপি আমি তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিব। এ বিষয়ে আমার যাহা বক্তব্য, তাহা তুমি শ্রবণ কর। আমি তোমাকে আমার পুরুষত্ব প্রদান করিব এবং তোমার স্ত্রীত্বকে আমি ধারণ করিব; কিন্তু কিছুকালের জন্যই আমি আমার পুরুষত্ব তোমাকে প্রদান করিব। সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তুমি আমার পুরুষত্বকে ফিরাইয়া দিবার জন্য এখানে আসিবে। ইহার জন্য তুমি সত্য বাক্যপ্রদান কর॥ ১-৩

প্রভুঃ সঙ্কল্পসিদ্ধোঽস্মি কামচারী বিহঙ্গমঃ।
মৎপ্রসাদাৎ পুরং চৈব ত্রাহি বন্ধূংশ্চ কেবলম্ ॥ ৪
স্ত্রীলিঙ্গং ধারয়িষ্যামি তবেষ্টং পার্থিবাত্মজে।
সত্যং মে প্রতিজানীহি করিষ্যামি প্রিয়ং তব ॥ ৫

শিখণ্ডিন্যুবাচ।

প্রতিজানামি ভগবন্ পুংলিঙ্গং তব সুব্রত।
কিঞ্চিৎ কালান্তরং স্ত্রীত্বং ধারয়স্ব নিশাচর ॥ ৬
প্রতিযাতে দশার্ণে তু পার্থিবে হেমবর্মণি।
কন্যৈব হি ভবিষ্যামি পুরুষস্ত্বং ভবিষ্যসি ॥ ৭

ভীষ্ম উবাচ।

ইত্যুক্ত্বা সময়ং তত্র চক্রাতে তাবুভৌ নৃপ।
অন্যোঽন্যস্যাভিসন্দেহে তৌ সংক্রাময়তাং ততঃ ॥ ৮
স্ত্রীলিঙ্গং ধারয়ামাস সুণাযক্ষোঽথ ভারত।
যক্ষরূপঞ্চ তদ্ দীপ্তং শিখণ্ডী প্রত্যপদ্যত ॥ ৯
ততঃ শিখণ্ডী পাঞ্চাল্যঃ পুংস্ত্বমাসাদ্য পার্থিব।
বিবেশ নগরং হৃষ্টঃ পিতরঞ্চ সমাসদৎ ॥ ১০
যথাবৃত্তং তু তৎ সর্বমাচখ্যৌ দ্রুপদস্য তৎ।
দ্রুপদস্তস্য তচ্ছ্রুত্বা হর্ষমাহারয়ৎ পরম্ ॥ ১১
সভার্য্যস্তচ্চ সস্মার মহেশ্বরবচস্তদা।
ততঃ সম্প্রেষয়ামাস দশার্ণাধিপতের্নৃপঃ ॥ ১২
পুরুষোঽয়ং মম সুতঃ প্রত্যেতাং মে ভবানিতি।
অথ দাশার্ণকো রাজা সহসাভ্যাগমৎ তদা ॥ ১৩
পাঞ্চালরাজং দ্রুপদং দুঃখশোকসমন্বিতঃ।
ততঃ কাম্পিল্যমাসাদ্য দশার্ণাধিপতিস্ততঃ ॥ ১৪
প্রেষয়ামাস সংকৃত্য দূতং ব্রহ্মবিদাং বরম্।
ব্রূহি মদ্বচনাদ্ দূত পাঞ্চাল্যং তং নৃপাধমম্ ॥ ১৫
যস্মে কন্যাং স্বকন্যার্থে বৃতবানসি দুর্মতে।
ফলং তস্যাবলেপস্য দ্রক্ষ্যস্যদ্য ন সংশয়ঃ ॥ ১৬
এবমুক্তশ্চ তেনাসৌ ব্রাহ্মণো রাজসত্তম।
দূতঃ প্রয়াতো নগরং দাশার্ণনৃপচোদিতঃ ॥ ১৭

আমি সিদ্ধসঙ্কল্প, কামচারী, ইচ্ছানুসারে ভ্রমণ বিচরণ করিতে সমর্থ এবং আকাশেও চলিতে পারি। তুমি আমার কৃপায় কেবল স্বীয় নগর ও বন্ধু-বান্ধবগণকে রক্ষা কর ॥ ৪

রাজকুমারি! এইভাবে আমি তোমার স্ত্রীত্ব ধারণ করিব, তোমার কার্য্য পূর্ণ হইলে তুমি আমার পুরুষত্ব ফিরাইয়া দিবার জন্য আমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা কর, তবে আমি তোমার প্রিয় কার্য্য করিব ॥ ৫

শিখণ্ডিনী বলিল,—ভগবন্! আমি আপনার এই পুরুষত্ব যথাসময়ে ফিরাইয়া দিব। নিশাচর! আপনি কিছু কালের জন্য আমার এই স্ত্রীত্ব ধারণ করুন ॥ ৬

দশার্ণদেশের রাজা হিরণ্যবর্ম্মা ফিরিয়া যাইলে আমি পুনরায় কন্যাই হইব এবং আপনি পূর্ব্ববৎ পুরুষ হইবেন ॥ ৭

ভীষ্ম বলিলেন,—নৃপ! এই কথা বলিয়া তাহারা উভয়ে প্রতিজ্ঞা করিল এবং উভয়েই পরস্পরের দেহে নিজ নিজ স্ত্রীত্ব ও পুরুষত্ব সঞ্চারণ করিয়া দিল। ভারত! সুণাকর্ণ যক্ষ সেই শিখণ্ডিনীর স্ত্রীত্ব ধারণ করিল এবং শিখণ্ডিনী যক্ষের কান্তিমান্ পুরুষত্ব প্রাপ্ত হইল ॥ ৮-৯

রাজন্! এইরূপে পুরুষত্ব পাইয়া পাঞ্চালরাজকুমার শিখণ্ডী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া নগরে প্রবেশ করিল এবং স্বীয় পিতার সহিত মিলিত হইল ॥ ১০

সে যাবতীয় বৃত্তান্ত যেভাবে ঘটিয়াছিল, তৎ সমস্তই রাজা দ্রুপদকে বলিল। তাহার এই কথা শুনিয়া রাজা দ্রুপদের অপার আনন্দ হইল ॥ ১১

তখন ভার্য্যা সহ রাজা দ্রুপদের ভগবান্ মহেশ্বরের দেওয়া বরের কথা স্মরণ হইল। তৎপরে রাজা দ্রুপদ দশার্ণরাজের নিকট দূত পাঠাইলেন এবং জানাইলেন যে, আমার পুত্র পুরুষ। আপনি আমার এই কথায় বিশ্বাস করুন।

এদিকে দুঃখ ও শোকে অভিভূত হইয়া দশার্ণরাজ সহসা পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের উপর আক্রমণ করিলেন।

কাম্পিল্যনগরের নিকট উপস্থিত হইয়া দশার্ণরাজ হিরণ্যবর্ম্মা ব্রহ্মজগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এক ব্রাহ্মণকে অভ্যর্থনা করিয়া দূতরূপে দ্রুপদের নিকট পাঠাইলেন।

তিনি বলিয়া দিলেন—দূত! আমার কথানুসারে নৃপাধম সেই পাঞ্চালরাজকে বলিবে—দুর্মতে! তুমি নিজ কন্যার জন্য যে আমার কন্যাকে বরণ করিয়াছ, সেই প্রতারণার ফল আজ তোমাকে দেখিতে হইবে, ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ১২-১৬

নৃপশ্রেষ্ঠ! দশার্ণরাজের নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়া এবং তাঁহারই প্রেরণায় দূতরূপে সেই ব্রাহ্মণ কাম্পিল্যনগরে আসিলেন ॥ ১৭

তত আসাদয়ামাস পুরোধা দ্রুপদঃ পুরে।
তস্মৈ পাঞ্চালকো রাজা পাদ্যার্ঘ্যে সুসংকৃতম্ ॥ ১৮
প্রাপয়ামাস রাজেন্দ্র সহ তেন শিখণ্ডিনা।
তাং পূজাং নাভ্যনন্দৎ স বাক্যং চেদমুবাচ হ ॥ ১৯
যদুক্তং তেন বীরেণ রাজ্ঞা কাঞ্চনবর্মণা।
বং তেহহমধমাচার দুহিত্রাস্মাভিবঞ্চিতঃ ॥ ২০
তস্য পাপস্য করণাৎ ফলং প্রাপ্নুহি দুর্মতে।
যেহি যুদ্ধং নরপতে মমাদ্য রণমূর্ধনি ॥ ২১
উদ্ধরিষ্যামি তে সদ্যঃ সামাত্যসুতবান্ধবম্।
তদুপালম্ভসংযুক্তং শ্রাবিতঃ কিল পার্থিবঃ ॥ ২২
দশার্ণপতিনা চোক্তো মন্ত্রিমধ্যে পুরোধসা।
অভবদ্ ভরতশ্রেষ্ঠ দ্রুপদঃ প্রণয়ান্বিতঃ ॥ ২৩
যদাহ মাং ভবান্ ব্রহ্মন্ সত্যস্তিবচনাদ্ বচঃ।
অন্যোন্যস্য প্রতিবচো দূতো রাজ্ঞে বদিষ্যতি ॥ ২৪
ততঃ সম্প্রেষয়ামাস দ্রুপদোঽপি মহাত্মনে।
হিরণ্যবর্মণে দূতং ব্রাহ্মণং বেদপারগম্ ॥ ২৫
তমাগম্য তু রাজানং দশার্ণাধিপতিঃ তদা।
তদ্ বাক্যমাদদে রাজন্ যদুক্তং দ্রুপদেন হ ॥ ২৬
আগমঃ ক্রিয়তাং বাক্যং কুমারোঽয়ং সুতো মম।
মিথ্যোক্তমুক্তং কেনাপি তদশ্রদ্ধেয়মিত্যুত ॥ ২৭
ততঃ স রাজা দ্রুপদস্য শ্রুত্বা
বিমর্ষযুক্তো ধৃবতীর্বরিষ্ঠাঃ।
সম্প্রেষয়ামাস সুচারুরূপাঃ
শিখণ্ডিনং স্ত্রী পুমান্ বেতি বেত্তুম্ ॥ ২৮
তাঃ প্রেষিতাস্তত্ত্বভাবং বিদিত্বা
প্রীত্যা রাজ্ঞে তচ্ছশংসুর্হি সর্বম্।
শিখণ্ডিনং পুরুষং কৌরবেন্দ্র
দাশার্ণরাজায় মহানুভাবম্ ॥ ২৯
ততঃ কৃত্বা তু রাজা স আগমং প্রীতিমানথ।
সম্বন্ধিনা সমাগম্য হৃষ্টো বাসমুবাস হ ॥ ৩০

নগরে আসিয়া পুরোহিত ব্রাহ্মণ মহারাজ দ্রুপদের সহিত মিলিত হইলেন। পাঞ্চালরাজ তাঁহাকে সম্মানিত করিয়া অর্ঘ্য ও গো প্রদান করিলেন। তাঁহার সহিত রাজকুমার শিখণ্ডীও ছিল। রাজেন্দ্র! পুরোহিত সেই পূজা গ্রহণ করিলেন না এবং তখন এই কথা বলিলেন ॥ ১৮-১৯

রাজন্! বীরবর রাজা হিরণ্যবর্ম্মা যে সংবাদ দিয়াছেন, উহা শ্রবণ করুন। পাপাচারী নৃপ! তোমার কন্যাদ্বারা আমি প্রতারিত হইয়াছি। দুর্মতে! তাহার পাপের ফল আজ তুমি ভোগ কর। নরেশ্বর! যুদ্ধক্ষেত্রে আসিয়া তুমি আজ আমাকে যুদ্ধের সুযোগ দাও ॥ ২০-২১

আমি স্ত্রী, পুত্র ও বন্ধু বান্ধবগণের সহিত তোমাকে উচ্ছেদ করিয়া ফেলিব। এইরূপে পুরোহিত মন্ত্রিগণের মধ্যে উপবিষ্ট রাজা দ্রুপদকে দশার্ণরাজের কথিত সেই তিরস্কারপূর্ণ বাক্য শুনাইলেন।

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন রাজা দ্রুপদ প্রীতিবশতঃ বিনীত হইয়া পড়িলেন এবং এই কথা বলিলেন,—ব্রহ্মন্! আপনি আমার সম্বন্ধী হিরণ্যবর্ম্মার কথানুসারে যে সংবাদ শুনাইলেন, তাহার উত্তর আমার দূত স্বয়ং যাইয়া রাজাকে জানাইবে ॥ ২২-২৪

তারপর দ্রুপদও মহাত্মা হিরণ্যবর্ম্মার নিকটে বেদে পারদর্শী এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে দূতরূপে পাঠাইলেন ॥ ২৫

রাজন্! তিনি দশার্ণরাজের নিকট যাইয়া দ্রুপদ যে সংবাদ দিয়াছিলেন, তাহা তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন ॥ ২৬

রাজন্! আপনি স্বয়ং আসিয়া স্পষ্টরূপে পরীক্ষা করুন যে, আমার এই কুমার পুত্র (কন্যা নহে)। আপনাকে কেহ মিথ্যা করিয়া ইহাকে কন্যারূপে বর্ণনা করিয়াছে, ইহা বিশ্বাস করিবার যোগ্যই নহে ॥ ২৭

তারপর রাজা হিরণ্যবর্ম্মা দ্রুপদের এই কথা শুনিয়া বিচার করত অত্যন্ত মনোহর রূপধারিণী শ্রেষ্ঠ যুবতীগণকে এই বিষয়টি পরীক্ষা করিবার জন্য পাঠাইয়া দিলেন যে, সত্যই শিখণ্ডী পুরুষ কি না? ২৮

কৌরবরাজ! তৎকর্তৃক প্রেরিতা সেই যুবতীগণ প্রকৃত তথ্য জানিয়া রাজা হিরণ্যবর্ম্মাকে অতিশয় আনন্দের সহিত সব কিছু বলিল। তাহারা দশার্ণরাজের মনে এই বিশ্বাস জন্মাইয়া দিল যে, শিখণ্ডী এক মহাপ্রভাবশালী পুরুষ ॥ ২৯

এইরূপে পরীক্ষা করিয়া রাজা হিরণ্যবর্ম্মা অত্যন্ত প্রীতিলাভ করিলেন। তারপর তিনি সম্বন্ধী (বৈবাহিক) দ্রুপদের সহিত মিলিত হইয়া হৃষ্টচিত্তে সেখানে বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৩০

শিখণ্ডিনে চ মুদিতঃ প্রাদাদ্ বিত্তং ধনেশ্বরঃ।
হস্তিনোঽশ্বাংশ্চ গাশ্চৈব দাস্তোঽথ বহুলাস্তথা ॥ ৩১
পূজিতশ্চ প্রতিযযৌ নির্জগ্মুশ্চ তনয়াঃ দ্রুপদস্য হ। ৩১
বিনীতবিধিবৎ প্রীতে হেমবর্মণি পার্থিবে।
প্রতিযাতে দশার্ণে তু হৃষ্টরূপা শিখণ্ডিনী ॥ ৩২
কস্যচিত্ত্বথ কালস্য কুবেরো নরবাহনঃ।
লোকযাত্রাং প্রকুর্বাণঃ স্থূণস্যাগারিবেশনম্ ॥ ৩৩
স তদ্গৃহস্যোপরি বর্তমান
আলোকয়ামাস ধনাধিগোপ্তা।
স্থূণস্য যক্ষস্য বিবেশ বেশ্ম
স্বলঙ্কৃতং মালাগুণৈর্বিচিত্রৈঃ ॥ ৩৪
লাজৈশ্চ গন্ধৈশ্চ তথা বিতানৈ-
রভ্যর্চিতং ধূপনধূপিতঞ্চ।
ধ্বজৈঃ পতাকাভিরলঙ্কৃতঞ্চ
ভক্ষ্যান্নপেয়ান্বিতদক্ষুহোমম্ ॥ ৩৫
তং স্থানং তস্য দৃষ্ট্বা তু সর্বতঃ সমলঙ্কৃতম্।

মণিরত্নসুবর্ণানাং মালাভিঃ পরিপূরিতম্ ॥ ৩৬
নানাকুসুমগন্ধাঢ্যং সিক্তসম্মৃষ্টশোভিতম্।
অথাব্রবীদ্ যক্ষপতিস্তান্ যক্ষানগুহ্যকাংস্তদা ॥ ৩৭
স্বলঙ্কৃতমিদং বেশ্ম স্থূণস্যামিতবিক্রমাঃ।
নোপসর্পতি মাং চৈব কস্মাদদ্য স মন্দধীঃ ॥ ৩৮
যস্মাজ্জানন্ স মন্দাত্মা মামলৌ নোপসর্পতি।
তস্মাৎ তস্মৈ মহাদণ্ডো ধার্যঃ স্যাদিতি মে মতিঃ ॥ ৩৯

যক্ষা ঊচুঃ।

দ্রুপদস্য সুতা রাজন্ রাজ্ঞো জাতা শিখণ্ডিনী।
তস্যা নিমিত্তে কস্মিংশ্চিৎ প্রাদাৎ পুরুষলক্ষণম্ ॥ ৪০
অগ্রহীল্লক্ষণং স্ত্রীণাং স্ত্রীভূতা তিষ্ঠতে গৃহে।
নোপসর্পতি ভেনাসৌ সব্রীড়ঃ স্ত্রীস্বরূপবান্ ॥ ৪১
তস্মাৎ কারণাদ্ রাজন্ স্থূণো ন বাস্ত সর্পতি।
ক্রুধ্য ক্রুর যথান্যায়ং বিমানমিহ তিষ্ঠতাম্ ॥ ৪২
আনীয়তাং স্থূণ ইতি ততো যক্ষাধিপোঽব্রবীৎ।
কর্তাস্মি নিগ্রহং তস্য প্রত্যুবাচ পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৩

রাজা হিরণ্যবর্ণা অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়া স্বীয় জামাতা শিখণ্ডীকে বহু ধন, হস্তী, অশ্ব, গরু ও দাসী প্রদান করিলেন ॥ ৩১

কেবল ইহাই নহে, তাঁহাকে মিথ্যা সংবাদ দেওয়ায় নিজ কন্যাকে তর্জনা করিলেন। তারপর তিনি রাজা দ্রুপদ কর্তৃক সম্মানিত হইয়া প্রত্যাবর্তন করিলেন। মনোমালিন্য পরিহার করত ধনাধিরাজ হিরণ্যবর্ণা প্রীত হইয়া ফিরিয়া যাইলে শিখণ্ডিনী অত্যন্ত হৃষ্ট হইল ॥ ৩২

তারপর এদিকে কিছু কাল পরে নরবাহন কুবের লোকসমূহ অবলোকন করিতে করিতে স্থূণাকর্ণের বাসভবনে আসিলেন ॥ ৩৩

তাহার গৃহের উপরে আকাশমার্গে অবস্থান করত ধনাধ্যক্ষ কুবের উহারূপে তাহাকে দর্শন করিতে লাগিলেন। স্থূণাকর্ণ যক্ষের সেই ভবন বিচিত্র মালাসমূহে সজ্জিত ছিল। উশীরচন্দন ও অগুরু পদার্থের ধূপগন্ধে এই গৃহ সুবাসিত ও চন্দ্রাতপের দ্বারা সুশোভিত ছিল। ইহার চারিদিকেই ধূপের সুগন্ধ বাহির হইতেছিল এবং ধ্বজা ও পতাকাদ্বারা শোভা বর্দ্ধিত হইতেছিল। সেখানে ভক্ষ্য, ভোজ্য, পেয় আদি সমস্ত বস্তু, যাহাদের ঘিয়ের ও গুড় দ্বারা উহারাগ্নিতে হোম করা হইত, উহা প্রস্তুত ছিল। তারপর কুবের সেই ভবনে প্রবেশ করিলেন ॥ ৩৪-৩৫

তাহার বিমানস্থান সর্বপ্রকারে সুসজ্জিত, মণি, রত্ন ও সুবর্ণমালাসমূহে পরিপূর্ণ, বিবিধ পুষ্পসমূহের গন্ধে পরিব্যাপ্ত ছিল এবং তাহার চারিদিকই জলসিক্ত ও মার্জনা করা হইয়াছিল বলিয়া অতিশয় শোভাসম্পন্ন দেখিয়া যক্ষরাজ কুবের স্থূণাকর্ণের সেবকগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—অমিতপরাক্রমী যক্ষগণ! স্থূণাকর্ণের এই ভবন তো সর্বপ্রকারে সুসজ্জিত দেখা যাইতেছে (ইহাতে বুঝা যাইতেছে যে, সে গৃহেই আছে,) তথাপি সেই মূর্খ আমার নিকট আসিতেছে না কেন? ৩৬-৩৮

এই মন্দবুদ্ধি যক্ষ 'আমি আসিয়াছি জানিয়াও' আমার নিকট আসিতেছে না; সেইজন্য তাহাকে তৎক্ষণাৎ দণ্ড করা উচিত—ইহাই আমার সিদ্ধান্ত। যক্ষগণ বলিলেন—রাজন্! রাজা দ্রুপদের শিখণ্ডিনী নাম্নী এক কন্যা জন্মিয়াছে। তাহাকেই কোন এক বিশেষ কারণ বশতঃ স্থূণাকর্ণ নিজের পুরুষত্ব দান করিয়াছেন্ এবং তাহার স্ত্রীত্ব নিজে গ্রহণ করিয়াছেন। সেই হইতেই তিনি স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া নিজের গৃহে অবস্থান করিতেছেন। স্ত্রীরূপ ধারণ করায় লজ্জাবশতঃ তিনি আপনার নিকট আসিতে পারিতেছেন না ॥ ৩৯-৪১

মহারাজ! এই কারণেই স্থূণাকর্ণ আজ আপনার নিকটে উপস্থিত হইতেছেন না। এই বৃত্তান্ত শুনিয়া আপনি যাহা উচিত বলিয়া বিবেচনা করিবেন, তাহাই করুন। আজ আপনার বিমান এই স্থানেই থাকুক ॥ ৪২

সোঽভ্যগচ্ছত যক্ষেন্দ্রমাহূতঃ পৃথিবীপতে।
শ্রীনরূপো মহারাজ তস্থৌ ব্রীড়াসমন্বিতঃ ॥ ৪৪
তং দৃষ্ট্বাপাথ সংক্রুদ্ধো ধনদঃ কুরুনন্দন।
এষমেব ভবস্তু শ্রীঃ পাপস্য গুহ্যকাঃ ॥ ৪৫
ততোঽব্রবীদ্ যক্ষপতির্মহাত্মা
যস্মাদদাস্তবমস্মেতি যক্ষান্।
শিখণ্ডিনে লক্ষণং পাপবুদ্ধে
শ্রীলক্ষণং চাগ্রহীঃ পাপকর্মন্ ॥ ৪৬
অপ্রদত্তং সুদুর্বুদ্ধে যস্মাদেতৎ ত্বয়া কৃতম্।
তস্মাদস্য প্রভূত্বেব স্ত্রী ত্বং সা পুরুষস্তথা ॥ ৪৭
ততঃ প্রসাদয়ামাসুর্যক্ষা বৈশ্রবণং কিল।
ন্যূনস্যার্থে কুরুশ্রেষ্ঠ শাপস্যেতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৪৮
ততো মহাত্মা যক্ষেন্দ্রঃ প্রত্যুবাচানুগামিনঃ।
সর্বান্ যক্ষগণাংস্তাত শাপস্যান্তচিকীর্ষয়া ॥ ৪৯

শিখণ্ডিনি হতে যক্ষাঃ স্বং রূপং প্রতিপৎস্যতে।
স্থূণো যক্ষো নিরুদ্বেগো ভবিষ্যতি মহামনাঃ ॥ ৫০
ইত্যুক্ত্বা ভগবান্ দেবো যক্ষরাজঃ সুপূজিতঃ।
প্রযযৌ সহিতঃ সর্বৈর্নিমেষান্তরচারিভিঃ ॥ ৫১
স্থূণস্তু শাপং সম্প্রাপ্য তত্রৈব ন্যবসৎ তদা।
সময়ে চাগমৎ তূর্ণং শিখণ্যপি তং ক্ষপাচরম্ ॥ ৫২
সোঽভিগম্যাব্রবীদ্ বাক্যং প্রাপ্তোঽস্মি ভগবন্নিতি।
তমব্রবীৎ ততঃ স্থূণঃ প্রীতোঽস্মীতি পুনঃ পুনঃ ॥ ৫৩
আর্জবেনাগতং দৃষ্ট্বা রাজপুত্রং শিখণ্ডিনম্।
সর্বমেব যথাবৃত্তমাচচক্ষে শিখণ্ডিনে ॥ ৫৪

যক্ষ উবাচ।

শপ্তো বৈশ্রবণেনাহং ন্যূনকৃতে পার্থিবাত্মজ।
গচ্ছেদানীং যথাকামং চর লোকান্ যথাসুখম্ ॥ ৫৫

তখন যক্ষরাজ কুবের বলিলেন,—স্থূণাকর্ণকে এখানে লইয়া আইস। আমি তাহাকে বরদান করিব। এই কথা তিনি বারম্বার বলিতে লাগিলেন ॥ ৪৩

কুরুশ্রেষ্ঠ! এইভাবে আহূত হইয়া স্থূণাকর্ণ যক্ষরাজ কুবেরের নিকট গমন করিল। স্ত্রীরূপ ধারণ করায় সে অত্যন্ত লজ্জিতভাবে তাঁহার সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইয়া রহিল ॥ ৪৪

মুহূর্তক্ষণ! তাহাকে সেইরূপে দেখিয়া কুবের অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলেন এবং শাপ দিতে দিতে বলিলেন,—যক্ষগণ! এই পাপী স্থূণাকর্ণের এই স্ত্রীত্ব এখন এইরূপই থাকিবে ॥ ৪৫

তারপর মহাত্মা যক্ষরাজ কুবের সেই যক্ষকে বলিলেন,—পাপবুদ্ধি ও পাপাচারী যক্ষ! তুমি যক্ষগণকে অপমানিত করিয়া এখানে শিখণ্ডীকে নিজের পুরুষত্ব দান করিয়াছ এবং তাহার স্ত্রীত্ব তুমি গ্রহণ করিয়াছ। দুর্বুদ্ধি স্থূণাকর্ণ! তুমি এই যে অযথাযোগ্য কর্ম করিয়া ফেলিয়াছ, ইহার জন্য তুমি আজ হইতে স্ত্রী হইয়াই থাকিবে এবং শিখণ্ডী পুরুষ হইয়া থাকিবে ॥ ৪৬-৪৭

তখন যক্ষগণ অনুনয় বিনয় করিয়া স্থূণাকর্ণের জন্য কুবেরকে প্রসন্ন করিলেন এবং বার বার আগ্রহ সহকারে বলিলেন—আপনি এই শাপের অন্ত করিয়া দিন ॥ ৪৮

মহারাজ দুর্যোধন! তখন মহাত্মা যক্ষরাজ কুবের স্থূণাকর্ণের অনুগামী সেই সব যক্ষগণকে শাপের অবসানের ইচ্ছা করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৪৯

যক্ষগণ! শিখণ্ডীর মৃত্যু হইলে যক্ষ স্থূণাকর্ণ পুনরায় নিজের পূর্বরূপ লাভ করিবে। অতএব এখন সে নিশ্চিন্ত হউক। এই কথা বলিয়া মহামনা ভগবান্ যক্ষরাজ কুবের সেই সব যক্ষগণকর্তৃক উত্তমরূপে পূজিত হইয়া নিমেষমাত্রেই অভীষ্ট স্থানে গমন করিতে সমর্থ স্বীয় সেবকবৃন্দের সহিত সেখানে হইতে চলিয়া যাইলেন ॥ ৫০-৫১

সেই সময় কুবেরের অভিশাপ পাইয়া স্থূণাকর্ণ সেখানেই বাস করিতে লাগিলেন। শিখণ্ডী পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ে সেই নিশাচর স্থূণাকর্ণের নিকটে অতিসত্বর আসিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৫২

তাহার নিকটে যাইয়া শিখণ্ডী এই কথা বলিল—ভগবন্! আমি আপনার নিকট উপস্থিত হইয়াছি। তখন স্থূণাকর্ণ তাহাকে বারংবার বলিলেন -আমি তোমার উপর অত্যন্ত প্রসন্ন হইয়াছি ॥ ৫৩

রাজকুমার শিখণ্ডীকে সরলতার সহিত উপস্থিত হইতে দেখিয়া সেই যক্ষ নিজের সমগ্র বৃত্তান্ত যথাযথভাবে তাহাকে বলিলেন ॥ ৫৪

যক্ষ বলিলেন,—রাজকুমার! তোমার জন্যই যক্ষরাজ কুবের আমাকে অভিশাপ দিয়াছেন; অতএব এখন যাও, ইচ্ছানুসারে সমগ্রজগতে সুখের সহিত বিচরণ কর ॥ ৫৫

দিষ্টমেতৎ পুরা মন্যে ন শক্যমতিবর্তিতুম্ ।
গমনং তব চৈতো হি পৌলস্ত্যস্য চ দর্শনম্ ॥ ৫৬

ভীষ্ম উবাচ ।

এবমুক্তঃ শিখণ্ডী তু দূতবাক্যেন ভারত ।
প্রত্যাজগাম নগরং হর্ষেণ মহতা বৃতঃ ॥ ৫৭
পূজয়ামাস বিবিধৈর্গন্ধমাল্যৈর্মহাধনৈঃ ।
দ্বিজাতীন্ দেবতাশ্চৈব চৈত্যানথ চতুষ্পথান্ ॥ ৫৮
দ্রুপদঃ সহপুত্রেণ সিদ্ধার্থেন শিখণ্ডিনা ।
মুদঞ্চ পরমাং লেভে পাঞ্চাল্যঃ সহ বান্ধবৈঃ ॥ ৫৯
শিষ্যার্থং প্রদদৌ চাথ দ্রোণায় কুরুপুঙ্গব ।
শিখণ্ডিনং মহারাজ পুত্রং স্ত্রীপূর্বিণং তথা ॥ ৬০
প্রতিপেদে চতুষ্পাদং ধনুর্বেদং নৃপাত্মজঃ ।
শিখণ্ডি সহ যুষ্মাভির্যত্তশ্চ পার্ষতঃ ॥ ৬১
মম ত্বেতচ্চরাত্তাত যথাবৎ প্রত্যবেদয়ন্ ।

আমি ইহাকে নিজের পুরাতন প্রারব্ধ বলিয়াই মনে করি, সুতরাং ইহা হইতে অব্যাহতি পাইবার কোন সামর্থ্য আমার নাই ; তাহা না হইলে তোমার এখান হইতে গমন ও সেই সঙ্গেই পুলস্ত্যবংশধর রাক্ষসরাজ কুবেরের দর্শন—কিভাবে ঘটিতে পারে ? ৫৬

ভীষ্ম বলিলেন,—হে ভারত ! দূতবাক্য শুনিয়া এই কথা বলিলে পর শিখণ্ডী অতিশয় আনন্দের সহিত নিজ নগরে ফিরিয়া আসিল ॥ ৫৭

পূর্ণ মনোরথ হইয়া প্রত্যাগত নিজ পুত্র শিখণ্ডীর সহিত পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ গন্ধ-মাল্যাদি নানাপ্রকার বহুমূল্য উপচারদ্বারা দেবতা ও ব্রাহ্মণগণকে এবং চৈত্য (অশ্বত্থাদি বৃক্ষীয়) বৃক্ষসমূহ ও চতুষ্পথসমূহকে পূজা করিলেন। তখন দ্রুপদ বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন ॥ ৫৮-৫৯

মহারাজ কুরুশ্রেষ্ঠ ! দ্রুপদ নিজ পুত্র শিখণ্ডীকে—যে প্রথমে কন্যারূপে জন্মলাভ করিয়াছিল, দ্রোণাচার্যের সেবা করিয়া ধনুর্বেদ শিক্ষালাভ করিবার জন্য তাঁহার নিকট সমর্পণ করিলেন ॥ ৬০

এইভাবে দ্রুপদপুত্র শিখণ্ডী এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন, সকল ভ্রাতৃবৃন্দ তোমাদের সহিত এক সঙ্গে প্রহরণ, ধারণ, প্রয়োগ ও প্রতীকার—এই চারিপাদযুক্ত ধনুর্বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিল ॥ ৬১

জড়ান্ধবধিরাকারা যে মুক্তা দ্রুপদে ময়া ॥ ৬২
এবমেব মহারাজ স্ত্রীপুমান্ দ্রুপদাত্মজঃ ।
স সম্ভূতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ শিখণ্ডী রথসত্তমঃ ॥ ৬৩
জ্যেষ্ঠা কাশিপতেঃ কন্যা অম্বানামেতি বিশ্রুতা ।
দ্রুপদস্য কুলে জাতা শিখণ্ডী ভরতর্ষভ ॥ ৬৪
নাহমেনং ধনুষ্পাণিং যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্ ।
মুহূর্তমপি পশ্যেয়ং প্রহরেয়ং ন চাপ্যুত ॥ ৬৫
ব্রতমেতন্মম সদা পৃথিব্যামপি বিশ্রুতম্ ।
স্ত্রিয়াং স্ত্রীপূর্বকে চৈব স্ত্রীনাম্নি স্ত্রীস্বরূপিণি ॥ ৬৬
ন মুঞ্চেয়মহং বাণমিতি কৌরবনন্দন ।
ন হন্যামহমেতেন কারণেন শিখণ্ডিনম্ ॥ ৬৭
এতৎ তত্ত্বমহং বেদ জন্ম তাত শিখণ্ডিনঃ ।
ততো নৈনং হনিষ্যামি সমরেষ্বাততায়িনম্ ॥ ৬৮

আমি দ্রুপদের নগরে কিছু গুপ্তচর নিযুক্ত করিয়াছিলাম, যাহারা জড়, অন্ধ ও বধির সাজিয়া সেখানে বাস করিতে ছিল। তাহারাই সমস্ত সংবাদ আমাকে যথার্থভাবে বলিয়াছিল ॥ ৬২

মহারাজ কুরুশ্রেষ্ঠ ! এইরূপে রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দ্রুপদ-কুমার শিখণ্ডী প্রথমে স্ত্রীরূপে জন্মিয়া পরে পুরুষ হইয়াছিল ॥ ৬৩

ভরতশ্রেষ্ঠ ! কাশিরাজের জ্যেষ্ঠা কন্যা, যে অম্বা নামে বিখ্যাত ছিল, সেই কন্যাই দ্রুপদের বংশে শিখণ্ডীর রূপে উৎপন্না হইয়াছে ॥ ৬৪

যখন এই শিখণ্ডী হাতে ধনুর্বাণ ধারণকরত যুদ্ধের ইচ্ছায় আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবে, তখন আমি মুহূর্তকালও তাহার দিকে তাকাইব না এবং তাহাকে প্রহারও করিব না ॥ ৬৫

কৌরবনন্দন ! এই পৃথিবীতেও আমার এই ব্রত প্রসিদ্ধ আছে যে, যে স্ত্রী, যে পূর্বে স্ত্রীরূপে জন্মিয়া পরে পুরুষ হইয়াছে, যাহার নাম স্ত্রীলোকের নামানুরূপ এবং যে স্ত্রীলোকের বেশভূষা ধারণ করে, এই সকলের উপর আমি বাণ নিক্ষেপ করিব না ॥

বৎস দুর্যোধন ! এই কারণেই আমি শিখণ্ডীকে বধ করিতে পারিব না ॥ ৬৬-৬৭

শিখণ্ডীর জন্মের বাস্তবিক বৃত্তান্ত আমি জানি, সুতরাং সে যদি আততায়ী হইয়াও আমার সম্মুখে আসে, তথাপি আমি তাহাকে বধ করিব না ॥ ৬৮

যদি ভীষ্মঃ স্ত্রিয়ং হন্যাৎ সঙ্ঘঃ কৃৎস্নো বিশাম্পতে।
নৈনং তস্মান্নিহন্যামি দৃষ্ট্বাপি সমরে স্থিতম্ ॥ ৬৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু কৌরব্যো রাজা দুর্যোধনস্তদা।
মুহূর্তমিব স ধ্যাত্বা ভীষ্মে যুক্তমমন্যত ॥ ৭০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি অম্বোপাখ্যানপর্বণি শিখণ্ডিপুংস্ত্বপ্রাপ্তৌ
ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯২

যদি ভীষ্ম স্ত্রীলোককে হত্যা করে, তবে সজ্ঞন ব্যক্তিগণ তাহার নিন্দা করিবেন; সেইজন্য শিখণ্ডীকে সমরাঙ্গণে অবস্থান দেখিয়াও তাহাকে বিনাশ করিব না ॥ ৬৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! এই সব কথা শুনিয়া কুরুবংশীয় রাজা দুর্যোধন মুহূর্তকাল চিন্তা করিয়া শিখণ্ডীকে ভীষ্মের বধ না করাই উচিত বলিয়া মানিয়া লইলেন ॥ ৭০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত অম্বোপাখ্যানপর্বে শিখণ্ডীর পুরুষত্বপ্রাপ্তিবিষয়ক ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্যোধনেন পৃষ্টৈর্ভীষ্মপ্রভৃতিভিঃ স্ব-স্বশক্তীনাং কথনম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

প্রভাতায়াং তু শর্বর্যাং পুনরেব সুতস্তব।
মধ্যে সর্বস্য সৈন্যস্য পিতামহমপৃচ্ছত ॥ ১
পাণ্ডবেয়স্য সাঙ্গেয় যদেতৎ সৈন্যমুত্তমম্।
প্রভূতনরনাগাশ্বং মহারথসমাকুলম্ ॥ ২
ভীমার্জুনপ্রভৃতিভির্মহেষ্বাসৈর্মহাবলৈঃ।
লোকপালসমৈর্গুপ্তং ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমৈঃ ॥ ৩
অপ্রধৃষ্যমনাবার্যমুষ্ণমিব সাগরম্।
সেনাসাগরমক্ষোভ্যমপি দেবৈর্মহাহবে ॥ ৪
কেন কালেন গাঙ্গেয় ক্ষপয়েথা মহাদ্যুতে।
আচার্যো বা মহেষ্বাসঃ কৃপো বা সুমহাবলঃ ॥ ৫
কর্ণো বা সমরপ্রাণী দ্রৌণির্বা দ্বিজসত্তমঃ।
দিব্যাস্ত্রবিদ্ভিঃ সর্বে ভবদ্ভো হি বলে মম ॥ ৬
এতদিচ্ছাম্যহং জ্ঞাতুং পরং কৌতূহলং হি মে।
হৃদি নিত্যং মহাবাহো বক্তুমর্হসি তত্ত্বতঃ ॥ ৭

ভীষ্ম উবাচ।

অনুরূপং কুরুশ্রেষ্ঠ জন্মতস্তে পৃথিবীপতে।
বলাবলমমিত্রাণাং তেষাং যদিহ পৃচ্ছসি ॥ ৮

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! রাত্রিশেষে যখন প্রভাত হইল, সেই সময় আপনার পুত্র দুর্যোধন সমস্ত সৈন্যের মধ্যে পুনরায় পিতামহ ভীষ্মকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ১

গঙ্গানন্দন! এই যে পাণ্ডবগণের সৈন্যবাহিনী যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়াছে, ইহাদের মধ্যে বহু পদাতিক, হস্তী ও অশ্ব আছে। এই সেনাবাহিনীতে বহু মহারথী ও বিশাল রথসমূহ আছে। লোকপালগণের ন্যায় পরাক্রমশালী ও মহাধনুর্ধর ভীমসেন, অর্জুন এবং ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরেরা এই বাহিনীকে রক্ষা করিতেছে। এই বাহিনী উত্তালতরঙ্গ মালাযুক্ত সমুদ্রের তুল্য দুর্ধর্ষ। ইহাদের অগ্রগতি রোধ করা অসম্ভব এবং দেবগণও এই মহাযুদ্ধে এই সৈন্যসমূহকে ক্ষুব্ধ করিতে সমর্থ হইবেন না ॥ ২-৪

মহাতেজস্বী গঙ্গানন্দন! আপনি কত সময়ের মধ্যে এই সৈন্যবাহিনীকে ধ্বংস করিতে পারেন? মহাধনুর্ধর দ্রোণাচার্য, অত্যন্ত বলবান্ কৃপাচার্য, রথশ্রেষ্ঠ কর্ণ অথবা দ্বিজশ্রেষ্ঠ অশ্বত্থামা কত সময়ের মধ্যে এই শত্রুসৈন্যদিগকে সংহার করিতে সমর্থ হইবেন? কারণ, আমার সৈন্যমধ্যে আপনারা সকলেই দিব্যাস্ত্র-সমূহে অভিজ্ঞ ॥ ৫-৬

মহাবাহো! আমি ইহা জানিতে ইচ্ছা করি এবং ইহা জানিবার জন্য আমার হৃদয়ে সর্বদা অত্যন্ত কৌতূহল হইতেছে। অতএব আপনি আমাকে ইহা বলুন ॥ ৭

ভীষ্ম বলিলেন,—কুরুশ্রেষ্ঠ পৃথিবীপতে! তুমি এই যে শত্রুদিগের বলাবলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে, ইহা এখন তোমার যোগ্য প্রশ্নই করা হইয়াছে ॥ ৮

শৃণু রাজন্ মম রণে যা শক্তিঃ পরমা ভবেৎ।
শস্ত্রবীর্য্যং রণে যচ্চ ভুজয়োশ্চ মহাভুজ ॥ ৯
আর্জবেনৈব যুদ্ধেন যোদ্ধব্যা ইতরো জনঃ।
মায়াযুদ্ধেন মায়াবী ইত্যেতদ্ ধর্মনিশ্চয়ঃ ॥ ১০
হন্যামহং মহাভাগ পাণ্ডবানামনীকিনীম্।
দিবসে দিবসে কৃত্বা ভাগং প্রাগাহ্নিকং মম ॥ ১১
যোধানাং দশসাহস্রং কৃত্বা ভাগং মহাদ্যুতে।
সহস্রং রথিনামেকমেষ ভাগো মতো মম ॥ ১২
অনেনাহং বিধানেন সন্নদ্ধঃ সততোত্থিতঃ।
ক্ষপয়েয়ং মহৎ সৈন্যং কালেনানেন ভারত ॥ ১৩
যুদ্ধেয়ং যদি বাস্ত্রাণি মহান্তি সমরে স্থিতঃ।
শতসাহস্রঘাতীনি হন্যাং মাসেন ভারত ॥ ১৪

সঞ্জয় উবাচ।

শ্রুত্বা ভীষ্মস্য তদ্ বাক্যং রাজা দুর্যোধনস্ততঃ।
পপ্রচ্ছ রাজেন্দ্র দ্রোণমস্ত্রিষু সাধু বরম্ ॥ ১৫
আচার্য্য কেন কালেন পাণ্ডুপুত্রস্য সৈনিকান্।
নিহন্যা ইতি তং দ্রোণঃ প্রত্যুবাচ হসন্নিব ॥ ১৬
অবিরোহস্মি মহাবাহো মন্দপ্রাণবিচেষ্টিতঃ।
শস্ত্রাগ্নিনা নির্দহেয়ং পাণ্ডবানামনীকিনীম্ ॥ ১৭
যথা ভীষ্মঃ শান্তনবো মাসেনেতি মতির্মম।
এষা মে পরমা শক্তিরেতত্তে পরমং বলম্ ॥ ১৮
ষাড্ভ্যামেব তু মাসাভ্যাং কৃপঃ শারদ্বতোঽব্রবীৎ।
দ্রৌণিস্তু দশরাত্রেণ প্রতিজজ্ঞে বলক্ষয়ম্ ॥ ১৯
কর্ণস্তু পঞ্চরাত্রেণ প্রতিজজ্ঞে মহাব্রবিৎ।
উচ্ছ্রুত্বা সূতপুত্রস্য বাক্যং সাগরগাম্ভুতঃ ॥ ২০
জহাস সস্বনং হাসং বাক্যং চেদমুবাচ হ।
ন হি যাবদ্ রণে পার্থং বাণশঙ্খধনুর্ধরম্ ॥ ২১

মহাবাহো রাজন্! দেহে আমার যে সর্বাপেক্ষা অধিক শক্তি আছে, আমার অস্ত্রের ও দুই হস্তের যে বল আছে, তৎসমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ৯

সাধারণ লোকের সহিত সরলভাবে যুদ্ধ করাই উচিত এবং যে ব্যক্তি মায়াবী, তাহার সহিত মায়াযুদ্ধ করা কর্তব্য—ইহাই ধর্মশাস্ত্রের নিশ্চয় ॥ ১০

মহাভাগ! আমি প্রতিদিন পাণ্ডবসৈন্যগণকে প্রথমে স্বীয় সৈনিক ভাগে বিভক্ত করিয়া উহাদিগকে বধ করিব ॥ ১১

মহাপ্রতাপশালী দুর্যোধন! এই যুদ্ধে দশ হাজার যোদ্ধা ও এক হাজার রথী প্রতিদিন আমার একভাগ গণনা করিতে হইবে ॥ ১২

ভারত! এই বিধান অনুসারে আমি সদা উদ্যত ও সজ্জিত থাকিয়া ঐ বিশাল সৈন্যবাহিনীকে আমি এতাদৃশ নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে বিনাশ করিতে পারিব ॥ ১৩

ভারত! যদি আমি যুদ্ধে অবস্থান করিয়া লক্ষ বীর সংহারকারী নিখিল অস্ত্রসমূহ প্রয়োগ করিতে পারি, তবে আমি একমাসের মধ্যেই পাণ্ডবগণের সমস্ত সৈন্যবাহিনীকে নিহত করিতে সমর্থ হইব ॥ ১৪

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজেন্দ্র! ভীষ্মের এই কথা শ্রবণ করিয়া রাজা দুর্যোধন আচিরস্থ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দ্রোণাচার্য্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—আচার্য্য! আপনি কত সময়ের মধ্যে পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠিরের সৈন্যগণকে বিনাশ করিতে পারেন? এই প্রশ্ন শুনিয়া দ্রোণাচার্য্য হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—১৫-১৬

মহাবাহো! যদিও এখন আমি বৃদ্ধ হইয়া পড়িয়াছি, আমার প্রাণশক্তি ও চেষ্টা কমিয়া গিয়াছে, তথাপি স্বীয় অস্ত্রের অগ্নিতে পাণ্ডবগণের বিশাল সৈন্যবাহিনী ভস্ম করিয়া ফেলিব ॥ ১৭

যেরূপ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম এক মাসের মধ্যে পাণ্ডবসৈন্যগণকে বিনাশ করিতে পারেন, সেইরূপ ঐ সময়ের মধ্যে আমিও সমগ্র পাণ্ডববাহিনীকে বিনাশ করিতে পারিব—ইহাই আমার বিশ্বাস এবং ইহাই আমার সর্বাধিক শক্তি ও ইহাই আমার সর্বশ্রেষ্ঠ বল ॥ ১৮

শরদ্বান্‌পুত্র কৃপাচার্য্য দুই মাসের মধ্যে পাণ্ডবসৈন্যগণকে ধ্বংস করিতে পারিবেন বলিয়া জানাইলেন। কিন্তু দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা দশদিনের মধ্যে পাণ্ডবসেনাদিগকে বধ করিবার জন্য প্রতিজ্ঞা করিলেন ॥ ১৯

মহাধনুর্দ্ধর অভিজ্ঞ কর্ণ পাঁচদিনের মধ্যে পাণ্ডববাহিনীকে বিনাশ করিবার প্রতিজ্ঞা করিলেন। সূতপুত্র কর্ণের এই কথা শুনিয়া গম্ভীরস্বন ভীষ্ম হাসিয়া উঠিলেন এবং এই কথা বলিলেন—রাধাসুত! যতক্ষণ না তুমি যুদ্ধভূমিতে শঙ্খ, বাণ ও ধনুর্ধারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত অর্জুনকে একই রথে

বাসুদেবসমাযুক্তং রথেনারাতুমাহবে।
সমাপদ্যসি রাধেয় তেনৈবমভিমন্যসে।
শক্যমেবঞ্চ ভূয়শ্চ ত্বয়া বক্তুং যথেষ্টতঃ ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি অম্বোপাখ্যানপর্বণি ভীষ্মাদিশক্তিকথনে
ত্রিনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৩

আসিতে দেখিবে এবং যতক্ষণ না তুমি তাহার সহিত যুদ্ধে মিলিত হইবে, ততক্ষণ তুমি এরূপ অভিমান প্রকাশ করিতে থাক ও ইচ্ছানুসারে আরও যাহা বলিবার থাকে, তাহাও বলিয়া যাইতে পার ॥ ২১-২২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত অম্বোপাখ্যানপর্বে ভীষ্মাদির দ্বারা স্ব-স্ব শক্তিবর্ণনবিষয়ক ত্রিনবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন স্বসা, যুধিষ্ঠিরস্য, সহায়কানাঞ্চ, শক্তেঃ পরিচয়দানম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা তু কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ ভ্রাতৃনুপস্বরে।
আহূয় ভরতশ্রেষ্ঠ ইদং বচনমব্রবীৎ ॥ ১

যুধিষ্ঠির উবাচ।

ধার্তরাষ্ট্রস্য সৈন্যেষু যে চারপুরুষা মম।
তে প্রবৃত্তিং প্রযচ্ছন্তি মমেমাং ব্যুষিতাং নিশাম্ ॥ ২
দুর্যোধনঃ কিলাপৃচ্ছদাপগেয়ং মহাব্রতম্।
কেন কালেন পাণ্ডূনাং হন্যাঃ সৈন্যমিতি প্রভো ॥ ৩
মাসেনেতি চ তেনোক্তো ধার্তরাষ্ট্রঃ দুর্মতিঃ।
তাবতা চাপি কালেন দ্রোণোঽপি প্রতিজজ্ঞিবান্ ॥ ৪
গৌতমো দ্বিগুণং কালমুক্তবানিতি নঃ শ্রুতম্।
দ্রৌণিস্তু দশরাত্রেণ প্রতিজজ্ঞে মহাদ্যুতিঃ ॥ ৫
তথা দিব্যাস্ত্রবিৎ কর্ণঃ সম্পৃষ্টঃ কুরুসংসদি।
পঞ্চভির্দিবসৈর্হন্যাং সসৈন্যং প্রতিজজ্ঞিবান্ ॥ ৬
তস্মাদহমপীচ্ছামি শ্রোতুমদ্য তে বচঃ।
কালেন কিয়তা শত্রূন্ ক্ষপয়েরিতি ফাল্গুন ॥ ৭
এবমুক্তো গুড়াকেশঃ পার্থিবেন ধনঞ্জয়ঃ
বাসুদেবং সমীক্ষ্যেদং বচনং প্রত্যভাষত ॥ ৮
সর্ব এতে মহারাজ শ্রুতাস্ত্রোপাস্ত্রযোধিনঃ।
অসংশয়ং মহারাজ হন্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৯

চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[অর্জুনকর্তৃক নিজের, সহায়কগণের ও যুধিষ্ঠিরের শক্তির পরিচয় দান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! কৌরবসৈন্যদিগের মধ্যে যাহা কিছু আলোচনা হইয়াছিল, তাহার বৃত্তান্ত পাইয়া মুধীমান্ যুধিষ্ঠির নিজের সমস্ত ভ্রাতৃগণকে নির্জনে আহ্বান করিয়া আনিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ১

যুধিষ্ঠির বলিলেন,—ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের সৈন্যমধ্যে আমার যে সব গুপ্তচর নিযুক্ত আছে, তাহারা আমাকে এই সংবাদ জানাইয়াছে যে, গত রাত্রিতে দুর্যোধন মহাব্রতধারী গঙ্গানন্দন ভীষ্মকে এই প্রশ্ন করিয়াছে,—প্রভো! আপনি কত সময়ের মধ্যে পাণ্ডবগণের সৈন্যকে সংহার করিতে পারেন? ২-৩

তাহাতে ধৃতরাষ্ট্রের অন্যান্য দুর্মতিপুত্র দুর্যোধনকে এই উত্তর দিয়াছেন যে, আমি এক মাসের মধ্যে পাণ্ডবসৈন্যগণকে সংহার করিতে পারি।' দ্রোণাচার্যও এই সময়ের মধ্যে ইহা করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন। কৃপাচার্য ছয়মাস সময়ের কথা বলিয়াছেন—এই কথা আমার শ্রুতিগোচর হইয়াছে। মহাবীর দ্রৌণিপুত্র অশ্বত্থামা দশদিনের মধ্যে পাণ্ডবসৈন্যের ধ্বংসের জন্য প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ॥ ৪-৫

দিব্যাস্ত্রবিৎ কর্ণ কৌরবসভায় জিজ্ঞাসিত হইয়া সৈন্যসহ পাণ্ডবগণকে বধ করিবার জন্য পাঁচদিন সময়ের প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন ॥ ৬

অর্জুন! অতএব আমিও তোমার কথা শুনিতে ইচ্ছুক হইয়াছি। ফাল্গুন! তুমি কত সময়ের মধ্যে শত্রুদিগকে বিনাশ করিতে পারিবে? ৭

রাজা যুধিষ্ঠিরকর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া নিদ্রাবিজয়ী অর্জুন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া এই কথা বলিলেন ॥ ৮

মহারাজ! ইহাতে কোন সন্দেহই নাই যে, এই সব মহাত্মা যোদ্ধারা অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী ও বিচিত্র পদ্ধতিতে যুদ্ধ করিতে

অপৈতু তে মনস্তাপো যথা সত্যং ভবীম্যহম্।
হত্বাধেকরথেনৈব বাসুদেবসহায়বান্ ॥ ১০
সাময়ানপি লোকাংস্ত্রীন্ সথান্ স্থাবর-জঙ্গমান্।
ভূতং ভব্যং ভবিষ্যঞ্চ নিমেষাদিতি মে মতিঃ ॥ ১১
যৎ তদ্ ঘোরং পশুপতিঃ প্রাদাদস্ত্রং মহত্তম।
কৈরাতে ধনুষ্যুদ্যে তু তদিদং ময়ি বর্ততে ॥ ১২
যদ্ দুষ্প্রাপ্তে পশুপতিঃ সর্বভূতানি সংহরন্।
প্রযুঞ্জক্তে পুরুষব্যাঘ্র তদিদং ময়ি বর্ততে ॥ ১৩
তত্র জানাতি গাঙ্গেয়ো ন দ্রোণো ন চ গৌতমঃ।
ন চ দ্রৌণসুতো রাজন্ কুত এব তু সূতজঃ ॥ ১৪
ন তু শক্যং রণে হন্তুং দিব্যৈরস্ত্রৈঃ পৃথগ্‌জনম্।
আর্জবেনৈব যুদ্ধেন বিজেষ্যামো বয়ং পরান্ ॥ ১৫
তত্রেমে পুরুষব্যাঘ্রাঃ সহায়াস্তত্র পার্থিব।
সর্বে দিব্যাস্ত্রবিদ্বাংসঃ সর্বে যুদ্ধাভিকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১৬
বেদান্তাবভৃথস্নাতাঃ সর্ব এতেঽপরাজিতাঃ।
নিহন্যুঃ সমরে সেনাং দেবানামপি পাণ্ডব ॥ ১৭
শিখণ্ডী যুযুধানশ্চ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পার্ষতঃ।
ভীমসেনো যমৌ চোভৌ যুধামন্যুস্তনৌজসৌ ॥ ১৮
বিরাট-দ্রুপদৌ চোভৌ ভীমদ্রোণসমৌ যুধি।
শঙ্খশ্চৈব মহাবাহুর্হৈড়িম্বশ্চ মহাবলঃ ॥ ১৯
পুত্রোঽস্যাজনপর্বা তু মহাবলপরাক্রমঃ।
শৈনেয়শ্চ মহাবাহুঃ সহায়ো রণকোবিদঃ ॥ ২০
অভিমন্যুশ্চ বলবান্ দ্রৌপদ্যাঃ পঞ্চ চাত্মজাঃ।
স্বয়ঞ্চাপি সমর্থোঽসি ত্রৈলোক্যোৎসাদনেঽপি চ ॥ ২১
ক্রোধাদ্ যং পুরুষং পশ্যেস্তথা শক্রসমদ্যুতে।
স ক্ষিপ্রং ন ভবেদ্ বাক্যমিতি মাং বেদ্ধি কৌরব ॥ ২২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি অন্বোপাখ্যানপর্বণি অর্জুনবাক্যে
চতুর্নবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৪

সখা, সুতরাং তাঁহারা পূর্বোক্ত সময়ের মধ্যেই নিঃসংশয়ে শত্রুদিগকে নিহত করিতে পারিবেন। ৯

কিন্তু ইহাতে আপনার মনে কোনরূপ সন্তাপ করিবার কিছুই নাই, অতএব আপনার মনস্তাপ দূরীভূত হউক। আমি এই যে সত্যকথা বলিতেছি, আপনি তাহা শ্রবণ করুন—আমি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সহায়তায় একমাত্র রথে আরোহণ করত দেবগণের সহিত ত্রিভুবন, সম্পূর্ণ চরাচর প্রাণিসমূহ এবং ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎকেও নিমেষের মধ্যেই (চক্ষুর পলকের মধ্যেই) সংহার করিতে পারি—ইহাই আমার বিশ্বাস। ১০-১১

ভগবান্ পশুপতি কিরাতবেশে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিবার সময় আমাকে নিজের যে অস্ত্র মহাস্ত্র প্রদান করিয়াছেন, উহা আমার নিকট রক্ষিত আছে। ১২

পুরুষশ্রেষ্ঠ! প্রলয়কালে সমস্ত প্রাণিগণকে বিনাশ করিবার জন্য ভগবান্ পশুপতি যে অস্ত্র প্রয়োগ করিয়া থাকেন, সেই অস্ত্র আমার নিকট বিদ্যমান আছে। ১৩

রাজন্! এই অস্ত্র না গন্ধমাদন ভীষ্ম জানেন, না দ্রোণাচার্য, না কৃপাচার্য এবং না দ্রোণপুত্র অশ্বত্থামা জানেন, সুতরাং সূতপুত্র কর্ণ ইহা কিরূপে জানিতে সমর্থ হইবে? ১৪

কিন্তু যুদ্ধে সাধারণ মানুষকে দিব্যাস্ত্র দ্বারা নিহত করা কখনও উচিত নহে; অতএব আমরা সরলতাপূর্ণ যুদ্ধের দ্বারাই শত্রুদিগকে জয় করিব। ১৫

রাজন্! এই যে সমস্ত পুরুষশ্রেষ্ঠ আমাদের সহায়ক, তাঁহারা সকলে দিব্যাস্ত্রসমূহে অভিজ্ঞ ও যুদ্ধের অভিলাষী। ১৬

ইহারা সকলে বেদাধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া অবভৃথ স্নান করিয়াছেন। ইহারা সকলেই অপরাজিত বীর। পাণ্ডুনন্দন! ইহারা যুদ্ধে দেবসৈন্যগণকেও নিধন করিতে পারেন। ১৭

শিখণ্ডী, সাত্যকি, দ্রুপদকুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন, ভীমসেন, দুইভ্রাতা নকুল-সহদেব, যুধামন্যু, উত্তমৌজা এবং রাজা বিরাট ও দ্রুপদ—ইহারা সকলে যুদ্ধে ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্যের তুল্য। ১৮

মহাবাহু শঙ্খ, মহাবল ঘটোৎকচ, অতিশয় বল ও পরাক্রমশালী ঘটোৎকচপুত্র অঞ্জনপর্বা এবং সংগ্রামকুশল মহাবাহু সাত্যকি—ইহারা সকলেই আপনার সহায়ক। ১৯-২০

বলবান্ অভিমন্যু এবং দ্রৌপদীর পাঁচপুত্রও ত' আপনার আদেশপালনে উপস্থিত আছে। আপনি নিজেও ত্রিলোকবে বিনষ্ট করিতে সমর্থ। ২১

ইন্দ্রতুল্য তেজস্বী কুরুবংশধর! আপনি ক্রোধের সহিত যে ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন, সেই ব্যক্তি শীঘ্রই নষ্ট হইয়া যাইবে; আপনার এই প্রভাবকে আমি জানি। ২২

শ্রীবন্যর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত অন্বোপাখ্যানপর্বে অর্জুনের বাক্যবিষয়ক চতুর্নবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[যুদ্ধার্থং কৌরবসেনায়াঃ প্রস্থানম্]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ প্রভাতে বিমলে ধার্তরাষ্ট্রেণ চোদিতাঃ।
দুর্যোধনেন রাজানঃ প্রযযুঃ পাণ্ডবান্ প্রতি ॥১

আদ্যাব্য শুচয়ঃ সর্বে শ্রগ্বিণঃ শুক্লবাসসঃ।
গৃহীতশস্ত্রা অজিনৈঃ বর্ম্মভিশ্চাপ্যুদায়ুধাঃ ॥২

সর্বে ব্রহ্মবিদঃ শূরাঃ সর্বে সুচরিতব্রতাঃ।
সর্বে বর্ম্মকৃতশ্চৈব সর্বে চাহবলক্ষণাঃ ॥ ৩

আহবেষু পরাঁল্লোকান্ জিগীষন্তো মহাবলাঃ।
একাগ্রমনসঃ সর্বে শ্রদ্দধানাঃ পরস্পরম্ ॥ ৪

বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ কেকয়া বাহ্লিকৈঃ সহ।
প্রযযুঃ সর্ব এবৈতে ভারদ্বাজপুরোগমাঃ ॥ ৫

অশ্বত্থামা শান্তনবঃ সৈন্ধবোঽথ জয়দ্রথঃ।
দাক্ষিণাত্যাঃ প্রতীচ্যাশ্চ পর্বতীয়াশ্চ যে নৃপাঃ ॥ ৬

গান্ধাররাজঃ শকুনিঃ প্রাচ্যোদীচ্যাশ্চ সর্বশঃ।
শকাঃ কিরাতা যবনাঃ শিবয়োঽথ বসাতয়ঃ ॥ ৭

তৈঃ তৈরনীকৈঃ সহিতাঃ পরিবার্য্য মহারথম্।
এতে মহারথাঃ সর্বে দ্বিতীয়ে নির্যযুর্বলে ॥ ৮

কৃতবর্ম্মা সহানীকশ্চিত্রসেনশ্চ মদ্রপঃ।
দুর্যোধনশ্চ নৃপতিভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ৯

শলো ভূরিশ্রবাঃ শল্যঃ কৌশল্যোঽথ বৃহদ্বলঃ।
এতে পশ্চাদনুগতা ধার্তরাষ্ট্রপুরোগমাঃ ॥ ১০

তে সমেত্য যথান্যায়ং ধার্তরাষ্ট্রা মহাবলাঃ।
কুরুক্ষেত্রস্য পশ্চার্দ্ধে বাসাতিষ্ঠন্ত হর্ষিতাঃ ॥ ১১

দুর্যোধনস্তু শিবিরং কারয়ামাস ভারত।
যথৈব হাস্তিনপুরং দ্বিতীয়ং সমলঙ্কৃতম্ ॥ ১২

ন বিশেষং বিজানন্তি পুরস্য শিবিরস্য বা।
কুশলা অপি রাজেন্দ্র নরা নগরবাসিনঃ ॥ ১৩

পঞ্চনবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[যুদ্ধের জন্য কৌরবসৈন্যের প্রস্থান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তাহার পর নির্মল প্রভাতকালে ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন কর্তৃক প্রেরিত হইয়া সমস্ত রাজারা পাণ্ডবগণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য যাত্রা করিলেন। ১

যুদ্ধযাত্রার পূর্ব্বে এই সব রাজারা স্নান করত শুদ্ধ হইয়া শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিলেন, পুষ্পমালা ধারণ করিলেন, ব্রাহ্মণগণের দ্বারা স্বস্তিবাচন করাইলেন, অগ্নিতে আহুতি দিলেন, জয়াবন্ধন করিলেন এবং হস্তে অস্ত্র ধারণ করিয়া হৃষ্টমনে অতিমুখে প্রস্থিত হইলেন। ২

ইহারা সকলে বেদজ্ঞ, বীর ও উত্তমব্রতপালনকারী ছিলেন। সকলেই কবচধারী ও যুদ্ধের চিহ্নে সুশোভিত ছিলেন। ৩

এই মহাবলবান্ বীরগণ যুদ্ধে স্ব-স্ব পরাক্রম দেখাইয়া উত্তম লোকসমূহ জয় করিতে অভিলাষী ছিলেন। ইহাদের সকলের চিত্ত একাগ্র ছিল এবং সকলেই পরস্পরের প্রতি বিশ্বাসভক্তি ছিলেন। ৪

অবন্তীদেশের রাজকুমার বিন্দ ও অনুবিন্দ, বাহ্লীকদেশীয় সৈন্যগণের সহিত কেকয়রাজকুমারগণ—ইহারা সকলে দ্রোণাচার্য্যকে অগ্রে রাখিয়া যাইতে লাগিলেন। ৫

অশ্বত্থামা, ভীষ্ম, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, দাক্ষিণাত্যদেশীয় নরপতিগণ, পাশ্চাত্যদেশীয় ভূপতিবৃন্দ, গান্ধাররাজ শকুনি এবং পূর্ব্ব ও উত্তরদিকের নৃপগণ, শক, কিরাত, যবন, শিবি ও বসাতি ভূপালেরা—এই সব মহারথিগণ নিজ নিজ সৈন্যদলের সহিত মহারথী ভীষ্মকে চারিদিকে ঘিরিয়া দ্বিতীয় সৈন্যদলের রূপে সুসজ্জিত হইয়া বহির্গত হইলেন। ৬-৮

সৈন্যসহ কৃতবর্ম্মা, মহারথী চিত্রসেন, ভ্রাতৃগণে পরিবৃত মহারাজ দুর্যোধন, শল, ভূরিশ্রবা, শল্য ও কৌশলরাজ বৃহদ্বল—ইহারা সকলে দুর্যোধনকে অগ্রে রাখিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে তৃতীয় সৈন্যদলরূপে গমন করিলেন। ৯-১০

ধৃতরাষ্ট্রের এই সব মহাবলবান্ পুত্রগণ রণস্থলে গমন করত কবচাদিতে সুসজ্জিত হইয়া কুরুক্ষেত্রের পশ্চিমভাগে যথানিয়মে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১১

ভরতবংশধর জনমেজয়! দুর্যোধন সেখানে পূর্ব্ব হইতেই একটি শিবির স্থাপন করিয়াছিলেন, যাহা দ্বিতীয় হস্তিনাপুরের ন্যায় সুসজ্জিত ছিল। ১২

মহারাজ! নগরবাসী চতুর মনুষ্যগণও এই শিবির ও হস্তিনাপুরের মধ্যে কি পার্থক্য ছিল, তাহা বুঝিতে পারিত না। ১৩

তাদৃক্ত্বান্তেব দুর্গাণি রাজ্ঞামপি মহীপতিঃ।
কারয়ামাস কৌরব্যঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১৪
পঞ্চযোজনমুৎসৃজ্য মণ্ডলং তত্রপার্জিরম্।
সেনানিবেশান্তে রাজন্নাবিশদ্ভূতসঙ্ঘবৎ ॥ ১৫
তত্র তে পৃথিবীপালা যথোৎসাহং যথাবলম্।
বিবিশুঃ শিবিরাণ্যত্র প্রব্যবস্থি সহস্রশঃ ॥ ১৬
তেষাং দুর্যোধনো রাজা সসৈন্যানাং মহাত্মনাম্।
ব্যাদিদেশ সবাহানাং ভক্ষ্যভোজ্যমনুত্তমম্ ॥ ১৭

স নাগাশ্বমনুষ্যাণাং যে চ শিল্পোপজীবিনঃ।
যে চাপ্যনুগতাস্তত্র সূতমাগধবন্দিনঃ ॥ ১৮
বণিজো গণিকাশ্চারা যে চৈব প্রেক্ষকা জনাঃ।
সর্বাংস্তান্ কৌরবো রাজা বিধিবৎ প্রত্যবৈক্ষত ॥ ১৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি অম্বোপাখ্যানপর্বণি কৌরবসৈন্যনির্য্যাণে
পঞ্চনবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৫

অন্য রাজাদের জন্যও কুরুবংশীয় ভূপতি দুর্যোধন ঐরূপই শত শত ও সহস্র সহস্র দুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ১৪

রাজন্! যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য পাঁচযোজন পরিমিত ভূমণ্ডল পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যগণের বাসস্থানের জন্য শত শত সংখ্যায় বহু সেনা-নিবাস শ্রেণীবদ্ধভাবে স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৫

সেখানে বহুমূল্য আবশ্যক দ্রব্যে পরিপূর্ণ সহস্র সহস্র শিবিরে সেই সব ভূপতিগণ নিজ নিজ বল ও উৎসাহের অনুরূপ যুদ্ধের জন্য উদ্যত হইয়া প্রবেশ করিলেন। ১৬

রাজা দুর্যোধন বাহন ও সৈন্যগণের সহিত সেই সব মহাত্মা নরপতিদিগকে অতিশয় উত্তম ভক্ষ্য-ভোজ্যসমূহ প্রদান করিতে লাগিলেন। হস্তী, অশ্ব ও পদাতিক মনুষ্যগণ এবং শিল্পজীবী, অন্যান্য অনুগামী, সূত, মাগধ ও বন্দী জনগণকেও রাজা দুর্যোধন ভোজনদান করিলেন। ১৭-১৮

সেখানে যে সমস্ত বণিক্, গণিকা, গুপ্তচর ও দর্শক মনুষ্য ছিলেন, তাহাদিগকেও কুরুরাজ দুর্যোধন বিধি অনুসারে দেখাশুনা করিতে লাগিলেন। ১৯

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত অম্বোপাখ্যানপর্বে কৌরব-সৈন্যের যুদ্ধের জন্য প্রস্থানবিষয়ক পঞ্চনবত্যধিকশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষণ্ণবত্যধিকশততমোঽধ্যায়ঃ।

[পাণ্ডবসেনায়া যুদ্ধায় প্রস্থানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

তথৈব রাজা কৌন্তেয়ো ধর্মপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
দৃষ্টদ্যুম্নমুখান্ বীরাংশ্চোদয়ামাস ভারত ॥ ১
চেদিকাশিকরূষাণাং নেতারং দৃঢ়বিক্রমম্।
সেনাপতিমমিত্রঘ্নং ধৃষ্টকেতুমথাদিশৎ ॥ ২
বিরাটং দ্রুপদং চৈব যুধানং শিখণ্ডিনম্।
পাঞ্চালৌ চ মহেষ্বাসৌ যুধামন্যুত্তমৌজসৌ ॥ ৩
তে শূরাশ্চিত্রবর্মাণশ্চিত্রকুণ্ডলধারিণঃ।
আজ্যাবসিক্তা জ্বলিতা ধিক্কোষিব হুতাশনাঃ ॥ ৪
অশোভন্ত মহেষ্বাসাঃ গ্রহাঃ প্রজ্বলিতা ইব।
অথ সৈন্যং যথাযোগং পূজয়িত্বা নরর্ষভঃ ॥ ৫

ষণ্ণবত্যধিকশততম অধ্যায়।

[পাণ্ডবসৈন্যের যুদ্ধের জন্য প্রস্থান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতবংশভূষণ জনমেজয়! এইরূপ দুর্যোধনের কথানুসারে যুধিষ্ঠিরও দৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি বীরগণকে যুদ্ধের জন্য গমন করিতে অনুমতি দিলেন। ১

চেদি, কাশি ও করূষদেশের অধিনায়ক দৃঢ়পরাক্রমী শত্রুনাশক সেনাপতি ধৃষ্টকেতুকেও যুদ্ধের জন্য প্রস্থান করিবার আদেশ করিলেন। ২

বিরাট, দ্রুপদ, সাত্যকি, শিখণ্ডী, মহাধনুর্দ্ধর পাঞ্চালদেশীয় বীর যুধামন্যু ও উত্তমৌজাকেও রাজাদেশ জানান হইল। ৩

এই সব মহাধনুর্দ্ধর বীরগণ তখন বিচিত্র কবচ ও অতি-সুন্দর নির্মিত কুণ্ডল ধারণ করিয়া ঘৃতাহুতি প্রদত্ত হইয়া প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় এবং আকাশে প্রকাশিত গ্রহগণের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন।

তাহার পর যোগ্যতানুসারে সমস্ত সৈন্যবৃন্দের সমাদর করিয়া নরশ্রেষ্ঠ রাজা যুধিষ্ঠির সেই সৈন্যগণকে প্রস্থানের জন্য আজ্ঞা

দিদেশ তাননীকানি প্রয়াণায় মহীপতিঃ।
তেষাং যুধিষ্ঠিরো রাজা সসৈন্যানাং মহাত্মনাম্ ॥৬
ব্যাদিদেশ সবাহানাং ভক্ষ্যভোজ্যমনুত্তমম্।
সমজ্ঞাপয়দনুজ্ঞাপ্যং যে চ শিল্পোপজীবিনঃ ॥ ৭
অভিমন্যুং বৃহন্তঞ্চ দ্রৌপদেয়াংশ্চ সর্বশঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখানেতান্ প্রাহিণোৎ পাণ্ডুনন্দনঃ ॥ ৮
ভীমঞ্চ যুযুধানঞ্চ পাণ্ডবঞ্চ ধনঞ্জয়ম্।
দ্বিতীয়ং প্রেষয়ামাস বলস্কন্ধং যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ৯
তাংশ্চ সমারোপয়তাং চরতাং সম্প্রধাবতাম্।
হৃষ্টানাং তত্র যোধানাং শব্দো দিবমিবাস্পৃশৎ ॥ ১০
বয়মেব ততঃ পশ্চাদ্ বিরাটদ্রুপদান্বিতঃ।
অথাপরৈর্মহীপালৈঃ সহ প্রায়ান্মহীপতিঃ ॥ ১১
ভীমরক্ষাবনী সেনা ধৃষ্টদ্যুম্নেন পালিতা।
গজৈব পূর্ণা স্তিমিতা স্তনয়ানা ব্যদৃশ্যত ॥ ১২
ততঃ পুনরনীকানি স্বযোজয়ত বুদ্ধিমান্।
মোহয়ন্ ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাণাং বুদ্ধিনিশ্চয়ম্ ॥ ১৩
দ্রৌপদেয়ান্ মহেষ্বাসানভিমন্যুঞ্চ পাণ্ডবঃ।
নকুলং সহদেবঞ্চ সর্বাংশ্চৈব প্রভদ্রকান্ ॥ ১৪
দশ চাশ্বসহস্রাণি দ্বিসহস্রাণি দন্তিনাম্।
অযুতঞ্চ পদাতীনাং রথাঃ পঞ্চশতাঃ তথা ॥ ১৫
ভীমসেনস্য দুর্ধর্ষং প্রথমং প্রাদিশদ্ বলম্।
মধ্যমে চ বিরাটঞ্চ জয়ৎসেনঞ্চ পাণ্ডবঃ ॥ ১৬
মহারথৌ চ পাঞ্চাল্যৌ যুধামন্যূত্তমৌজসৌ।
বীর্যবন্তৌ মহাত্মানৌ গদাকার্মুকধারিণৌ ॥ ১৭
অন্বয়াতাং তদা মধ্যে বাসুদেবধনঞ্জয়ৌ।
বহুযুদ্ধবিসংরব্ধাঃ কৃতপ্রহরণা নরাঃ ॥ ১৮
তেষাং বিংশতিসাহস্রা হয়াঃ শূরৈরধিষ্ঠিতাঃ।
পঞ্চ নাগসহস্রাণি রথবংশাশ্চ সর্বশঃ ॥ ১৯
পদাতয়শ্চ যে শূরাঃ কার্মুকাসিগদাধরাঃ।
সহস্রসোঽবয়ুঃ পশ্চান্নিঘ্নন্তশ্চ সহস্রশঃ ॥ ২০

দিলেন এবং সৈন্য ও বাহন সকলের সহিত সেই মহাত্মা ভূপতিগণকে উত্তম উত্তম ভক্ষ্য-ভোজ্য প্রদান করিতে আদেশ করিলেন। তাঁহাদের যে সমস্ত হস্তী, অশ্ব, বন্ধুক ও শিল্পজীবী ব্যক্তিরা ছিল, তাহাদের সকলের ভক্ষ্য ও ভোজন প্রস্তুত রাখিবার আদেশ করিলেন ॥ ৪-৭

পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির ধৃষ্টদ্যুম্নকে অগ্রে রাখিয়া অভিমন্যু, বৃহন্ত ও দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র—ইহাদের সকলকে প্রথম সেনাদলের সহিত পাঠাইলেন ॥ ৮

ভীমসেন, সাত্যকি ও পাণ্ডুনন্দন অর্জুনকে যুধিষ্ঠির দ্বিতীয় সৈন্যস্কন্ধরূপ গঠিত সৈন্যদলের নেতারূপে স্থির করত পাঠাইলেন ॥ ৯

সেখানে স্তব্ধ হইয়া কিছু যোদ্ধা যানবাহনের উপর যুদ্ধের সামগ্রী চাপাইতে লাগিলেন, কিছু যোদ্ধা এদিক্ ওদিক্ যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং কিছু কিছু মানুষ কার্যবশতঃ দৌড়াদৌড়ি করিতে লাগিলেন। সেই সময় তাহাদের সকলের কোলাহল স্বর্গলোককেও স্পর্শ করিতে লাগিল ॥ ১০

তৎপশ্চাৎ রাজা বিরাট ও দ্রুপদকে সঙ্গে লইয়া অন্যান্য ভূপতিদিগের সহিত স্বয়ং রাজা যুধিষ্ঠির গমন করিলেন ॥ ১১

তদনন্তর যুদ্ধোদ্যমশীল পূর্ণা ও ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক সুরক্ষিতা পাণ্ডবসেনা কোথাও অবস্থান করিতে এবং কোথাও অগ্রে গমন করিতে থাকিলে কোথাও নিস্তব্ধ ও কোথাও প্রবাহশীল জলপূর্ণা গঙ্গার ন্যায় উহাকে দেখা যাইতে লাগিল ॥ ১২

তাহার পর কিয়দ্দূর যাইয়া বুদ্ধিমান্ রাজা যুধিষ্ঠির ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের বুদ্ধিভ্রম ঘটাইবার জন্য অন্য সৈন্যবাহিনীর আর সংগঠন করিলেন ॥ ১৩

পাণ্ডুপুত্র যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীর পাঁচ মহাধনুর্ধর পুত্র, অভিমন্যু, নকুল, সহদেব, সমস্ত প্রভদ্রক বীরগণ, দশ হাজার অশ্বারোহী, দুই হাজার হস্ত্যারোহী, দশ হাজার পদাতিক সৈন্য এবং পাঁচ শত রথী—ইহাদের এই প্রথম দুর্ধর্ষ দলকে ভীমসেনের নেতৃত্বে স্থির করিয়া দিলেন।

মধ্যম দলে রাজা বিরাট, জয়ৎসেন, পাঞ্চালদেশীয় মহারথী বীর যুধামন্যু ও উত্তমৌজাকে রাখিলেন। হস্তে গদা ও মহাধনুর্ধারী এই দুই বীর (যুধামন্যু ও উত্তমৌজা) অতিশয় পরাক্রমশালী ও মহাত্মা পুরুষ ছিলেন। সেই সময় ইহাদের সকলের মধ্যভাগে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুন অনুগমন করিতে লাগিলেন।

তখন যে সমস্ত মনুষ্যগণ প্রথমে কোথাও যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহারা অতিশয় রোষাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন। এই সৈন্যদলমধ্যে বিশ হাজার এরূপ অশ্ব ছিল, যাহাদের প্রত্যেকের পৃষ্ঠে অস্ত্রশস্ত্রশালী বীর উপবিষ্ট ছিলেন। এই সব অশ্বারোহী বীরগণের সহিত পাঁচ হাজার গজারোহী ও বহু রথী সৈন্যও ছিল ॥ ১৪-১৯

ধনু, বাণ, খড়্গ ও গদাধারী যে সমস্ত পদাতিক সৈন্য ছিল,

যুধিষ্ঠিরো যত্র সৈন্যে স্বয়মেব বলার্ণবে।
তত্র তে পৃথিবীপালা কৃৎস্নিষ্ঠং পর্যবস্থিতাঃ ॥ ২১

তত্র নাগসহস্রাণি হয়ানামযুতানি চ।
তথা রথসহস্রাণি পদাতীনাঞ্চ ভারত ॥ ২২

চেকিতানঃ ষষ্ঠৈস্তেন মহতা পার্থিবর্ষভ।
পৃষ্টকেতুশ্চ চেদীনাং প্রণেতা পার্থিবো যযৌ ॥ ২৩

সাত্যকিশ্চ মহেষ্বাসো বৃষ্ণীনাং প্রবরো রথঃ।
বৃতঃ শতসহস্রেণ রথানাং প্রণুদন্ বলী ॥ ২৪

ক্ষত্রদেব-ব্রহ্মদেবৌ রথস্থৌ পুরুষর্ষভৌ।
জঘনং পালয়ন্তৌ চ পৃষ্ঠতোঽনুপ্রজগ্মতুঃ ॥ ২৫

শকটাপণবেশ্মান্ত যানং যুগ্যঞ্চ সর্বশঃ।
তত্র নাগসহস্রাণি হয়ানামযুতানি চ ॥

কস্য সর্বং কলত্রঞ্চ যৎকিঞ্চিৎ কুরুদুর্বলম্ ॥ ২৬
কোশসঞ্চয়বাহাংশ্চ কোষ্ঠাগারং তথৈব চ।

গজানীকেন সংগৃহ্য শনৈঃ প্রায়াদ্ যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ২৭
তস্যৈবরাৎ সত্যধৃতিঃ সৌচিত্তির্মহারথঃ।
শ্রেণিমান্ বসুদানশ্চ পুত্রঃ কাম্বস্য বা বিভুঃ ॥ ২৮

রথা বিংশতিসাহস্রা যে তেষামনুযায়িনঃ।
হয়ানাং দশকোট্যশ্চ মহতাং কিঙ্কিণীকিনাম্ ॥ ২৯

গজা বিংশতিসাহস্রা ঈষাদন্তাঃ প্রহারিণঃ।
কুলীনা ভিন্নকরটা মেঘা ইব বিসর্পিণঃ ॥ ৩০

ষষ্টির্নাগসহস্রাণি দশান্যানি চ ভারত।
যুধিষ্ঠিরস্য যান্যাসন্ যুধি সেনা মহাত্মনঃ ॥ ৩১

করেণু ইব জীমূতাঃ প্রভিন্নকরটামুখাঃ।
রাজানমন্বয়ুঃ পশ্চাচ্চলন্ত ইব পর্বতাঃ ॥ ৩২

এবঃ তস্য বলঃ ভীমঃ কুন্তীপুত্রস্য ধীমতঃ।
যথাশ্রিত্যাথ যুযুধে ধার্তরাষ্ট্রঃ সুযোধনম্ ॥ ৩৩

তাহারা সহস্র সহস্র সংখ্যায় উক্ত বাহিনীর মধ্যে ও পশ্চাতে যাইতে লাগিল ॥ ২০

যে সৈন্যসমূহের মধ্যে রাজা যুধিষ্ঠির ছিলেন, সেখানে বহু নৃপতি তাঁহার চারিদিক্ আবৃত করিয়া যাইতে ছিলেন ॥ ২১

ভরতকুলবর্ধন জনমেজয়! এই সৈন্যদলে এক হাজার হস্ত্যারোহী, দশ হাজার অশ্বারোহী, এক হাজার রথী ও বহুসহস্র পদাতিক সৈন্য ছিল ॥ ২২

নৃপতিশ্রেষ্ঠ! নিজ বিশাল সৈন্যবাহিনীর সহিত চেকিতান ও চেদিরাজ ধৃষ্টকেতুও উঁহার (যুধিষ্ঠিরের) সহিত যাইতে লাগিলেন ॥ ২৩

বৃষ্ণিবংশের শ্রেষ্ঠ রথী মহাবলবান্ সাত্যকি একলক্ষ রথী বীরের দ্বারা পরিবৃত হইয়া গর্জন করিতে করিতে চলিলেন ॥ ২৪

ক্ষত্রদেব ও ব্রহ্মদেব—এই দুই পুরুষশ্রেষ্ঠ রথে বসিয়া সৈন্যদলের পশ্চাদ্ভাগ রক্ষা করিতে করিতে অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫

উহা ব্যতীত বহু শকট (গোযান), দোকান, বেশকুমার দ্রব্য, অন্যান্য যান, দ্রব্যবাহী যান, এক হাজার হাতী, বহু অযুত অশ্ব, অন্যবিধ ছোট-বড় বস্তু, স্ত্রী, কৃশ ও দুর্বল মনুষ্য, সঞ্চিত ধনভাণ্ডার এবং তাহার বাহক মনুষ্য ও কোষাগার প্রভৃতি সব কিছু সংগ্রহ করিয়া রাজা যুধিষ্ঠির ধীরে ধীরে গজসৈন্যের সহিত যাত্রা করিলেন ॥ ২৬-২৭

তাঁহার পশ্চাতে দ্রৌপদীর পুত্র প্রতিবিন্ধ্য সত্যধৃতি, শ্রেণিমান্, বসুদান ও কাম্বিরাজের শক্তিশালী পুত্র গমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

ইঁহাদের সকলের অনুগমনকারী বিশ হাজার রথী, কিঙ্কিণী (ক্ষুদ্রঘণ্টা) সুশোভিত দশ কোটি অশ্ব, ঈষাদন্তের ন্যায় দন্তযুক্ত, প্রহার করিতে নিপুণ, উত্তম জাতিতে উৎপন্ন, মদস্রাবী ও মেঘের তুল্য গমনকারী বিশ হাজার হাতী ছিল ॥ ২৯-৩০

ভারত! ইহা ব্যতীত, এই যুদ্ধে মহাত্মা যুধিষ্ঠিরের নিকট আরও সত্তর হাজার হাতী ছিল, যাহারা কলস্বনকারী মেঘের ন্যায় স্ব-স্ব গণ্ডস্থল হইতে মদধারা বর্ষণ করিতেছিল। তাহারা সকলে অন্ধমণ্ডলপর্যন্তসদৃশ রাজা যুধিষ্ঠিরের অনুগমন করিতে লাগিল ॥ ৩১-৩২

বুদ্ধিমান্ কুন্তীপুত্র যুধিষ্ঠিরের নিকট এইরূপ ভয়ঙ্কর ও বিশাল সেনাবাহিনী ছিল, যাহাদের আশ্রয় লইয়া তিনি ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধনকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিলেন ॥ ৩৩

ততোঽন্যে শতশঃ পশ্চাৎ সহস্রাণ্যুতশো নরাঃ।
নর্দন্তঃ প্রযযুস্তত্রাসংখ্যেয়ানি সহস্রশঃ ॥ ৩১
তত্র ভেরীসহস্রাণি শঙ্খানামযুতানি চ।
প্রবাদয়ন্ত সংহৃষ্টাঃ সহস্রাণ্যুতশো নরাঃ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যা-
মুদ্যোগপর্বণি অম্বোপাখ্যানপর্বণি পাণ্ডবসেনানির্যাণে
অধিকশততমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯৬

ইহারও অতিরিক্ত লক্ষ পদাতিক মনুষ্য এবং সহস্র সহস্র সৈন্য — তখন সেই রণস্থলে লক্ষ লক্ষ মনুষ্য হর্ষ ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া
গর্জন করিতে করিতে তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতে হাজার হাজার ভেরী ও শঙ্খ বাজাইতে লাগিল ॥ ৩১
লাগিল ॥ ৩২

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বান্তর্গত অম্বোপাখ্যানপর্বে পাণ্ডবসৈন্যের যুদ্ধের জন্য
নিষ্ক্রমণবিষয়ক একশততম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

যৎকৃপালবমাত্রেণ মূর্খো ভবতি পণ্ডিতঃ।
স গুরুঃ সর্বযত্নেন কৃপাং কুরুতু যাদৃশে ॥
উদ্যোগপর্বণো বঙ্গভাষানুবাদকর্মণি।
উদ্যোগোঽয়ং সফলতামেতু গুরুপ্রসাদতঃ।
মনঃ কেবলমন্যায়ে যথা তিষ্ঠতি নিত্যদা।
তথা দোষোঽস্তি সর্বত্র মহি দেব! কৃপাং কুরু ॥

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী (লক্ষশ্লোকসমন্বিতা) সংহিতা মহাভারতের উদ্যোগপর্বের
শ্রীশ্রীতারানাথসেবক শ্রীরামনারায়ণ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত বঙ্গভাষানুবাদ সমাপ্ত।

উদ্যোগপর্ব সম্পূর্ণম্

—•—

সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

হে অর্জ্জুন! তুমি সর্ব্ববিধ ধর্ম্মানুষ্ঠান পরিত্যাগ করে একমাত্র আমার শরণাগত হও। আমি তোমায় সমস্ত পাপ হ'তে মুক্ত করবো।

অর্জ্জুনকে আমার শরণাগতিরূপ পরম ধর্ম্ম বলেছিলাম, এই গীতা আমার বাণী ভাগবত-ধর্ম্ম। এই গীতাধর্ম্মের অনুষ্ঠানে মানুষ বুদ্ধিগ্রাহ্য অতীন্দ্রিয় পরমসুখ লাভ করে। মানুষ এর আচরণে সুখে ব্রহ্মসংস্পর্শ লাভে সমর্থ হয়। মানব একান্তভাবে আমার গীতার আশ্রিত হলে তাকে আমি সংসার-সাগর হতে উদ্ধার করি। যখন এই ভাগবতধর্ম্ম মানবগণ কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হয়, জঠরভরণপরায়ণ জনগণ যখন এ ধর্ম্ম বিস্মৃত হয়ে বিপথে ধাবিত হওয়ায় দুনিয়ার ক্লেশ ভোগ করতে থাকে তখন আমি থাকতে পারি না—ছুটে আসি আমার ভাগবতধর্ম্ম সংস্থাপন করবার জন্য, আমার ধর্ম্ম আশ্রয় করলেই মানব একেবারে নির্ভয় হয়ে যায়। তাই ডাকি, আয় আয়, আমার ভাগবতধর্ম্ম নে নে, কঠিন নয়, খুব পারবি, শুধু করজোড়ে বল, "আমি তোমার শরণাগত"। তাহলেই তুই নিশ্চিন্ত হয়ে যাবি, আমি তোকে বুকে তুলে নিব। ওরে, আমার আনন্দের দুলাল! তোরা যখন বিপথে যাস, তখন ডাকি—ওরে ফিরে আয় ফিরে আয়। ওপথ কণ্টকাকীর্ণ, তোর কোমলপদ ক্ষত বিক্ষত হয়ে যাবে, আয়—ফিরে আয়, ওরে তোরা যখন আমাকে আশ্রয় করিস্, তখন পুত্র কারাগার থেকে মুক্ত হলে পিতার যেরূপ আনন্দ হয়, আমারও

তদ্রূপ হয়। আয় আয়—ওরে নিত্যমুক্ত সন্তান, আয় আয়—ওরে পরমানন্দপিপাসু, আয় আয়—ওরে আনন্দের দুলাল, নে, গ্রহণ কর, আশ্রয় কর আমার ভাগবত ধর্ম্ম—এই বলে ডাকি। আমার ধর্ম্ম সংস্থাপন করবার জন্য কতবার এসেছি—আবার কতবার আসবো। ভীত হসনে, ওরে প্রিয়তম তোরা নিরাশ্রয় নোস্। তোদের আশ্রয়দাতা রক্ষাকর্ত্তা একজন আছেন। শুধু ঊর্দ্ধবাহু হয়ে বল—হে নাথ! শরণাগতোঽহং, ত্বদাস্মি, ত্বদাস্মি, ত্বদাস্মি।

—:০:—

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭২, পি. ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও আত্মভগবান্ প্রেস, মহানিলন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

-প্রবর্ত্তিত

৺৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কারমঠ

১৫।১।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা, করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত !
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যুগে যুগে আমি আসি—ধর্ম সংস্থাপনের জন্য : সখা অর্জুনকে যে গীতা উপদেশ করেছিলাম, অর্জুন যুদ্ধে জয়লাভ করে রাজ্যপ্রাপ্তির পর সে গীতা-ধর্মের কথা বিস্মৃত হয়ে আমাকে পুনরায় উপদেশ করবার জন্য প্রার্থনা করায়, আমি তাকে ব্রহ্মজ্ঞানসম্পাদক অনুগীতা উপদেশ করি। অনুগীতা-কথিত আমার ভাগবতধর্ম আমার সাক্ষাৎ উপদেশ, এই অনুগীতায় আমি ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস প্রভৃতি আমার প্রাপ্তির মূল আশ্রমচতুষ্টয়ের কথা বলেছি। জ্ঞানই পরম ব্রহ্ম,—এই উপদেশ করেছি, "সন্ন্যাসই উত্তম তপস্যা" বলেছি, "যিনি দেহের সহিত আত্মার অভিন্ন ও ভিন্ন ভাব এবং জীবের সহিত ঈশ্বরের অভিন্ন ও ভিন্নভাব দর্শন করেন,

৯ম বর্ষ, চৈত্রমাস ১৩৭৭

[নবম সংখ্যা—মদনচতুর্দ্দশী যাত্রা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্ —

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক—শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

•

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষায় উন্নয়ন সমিতির মহানাগ সরকারের সহযোগিতায় এই পুস্তক সুলভমূল্যে দেওয়া সম্ভব হইয়াছে।

•

যুগ্ম-সম্পাদক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য * শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাসুন্দর বিদ্যাভূষণ — শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ — শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(অবৈতনিক সম্পাদক)

মুদ্রণ-কর্ম্মাধিকর্ত্তা :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে
এম্-বি, ডি. ও. এম্., এস্

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৪-৬৪০৮)

বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫ টাকা প্রতি সংখ্যা ১'৫০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থময় মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ব্ববঙ্গে সডাক ১৫·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১·৫০ নঃ পঃ ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০·০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২·০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সম্পাদক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কূপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্ত্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন মনে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি রোড
কলিকাতা—৩৫

শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

আর্ষ্যশাস্ত্রে

মহাভারতম্।

ভীষ্মপর্ব্ব।

শ্রীশ্রীওঙ্কারনাথসেবক—শ্রীরামরঞ্জনকাব্যব্যাকরণতীর্থকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

ভীষ্মপর্ব্ব

(জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণপর্ব।)

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[কুরুক্ষেত্রে উভয়পক্ষসৈন্যানামবস্থিতিঃ, যুদ্ধনিয়মপ্রবর্ত্তনঞ্চ।]

নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীং ব্যাসং ততো জয়মুদীরয়েৎ॥

জনমেজয় উবাচ।

কথং যুযুধিরে বীরাঃ কুরু-পাণ্ডব-সোমকাঃ।
পার্থিবাঃ সুমহাত্মানো নানাদেশসমাগতাঃ॥ ১

বৈশম্পায়ন উবাচ।

যথা যুযুধিরে বীরাঃ কুরুপাণ্ডবসোমকাঃ।
কুরুক্ষেত্রে তপঃক্ষেত্রে শৃণু ত্বং পৃথিবীপতে॥ ২
তেঽবতীর্য্য কুরুক্ষেত্রং পাণ্ডবাঃ সহ সোমকাঃ।
কৌরবাঃ সমবর্ত্তন্ত জিগীষন্তো মহাবলাঃ॥ ৩
বেদাধ্যয়নসম্পন্নাঃ সর্ব্বে যুদ্ধাভিনন্দিনঃ।
আশংসন্তো জয়ং যুদ্ধে বলেনাভিমুখা রণে॥ ৪
অভিযায় তু দুর্দ্ধর্ষাং ধার্ত্তরাষ্ট্রস্য বাহিনীম্।
প্রাঙ্মুখাঃ পশ্চিমে ভাগে স্থবিরস্য সসৈনিকাঃ॥ ৫
সমন্তপঞ্চকাদ্ রাজন্ শিবিরাণি সহস্রশঃ।
কারয়ামাস বিধিবৎ কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ॥ ৬
শূন্যা চ পৃথিবী সর্ব্বা বালবৃদ্ধাবশেষিতা।
নিরগ্নিপুরুষাবাসীদ্ রথ-কুঞ্জরবর্জ্জিতা॥ ৭
যাবত্তপতি সূর্য্যো হি জম্বুদ্বীপস্য মণ্ডলম্।
তাবদেব সমারূঢ়ং বলং পার্থিবসত্তম॥ ৮
একস্থাঃ সর্ব্ববর্ণাস্তে মণ্ডলং বহুযোজনম্।
পর্য্যাক্রামন্ত দেশাংশ্চ নদীঃ শৈলান্ বনানি চ॥ ৯
তেষাং যুধিষ্ঠিরো রাজা সর্ব্বেষাং পুরুষর্ষভ।
ব্যাদিদেশ সবাহ্যানাং ভক্ষ্যভোজ্যানুত্তমম্॥ ১০
সংজ্ঞাশ্চ বিবিধাস্তাত তেষাং চক্রে যুধিষ্ঠিরঃ।
এষ বেদী বেদিতব্যঃ পাণ্ডবেয়োঽয়মিত্যুত॥ ১১
অভিজ্ঞানানি সর্ব্বেষাং সংজ্ঞাশ্চাভরণানি চ।
যোজয়ামাস কৌরব্যো যুদ্ধকাল উপস্থিতে॥ ১২

ভীষ্মপর্ব্ব।

(জম্বুখণ্ড বিনির্ম্মাণ পর্ব্ব।

প্রথম অধ্যায়।

[কুরুক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সৈন্যের স্থিতি ও যুদ্ধের নিয়ম প্রবর্ত্তন।]

অন্তর্যামী নারায়ণস্বরূপ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, (তাঁহার নিত্যসখা) নরস্বরূপ নরোত্তম অর্জ্জুন, (শ্রীকৃষ্ণের লীলাপ্রকাশকারিণী) দেবী সরস্বতী এবং (তাঁহার লীলাসহচনকারী) মহর্ষি বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া জয়-(মহাভারত) শাস্ত্র পাঠ করিতে হয়।

জনমেজয়কে প্রশ্ন করিলেন—মুনে! বীর কৌরব, পাণ্ডব ও সোমকগণ এবং নানাদেশ হইতে আগত মহাত্মা ভূপতিবৃন্দ কিভাবে যুদ্ধ করিয়াছিলেন? ১

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—পৃথিবীপতে! কৌরব, পাণ্ডব ও সোমকগণ এবং অন্যান্য বীরগণ তপোভূমি কুরুক্ষেত্রে যেভাবে যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা আপনি শ্রবণ করুন। ২

সোমকগণের সহিত পাণ্ডবেরা ও কৌরবেরা উভয়েই মহাবলশালী ছিলেন। তাঁহারা কুরুক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া জয়লাভের আশা করত পরস্পরের অভিমুখে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৩

বেদাধ্যয়নসম্পন্ন, যুদ্ধাভিনন্দী, শক্তির প্রভাবে জয়াভিলাষী এবং সমরাঙ্গণে কৌরবগণের অভিমুখবর্ত্তী পাণ্ডবেরা সকলে সমন্তপঞ্চক হইতে বাহিরে সহস্র সহস্র শিবির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ৪-৬

কুন্তীনন্দন যুধিষ্ঠির পূর্ব্বেই সমন্তপঞ্চকক্ষেত্রের বহির্দ্দেশে যথাবিধানে সহস্র সহস্র শিবির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ৬

তৎকালে বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকমাত্র গৃহে অবিশষ্ট ছিল, কিন্তু অশ্ব ও নরযুক্ত কিংবা রথ ও হস্তী কিছুই ছিল না, সুতরাং পৃথিবী যেন শূন্য হইয়া গিয়াছিল। ৭

ভূপতিশ্রেষ্ঠ! সূর্য্য জম্বুদ্বীপের যতখানি ভূমণ্ডলের স্থান গ্রহণ করেন, ততদূর স্থান হইতেই সৈন্য আসিয়াছিল। ৮

তখন সেই স্থানে বহুবর্ণের মানুষ একত্রিত হইয়াছিল এবং বহুযোজন ভূমণ্ডল, কুরুক্ষেত্রদেশ, নদী, পর্ব্বত ও বন ব্যাপ্ত করিয়াছিল। ৯

নরশ্রেষ্ঠ! তাহারপর রাজা যুধিষ্ঠির বাহন প্রভৃতির সহিত সমস্ত সৈন্যের উত্তম উত্তম খাদ্য ও পানীয়বস্তু প্রস্তুত করিবার জন্য ভৃত্যবর্গকে আদেশ করিলেন। ১০

তারপর যুধিষ্ঠির ভিন্ন ভিন্ন সৈন্যদলের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার নামকরণ করিলেন। তাহার কারণ এই যে, সেইরূপ নাম বলিলে, তাহাকে পাণ্ডবপক্ষ বলিয়া অন্যে জানিতে পারিবে। ১১

যুদ্ধের সময় উপস্থিত হইলে, যুধিষ্ঠির ও দুর্য্যোধন উভয়েই আপন আপন সৈন্যের চিহ্নস্বরূপ নাম ও আভরণ দিয়া দিলেন। ১২

দৃষ্ট্বা ধ্বজাগ্রং পার্থস্য ধার্তরাষ্ট্রো মহামনাঃ।
সহ সর্বৈর্মহীপালৈঃ প্রত্যব্যূহত পাণ্ডবম্ ॥ ১৩
পাণ্ডুরেণাতপত্রেণ ধ্রিয়মাণেন মূর্ধনি।
মধ্যে নাগসহস্রস্য ভ্রাতৃভিঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৪
দৃষ্ট্বা দুর্যোধনং হৃষ্টাঃ পঞ্চালা যুদ্ধনন্দিনঃ।
ধনূংষি গীতা মহাশঙ্খান্ ভের্যশ্চ মধুরস্বনাঃ ॥ ১৫
ততঃ প্রহৃষ্টাং তাং সেনামভিবীক্ষ্যাথ পাণ্ডবাঃ।
বভূবুস্তুমনসো বাসুদেবশ্চ বীর্যবান্ ॥ ১৬
ততো হর্ষং সমাগম্য বাসুদেব-ধনঞ্জয়ৌ।
প্রযযুঃ পুরুষব্যাঘ্রৌ দিব্যৌ শঙ্খৌ রথে স্থিতৌ ॥ ১৭
পাঞ্চজন্যস্য নির্ঘোষং দেবদত্তস্য চোভয়োঃ।
শ্রুত্বা তু নিনদং ঘোরাঃ শকৃন্মূত্রং প্রসুস্রুবুঃ ॥ ১৮
যথা সিংহস্য নদতঃ বনং শ্রুত্বেতরে মৃগাঃ।
ত্রসেয়ুর্নিনদং শ্রুত্বা তথাসীদত তদ্বলম্ ॥ ১৯
উদতিষ্ঠদ্ রজো ভৌমং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন।
অস্তংগত ইবাদিত্যে সৈন্যেন সহসাবৃতে ॥ ২০
ববর্ষ তত্র পর্জন্যো মাংস-শোণিতবৃষ্টিমান্।
দিক্ষু সর্বাসি সৈন্যানি তদদ্ভুতমিবাভবৎ ॥ ২১
বায়ুস্তুতঃ প্রাদুরকুর্বীচৈঃ শর্করকর্ষণঃ।
বিনিঘ্নন্তাস্তনীকানি বিষমঞ্চৈব তদ্রজঃ ॥ ২২
উভে সৈন্যে চ রাজেন্দ্র যুদ্ধায় মুদিতে তদা।
কুরুক্ষেত্রে স্থিতে যত্তে সাগরক্ষুভিতোপমে ॥ ২৩
তয়োস্তুসেনয়োরাসীদ্ভৃতঃ স তু সঙ্গমঃ।
যুগান্তে সমনুপ্রাপ্তে ঘয়োঃ সাগরয়োরিব ॥ ২৪
শূন্যাসীৎ পৃথিবী সর্বা বৃদ্ধ-বালাবশেষিতা।
নিরশ্বপুরুষেবাসীদ্ রথকুঞ্জরবর্জিতা ॥ ২৫
তেন সেনাসমূহেন সমানীতেন কৌরবৈঃ।
ততস্তে সমযুঃ চক্রুঃ কুরু-পাণ্ডব-সোমকাঃ।
ধর্মান্ সংস্থাপয়ামাসুর্যুদ্ধানাং ভরতর্ষভ ॥ ২৬
নিবৃত্তে বিহিতে যুদ্ধে স্যাৎ প্রীতির্নঃ পরস্পরম্।
যথাপরঃ যথাযোগং ন চ স্যাৎ কস্যচিৎ পুনঃ ॥ ২৭

এদিকে মহামনা দুর্যোধন পাণ্ডবগণের ধ্বজাগ্র দেখিয়া সমস্ত ভূপতির সহিত মিলিত হইয়া পাণ্ডবদের বিপক্ষে ব্যূহরচনা করিলেন ॥ ১৩

দুর্যোধনের মস্তকের উপরে শ্বেতবর্ণ ছত্র ধারণ করা হইয়াছে এবং তিনি ভ্রাতৃগণে পরিবেষ্টিত হইয়া সহস্র সহস্র হস্তিসৈন্য মধ্যে রহিয়াছেন—ইহা দেখিয়া সমস্ত দুর্যোধনপক্ষীয় পাঞ্চাল সৈন্য আনন্দিত হইল, তাহারা সকলে তখন মহাশঙ্খধ্বনি করিয়া উঠিল এবং সকল দিক্ হইতে ভেরী বাজাইতে আরম্ভ করিল ॥ ১৪-১৫

তখন পরাক্রমশালী কৃষ্ণ ও পাণ্ডবগণ আপন সৈন্যদিগকে আনন্দিত দেখিয়া নিজেরাও আনন্দিত হইলেন ॥ ১৬

তারপর পুরুষশ্রেষ্ঠ কৃষ্ণ ও অর্জুন রথে থাকিয়া আপন যোদ্ধাদিগকে আনন্দিত করত দিব্য শঙ্খদ্বয়ের ধ্বনি করিলেন ॥ ১৭

বাহনগণের সহিত বিপক্ষ যোদ্ধারা কৃষ্ণের পাঞ্চজন্যশঙ্খ ও অর্জুনের দেবদত্তশঙ্খের ধ্বনি শুনিয়া বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করিতে লাগিল ॥ ১৮

কারণ, অন্য পশুরা যেমন সিংহের গর্জন শুনিয়া ভীত হয়, সেইরূপ তখন দুর্যোধনের সৈন্যেরা ভীত হইয়া পড়িয়াছিল ॥ ১৯

ভূতল হইতে ধূলি উঠিল, কিছুই বুঝিতে পারা যাইতেছিল না। সৈন্যোত্তোলিত ধূলিতে আবৃত হইয়া সূর্য যেন সহসা অস্ত গেলেন ॥ ২০

তখন মেঘ চারি দিকে সকল সৈন্যের উপরে রক্ত ও মাংস বর্ষণ করিতে লাগিল। তাহা যেন অদ্ভুত বলিয়া বোধ হইল ॥ ২১

তাহার পর বায়ু ভূতল হইতে কাঁকর আকর্ষণ করিয়া সেই সৈন্যগণকে আঘাত করিতে করিতে বাহিত হইতে লাগিল। এই কাঁকর অত্যন্ত ভয়ঙ্করই ছিল ॥ ২২

রাজেন্দ্র! উদ্বেলিত সমুদ্রের ন্যায় সেই উভয়পক্ষের সৈন্য যুদ্ধের জন্য অত্যন্ত হৃষ্টমান ও আনন্দিত হইয়া কুরুক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিল ॥ ২৩

প্রলয়কাল উপস্থিত হইলে দুইটি সমুদ্রের সম্মেলনের ন্যায় সেই সময় পাণ্ডব ও কৌরব উভয় পক্ষের সৈন্যের সেই সম্মেলন অদ্ভুতই হইয়াছিল ॥ ২৪

পাণ্ডুপুত্রগণ ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সেই সৈন্যসমূহ আনয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া বালক, বৃদ্ধ ও স্ত্রীলোকমাত্র স্ব-স্ব-স্থানে অবস্থিতি থাকায় সমগ্র পৃথিবীই যেন শূন্য হইয়া গিয়াছিল এবং সকল পুরুষ, অশ্ব, রথ ও হস্তী যেন অন্যত্র কিছুই ছিল না ॥

ভরতশ্রেষ্ঠ জনমেজয়! তারপর কৌরব, পাণ্ডব ও সোমকগণ পরস্পর মিলিত হইয়া যুদ্ধসম্বন্ধে বহু নিয়ম স্থির করিয়া তখন যুদ্ধধর্মের মর্যাদা স্থাপন করিলেন।

সেই নিয়ম এইরূপ ছিল—প্রচলিত যুদ্ধ বন্ধ হইয়া যাইলে সন্ধ্যাকালে আমরা সকলে পরস্পর প্রীতিপূর্ণ ভাব অক্ষুণ্ণ রাখিয়া

বাচা যুদ্ধপ্রবৃত্তানাং বাচৈব প্রতিষেধনম্।
নিষ্ক্রান্তাঃ পুরনাম্নাথ্যে হন্তব্যাঃ কদাচন ॥ ২৮
রথী চ রথিনা যোধ্যো গজেন গজধূর্গতঃ।
অশ্বেনাশ্বী পদাতিশ্চ পাদাতেনৈব ভারত ॥ ২৯
যথাযোগং যথাকামং যথোৎসাহং যথাবলম্।
সমাভাষ্য প্রহর্তব্যং ন বিশ্বস্তে ন বিহ্বলে ॥ ৩০
একেন সহ সংযুক্তঃ প্রপন্নো বিমুখস্তথা।
ক্ষীণশস্ত্রো বিবর্মা চ ন হন্তব্যঃ কদাচন ॥ ৩১
ন সুপ্তেষু ন ধূর্ষোষু ন চ শস্ত্রোপনায়িষু।
ন ভেরী-শঙ্খবাদেষু প্রহর্তব্যং কথঞ্চন ॥ ৩২
এবং তে সময়ং কৃত্বা কুরু-পাণ্ডব-সোমকাঃ।
বিস্ময়ং পরমং জগ্মুঃ প্রেক্ষমাণাঃ পরস্পরম্ ॥ ৩৩
নিবিশ্য চ মহাস্থানস্তত্তে পুরুষর্ষভাঃ।
হৃষ্টরূপাঃ সুমনসো বভূবুঃ সহসৈনিকাঃ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি জম্বুখণ্ডবিনির্মাণপর্বণি সৈন্যনির্যাণে প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

সেই সময় আমরা কেহই কাহারও সহিত শত্রুতা করিব না ॥ ২৪-২৭

যাহারা বাক্যযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবে, তাহাদের সহিত বাক্যদ্বারাই প্রতিযুদ্ধ করিতে হইবে; আর যাহারা সৈন্যমধ্য হইতে নির্গত হইয়া যাইবে, কখনও তাহাদিগকে বধ করা হইবে না ॥ ২৮

ভরতনন্দন! রথী রথারোহীর সহিত, গজারোহী গজারোহীর সহিত, অশ্বারোহী অশ্বারোহীর সহিত এবং পদাতি পদাতির সহিত যুদ্ধ করিবেন ॥ ২৯

যোগ্যতা, ইচ্ছা, উৎসাহ ও শক্তি অনুসারে বিপক্ষকে বলিয়া তাহাকে সাবধান করিয়া দিয়া আমরা তাহাকে প্রহার করিব, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া অসাবধান থাকিলে বা বিহ্বল হইয়া পড়িলে কোন লোককে প্রহার করিব না ॥ ৩০

অস্ত্রের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত, পরাজিত, পরাঙ্মুখ, শস্ত্রশূন্য ও বর্মবিহীন লোককে আমরা কখনও আঘাত করিব না ॥ ৩১

সূতিপাঠক, ভারবাহী, অস্ত্রশস্ত্র এবং ভেরী ও শঙ্খপ্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রকগণের উপরে কোনপ্রকারে আমরা প্রহার করিব না ॥ ৩২

সেই কৌরব, পাণ্ডব ও সোমকেরা এইরূপ নিয়ম করিয়া পরস্পর পরস্পরকে দেখিতে থাকিয়া অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইলেন ॥ ৩৩

তাহার পর সৈন্যগণের সহিত সেই মহান্ পুরুষশ্রেষ্ঠগণ নিজ নিজ স্থানে অবস্থিত হইয়া স্বাস্থ্যলাভ ও প্রফুল্লচিত্ত হইলেন ॥ ৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত জম্বুখণ্ডবিনির্মাণপর্বে সৈন্যনির্যাণবিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[বেদব্যাসেন সঞ্জয়ায় দিব্যদৃষ্টিদানম্, ভয়সূচকোৎপাতানাং বর্ণনঞ্চ।

বৈশম্পায়ন উবাচ।

ততঃ পূর্বাপরে সৈন্যে সমাক্ষ্য ভগবানৃষিঃ।
সর্ববেদবিদাং শ্রেষ্ঠো ব্যাসঃ সত্যবতীসুতঃ ॥ ১
ভবিষ্যন্তি রণে ঘোরে ভরতানাং পিতামহঃ।
প্রত্যক্ষদর্শী ভগবান্ ভূত-ভব্য-ভবিষ্যবিৎ ॥ ২
বৈচিত্রবীর্য্যং রাজানং স রহস্যত্রবীদিদম্।
শোচন্তমার্তং ধ্যায়ন্তং পুত্রাণামনয়ং তদা ॥ ৩

ব্যাস উবাচ

রাজন্ পরীতকালাস্তে পুত্রাশ্চান্যে চ পার্থিবাঃ।
তে হিংসন্তীব সংগ্রামে সমাসাদ্যেতরেতরম্ ॥ ৪

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[বেদব্যাস কর্তৃক সঞ্জয়কে দিব্যদৃষ্টি দান ও ভয়সূচক উৎপাতসমূহ বর্ণন।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! তদনন্তর মহামহিমশালী, সমস্ত বেদজ্ঞগণের, ভরতবংশীয় ধৃতিমান্ ও দুর্যোধন প্রভৃতির পিতামহ, জগতের সমস্ত বস্তুরই প্রত্যক্ষদর্শী এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানবেত্তা ভগবান্ সত্যবতীনন্দন বেদব্যাস ভাবী ভয়ঙ্কর যুদ্ধের পূর্বে পূর্বদিকে অবস্থিত কৌরব সৈন্য এবং পশ্চিম-দিকে অবস্থিত পাণ্ডবসৈন্য দর্শন করিয়া আসিয়া তৎকালে পুত্রগণের দুর্নীতির বিষয়ে চিন্তাযুক্ত, শোকার্ত ও নির্জনে স্থিত রাজা ধৃতরাষ্ট্রকে এই কথা বলিলেন ॥ ১-৩

বেদব্যাস বলিলেন,—রাজন্! তোমার পুত্রগণের ও অন্যান্য রাজগণের মৃত্যুকাল নিকটবর্তী হইয়াছে, সুতরাং তাহারা যুদ্ধে পরস্পর পরস্পরকে সম্মুখে পাইয়া বধ করিবে ॥ ৪

তেষু কালপরীতেষু বিনক্ষ্যৎসেষু ভারত।
কালপর্য্যায়মাজ্ঞায় মা স্ম শোকে মনঃ কৃথাঃ ॥ ৫
যদি চেচ্ছসি সংগ্রামে দ্রষ্টুমেতান্ বিশাম্পতে।
চক্ষুর্দদানি তে পুত্র যুদ্ধং তত্র নিশাময় ॥ ৬

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ন রোচয়ে জ্ঞাতিবধং দ্রষ্টুং ব্রহ্মবিদত্তম।
যুদ্ধমেতৎ যথেবেদং ভূয়ো ভবতু তেজসা ॥ ৭

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এতস্মিন্ নেচ্ছতি দ্রষ্টুং সংগ্রামং শ্রোতুমিচ্ছতি।
বরাণামীশ্বরো ব্যাসঃ সঞ্জয়ায় বরং দদৌ ॥ ৮
এষ তে সঞ্জয়ো রাজন্ যুদ্ধমেতদ্ বদিষ্যতি।
এতস্য সর্বসংগ্রামে ন পরোক্ষং ভবিষ্যতি ॥ ৯
চক্ষুষা সঞ্জয়ো রাজন্ দিব্যেনৈব সমন্বিতঃ।
কথয়িষ্যতি তে যুদ্ধং সর্বজ্ঞশ্চ ভবিষ্যতি ॥ ১০
প্রকাশং বাপ্রকাশং বা দিবা বাথ বা নিশা।
মনসা চিন্তিতমপি সর্বং বেৎস্যতি সঞ্জয়ঃ ॥ ১১

ভরতসত্তম! যখন তাহারা কালের বশীভূত হইয়া বিনষ্ট হইতে থাকিবে, তখন উহা কালপর্য্যায়েরই ফল উহা বুঝিয়া তুমি শোক করিও না। ৫

নরনাথ! পুত্র! তুমি যদি এই সংগ্রামে তাহাদের অবস্থা দেখিতে উৎসুক হও এবং এই যুদ্ধ দেখিতে ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে আমি দিব্যচক্ষু দান করি, তুমি এই যুদ্ধ দেখ। ৬

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—ব্রহ্মবিশ্রেষ্ঠ! আমি নিজ জ্ঞাতিগণের বধ দেখিতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু আপনার প্রভাবে এই যুদ্ধের সমস্ত বিবরণই শুনিতে চাই। ৭

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! ধৃতরাষ্ট্র যুদ্ধ দর্শন করিবার ইচ্ছা না করিলে এবং তাহার বিবরণ শুনিবার ইচ্ছা করিলে, বরদান করিতে সমর্থ বেদব্যাস সঞ্জয়কে বরদান করিলেন। ৮

রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! এই সঞ্জয় তোমার নিকট এই যুদ্ধের বিবরণ বলিবে। কারণ, সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্রে এরূপ কোন বিষয়ই থাকিবে না, যাহা ইহার প্রত্যক্ষ হইবে না। ৯

রাজন্! এই সঞ্জয় দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন হইয়া সর্বজ্ঞ হইবে এবং তোমার নিকট এই যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ বলিবে। ১০

সুতরাং প্রকাশই হউক অপ্রকাশই হউক, কিংবা দিনেই হউক বা রাত্রিতেই হউক, এমন কি অন্যে মনে মনেও যাহা চিন্তা

নৈনং শস্ত্রাণি হেংস্যন্তি নৈনং বাধিষ্যতে শ্রমঃ।
গাবল্গণিরয়ং জীবন্ যুদ্ধাদেষ্যতি বিমোক্ষ্যতে ॥ ১২
অহং তু কীর্তিমেতেষাং কুরূণাং ভরতর্ষভ।
পাণ্ডবানাঞ্চ সর্বেষাং প্রখ্যাস্যামি মা শুচঃ ॥ ১৩
দিষ্টমেতন্নরব্যাঘ্র নাভিশোচিতুমর্হসি।
ন চৈব শক্যং সংযন্তুং যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ॥ ১৪

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা স ভগবান্ কুরূণাং প্রপিতামহঃ।
পুনরেব মহাভাগো ধৃতরাষ্ট্রমুবাচ হ ॥ ১৫
ইহ যুদ্ধে মহারাজ ভবিষ্যতি মহান্ ক্ষয়ঃ।
তথেহ চ নিমিত্তানি তথাত্যুৎপলক্ষয়ে ॥ ১৬
শ্যেনা গৃধ্রাশ্চ কাকাশ্চ কঙ্কাশ্চ সহিতা বকৈঃ।
সম্পতন্তি নগাগ্রেষু সমবায়াংশ্চ কুর্বতে ॥ ১৭
অচাগ্রঞ্চ প্রপদ্যন্তি যুদ্ধমানস্য বিদ্বিষঃ।
ক্রব্যাদো ভক্ষয়িষ্যন্তি মাংসানি গজ-বাজিনাম্ ॥ ১৮

করিবে, সে সমস্তও সঞ্জয় জানিতে পারিবে। ১১

কোন অস্ত্র উহাকে বিদীর্ণ করিতে পারিবে না, কিংবা পরিশ্রম উহাকে ক্লান্ত করিবে না এবং এই গবল্গণপুত্র সঞ্জয় জীবিত থাকিয়াই এই যুদ্ধ হইতে মুক্তি পাইবে। ১২

ভরতশ্রেষ্ঠ! আর আমি এই সকল কৌরব ও পাণ্ডবগণের কীর্তিকথা ত্রিলোকে বিস্তার করিব তুমি শোক করিও না। ১৩

নরশ্রেষ্ঠ! ইহাই দৈবের বিধান, সুতরাং তুমি ইহার জন্য শোক করিও না এবং কেহই ইহাকে প্রতিরোধ করিতেও পারিবে না। তবে যেদিকে ধর্ম আছেন, সেই দিকেই জয় হইবে। ১৪

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! কুরুকুলের প্রপিতামহ ও মহাভাগ ভগবান্ বেদব্যাস এই কথা বলিয়া পুনরায় ধৃতরাষ্ট্রকে বলিলেন। ১৫

মহারাজ! এই যুদ্ধে গুরুতর লোকক্ষয় হইবে। সেইরূপ ভয়জনক যে লক্ষণই আমি লক্ষ্য করিতেছি। ১৬

শ্যেন, গৃধ্র (শকুন), কাক ও কঙ্ক (হাড়গিলা) পক্ষী বকের সহিত মিলিত হইয়া বৃক্ষের উপর আসিয়া বসিতেছে এবং দলবদ্ধভাবে সমবেত হইতেছে। ১৭

এই সকল মাংসভোজী পক্ষী যুদ্ধ নিকটবর্তী দেখিতেছে; তাই হস্তী ও অশ্ব প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করিবে বলিয়া আনন্দিত হইয়াছে। ১৮

নির্ঘাতং চাভিবাশন্তো ভৈরবা ভয়সেদিনঃ।
কঙ্কাঃ প্রযান্তি মধ্যেন দক্ষিণাভিমুখো দিশম্ ॥১৯
উভে পূর্বাপরে সন্ধ্যে নিত্যং পশ্যামি ভারত।
উদয়াস্তমনে সূর্য্যং কবন্ধৈঃ পরিবারিতম্ ॥ ২০
শ্বেতলোহিতপর্য্যন্তাঃ কৃষ্ণগ্রীবাঃ সবিদ্যুতঃ।
বিবর্ণাঃ পরিষাঃ সন্ধ্যে ভানুমন্তমবারয়ন্ ॥ ২১
অলিতার্কেন্দুনক্ষত্রং নির্বিশেষদিনক্ষপম্।
অহোরাত্রং ময়া দৃষ্টং তদ্ ভয়ায় ভবিষ্যতি ॥ ২২
অলক্ষ্যঃ প্রভয়া হীনঃ পৌর্ণমাসীঞ্চ কার্ত্তিকীম্।
চন্দ্রোঽকুদ্মদ্বিবর্ণশ্চ পদ্মবর্ণনিভস্তদা ॥ ২৩
যস্যন্তি নিহতা বীরা ভূমিমাবৃত্য পার্থিবাঃ।
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ শূরাঃ পরিঘবাহবঃ ॥ ২৪
অন্তরীক্ষে বরাহস্য বৃষদংশস্য চোভয়োঃ।
প্রণাদং মুঞ্চতো রাত্রৌ রৌদ্রং নিত্যং প্রলক্ষয়ে ॥২৫
দেবতাপ্রতিমাশ্চৈব কম্পন্তি চ হসন্তি চ।
বমন্তি রুধিরং চাস্যৈঃ খিদ্যন্তি প্রপতন্তি চ ॥ ২৬
অনাহতা দুন্দুভয়ঃ প্রণদন্তি বিশাম্পতে।
অমুঞ্চান্ত প্রবর্ষন্তি ক্ষত্রিয়াণাং মহারথাঃ ॥ ২৭
কোকিলাঃ শতপত্রাশ্চ চাষা ভাসাঃ শুকাস্তথা।
সারসাশ্চ ময়ূরাশ্চ বাচো মুঞ্চন্তি দারুণাঃ ॥ ২৮
গৃহীতশস্ত্রাঃ ক্রোশন্তি চমিণো বাজিপৃষ্ঠগাঃ।
অরুণোদয়ে প্রদৃশ্যন্তে শতশঃ শলভব্রজাঃ ॥ ২৯
উভে সন্ধ্যে প্রকাশেতে দিশাং দাহসমন্বিতে।
পর্জন্যঃ পাংশুবর্ষী চ মাংসবর্ষী চ ভারত ॥ ৩০
যা চৈষা বিশ্রুতা রাজংস্ত্রৈলোক্যে সাধুসম্মতা।
অরুন্ধতী তথাপ্যেষা বশিষ্ঠং পৃষ্ঠতঃ কৃতঃ ॥ ৩১
রোহিণীং পীড়য়ন্নেব স্থিতো রাজন্ শনৈশ্চরঃ।
ব্যাবৃত্তং লক্ষ্য সোমস্য ভবিষ্যতি মহদ্ ভয়ম্ ॥ ৩২
অনভ্রে চ মহাঘোরঃ স্তনিতঃ শ্রূয়তে ঘনঃ।
বাহনানাঞ্চ রুদতাং নিপতন্ত্যশ্রুবিস্বরঃ ॥ ৩৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি জম্বুখণ্ডবিনির্মাণপর্বণি শ্রীবেদব্যাসদর্শনে দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ১

ভয়সূচক ও ভয়ঙ্করমূর্ত্তি কঙ্কপক্ষীসমূহ নিষ্ঠুর রব করিতে করিতে অন্যান্য পক্ষীর মধ্যে থাকিয়া দক্ষিণ দিকে যাইতেছে ॥ ১৯

ভরতনন্দন! আমি নিত্যই দেখিতে পাই—প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যার সময়ে উদয় অস্তকালে কতকগুলি কবন্ধ (নরমুণ্ড) সূর্য্যমণ্ডলকে পরিবেষ্টন করিতেছে ॥ ২০

সন্ধ্যার সময় সূর্য্যদেবের কিরণের পরিমণ্ডল চারিদিকে আবৃত থাকে। তাহার মধ্যে শ্বেত ও রক্ত বর্ণের মণ্ডল দুই শেষভাগে আর কৃষ্ণবর্ণের মণ্ডল মধ্যভাগে থাকে। তাহার উপর আবার বিদ্যুৎও স্ফুরিত হইতেছে ॥

আমি আজকাল দেখিতেছি—দিন ও রাত্রির কোন ভেদ থাকে না, সর্ব্বদাই চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্র জ্বলিতে থাকে, সুতরাং এই লক্ষণ অবশ্যই ভয় জন্মাইবে ॥ ২২

আমি দেখিতেছি—কার্ত্তিক মাসের পূর্ণিমাতে বিকসিত কমলের ন্যায় নীলবর্ণ আকাশে উদিত চন্দ্রের আর সেরূপ প্রভা নাই এবং তাহার কান্তি অগ্নিসদৃশ প্রতীতি হইতেছে ॥ ২৩

ইহার ফল এই যে, পৃথিবীর বীর রাজারা ও পরিঘসদৃশ স্থূল (মোটা) বাহু বীর রাজপুত্রেরা যুদ্ধে নিহত হইয়া ভূতল আবৃত করত শয়ন করিবেন ॥ ২৪

আজকাল প্রত্যহই রাত্রিতে শূকর ও বিড়াল যুদ্ধ করে, তাহাদের ভয়ঙ্কর রব আকাশে শুনিতে পাই ॥ ২৫

দেবতাদের প্রতিমাগুলি কখনও কম্পিত হয়, কখনও হাসেন, কখনও মুখ দিয়া রক্ত বমন করেন, কখনও ঘর্ম্মাক্ত হন এবং কখনও পড়িয়া যান ॥ ২৬

নরনাথ! আঘাত না করিলেও দুন্দুভিগুলি শব্দ করে এবং ক্ষত্রিয়গণের বিশাল রথসমূহ অযুদ্ধক্ষেত্রে চলিতে থাকে ॥ ২৭

কোকিল, শতপত্র, চাষপক্ষী, হাঁস, শুক, সারস ও ময়ূরসকল ভয়ঙ্কর রব করিতেছে ॥ ২৮

অশ্বের পৃষ্ঠে উপবিষ্ট হইয়া আরোহীরা হস্তে ঢাল তরবারি গ্রহণ করত চীৎকার করিতেছে এবং অরুণোদয়কালে শত শত পতঙ্গশ্রেণি দেখিতে পাওয়া যাইতেছে ॥২৯

প্রাতঃসন্ধ্যা ও সায়ংসন্ধ্যাকালে দিগ্‌দাহ প্রকাশ পাইতেছে। ভরতনন্দন! মেঘ ধূলি ও মাংস বর্ষণ করিতেছে ॥ ৩০

রাজন্! ত্রিভুবনমধ্যে যিনি পতিব্রতাগণের মধ্যে সাধ্বী বলিয়া বিখ্যাতা, সেই অরুন্ধতীও এই বশিষ্ঠকে পৃষ্ঠদিকে রাখিয়াছেন ॥৩১

রাজন্! এই শনিগ্রহ রোহিণী নক্ষত্রকে উৎপীড়িত করিয়া রহিয়াছেন এবং চন্দ্রের কলঙ্ক তিরোহিত হইয়াছে, সুতরাং মহাভয় উপস্থিত হইবে ॥ ৩২

আর, মেঘশূন্য আকাশেও সর্ব্বদা মহাভয়ঙ্কর মেঘগর্জ্জন শুনা যাইতেছে এবং ক্রন্দনরত বাহনগণের অশ্রুবিন্দু পতিত হইতেছে ॥৩৩

ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণপর্ব্বে শ্রীবেদব্যাসদর্শনবিষয়ক দ্বিতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ।

[ব্যাসদেবেনামঙ্গলসূচকোৎপাতানাং বিজয়সূচকলক্ষণানাঞ্চ বর্ণনম্।]

ব্যাস উবাচ।

ধরা সোমু প্রজায়ন্তে রমন্তে মাতৃভিঃ সুতাঃ।
অনার্তবং পুষ্পফলং দর্শয়ন্তি বনদ্রুমাঃ ॥ ১
গর্ভিণ্যোঽজাতপুত্রাশ্চ জনয়ন্তি বিভীষণান্।
ক্রব্যাদাঃ পক্ষিভিশ্চাপি সহায়ন্তি পরস্পরম্ ॥ ২
ত্রিবিষাণাশ্চতুর্নেত্রাঃ পঞ্চপাদা দ্বিমেহনাঃ।
দ্বিশীর্ষাশ্চ দ্বিপুচ্ছাশ্চ দংষ্ট্রিণঃ পশবোঽশিবা ॥ ৩
জায়ন্তে বিবৃতাস্যাশ্চ ব্যাহরন্ত্যোঽশিবা গিরঃ।
ত্রিপদাঃ শিখিনস্তাক্ষ্যাশ্চতুষ্টয়ো বিষাণিনঃ ॥ ৪
তথৈবাস্যাশ্চ দৃশ্যন্তে স্ত্রিয়ো বৈ ব্রহ্মবাদিনাম্।
বৈনতেয়ান্ ময়ূরাংশ্চ জনয়ন্তি পুরে তব ॥ ৫
গোবৎসং বড়বা সূতে শ্বা শৃগালং মহীপতে।
কুক্কুরান্ করভাংশ্চৈব শুকাশ্চাশুভবাদিনঃ ॥ ৬
স্ত্রিয়ঃ কাশ্চিৎ প্রজায়ন্তে চতস্রঃ পঞ্চ কন্যকাঃ।
জাতমাত্রাশ্চ নৃত্যন্তি গায়ন্তি চ হসন্তি চ ॥ ৭
পৃথগ্‌জনস্য সর্বস্য ক্ষুদ্রকাঃ প্রহসন্তি চ।
নৃত্যন্তি পরিধাবন্তি বেদয়ন্তো মহদ্ ভয়ম্ ॥ ৮
প্রক্ষিপ্যাশ্চালিখন্ত্যোতাঃ সশস্ত্রাঃ কালচোদিতাঃ।
অন্যোন্যমভিধাবন্তি শিশবো দণ্ডপাণয়ঃ ॥ ৯
অন্যোন্যমভিমৃদ্নন্তি নগরাণি যুযুৎসবঃ।
পদ্মোৎপলানি বৃক্ষেষু জায়ন্তে কুমুদানি চ ॥ ১০
বিধ্বাতাশ্চ বাতাগ্রা রজো নাপ্যুপশাম্যতি।
অভীক্ষ্ণং কম্পতে ভূমির্ঘর্কং বাতরুপৈতি চ ॥ ১১
শ্বেতো গ্রহস্তথা চিত্রাং সমতিক্রম্য তিষ্ঠতি।
অভাবং হি বিশেষেণ কুরূণাং তত্র পশ্যতি ॥ ১২
ধূমকেতুর্মহাঘোরঃ পুষ্যং চাক্রম্য তিষ্ঠতি।
সেনয়োরশিবং ঘোরং করিষ্যতি মহাগ্রহঃ ॥ ১৩

তৃতীয় অধ্যায়।

[ব্যাসদেব কর্তৃক অমঙ্গলসূচক উৎপাতসমূহ ও বিজয়সূচক লক্ষণসমূহ বর্ণন]

বেদব্যাস বলিলেন,—পক্ষ গর্ভে ধারণ করিতেছে, পুত্রেরা মাতার সহিত রমণ করিতেছে এবং বনের বৃক্ষসকল অসময়ে ফল ও পুষ্প দেখাইতেছে। ১

গর্ভবতী রমণীরা স্বাভাবিক পুত্রপ্রসব না করিয়া অতিভীষণাকৃতি পুত্রসকল প্রসব করিতেছে এবং মাংসভোজী পশুগণ পক্ষীদিগের সহিত মিলিত হইয়া পরস্পর ভোজন করিতেছে। ২

কতকগুলি ত্রিশৃঙ্গ, কতকগুলি চতুর্নেত্র, কতকগুলি পঞ্চচরণ, কতকগুলি দ্বিশির, কতকগুলি দ্বিমেহন, কতকগুলি দ্বিপুচ্ছ এবং কতকগুলি পশু নিকট প্রযুক্ত হইয়া অমঙ্গল সূচনা করিতে করিতে জন্মিতেছে, আবার কতকগুলি পশু জন্মিয়াই মুখ ব্যাদান করিয়া অমঙ্গলসূচক রব করিতেছে এবং পক্ষকাকৃতি পক্ষীরা ত্রিপদ, শিখাযুক্ত, চতুর্নেত্র ও দন্তশালী হইয়া জন্মিতেছে। ৩-৪

রাজন্! তোমার রাজধানীতে বেদবাদী ব্রাহ্মণ ভার্য্যাগণকে দেখা যাইতেছে যে, তাঁহারা গরুড়াকৃতি পক্ষী ও ময়ূর সমূহকে প্রসব করিতেছেন। ৫

ভূপতে! অশ্ব গোবৎস, কুক্কুর শৃগাল এবং হস্তী কুক্কুরকে উৎপাদন করিতেছে; আর শুকপক্ষীরাও অমঙ্গলসূচক রব করিতেছে। ৬

কতকগুলি স্ত্রী চারিটী ও পাঁচটী কন্যা প্রসব করিতেছে এবং সেই কন্যাগুলিও জন্মিবামাত্রই হাসিতেছে, গাহিতেছে ও নাচিতেছে। ৭

নীচ জাতিতে উৎপন্ন পশু প্রভৃতি বিকলাঙ্গ লোকেরা গুরুতর ভয়ের সূচনা করত কখনও হাসিতেছে, কখনও নাচিতেছে এবং কখনও গাহিতেছে। ৮

অস্ত্রধারী এই সকল দেবিগ্রহ কালপ্রেরিত হইয়াই যেন আকাশে ভাবী সর্বনাশের বিষয় লিখিতেছে। যুদ্ধাভিলাষী ও দণ্ডধারী শিশুরা পরস্পরের প্রতি ধাবিত হইতেছে এবং খনিখিত নগরগুলিকে ভাঙ্গিয়া ফেলিতেছে। আর (অসময়ে) পদ্ম, নীলোৎপল ও শ্বেতোৎপল (স্থলভাগস্থিত)-বৃক্ষে জন্মিতেছে। ৯-১০

সকল দিক্ হইতে ভয়ঙ্কর বেগে বায়ু বহিতেছে, ধূলি নিবৃত্ত হইতেছে না, বারংবার ভূমিকম্প হইতেছে এবং গ্রাস করিবার জন্য রাহু সূর্য্যের নিকট যাইতেছে। ১১

কেতু চিত্রানক্ষত্রকে অতিক্রম করিয়া স্বাতীনক্ষত্রে অবস্থান করিতেছে, সুতরাং সে বিশেষভাবে কৌরবগণেরই বিনাশের দিকে দৃষ্টি রাখিতেছে। ১২

অতিশয় ভয়ঙ্কর ধূমকেতু পুষ্যানক্ষত্রকে আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে, অতএব এই মহা উপগ্রহ উভয় পক্ষের সৈন্যেরই ভয়ঙ্কর অমঙ্গল করিবে। ১৩

মঘাস্বঙ্গারকো বক্রঃ শ্রবণে চ বৃহস্পতিঃ।
ভগং নক্ষত্রমাক্রম্য সূর্য্যপুত্রেণ পীড়্যতে ॥ ১৪
শুক্রঃ প্রোষ্ঠপদে পূর্বে সমারুহ্য বিরোচতে।
উত্তরে তু পরিক্রম্য সহিতঃ সমুদীক্ষতে ॥ ১৫
শ্বেতো গ্রহঃ প্রজ্বলিতঃ ধূমঃ ইব পাবকঃ।
ঐন্দ্রং তেজস্বি নক্ষত্রং জ্যেষ্ঠামাক্রম্য তিষ্ঠতি ॥ ১৬
ক্রূরং প্রজ্বলিতো ঘোরমপসব্যং প্রবর্ত্ততে।
রোহিণীং পীড়য়ত্যেবমুভৌ চ শশি-ভাস্করৌ।
চিত্রাস্বাত্যন্তরে চৈব বিষ্ঠিতঃ পঞ্চমগ্রহঃ ॥১৭
বক্রানুবক্রং কৃত্বা চ শ্রবণং পাবকপ্রভঃ।
ধ্বজরাশিং সমাবৃত্য লোহিতাঙ্গো ব্যবস্থিতঃ ॥ ১৮
সর্ব্বসস্যপরিচ্ছন্না পৃথিবী শস্যমালিনী।
পঞ্চবীর্য্যা যবাশ্চাপি শতশীর্ষাশ্চ শালয়ঃ ॥ ১৯
প্রধানাঃ সর্ব্বলোকস্য যাত্রায়ত্তমিদং জগৎ।
তা গাবঃ প্রসৃতা বৎসৈঃ শোণিতং প্রক্ষরন্ত্যুত ॥ ২০
নিস্তেজস্করচিহ্নাশ্চাপাং ধ্বজাশ্চ স্খলিতা ভৃশম্।
ব্যক্তং সন্তস্তি শস্ত্রাণি সংগ্রামং সমুপস্থিতম্ ॥ ২১
অগ্নিবর্ণা যথা ভাসঃ শস্ত্রাণামুদকস্য চ।
কবচানাং ধ্বজানাঞ্চ ভবিষ্যতি মহাক্ষয়ঃ ॥ ২২
পৃথিবী শোণিতাবর্ত্তা ধ্বজোড়ুপসমাকুলা।
কুরূণাং বৈশসে রাজন্ পাণ্ডবৈঃ সহ ভারত ॥ ২৩
শিক্ষুপ্রজ্বলিতাস্যাশ্চ বাহরন্তি মৃগদ্বিজাঃ।
অত্যাহিতং দর্শয়ন্তো বেদয়ন্তি মহদ্ ভয়ম্ ॥ ২৪
একপক্ষাক্ষিচরণঃ শকুনিঃ বচরো নিশি।
রৌদ্রং বদতি সংরব্ধঃ শোণিতং ছর্দয়ন্নিব ॥২৫
শস্ত্রাণি চৈব রাজেন্দ্র প্রজ্বলন্তি পুনঃ পুনঃ।
সন্তর্ষীণামুদারাণাং সমবচ্ছাদ্যতে প্রভা ॥ ২৬
সংবৎসরস্থায়িনৌ চ গ্রহৌ প্রজ্বলিতাবুভৌ।
বিশাখায়াঃ সমীপস্থৌ বৃহস্পতি-নৈর্ঋতৌ ॥ ২৭

যখন বক্র হইয়া মঘানক্ষত্রে গিয়াছেন, বৃহস্পতি শ্রবণানক্ষত্রে রহিয়াছেন, আর সূর্য্যপুত্র শনি মঘানক্ষত্রকে আক্রমণ করিয়া তাহাকে পীড়া দিতেছেন ॥ ১৪

শুক্র পূর্ব্বভাদ্রপদনক্ষত্রে আরোহণ করিয়া দীপ্তি পাইতেছেন এবং তিনি চারিদিকে পরিক্রমা করত পরিমণ্ডলের ক্রূর উপগ্রহের সহিত মিলিত হইয়া উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রকে দেখিতেছেন ॥ ১৫

কেতুনামক উপগ্রহ ধূমযুক্ত অগ্নির ন্যায় প্রজ্বলিত হইয়া ঐন্দ্রদেবতাসম্বন্ধীয় তেজস্বী নক্ষত্র জ্যেষ্ঠাকে আক্রমণ করিয়া রহিয়াছে ॥ ১৬

চিত্রা ও স্বাতীনক্ষত্রের মধ্যে থাকিয়া ক্রূরগ্রহ রাহু বক্রভাবে গমন করত রোহিণীনক্ষত্রকে এবং চন্দ্র ও সূর্য্যকে পীড়িত করিতেছে এবং অত্যন্ত প্রজ্বলিত হইয়া শ্রবণনক্ষত্রের বামভাগ দিয়া গমন করিতেছে—ইহা অতিশয় অনিষ্টসূচক ॥ ১৭

আর অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল মঙ্গলগ্রহ মঘানক্ষত্র ত্যাগ করিয়া বার বার বক্রভাবে গমন করত বর্ত্তমান সময়ে বৃহস্পতির শ্লিষ্ট মঘরে ও শ্রবণানক্ষত্রে যাইয়া অবস্থান করিতেছে ॥ ১৮

পৃথিবী সমস্ত শস্যে আবৃত হইয়া শস্যশালিনী হইয়াছেন বটে, কিন্তু যব সকলেই পাঁচটি শিখা এবং ধানের গাছেই শত শিখা হইয়াছে ॥ ১৯

এই সমস্ত জগৎ যাহাদের অধীন, সর্ব্বলোকপ্রধান সেই গো-সকল বৎসকর্ত্তৃক পানের পরে স্ব স্ব স্তন হইতে রক্ত নিঃসারণ করিতেছেন ॥ ২০

ধ্বজ হইতে শিখা নির্গত হইতেছে এবং তাহারা অত্যন্ত স্খলিতেছে, সুতরাং অস্ত্রগুলি যেন নিশ্চয়ই যুদ্ধ উপস্থিতির সম্ভাবনা করিতেছে ॥ ২১

অস্ত্র, জল, কবচ ও ধ্বজসমূহের যখন অগ্নিবর্ণ দীপ্তি প্রকাশ পাইতেছে, তখন অবশ্যই মহাক্ষয়ী সংঘটিত হইবে ॥ ২২

রাজন্ ভরতনন্দন! পাণ্ডবগণের সহিত কৌরবদিগের যুদ্ধে পৃথিবীতে রক্তের স্রোত বহিয়া যাইবে এবং তাহাতে ধ্বজগুলি হইবে ভেলা ॥ ২৩

প্রজ্বলিতমুখ শৃগাল পক্ষীরা ক্ষত্রিয়গণের জীবননাশক মহাভয়ের সূচনা করিতে করিতে সকলদিকেই শব্দ করিয়া বেড়াইতেছে ॥২৪

এক পক্ষ, এক নয়ন ও এক চরণবিশিষ্ট পক্ষী ক্রুদ্ধ হইয়া রাত্রিতে আকাশে বিচরণ করিতে থাকিয়া রক্ত বমন করিতে করিতে যেন ভয়ঙ্কর রব করিতেছে ॥ ২৫

রাজেন্দ্র! বর্ত্তমান সময়ে সমস্ত অস্ত্রই যেন জ্বলিতেছে এবং বিশাখাকৃতি সপ্তর্ষিগণের প্রভাকেও যেন অন্য নক্ষত্রের প্রভায় আবৃত হইতেছে ॥ ২৬

বৃহস্পতি ও শনি এই উজ্জ্বল গ্রহদ্বয় এক এক রাশিতে এক এক বৎসর পর্য্যন্ত অবস্থান করিলেও বর্ত্তমানে বক্রগতিতে বিশাখানক্ষত্রের নিকটে আসিয়া রহিয়াছেন ॥ ২৭

চন্দ্রাদিত্যাবুভৌ গ্রস্তাবেকাহ্না হি ত্রয়োদশীম্।
অপর্বণি গ্রহৌ ঘাতৌ প্রজাসংক্ষয়মিচ্ছতঃ ॥ ২৮
অশোভিতা দিশঃ সর্বাঃ পাংশুবর্ষৈঃ সমন্ততঃ।
উৎপাতমেঘা রৌদ্রাশ্চ রাত্রৌ বর্ষন্তি শোণিতম্ ॥২৯
কৃত্তিকাসু গ্রহস্তীক্ষ্ণো নক্ষত্রে প্রথমে জ্বলন্।
বপুঃস্তূপহরংস্তাসাং ধূমকেতুরবস্থিতঃ ॥
কৃত্তিকাং পীড়য়ংস্তীক্ষ্ণৈর্নক্ষত্রং পৃথিবীপতে ॥৩০
অস্তীক্ষ্ণং বাতা বান্তে ধূমকেতুমবস্থিতাঃ।
বিষমং জনয়ন্ত্যেত আক্রন্দজননং মহৎ ॥৩১
ত্রিষু পূর্বেষু সর্বেষু নক্ষত্রেষু বিশাম্পতে।
বৃহঃ সম্পততেঽত্যুগ্রঃ জনয়ন্ ভয়মুত্তমম্ ॥৩২
চতুর্দশীং পঞ্চদশীং ভূতপূর্বাঞ্চ ষোড়শীম্।
ইমাং তু নাভিজানামি ভূতপূর্বাং ত্রয়োদশীম্ ॥৩৩
চন্দ্র-সূর্য্যাবুভৌ গ্রস্তাবেকমহ্না হি ত্রয়োদশীম্।
অপর্বণি গ্রহেষ্বেতৌ প্রজাঃ সংক্ষপয়িষ্যতঃ ॥৩৪
মাংসবর্ষং পুনস্তীব্রমাসীৎ কৃষ্ণচতুর্দশীম্।
শোণিতৈর্বক্ত্রসম্পূর্ণা অতৃপ্তাস্তত্র রাক্ষসাঃ ॥ ৩৫
প্রতিস্রোতোবহা নদ্যঃ সরিতঃ শোণিতোদকাঃ।
ফেনায়মানা কূপাশ্চ নর্দন্তি বৃষভা ইব ॥ ৩৬
পতন্ত্যুল্কাঃ সনির্ঘাতাঃ শক্রাশনিসমপ্রভাঃ।
অন্ত চৈব নিশাং বাষ্টায়নয়ং সমবাপ্স্যথ ॥ ৩৭
বিনিঃসৃতা মহোল্কাভিস্তিমিরং সর্বতো দিশম্।
অন্যোন্যমুপতিষ্ঠন্তি তত্র চোক্তং মহর্ষিভিঃ।
ভূমিপালসহস্রাণাং ভূমিঃ পাস্যতি শোণিতম্ ॥৩৮
কৈলাস-মন্দারাভ্যাং তু তথা হিমবতো গিরেঃ।
সহস্রশো মহাশব্দং শিখরাণি পতন্তি চ ॥৩৯
মহাভূতা ভূমিকম্পে চত্বারঃ সাগরাঃ পৃথক্।
বেলামুদ্বর্তয়ন্তীব ক্ষোভয়ন্তো বসুন্ধরাম্ ॥ ৪০

চন্দ্র ও সূর্য্য এই দুই গ্রহই একদিনে ত্রয়োদশীতিথিতে রাহুগ্রস্ত হইয়াছেন, সুতরাং উঁহারা পূর্ণিমা ও অমাবস্যা ভিন্ন অন্য তিথিতে গ্রস্ত হইয়া লোকক্ষয়ই কামনা করিতেছেন ॥২৮

সকল দিকেই ধূলিবর্ষণ হইতেছে, আকাশ সকলদিকই বিশ্রী হইয়া গিয়াছে এবং রক্তের উৎপাতসূচক মেঘসকল রাত্রিতে রক্ত বর্ষণ করিতেছে ॥ ২৯

কেতু ও উজ্জ্বল ধূমকেতু লোকক্ষয় সূচনা করিতে করিতে যথাক্রমে তীক্ষ্ণ নক্ষত্র কৃত্তিকাকে পীড়িত করিয়া কৃত্তিকা নক্ষত্রে ও অশ্বিনী নক্ষত্রে আসিয়া রহিয়াছে ॥ ৩০

বায়ু বার বার ধূমকেতুর দিকে বহিয়া যাইতেছে, সুতরাং এই বায়ু অতি ভয়ঙ্কর রোদনের সূচনা করিতেছে ॥ ৩১

নরনাথ! বৃহস্পতি ভয়ঙ্কর ভয়ের সূচনা করিতে থাকিয়া পূর্ব ফল্গুনী, পূর্বাষাঢ়া ও পূর্বভাদ্র নক্ষত্রে বার বার সঞ্চার করিতেছে ॥ ৩২

প্রায়ই পঞ্চদশী তিথিতে, একটি তিথির ক্ষয় হইলে চতুর্দশী তিথিতে এবং একটি তিথি বৃদ্ধি পাইলে ষোড়শী তিথিতে এমটি করিয়া গ্রহণ হইয়া থাকে—ইহাই জানি; কিন্তু এক ত্রয়োদশীতেই যে চন্দ্র ও সূর্য্য উভয়েরই গ্রহণ পূর্ণে হইয়াছে ইহা আমি জানি না ॥৩৩

একদিনে আবার এক ত্রয়োদশীতিথিতে চন্দ্র ও সূর্য্য এই দুইটি গ্রহই রাহুগ্রস্ত হইয়াছিল, সুতরাং পূর্ণিমা ও অমাবস্যা ভিন্ন অন্য তিথিতে গ্রহণ হওয়ায় এই চন্দ্র ও সূর্য্যই লোকক্ষয় করিবেন ॥ ৩৪

আবার গত কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীতে ভয়ঙ্কর মাংস-বৃষ্টি হইয়াছিল, সুতরাং সেই দিনে রাক্ষসেরা রক্তদ্বারা মুখ পূর্ণ করিয়াও তৃপ্ত হইবে না ॥ ৩৫

নদীগুলির স্রোত প্রতিকূলভাবে চলিতেছে এবং সেগুলির জল রক্তবর্ণ হইয়াছে, আর কূপগুলি যেন উগ্রার করিতে থাকিয়া বৃষের ন্যায় গর্জন করিতেছে ॥ ৩৬

ইন্দ্রের বজ্রের তুল্য প্রভাশালী ও নির্ঘাতযুক্ত উল্কাসমূহ পতিত হইতেছে, অতএব আজ রাত্রি প্রভাত হইলেই লোকেরা দুর্নীতির ফল লাভ করিবে ॥ ৩৭

বিশাল উল্কাসমূহ আকাশ হইতে নির্গত হইয়া সকল দিকের অন্ধকার নষ্ট করিতেছিল। তখন মহর্ষিরা পরস্পর পরস্পরের নিকট যাইয়া বলিতে লাগিলেন যে, "পৃথিবী সহস্র সহস্র রাজার রক্ত পান করিবেন" ॥ ৩৮

কৈলাস, মন্দর ও হিমালয় প্রভৃতি পর্বতের সহস্র সহস্র শিখর মহানাদে ভগ্ন হইয়া পতিত হইতেছে ॥ ৩৯

ভূমিকম্পের সময়ে চারিটি সমুদ্রই স্ফীত হইয়া পৃথিবীকে সঞ্চালিত করিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবেই যেন তীরভূমি অতিক্রম করিতেছে ॥ ৪০

বৃক্ষাদুদ্ধথ্য বাস্ত্যগ্রা বাতাঃ শর্করকর্ষিণঃ।
আতপ্তাঃ সুমহাবাতৈরশনীভিঃ সমাহতাঃ ॥ ৪১
বৃক্ষাঃ পতন্তি চৈত্যাশ্চ গ্রামেষু নগরেষু চ।
নীললোহিতপীতশ্চ ভবত্যগ্নির্হুতো দ্বিজৈঃ ॥ ৪২
বামার্চিষ্মি উগন্ধশ্চ মুঞ্চন্ বৈ দারুণং স্বনম্।
স্পর্শী গন্ধা রসাশ্চৈব বিপরীতা মহীপতে ॥ ৪৩
ধূমং মুঞ্চন্তি কলশা কম্পমানা মুহুর্মুহুঃ।
মুঞ্চন্ত্যঙ্গারবর্ষঞ্চ ভের্য্যশ্চ পটহাস্তথা ॥ ৪৪
শিখরাণাং সমৃদ্ধানামুপরিষ্টাৎ সমন্ততঃ।
বায়সাশ্চ রুবন্ত্যগ্রং বামং মণ্ডলমাশ্রিতাঃ ॥ ৪৫
পক্কাপক্কেতি মুহুশ্চ বাবাশ্যন্তে বয়াংসি চ।
নিলীয়ন্তে ধ্বজাগ্রেষু ক্ষয়ায় পৃথিবীক্ষিতাম্ ॥ ৪৬
ব্যাহৃতাঃ প্রকিরন্তশ্চ ব্যালা বেপথুসংযুতাঃ।
দীনান্তরঙ্গমাঃ সর্বে বারণাঃ সলিলাশ্রয়াঃ ॥ ৪৭
এবংবিধং দুর্নিমিত্তং ক্ষয়ায় পৃথিবীক্ষিতাম্।
ভৌমং দিব্যান্তরিক্ষং ত্রিবিধং জায়তেঽনিশম্ ॥ ৪৮

এতচ্ছ্রুত্বা ভবানত্র প্রাপ্তকালং বিধীয়তাম্।
যথা লোকঃ সমুচ্ছেদং নায়ং গচ্ছেত ভারত ॥ ৪৯

বৈশম্পায়ন উবাচ।

পিতুর্বচো নিশম্যৈতদ্ধৃতরাষ্ট্রোঽব্রবীদিদম্।
দিষ্টমেতৎ পুরা মন্যে ভবিষ্যতি নরক্ষয়ঃ ॥ ৫০
ক্ষত্রিয়াঃ ক্ষত্রধর্মেণ যদি যান্তি সংযুগে।
বীরলোকং সমাসাদ্য সুখং প্রাপ্স্যন্তি কেবলম্ ॥ ৫১
ইহ কীর্তিং পরে লোকে দীর্ঘকালং মহৎ সুখম্।
প্রাপ্স্যন্তি পুরুষব্যাঘ্রাঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা মহাহবে ॥ ৫২

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবং মুনিস্তথেত্যুক্তঃ কবীন্দ্রো রাজসত্তম।
ধৃতরাষ্ট্রেণ পুত্রেণ ধ্যানমবগমং পরম্ ॥ ৫৩
স মুহূর্তং তথা ধ্যাত্বা পুনরেবাব্রবীদ্ বচঃ।
অসাধ্যং পাধিবেন্দ্র কালঃ সংক্ষিপতে জগৎ ॥ ৫৪
সৃজতে চ পুনর্লোকান্ নেহ বিদ্যতি শাশ্বতম্।
জ্ঞাতীনাং বৈ কুরুশ্রেষ্ঠ সম্বন্ধিসুহৃদাং তথা ॥ ৫৫

কতক আবর্তপরায়ণ ভয়ঙ্কর বায়ুসকল বৃক্ষসমূহকে আলোড়িত করিয়া বহিয়া যাইতেছে এবং প্রবল বজ্রাঘাত ও বজ্রের আঘাতে বৃক্ষসকল ভগ্ন হইতেছে। ৪১

ভূপতে! গ্রামে ও নগরে বৃক্ষ এবং যজ্ঞযূপসকল পড়িয়া যাইতেছে। ব্রাহ্মণগণ আহুতি দিলে পর অগ্নি ভয়ঙ্কর শব্দ করিয়া নীল, রক্ত ও পীতবর্ণ হইতেছে এবং তাহার শিখা বামাবর্তে ঘুরিতেছে ও দুর্গন্ধ বাহির হইতেছে। আর স্পর্শ, গন্ধ ও রস-সমূহ বিপরীত হইয়া গিয়াছে। ৪২-৪৩

কলসগুলি বার বার কম্পিত হইয়া ঘুমোপার করিতেছে এবং ভেরী ও চক্কা অকারণ বর্ষণ করিতেছে। ৪৪

কাকসমূহ সমৃদ্ধ অট্টালিকার উপরে সকলদিকে বামমণ্ডলে বসিয়া ভয়ঙ্কর রব করিতেছে। ৪৫

বহুতর পক্ষী অনবরত 'পক্কা পক্কা' এইরূপ অতীব ভীষণ রব করিতেছে এবং তাহারা যাইয়া ভূপালদিগের ক্ষয়ের জন্য তাঁহাদের ধ্বজাগ্রের উপরে বসিতেছে। ৪৬

হস্তীসকল নয়ন মুদ্রিত করিয়া বিষ্ঠা ও মূত্র ত্যাগ করিতে থাকিয়া উদ্বিগ্ন হইতেছে, সমস্ত জলই বিষম হইয়াছে এবং অশ্বগণ হতীদের যাইয়া জলে ঘর হইতেছে। ৪৭

রাজাদের ক্ষয়ের জন্য এইরূপ ভৌম, দিব্য ও আন্তরিক ত্রিবিধ দুর্নিমিত্ত অনবরত হইতেছে। ৪৮

ভরতনন্দন! তুমি এই সমস্ত শুনিয়া যেরূপ করণীয়, তাদৃশ কার্য্য করিবার চেষ্টা কর, যাহাতে এই মনুষ্যলোক একেবারে উচ্ছেদ না পায়। ৪৯

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—মহারাজ, পিতা বেদব্যাসের এই সকল বক্তব্য শুনিয়া এই কথা বলিলেন—'লোকক্ষয় হইবে—এইরূপ দৈবই যে রহিয়াছে, ইহা আমি পূর্বেই মনে করিয়াছি। ৫০

ক্ষত্রিয়েরা যদি ক্ষত্রিয় ধর্ম অনুসারে যুদ্ধে নিহত হন, তবে তাঁহারা বীরলোকে যাইয়া নিরবচ্ছিন্ন সুখভোগ করিবেন। ৫১

পুরুষশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ মহাযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া ইহলোকে কীর্তি এবং পরলোকে মহাসুখ লাভ করিবেন। ৫২

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—হে রাজশ্রেষ্ঠ! পুত্র ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ বলিলে, কবীন্দ্র বেদব্যাস 'তাহাই হউক' এই কথা বলিয়া কিছুকাল বিশেষরূপে চিন্তা করিতে লাগিলেন। ৫৩

বেদব্যাস সেই ভাবে কিছুকাল চিন্তা করিয়া পুনরায় এই কথা বলিলেন—'পৃথিবীপতিশ্রেষ্ঠ! ইহাতে কোন সংশয় নাই যে, নিশ্চয়ই কাল জগৎ সংহার করে। ৫৪

আবার কালই জগৎ সৃষ্টি করে, সুতরাং এই পৃথিবীতে কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নহে। অতএব তুমি জ্ঞাতি কৌরবগণকে, সম্বন্ধিদিগকে ও সুহৃদ্বর্গকে ধর্মসঙ্গত পথ দেখাও। কারণ, তুমি

ধর্ম্যং ধর্ম্য পথানং সমথো হ্যসি ভারতে।
ক্ষত্রং জাতিবধং প্রাহুর্মা কুরুষ মনাপ্রিয়ম্ ॥ ৫৬
কালোঽয়ং পুত্ররূপেণ তব জাতো বিনাশ্পতে।
ন বধঃ পূজ্যতে বেদে হিংসা নৈব কথঞ্চন ॥ ৫৭
হন্যাৎ স এনং যো হন্যাৎ কুলধর্মঃ সনাতনম্।
কালেনোৎপথগস্তাসি শক্যে সতি যথাপদি ॥ ৫৮
কুলস্যাস্য বিনাশায় তথৈব চ মহীক্ষিতাম্।
অনর্থো রাজ্যরূপেণ তব জাতো বিশাম্পতে ॥ ৫৯
লুপ্তধর্মা পরেণাসি ধর্মং ধর্ম্য বৈ ক্ষুতান্।
কিং তে রাজ্যেন দুর্ধর্ষ যেন প্রাপ্তোঽসি কিল্বিষম্ ॥৬০
যশো ধর্মঞ্চ কীর্তিঞ্চ পালয়ন্ স্বর্গমাপ্স্যসি।
লভন্তাং পাণ্ডবা রাজ্যং শমং গচ্ছন্তু কৌরবাঃ ॥ ৬১
এবং ব্রুবতি বিপ্রেন্দ্রে ধৃতরাষ্ট্রোঽম্বিকাসুতঃ।
আক্ষিপ্য বাক্যং বাক্যজ্ঞো বাক্যং চৈবাব্রবীৎ পুনঃ ॥৬২

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যথা ভবান্ বেত্তি তথৈব বেদ্মি

ভাবাভাবৌ বিদিতৌ মে যথার্থম্।
স্বার্থে হি সম্মুহ্যতি তাত লোকো
মাং চাপি লোকাস্ত্বমেব বিদ্ধি ॥ ৬৩
প্রসাদয়ে ত্বামকুলপ্রভাব
ত্বং নো গতির্দেশয়িতা চ বীর।
ন চাপি তে মন্যুপরা মহর্ষে
ন চাধর্মং কর্তুমহা মতির্মে ॥৬৪
ত্বং হি ধর্মপ্রবৃত্তিশ্চ যশঃ কীর্তিশ্চ ভারতী।
কুরূণাং পাণ্ডবানাঞ্চ মান্যশ্চাপি পিতামহঃ ॥ ৬৫

ব্যাস উবাচ।

বৈচিত্রবীর্য্য নৃপতে যৎ তে মনসি বর্ত্ততে।
অভিধৎস্ব যথাকামং ক্ষেত্তাস্মি তব সংশয়ম্ ॥ ৬৬

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যানি লিঙ্গানি সংগ্রামে ভবন্তি বিজয়িষ্যতাম্।
তানি সর্বাণি ভগবন্ শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বতঃ ॥ ৬৭

এই যুদ্ধ নিবারণ করিতে সমর্থ। মহর্ষিগণ জ্ঞাতিবধকে অত্যন্ত নিন্দিত কার্য্য বলেন, সুতরাং তুমি আমার অপ্রিয় সেই জ্ঞাতিবধ করিও না। ৫৫-৫৬

রাজন্! এই কালই তোমার পুত্ররূপে জন্মিয়াছে। বেদে হিংসা প্রশংসিত হয় নাই। কারণ, হিংসা কোন প্রকারেই হিত করে না। ৫৭

যে ব্যক্তি সনাতন কুলধর্ম নষ্ট করে, কুলধর্মও সেই ব্যক্তিকে নষ্ট করে। অহো! তুমি কালের প্রভাবেই বিপথের ন্যায় সম্পথেও বিপথগামী হইতেছ। ৫৮

নরনাথ! এই কৌরব-বংশ ও রাজগণের বিনাশের জন্যই রাজ্যরূপে তোমার অনর্থ জন্মিয়াছিল। ৫৯

দুর্দ্ধর্ষ বীর! তোমার ধর্ম একেবারেই লোপ পাইতে বসিয়াছে, অতএব পুত্রগণকে ধর্ম দেখাও। তোমার রাজ্য লইয়া কি হইবে, যাহাতে তুমি কেবল পাপভাগীই হইতেছ? ৬০

তুমি যশ, কীর্তি ও ধর্ম রক্ষা করিয়া স্বর্গলাভ করিবে। অতএব পাণ্ডবেরা রাজ্য লাভ করুক আর কৌরবেরা শান্ত হউক। ৬১

বিপ্রবর বেদব্যাস এইরূপ বলিতে লাগিলে, বাক্যবিৎ আম্বিকানন্দন ধৃতরাষ্ট্র তাঁহার বাক্যে বাধা দিয়া পুনরায় এই বাক্য বলিলেন। ৬২

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—পিতঃ! আপনি যেরূপ মঙ্গল ও অমঙ্গলের বিষয় জানেন, আমিও তেমনি সে বিষয় জানি এবং সম্পদ ও বিপদের বিষয়ও আমার যথার্থরূপেই জানা আছে। কিন্তু মানুষ স্বার্থে মুগ্ধ হইয়া থাকে, সুতরাং আমাকেও মানুষ বলিয়াই জানুন। ৬৩

হে অতুলনীয়প্রভাব! জ্ঞানিশ্রেষ্ঠ! মহর্ষি! আমি আপনাকে প্রসন্ন করিতেছি, আপনি আমাদের গতি এবং উপদেষ্টা। আমার পুত্রেরাও আমার বশীভূত নহে, আবার আমার বুদ্ধিও অধর্ম করিবার যোগ্য নহে। ৬৪

আপনি ভরতবংশীয়গণের ধর্ম প্রবৃত্তি, যশ ও কীর্তির কারণ এবং আপনিই ধৃতরাষ্ট্রপুত্র ও পাণ্ডুপুত্রগণের মাননীয় পিতামহ। ৬৫

বেদব্যাস বলিলেন—বিচিত্রবীর্য্যনন্দন নৃপতে! তোমার মনে যাহা আছে, ইচ্ছানুসারে তাহা বল; আমি তোমার সংশয় দূর করিব। ৬৬

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—ভগবন্! যুদ্ধে জয়লাভের পক্ষে যে সমস্ত পূর্বলক্ষণ আছে সেই সকল লক্ষণ আমি যথাযথরূপে শুনিতে ইচ্ছা করি। ৬৭

ব্যাস উবাচ।

প্রসন্নভাঃ পাবক ঊর্ধ্বরশ্মিঃ
প্রদক্ষিণাবর্তশিখো বিধূমঃ।
পুণ্যা গন্ধাশ্চাহুতীনাং প্রবান্তি
জয়স্যৈতদ্ ভাবিনো রূপমাহুঃ॥ ৬৮

গম্ভীরঘোষাশ্চ মহাস্বনাশ্চ
শঙ্খা মৃদঙ্গাশ্চ নদন্তি যত্র।
বিশুদ্ধরশ্মিস্তপনঃ শশী চ
জয়স্যৈতদ্ ভাবিনো রূপমাহুঃ॥ ৬৯

ইষ্টা বাচঃ প্রসৃতা বায়সানাং
সম্প্রস্থিতানাঞ্চ গমিষ্যতাঞ্চ।
যে পৃষ্ঠতস্তে হরন্তি রাজন্
যে চাগ্রতস্তে প্রতিষেধন্তি॥ ৭০

কল্যাণবাচঃ শকুনা রাজহংসাঃ
শুকাঃ ক্রৌঞ্চা শতপত্রাশ্চ যত্র।
প্রদক্ষিণাশ্চৈব ভবন্তি সাংঘে
ধ্রুবং জয়স্তত্র বদন্তি বিপ্রাঃ॥ ৭১

অলঙ্কারৈঃ কবচৈঃ কেতুভিশ্চ
শুক্লপ্রণাদৈর্হেষিতৈর্বা হয়ানাম্।
ভ্রাজিষ্ণবো দুষ্প্রতিবীক্ষণীয়া
যেষাং চমূস্তে বিজয়ন্তি শত্রূন্॥ ৭২

ইষ্টা বাচস্তথা সত্ত্বে যোধানাং যত্র ভারত।
ন ম্লায়ন্তি প্রজল্পন্তশ্চৈব তে তরন্তি রণোদধিম্॥ ৭৩

ইষ্টা বাচঃ প্রবিষ্টস্য দক্ষিণাঃ প্রতিবিক্ষতঃ।
পশ্চাৎ সঙ্গ্রামযন্ত্রার্থমগ্রে চ প্রতিষেধিকাঃ॥ ৭৪

শব্দ-রূপ-রস-স্পর্শ-গন্ধাশ্চাবিকৃতাঃ শুভাঃ।
সদা হর্ষশ্চ যোধানাং জয়তামিহ লক্ষণম্॥ ৭৫

অনুগা বায়বো বান্তি তথাভ্রাণি বয়াংসি চ।
অনুপ্লবন্তি মেঘাশ্চ তথৈবেন্দ্রধনূংষি চ॥ ৭৬

এতানি জয়মানানাং লক্ষণানি বিশাম্পতে।
ভবন্তি বিপরীতানি মুমূর্ষূণাং জনাধিপ॥ ৭৭

অপ্রায়াং বা মহত্যাং বা সেনায়ামিতি নিশ্চয়ঃ।
হর্ষো যোধগণস্যৈকো জয়লক্ষণমুচ্যতে॥ ৭৮

বেদব্যাস বলিলেন,—হোম করিবার সময়ে অগ্নির নির্মল দীপ্তি, ঊর্ধ্বগামী কিরণ, দক্ষিণাবর্ত্তিনী শিখা, ধূমহীনতা এবং আহুতির পবিত্র গন্ধ—এই গুলিকে মহর্ষিগণ ভাবী জয়ের লক্ষণ বলিয়া থাকেন॥ ৬৮

শঙ্খের গম্ভীর শব্দ, মৃদঙ্গের বিশাল ধ্বনি এবং চন্দ্র ও সূর্য্যের নির্মল কিরণ, এই গুলিকেও মহর্ষিগণ ভাবী জয়ের লক্ষণ বলেন॥ ৬৯

যাত্রার সময়ে কাকের মধুর রব এবং যাহারা গৃহ হইতে নির্গত হইয়াছে কিম্বা যাত্রা করিতেছে, তাহাদের পিছনে যাহারা থাকে, তাহারা যাইবার জন্য ত্বরা করে, আর যাহারা সম্মুখে থাকে, তাহারা যাইতে নিষেধ করে, এই গুলিও জয়ের লক্ষণ॥ ৭০

ব্রাহ্মণগণ বলেন যে, যাত্রার সময়ে যদি শকুন, রাজহংস, শুক, ক্রৌঞ্চ ও শতপত্রিকা পক্ষী মধুর রব করে এবং দক্ষিণ দিকে থাকে, তবে সেই যাত্রায় নিশ্চয়ই যুদ্ধে জয় হইয়া থাকে॥ ৭১

অলঙ্কার, বর্ম্ম ও ধ্বজের দণ্ড কিম্বা অশ্বের শ্রেষ্ঠত্বের যে যাত্রায় প্রতিধ্বনি হয় এবং যাহাদের সৈন্য তেজস্বী বলিয়া দুষ্প্রেক্ষ্য হয়, তাহারাও সেই যাত্রায় শত্রুদিগকে জয় করিতে পারে॥ ৭২

যে যাত্রায় সকল যোদ্ধার বাক্য সমান হয় এবং যাহাদের সৈন্য প্রজল্পন্ত হইয়াও ম্লান হয় না, তাহারাই যুদ্ধসমুদ্র হইতে উত্তীর্ণ হয়॥ ৭৩

বিপক্ষসৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট নিজ সৈন্যগণের 'ভয় ত করিলাম' এইরূপ অভীষ্ট বাক্য, বিপক্ষসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিবার ইচ্ছাকারী আপন সৈন্যদিগের 'ভয় ত করিবই' এতাদৃশ উদার বাক্য, পিছনের দিকে উৎসাহসূচক বাক্য এবং সম্মুখের দিকে বিপক্ষের প্রতি নিষেধবাক্য এইগুলি জয়ের লক্ষণ॥ ৭৪

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ অবিকৃত হইলে শুভ হয় এবং সৈন্যগণের হর্ষও জয়ের লক্ষণ॥ ৭৫

বায়ু, মেঘ ও পক্ষী অনুকূল হইয়া চলিলে এবং মেঘ ও ইন্দ্রধনু আকাশে ভাসিয়া বেড়াইলে, তাহা জয়ের লক্ষণ বলিয়া সূচিত হয়॥ ৭৬

নরনাথ! রাজন্! এই সমস্ত হইল জয়ের লক্ষণ; আর মুমূর্ষুদিগের পক্ষেই এইগুলি বিপরীত হইয়া থাকে॥ ৭৭

(প্রকৃত বিষয় হইল)—সৈন্য অল্পই হউক বা অধিকই হউক, তাহাদের একমাত্র হর্ষই জয়ের লক্ষণ—ইহা নিশ্চয়॥ ৭৮

একো দীর্ণো দারয়তি সেনাং সুমহতীমপি।
তাং দীর্ণামনুদীর্যান্তে যোধাঃ শূরতরা অপি ॥ ৭৯
দুর্নিবারতরা চৈব প্রভগ্না মহতী চমূঃ।
অপাম্পতিরিব মহাবেগঃ প্রভগ্না মৃগগণা ইব ॥৮০
নৈব শক্যা সমধ্যাতুং সন্নিপাতে মহাচমূঃ।
দীর্ণ ইত্যেব দীর্যন্তে সুবিধ্বাংসোঽপি ভারত ॥ ৮১
ভীতান্ ত্রস্তাংশ্চ সম্প্রেক্ষ্য ভয়ং দূরোঽভিবর্ততে।
প্রভগ্না সহসা রাজন্ বিশো বিদ্রবতে চমূঃ ॥
নৈব স্থাপয়িতুং শক্যা শূরৈরপি মহাচমূঃ ॥৮২
সংকৃত্য মহতীং সেনাং চতুরঙ্গাং মহীপতিঃ।
উপায়পূর্বং মেধাবী যতেত সততোত্থিতঃ ॥ ৮৩
উপায়বিজয়ঃ শ্রেষ্ঠস্তাভ্যাং ভেদেন মধ্যমম্।
অযত্ন এব বিজয়ো যো যুদ্ধেন বিধীয়তে ॥ ৮৪

মহান্ দোষঃ সন্নিপাতস্তস্মাদ্ য ক্ষয় উচ্যতে।
পরস্পরজ্ঞাঃ সংহৃষ্টা ব্যবধূতাঃ সুনিশ্চিতাঃ ॥ ৮৫
অপি পঞ্চশতং শূরা মৃদ্নন্তি মহতীং চমূম্।
অপি বা পঞ্চ ষট্ সপ্ত বিজয়ন্ত্যনিবর্তিনঃ ॥ ৮৬
ন বৈনতেয়ো গরুড়ঃ প্রশংসতি মহাজনম্।
দৃষ্ট্বা সুপর্ণোঽপচিতিং মহত্যা অপি ভারত ॥ ৮৭
ন বাহুল্যেন সেনায়া জয়ো ভবতি নিত্যশঃ।
অধ্রুবো হি জয়ো নাম দৈবকাম্য পরায়ণম্।
জয়বন্তো হি সংগ্রামে ক্ষয়বন্তো ভবন্ত্যুত ॥ ৮৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি জম্বুখণ্ডবিনির্মাণপর্বণি নিমিত্তাখ্যানে
তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥৩

একজন যোদ্ধা সঙ্কুচিত হইয়া অতিবিশাল সেনাকেও ছিন্ন ভিন্ন করে। তাহার পর বিপক্ষ-বীর যোদ্ধারাও সেই সেনাকে ছিন্ন ভিন্ন দেখিয়া হতোৎসাহ হইয়া পড়েন ॥ ৭৯

জলের প্রবল বেগকে ও বিপক্ষ পশুগণের ন্যায় ছিন্ন ভিন্ন সেনাদলকে আবার সঙ্ঘবদ্ধ করা অত্যন্ত দুষ্কর হইয়া পড়ে ॥ ৮০

ভরতসত্তম! এমন কি, যুদ্ধে সঙ্ঘর্ষের সময়ে বিশাল সেনা একবার ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িলে, আর তাহাকে সঙ্ঘবদ্ধ করাই যায় না। কারণ, যুদ্ধে বিপক্ষ অতিজ্ঞ যোদ্ধারাও কেহ সঙ্কুচিত হইয়াছে বলিয়া নিজেরাও সঙ্কুচিত হইয়া থাকেন ॥ ৮১

রাজন্! ভীত হইয়া সৈন্যগণকে পলাইতে দেখিলে আরও ভয় বর্দ্ধিত হয়। তখন ছিন্ন ভিন্ন সৈন্যেরা নানাদিকে পলায়ন করিতে থাকে; সেই সময় বীরগণও তাহাদিগকে আর সঙ্ঘবদ্ধ করিতে পারেন না ॥ ৮২

অতএব বুদ্ধিমান্ রাজা সর্ব্বদা উদ্যোগী হইয়া নিজের বিশাল চতুরঙ্গিণী সেনাকে সজ্ঞ করত সামাদি উপায়প্রয়োগ করিয়া জয়লাভের জন্য যত্ন করিবেন ॥ ৮৩

নরনাথ! সাম ও দানরূপ উপায় দ্বারা যে জয়লাভ হয়, তাহা শ্রেষ্ঠ; ভেদনীতি দ্বারা যে জয়লাভ হয়, তাহা মধ্যম; আর যুদ্ধদ্বারা যে জয় হয়, তাহা অধম ॥ ৮৪

কারণ, সেই যুদ্ধ হইতে যে লোকক্ষয় হয়, তাহা বিজেতার পক্ষেও গুরুতর দোষ হইয়া থাকে—ইহা নীতিজ্ঞগণ বলিয়া থাকেন। তাহার পর পরস্পর পরস্পর সমরবিষয়ে অভিজ্ঞ, উৎসাহী, পুত্রকলত্রাদি বিষয়ে অনাসক্ত এবং যুদ্ধে কৃতনিশ্চয় পঞ্চাশ জন বীরও বিপক্ষের বিশাল সৈন্যকে বিধ্বস্ত করিতে পারে; এমন কি, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখ পাঁচ জন, ছয়জন কিংবা সাতজন বীরও জয়লাভ করিতে সমর্থ হয় ॥ ৮৫-৮৬

ভরতসত্তম! সুবর্ণ পক্ষবিশিষ্ট বিনতানন্দন গরুড় আর সৈন্যকর্তৃক অধিক সৈন্যের ক্ষয় হইতে দেখিয়া অধিক সৈন্যের প্রশংসা করেন না ॥ ৮৭

বহুতর সৈন্য হইলেই সর্ব্বদা জয় হয় না। কারণ, যুদ্ধে জয়লাভ করা প্রায় অনিশ্চিত; এ বিষয়ে একমাত্র দৈবই প্রধান অবলম্বন। তাহার প্রমাণ—অন্যান্য যুদ্ধে যাহারা জয় লাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই আবার অপর যুদ্ধে পরাজিত হইয়া থাকেন ॥ ৮৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত জম্বুখণ্ডবিনির্মাণ পর্বে অমঙ্গল ও বিজয়ের নিমিত্তাখ্যানবিষয়ক তৃতীয় অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

[ধৃতরাষ্ট্রেণ জিজ্ঞাসিতস্য সঞ্জয়স্য ভূমিমাহাত্ম্যবর্ণনম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্ত্বা যযৌ ব্যাসো ধৃতরাষ্ট্রস্য ধীমতঃ।
ধৃতরাষ্ট্রোঽপি তচ্ছ্রুত্বা ধ্যানমেবান্বপদ্যত ॥ ১
স মুহূর্তমিব ধ্যাত্বা বিনিঃশ্বস্য মুহুর্মুহুঃ।
সঞ্জয়ং সংশিতাত্মানমপৃচ্ছদ্ ভরতর্ষভ ॥ ২
সঞ্জয়েমে মহীপালাঃ শূরা যুদ্ধাভিনন্দিনঃ।
অন্যোন্যমভিনির্ঘ্নন্তি শস্ত্রৈরুচ্চাবচৈরিহ ॥ ৩
পার্থিবাঃ পৃথিবীহেতোঃ সমভিত্যজ্য জীবিতম্।
ন বা শাম্যন্তি নিঘ্নন্তো বর্ধয়ন্তি যমক্ষয়ম্ ॥ ৪
ভৌমমৈশ্বর্য্যমিচ্ছন্তো ন মৃষ্যন্তে পরস্পরম্।
মন্যে বহুগুণা ভূমিস্তস্মাচ্চস্ব সঞ্জয় ॥ ৫
বহূনি চ সহস্রাণি প্রযুতান্যর্ব্বুদানি চ।
কোটীশ্চ লোকবীরাণাং সমেতাঃ কুরুজাঙ্গলে ॥ ৬
দেশানাঞ্চ পরীমাণং নগরাণাঞ্চ সঞ্জয়।
শ্রোতুমিচ্ছামি তত্ত্বেন যত এতে সমাগতাঃ ॥ ৭
দিব্যবুদ্ধিপ্রদীপেন যুক্তস্ত্বং জ্ঞানচক্ষুষা।
প্রভাবাৎ তস্য বিপ্রর্ষের্ব্যাসস্যামিততেজসঃ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ।

যথাপ্রজ্ঞং মহাপ্রাজ্ঞ ভৌমান্ বক্ষ্যামি তে গুণান্।
শাস্ত্রচক্ষুরবেক্ষস্ব নমস্তে ভরতর্ষভ ॥ ৯
বিবিধানীহ ভূতানি চরাণি স্থাবরাণি চ।
ত্রসানাং ত্রিবিধা যোনিরণ্ড-স্বেদ-জরায়ুজাঃ ॥ ১০
ত্রসানাং খলু সর্বেষাং শ্রেষ্ঠা রাজন্ জরায়ুজাঃ।
জরায়ুজানাং প্রবরা মানবাঃ পশবশ্চ যে ॥ ১১
নানারূপধরা রাজংস্তেষাং ভেদাশ্চতুর্দ্দশ।
অরণ্যবাসিনঃ সপ্ত সপ্তৈষাং গ্রামবাসিনঃ ॥ ১২
সিংহ-ব্যাঘ্র-বরাহাশ্চ মহিষা বারণাস্তথা।
ঋক্ষাশ্চ বানরাশ্চৈব সপ্তারণ্যাঃ স্মৃতা নৃপ ॥ ১৩

চতুর্থ অধ্যায়।

[ধৃতরাষ্ট্রকর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া সঞ্জয়ের ভূমিমাহাত্ম্য বর্ণন]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—জনমেজয়! বুদ্ধিমান্ ধৃতরাষ্ট্রকে এইরূপ বলিয়া মহর্ষি বেদব্যাস চলিয়া গেলেন। ধৃতরাষ্ট্রও সেই সমস্ত কথা শুনিয়া কিয়ৎকাল চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১

ভরতশ্রেষ্ঠ! ধৃতরাষ্ট্র মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করিয়া বার বার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিতে করিতে নির্ম্মলচিত্ত সঞ্জয়ের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ২

সঞ্জয়! বীর ও যুদ্ধাভিলাষী এই ভূপালগণ ছোট বড় নানাবিধ অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা পরস্পরকে আঘাত করিয়া থাকেন ॥ ৩

এই ভূমির জন্যই ভূপতিগণ নিজের জীবনত্যাগেরও উদ্যম করিয়া আঘাত করিতে ছাড়েন না এবং মৃত্যুবরণ করিয়া কেবল যমরাজের জনসংখ্যা বর্দ্ধিত করেন, তথাপি শান্ত হইতেছেন না ॥ ৪

ইহারা ভূমির ঐশ্বর্য্যের উপরে প্রভুত্ব স্থাপন করিবার ইচ্ছা করিয়া পরস্পরকে সহ্য করিতে পারেন না। অতএব সঞ্জয়! আমি মনে করি—ভূমির গুণ বহু আছে, সুতরাং তুমি তাহাই আমার নিকট বল ॥ ৫

যুদ্ধক্ষেত্রে (যুদ্ধ করিবার জন্য) বহু সহস্র, বহু অযুত, বহু কোটি ও বহু অর্ব্বুদ বীর সমবেত হইয়াছেন ॥ ৬

অতএব সঞ্জয়! ইহারা যে সকল দেশ ও নগর হইতে আসিয়াছেন, সেই সকল দেশ ও নগরের পরিমাণ আমি যথাযথভাবে শুনিতে ইচ্ছা করি ॥ ৭

সঞ্জয়! তুমি সেই অমিততেজা ব্রহ্মর্ষি বেদব্যাসের প্রভাবে দিব্য বুদ্ধিরূপ প্রদীপে প্রকাশিত জ্ঞানচক্ষুসম্পন্ন হইয়াছ ॥ ৮

সঞ্জয় বলিলেন,—হে মহারাজ! এই জগতে স্থাবর ও জঙ্গম ভেদে বিবিধ ভূত (প্রাণী) আছে। তাহার মধ্যে জঙ্গম ভূত—অণ্ডজ, স্বেদজ ও জরায়ুজ ত্রিবিধ হয় বলিয়া তাহার কারণও তিন প্রকার ॥ ১০

রাজন্! সমস্ত জঙ্গম প্রাণীর মধ্যে জরায়ুজ শ্রেষ্ঠ; আবার জরায়ুজের মধ্যে যাহারা মানুষ ও পশু, তাহারা শ্রেষ্ঠ ॥ ১১

রাজন্! সেই জরায়ুজ চতুর্দ্দশপ্রকার, আবার সেইগুলির আকৃতিও নানাবিধ। আর তাহাদের মধ্যে বনজাত সপ্তবিধ এবং গ্রামজাত সপ্তবিধ ॥ ১২

নরনাথ! সিংহ, ব্যাঘ্র, বরাহ, মহিষ, হস্তী, ভল্লুক ও বানর এই সপ্তবিধ প্রাণী বনজাত জরায়ুজ ॥ ১৩

সৌরভাবি-মনুষ্যাশ্চ অশ্বাশ্বতর-গর্দভাঃ।
এতে গ্রাম্যাঃ সমাখ্যাতাঃ পশবঃ সপ্ত সাধুভিঃ ॥১৪
এতে বৈ পশবো রাজন্ গ্রাম্যারণ্যাশ্চতুর্দশ।
বেদোক্তাঃ পৃথিবীপাল যেষু যজ্ঞাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৫
গ্রাম্যাণাং পুরুষাঃ শ্রেষ্ঠাঃ সিংহাশ্চারণ্যবাসিনাম্।
সর্বেষামেব ভূতানামন্যোন্যোপজীবনম্ ॥ ১৬
উদ্ভিজ্জাঃ স্থাবরাঃ প্রোক্তাস্তেষাং পঞ্চৈব জাতয়ঃ।
বৃক্ষ-গুল্ম-লতা-বল্ল্যস্ত্বক্সারাস্তৃণজাতয়ঃ ॥ ১৭
তেষাং বিংশতিরেকোনা মহাভূতেষু পঞ্চসু।
চতুর্বিংশতিরুদ্দিষ্টা গায়ত্রী লোকসম্মতা ॥ ১৮

য এতাং বেদ গায়ত্রীং পুণ্যাং সর্বগুণান্বিতাম্।
তত্ত্বেন ভরতশ্রেষ্ঠ স লোকে ন প্রণশ্যতি ॥ ১৯
ভূমৌ চ জায়তে সর্বং ভূমৌ সর্বং বিনশ্যতি।
ভূমিঃ প্রতিষ্ঠা ভূতানাং ভূমিরেব পরায়ণম্ ॥ ২০
যস্য ভূমিস্তস্য সর্বং জগৎ স্থাবর-জঙ্গমম্।
তস্মাদ্ভিসৃষ্ধা রাজানো বিনিঘ্নন্তীতরেতরম্ ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি জম্বুখণ্ডবিনির্মাণপর্বণি ভৌমগুপকথনে চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥৪

আর শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা বলিয়াছেন—গো, ছাগ, মেষ, মনুষ্য, অশ্ব, অশ্বতর (খচ্চর) ও গর্দভ এই সপ্তবিধ প্রাণী গ্রাম্যজাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে ॥১৪

রাজন্! গ্রাম্য ও বন্যভেদে এই চতুর্দশপ্রকার পশু বেদে উক্ত হইয়াছে, যাহাদের উপরে সমস্ত যজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ১৫

গ্রাম্যপ্রাণীর মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ, আর বন্যপ্রাণীর মধ্যে সিংহ শ্রেষ্ঠ। সমস্ত প্রাণীই পরস্পর পরস্পরোপকারিতায় জীবনধারণ করে ॥ ১৬

স্থাবরসমূহকে উদ্ভিজ্জ বলা হয়; ইহারা পঞ্চবিধ। বৃক্ষ, গুল্ম, লতা, বল্লী (ভূমিবাহিনী) ও চর্মসার তৃণ ॥ ১৭

চতুর্দশ প্রাণী ও পঞ্চ স্থাবর এই ঊনবিংশতি প্রকার বিকার; আর পঞ্চমহাভূত এই চতুর্বিংশতি প্রকার পদার্থকে জগতে চতুর্বিংশতি অক্ষরযুক্তা গায়ত্রীর তুল্য বলা হইয়াছে ॥ ১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! যিনি জগতে পবিত্রা ও সর্বগুণসম্পন্না এই গায়ত্রীকে যথার্থরূপে জানেন, তিনি কখনও বিনষ্ট হন না ॥ ১৯

সমস্ত বস্তুই ভূমিতে উৎপন্ন হয়, আবার সমস্ত বস্তুই ভূমিতে লয়প্রাপ্ত হয় এবং ভূমি সমস্ত ভূতের আশ্রয় ও ভূমিই জীবনধারণের হেতু ॥ ২০

সুতরাং যাহার অধিকারে ভূমি থাকে, তাহার অধিকারে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎই থাকে। এই জন্যই রাজারা সেই ভূমিতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পরস্পর হিংসা করেন ॥ ২১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত জম্বুখণ্ডবিনির্মাণ পর্বে ভূমিগুপকথন বিষয়ক চতুর্থ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

[পঞ্চ মহাভূতানাং সুদর্শনদ্বীপস্য চ সংক্ষেপতো বর্ণনম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।
নদীনাং পর্বতানাঞ্চ নামধেয়ানি সঞ্জয়।
তথা জনপদানাঞ্চ যে চাস্যে ভূমিমাশ্রিতাঃ ॥ ১
প্রমাণঞ্চ প্রমাণজ্ঞ পৃথিব্যা মম সর্বতঃ।
নিখিলেন সমাচক্ষ্ব কাননানি চ সঞ্জয় ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।
পঞ্চেমানি মহারাজ মহাভূতানি সংগ্রহাৎ।
জগতীস্থানি সর্বাণি সমাস্তাত্তর্মনীষিণঃ ॥৩

পঞ্চম অধ্যায়।

[পঞ্চমহাভূত ও সুদর্শনদ্বীপের সংক্ষিপ্ত বর্ণন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—প্রমাণজ্ঞ সঞ্জয়! নদী, পর্বত, দেশ ও বন এবং অন্য যে সকল পদার্থ ভূমিতে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে, সেইগুলির নাম ও পৃথিবীর পরিমাণ তুমি আমার নিকটে সর্বপ্রকারে বল ॥ ১-২

সঞ্জয় কহিলেন—মহারাজ! জ্ঞানিগণ বলেন—জগতে বিদ্যমান এই পঞ্চ মহাভূত পরস্পর পরস্পরকে সংক্ষেপে ধরিয়া রাখিয়াছে বলিয়া সমস্তই সমান ॥ ৩

ভূমিরাপস্তথা বায়ুরগ্নিরাকাশমেব চ।
গুণোত্তরাণি সর্বাণি তেষাং ভূমিঃ প্রধানতঃ ॥৪
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।
ভূমেরেতে গুণাঃ প্রোক্তা ঋষিভিস্তত্ত্ববেদিভিঃ ॥ ৫
চত্বারোঽপ্সু গুণা রাজন্ গন্ধস্তত্র ন বিদ্যতে।
শব্দঃ স্পর্শশ্চ রূপঞ্চ তেজসোঽথ গুণত্রয়ঃ ॥
শব্দঃ স্পর্শশ্চ বায়ো দ্বাবাকাশে শব্দ এব তু ॥ ৬
এতে পঞ্চ গুণা রাজন্ মহাভূতেষু পঞ্চসু।
বর্তন্তে সর্বলোকেষু যেষু ভূতাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ৭
অন্যোন্যং নাতিবর্তন্তে সাম্যং ভবতি বৈ তদা।
যদা তু বিষমীভাবমাবিশন্তি পরস্পরম্।
তদা দেহৈর্দেহবন্তো ব্যতিরোহন্তি নান্যথা ॥৮
আনুপূর্ব্যা বিনশ্যন্তি জায়ন্তে চানুপূর্বশঃ।
সর্বাণ্যপরিমেয়ানি তেষাং রূপমনেশ্বরম্ ॥ ৯

তত্র তত্র হি দৃশ্যন্তে ধাতবঃ পাঞ্চভৌতিকাঃ।
তেষাং মনুষ্যাস্তর্কেণ প্রমাণানি প্রচক্ষতে ॥ ১০
অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ সাধয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যৎ তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥ ১১
সুদর্শনং প্রবক্ষ্যামি দ্বীপং তু কুরুনন্দন।
পরিমণ্ডলো মহারাজ দ্বীপোঽসৌ চক্রসংস্থিতঃ ॥ ১২
নদীজলপ্রতিচ্ছন্নঃ পর্বতৈশ্চাভ্রসন্নিভৈঃ।
পুরৈশ্চ বিবিধাকারৈ রম্যোদ্যানপদৈস্তথা ॥ ১৩
বৃক্ষৈঃ পুষ্প-ফলোপেতৈঃ সম্পন্নো ধন-ধান্যবান্।
লবণেন সমুদ্রেণ সমন্তাৎ পরিবারিতঃ ॥ ১৪
যথা হি পুরুষঃ পশ্যেদাদর্শে মুখমাত্মনঃ।
এবং সুদর্শনদ্বীপো দৃশ্যতে চন্দ্রমণ্ডলে ॥ ১৫
দ্বিরংশে পিপ্পলস্তত্র দ্বিরংশে চ শশো মহান্।
সর্বৌ যদ্বিলমাবাস্যঃ সর্বতঃ পরিবারিতঃ ॥ ১৬

পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু ও আকাশ—এই পঞ্চ মহাভূত। এইগুলির মধ্যে পূর্ব পূর্ব ভূতেরই অধিক অধিক গুণ আছে। সুতরাং সেই মহাভূতগুলির মধ্যে পৃথিবীই প্রধান ॥ ৪

তত্ত্বজ্ঞ ঋষিগণ বলিয়াছেন যে—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ এই পাঁচটিই ভূমির গুণ ॥ ৫

রাজন্! শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই চারিটি জলের গুণ; কিন্তু তাহাতে গন্ধ নাই। শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস এই তিনটী তেজের গুণ, শব্দ ও স্পর্শ এই দুইটি বায়ুর গুণ এবং এই পাঁচটি গুণের মধ্যে একমাত্র শব্দই আকাশের গুণ ॥ ৬

রাজন্! এই পাঁচটি গুণ সর্বলোকের আশ্রয়স্বরূপ পঞ্চ মহাভূতে রহিয়াছে। যাহাদের মধ্যে সমস্ত প্রাণী প্রতিষ্ঠিত আছে ॥ ৭

যখন এই ভূতগুলির সাম্যাবস্থা থাকে, তখন এগুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকে না; আর যখন এগুলি পরস্পর বিষমভাব প্রাপ্ত হয়, তখন জীবগণ দেহ ধারণ করিয়া প্রাদুর্ভূত হয়, অন্য প্রকারে হয় না ॥ ৮

এই মহাভূতসকল অনুলোম (পৃথিবী আদি) ক্রমে লয় এবং প্রতিলোম (আকাশাদি) ক্রমে আপন আপন কারণে লয়প্রাপ্ত হয়। এই সমস্ত মহাভূতেরই পরিমাণ করা অসাধ্য, সেইহেতু এগুলির রূপও ঈশ্বরের দ্বারা সৃষ্ট ॥ ৯

ভিন্ন ভিন্ন লোকে পাঞ্চভৌতিক দেহ প্রকৃতি ধাতু দেখিতে পাওয়া যায়। মনুষ্যগণ তর্কদ্বারা সেগুলির প্রমাণসমূহ বলিয়া থাকে ॥ ১০

কিন্তু যে সকল পদার্থ অচিন্তনীয়, তর্কদ্বারা সেগুলির সাধন করা যায় না। যাহা প্রকৃতি হইতেও উৎকৃষ্ট, তাহাই অচিন্তনীয়েরই স্বরূপ ॥ ১১

কুরুনন্দন! এখন আপনার নিকট সুদর্শনদ্বীপের (অর্থাৎ দ্বীপের) বিষয় বলিব। মহারাজ! এই দ্বীপ চক্রের ন্যায় গোলাকার এবং নদী, মেঘতুল্য নীলবর্ণ পর্বত, নানাবিধ নগর ও মনোহর দেশসমূহে ব্যাপ্ত, আর ফল-পুষ্পযুক্ত বৃক্ষ, ধন ও ধান্যসমন্বিত, বিশেষতঃ লবণসমুদ্রে পরিবেষ্টিত ॥ ১২-১৪

মানুষ যেমন নিজের মুখের প্রতিবিম্ব দর্পণের ভিতরে দেখিতে পায়, সেইরূপ এই জম্বুদ্বীপের শশনামক ভাগের প্রতিবিম্ব চন্দ্রমণ্ডলে দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ১৫

এই জম্বুদ্বীপের এক অর্ধে 'পিপ্পল'-নামে বিশাল দেশ এবং অপর অর্ধে 'শশ'-নামে বৃহৎ দেশ রহিয়াছে। এই উভয়দেশেই সমস্ত ওষধি আছে এবং উভয়দেশই লবণসমুদ্রে পরিবেষ্টিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ১৬

আপস্তম্বতোঽস্তা বিজ্ঞেয়াঃ শেষঃ সংক্ষেপ উচ্যতে।
ততোঽন্ত উচ্যতে চায়নেনঃ সংক্ষেপতঃ শৃণু ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি জম্বুখণ্ডবিনির্মাণপর্বণি সুদর্শনদ্বীপবর্ণনে পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

তাহার বাহিরে কেবল জলময় স্থান আছে জানিবেন। ইহার অবশিষ্ট বিষয় সংক্ষেপ করিয়া বলিব। তাহার পরে আবার দ্বীপ রহিয়াছে। তাহা আপনি সংক্ষেপে শ্রবণ করুন ॥ ১৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত জম্বুখণ্ডবিনির্মাণপর্বে সুদর্শনদ্বীপ-বর্ণনবিষয়ক পঞ্চম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ।

[সুদর্শনদ্বীপস্য বর্ষ-পর্ব্বত-মেরুগিরি-গঙ্গানদী-শশাকৃতীনাং বর্ণনম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

উক্তো দ্বীপস্য সংক্ষেপো বুদ্ধিমন্ বিদিতস্ত্বয়া।
তত্ত্বজ্ঞশ্চাসি সর্বস্য বিস্তরং ব্রূহি সঞ্জয় ॥ ১

যাবান্ ভূম্যবকাশোঽয়ং দৃশ্যতে শশলক্ষণে।
তস্য প্রমাণং প্রব্রূহি ততো বক্ষ্যসি পিপ্পলম্ ॥ ২

বৈশম্পায়ন উবাচ

এবং রাজ্ঞা স পৃষ্টস্তু সঞ্জয়ো বাক্যমব্রবীৎ।

সঞ্জয় উবাচ।

প্রাগায়তা মহারাজ ষড়েতে বর্ষপর্বতাঃ।
অবগাঢ়া হ্যুভয়তঃ সমুদ্রৌ পূর্ব-পশ্চিমৌ ॥ ৩

হিমবান্ হেমকূটশ্চ নিষধশ্চ নগোত্তমঃ।
নীলশ্চ বৈদূর্যময়ঃ শ্বেতশ্চ শশিসন্নিভঃ ॥ ৪

সর্বধাতুবিচিত্রশ্চ শৃঙ্গবান্ নাম পর্বতঃ।
এতে বৈ পর্বতা রাজন্ সিদ্ধ-চারণসেবিতাঃ ॥ ৫

এষামন্তরবিষ্কম্ভো যোজনানি সহস্রশঃ।
তত্র পুণ্যা জনপদাস্তানি বর্ষাণি ভারত ॥ ৬

বসন্তি তেষু সত্ত্বানি নানাজাতীনি সর্বশঃ।
ইদং তু ভারতং বর্ষং ততো হৈমবতং পরম্ ॥ ৭

ততঃ কিং পুরুষব্যাঘ্র বর্ষং হৈমবতঃ পরম্।
হেমকূটাৎ পরঃ চৈব হরিবর্ষং প্রচক্ষতে ॥ ৮

দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু।
প্রাগায়তো মহাভাগ মাল্যবান্ নাম পর্বতঃ ॥ ৯

ততঃ পরং মাল্যবতঃ পর্বতো গন্ধমাদনঃ।
পরিমণ্ডলয়োর্মধ্যে মেরুঃ কনকপর্বতঃ ॥ ১০

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[সুদর্শনের বর্ষ, পর্বত, মেরুগিরি, গঙ্গানদী ও শশাকৃতির বর্ণন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—বুদ্ধিমান্ সঞ্জয়! তুমি যখনিয়মে সংক্ষেপে জম্বুদ্বীপের বিষয় বলিয়াছ, এখন উহা বিস্তৃতসহকারে বল। কারণ, তুমি বেদব্যাসের বরপ্রভাবে সমস্ত জগতের তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছ ॥ ১

জম্বুদ্বীপের পদ্মনামক ভাগে যতখানি ভূমি দেখা যায়, তাহার পরিমাণ বল; তাহার পরে পিপ্পলভাগের বিষয় বলিবে ॥ ২

বৈশম্পায়ন কহিলেন,—জনমেজয়! রাজা ধৃতরাষ্ট্র এইরূপ জিজ্ঞাসা করিলে, সঞ্জয় সেই সকল বিষয় বলিতে লাগিলেন। সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত এই ছয়টি বর্ষপর্বত পূর্ব ও পশ্চিম সমুদ্রের উভয়দিকে প্রবেশ করিয়া রহিয়াছে ॥ ৩

রাজন্! হিমালয়, হেমকূট, পর্ব্বতশ্রেষ্ঠ নিষধ, বৈদূর্য্যমণিময় নীল, চন্দ্রতুল্য শ্বেত এবং সর্ব্বধাতুবিচিত্র সিদ্ধ-চারণ-সেবিত শৃঙ্গবান্, এই ছয়টি বর্ষপর্বত আছে ॥ ৪-৫

ভরতনন্দন! এই পর্ব্বতগুলির মধ্যবর্ত্তী দেশসকল সহস্র সহস্র যোজন বিস্তৃত। তাহাতে যে সকল পবিত্র দেশ আছে, সেইগুলিকেই বর্ষ বলে ॥ ৬

সেই বর্ষগুলির সর্ব্বদিকে নানাজাতীয় প্রাণীসকল বাস করে। সেই প্রসিদ্ধ হিমালয়ের দক্ষিণদিকে এই ভারতবর্ষ ॥ ৭

তাহার পর হিমালয়ের উত্তরে এবং হেমকূটের দক্ষিণে কিন্নর-গণের বাসস্থান হরিবর্ষনামক বর্ষ কথিত হইয়াছে ॥ ৮

মহাভাগ! নীলগিরির দক্ষিণে ও নিষধগিরির উত্তরে, পূর্ব ও পশ্চিমে বিস্তৃত 'মাল্যবান্'-নামে একটা পর্ব্বত আছে ॥ ৯

সেই মাল্যবান্ পর্ব্বতের পরে গন্ধমাদন পর্ব্বত রহিয়াছে এবং মাল্যবান্ ও গন্ধমাদন পর্ব্বতের মধ্যে সৌবর্ণাকৃতি ও স্বর্ণময় মেরু-পর্ব্বত আছে ॥ ১০

আদিত্যতরুণাভাসো বিধূম ইব পাবকঃ।
যোজনানাং সহস্রাণি চতুরশীতিকচ্ছ্রিতঃ ॥ ১১

অধস্তাচ্চতুরশীতির্যোজনানাং মহীপতে।
ঊর্দ্ধমধশ্চ তির্য্যক্ চ মেরুমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥১২

তস্য পার্শ্বেষমী দ্বীপাশ্চত্বারঃ সংস্থিতা বিভো।
ভদ্রাশ্বঃ কেতুমালশ্চ জম্বুদ্বীপশ্চ ভারত।
উত্তরাশ্চৈব কুরবঃ কৃতপুণ্যপ্রতিশ্রয়াঃ ॥ ১৩

বিহগঃ সুমুখো যস্তু সুপর্ণস্তাক্ষ্যজঃ কিল।
স বৈ বিচিন্তয়ামাস সৌপর্ণান্ বীক্ষ্য বায়সান্ ॥ ১৪

মেরুকল্পদ্রুম-মধ্যানামবমানোঽক পক্ষিণাম্।
অবিশেষকরো যস্মাৎ তস্মাদেনং ত্যজাম্যহম্ ॥ ১৫

তমাদিত্যোঽনুপর্য্যেতি সততং জ্যোতিষাং বরঃ।
চন্দ্রমাশ্চ সনক্ষত্রো বায়ুশ্চৈব প্রদক্ষিণঃ ॥ ১৬

স পর্ব্বতো মহারাজ দিব্যপুষ্পফলান্বিতঃ।
ভবনৈরাবৃতঃ সর্বৈর্কাঞ্চনৈরপরিক্ষতৈঃ ॥ ১৭

তত্র দেবগণা রাজন্ গন্ধর্ব্বাসুর-রাক্ষসাঃ।
অপ্সরোগণসংযুক্তাঃ শৈলে ক্রীড়ন্তি সর্ব্বদা ॥ ১৮

তত্র ব্রহ্মা চ রুদ্রশ্চ শক্রশ্চাপি সুরেশ্বরঃ।
সমেত্য বিবিধৈর্যজ্ঞৈরাপ্তদক্ষিণৈঃ ॥ ১৯

তুম্বুরুর্নারদশ্চৈব বিশ্বাবসুর্হাহা হুহূঃ।
অভিগম্যামরশ্রেষ্ঠাংস্তুষ্টুবুর্বিবিধৈঃ স্তবৈঃ ॥ ২০

সপ্তর্ষয়ো মহাত্মানঃ কশ্যপশ্চ প্রজাপতিঃ।
তত্র গচ্ছন্তি তদ্রং তে সদা পর্ব্বণি পর্ব্বণি ॥ ২১

তস্যৈব মূর্দ্ধস্থানাঃ কাব্যো বৈতোর্দ্ধহীপতে।
হৈমানি তস্য রত্নানি তস্মেরুঃ রত্নপর্ব্বতঃ ॥২২

তস্মাৎ কুবেরো ভগবাংশ্চতুর্থং ভাগমশ্নুতে।
ততঃ কলাংশৈঃ বিভক্ত মনুষ্যেভ্যঃ প্রযচ্ছতি ॥ ২৩

পার্শ্বে তস্যোত্তরে দিব্যং সর্ব্বর্তুকুসুমৈশ্চিতম্।
কর্ণিকারবনং রম্যং শিলাজালসমাবৃতম্ ॥ ২৪

তত্র সাক্ষাৎ পশুপতির্দিবৌকৈঃ সমাবৃতঃ।
উমাসহায়ো ভগবান্ রমতে ভূতভাবনঃ ॥ ২৫

সেই মেরুপর্ব্বত—প্রাতঃকালীন সূর্য্যতুল্য দীপ্তিমান্ ও ধূমশূন্য অগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল এবং চৌরাশী হাজার যোজন উচ্চ। ১১

মহীপতে! আর এই মেরুপর্ব্বত চৌরাশী যোজন ভূগর্ভে প্রবিষ্ট। এইভাবে সেই মেরুপর্ব্বত ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্ দিক্-সকল ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে। ১২

প্রভো ভরতসত্তম! সেই মেরুর চারিপার্শ্বে ভদ্রাশ্ব, কেতুমাল, ভারত ও পুণ্যবান্দিগের আশ্রয় উত্তরকুরু এই চারিটি বিশাল দ্বীপ রহিয়াছে। ১৩

'সুমুখ'-নামে গরুড়ের যে পক্ষী পুত্র ছিলেন, তিনি মেরুপর্ব্বতে বায়সগুলিরও সুন্দর পক্ষ দেখিয়া চিন্তা করিয়াছিলেন ॥১৪

মেরুপর্ব্বত যখন উত্তম, মধ্যম ও অধম পক্ষিগণেরও কোন তারতম্য করে না, তখন উহাকে আমি ত্যাগ করিব। ১৫

জ্যোতিষ্কগণশ্রেষ্ঠ সূর্য্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ও বায়ু ইহারা সর্ব্বদাই প্রদক্ষিণ-ক্রমে সেই মেরুপর্ব্বতের সকল দিকে পরিভ্রমণ করেন। ১৬

মহারাজ! দিব্য পুষ্প ও ফলসমন্বিত সেই মেরুপর্ব্বত কাঞ্চনময় সর্ব্বপ্রকার ভবনে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। ১৭

রাজন্! দেবতা, গন্ধর্ব্ব, অসুর ও রাক্ষসগণ অপ্সরাদের সহিত মিলিত হইয়া সর্ব্বদাই সেই মেরুপর্ব্বতে ক্রীড়া করিয়া থাকেন। ১৮

ব্রহ্মা, রুদ্র ও দেবরাজ ইন্দ্র ইহারা মিলিত হইয়া সেই মেরুপর্ব্বতে প্রচুর দক্ষিণাযুক্ত নানাবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। ১৯

তুম্বুরু, নারদ, বিশ্বাবসু, হাহা ও হুহু প্রভৃতি গন্ধর্ব্বেরা সেইখানে যাইয়া নানাবিধ স্তবদ্বারা দেবশ্রেষ্ঠদিগের স্তুতি করিয়া থাকেন। ২০

জগদ্বিখ্যাত মহাত্মা সপ্তর্ষিগণ ও প্রজাপতি কশ্যপ প্রত্যেক পর্ব্বের সময়ে সেই মেরুপর্ব্বতে গমন করিয়া থাকেন। ২১

ভূপাল! ভৃগুনন্দন শুক্রাচার্য্য দৈত্যগণের সহিত সেই মেরু-পর্ব্বতেরই উপরিভাগে অবস্থান করেন এবং স্বর্ণপুঞ্জ ও রত্নসমূহ সেই মেরুপর্ব্বতেরই অংশ, আর এই সকল রত্নপর্ব্বতও মেরু-পর্ব্বতেরই বিকার। ২২

ভগবান্ ভূতের সেই মেরুপর্ব্বত হইতে চতুর্থভাগ আনয়ন করিয়া ভোগ করেন এবং তৎপরে সেই ধনের ষোড়শভাগের একভাগ মনুষ্যগণকে দান করেন। ২৩

সেই মেরু পর্ব্বতের উত্তরপার্শ্বে শিলাসমূহ হইতে উৎপন্ন, সকল ঋতুর পুষ্পসমূহে পরিপূর্ণ, অলৌকিক ও মনোহর একটি কর্ণিকার (কনকচম্পা) বন আছে। ২৪

জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান্ মহাদেব দিব্য কুসুমে পরিবেষ্টিত হইয়া উমাদেবীর সহিত স্বয়ং সেই বনে বিহার করেন। ২৫

কর্ণিকারময়ীং মালাং বিভৎপাদাবলম্বিনীম্।
ত্রিভির্নেত্রৈঃ কৃতোত্তংসস্ত্রিভিঃ সূর্যৈরিবোদিতৈঃ ॥২৬
তমুগ্রতপসঃ সিদ্ধাঃ সুব্রতাঃ সত্যবাদিনঃ।
পশ্যন্তি ন হি দুর্বৃত্তৈঃ শক্যো দ্রষ্টুং মহেশ্বরঃ ॥ ২৭
তস্য শৈলস্য শিখরাৎ ক্ষীরধারা নরেশ্বর।
বিপ্রকীর্ণাপরিমিতা ভীমনির্ঘাতনিস্বনা ॥ ২৮
পুণ্যা পুণ্যতমৈর্জুষ্টা গঙ্গা ভাগীরথী শুভা।
পতত্যজস্রং বেগেন দ্রুবে চন্দ্রমসঃ শুভে ॥
তয়া হ্যুৎপাদিতঃ পুণ্যঃ স হ্রদঃ সাগরোপমঃ ॥২৯
তাং ধারয়ামাস তদা দুর্ধরাং পর্বতৈরপি।
শতং বর্ষসহস্রাণাং শিরসৈব মহেশ্বরঃ ॥ ৩০
মেরোস্তু পশ্চিমে পার্শ্বে কেতুমালো মহীপতে।
জম্বুখণ্ডে তু তত্রৈব মহাজনপদো নৃপ ॥ ৩১
আয়ুর্বর্ষ সহস্রাণি বর্ষাণাং তত্র ভারত।
সুবর্ণবর্ণাশ্চ নরাঃ স্ত্রিয়শ্চাপ্সরসোপমাঃ ॥৩২
অনাময়া বীতশোকা নিত্যং মুদিতমানসাঃ।
জায়ন্তে মানবাস্তত্র নিষ্টপ্তকনকপ্রভাঃ ॥ ৩৩
গন্ধমাদনশৃঙ্গেষু কুবেরঃ সহ রাক্ষসৈঃ।
সংবৃতোঽপ্সরসাং সঙ্ঘৈর্মোদতে গুহ্যকাধিপঃ ॥৩৪
গন্ধমাদনপাদেষু পরেষপরগতিকাঃ।
একাদশ সহস্রাণি বর্ষাণাং পরমায়ুষঃ ॥ ৩৫
তত্র কৃষ্ণা নরা রাজংস্তেজোযুক্তা মহাবলাঃ।
স্ত্রিয়শ্চোৎপলবর্ণাভাঃ সর্বাঃ সুপ্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৩৬
নীলাৎ পরতরং শ্বেতং শ্বেতাদ্ধৈরণ্যকং পরম্।
বর্ষমৈরাবতং রাজন্ নানাজনপদাবৃতম্ ॥ ৩৭
ধনুঃ সংস্থে মহারাজ দ্বে বর্ষে দক্ষিণোত্তরে।
ইলাবৃতং মধ্যমস্তু পঞ্চবর্ষাণি চৈব হি ॥ ৩৮
উত্তরোত্তরমেতেভ্যো বর্ষমুদ্রিচ্যতে গুণৈঃ।
আয়ুঃ-প্রমাণমারোগ্যং ধর্মতঃ কামতোঽর্থতঃ ॥ ৩৯
সমন্বিতানি কৃতানি তেষু বর্ষেষু ভারত।
এবমেষা মহারাজ পর্বতৈঃ পৃথিবী চিতা ॥ ৪০

তৎকালে তিনি চরণ পর্যন্ত লম্বিত কর্ণিকারমালা ধারণ করিয়া উদিত তিনটি সূর্যের ন্যায় তিনটি নয়ন দ্বারা শোভমান ছিলেন ॥ ২৬

তদ্ভিন্ন তপস্যাকারী, দৃঢ়ব্রতধারী ও সত্যবাদী সিদ্ধ পুরুষগণ তাঁহাকে দর্শন করেন ; কিন্তু দুরাচারী পাপিষ্ঠেরা সে মহেশ্বরকে দেখিতে সমর্থ হয় না ॥ ২৭

নরনাথ ! দুগ্ধের ন্যায় শুভ্রধারা, বিপুলা, অপরিমিতা, ভয়ঙ্কর বজ্র পতনাঘাতশব্দযুক্তা, পবিত্রা, ধার্মিকজনসেবিতা, ভগীরথ কর্তৃক নীতা ও শুভদায়িনী গঙ্গা সেই সুমেরু পর্বতের শৃঙ্গ হইতে শুভ চন্দ্রমণ্ডলে বেগে অনবরত পতিত হইতেছেন। এই গঙ্গাই সেই সমুদ্রতুল্য পবিত্র হ্রদ নির্মাণ করিয়াছেন ॥ ২৮-২৯

যাঁহাকে ধারণ করা পর্বতের পক্ষেও দুষ্কর, সেই গঙ্গাকে তখন একলক্ষ বৎসর পর্যন্ত মহাদেব মস্তকেই ধারণ করিয়াছিলেন ॥ ৩০

মহীপতে ! সুমেরু পর্বতের পশ্চিমদিকে কেতুমালনামক রহিয়াছে স্থান ও জম্বুখণ্ডে সেইখানেই একটি বিশাল জনপদও ॥৩১

ভরতসত্তম ! সে স্থানে মানুষের দশ সহস্র বৎসর আয়ু, সেখানে উৎপন্ন মানুষেরা সুবর্ণবর্ণ এবং স্ত্রীলোকেরা অপ্সরাদের তুল্য ॥ ৩২

সে দেশের মানুষেরা সর্বদাই নীরোগ, শোকশূন্য এবং প্রফুল্লচিত্ত, আর সে দেশে মানবগণ তপ্তকাঞ্চনবর্ণ হইয়াই জন্মে ॥ ৩৩

গুহ্যকরাজ কুবের রাক্ষসগণের সহিত মিলিত এবং অপ্সরোগণে পরিবেষ্টিত হইয়া গন্ধমাদন-পর্বতের শৃঙ্গে আমোদ করিয়া থাকেন ॥ ৩৪

গন্ধমাদন পর্বতের উত্তর পার্শ্বে কতকগুলি ক্ষুদ্রাকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত আছে ; সেখানকার লোকদিগের পরমায়ুর পরিমাণ একাদশ সহস্র বৎসর ॥ ৩৫

রাজন্ ! আর সে স্থানের পুরুষগুলি কৃষ্ণবর্ণ, তেজস্বী ও মহাবল এবং স্ত্রীসকল উৎপলবর্ণ ও প্রিয়দর্শন ॥ ৩৬

রাজন্ ! নীলপর্বতের উত্তরে শ্বেতবর্ষ, শ্বেতবর্ষের উত্তরে হৈরণ্যকবর্ষ এবং তাহার উত্তরে নানাদেশযুক্ত ঐরাবতবর্ষ বিদ্যমান আছে ॥ ৩৭

মহারাজ ! হিমালয়ের দক্ষিণে ভারতবর্ষ এবং সর্বোত্তরে ঐরাবতবর্ষ ; এই দুইটি বর্ষই ত্রিকোণ ; মধ্যে ইলাবৃতবর্ষ, সেই ইলাবৃতবর্ষের সহিত পাঁচটি বর্ষই পূর্ব-পশ্চিমে দীর্ঘ ॥ ৩৮

আয়ু, দেহের পরিমাণ, আরোগ্য, ধর্ম, অর্থ ও কাম এই সকল গুণে উত্তরোত্তর বর্ষগুলি শ্রেষ্ঠ ॥ ৩৯

ভরতসত্তম ! সেই বর্ষগুলিতে মনুষ্যগণ এই সকল গুণবিশিষ্ট। মহারাজ ! এইভাবে এই পৃথিবী পর্বতে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে ॥৪০

হেমকূটস্তু সুমহান্ কৈলাসো নাম পর্বতঃ।
যত্র বৈশ্রবণো রাজন্ গুহ্যকৈঃ সহ মোদতে ॥ ৩১
তত্র দেবো মহাদেবো নিত্যমাস্তে সহোময়া।
শীতে শিলাতলে রম্যে দেবর্ষিগণপূজিতঃ ॥৩২
অস্ত্যুত্তরেণ কৈলাসং মৈনাকং পর্বতং প্রতি।
হিরণ্যশৃঙ্গঃ সুমহান্ দিব্যো মণিময়ো গিরিঃ ॥ ৩৩
তস্য পার্শ্বে মহদ্ দিব্যং শুভ্রং কাঞ্চনবালুকম্।
রম্যং বিন্দুসরো নাম যত্র রাজা ভগীরথঃ ॥ ৩৪
দ্রষ্টুং ভাগীরথীং গঙ্গামুবাস বহুলাঃ সমাঃ।
যূপা মণিময়াস্তত্র চৈত্যাশ্চাপি হিরণ্ময়াঃ ॥ ৩৫
তত্রেষ্ট্বা তু গতঃ সিদ্ধিং সহস্রাক্ষো মহাযশাঃ।
স্রষ্টা ভূতপতির্যত্র সর্বলোকান্ সনাতনান্ ॥ ৩৬
উপাস্তে তীব্রতেজা যত্র ভূতৈঃ সমন্বতঃ।
নর-নারায়ণৌ ব্রহ্মা মনুঃ স্থাণুশ্চ পঞ্চমঃ ॥ ৩৭
তত্র দিব্যা ত্রিপথগা প্রথমং তু প্রতিষ্ঠিতা।
ব্রহ্মলোকাদপক্রান্তা সপ্তধা প্রতিপদ্যতে ॥ ৩৮

বসৌকসারা নলিনী পাবনী চ সরস্বতী।
জাম্বুনদী চ সীতা চ গঙ্গা সিন্ধুশ্চ সপ্তমী ॥ ৩৯
অচিন্ত্যা দিব্যসঙ্কাশা প্রভাবৈশ্চ সমন্বিতা।
উপাসতে যত্র সত্রং সহস্রযুগপর্যয়ে ॥ ৪০
দৃষ্টাদৃষ্টা চ ভবতি তত্র তত্র সরস্বতী।
এতা দিব্যাঃ সপ্ত গঙ্গাস্ত্রিষু লোকেষু বিশ্রুতাঃ ॥ ৪১
রক্ষাংসি বৈ হিমবতি হেমকূটে চ গুহ্যকাঃ।
সর্পা নাগাশ্চ নিষধে গোকর্ণঞ্চ তপোবনম্ ॥ ৪২
দেবাসুরাণাং সর্বেষাং শ্বেতপর্বত উচ্যতে।
গন্ধর্বা নিষধে নিত্যাঃ নীলে ব্রহ্মর্ষয়স্তথা।
শৃঙ্গবাংস্তু মহারাজ দেবানাং প্রতিসঞ্চরঃ ॥৪৩
ইত্যেতানি মহারাজ সপ্ত বর্ষাণি ভাগশঃ।
ভূতাত্মাপনিবিষ্টানি গতিমন্তি ধ্রুবাণি চ ॥ ৪৪
তেষামৃদ্ধির্বহুবিধা দৃশ্যতে দৈব-মানুষী।
অশক্যা পরিসংখ্যাতুঃ প্রজ্ঞয়া তু বৃহদ্বতা ॥ ৪৫

রাজন্! স্বর্ণময়শিখরযুক্ত 'কৈলাস' নামে একটি পর্বত আছে; যেখানে গুহ্যকগণের সহিত কুবের আনন্দে বাস করেন। ৩১

দেবর্ষিগণপূজিত ভগবান্ মহাদেব সেই কৈলাসপর্বতে শীতল ও রমণীয় প্রস্তরময় স্থানে সর্বদাই উমাদেবীর সহিত অবস্থান করেন। ৩২

কৈলাসপর্বতের অদূরে উত্তরদিকে মৈনাকপর্বতের নিকটে বিশাল ও দিব্য 'হিরণ্যশৃঙ্গ'-নামে একটি মণিময় পর্বত আছে ॥৩৩

তাহারই পার্শ্বে 'বিন্দুসর'-নামে বিশাল ও মনোহর একটি সরোবর আছে; তাহার জল শুভ্রবর্ণ এবং বালুকাগুলি স্বর্ণময়। যেখানে রাজা ভগীরথ গঙ্গাকে দেখিতে পাইয়া বহু বৎসর বাস করিয়াছিলেন, সেইস্থানে বহুতর মণিময় যূপ ও হিরণ্ময় যজ্ঞভবন রহিয়াছে। ৩৪-৩৫

মহাযশস্বী ইন্দ্র সেই স্থানে যজ্ঞ করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, যেখানে থাকিয়া ব্রহ্মা চিরকাল সমস্ত লোক সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ৩৬

আর যেখানে নর, নারায়ণ, ব্রহ্মা, মনু ও পঞ্চমে শিব অবস্থান করিয়াছিলেন এবং যেখানে ভূতগণ সকলদিকে থাকিয়া তীব্রতেজা শিবের উপাসনা করে। ৩৭

স্বর্গগঙ্গা ব্রহ্মলোক হইতে বহির্গত হইয়া প্রথমে সেই বিন্দু-সরোবরে প্রতিষ্ঠিতা হইয়া পরে সাতটি ধারায় বিভক্ত হইয়াছিলেন। ৩৮

সেই সাতটি ধারার নাম -বসৌকসারা, নলিনী, পাবনী সরস্বতী, জাম্বুনদী, সীতা, গঙ্গা ও সিন্ধু। ৩৯

সেই গঙ্গার মহিমা অচিন্তনীয় এবং তাহার শোভাও অলৌকিক, আর তিনি পুণ্যপ্রভাবসমন্বিতা; সহস্রযুগ অতীত হইলে দেবতারা তাঁহার তীরে যজ্ঞ করিয়া পরমাত্মার উপাসনা করিয়া থাকেন। ৪০

তাহার মধ্যে সরস্বতী নাম্নী ধারা কোন স্থানে দৃশ্যা ও কোনস্থানে অদৃশ্যা হইয়াছেন। এই স্বর্গীয় সপ্ত গঙ্গাধারা ত্রিভুবনেই বিখ্যাত। ৪১

রাক্ষসগণ হিমালয়ে, যক্ষেরা হেমকূটে (কৈলাসে) এবং সর্প ও নাগগণ নিষধপর্বতে বাস করে; আর সেই নিষধ-পর্বতে গোকর্ণনামে একটি তপোবনও আছে। ৪২

মহারাজ! দেবগণ ও অসুরগণের বাসস্থান শ্বেতপর্বতেও আছে এবং গন্ধর্বেরা নিষধ পর্বতে, আর ব্রহ্মর্ষিরা নীলপর্বতেও বিচরণ করেন। কেবল দেবতারাই শৃঙ্গবান্ পর্বতে বাস করেন। ৪৩

মহারাজ! বিভাগক্রমে এই সাতটি বর্ষের বিষয় কথিত হইল; জঙ্গম ও স্থাবর এই উভয় প্রকার প্রাণীই এই সাতটী বর্ষে অবস্থান করিতেছে। ৪৪

সেই প্রাণিগণের দৈবী ও মানুষী নানাবিধ সমৃদ্ধি দেখিতে

(স বৈ সুদর্শনদ্বীপো দৃশ্যতে শশবন্ দিবা)
যাং পৃচ্ছসি মহারাজ দিব্যামেতাং শশাকৃতিম্।
পার্শ্বে শশস্য যে বর্ষে উত্তরে যে চ দক্ষিণোত্তরে।
কর্ণৌ তু নাম দ্বীপস্য কাঞ্চনদ্বীপ এব চ ॥ ৫৬

তাম্রবর্ণশিলো রাজন্ শ্রীমান্ মলয়পর্বতঃ।
এতদ্ দ্বিতীয়ং দ্বীপস্য দৃশ্যতে শশসংস্থিতম্ ॥ ৫৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি জম্বুখণ্ডবিনির্মাণপর্বণি ভূম্যাদিপরিমাণ-বিবরণে ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

পাওয়া যায়; কিন্তু তাহার সংখ্যা করা সকলের অসাধ্য। তবে বলবার্থী লোক এই সমুদ্রের উপর বিশ্বাস করিবেন ॥৫৫

মহারাজ! আপনি আমার নিকট এই যে দিব্য শশলক্ষণ-যুক্ত দ্বীপের বিষয় এবং তাহার দক্ষিণ ও উত্তর পার্শ্বের দুইটি বর্ষের (ভারত ও ঐরাবত) বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন; তাহা আমি বলিলাম। তাহার শশদ্বীপ ও কাঞ্চনদ্বীপ এই শশস্থানের দুইটি কর্ণস্বরূপ ॥ ৫৬

রাজন্! তাম্রবর্ণের বৃক্ষ ও পত্রে সুশোভিত কান্তিমান্ মলয়পর্বত এই শশাকৃতি মস্তক এবং এই মলয়পর্বতেই জম্বুদ্বীপের দ্বিতীয় শশাকৃতিস্থান দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ৫৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত জম্বুখণ্ডবিনির্মাণপর্বে ভূম্যাদিপরিমাণবিবরণ ষষ্ঠঅধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তমোঽধ্যায়ঃ।

[উত্তরকুরু-ভদ্রাশ্ববর্ষ-মাল্যবতাং বর্ণনম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

মেরোরুত্তরতো পার্শ্বং পূর্বং চাচক্ষ্ব সঞ্জয়।
নিখিলেন মহাবুদ্ধে মাল্যবন্তঞ্চ পর্বতম্ ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।

দক্ষিণেন তু নীলস্য মেরোঃ পার্শ্বে তথোত্তরে।
উত্তরাঃ কুরবো রাজন্ পুণ্যাঃ সিদ্ধনিষেবিতাঃ ॥ ২

তত্র বৃক্ষা মধুফলা নিত্যপুষ্পফলোপগাঃ।
পুষ্পাণি চ সুগন্ধীনি রসবন্তি ফলানি চ ॥ ৩

সর্বকামফলাস্তত্র কেচিদ্ বৃক্ষা জনাধিপ।
অপরে ক্ষীরিণো নাম বৃক্ষাস্তত্র নরাধিপ ॥ ৪

যে ক্ষরন্তি সদা ক্ষীরং ষড়সকামমৃতোপমম্।
বস্ত্রাণি চ প্রসূয়ন্তে ফলেষাভরণানি চ ॥ ৫

সর্বা মণিময়ী ভূমিঃ সুক্ষ্মকাঞ্চনবালুকা।
সর্বর্তুসুখসংস্পর্শা নিষ্পঙ্কা চ জনাধিপ।
পুষ্করিণ্যঃ শুভাস্তত্র সুখস্পর্শা মনোরমাঃ ॥ ৬

দেবলোকচ্যুতাঃ সর্বে জায়ন্তে তত্র মানবাঃ।
শুক্লাভিজনসম্পন্নাঃ সর্বে সুপ্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৭

মিথুনানি চ জায়ন্তে স্ত্রিয়শ্চাপ্সরসোপমাঃ।
তেষাং তে ক্ষীরিণঃ ক্ষীরং পিবন্ত্যমৃতসন্নিভম্ ॥ ৮

সপ্তম অধ্যায়।

[উত্তরকুরু, ভদ্রাশ্ববর্ষ ও মাল্যবান্ পর্বতের বর্ণন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—মহাবুদ্ধি সঞ্জয়! ইহার পর তুমি সুমেরু-পর্বতের উত্তর ও পূর্ব পার্শ্বের বিষয় এবং মাল্যবান্ পর্বতের বিষয়-সমূহ বল ॥ ১

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! নীলপর্বতের দক্ষিণে এবং সুমেরু-পর্বতের উত্তরে পবিত্র ও সিদ্ধসেবিত উত্তরকুরুদেশ রহিয়াছে ॥ ২

সে দেশে সুস্বাদু ফলশালী বহু বৃক্ষ আছে; সেই বৃক্ষগুলিতে সর্বদাই ফুল ও ফল জন্মে, এই ফলগুলি সৌরভযুক্ত এবং ফল-গুলিও রসসমন্বিত ॥ ৩

রাজন্! আর সে দেশে কতকগুলি বৃক্ষ আছে, তাহাতে সমস্ত অভীষ্ট বস্তুই ফলরূপে জন্মিয়া থাকে। নরনাথ! বিশেষতঃ সে দেশে 'ক্ষীরী'-নামে অন্য অনেক বৃক্ষ রহিয়াছে ॥৪

সেই বৃক্ষগুলি সর্বদাই অমৃততুল্য ছয়টি রসযুক্ত ক্ষীর নিঃসরণ করে এবং ফলের মধ্যে বস্ত্র ও অলঙ্কার উৎপাদন করে ॥ ৫

নরনাথ! সে দেশের সমস্ত ভূমিই মণিময়, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণ বালুকাযুক্ত, সকল ঋতুতেই সুখস্পর্শ এবং কর্দমশূন্য, আর সে দেশে সুখস্পর্শ, মনোহর ও মঙ্গলময় অনেক পুষ্করিণী আছে ॥ ৬

সকল মানুষই দেবলোকচ্যুত হইয়া সে দেশে জন্ম গ্রহণ করে এবং নির্মল কুলে উৎপন্ন ও অত্যন্ত প্রিয়দর্শন হয় ॥ ৭

সে দেশে দম্পতিযুগল একসঙ্গে জন্মগ্রহণ করে, স্ত্রীলোকগুলি অপ্সরার তুল্য সুন্দর হয় এবং তাহারা সেই ক্ষীরী বৃক্ষের অমৃততুল্য ক্ষীর পান করে ॥ ৮

মিথুনং জায়তে কালে সমং তচ্চ প্রবর্ধতে।
তুল্যরূপগুণোপেতং সমবেশং তথৈব চ ॥ ৯
একৈকমনুরক্তঞ্চ চক্রবাকসমং বিভো।
নিরাময়াশ্চ তে লোকা নিত্যং মুদিতমানসাঃ ॥ ১০
দশ বর্ষসহস্রাণি দশ বর্ষশতানি চ।
জীবন্তি তে মহারাজ ন চান্যোন্যং জহত্যুত ॥ ১১
ভারুণ্ডা নাম শকুনাস্তীক্ষ্ণতুণ্ডা মহাবলাঃ।
তান্ নির্হরন্তীহ মৃতান্ গরীষু প্রক্ষিপন্তি চ ॥ ১২
উত্তরাঃ কুরবো রাজন্ ব্যাখ্যাতাস্তে সমাসতঃ।
মেরোঃ পার্শ্বমহং পূর্বং বক্ষ্যামোপ যথাতথম্ ॥ ১৩
তস্য মূর্ধাভিষেকস্তু ভদ্রাশ্বস্য বিশাম্পতে।
ভদ্রশালবনং যত্র কালাম্রশ্চ মহাদ্রুমঃ ॥ ১৪
কালাম্রস্তু মহারাজ নিত্যপুষ্পফলঃ শুভঃ।
ক্রমশ্চ যোজনোৎসেধঃ সিদ্ধচারণসেবিতঃ ॥ ১৫
তত্র তে পুরুষাঃ শ্বেতাস্তেজোযুক্তা মহাবলাঃ।
স্ত্রিয়ঃ কুমুদবর্ণাশ্চ শুক্লবর্ণাঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ১৬
চন্দ্রপ্রভাশ্চন্দ্রবর্ণাঃ পূর্ণচন্দ্রনিভাননাঃ।
চন্দ্রশীতলগাত্রাশ্চ নৃত্যগীতবিশারদাঃ ॥ ১৭
দশ বর্ষসহস্রাণি তত্রায়ুর্ভরতর্ষভ।
কালাম্রফলসম্পীতাস্তে নিত্যং সংস্থিতযৌবনাঃ ॥ ১৮
দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু।
সুদর্শনো নাম মহান্ জম্বুবৃক্ষঃ সনাতনঃ ॥ ১৯
সর্বকামফলঃ পুণ্যঃ সিদ্ধ-চারণসেবিতঃ।
তস্য নাম্না সমাখ্যাতো জম্বুদ্বীপঃ সনাতনঃ ॥ ২০
যোজনানাং সহস্রঞ্চ শতঞ্চ ভরতর্ষভ।
উৎসেধো বৃক্ষরাজস্য দিবস্পৃগতুলেশ্বর ॥ ২১
অরত্নীনাং সহস্রঞ্চ শতানি দশ পঞ্চ চ।
পরিণাহস্তু বৃক্ষস্য ফলানাং শ্রেষ্ঠভেদিনাম্ ॥ ২২
পতন্তমানি তান্যত্র কুর্বন্তি বিপুলং স্বনম্।
মুঞ্চন্তি চ রসং রাজংস্তস্মিন্ প্রস্রবসন্নিভম্ ॥ ২৩

স্ত্রী ও পুরুষ যথাসময়ে একসঙ্গে উভয়ে জন্মে, সমানভাবে বৃদ্ধি পায়, সমানরূপ ও গুণশালী হয় এবং তুল্য বেশ ধারণ করে। ৯

প্রভো! তাহারা প্রত্যেকেই চক্রবাকদম্পতির ন্যায় পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত থাকে, সে দেশে কোন রোগ নাই এবং সকল লোকের মন সর্বদাই আনন্দিত থাকে। ১০

মহারাজ! সে দেশের লোকেরা একাদশ সহস্র বৎসর জীবিত থাকে এবং দম্পতিরা পরস্পর পরস্পরকে কখনও পরিত্যাগ করে না। ১১

ভারুণ্ড-নামে তীক্ষ্ণচঞ্চু ও মহাবল পক্ষীরা মৃত্যুর পরে সকল পর্বতের গুহা হইতে নিষ্কাশিত করিয়া পর্বতশিখরে লইয়া নিক্ষেপ করে। ১২

রাজন্! আপনার নিকট এই উত্তরকুরুদেশের বিষয় সংক্ষেপে বলিলাম; এখন আমি যথাযথভাবে সুমেরুর পূর্বপার্শ্বের বিষয় বলিব। ১৩

প্রজানাথ! সুমেরুপর্বতের পূর্বপার্শ্বের ভদ্রাশ্বদেশের মধ্যে প্রধান একটি ভদ্রশালবন আছে, সেখানে 'কালাম্র' নামে একটি মহাবৃক্ষ রহিয়াছে। ১৪

মহারাজ! কল্যাণময় ও সিদ্ধচারণসেবিত সেই কালাম্রবৃক্ষে সর্বদাই ফুল ও ফল থাকে এবং তাহার উচ্চতা একযোজন বিস্তৃত। ১৫

সে দেশের পুরুষগণ শ্বেতবর্ণ, তেজস্বী ও মহাবল এবং মহিলারা কুমুদ ও চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণা, সুন্দরী, প্রিয়দর্শনা, চন্দ্রের তুল্য কান্তিসম্পন্না, পূর্ণচন্দ্রসদৃশ মনোহরবদনা, চন্দ্রের ন্যায় শীতলাঙ্গী ও নৃত্যগীতনিপুণা। ১৬-১৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! সে দেশে মানুষদের পরমায়ু দশ সহস্র বৎসর এবং তাহারা সেই কালাম্রের ফল পান করিয়া চিরকাল স্থির যৌবনই প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ১৮

নীলপর্বতের দক্ষিণে এবং নিষধপর্বতের উত্তরে "সুদর্শন"-নামে বিশাল একটি জম্বুবৃক্ষ আছে। উহা চিরকালই এইভাবে অবস্থান করিতেছে। ১৯

পবিত্র ও সিদ্ধচারণসেবিত সেই জম্বুবৃক্ষ হইতে সর্বপ্রকার অভীষ্ট বস্তু লাভ করা যায় এবং সেই জম্বুবৃক্ষের নাম অনুসারেই এই দ্বীপ চিরকাল জম্বুদ্বীপ নামে অভিহিত হইয়া আসিতেছে। ২০

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজন্! সেই বৃক্ষরাজ জম্বুর উচ্চতা একসহস্র শত যোজন, সুতরাং এই বৃক্ষ গগনকে স্পর্শ করিয়া আছে। ২১

সেই বৃক্ষের ফলগুলি রসের বেগে নিজে নিজেই ফাটিয়া যায় এবং উহারা সর্বাপেক্ষা সারবিশিষ্ট অরত্নিবিস্তৃত (কনুই হইতে কনিষ্ঠাঙ্গুলী পরিমিত হস্তকে অরত্নি বলে)। ২২

রাজন্! সেই ফলগুলি ভূতলে পড়িবার সময় গুরুতর শব্দ করে এবং সেই স্থানে রৌপ্যের ন্যায় শুভ্রবর্ণ রস নিঃসারণ করে। ২৩

তস্তা জম্বাঃ ফলরসো নদী ভূত্বা জনাধিপ।
মেরুং প্রদক্ষিণং কৃত্বা সম্প্রয়াত্যুত্তরান্ কুরূন্ ॥ ২৪
তত্র তেষাং মনঃশান্তির্ন পিপাসা জনাধিপ।
তস্মিন্ ফলরসে পীতে ন জরা বাধতে চ তান্ ॥ ২৫
তত্র জাম্বূনদং নাম কনকং দেবভূষণম্।
ইন্দ্রগোপকসঙ্কাশং জায়তে ভাস্বরং তু তৎ ॥ ২৬
তরুণাদিত্যবর্ণাশ্চ জায়ন্তে তত্র মানবাঃ।
তথা মাল্যবতঃ শৃঙ্গে দৃশ্যতে হ্যবাঙ্মুখ সদা ॥ ২৭
নাম্না সংবর্তকো নাম কালাগ্নির্ভরতর্ষভ।
তথা মাল্যবতঃ শৃঙ্গে পূর্ব্বপূর্ব্বানুগতিকা ॥ ২৮
যোজনানাং সহস্রাণি পঞ্চাশন্মাল্যবানথ।
মহারজতসঙ্কাশা জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥ ২৯
ব্রহ্মলোকচ্যুতাঃ সর্ব্বে সর্ব্বে স্ত্রীত্বঅবাদিনঃ।
তপস্তপন্তি তে তীব্রং ভবন্তি দ্বাদশেরসঃ।
রক্ষণার্থন্তু তৃতানাং প্রবিশন্তি দিবাকরম্ ॥ ৩০
ষষ্টিস্তানি সহস্রাণি ষষ্টিমেব শতানি চ।
অরুণস্তাগ্রতো যান্তি পরিবার্য্য দিবাকরম্ ॥ ৩১
ষষ্টিং বর্ষসহস্রাণি ষষ্টিমেব শতানি চ।
আদিত্যতাপতপ্তাস্তে বিশন্তি শশিমণ্ডলম্ ॥ ৩২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণপর্ব্বণি মাল্যবদ্বর্ণনে
সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

নরনাথ! সেই জম্বুফলের রস নদী হইয়া সুমেরু পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করত উত্তরকুরুদেশে অভিমুখে প্রবাহিত হয় ॥২৪

রাজন্! সেই ফলের রস পান করায় সেখানকার মনুষ্যদিগের মনে শান্তি আসে, তাহাদের পিপাসা হয় না এবং জরা তাহাদিগকে আক্রমণ করে না ॥ ২৫

সেই নদীর তীরে ইন্দ্রগোপকীটের ন্যায় রক্তবর্ণ, উজ্জ্বল ও দেবগণের অলঙ্কার 'জাম্বূনদ' নামে স্বর্ণ উৎপন্ন হয় ॥ ২৬

এই দেশে মনুষ্যেরা উদীয়মান-সূর্য্য-বর্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং মাল্যবান্ পর্ব্বতের শৃঙ্গে সর্ব্বদাই অধিদেব দৃষ্টিগোচর হন ॥২৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই কালাগ্নির নাম—সংবর্ত্তক। তাহার মাল্যবান্ পর্ব্বতের শিখরে পূর্ব্বদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্ব্বতমালা দৃষ্ট হয় ॥ ২৮

এই মাল্যবান্‌পর্ব্বত পঞ্চাশ হাজার যোজন বিস্তৃত। সে স্থানে সকল মনুষ্যই স্বর্ণবর্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন ॥ ২৯

তাঁহারা সকলেই ব্রহ্মলোক-চ্যুত এবং সকলেই স্ত্রৈণবক্তা আর তাঁহারা তীব্র তপস্যা করেন ও দ্বাদশ রস, তারপর তাঁহারা প্রাণিগণের রক্ষার জন্য সূর্য্যমণ্ডলে প্রবেশ করেন ॥ ৩০

সেই ষষ্টিসহস্র ছয়শত ষষ্টি সূর্য্যমণ্ডল আবৃত করিয়া সূর্য্যের অগ্রে অগ্রে গমন করেন ॥ ৩১

তারপর তাঁহারা ষষ্টিসহস্র ছয়শত বৎসর সূর্য্যের তাপে সন্তপ্ত হইয়া চন্দ্রমণ্ডলে প্রবেশ করেন ॥ ৩২

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত জম্বুখণ্ডবিনির্ম্মাণপর্ব্বে মাল্যবান্‌পর্ব্বতের বর্ণনা-বিষয়ক সপ্তম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অনাবধানতাবশতঃ ভীষ্মপর্ব্বের চতুর্থাধ্যায়ের ৩৪৭৩ পৃষ্ঠার ১০ সংখ্যার শ্লোকে অনুবাদের কিয়দংশ বাদ পড়িয়াছে। সেই অংশসহ সমগ্র ৯-১০ শ্লোকের অনুবাদ নিম্নে পুনর্মুদ্রিত হইল—

সঞ্জয় বলিলেন,—হে মহাপ্রাজ্ঞ ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি যথা জ্ঞানানুসারে আপনার নিকটে ভূমির তাপসমূহ বর্ণনা করিব, আপনি শাস্ত্রদৃষ্টিদ্বারা উহা প্রত্যক্ষ করুন। আপনাকে নমস্কার। এই জগতে স্থাবর জঙ্গমভেদে বিবিধ ভূত (প্রাণী) আছে। তাহাদের মধ্যে জঙ্গমভূত—অণ্ডজ, স্বেদজ ও জরায়ুজ ত্রিবিধ হয় বলিয়া তাহার কারণও ত্রিপ্রকার ॥ ৯-১০

অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

[রমণক-হিরণ্যক-শৃঙ্গবৎপর্ব্বতানাম্ ঐরাবতবর্ষস্য চ বর্ণনম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

বর্ষাণাং চৈব নামানি পর্বতানাঞ্চ সঞ্জয়।
আচক্ষ্ব মে যথাতত্ত্বং যে চ পর্বতবাসিনঃ ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।

দক্ষিণেন তু শ্বেতস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু।
বর্ষং রমণকং নাম জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥ ২
তুল্যাভিজনসম্পন্নাঃ সর্বে সুপ্রিয়দর্শনাঃ।
নিঃসপত্নাশ্চ তে সর্বে জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥৩
দশ বর্ষসহস্রাণি শতানি দশ পঞ্চ চ।
জীবন্তি তে মহারাজ নিত্যং মুদিতমানসাঃ ॥ ৪
দক্ষিণেন তু নীলস্য নিষধস্যোত্তরেণ তু।
বর্ষং হিরণ্ময়ং নাম যত্র হৈরণ্বতী নদী ॥ ৫
যত্র চায়ং মহারাজ পক্ষিরাট্ পতগোত্তমঃ।
যক্ষাদ্যুপা মহারাজ ধনিনঃ প্রিয়দর্শনাঃ ॥ ৬
মহাবলাস্তত্র জনা রাজন্ মুদিতমানসাঃ।
একাদশ সহস্রাণি বর্ষাণাং তে জনাধিপ ॥ ৭
আয়ুঃপ্রমাণং জীবন্তি শতানি দশ পঞ্চ চ।
শৃঙ্গাণি চ বিচিত্রাণি ত্রীণ্যেব মনুজাধিপ ॥ ৮
একং মণিময়ং তত্র তথৈকং রৌক্মমদ্ভুতম্।
সর্বরত্নময়ং চৈকং ভবনৈরুপশোভিতম্।
তত্র বরপ্রদা দেবী নিত্যং বসতি শাশ্বতী ॥৯
উত্তরেণ তু শৃঙ্গস্য সমুদ্রান্তে জনাধিপ।
বর্ষমৈরাবতং নাম তস্মাচ্ছৃঙ্গবতঃ পরম্ ॥১০
ন তত্র সূর্য্যস্তপতি ন জীর্য্যন্তে চ মানবাঃ।
চন্দ্রমাশ্চ সনক্ষত্রো জ্যোতির্ভূত ইবাবৃতঃ ॥১১
পদ্মপ্রভাঃ পদ্মবর্ণাঃ পদ্মপত্রনিভেক্ষণাঃ।
পদ্মপত্রসুগন্ধাশ্চ জায়ন্তে তত্র মানবাঃ ॥১২
অনিষ্পন্দা ইষ্টগন্ধা নিরাহারা জিতেন্দ্রিয়াঃ।
দেবলোকচ্যুতাঃ সর্বে তথা বিরজসো নৃপ ॥১৩
ত্রয়োদশ সহস্রাণি বর্ষাণাং তে জনাধিপ।

অষ্টম অধ্যায়।

[রমণক, হিরণ্যক ও শৃঙ্গবান্ পর্বত এবং ঐরাবতবর্ষের বর্ণন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! অন্যান্য বর্ষ ও পর্ব্বতের নাম এবং যাহারা সেই সকল পর্ব্বতবাসী, তাহাদের বিষয় আমার নিকট যথাযথভাবে বল। ১

সঞ্জয় কহিলেন,—কৈলাসপর্ব্বতের দক্ষিণে এবং নীলপর্ব্বতের উত্তরে 'রমণক'-নামে একটি বর্ষ আছে; সেখানেও মনুষ্যগণ জন্ম গ্রহণ করে। ২

সেখানকার মানুষেরা সকলেই উত্তমকুলসম্পন্ন, অতিপ্রিয়দর্শন এবং শত্রুশূন্য হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে। ৩

মহারাজ! তাহারা সকলে সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত থাকিয়া একাদশ সহস্র ও পঞ্চশত বৎসর কাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। ৪

শ্বেতপর্ব্বতের দক্ষিণে এবং নীলপর্ব্বতের উত্তরে 'হিরণ্ময়' নামে একটি বর্ষ আছে, যেখানে হৈরণ্বতী নদী বহিয়াছে। ৫

মহারাজ! এবং যেখানে পক্ষিরাজ গরুড়, আর যক্ষের উপাসক, ধনী ও প্রিয়দর্শন মানুষেরা বাস করে। ৬

নরনাথ রাজন্! সেখানকার লোকেরা মহাবল ও সর্ব্বদা হৃষ্টচিত্ত হইয়া একাদশ সহস্র ও পঞ্চশত বৎসর জীবিত থাকে। নরনাথ! এই শৃঙ্গিপর্ব্বতের তিনটি বিচিত্র শিখর আছে। ৭-৮

সেই তিনটি শিখরের মধ্যে একটি মণিময়, একটি অদ্ভুত সুবর্ণময় এবং একটি রত্নময়, আর তিনটি শৃঙ্গই গৃহে পরিশোভিত। সেই পর্ব্বতে বরপ্রদা শাশ্বতীদেবী সর্ব্বদাই বাস করেন। ৯

নরনাথ! শৃঙ্গিপর্ব্বতের উত্তরে সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত ঐরাবতবর্ষ, শৃঙ্গিপর্ব্বত নিকটে থাকায় ঐ বর্ষ অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। ১০

এই বর্ষে সূর্য্য তাপ দান করেন না, কিন্তু রাত্রিতে চন্দ্র এবং দিনে একটি নক্ষত্র যেন অপর এই সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পায়। আর সে দেশে মানুষগণ জরাজীর্ণ হয় না। ১১

এই দেশে মানুষেরা পদ্মকান্তি, পদ্মবর্ণ, পদ্মদলতুল্যনয়ন এবং অঙ্গে পদ্মপত্রতুল্য সৌরভযুক্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করে। ১২

রাজন্! দেবলোকচ্যুত সেই সকল মানুষের নয়ন নিমেষশূন্য, অঙ্গে প্রিয় সৌরভ এবং তাহারা নিরাহার, জিতেন্দ্রিয় ও রজোগুণরহিত হইয়া অবস্থান করিতে থাকে। ১৩

ভরতশ্রেষ্ঠ নরনাথ! আর সেই সকল মানুষ তের হাজার বৎসর পর্য্যন্ত জীবিত থাকে। ১৪

আয়ুঃপ্রমাণং জীবন্তি নরা ভরতসত্তম ॥ ১৪

ক্ষীরোদস্য সমুদ্রস্য স তস্যোত্তরতঃ প্রভুঃ।

হরির্বসতি বৈকুণ্ঠঃ শকটে কনকোজ্জ্বলে ॥ ১৫

অষ্টচক্রং হি তদ্ যানং ভূতযুক্তং মনোজবম্।

অগ্নিবর্ণং মহাতেজো জাম্বূনদবিভূষিতম্ ॥ ১৬

স প্রভুঃ সর্বভূতানাং বিভুশ্চ ভরতর্ষভ।

সংক্ষেপো বিস্তরশ্চৈব কর্তা কারয়িতা তথা ॥ ১৭

পৃথিব্যাপস্তথাকাশং বায়ুস্তেজশ্চ পাণ্ডব।

স যজ্ঞঃ সর্বভূতানামাস্তে তস্য হুতাশনঃ ॥ ১৮

ক্ষীরোদসাগরের উত্তরতীরে স্বর্ণোজ্জ্বল শকটে (প্রলয়সময়ে) জগতের প্রভু এবং সর্বত্র অপ্রতিহতশক্তি স্বয়ং নারায়ণ বাস করেন ॥ ১৫

ভগবান্ বিষ্ণুর সেই যান অষ্টচক্রসমন্বিত, ভূতযুক্ত, মনের ন্যায় দ্রুতগামী, অগ্নিবর্ণ, অত্যন্ত তেজস্বী ও সর্বভূষিত ॥ ১৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! সেই বিষ্ণু সর্বভূতের অধিপতি, সর্বব্যাপী, সংহর্তা, সৃষ্টিকর্তা, কর্তা ও কারয়িতা ॥ ১৭

রাজন্! আর তিনিই পৃথিবী, জল, আকাশ, বায়ু ও তেজ, আবার সর্বভূতের যজ্ঞস্বরূপ। অগ্নি হইলেন তাঁহার মুখ ॥ ১৮

বৈশম্পায়ন উবাচ।

এবমুক্তঃ সঞ্জয়েন ধৃতরাষ্ট্রো মহামনাঃ।

ধ্যানমহাদ্যদ্ রাজন্ পুত্রান্ প্রতি জনাধিপ ॥ ১৯

স বিচিন্ত্য মহাতেজাঃ পুনরেবাব্রবীদ্ বচঃ।

অসংশয়ং সুতপুত্র কালঃ সংক্ষিপতে জগৎ।

সৃজতে চ পুনঃ সর্বং বিভজতে নেহ শাশ্বতম্ ॥ ২০

নরো নারায়ণশ্চৈব সর্বজ্ঞৌ সর্বভূতকৃৎ ॥ ২১

যেবা বৈকুণ্ঠ ইত্যাহুর্যমা বিষ্ণুরিতি প্রভুম্ ॥ ২২

বৈশম্পায়ন বলিলেন—নরনাথ জনমেজয়! সঞ্জয় এইরূপ বলিলে, মহামনা ধৃতরাষ্ট্র আপন পুত্রগণের বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৯

মহাতেজস্বী ধৃতরাষ্ট্র কিয়ৎকাল চিন্তা করত পুনরায় এই কথা বলিলেন—সূতপুত্র সঞ্জয়! নিশ্চয়ই কাল সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন এবং সংহার করেন, সুতরাং এই জগতে কোন বস্তুই চিরস্থায়ী নহে ॥ ২০

নর ও নারায়ণ দুইজনই সর্বজ্ঞ এবং সর্বভূতসংহর্তা। সেই প্রভুকে দেবতাগণ বলেন—'বৈকুণ্ঠ' আর বেদ বলেন—'বিষ্ণু' ॥ ২১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি জম্বুখণ্ডবিনির্মাণপর্বণি ধৃতরাষ্ট্র-বাক্যে অষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৮

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত জম্বুখণ্ডবিনির্মাণপর্বের ধৃতরাষ্ট্রবাক্যবিষয়ক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

নবমোঽধ্যায়ঃ।

[ভারতবর্ষস্য নদী-দেশ-জনপদানাং নামকথনম্, ভূমিমাহাত্ম্যবর্ণনঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

যদিদং ভারতং বর্ষং যত্রেদং মূর্ছিতং বলম্।

যত্রাভিমাত্রলুব্ধোঽয়ং পুত্রো দুর্যোধনো মম ॥ ১

যত্র মগ্নাঃ পাণ্ডুপুত্রা যত্র মে সজ্জতে মনঃ।

এতন্মে তত্ত্বমাচক্ষ্ব যং হি মে বুদ্ধিমান্ মতঃ ॥ ২

নবম অধ্যায়।

[ভারতবর্ষের নদী, দেশ ও জনপদসমূহের নামকথন এবং ভূমিমাহাত্ম্য বর্ণন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! এই যে ভারতবর্ষ রহিয়াছে, যেখানে এই সকল সৈন্য আসিয়া বুদ্ধি পাইয়াছে, আমার পুত্র দুর্যোধন যাহাতে অত্যন্ত লোভী হইয়াছে, যাহার উপর পাণ্ডবগণও ন্যস্ত হইয়া পড়িয়াছে এবং যাহাতে আমার মনও আসক্ত হইয়াছে, তুমি এই সমগ্র ভারতবর্ষের যথার্থরূপে বর্ণনা কর। কারণ, তোমাকে আমি বুদ্ধিমান্ বলিয়া মনে করি ॥ ১-২

সঞ্জয় উবাচ।

ন তত্র পাণ্ডবা যুদ্ধাঃ শৃণু রাজন্ বচো মম।
যুদ্ধো দুর্য্যোধনস্তত্র শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ ॥৩
অপরে ক্ষত্রিয়াশ্চৈব নানাজনপদেশ্বরাঃ।
যে যুদ্ধা ভারতে বর্ষে ন মৃষ্যন্তি পরস্পরম্ ॥ ৪
অত্র তে কীর্ত্তয়িষ্যামি বর্ষং ভারত ভারতম্।
প্রিয়মিন্দ্রস্য দেবস্য মনোর্বৈবস্বতস্য চ ॥ ৫
পৃথোস্তু রাজন্ বৈণস্য তথেক্ষ্বাকোর্মহাত্মনঃ।
যযাতেরম্বরীষস্য মান্ধাতুর্নহুষস্য চ ॥ ৬
তথৈব মুচুকুন্দস্য শিবেরৌশীনরস্য চ।
শতস্য তথৈলস্য নৃগস্য নৃপতেস্তথা ॥ ৭
কুশিকস্য চ দুর্দ্ধর্ষ গাধেশ্চৈব মহাত্মনঃ।
সোমকস্য চ দুর্দ্ধর্ষ দিলীপস্য তথৈব চ ॥ ৮
অন্যেষাঞ্চ মহারাজ ক্ষত্রিয়াণাং বলীয়সাম্।
সর্বেষামেব রাজেন্দ্র প্রিয়ং ভারত ভারতম্ ॥ ৯
তৎ তে বর্ষং প্রবক্ষ্যামি যথাশ্রুতমরিন্দম।
শৃণু মে গদতো রাজন্ যত্রাং ত্বং পরিপৃচ্ছসি ॥ ১০
মহেন্দ্রো মলয়: সহ্য: শুক্তিমানৃক্ষবানপি।
বিন্ধ্যশ্চ পারিযাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুলপর্ব্বতাঃ ॥ ১১
তেষাং সহস্রশো রাজন্ পর্ব্বতাস্তে সমীপতঃ।
অবিজ্ঞাতাঃ সায়বস্তো বিজ্ঞাতাশ্চিত্রসানবঃ ॥ ১২
অন্যে ততোঽপরিজ্ঞাতা দুস্বা দুস্বোপজীবিনঃ।
আর্য্যা মেচ্ছাশ্চ কৌরব্য তৈমিস্রাঃ পুরুষা বিভো ॥১৩
নদীঃ পিবন্তি বিপুলাং গঙ্গাং সিন্ধুং সরস্বতীম্।
গোদাবরীং নর্ম্মদাঞ্চ বাহুদাঞ্চ মহানদীম্ ॥ ১৪
শতদ্রুং চন্দ্রভাগাঞ্চ যমুনাঞ্চ মহানদীম্।
দৃষদ্বতীং বিপাশাঞ্চ বিপাপাং স্থূলবালুকাম্ ॥ ১৫
নদীং বেত্রবতীং চৈব কৃষ্ণবেণাঞ্চ নিম্নগাম্।
ইরাবতীং বিতস্তাঞ্চ পয়োষ্ণীং দেবিকামপি ॥ ১৬
বেদস্মৃতাং বেদবতীং ত্রিদিবামিক্ষুলাং কৃমিম্।
করীষিণীং চিত্রবাহাং চিত্রসেনাঞ্চ নিম্নগাম্ ॥ ১৭
গোমতীং ধূতপাপাঞ্চ বন্দনাঞ্চ মহানদীম্।
কৌশিকীং ত্রিদিবাং কৃত্যাং নিচিতাং লোহিতারণীম্ ॥
রহস্যাং শতকুম্ভাঞ্চ সরযূঞ্চ তথৈব চ।
চর্ম্মণ্বতীং বেত্রবতীং হস্তিসোমাং দিশ: তথা ॥ ১৯
শরাবতীং পয়োষ্ণীঞ্চ বেণাং ভীমরথীমপি।
কাবেরীং চুলুকাং চাপি বাণীং শতবলামপি ॥ ২০

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! আপনি আমার কথা শুনুন। পাণ্ডবেরা যুদ্ধ হন নাই, কিন্তু দুর্য্যোধন এবং সুবলনন্দন শকুনিই যুদ্ধ হইয়াছেন। ৩

আর নানাদেশের অধীশ্বর অন্যান্য ক্ষত্রিয়েরাও ভারতবর্ষের প্রতি লোভী হইয়াছেন; সেইজন্য তাঁহারা পরস্পর পরস্পরকে সহ্য করিতে পারিতেছেন না। ৪

ভরতনন্দন! সে যাহা হউক, আমি এখন আপনার নিকট ভারতবর্ষের বর্ণনা করিব। রাজন্! এই ভারতবর্ষ দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয় এবং বৈবস্বত মনু, বেণপুত্র পৃথু, মহাত্মা ইক্ষ্বাকু, যযাতি, অম্বরীষ, মান্ধাতা, নহুষ, মুচুকুন্দ, উশীনরপুত্র শিবি, শতরথ, ঐলপুত্র পুরূরবা, রাজা নৃগ, কুশিক, মহাত্মা গাধি, সোমক, দিলীপ এবং বলবান্ অন্যান্য সকল ক্ষত্রিয়েরই ভারতবর্ষ প্রিয় ছিল। ৫-৯ হে পরিঘবাহু রাজন্! আমি যেরূপ শুনিয়াছি, সেইরূপভাবেই আপনার নিকট এই ভারতবর্ষের বর্ণনা করিব। আপনি যাহার বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, আমি তাহা বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। ১০

মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্, ঋক্ষবান্, বিন্ধ্য ও পারিযাত্র এই সাতটি পর্ব্বতকে কুলপর্ব্বত বলে। ১১

রাজন্! এই পর্ব্বতগুলির নিকটে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত এবং প্রায়শ: সারবদ্ধাতুযুক্ত ও বিচিত্রশিখরচূড়াযুক্ত সহস্র সহস্র পর্ব্বত আছে। ১২

কৌরবনন্দন! এতদ্ভিন্ন অপরিচিত অনেক ক্ষুদ্র পর্ব্বত রহিয়াছে, সেগুলিতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীরা বাস করে। রাজন্! আর্য্য ও ম্লেচ্ছ এবং তাঁহাদের সহিত মিশ্রিত অনেক মানুষ নিম্নে বর্ণিত বিশাল নদীগুলির জল পান করে। গঙ্গা, সিন্ধু সরস্বতী, গোদাবরী, নর্ম্মদা, বাহুদা, মহানদী শতদ্রু, চন্দ্রভাগা, মহানদী যমুনা, দৃষদ্বতী, পাপনাশিনী ও স্থূলবালুকাযুক্তা বিপাশা, বেত্রবতী, কৃষ্ণবেণা, ইরাবতী, বিতস্তা, পয়োষ্ণী, দেবিকা, বেদস্মৃতা, বেদবতী, ত্রিদিবা, ইক্ষুলা, কৃমি, করীষিণী, চিত্রবাহা, চিত্রসেনা, গোমতী, পাপনাশিনী মহানদী বন্দনা, কৌশিকী, ত্রিদিবা, কৃত্যা, নিচিতা, লোহিতারণী, রহস্যা, শতকুম্ভা, সরযূ, চর্ম্মণ্বতী, বেত্রবতী, হস্তিসোমা, শিব্, শরাবতী, পয়োষ্ণী, বেণা, ভীমরথী, কাবেরী, চুলুকা, বাণী, শতবলা, নীবারা, অহিতা, সুপ্রযোগা, পাবনা,

নীবারাম্বহিতাং চাপি সুপ্রয়োগাং জনাধিপ।
পবিত্রাং কুণ্ডলাং সিন্ধুং রাজনীং পুরমালিনীম্ ॥ ২১
পূর্বাভিরামাং বীরাঞ্চ ভীমামোঘবতীং তথা।
পলাশিনীং পাপহরাং মহেন্দ্রাং পাটলাবতীম্ ॥ ২২
করীষিণীমসিক্নীঞ্চ কুশচীরাং মহানদীম্।
মকরীং প্রবরাং মেনাং হেমাং ঘৃতবতীং তথা ॥ ২৩
পুণ্যবতীমনুষ্ণাঞ্চ সেব্যাং ছায়াঞ্চ ভারত।
সদানীরামনুষ্ণাঞ্চ কুশধারাং মহানদীম্ ॥ ২৪
সদাকান্তাং শিবাং চৈব তথা বীরবতীমপি।
বন্ধ্যাং সুবন্ধ্যাং গৌরীঞ্চ কম্পনাং সহিরণ্বতীম্ ॥ ২৫
রেবাং বীরকরাং চাপি পঞ্চমীঞ্চ মহানদীম্।
রথচিত্রাং জ্যোতিরথাং বিশ্বামিত্রাং কপিঞ্জলাম্ ॥ ২৬
উপেন্দ্রাং বহুলাং চৈব কুবীরামম্বুবাহিনীম্।
বৈনন্দীং পিঙ্গলাং বেণাং তুঙ্গবেণাং মহানদীম্ ॥ ২৭
বিদিশাং কৃষ্ণবেণাঞ্চ তাম্রাঞ্চ কপিলামপি।
বসুং সুবাসাং বেদাশ্বাং হরিস্রাবাং মহাপগাম্ ॥ ২৮
শীঘ্রাঞ্চ পিচ্ছিলাং চৈব ভারদ্বাজীঞ্চ নিম্নগাম্।
কৌশিকীং নিম্নগাং শোণাং বাহুদামেধ চন্দ্রমাম্ ॥ ২৯
দুর্গাং চিত্রশিলাং চৈব ব্রহ্মবেধ্যাং বৃহদ্বতীম্।
যবক্ষমাঞ্চ রোহীঞ্চ তথা ভাসুনদীমপি ॥ ৩০

সুরসাং তমসাং দাসীং সাধনাং বরণাসিম্।
নীলাং ঘৃতকরীং চৈব পর্ণাশাঞ্চ মহানদীম্ ॥ ৩১
মানবীং বৃষভাঞ্চৈব ব্রহ্মমেধ্যাং বৃহদ্ধনীম্।
এতাশ্চান্যাশ্চ বহ্বো বৈ মহানদ্যো জনাধিপ ॥৩২
সদা নিরাময়াং কৃষ্ণাং মন্দগাং মন্দবাহিনীম্।
ব্রাহ্মণীঞ্চ মহাগৌরীং দুর্গামপি চ ভারত ॥ ৩৩
চিত্রোপলাং চিত্ররথাং মঞ্জুলাং বাহিনীং তথা।
মন্দাকিনীং বৈতরণীং কোষাং চাপি মহানদীম্ ॥ ৩৪
শুক্তিমতীমনঙ্গাঞ্চ তথৈব বৃষসাহ্বয়াম্।
লোহিত্যাং করতোয়াঞ্চ তথৈব বৃষকাহ্বয়াম্ ॥ ৩৫
কুমারীমৃষিকুল্যাঞ্চ মারিষাঞ্চ সরস্বতীম্।
মন্দাকিনীং সুপুণ্যাঞ্চ সর্বাং গঙ্গাঞ্চ ভারত ॥ ৩৬
বিশ্বস্য মাতরঃ সর্বাঃ সর্বাশ্চৈব মহাফলাঃ।
তথা নক্ষত্রপ্রকাশাঃ শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ৩৭
ইত্যেতাঃ সরিতো রাজন্ সমাখ্যাতা যথাস্মৃতি।
অত ঊর্দ্ধং জনপদান্ নিবোধ গদতো মম ॥ ৩৮
তত্রেমে কুরুপাঞ্চালাঃ শাল্বা মাত্স্যেরজাঙ্গলাঃ।
শূরসেনাঃ পুলিন্দাশ্চ বোধা মালাস্তথৈব চ ॥ ৩৯
মৎস্যাঃ কুশল্যাঃ সৌশল্যাঃ কুন্তয়ঃ কান্তিকোশলাঃ।
চেদি-মৎস্য-করূষাশ্চ ভোজাঃ সিন্ধু-পুলিন্দকাঃ ॥ ৪০

বৃহদ্বতী, সিন্ধু, রাজনী, পুরমালিনী, পুণ্যাভিরামা, বীরা, ভীমা, ওঘবতী, পলাশিনী, পাপহরা, মহেন্দ্রা, পাটলাবতী, করীষিণী, অসিক্নী, মহানদী কুশচীরা, মকরী, প্রবরা, মেনা, হেমা, ঘৃতবতী, পুণ্যবতী, অনুষ্ণা, সেব্যা, ছায়া, সদানীরা, অনুষ্ণা, মহানদী কুশধারা, সদাকান্তা, শিবা, বীরবতী, বন্ধ্যা, সুবন্ধ্যা, গৌরী, কম্পনা, হিরণ্বতী, রেবা, বীরকরা, মহানদী পঞ্চমী, রথচিত্রা, জ্যোতিরথা, বিশ্বামিত্রা, কপিঞ্জলা, উপেন্দ্রা, বহুলা, কবীরা, অম্বুবাহিনী, বৈনন্দী, পিঙ্গলা, বেণা, মহানদী তুঙ্গবেণা, বিদিশা, কৃষ্ণবেণা, তাম্রা, কপিলা, বসু, সুবাসা, বেদাশ্বা, মহানদী, হরিস্রাবা, শীঘ্রা, পিচ্ছিলা, ভারদ্বাজী, কৌশিকী, শোণা, বাহুদা, চন্দ্রমা, দুর্গা, চিত্রশিলা, ব্রহ্মবেধ্যা, বৃহদ্বতী, যবক্ষা, রোহী, ভাসুনদী, সুরসা, তমসা, দাসী, সাধনা, বরণা, অসি, নীলা, ঘৃতকরী, মহানদী পর্ণাশা, মানবী, বৃষভা, ব্রহ্মমেধ্যা ও বৃহদ্ধনী। নরনাথ! এইগুলিই শুধু নয়; আরও অনেকগুলি মহানদী ভারতবর্ষে রহিয়াছে ॥ ১০-৩২

ভরতনন্দন! আর্য্য ও ম্লেচ্ছগণের সহিত মিলিত হইয়া ভারতবাসী অন্যান্য লোকেরা এই নদীগুলির জল পান করে। যথা—সজলা আরোগ্যকারিণী কৃষ্ণা, মন্দগা, মন্দবাহিনী, ব্রাহ্মণী, মহাগৌরী, দুর্গা, চিত্রোপলা, চিত্ররথা, মঞ্জুলা, বাহিনী, মন্দাকিনী, বৈতরণী, মহানদী কোষা, শুক্তিমতী, অনঙ্গা, বৃষা, লোহিত্যা, করতোয়া, বৃষকা, কুমারী, ঋষিকুল্যা, মারিষা, সরস্বতী, মন্দাকিনী ও সুপুণ্যা। ভরতনন্দন! ইহার মধ্যে প্রায় প্রতিটি নদীই গঙ্গার তুল্য ॥ ৩৩-৩৬

এই সকল নদীই সকলের মাতৃস্থানা, ইহারা মহাফল উৎপাদন করে। এতদ্ব্যতীত অন্য আরও শত শত ও সহস্র সহস্র নদী অপ্রকাশিত অবস্থায় রহিয়াছে ॥ ৩৭

রাজন্! আমার স্মৃতি অনুসারে এই নদীগুলি বলিলাম। ইহার পর দেশের নাম বলিতেছি। আপনি তাহা আমার নিকট শ্রবণ করুন ॥ ৩৮

তাহার মধ্যে এই কুরুপাঞ্চাল, শাল্ব, মাত্স্য, জাঙ্গল, শূরসেন, পুলিন্দ, বোধ, মাল, মৎস্য, কুশল্য, সৌশল্য, কুন্তি, কান্তিকোশল,

উত্তমাশ্চ দশার্ণাশ্চ মেকলাশ্চোৎকলৈঃ সহ।
পঞ্চালাঃ কোশলাশ্চৈব নৈকপৃষ্ঠা ধুরন্ধরাঃ ॥ ৪১
গোধা মদ্রাঃ কলিঙ্গাশ্চ কাশয়োঽপরকাশয়ঃ।
জঠরাঃ কুকুরাশ্চৈব দশার্ণাশ্চ ভারত ॥ ৪২
কুন্তয়োঽবন্তয়শ্চৈব তথৈবাপরকুন্তয়ঃ।
গোমন্তা মন্দকাঃ ষণ্ডা বিদর্ভা রূপবাহিকাঃ ॥ ৪৩
অশ্মকাঃ পাংসুরাষ্ট্রাশ্চ গোপরাষ্ট্রাঃ করীতয়ঃ।
অধিরাজ্যকুশাধ্যাশ্চ মল্লরাষ্ট্রং কেবলম্ ॥ ৪৪
বারবাস্তাররাহাশ্চ চক্রাশ্চক্রাতয়ঃ শকাঃ।
বিদেহা মগধাঃ সূক্ষ্মা মল্লজা বিজয়াস্তথা ॥ ৪৫
অঙ্গা বঙ্গা কলিঙ্গাশ্চ সুহ্মোত্তমান্ এব চ।
মল্লাঃ সুদেষ্ণাঃ প্রহ্লাদা মাহিকাঃ শশিকাস্তথা ॥ ৪৬
বাহ্লিকা বাটধানাশ্চ আভীরাঃ কালতোয়কাঃ।
অপরান্তাঃ পরান্তাশ্চ পঞ্চনাশ্চর্মমণ্ডলাঃ ॥ ৪৭
অটবীশিখরাশ্চৈব মেরুভূতাশ্চ মারিষ।
উপাবৃত্তানুপাবৃত্তাঃ স্বরাষ্ট্রাঃ কেকয়াস্তথা ॥ ৪৮
কুন্দাপরান্তা মাহেয়াঃ কক্ষাঃ সামুদ্রনিষ্কুটাঃ।
অন্ধ্রাশ্চ বহবো রাজন্পুলিন্দাস্তৈব চ ॥ ৪৯
বহির্গিরিযাজমলজা মগধা মানবর্জকাঃ।
সমন্তরাঃ প্রাবৃষেয়া ভার্গবাশ্চ জনাধিপ ॥ ৫০

পুত্রা ভর্গাঃ কিরাতাশ্চ সুদৃষ্টা যামুনাস্তথা।
শকা নিষাদা নিষধাস্তথৈবানর্তনৈঋতাঃ ॥ ৫১
দুহুনাঃ প্রতিমৎস্যাশ্চ কুন্তলাঃ কুশকাস্তথা।
তীরগ্রহাঃ শূরসেনা ঈজিকাঃ কন্যকা গুণাঃ ॥ ৫২
তিলভারা মদীরাশ্চ মধুমন্তঃ সুকন্দকাঃ।
কাশ্মীরাঃ সিন্ধুসৌবীরা গান্ধারা দর্শকাস্তথা ॥ ৫৩
অভীষহাঃ কুলূতাশ্চ শৈবলা বাহ্লিকাস্তথা।
দর্বীচরা লবা বর্ণা বাতজামরথোরগাঃ ॥ ৫৪
বহ্বাশ্চাশ্চ কৌরব্য সুদামানঃ সুমল্লিকাঃ।
বত্রাঃ করীষকাশ্চাপি কুলিন্দোপত্যকাস্তথা ॥ ৫৫
বনায়বো দশাপার্শ্বা রোমাণঃ কুশবিন্দবঃ।
কচ্ছা গোপালকক্ষাশ্চ জাঙ্গলাঃ কুরুবর্ণকাঃ ॥ ৫৬
কিরাতা বর্বরাঃ সিদ্ধা বৈদেহাস্তাম্রলিপ্তকাঃ।
ওড্রা শ্লেচ্ছাঃ সসৈরিন্ধ্রাঃ পারতৌয়াশ্চ মারিষ ॥ ৫৭
অথাপরে জনপদা দক্ষিণা ভরতর্ষভ।
দ্রবিড়া কেরলাঃ প্রাচ্যা ভূষিকা বনবাসিকাঃ ॥ ৫৮
কর্ণাটকা মহিষকা বিকল্পা মূষকাস্তথা।
ঝিল্লিকাঃ কুন্তলাশ্চৈব সৌহৃদা নভকাননাঃ ॥ ৫৯
কৌকুট্টকাস্তথা চোলাঃ কোরণা মালবা নরাঃ।
সমঙ্গাঃ করকাশ্চৈব কুকুরাস্তোরমারিষাঃ ॥ ৬০

চেদি, মৎস্য, করূষ, চোল, সিন্ধু, পুলিন্দ, উত্তম, দশার্ণ, মেকল, উৎকল, পঞ্চাল, কোশল, নৈকপৃষ্ঠ, ধুরন্ধর, গোধ, মদ্র, কলিঙ্গ, কাশি, অপরকাশি, জঠর, দশার্ণ, কুন্তি, অবন্তি, অপরকুন্তি, গোমন্ত, মন্দক, ষণ্ড, বিদর্ভ, রূপবাহিক, অশ্মক, পাংসুরাষ্ট্র, গোপ-রাষ্ট্র, করীতি, অধিরাজ্য, কুশার্ধ, মল্লরাষ্ট্র, বারবাস্ত, আররাহ, চক্র, চক্রাতি, শক, বিদেহ, মাগধ, সূক্ষ্ম, মলজ, বিজয়, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, সুহ্মোত্তম, মল্ল, সুদেষ্ণ, প্রহ্লাদ, মাহিক, শশিক, বাহ্লীক, বাটধান, আভীর, কালতোয়ক, অপরান্ত, পরান্ত, পঞ্চনদ, চর্মমণ্ডল, অটবীশিখর, মেরুভূত, উপাবৃত্ত, অনুপাবৃত্ত, স্বরাষ্ট্র, কেকয়, কুন্দাপরান্ত, মাহেয়, কক্ষ, সামুদ্র, নিষ্কুট, অন্ধ্র ও অন্তর্গিরিযাজক, বহুজন, বহির্গিরি, অন্তর্মলজ, মগধ, মানবর্জক, সমন্তর, প্রাবৃষেয়, ভার্গব, পুত্র, ভর্গ, কিরাত, সুদৃষ্ট, যামুন, শক, নিষাদ, নিষধ, আনর্ত, নৈর্ঋত, দুহুন, পৃতিমৎস্য, কুন্তল, কুশক, তীরগ্রাহ, শূরসেন, ঈজিক, কন্যক, গুণ, তিলভার, মদীর, মধুমান্, সুকন্দক, কাশ্মীর, সিন্ধু, সৌবীর, গান্ধার, দর্শক, অভীষহ, কুলূত, শৈবল, বাহ্লিক, দর্বীচর, লব, বর্ণ, বাত, জামদগ্ন্য, উরগ, বহ্বাশ্ব, সুদামা, সুমল্লিক, বত্র, করীষক, কুলিন্দ, উপত্যক, বনায়ু, দশাপার্শ্ব, রোমা, কুশবিন্দু, কচ্ছ, গোপালকক্ষ, জাঙ্গল, কুরুবর্ণক, কিরাত, বর্বর, সিদ্ধ, বৈদেহ, তাম্রলিপ্ত, ওড্র, ম্লেচ্ছ, সৌরিন্ধ্র ও পারতৌয় ॥ ৪৯-৫৭

ভরতশ্রেষ্ঠ! ইহার পর ভারতবর্ষের দক্ষিণভাগে অবস্থিত জনপদসমূহের নাম বলিতেছি। দ্রবিড়, কেরল, প্রাচ্য, ভূষিক, বনবাসিক, কর্ণাটক, মহিষক, বিকল্প, মূষক, ঝিল্লিক, কুন্তল, সৌহৃদ, নভকানন, কৌকুট্টক, চোল, কোরণ, মালব, নর, সমঙ্গ, করক, কুরুর, অম্বষ্ঠ, মাহিষ, অন্ধিনী, উৎসবসঙ্কেত, ত্রিগর্ত, শাল্বসেনি, যুধেয়, কোকরক, প্রোষ্ঠ, মদ্রকেরল, বিভূচলিক, পুলিন্দ, বল্কল, মালব, বল্লব, অপরবল্লব, কুলিঙ্গ, কালিঙ্গ, কুরুল, করট,

ঋজিষ্যাৎসবসঙ্কেতাস্ত্রিগর্তাঃ শাবদেয়কাঃ।
বৃকাঃ কোকবকাঃ প্রোষ্ঠাঃ সমবেগবশাস্তথা ॥ ৬১
তথৈব বিদ্যাচূলিকাঃ পুলিন্দা বকলৈঃ সহ।
মালবা যজ্ঞবাহাশ্চৈব তথৈবাপরবল্লবাঃ ॥ ৬২
কুলিন্দাঃ কালদাশ্চৈব কুণ্ডলাঃ করটাস্তথা।
মূষকাস্তনবালাশ্চ সনীপা ঘটসুজয়াঃ ॥ ৬৩
অনিদাযাঃ শিবাটাশ্চ তনয়া সুনয়াস্তথা।
ঋষিকা বিদভাঃ কাকাস্তঙ্গণাঃ পরতঙ্গণাঃ ॥ ৬৪
উত্তরাশ্চাপরে ম্লেচ্ছাঃ ক্রূরা ভরতসত্তম।
যবনাশ্চীনকাম্বোজা দারুণা ম্লেচ্ছজাতয়ঃ ॥ ৬৫
সকৃদ্‌গ্রহাঃ কুলত্থাশ্চ হূণাঃ পারসিকৈঃ সহ।
তথৈব রমণাশ্চীনাস্তথৈব দশমালিকাঃ ॥ ৬৬
ক্ষত্রিয়োপনিবেশাশ্চ বৈশ্যশূদ্রকুলানি চ।
শূদ্রাভিরাশ্চ দরদাঃ কাশ্মীরাঃ পশুভিঃ সহ ॥ ৬৭
খাসীরাশ্চান্ধচারাশ্চ পহ্লবা গিরিগহ্বরাঃ।
আত্রেয়াঃ সমরদ্বাজাস্তথৈব স্তনপোষিকাঃ ॥ ৬৮
প্রোষকাশ্চ কলিঙ্গাশ্চ [illegible] ॥ ৬৯।
তোমরা হস্তিনাশ্চ তথৈব করভঞ্জকাঃ ॥ ৬৯

এতে চান্যে জনপদাঃ প্রাচ্যোদীচ্যাস্তথৈব চ।
উদ্দেশমাত্রেণ ময়া দেশাঃ সঙ্কীর্তিতা বিভো ॥ ৭০
যথাগুণবলং চাপি ত্রিবর্গস্য মহাফলম্।
দুহ্যাদ্ ধেনুঃ কামদুঘা ভূমিঃ সম্যগনুষ্ঠিতা ॥ ৭১
তস্যাং গৃধ্যন্তি রাজানঃ শূরাঃ ধর্মার্থকোবিদাঃ।
তে ত্যজন্ত্যাহবে প্রাণান্ বসুগৃদ্ধাস্তরস্বিনঃ ॥ ৭২
দেবমানুষকারানাং কামং ভূমিঃ পরায়ণম্।
অন্যোন্যস্যাবলুম্পন্তি সারমেয়া যথামিষম্ ॥ ৭৩
রাজানো ভরতশ্রেষ্ঠ ভোক্তুকামা বসুন্ধরাম্।
ন চাপি তৃপ্তিঃ কামানাং বিদ্যতেঽদ্যাপি কস্যচিৎ ॥ ৭৪
তস্মাৎ পরিগ্রহে ভূমের্যত্নঃ কুরুপাণ্ডবাঃ।
সাম্না ভেদেন দানেন দণ্ডেনৈব চ ভারত ॥ ৭৫
পিতা ভ্রাতা চ পুত্রাশ্চ যং ভোক্ষ্যন্তি নরপুঙ্গব।
স মির্ভবতি তেষাং সমাগচ্ছিদ্রদর্শনা ॥ ৭৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি জম্বুখণ্ডবিনির্মাণপর্বণি ভারতীয়নদীদেশাদি নামকথনে নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

মূষক, তনবাল, নীপ, ঘটসুজয়, অনিদাঘ, শিবাট, তনয়, সুনয়, ঋষিক, বিদর্ভ, কাক, তঙ্গণ ও পরতঙ্গণ ॥ ৬৪-৬৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! এখন ভারতবর্ষীয় উত্তরদিগ্‌বর্তী ক্রূর ম্লেচ্ছ দেশগুলির নাম বলিতেছি, যবন, চীন ও কাম্বোজদেশে দারুণ ম্লেচ্ছজাতীয়রা বাস করে। সকৃদ্‌গ্রহ, কুলত্থ, হূণ, পারসিক; রমণ, চীন, দশমালিক, ক্ষত্রিয়োপনিবেশ—বৈশ্য ও শূদ্রের দেশ। শূদ্র ও খাসীয়ের দেশ,—দরদ, কাশ্মীর, পশু, খাসীর, অন্ধচার, পহ্লব গিরিগহ্বর, আত্রেয়, ভরদ্বাজ ও স্তনপোষিক। তারপর প্রোষক, কলিঙ্গ, তোমর, হস্তিনাস ও করভঞ্জক এই দেশগুলিতে বিরাজ জাতিরা বাস করে ॥ ৬৫-৬৯

রাজন্! এই সকল দেশ ও অন্যান্য অনেক দেশ পূর্বদিকে, উত্তরদিকে এবং ঐ উভয়দিকের কোণে রহিয়াছে; কিন্তু আমি এই দেশগুলির নামমাত্র বলিলাম ॥ ৭০

যথানিয়মে প্রতিপালিত ভূমি কামধেনুর ন্যায় ফল ও শস্য দ্বারা মানুষের কামনা পূর্ণ করে। অতএব রাজারা সেই ভূমির আকাঙ্ক্ষা করেন এবং ধনলোভী হইয়া যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকেন ॥ ৭১-৭২

এই ভূমি দেবতা ও মানুষদিগের মধ্যেই পুষ্টি করে। ভরতশ্রেষ্ঠ! সুতরাং কুকুর যেমন ভোজনাভিলাষী হইয়া পরস্পরের পরিগৃহীত মাংস গ্রহণ করে, সেইরূপ রাজারাও ভোগার্থী হইয়া পরস্পরের ভূমি অপহরণ করেন। তাহাতে অদ্যাপি কাহারও কামনার তৃপ্তি হয় নাই ॥ ৭৩-৭৪

ভরতনন্দন! সেইজন্যই কৌরব ও পাণ্ডবগণ সাম, দান, ভেদ ও দণ্ডদ্বারা ভূমি গ্রহণ করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন ॥ ৭৫

নরশ্রেষ্ঠ! যথানিয়মে সর্বদা পর্যবেক্ষণ করিলে, ভূমি প্রাণিগণের পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, আত্মজ ও স্বর্গস্বরূপ হইয়া থাকে ॥ ৭৬

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত জম্বুখণ্ডবিনির্মাণপর্বে ভারতের নদী ও দেশের গুণবর্ণনাবিষয়ক নবম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দশমোঽধ্যায়ঃ।

[ভারতবর্ষে যুগানুসারেণ মনুষ্যাণামায়ুষো গুণানাঞ্চ বর্ণনম্।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ভারতস্যাস্য বর্ষস্য তথা হৈমবতস্য চ।
প্রমাণমায়ুষঃ সূত বলং চাপি শুভাশুভম্॥ ১
অনাগতমতিক্রান্তং বর্তমানঞ্চ সঞ্জয়।
আচক্ষ্ব মে বিস্তরেণ হরিবর্ষং তথৈব চ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ

চত্বার ভারতে বর্ষে যুগানি ভরতর্ষভ।
কৃতং ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ তিষ্যঞ্চ কুরুবর্ধন॥ ৩
পূর্বং কৃতযুগং নাম ততস্ত্রেতাযুগং প্রভো।
সংক্ষেপাদ্ দ্বাপরস্যাথ ততস্তিষ্যঃ প্রবর্ততে॥ ৪
চত্বারি তু সহস্রাণি বর্ষাণাং কুরুসত্তম।
আয়ুঃসংখ্যা কৃতযুগে সংখ্যাতা রাজসত্তম॥ ৫
তথা ত্রীণি সহস্রাণি ত্রেতায়াং মনুজাধিপ।
দ্বে সহস্রে দ্বাপরে তু দ্বৌ তিষ্যস্তি সাম্প্রতম্॥ ৬
ন প্রমাণস্থিতিস্তস্যাং তিষ্যেঽস্মিন্ ভরতর্ষভ।
গর্ভস্থাশ্চ ম্রিয়ন্তেঽত্র তথা জাতা ম্রিয়ন্তি চ॥ ৭
মহাবলা মহাসত্ত্বাঃ প্রজাগুণসমন্বিতাঃ।
প্রজায়ন্তে চ জাতাশ্চ শতশোঽথ সহস্রশঃ॥ ৮
জাতাঃ কৃতযুগে রাজন্ ধনিনঃ প্রিয়দর্শনাঃ।
প্রজায়ন্তে চ জাতাশ্চ মুনয়ো বৈ তপোধনাঃ॥ ৯
মহোৎসাহা মহাত্মানো ধার্মিকাঃ সত্যবাদিনঃ।
প্রিয়দর্শা বপুষ্মন্তো মহাবীর্যা মহেষ্বাসাঃ॥ ১০
বরার্হা যুধি জায়ন্তে ক্ষত্রিয়াঃ শূরসম্মতাঃ।
ত্রেতায়াং ক্ষত্রিয়া রাজন্ সর্বে বৈ চক্রবর্তিনঃ॥ ১১
সর্ববর্ণাশ্চ জায়ন্তে সমৈব দ্বাপরে যুগে।
মহোৎসাহা বীর্যবন্তঃ পরস্পরজয়ৈষিণঃ॥ ১২
তেজসাদেন সংযুক্তাঃ ক্রোধনাঃ পুরুষা নৃপ।
লুব্ধা অনৃতকাশ্চৈব তিষ্যে জায়ন্তি ভারত॥ ১৩
ঈর্ষা মানস্তথা ক্রোধো মায়াসূয়া তথৈব চ।
তিষ্যে ভবন্তি ভূতানাং রাগো লোভশ্চ ভারত॥ ১৪

দশম অধ্যায়।

[ভারতবর্ষে যুগানুসারে মনুষ্যগণের আয়ু ও গুণসমূহের বর্ণন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সূত সঞ্জয়! এই ভারতবর্ষ, হৈমবতবর্ষ, ও হরিবর্ষবাসী মানুষের আয়ুর পরিমাণ, শক্তি, মঙ্গল, অমঙ্গল এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকল বিষয় আমার নিকট বিস্তারিতভাবে বল। ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—কুরুবংশবর্ধন! ভরতশ্রেষ্ঠ! এই ভারতবর্ষে সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারিটি যুগ হইয়া থাকে। ৩

রাজন্! সৃষ্টির পরে প্রথমে সত্য, তারপরে ত্রেতা, তাহার পরে দ্বাপর এবং তদনন্তর কলিযুগের প্রবৃত্তি হয়। ৪

কৌরবপ্রধান! রাজশ্রেষ্ঠ! সত্যযুগে সকল মানুষের আয়ুর পরিমাণ ছিল—চারি হাজার বৎসর। ৫

নৃপনাথ! ত্রেতাযুগে তিনহাজার বৎসর এবং দ্বাপরযুগে দুই হাজার বৎসর মানুষের আয়ুর পরিমাণ। এখনও পৃথিবীতে দুই হাজার বৎসরের অনেক মানুষ আছে। ৬

ভরতশ্রেষ্ঠ! কিন্তু কলিযুগে মানুষের আয়ুর পরিমাণের স্থিরতা নাই। কারণ, তখন মানুষ গর্ভে থাকিয়া মৃত্যুলাভ করে কিংবা জন্মিবার পরেও মরে। ৭

সত্যযুগে মহাবল, মহাবীর্যবান্, বুদ্ধিমান্ ও গুণবান্ শত শত ও সহস্র সহস্র লোক জন্মে এবং সন্তানও জন্মাইয়া থাকে। ৮

রাজন্! সত্যযুগে মুনি, তপস্বী, ধনী, প্রিয়দর্শন; মহোৎসাহ; মহাত্মা, ধার্মিক, সত্যবাদী, সকলকেই প্রিয়রূপে দর্শনকারী; প্রশস্তদেহ, মহাবীর ও বহুর মানুষ জন্মে এবং সেইরূপ সন্তানও উৎপাদন করে। ৯-১০

রাজন্! ত্রেতাযুগে ক্ষত্রিয়েরা সমরাঙ্গনের যোগ্য ও যুদ্ধে মহাবীর হইয়া থাকেন এবং সকল ক্ষত্রিয়ই সম্রাট্ হইবার ইচ্ছা করেন। ১১

দ্বাপর যুগে সমস্ত বর্ণই মহোৎসাহ, বলবান্ এবং সর্বদাই পরস্পর জয়াভিলাষী হইয়া থাকে। ১২

ভরতনন্দন রাজন্! আর কলিযুগে মানুষ অল্পতেজা, কোপনস্বভাব, লোভী ও মিথ্যাবাদী হয়। ১৩

ভরতনন্দন! এই কলিযুগে মানুষের ঈর্ষা; অহঙ্কার; ক্রোধ, কপটতা, অসূয়া, বিষয়ে আসক্তি ও লোভ হইয়া থাকে। ১৪

সংক্ষেপো বর্ত্ততে রাজন্ দ্বাপরেঽস্মিন্ নরাধিপ।
ততোত্তরং হৈমবতং হরিবর্ষং ততঃ পরম্। ১৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি জম্বুখণ্ডবিনির্মাণপর্বণি ভারতবর্ষে
কৃতাঙ্কানুরোধেনানুনিরূপণে দশমোঽধ্যায়ঃ। ১০

নরনাথ! রাজন্! এখন এই দ্বাপর যুগের অন্তই অবশিষ্ট আছে। ভারতবর্ষ অপেক্ষা হৈমবতবর্ষের গুণ অধিক এবং হৈমবতবর্ষ অপেক্ষাও হরিবর্ষ বিশেষ গুণশালী। ১৫

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত জম্বুখণ্ডবিনির্মাণপর্বে ভারতবর্ষে সত্যানুসারি অনুসারে আনুনিরূপণবিষয়ক দশম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(ভূমিপর্ব)

একাদশোঽধ্যায়ঃ।

[শাকদ্বীপস্য বর্ণনম্]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

জম্বুখণ্ডবরা প্রোক্তো যথাবদিহ সঞ্জয়।
বিষ্কম্ভমস্য প্রব্রূহি পরিমাণস্য তত্ত্বতঃ। ১

সমুদ্রস্য প্রমাণঞ্চ সমাগচ্ছিত্রদর্শনম্।
শাকদ্বীপঞ্চ মে ব্রূহি কুশদ্বীপঞ্চ সঞ্জয়। ২

শাল্মলিং চৈব তদ্বেন ক্রৌঞ্চদ্বীপং তথৈব চ।
ব্রূহি গাবল্গণে সর্বং রাহোঃ সোমার্কয়োস্তথা। ৩

সঞ্জয় উবাচ।

রাজন্ ভুবহবো দ্বীপা দৈরিদং সম্বৃতং জগৎ।
সপ্ত দ্বীপান্ প্রবক্ষ্যামি চন্দ্রাদিত্যৌ গ্রহং তথা। ৪

অষ্টাদশ সহস্রাণি যোজনানি বিশাম্পতে।
ষট্ শতানি চ পূর্ণানি বিষ্কম্ভো জম্বুপর্বতঃ। ৫

লবণস্য সমুদ্রস্য বিষ্কম্ভো দ্বিগুণঃ স্মৃতঃ।
নানাজনপদাকীর্ণো মণিবিদ্রুমচিত্রিতঃ। ৬

নৈকধাতুবিচিত্রৈশ্চ পর্বতৈরুপশোভিতঃ।
সিদ্ধ-চারণসঙ্কীর্ণঃ সাগরঃ পরিবৃত্তঃ। ৭

শাকদ্বীপঞ্চ বক্ষ্যামি যথাবদিহ পার্থিব।
শৃণু মে ত্বং যথান্যায়ং ক্রবতঃ কুরুনন্দন। ৮

জম্বুদ্বীপপ্রমাণেন দ্বিগুণঃ স নরাধিপ।
বিষ্কম্ভেণ মহারাজ সাগরোঽপি বিভাগশঃ
ক্ষীরোদো ভরতশ্রেষ্ঠ যেন সম্পরিবারিতঃ। ৯

তত্র পুণ্যা জনপদাস্তত্র ন ম্রিয়তে জনঃ।
কৃত এব হি দুর্ভিক্ষং ক্ষমাতেজোধৃতা হি তে॥ ১০

(ভূমিপর্ব)

একাদশ অধ্যায়

[শাকদ্বীপের বর্ণন]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! তুমি যথাযথভাবেই জম্বুখণ্ডের সকল বিষয় বলিয়াছ; এখন আবার যথাযথভাবে উহার বিস্তৃত পরিমাণ বল। ১

সঞ্জয়! তুমি তোমার যথাযথ জ্ঞান অনুসারে সমুদ্রের পরিমাণ, শাকদ্বীপ ও কুশদ্বীপের বিষয় আমার নিকট বল। ২

গবল্গণপুত্র! শাল্মলি ও ক্রৌঞ্চদ্বীপ এবং রাহু, চন্দ্র ও সূর্য্যের বিষয়ও যথাযথভাবে বল। ৩

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! যে দ্বীপগুলি এই জগৎ ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে, সেই দ্বীপ অনেক; তবে আপনার নিকট শাকদ্বীপ, চন্দ্র, সূর্য্য ও রাহুর বিষয় বলিব। ৪

রাজন্! এই জম্বুদ্বীপ পূর্ণ অষ্টাদশ সহস্র ও ছয়শত (১৮৬০০) যোজন বিস্তৃত। ৫

লবণসমুদ্রের বিস্তার জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ। এই সমুদ্রের তীরে বহু দেশ আছে এবং ঐ সমুদ্রে রত্ন মণি ও প্রবাল আছে। চারিদিকে গোলাকার এই লবণসমুদ্র অনেক ধাতুতে চিত্রিত, পর্ব্বতসমূহে পরিশোভিত ও সিদ্ধ-চারণে ব্যাপ্ত। ৬-৭

কৌরবনন্দন রাজন্! এখন আমি যথাযথভাবে ও ন্যায় অনুসারে শাকদ্বীপের কথা বলিব। আপনি আমার নিকট তাহা শ্রবণ করুন। ৮

নরনাথ মহারাজ! সেই শাকদ্বীপ জম্বুদ্বীপ অপেক্ষা দ্বিগুণ বিস্তৃত। ভরতশ্রেষ্ঠ! যে ক্ষীরোদসাগর উহাকে পরিবেষ্টন করিয়া বহির্ভাগে রহিয়াছে, তাহার পরিমাণও দ্বিগুণ। ৯

সেই দ্বীপে অনেক পবিত্র দেশ আছে এবং সে সকল দেশে লোকের অকাল মৃত্যু হয় না; সুতরাং দুর্ভিক্ষ আর হইবে কেন? সেখানকার সকল লোকই ক্ষমাশীল ও তেজস্বী। ১০

শাকদ্বীপস্য সংক্ষেপো যথাবদ্ ভরতর্ষভ।
উক্ত এষ মহারাজ কিমন্যৎ কথয়ানি তে ॥১১

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

শাকদ্বীপস্য সংক্ষেপো যথাবদিহ সঞ্জয়।
উক্তস্ত্বয়া মহাপ্রাজ্ঞ বিস্তরং ব্রূহি তত্ত্বতঃ ॥১২

সঞ্জয় উবাচ।

তথৈব পর্বতা রাজন্ সপ্তাত্র মণিভূষিতাঃ।
নদ্যাকরাস্তথা নদ্যস্তেষাং নামানি মে শৃণু ॥১৩
অতীব গুণবৎ সর্বং তত্র পুণ্যং জনাধিপ।
দেবর্ষি-গন্ধর্বযুতঃ প্রথমো মেরুরুচ্যতে ॥১৪
প্রাগায়তো মহারাজ মলয়ো নাম পর্বতঃ।
ততো মেঘাঃ প্রবর্তন্তে প্রভবন্তি চ সর্বশঃ ॥১৫
ততঃ পরেণ কৌরব্য জলধারো মহাগিরিঃ।
ততো নিত্যমুপাদত্তে বারিদঃ পরমং জলম্ ॥১৬
ততো বর্ষং প্রভবতি বর্ষকালে জনেশ্বর।
উচ্চৈর্গিরী রৈবতকো যত্র নিত্যং প্রতিষ্ঠিতা ॥১৭
রেবতী দিবি নক্ষত্রং পিতামহকৃতো বিধিঃ।
উত্তরেণ তু রাজেন্দ্র শ্যামো নাম মহাগিরিঃ ॥১৮
নবমেঘপ্রভঃ প্রাংশু শ্রীমাঞ্জলবিগ্রহঃ।
যতঃ শ্যামত্বমাপন্না প্রজা জনপদেশ্বর ॥১৯

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

সুমহান্ সংশয়ো মেঽত্র শ্রোতোঽয়ং সঞ্জয় ত্বয়া।
প্রজাঃ কথং সুতপুত্র সম্প্রাপ্তাঃ শ্যামতামিহ ॥২০

সঞ্জয় উবাচ।

সর্বেষেব মহারাজ দ্বীপেষু কুরুনন্দন।
গৌরঃ কৃষ্ণশ্চ বর্ণৌ দ্বৌ তত্রোর্বর্ণান্তরে নৃপ ॥
শ্যামো যস্মাৎ প্রবৃত্তো বৈ তস্মাচ্ছ্যামো গিরিঃ স্মৃতঃ ॥২১
ততঃ পরং কৌরবেন্দ্র দুর্গ শৈলো মহোদয়ঃ।
কেসরঃ কেসরযুতো যতো বাতঃ প্রবর্ততে ॥২২
তেষাং যোজনবিস্তারো বিগুণঃ প্রবিভাগশঃ।
বর্ষাণি তেষু কৌরব্য সপ্তোক্তানি মনীষিভিঃ ॥২৩
মহামেরুর্মহাকাশো জলদঃ কুমুদোত্তরঃ।
জলধারো মহারাজ সুকুমার ইতি স্মৃতঃ ॥২৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! আমি যথাযথভাবে ও সংক্ষেপে এই শাকদ্বীপের কথা বলিলাম। মহারাজ! এখন আর আপনার নিকট অন্য কি বলিব? ১১

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—মহাপ্রাজ্ঞ সঞ্জয়! তুমি যথাযথভাবে ও সংক্ষেপে শাকদ্বীপের বিষয় বলিলে, এখন যথার্থরূপে উহার বিস্তৃত বিবরণ বল। ১২

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! এই শাকদ্বীপেও রত্নের আকর এবং মণিভূষিত সাতটি পর্বত আছে, বহু নদীও এখানে আছে; আপনি সেগুলির নাম আমার নিকট শ্রবণ করুন। ১৩

জননাথ! সে দেশে সকল বস্তুই অত্যন্ত উৎকৃষ্ট ও পবিত্র। সে দেশের প্রথম পর্বতের নাম-'মেরু'। তাহাতে দেবতা, ঋষি ও গন্ধর্বগণ আছেন। ১৪

মহারাজ! তাহার পর পূর্ব ও পশ্চিমে দীর্ঘ মলয়পর্বত রহিয়াছে; তাহা হইতে মেঘসকল আবির্ভূত হয় এবং সর্বত্র বারি বর্ষণ করে। ১৫

কৌরবনন্দন! তৎপরে 'জলধার' নামে এক মহাপর্বত আছে; ইন্দ্র তাহা হইতেই সর্বদা উত্তম জল গ্রহণ করেন। ১৬

জনেশ্বর! তদনন্তর বর্ষাকালে বর্ষা হইয়া থাকে। তাহার পর 'রৈবতক' নামে একটি উচ্চ পর্বত আছে, যাহার উপরে আকাশে সর্বদাই রেবতীনক্ষত্র বিদ্যমান রহিয়াছে। এই বিধান স্বয়ং ব্রহ্মাই রচনা করিয়াছেন। রাজশ্রেষ্ঠ! তাহার উত্তরে নূতন মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, উচ্চ, কান্তিমান্ ও উজ্জ্বলমূর্তি 'শ্যাম'-নামে একটা মহাপর্বত আছে। রাজন্! তাহার গুণে সেখানকার লোকেরা শ্যামবর্ণ হইয়াছে। ১৭-১৯

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! তুমি আজ আমার নিকট অতিশয় সন্দেহের বিষয়ই বলিলে। সূতপুত্র! কারণ, সে স্থানের লোকেরা শ্যামবর্ণ হইল কেন? ২০

সঞ্জয় বলিলেন,—কৌরবনন্দন মহারাজ! সকল দ্বীপেই মানুষের গৌর ও কৃষ্ণবর্ণ এবং সেই দুই বর্ণের মিশ্রিত বর্ণ হয়; সেখানে শ্যামপর্বতের সংসর্গে যেহেতু মানুষের শ্যামবর্ণ হইয়া থাকে, সেইহেতু এই পর্বতকেও 'শ্যামপর্বত' বলা হয়। ২১

কৌরবশ্রেষ্ঠ! তাহার পর অত্যুচ্চ দুর্গ শৈল, তৎপরে কেসরযুক্ত কেসরপর্বত, যাহা হইতে বায়ু আবির্ভূত হয়। ২২

কৌরবনন্দন! সেই পর্বতগুলির বিস্তার ক্রমশঃ দ্বিগুণ এবং অভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ বলেন—সেই সাতটি পর্বতের নিকটে সাতটি বর্ষ আছে। ২৩

মহারাজ! মেরুগিরির নিকটে মহাকাশবর্ষ, মলয়ের নিকটে কামদোদ্ভববর্ষ ও জলধারপর্বতের নিকটে সুকুমারবর্ষ আছে। ২৪

রৈবতস্য তু কৌমারঃ শ্যামস্য মণিকাঞ্চনঃ।
কেসরস্যাথ মৌদাকী পরেণ তু মহাপুমান্ ॥ ২৪

পরিযাত্রা তু কৌরব্য দৈর্ঘ্যং দ্রুমবদেব চ।
জম্বুদ্বীপেন সংখ্যাতস্তস্য মধ্যে মহাদ্রুমঃ ॥ ২৬

শাকো নাম মহারাজ প্রজা তস্য সদানুগা।
তত্র পুণ্যা জনপদাঃ পূজ্যতে তত্র শঙ্করঃ ॥ ২৭

তত্র গচ্ছন্তি সিদ্ধাশ্চ চারণা দৈবতানি চ। !
ধার্মিকাশ্চ প্রজা রাজংস্তত্রারোহেতীব ভারত ॥ ২৮

বর্ণাঃ স্বকর্মনিরতা ন চ স্তেনোঽত্র দৃশ্যতে।
দীর্ঘায়ুষো মহারাজ জরা-মৃত্যুবিবর্জিতাঃ ॥ ২৯

প্রজাস্তত্র বিবর্ধন্তে বর্ষাস্বিব সমুদ্রগাঃ।
নদ্যঃ পুণ্যজলাস্তত্র গঙ্গা চ বহুধা গতা ॥ ৩০

সুকুমারী কুমারী চ সীতাশ্চৈ বেণিকা তথা।
মহানদী চ কৌরব্য তথা মণিজলা নদী ॥ ৩১

চক্ষুর্বর্ধনিকা চৈব নদী ভরতসত্তম।
তত্র প্রসৃতাঃ পুণ্যোদা নদ্যঃ কুরুকুলোদ্বহ ॥ ৩২

সহস্রাণাং শতানাং চ যতো বর্ষতি বাসবঃ।
ন তাসাং নামধেয়ানি পরিমাণং তথৈব চ ॥ ৩৩

শক্যন্তে পরিসংখ্যাতুং পুণ্যাস্তা হি সরিদ্বরাঃ।
তত্র পুণ্যা জনপদাশ্চত্বরো লোকসম্মতাঃ ॥ ৩৪

মগাশ্চ মশকাশ্চৈব মানসা মন্দগাস্তথা।
মগা ব্রাহ্মণভূয়িষ্ঠাঃ স্বকর্মনিরতা নৃপ ॥ ৩৫

মশকেষু তু রাজেন্দ্র ধার্মিকাঃ সর্বকামদাঃ।
মানসাশ্চ মহারাজ বৈশ্যধর্মোপজীবিনঃ ॥ ৩৬

সর্বকামসমাযুক্তাঃ শূরা ধর্মার্থনিশ্চিতাঃ।
ক্ষত্রান্তু মন্দগা নিত্যং পুরুষা ধর্মশীলিনঃ ॥ ৩৭

ন তত্র রাজা রাজেন্দ্র ন দণ্ডো ন চ দণ্ডিকঃ।
স্বধর্মেণৈব ধর্মজ্ঞাস্তে রক্ষন্তি পরস্পরম্ ॥ ৩৮

রৈবতকগিরির পার্শ্বে কৌমারবর্ষ, শ্যামগিরির নিকটে মণিকাঞ্চনবর্ষ, কেসরপর্বতের নিকটে মৌদাকীবর্ষ এবং তাহার অগ্রে মহাপুরুষবর্ষ রহিয়াছে। ২৪

কৌরবনন্দন! এই সকল বর্ষ সেই পর্বতগুলির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থতা বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে। আর সেই শাকদ্বীপের মধ্যস্থানে 'শাক' নামে একটা মহাদ্রুম আছে, উহা জম্বুদ্বীপের জম্বুবৃক্ষেরই সমান। সেখানকার লোকেরা এই বৃক্ষের দ্বারাই জীবনযাপন করে, আর সে দ্বীপে অনেক পবিত্র দেশ আছে এবং সে সকল দেশে শিবের পূজা হয়। ২৬-২৭

ভরতনন্দন! সিদ্ধ, চারণ ও দেবগণ সে দেশে গমন করিয়া থাকেন। রাজন্! সে দেশের চারি বর্ণই অত্যন্ত ধার্মিক। ২৮

মহারাজ! সে দেশে চারি বর্ণই আপন আপন কর্মে সদা নিরত রহিয়াছে; তাহারা দীর্ঘায়ু ও অকালে জরা-মৃত্যু-রহিত এবং সে দেশে চোর দেখা যায় না। ২৯

সে দেশের লোকেরা বর্ষাকালের নদীর ন্যায় বৃদ্ধি পায় এবং সে দেশে পুণ্যতোয়া বহু নদী আছে, আর গঙ্গা বহুপ্রকারে প্রবাহিত হইতেছেন। ৩০

কৌরবনন্দন! সে দেশে সুকুমারী, কুমারী, সীতাশ্চী ও বেণিকা এই চারিটি মহানদী এবং মণিজলা নামে একটি সাধারণ নদী আছে। ৩১

ভরতশ্রেষ্ঠ! চক্ষু ও বর্ধনিকানামে আরও দুইটি সাধারণ নদী আছে। কৌরবধুরন্ধর! সে দেশে পবিত্রসলিলা লক্ষ লক্ষ নদী রহিয়াছে। তাহার কারণ, ইন্দ্র সে দেশে প্রচুর বর্ষা করিয়া থাকেন। সে নদীগুলির নাম ও পরিমাণ বলিতে পারা যায় না, তবে সেই নদীশ্রেষ্ঠগুলি পবিত্র। আর সেই শাকদ্বীপে পবিত্র ও লোকপ্রিয় চারিটি দেশ আছে। ৩২-৩৪

রাজন্! এই চারিটি দেশের নাম—মগ, মশক, মানস ও মন্দগ। তাহার মধ্যে মগদেশে স্বকর্মনিরত ব্রাহ্মণই বহুসংখ্যক বাস করেন। ৩৫

মহারাজ! মশকদেশে ধার্মিক ও সকলের অভীষ্টপ্রদাতা ক্ষত্রিয়গণ অবস্থান করেন; মানসদেশে ধর্মোপজীবী বৈশ্যেরা রহিয়াছেন। ৩৬

আর মন্দগদেশে বীর, ধর্মার্থজ্ঞানসম্পন্ন, ধার্মিক ও সর্বজীবপ্রিয় শূদ্রগণ বাস করিয়া থাকেন। ৩৭

রাজশ্রেষ্ঠ! সে সকলদেশে রাজা নাই, দণ্ড নাই এবং দণ্ডের যোগ্য লোকও নাই; তাঁহারা সকলেই ধর্ম জানেন বলিয়া আপন আপন ধর্ম অনুসারেই পরস্পর পরস্পরকে রক্ষা করেন। ৩৮

এতাবদেব শক্যন্তু তত্র দ্বীপে প্রভাষিতুম্।
এতদেব চ শ্রোতব্যং শাকদ্বীপে মহৌজসি ॥ ৩১

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভূমিপর্বণি শাকদ্বীপবর্ণনে
একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

সেই শাকদ্বীপের বিষয় এই পর্যন্তই আমি বলিতে পারি।

মহারাজ! সুতরাং আপনারও মহাতেজস্বী শাকদ্বীপের বিষয় এইটুকুমাত্রই শুনিতে হইবে ॥ ৩১

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভূমিপর্বে শাকদ্বীপের বর্ণনাবিষয়ক একাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ।

[কুশ-ক্রৌঞ্চ-পুষ্করাদিদ্বীপসমূহানাং রাহু-সূর্য্য-চন্দ্রপ্রমাণস্য চ বর্ণনম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

উত্তরেষু চ কৌরব্য দ্বীপেষু শ্রূয়তে কথা।
যথাশ্রুতং মহারাজ ব্রুবতশ্চ নিবোধ মে ॥ ১
ঘৃতোদঃ সমুদ্রোঽত্র দধিমণ্ডোদকোঽপরঃ।
সুরোদঃ সাগরশ্চৈব তথাঽন্যো জলসাগরঃ ॥ ২
পরস্পরেণ দ্বিগুণাঃ সর্বে দ্বীপা নরাধিপ।
পর্বতাশ্চ মহারাজ সমুদ্রৈঃ পরিবারিতাঃ ॥ ৩
গৌরস্তু মধ্যমে দ্বীপে গিরিরস্মিন্নিলোঽ মহান্।
পর্বতঃ পশ্চিমে কৃষ্ণো নারায়ণসখো নৃপ ॥ ৪
তত্র রত্নানি দিব্যানি স্বয়ং রক্ষতি কেশবঃ।
প্রসন্নাশ্চাভবং তত্র প্রজানাং বাসবং সুখম্ ॥ ৫
কুশদ্বীপে কুশস্তম্বো মধ্যে জনপদস্য হ।
সম্পূজ্যতে শাল্মলিশ্চ দ্বীপে শাল্মলিকে নৃপ ॥ ৬
ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহাক্রৌঞ্চো গিরী রত্নচয়াকরঃ।
সম্পূজ্যতে মহারাজ চাতুর্বর্ণ্যৈর্নিত্যদা ॥ ৭
গোমন্তঃ পর্বতো রাজন্ সুমহান্ সর্ষধাতুমান্।
যত্র নিত্যং নিবসতি শ্রীমান্ কমললোচনঃ ॥ ৮
মোক্ষিভিঃ সংস্তুতো নিত্যং প্রভুর্নারায়ণো হরিঃ।
কুশদ্বীপে তু রাজেন্দ্র পর্বতো বিদ্রুমৈশ্চিতঃ ॥ ৯
সুধামা নাম দুর্ধর্ষো দ্বিতীয়ো হেমপর্বতঃ।
হ্যাতিমান্ নাম কৌরব্য তৃতীয়ঃ কুমুদো গিরিঃ ॥ ১০
চতুর্থঃ পুষ্পবান্ নাম পঞ্চমস্তু কুশেশয়ঃ।
ষষ্ঠো হরিগিরির্নাম ষড়েতে পর্বতোত্তমাঃ ॥ ১১

দ্বাদশ অধ্যায়।

[কুশ, ক্রৌঞ্চ ও পুষ্করাদি দ্বীপসমূহ এবং রাহু, সূর্য্য ও চন্দ্রের প্রমাণবর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ধৃতরাষ্ট্র মহারাজ! অবশিষ্ট দ্বীপগুলির যেরূপ উপাখ্যান শুনিয়াছি, সেইরূপই আমি বলিতেছি; আপনি শ্রবণ করুন ॥ ১

সেই সকল দ্বীপের নিকটে ঘৃতোদক, দধিমণ্ডোদক ও সুরোদক সাগর এবং জলসাগর রহিয়াছে ॥ ২

নরনাথ মহারাজ! সকল দ্বীপই পর পর দ্বিগুণ এবং সেই দ্বীপগুলির পর্বতসকল সমুদ্রে পরিবেষ্টিত আছে ॥ ৩

রাজন্! মধ্যমদ্বীপে 'গৌর' নামে মণিময় বিলাসুক একটি বিশাল পর্বত এবং পশ্চিমে 'কৃষ্ণ' নামে নারায়ণের প্রিয় আর একটি পর্বত আছে ॥ ৪

স্বয়ং নারায়ণ সেইস্থানে স্থিত হিয়া রত্নসকল রক্ষা করেন এবং প্রজাদের উপরে প্রসন্ন হইয়া তাহাদের সুখসম্পাদন করেন ॥ ৫

রাজন্! কুশদ্বীপে দেশের মধ্যস্থানবর্ত্তী কুশস্তম্বকে এবং শাল্মলিদ্বীপে শাল্মলি বৃক্ষকে সেখানকার লোকেরা বিশেষ আদর করে ॥ ৬

মহারাজ! ক্রৌঞ্চদ্বীপে রত্নসমূহের আকর 'মহাক্রৌঞ্চ' নামে একটি পর্বত আছে, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি চারিবর্ণ সর্বদাই তাহার আদর করেন ॥ ৭

রাজন্! সেই দ্বীপে অতি বিশাল ও সমস্ত ধাতুযুক্ত 'গোমন্ত' নামে আর একটি পর্বত আছে; যাহাতে লক্ষ্মীর সহিত কমলনয়ন প্রভু নারায়ণ হরি সর্বদা বাস করেন। রাজশ্রেষ্ঠ! আর কুশদ্বীপে 'সুধামা' নামে প্রধানব্যাপ্ত ও দুর্ধর্ষ প্রথম পর্বত, 'হ্যাতিমান্' নামে স্বর্ণভূষিত দ্বিতীয় পর্বত, 'কুমুদ' নামে তৃতীয় পর্বত, 'পুষ্পবান্' নামে চতুর্থ পর্বত, 'কুশেশয়' নামে পঞ্চম পর্বত এবং 'হরিগিরি' নামে ষষ্ঠ পর্বত আছে। সুতরাং কুশদ্বীপে এই ছয়টি উত্তম পর্বত রহিয়াছে ॥ ৮-১১

তেষামন্তরবিজ্ঞেয়ো দ্বিগুণঃ সর্বতোদধিঃ।
ঔদ্ভিদং প্রথমং বর্ষং দ্বিতীয়ং বেণুমণ্ডলম্ ॥ ১১
তৃতীয়ং সুরথং নাম চতুর্থং কদলং স্মৃতম্।
দৃঢ়িমৎ পঞ্চমং বর্ষং ষষ্ঠং বর্ষং প্রভাকরম্ ॥ ১৩
সপ্তমং কাপিলং বর্ষং সপ্তৈতে বর্ষলক্ষকাঃ।
এতেষু দেব-গন্ধর্বাঃ প্রজাশ্চ জগদীশ্বর ॥ ১৪
বিহরন্তে রমন্তে চ ন তেষু ম্রিয়তে জনঃ।
ন তেষু দস্যবঃ সন্তি ম্লেচ্ছজাতোঽপি বা নৃপ ॥ ১৫
গৌরঃ প্রায়ো জনঃ সর্বঃ সুকুমারশ্চ পার্থিব।
অবশিষ্টেষু সর্বেষু বক্ষ্যামি মনুজেশ্বর ॥ ১৬
যথাক্রমং মহারাজ তন্মব্যগ্রমনাঃ শৃণু।
ক্রৌঞ্চদ্বীপে মহারাজ ক্রৌঞ্চো নাম মহাগিরিঃ ॥ ১৭
ক্রৌঞ্চাৎ পরো বামনকো বামনাদন্ধকারকঃ।
অন্ধকারাৎ পরো রাজন্ মৈনাকঃ পর্বতোত্তমঃ ॥ ১৮
মৈনকাৎ পরতো রাজন্ গোবিন্দো গিরিরুত্তমঃ।
গোবিন্দাৎ পরতো রাজন্ নিবিড়ো নাম পর্বতঃ ॥ ১৯

পরস্তু দ্বিগুণস্তেষাং বিস্তরো বংশবর্ধন।
দেশাংস্তত্র প্রবক্ষ্যামি তন্মে নিগদতঃ শৃণু ॥ ২০
ক্রৌঞ্চস্য কুশলো দেশো বামনস্য মনোহনুগঃ।
মনোহনুগাৎ পরশ্চোক্ষো দেশঃ কুরুকুলোদ্বহ ॥ ২১
উক্ষাৎ পরঃ প্রাবরকঃ প্রাবরান্ধকারকঃ।
অন্ধকারকদেশাৎ তু মুনিদেশঃ পরঃ স্মৃতঃ ॥ ২২
মুনিদেশাৎ পরশ্চৈব প্রোচ্যতে দুন্দুভিস্বনঃ।
সিদ্ধ-চারণসঙ্কীর্ণো গৌরপ্রায়ো জনাধিপ।
এতে দেশা মহারাজ দেবগন্ধর্বসেবিতাঃ ॥ ২৫
পুষ্করে পুষ্করো নাম পর্বতো মণিরত্নবান্।
তত্র নিত্যং প্রভবতি স্বয়ং দেবঃ প্রজাপতিঃ ॥ ২৪
তং পর্যুপাসতে নিত্যং দেবাঃ সর্ষে মহর্ষয়ঃ।
বাগ্‌ভির্মনোঽনুকূলাভিঃ পূজয়ন্তো জনাধিপ ॥ ২৫
জম্বুদ্বীপাৎ প্রবর্তন্তে রত্নানি বিবিধান্যুত।
দ্বীপেষু তেষু সর্বেষু প্রজানাং কুরুসত্তম ॥ ২৬
ব্রহ্মচর্য্যেণ সত্যেন প্রজানাং হি ভবেন চ।

সেই পর্বতগুলির মধ্যভাগের বিস্তার পর পর দ্বিগুণ। সেই ক্রৌঞ্চদ্বীপের দেশগুলি আমি বলিব, আপনি শ্রবণ করুন ॥ ২০

কৌরবশ্রেষ্ঠ! ক্রৌঞ্চপর্বতের নিকটবর্তী দেশের নাম 'কুশল'। বামনপর্বতের সন্নিহিত দেশের নাম 'মনোহনুগ'। মনোহনুগের পর উক্ষদেশ ॥ ২১

উক্ষদেশের পর প্রাবরকদেশ, প্রাবরকদেশের পর অন্ধকারক-দেশ এবং অন্ধকারকদেশের পর মুনিদেশ ॥ ২২

এই মুনিদেশের পর দুন্দুভিস্বনদেশ। নরনাথ! এই দেশের প্রায় সকল লোকই গৌরবর্ণ এবং তাহারা সিদ্ধ ও চারণগণের সহিত মিলিত হইয়া বিচরণ করে। মহারাজ! ক্রৌঞ্চদ্বীপে দেব-গন্ধর্ব-সেবিত এই সকল দেশ রহিয়াছে ॥ ২৩

পুষ্করদ্বীপে 'পুষ্কর'-নামে ঘনি ও রত্নশালী একটা পর্বত আছে, তাহাতে স্বয়ং প্রজাপতিদেব সর্বদা বাস করেন ॥ ২৪

অনেকঘ! দেবতাগণ ও মহর্ষিরা সকলে মনের অনুকূল বাক্যদ্বারা স্তব করিতে থাকিয়া সর্বদাই তাঁহার উপাসনা করেন ॥ ২৫

কৌরবশ্রেষ্ঠ! সেই সমস্ত দ্বীপবাসী লোকের উপভোগের জন্য এই জম্বুদ্বীপ হইতে নানাবিধ রত্ন যাইয়া থাকে ॥ ২৬

সেখানকার লোকদিগের ব্রহ্মচর্য্য, সত্য, ইন্দ্রিয়দমন, স্বাস্থ্য ও

আরোগ্যায়ুঃপ্রমাণাভ্যাং দ্বিগুণং দ্বিগুণং ততঃ ॥ ২৭
একো জনপদো রাজন্ দ্বীপসর্বেষু ভারত।
উক্তা জনপদা যেষু ধর্মশ্চৈকঃ প্রদৃশ্যতে ॥ ২৮
ঈশ্বরো ভগবানস্মা স্বয়মেব প্রজাপতিঃ।
দ্বীপানেতান্ মহারাজ রক্ষংস্তিষ্ঠতি নিত্যদা ॥ ২৯
স রাজা স শিবো রাজন্ স পিতা প্রপিতামহঃ।
গোপায়তি নরশ্রেষ্ঠ প্রজাঃ সজ্জপতিতাঃ ॥ ৩০
ভোজনং চাত্র কৌরব্য প্রজাঃ স্বয়মুপস্থিতম্।
সিদ্ধমেব মহাবোহো তস্মিন্ ভুঞ্জন্তি নিত্যদা ॥ ৩১
ততঃ পরং সমা নাম দৃশ্যতে লোকসম্মিতঃ।
চতুরস্রং মহারাজ ত্রয়স্ত্রিংশৎ তু মণ্ডলম্ ॥ ৩২
তত্র তিষ্ঠন্তি কৌরব্য চত্বারো লোকসম্মতাঃ।
দিগ্‌গজা ভরতশ্রেষ্ঠ বামনৈরাবতাদয়ঃ ॥ ৩৩
সুপ্রতিকস্তথা রাজন্ প্রভিন্নকরটামুখঃ।
তস্যাহং পরিমাণন্তু ন সংখ্যাতুমিহোৎসহে ॥ ৩৪
অসংখ্যাতঃ স নিত্যং হি তির্যগূর্ধ্বমধস্তথা।
তত্র বৈ বায়বো বান্তি দিগ্‌ভ্যঃ সর্বাভ্য এব হি ॥ ৩৫
অসম্বাধা মহারাজ তান্ নিগৃহ্নন্তি তে গজাঃ।
পুষ্করৈঃ পদ্মসঙ্কাশৈর্বিকসদ্ভির্মহাপ্রভৈঃ।
শতধা পুনরেবাথ তে তান্ মুঞ্চন্তি নিত্যশঃ ॥ ৩৬
যদা হ্যমূর্চ্ছমানাস্তু দিগ্‌গজৈরিহ মারুতাঃ।
আগচ্ছন্তি মহারাজ তদা তিষ্ঠন্তি বৈ প্রজাঃ ॥ ৩৭

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

পরো বৈ বিস্তরোঽত্যর্থং ত্বয়া সঞ্জয় কীর্তিতঃ।
দর্শিতং দ্বীপসংস্থানমুত্তরং ব্রূহি সঞ্জয় ॥ ৩৮

সঞ্জয় উবাচ।

উক্তা দ্বীপা মহারাজ গ্রহান্ বৈ শৃণু তত্ত্বতঃ।
সূর্যস্যৈতে কৌরবেয় মানতো দেবসম্মিতাঃ ॥ ৩৯
পরিমণ্ডলো মহারাজ সূর্যস্য ভ্রাজতে গ্রহঃ।
যোজনানাং সহস্রাণি নবতির্দ্বে তথাষ্টে চ ॥ ৪০

আয়ুর পরিমাণে তাহাদের পূর্বপূর্ব দ্বীপবাসী অপেক্ষা পরপর দ্বিগুণ হইয়া থাকে ॥ ২৭

ভরতবংশীয় রাজন্! এই যে দ্বীপগুলির বহু দেশের কথা বলা হইল, বাস্তবিকপক্ষে উহাদিগকে একই দেশ বলিতে হইবে। কারণ, সে সকল দেশে একটিই ধর্ম দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ২৮

মহারাজ! স্বয়ং ব্রহ্মাই সকলের ঈশ্বর হইয়া সতত উত্তোলন পূর্বক সর্বদা এই দ্বীপগুলিকে রক্ষা করত অবস্থান করেন ॥ ২৯

নরশ্রেষ্ঠ রাজন্! তিনিই সকল দ্বীপের রাজা, তিনিই মঙ্গলকারী, তিনিই পিতা এবং তিনিই পিতামহ; আর তিনিই চেতন ও অচেতন প্রজাবর্গকে রক্ষা করেন ॥ ৩০

মহারাজ কৌরবনন্দন! পক্ব অন্নাদি খাদ্য হওয়া সে সকল দ্বীপে নিজে নিজেই উপস্থিত হয় এবং তাহাই দ্বীপবাসীরা সর্বদা ভোজন করে ॥ ৩১

মহারাজ! এই দ্বীপে 'সমা'-নামে একটা দেশ দেখা যায়, তাহার পরিধি চতুষ্কোণ এবং তেত্রিশযোজন পরিমিত ॥ ৩২

কৌরবনন্দন ভরতশ্রেষ্ঠ! এই দেশে লোকবিখ্যাত বামন ঐরাবত, সুপ্রতীক ও অঞ্জন এই চারিটি দিগ্‌হস্তী রহিয়াছে ॥ ৩৩

রাজন্! সেগুলির মধ্যে সুপ্রতীকনামক হস্তীর পরিমাণ হইতে সর্বদাই মনকে নিবৃত্ত রাখিয়া কিন্তু এই হস্তীর পরিমাণ আমি বলিতে সমর্থ নহি ॥ ৩৪

কারণ, সেই সুপ্রতীক হস্তীর পরিধি উর্ধ্ব, অধঃ ও পার্শ্বদিক অপরিমিত। সেখানে সকল দিক্ হইতেই বায়ু বহিতে হয় ॥ ৩৫

মহারাজ! তখন পদ্মসদৃশগন্ধি সেই হস্তীগুলি পদ্মতুল্য, বিশেষ প্রভাবশালী ও আকর্ষণকারী শুণ্ডাগ্রদ্বারা সেই বায়ু গ্রহণ করে এবং সর্বদাই আবার তৎক্ষণাৎ সে বায়ুগুলিকে শতধাভাবে মুক্ত করে ॥ ৩৬

মহারাজ! সেই দিগ্‌হস্তীরা যখন ত্যাগ করিতে থাকিয়া মুক্ত করিলে সেই বায়ু আসিতে থাকে; তাহাতেই সেখানকার প্রাণীরা জীবিত থাকে ॥ ৩৭

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! তুমি বিশেষ বিস্তারিতভাবেই জিজ্ঞাসিত বিষয় বলিয়াছ; দ্বীপগুলির অবস্থাও জানাইয়াছ; সঞ্জয়! এখন অবশিষ্ট বিষয়ের উত্তর বল ॥ ৩৮

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! দ্বীপগুলির বিষয় বলিয়াছি; এখন আপনি যথাযথভাবে গ্রহগুলির বিষয় শ্রবণ করুন। কৌরবশ্রেষ্ঠ! পরিমাণে রাহু যত বড়, তাহাও শুনুন ॥ ৩৯

মহারাজ! শুনিতে পাই—রাহুগ্রহ নাকি গোলাকার এবং উহার বিস্তার বারো সহস্র যোজন ॥ ৪০

পরিণাহেন ষট্‌ত্রিংশদ্ বিপুলত্বেন চানঘ।
ষষ্টিমাহুঃ শতাস্তস্য বুধাঃ পৌরাণিকাস্তথা ॥ ৪১
চন্দ্রমাস্তু সহস্রাণি রাজন্নেকাদশ স্মৃতঃ।
বিষ্কম্ভেন কুরুশ্রেষ্ঠ ত্রয়স্ত্রিংশৎ তু মণ্ডলম্ ॥ ৪২
একোনষষ্টিবিষ্কম্ভং শীতরশ্মের্মহাত্মনঃ।
সূর্য্যস্যষ্টৌ সহস্রাণি যে চাস্তে কুরুনন্দন ॥ ৪৩
বিষ্কম্ভেণ ততো রাজন্ মণ্ডলং ত্রিংশতা সমম্।
অষ্টপঞ্চাশতং রাজন্ বিপুলত্বেন চানঘ।
ক্রমতে পরমোদারঃ পতঙ্গোঽসৌ বিভাবসুঃ ॥ ৪৪
এতৎ প্রমাণমর্কস্য নির্দিষ্টমিহ ভারত।
স রাহুচ্ছাদনত্যেতৌ যথাকালং মহত্তয়া ॥ ৪৫
চন্দ্রাদিত্যৌ মহারাজ সংক্ষেপোঽয়মুদাহৃতঃ।
ইত্যেতৎ তে মহারাজ পৃচ্ছতঃ শাস্ত্রচক্ষুষা ॥ ৪৬
সর্বমুক্তং যথাতত্ত্বং তস্মাচ্ছময়বাপ্নুহি।
যথোদ্দিষ্টং ময়া প্রোক্তং সন্নিবাসমিদং জগৎ ॥ ৪৭
তস্মাদাধস্ব কৌরব্য পুত্রং দুর্যোধনং প্রতি।
শ্রুত্বেদং ভরতশ্রেষ্ঠ ভূমিপর্ব মনোহরম্ ॥ ৪৮
শ্রীমান্ ভবতি রাজন্যঃ সিদ্ধার্থঃ সাধুসম্মতঃ।
আয়ুর্বলঞ্চ কীর্তিশ্চ তস্য তেজশ্চ বর্ধতে ॥ ৪৯
যঃ শৃণোতি মহীপাল পর্বণীদং যতব্রতঃ।
প্রীয়ন্তে পিতরস্তস্য তথৈব চ পিতামহাঃ ॥ ৫০
ইদং তু ভারতং বর্ষং যত্র বর্তামহে বয়ম্।
পূর্বৈঃ প্রবর্তিতং পুণ্যং তৎ সর্বং শ্রুতবানসি ॥ ৫১

ইতি শ্রীমদ্ভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি ভূমিপর্বণি উত্তরদ্বীপাদিসংস্থানবর্ণনে
দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১২

নিষ্পাপ রাজন্! পৌরাণিক পণ্ডিতগণ বলেন—রাহুর পরিধির বিশালতা—ষট্‌ত্রিংশৎ (৩৬) সহস্র যোজন এবং উহার মধ্যস্থান হইতে পরিধি পর্য্যন্ত স্থানের বিস্তার ষষ্টি হাজার যোজন ॥৪১

কৌরবশ্রেষ্ঠ! চন্দ্রের বিস্তার—একাদশ সহস্র যোজন, উহার পরিধির পরিমাণ ত্রয়স্ত্রিংশৎ (৩৩) সহস্র যোজন এবং ঐ বিশাল মূর্তি চন্দ্রের মধ্য হইতে পরিধি পর্য্যন্ত স্থানের পরিমাণ—একষট্টি কম ছয় হাজার যোজন ॥ ৪২

কুরুনন্দন রাজন্! সূর্য্য বিস্তারে দশসহস্র যোজন, তাহার পরিধি ত্রিংশৎসহস্র যোজন এবং তাহার মধ্য হইতে পরিধি পর্য্যন্ত স্থানের পরিমাণ—অষ্টপঞ্চাশৎশত যোজন। কোন কোন মতে শুনা যায় যে, আকাশচারী ঐ সূর্য্য (ইহা অপেক্ষাও) অতিবৃহৎ ॥ ৪৩-৪৪

ভরতনন্দন! পৌরাণিক মতে চন্দ্র, সূর্য্য ও রাহুর এই পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট আছে, সুতরাং সেই রাহু নিজের বিশালতাবশতঃ পূর্ণিমা ও অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র ও সূর্য্যকে আবৃত করিয়া থাকে। মহারাজ! আপনার নিকটে সংক্ষেপে এই কথা বলিলাম। আর আপনি যাহা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, শাস্ত্রদৃষ্টিতে যথাযথভাবে সে সমস্তই আমি এই বলিলাম। অতএব আপনি এখন শান্তি লাভ করুন। পৃথিবী সম্বন্ধীয় জগতের সমস্ত বিষয় আমি এই উদ্দেশক্রমে বর্ণনা করিলাম ॥ ৪৫-৪৭

কৌরবনন্দন! অতএব আপনি এখন পুত্র দুর্য্যোধনের বিষয়ে আশ্বস্ত হউন। ভরতশ্রেষ্ঠ! আমার এই মনোহর ভূমিপর্ব শ্রবণ করিয়া সম্পত্তিশালী, কৃতকার্য্য ও সজ্জনপ্রিয় হন এবং তাঁহার আয়ু, বল, কীর্ত্তি ও তেজ বৃদ্ধি পায় ॥ ৪৮-৪৯

রাজন্! আর যে কোন ব্যক্তি সংযত হইয়া পর্ব্বকালে এই ভূমিপর্ব শ্রবণ করে, তাহার পিতৃগণ ও পিতামহগণ সন্তুষ্ট হন ॥ ৫০

মহারাজ! আমরা যেখানে রহিয়াছি, ইহা হইল ভারতবর্ষ; আর প্রাচীন ধার্ম্মিকেরা যে স্থান হইতে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, তাহার সমস্ত বিষয়ই আপনি শুনিলেন ॥ ৫১

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত ভূমিপর্বে উত্তরদ্বীপাদি সংস্থানবর্ণনবিষয়ক বারশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব।)

ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ।

[যুদ্ধভূমিতঃ প্রত্যাবৃত্য সঞ্জয়েন ধৃতরাষ্ট্রায় ভীষ্মস্য মৃত্যুসংবেদপ্রদানম্।]

বৈশম্পায়ন উবাচ।

অথ সাবয়বিবিদ্বান্ সংযুগাদেত্য ভারত।
প্রত্যক্ষদর্শী সর্বস্য কৃত-ভব্য-ভবিষ্যবিৎ॥ ১
ধ্যায়তে ধৃতরাষ্ট্রায় সহসোৎপত্য দুঃখিতঃ।
আচষ্ট নিহতং ভীষ্মং ভরতানাং পিতামহ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

সঞ্জয়োঽহং মহারাজ নমস্তে ভরতর্ষভ।
হতো ভীষ্মঃ শান্তনবো ভরতানাং পিতামহঃ॥ ৩
কুরূণাং সর্বযোধানাং রাম সর্বধনুষ্মতাম্।
শরতল্পগতঃ সোঽদ্য শেতে কুরুপিতামহঃ॥৪
যস্য বীর্যং সমাশ্রিত্য যুদ্ধং পুত্রস্তবাকরোৎ।
স শেতে নিহতো রাজন্ সংখ্যে ভীষ্মঃ শিখণ্ডিনা॥ ৫
যঃ সর্বান্ পৃথিবীপালান্ সমবেতান্ মহামৃধে।
জিগায়ৈকরথেনৈব কাশিপুর্যাং মহারথঃ॥ ৬
জামদগ্ন্যং রণে রামং যোঽযুধ্যদপসন্নম্।
ন হতো জামদগ্ন্যেন স হতোঽদ্য শিখণ্ডিনা॥৭
মহেন্দ্রসদৃশঃ শৌর্যে স্থৈর্যে চ হিমবানিব।
সমুদ্র ইব গাম্ভীর্যে সহিষ্ণুত্বে ধরাসমঃ॥ ৮
শরব্রাষ্ট্রো ধনুর্যক্তঃ খড়্গজিহ্বো দুরাসদঃ।
নরসিংহঃ পিতা তেঽদ্য পাঞ্চালেন নিপাতিতঃ॥ ৯
পাণ্ডবানাং মহৎ সৈন্যং যং দৃষ্ট্বোদ্যতমাহবে।
প্রাবেপত ভয়োদ্বিগ্নং সিংহং দৃষ্ট্বেব গোগণঃ॥ ১০
পরিরক্ষ্য স সেনাং তে দশরাত্রমনীকহা।
জগামাস্তমিবাদিত্যঃ কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্॥ ১১
যঃ স শক্র ইবাজেয্যো বর্ষন্ বাণান্ সহস্রশঃ।
জঘান যুধি যোধানামযুতং দশভির্দিনৈঃ॥ ১২

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব)

ত্রয়োদশ অধ্যায়।

[যুদ্ধভূমি হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া সঞ্জয়কর্তৃক ধৃতরাষ্ট্রকে ভীষ্মের মৃত্যুসংবাদপ্রদান।]

বৈশম্পায়ন বলিলেন,—ভরতনন্দন জনমেজয়! তাহার পর জ্ঞানী, সমস্ত বিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী এবং ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান সকল বিষয়ে অভিজ্ঞ সঞ্জয় যুদ্ধ হইতে প্রত্যাবর্তন করত তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হইয়া চিন্তামগ্ন ধৃতরাষ্ট্রের নিকট দুঃখিত-ভাবে বলিলেন—'ভরত-বংশীয়গণের পিতামহ ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন। ১-২

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আমি সঞ্জয়; ভরতশ্রেষ্ঠ! আপনাকে নমস্কার করি। ভরতবংশীয়গণের পিতামহ শান্তনুনন্দন ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন। ৩

যিনি সমস্ত যোদ্ধার মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং সমস্ত ধনুর্ধরগণের গৌরবের পাত্র ছিলেন, সেই কুরুপিতামহ ভীষ্ম আজ শরশয্যায় শয়ন করিয়াছেন। ৪

রাজন্! আপনার পুত্র দুর্যোধন যাঁহার বল অবলম্বন করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিয়াছিলেন, সেই ভীষ্ম আজ শিখণ্ডিকর্তৃক নিহত হইয়া শয়ন করিয়াছেন। ৫

যে মহারথ কাশীনগরে মহাযুদ্ধে সমবেত সকল রাজাকে একরথে জয় করিয়াছিলেন, যিনি নির্ভয়চিত্তে সমরাঙ্গনে পরশুরামের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তিনি তখন পরশুরামের হস্তে নিহত হন নাই, কিন্তু আজ শিখণ্ডীর হস্তে তিনি নিহত হইয়াছেন। ৬-৭

মহারাজ! তিনি শৌর্যে ইন্দ্রের তুল্য, স্থৈর্যে হিমালয়ের সদৃশ, গাম্ভীর্যে সমুদ্রের সমান এবং সহিষ্ণুতায় পৃথিবীর ন্যায় ছিলেন। ৮

আর বাণ ছিল যাঁহার দন্ত, ধনু ছিল যাঁহার মুখ এবং খড়্গ ছিল যাঁহার জিহ্বা ছিল ভয়কারি; আপনার সেই জ্যেষ্ঠতাত দুর্জয় বীর নরসিংহ ভীষ্মকে আজ শিখণ্ডী নিপাতিত করিয়াছে। ৯

গোসমূহ যেমন সিংহ দেখিয়া ভয়ে অস্থির হইয়া কাঁপিতে থাকে, সেইরূপ পাণ্ডবগণের বিশাল সৈন্য যাঁহাকে যুদ্ধে উদ্যত দেখিয়া ভয়ে অস্থির হইয়া কাঁপিতেছিল, সেই বিপক্ষ সৈন্যহন্তা ভীষ্ম দশ দিন যাবৎ আপনার সৈন্য রক্ষা করিয়া অতিদুষ্কর কার্য সাধনপূর্বক সূর্যের ন্যায় অস্ত গিয়াছেন। ১০-১১

ভরতনন্দন রাজন্! সেই যিনি ইন্দ্রের ন্যায় অযোদ্ধা থাকিয়া

স শেতে নিহতো ভূমৌ বাতরুগ্ন ইব দ্রুমঃ।
তব দুর্মন্ত্রিতে রাজন্ যথা নাহঃ স ভারত ॥ ১৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি ভীষ্মমৃত্যুশ্রবণে ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

সহস্র সহস্র বাণ বর্ষণ করিতে করিতে দশ দিনে যুদ্ধে বিপক্ষের লক্ষ সৈন্য সংহার করিয়াছেন, আজ তিনি সেরূপ শয়নের অযোগ্য হইয়াও আপনার দুর্মন্ত্রণার দোষে নিহত হইয়া বাতগ্রস্ত বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে শয়ন করিয়াছেন ॥ ১২-১৩

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বে ভীষ্মমৃত্যু-শ্রবণবিষয়ক ত্রয়োদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্দ্দশোঽধ্যায়ঃ।

[ভীষ্মস্য মৃত্যুসন্দেশশ্রবণে শোকাভিভূতেন বিলপতা ধৃতরাষ্ট্রেণ সঞ্জয়সমীপে ভীষ্মস্য মৃত্যুসন্দেশজিজ্ঞাসা।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কথং কুরূণামৃষভো হতো ভীষ্মঃ শিখণ্ডিনা।
কথং রথাৎ স পতিতঃ পিতা মে বাসবোপমঃ ॥ ১
কথমাচক্ষ মে যোধা হীনা ভীষ্মেণ সঞ্জয়।
বলিনা দেবকল্পেন গুর্ব্বর্থে ব্রহ্মচারিণা ॥ ২
তস্মিন্ হতে মহাপ্রাজ্ঞে নরেষ্বাসে মহাবলে।
মহাসত্ত্বে নরব্যাঘ্রে কিং ব আসীন্মনস্তদা ॥ ৩
আর্ত্তিং পরামাবিশতি মনঃ সংসীদতি মে ভৃশম্।
কুরূণামৃষভং বীরমকম্পং পুরুষর্ষভম্ ॥ ৪
কে তং যান্তমনুপ্রাযুঃ কে বাস্যাসন্ পুরোগমাঃ।
কেঽতিষ্ঠন্ কে পৃষ্ঠতস্তস্য কেঽন্বযুর্যন্ত সঞ্জয় ॥ ৫
কে শূরা রথশার্দূলমযুধ্যং ক্ষত্রিয়র্ষভম্।
তথানীকং দহমানং সহসা পৃষ্টতোঽন্বযুঃ ॥ ৬
যস্তমোঽর্ক ইবাপোহৎ পরসৈন্যমমিত্রহা।
সহস্ররশ্মিপ্রতিমঃ পরেষাং ভয়মাদধৎ ॥ ৭
অকরোদ্ দুষ্করং কর্ম রণে পাণ্ডুসুতেষু যঃ।
প্রসমানমনীকানি য এনং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৮
কৃচ্ছ্রিনং তং দুরাধর্ষং সঞ্জয়াস্তন্মমাত্মজে।
কথং শান্তনবং যুদ্ধে পাণ্ডবাঃ প্রত্যবারয়ন্ ॥ ৯

চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

[ভীষ্মের মৃত্যুসংবাদে শোকাভিভূত ও বিলাপপর ধৃতরাষ্ট্র-কর্ত্তৃক সঞ্জয়ের নিকট ভীষ্মের মৃত্যুর সংবাদ জিজ্ঞাসা।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,— সঞ্জয়! কৌরবশ্রেষ্ঠ ভীষ্ম শিখণ্ডিকর্ত্তৃক কিরূপে নিহত হইয়াছেন? ইন্দ্রতুল্য পরাক্রমী আমার জ্যেষ্ঠতাত রথ হইতে কিপ্রকারে নিপতিত হইয়াছেন! ১

সঞ্জয়! বল, পিতার জন্য চিরকৌমারব্রতাবলম্বী, দেবতুল্য তেজস্বী ও মহাবল ভীষ্ম কি প্রকারে আমার সৈন্যগণকে পরিত্যাগ করিয়া যাইলেন? ২

যখন মহাপ্রাজ্ঞ, মহাধনুর্দ্ধর, মহাবল ও মহাধৈর্য্যশালী সেই নরশ্রেষ্ঠ নিহত হইলেন, তখন তোমাদের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? ৩

কৌরবশ্রেষ্ঠ ও অচলকল্প বীর সেই পুরুষপ্রবর নিহত হইয়াছেন এই সংবাদ তুমি বলিলে পর তোমার নিকট হইতে উহা শ্রবণ করিয়া আমার মন গুরুতর পীড়া অনুভব করিতেছে ॥ ৪

সঞ্জয়! সেই মহাপুরুষ বিপক্ষের প্রতি ধাবিত হইলে, কাহারা তাঁহার নিকট গিয়াছিল? কাহারা তাঁহার অগ্রবর্ত্তী হইয়াছিল? কাহারা সঙ্গে ছিল? কাহারা ফিরিয়া আসিয়াছিল? কাহারাই বা তাঁহার অনুগমন করিয়াছিল? ৫

রথিশ্রেষ্ঠ ও অদ্ভুত বীর সেই ক্ষত্রিয়সিংহ বিপক্ষসৈন্যমধ্যে অবগাহন করিতে লাগিলে, কোন্ বীরেরা সহসা তাঁহার অনুগমন করিতেছিল? ৬

সূর্য্য যেমন অন্ধকার নষ্ট করেন, সেইরূপ সূর্য্যসদৃশ তেজস্বী ও শত্রুহন্তা এই বীর বিপক্ষের ভয় জন্মাইতে জন্মাইতে বিপক্ষ সৈন্য নষ্ট করিতেছিলেন ॥ ৭

সঞ্জয়! পাণ্ডবগণের মধ্যে যিনি যুদ্ধে দুষ্কর কার্য্য করিয়াছিলেন, সেই অর্জুন আমাদের সৈন্য প্রাস করিতে থাকিলে, যিনি তাঁহাকে বারণ করিয়াছিলেন; বিপক্ষের উপরে বাণক্ষেপণকারী, দুর্জ্জয় ও যুদ্ধনিপুণ সেই ভীষ্মকে পাণ্ডবেরা কি প্রকারে বারণ করিল? ৮-৯

নিকৃন্তন্তমনীকানি শরদোষ্ট্রঃ মনস্বিনম্।
চাপব্যাত্তাননং ঘোরমসিজিহ্বং দুরাসদম্ ॥ ১০
অনর্হং পুরুষব্যাঘ্রং ভীমন্তমপরাজিতম্।
পাতয়ামাস কৌন্তেয়ঃ কথং তমজিতং যুধি ॥ ১১
উত্তরধানমুগ্রেষুং বর্তমানং রথোত্তমে।
পরেষামুত্তমাঙ্গানি প্রচিনন্তমথেষুভিঃ ॥ ১২
পাণ্ডবানাং মহাসৈন্যং যং দৃষ্ট্বৈবাভ্যমাবহে।
কালাগ্নিমিব দুর্ধর্ষং সমরেষ্টেত নিত্যশঃ ॥ ১৩
পরিরক্ষ্য স সেনাং তু দশরাত্রমনীকহা।
জগামস্তমিবাদিত্যঃ কৃত্বা কর্ম সুদুষ্করম্ ॥ ১৪
যঃ স শক্র ইবাক্ষয্যং বর্ষং শরময়ং ক্ষিপন্।
জঘান যুধি যোধানামর্বুদং দশভির্দিনৈঃ ॥ ১৫
স সেতে নিহতো ভূমৌ বাতরুগ্ন ইব দ্রুমঃ।
মম দুর্মন্ত্রিতেনাজৌ যথা নাইতি ভারতঃ ॥ ১৬
কথং শান্তনবং দৃষ্ট্বা পাণ্ডবানামনীকিনী।
প্রহর্তুমশকৎ তত্র ভীষ্মঃ ভীমপরাক্রমম্ ॥ ১৭
কথং ভীষ্মেণ সংগ্রামঃ প্রাবর্তত পাণ্ডুনন্দনাঃ।
কথঞ্চ নাজয়ন্ ভীষ্মো দ্রোণে জীবতি সঞ্জয় ॥ ১৮
কৃপে সন্নিহিতে তত্র তরস্বাণাম্বয়ে তথা।
ভীষ্মঃ প্রহরতাং শ্রেষ্ঠঃ কথং স নিধনং গতঃ ॥ ১৯
কথং চাতিরথস্তেন পাঞ্চাল্যেন শিখণ্ডিনা।
ভীষ্মো বিনিহতো যুদ্ধে দেবৈরপি দুরাসদঃ ॥ ২০
যঃ স্পর্ধতে রণে নিত্যং জামদগ্ন্যং মহাবলম্।
অজিতং জামদগ্ন্যেন শক্রতুল্যপরাক্রমম্ ॥ ২১
তং হতং সমরে ভীষ্মং মহারথকুলোদ্বহম্।
সঞ্জয়াচক্ষ্ব মে বীরং নেদং শর্ম ন বিদ্মহে ॥ ২২
মামকাঃ কে মহেষ্বাসা ন ভয়ুঃ সঞ্জয়াচ্যুতম্।
দুর্যোধনমনাদিষ্টাঃ কে বীরাঃ পর্যবারয়ন্ ॥ ২৩
যচ্ছিখণ্ডিমুখাঃ সর্বে পাণ্ডবা ভীষ্মমভ্যযুঃ।
কচ্চিৎ তে কুরবঃ সর্বে নাজয়ুঃ সঞ্জয়াচ্যুতম্ ॥ ২৪
অশ্মসারময়ং নূনং হৃদয়ং সুদৃঢ়ং মম।
যচ্ছ্রুত্বা পুরুষব্যাঘ্রং হতং ভীষ্মং ন দীর্যতে ॥ ২৫

যিনি বিপক্ষ সৈন্য ছেদন করিতেছিলেন, যাঁর যাঁহার ধনুষ্টঙ্কার বজ্রতুল্য বহু যাঁহার বিকৃত বদনের ন্যায় এবং তরবারি যাঁহার জিহ্বার সদৃশ ছিল, সেই মনস্বী, ভয়ঙ্কর, দুর্জয়, শত্রুদের অযোগ্য, লজ্জাহীন ও অপরাজিত পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে কুন্তীপুত্র অর্জুন কি করিয়া যুদ্ধে নিপাতিত করিল? ১০-১১

যিনি ভয়ঙ্কর ধনু ও বাণ ধারণ করিয়া উত্তম রথে উপবেশন করত বাণদ্বারা শত্রুপক্ষের মস্তকসমূহ ছেদন করিতেছিলেন এবং পাণ্ডবগণের বিশাল সৈন্য যাঁহাকে যুদ্ধে উদ্যত দেখিয়া সর্বদা ভয়ে কাঁপিতেছিল, কালাগ্নির ন্যায় দুর্জয় সেই শত্রুহন্তা ভীষ্ম দশ দিন পর্যন্ত আমার সৈন্য রক্ষা করিয়া অতি দুষ্কর কার্য্য সাধনপূর্বক সূর্য্যের ন্যায় অস্তমিত হইয়াছেন। ১২-১৪

সেই যিনি ইন্দ্রের ন্যায় অক্ষয় বাণ বর্ষণ করিয়া দশদিনে যুদ্ধে লক্ষসংখ্যক বিপক্ষ সৈন্য সংহার করিয়াছেন, সেই ভয়ঙ্কদর্শন ভীষ্ম কৃতান্তদর্শনের অযোগ্য হইয়াও আমারই দুষ্টমন্ত্রণার দোষে যুদ্ধে নিহত হইয়া বায়ুভগ্ন বৃক্ষের ন্যায় ভূতলে শয়ন করিয়াছেন। ১৫-১৬ পাণ্ডবসৈন্যরা শান্তনুনন্দন ভীষ্মপরাক্রম ভীষ্মকে দেখিয়া কি প্রকারে তখন প্রহার করিতে সমর্থ হইল? ১৭

সঞ্জয়! পাণ্ডবগণ ভীষ্মের সহিত কি প্রকার যুদ্ধ করিয়াছিল? ভীষ্ম কেন জয় করিতে পারেন নাই? আর দ্রোণাচার্য্য জীবিত থাকিতে এবং কৃপাচার্য্য ও অশ্বত্থামা সে স্থানে উপস্থিত থাকিতে বীরশ্রেষ্ঠ সেই ভীষ্ম কেন মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন? ১৮-১৯

পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের পুত্র সেই শিখণ্ডী যুদ্ধে কি প্রকারে অতিরথ এবং দেবগণেরও দুর্জয় ভীষ্মকে নিহত করিল? ২০

সঞ্জয়! যিনি সর্বদাই যুদ্ধে মহাবল পরশুরামের সহিত স্পর্দ্ধা করিতেন এবং সেই পরশুরামও যাঁহাকে জয় করিতে পারেন নাই, ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমশালী, মহারথবংশে উৎপন্ন এবং মহাবীর সেই ভীষ্মের যশবিবরণ সত্বর আমার নিকটে বল। যেহেতু আমি কোনরূপেই শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না। ২১-২২

সঞ্জয়! আমাদের পক্ষের কোন্ মহারথপুরুষগণ ভীষ্মকে ত্যাগ করেন নাই এবং দুর্যোধনের আদেশে কোন বীরেরাই বা তাঁহাকে পরিবেষ্টন করিয়াছিলেন? ২৩

সঞ্জয়! পাণ্ডবেরা সকলে শিখণ্ডীকে অগ্রবর্তী করিয়া ভীষ্মের অভিমুখে ধাবিত হইলে, কৌরবগণ কি তখন ভীষ্মের দিকে গমন করে নাই? ২৪

হায়! আমার হৃদয় নিশ্চয়ই লৌহের দ্বারা নির্ম্মিতের ন্যায় সুদৃঢ়। যেহেতু পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের বিনাশসংবাদ শুনিয়াও উহা বিদীর্ণ হইতেছে না। ২৫

যস্মিন্ সত্যঞ্চ মেধা চ নীতিশ্চ ভরতর্ষভে।
অপ্রমেয়াপি দুর্ধর্ষে কথং স নিহতো যুধি ॥ ২৬
মৌর্বীঘোষবন্তনয়িত্নুঃ পৃষৎকপৃষতো মহান্।
বভূব্রিদমহাশব্দো মহামেঘ ইবোত্থিতঃ ॥ ২৭
যোঽভ্যবর্ষত কৌন্তেয়ান্ সপাঞ্চালান্ সসৃঞ্জয়ান্।
নিঘ্নন্ পরমথান্ বীরো ধানবানিব বজ্রভৃৎ ॥ ২৮
ইষুপ্রপাতরং ঘোরং বাণগ্রাহং দুরাসদম্।
কার্মুকোর্মিগদক্ষয্যমহীপং চর্মমপ্লবম্ ॥ ২৯
গদাসিমকরাবাসং হয়াবর্তং গজাকুলম্।
পদাতিমৎস্যকলিলং শঙ্খদুন্দুভিনিঃস্বনম্ ॥ ৩০
হয়ান্ গজ-পদাতীংশ্চ রথাংশ্চ ভরসা বহূন্।
নিমজ্জয়ন্তং সমরে পরবীরাপহারিণম্ ॥ ৩১
বিধমন্তমনীকানি কোপেন তেজসা চ পরন্তপম্।
কেন বেলেব মকরাবাসঃ কে বীরাঃ পর্যবারয়ন্ ॥ ৩২
ভীষ্মো যদকরোৎ কর্ম সমরে সঞ্জয়ারিহা।
দুর্যোধনহিতার্থায় কে তদাস্য পুরোঽভবন্ ॥ ৩৩
কেঽরক্ষন্ দক্ষিণং চক্রং ভীষ্মস্যামিততেজসঃ।
পৃষ্ঠতঃ কে পরান্ বীরানপাসেধন্ যতব্রতাঃ ॥ ৩৪
কে পুরস্তাদবর্তন্ত রক্ষন্তো ভীষ্মমন্তিকে।
কেঽরক্ষন্নুত্তরং চক্রং বীরা বীরস্য যুধ্যতঃ ॥ ৩৫
বামে চক্রে বর্তমানাঃ কেঽন্বান্ সঞ্জয় সৃঞ্জয়ান্।
অগ্রতোঽগ্র্যনীকেষু কেঽভ্যরক্ষন্ দুরাসদম্ ॥ ৩৬
পার্শ্বতঃ কেঽভ্যরক্ষন্ত পচ্ছতো দুর্গমাং গতিম্।
সমূহে কে পরান্ বীরান্ প্রত্যুদ্যন্ত সঞ্জয় ॥ ৩৭
রক্ষ্যমাণঃ কথং বীরৈর্গোপায়মানাশ্চ তেন তে।
দুর্জয়ানামনীকানি নাজয়ংস্তরসা যুধি ॥ ৩৮
সর্বলোকেশ্বরস্যেব পরমেষ্ঠিপ্রজাপতেঃ।
কথং প্রহর্তুমপি তে শেকুঃ সঞ্জয় পাণ্ডবাঃ ॥ ৩৯
যস্মিন্ দ্বীপে সমাশ্বস্য যুধ্যন্তে কুরবঃ পরৈঃ।
তং নিমগ্নং নরব্যাঘ্রং ভীষ্মং শংসসি সঞ্জয় ॥ ৪০

হায়! যে দুর্জয় পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মে সত্য, বুদ্ধি ও নীতি এইগুলি অপরিমিতভাবে ছিল, সেই ভীষ্ম কি প্রকারে যুদ্ধে নিহত হইলেন? ২৬

যাঁহার জ্যাশব্দ মেঘ গর্জনের তুল্য, বাণসকল জলবিন্দুসমূহের তুল্য এবং ধনুষ্টঙ্কার মহাগর্জনের তুল্য ছিল, সুতরাং মহামেঘের ন্যায় যে ভীষ্ম ধানবনাশী ইন্দ্রের তুল্য বিপক্ষ বীরগণকে সংহার করিতে থাকিয়া পাঞ্চাল ও সৃঞ্জয়দিগের সহিত পাণ্ডবগণের উপর বাণ বর্ষণ করিতেছিলেন। ২৭-২৮

ভীষ্ম ছিলেন—একটি অস্ত্রের ভীষণ ও দুর্জয় সমুদ্র, তাহার কূল ছিল না, কিংবা তাহাতে দ্বীপ বা বেলা ছিল না, সে সমুদ্র চলিতেছিল; তাহাতে মকরের ন্যায় গদা ও তরবারি ছিল, আবর্তের (ঘূর্ণীর) তুল্য অশ্ব ছিল, তাহা হস্তিসমূহে ব্যাপ্ত ও বৎস্যতুল্য পদাতিগণে পরিপূর্ণ ছিল, শঙ্খ ও দুন্দুভির শব্দই ছিল সেই সমুদ্রের শব্দতুল্য, সে সমুদ্র আপন বেগবলে বহুতর হস্তী, অশ্ব, পদাতি ও রথকে যুদ্ধে মগ্ন করিতেছিল এবং বিপক্ষ বীরগণকে হরণ করিতেছিল; আর তখন তিনি ক্রোধানলে দগ্ধ হইতেছিলেন এবং তেজে বিপক্ষগণকে সন্তপ্ত করিতেছিলেন। সেই সময়ে ভীষ্ম যেমন সমুদ্রকে বাধন করে, সেইরূপ কোন্ বিপক্ষ বীরগণ তাঁহাকে বারণ করিতেছিলেন? ২৯-৩২

সঞ্জয়! শত্রুহন্তা ভীষ্ম যখন যুদ্ধে দুর্যোধনের হিতের জন্য দুষ্কর কার্য করিতেছিলেন, তখন তাঁহার সম্মুখে কাহারা ছিল? ৩৩

অমিততেজা ভীষ্মের দক্ষিণভাগের সৈন্যগণকে কাহারা রক্ষা করিতেছিল এবং কোন বীরেরা বৃহনিম্নে অবলম্বনপূর্বক পিছনে থাকিয়া বিপক্ষ বীরগণকে নিবারণ করিতেছিল? ৩৪

কাহারা ভীষ্মকে রক্ষা করিতে থাকিয়া তাঁহার নিকটে সম্মুখে অবস্থান করিতেছিল? কোন বীরেরাই বা দুষ্করব্রত ভীষ্মের বামভাগের সৈন্য রক্ষা করিতেছিল? ৩৫

সঞ্জয়! কাহারা ভীষ্মের বামভাগের সৈন্যমধ্যে থাকিয়া সৃঞ্জয়গণকে সংহার করিতেছিল? কাহারাই বা অগ্রে থাকিয়া সৈন্যশ্রেষ্ঠ দুর্জয় ভীষ্মকে রক্ষা করিতেছিল? ৩৬

সঞ্জয়! কাহারা পার্শ্বে থাকিয়া ভীষ্মকে রক্ষা করিতেছিল? কাহারাই বা বিপক্ষগণের মধ্যে দুর্গম অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া বিপক্ষ বীরগণের সহিত প্রতিযুদ্ধ করিতেছিল? ৩৭

কুরুবীরেরা সবলে ভীষ্মকে রক্ষা করিতেছিল, ভীষ্মও তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতেছিলেন; সুতরাং এরূপ অবস্থায় সেই কুরুবীরেরা বাহুবলে যুদ্ধে দুর্জয় পাণ্ডবদিগের সৈন্যগণকে জয় করিতে পারিলেন না কেন? ৩৮

সঞ্জয়! সর্বলোকাধিপতি পরমেষ্ঠী ব্রহ্মার ন্যায় অবস্থিত ভীষ্মের উপরে সেই পাণ্ডবেরা কি করিয়া প্রহার করিতেও সমর্থ হইল? ৩৯

সঞ্জয়! কৌরবেরা দ্বীপের ন্যায় যাঁহার উপরে ভরসা করিয়া

যস্য বীর্য্যং সমাশ্রিত্য মম পুত্রো বৃকোদরঃ।
ন পাণ্ডবানগণয়ৎ কথং স নিহতঃ পরৈঃ॥ ৩১
যঃ পুরা বিবুধৈঃ সর্বৈঃ সাহায্যে যুদ্ধদুর্মদঃ।
কাঙ্ক্ষিতো দানবান্ হন্তুং পিতা মম মহাব্রতঃ॥ ৩২
যস্মিন্ জাতে মহাবীর্য্যে শান্তনুর্লোকবিশ্রুতঃ।
শোকং দৈন্যঞ্চ দুঃখঞ্চ প্রজহ্যাৎ পুত্রলক্ষণি॥ ৩৩
প্রোক্তং পরাশরং প্রাজ্ঞং স্বধর্মনিরতং শুচিম্।
বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞং কথং শংসসি মে হতম্॥ ৩৪
সর্বাস্ত্রবিনয়োপেতং শান্তং দান্তং মনস্বিনম্।
হতং শান্তনবং শ্রুত্বা মন্যে শেষং হতং বলম্॥ ৩৫
ধর্মাদধর্ম্যো বলবান্ সম্প্রাপ্ত ইতি মে মতিঃ।
যত্র বৃদ্ধং গুরুং হত্বা রাজ্যমিচ্ছন্তি পাণ্ডবাঃ॥ ৩৬
জামদগ্ন্যঃ পুরা রামঃ সর্বাস্ত্রবিদনুত্তমঃ।
অস্বার্থমুদ্যতঃ সংখ্যে ভীষ্মেণ যুধি নির্জিতঃ॥ ৩৭
তমিন্দ্রদমকর্মাণং কদনং সর্বধন্বিনাম্।
হতং শংসসি মে ভীষ্মং কিং নু দুঃখমতঃ পরম্॥ ৩৮
অসকৃৎ ক্ষত্রিয়ত্রাতা সংখ্যে যেন বিনির্জিতাঃ।
জামদগ্ন্যেন বীরেণ পরবীরনিঘাতিনা।
ন হতো যো মহাবুদ্ধিঃ স হতোঽদ্য শিখণ্ডিনা॥ ৩৯
তস্মান্নূনং মহাবীর্য্যাদ্ভার্গবাদ্ যুদ্ধদুর্মদাৎ।
তেজোবীর্য্যবলৈর্ভূয়ান্ শিখণ্ডী দ্রুপদাত্মজঃ॥ ৪০
যঃ শূরং কৃতিনং যুদ্ধে সর্বশস্ত্রবিদাবরম্।
পরমাস্ত্রবিদং বীরং জঘান ভরতর্ষভ॥ ৪১
কে বীরাস্তমমিত্রঘ্নমন্বয়ুঃ শত্রুসংসদি।
শংস মে তদ্ যথা চাসীদ্ যুদ্ধং ভীষ্মস্য পাণ্ডবৈঃ॥ ৪২
যোধেষু হতবীরা মে সেনা পুত্রস্য সঞ্জয়।
অগোপমিব চোদ্ভ্রান্তং গোকুলং তদ্ বলং মম॥ ৪৩
পৌরুষং সর্বলোকস্য পরং যস্মিন্ মহাহবে।
পরাসঙ্গে চ বক্তব্যে কথমাসীন্মনস্তদা॥ ৪৪
জীবিতেঽপ্যস্য সামর্থ্যং কিমিবাস্মাসু সঞ্জয়।

শিখণ্ডীর সহিত যুদ্ধ করিতেছে, তুমি সেই নরশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে যুদ্ধপাগরে নিমগ্ন বলিতেছ! ৩০

আমার পুত্র যাঁহার শক্তি অবলম্বন করিয়া মহাবল হইয়া পাণ্ডবগণকে কোনরূপে গ্রাহ্যই করে নাই, হায়! তাঁহাকে বিপক্ষেরা কি করিয়া নিহত করিল? ৩১

দেবতারা সকলে পূর্বে দানবসংহারের সময়ে সাহায্যের জন্য যুদ্ধদুর্মদ ও মহাব্রত আমার এই জ্যেষ্ঠতাতকে লইয়া যাইবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং পুত্রশ্রেষ্ঠ যে মহাবীর জন্ম গ্রহণ করিলে, জগদ্বিখ্যাত শান্তনু শোক, দৈন্য ও দুঃখ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, হায়! জগদ্বিখ্যাত, সকলের আশ্রয়, প্রাজ্ঞ, স্বধর্মনিরত, পবিত্র ও বেদবেদান্ততত্ত্বজ্ঞ সেই ভীষ্মের নিধন সংবাদ কেন আমার নিকট বলিলে? ৩২-৩৪

সমস্ত অস্ত্রে শিক্ষিত, শান্ত, দান্ত ও মনস্বী ভীষ্মকে নিহত শুনিয়া আমি মনে করি—অবশিষ্ট সৈন্যও নিহত হইয়াছে॥ ৩৫

সঞ্জয়! আমি মনে করি—কলি আগতপ্রায় বলিয়া অধর্ম ধর্মকে জয় করিতে বলবান্ হইয়াছে। যেহেতু ধার্মিক পাণ্ডবেরাও বৃদ্ধ এবং গুরুকে বধ করিয়া রাজ্যলাভ করিবার ইচ্ছা করিতেছে॥ ৩৬

সর্বাস্ত্রবিদগণে অতিশয় ও বীরশ্রেষ্ঠ পরশুরাম পূর্বে আমার জন্য যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু ভীষ্ম সে যুদ্ধে তাঁহাকে জয় করিয়াছিলেন॥ ৩৭

সঞ্জয়! ইন্দ্রের তুল্য পরাক্রমী এবং সর্বধনুর্দ্ধরশ্রেষ্ঠ সেই ভীষ্মকে তুমি আমার নিকট নিহত বলিতেছ, সুতরাং ইহা অপেক্ষা অধিক দুঃখ আর কি হইতে পারে? ৩৮

মহাবীর ও বিপক্ষ বীরহন্তা যে পরশুরাম যুদ্ধে ক্ষত্রিয়সমূহকে পরাস্ত করিয়াছিলেন, সেই পরশুরামও যে পরমবুদ্ধিমান্ ভীষ্মকে বধ করিতে পারেন নাই, সেই ভীষ্মকে আজ শিখণ্ডী বধ করিল! ৩৯

অতএব নিশ্চয়ই দ্রুপদের পুত্র শিখণ্ডী, মহাবীর ও যুদ্ধদুর্মদ পরশুরাম হইতে তেজ, বীর্য ও বলে অধিক॥ ৪০

যে শিখণ্ডী বীর, যুদ্ধে নিপুণ, সমস্তশস্ত্রবিশারদ, পরমাস্ত্রবিৎ ও ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে যুদ্ধে বধ করিয়াছে। ৪১

সঞ্জয়! কোন্ বীরেরা শত্রুসমূহমধ্যে সেই বীরের অনুগমন করিয়াছিল এবং পাণ্ডবগণের সহিত ভীষ্মের যেরূপ যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা আমার নিকট বল॥ ৪২

সঞ্জয়! ভীষ্ম নিহত হওয়ায় আমার সেনা হতভর্তৃকা স্ত্রীর ন্যায় অবলম্বনহীনা হইয়া পড়িয়াছে এবং আমার সেই সৈন্য গোপালক-রহিত গোসমূহের ন্যায় কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া গিয়াছে॥ ৪৩

মহাযুদ্ধে সর্বলোকাপেক্ষা যাহার পুরুষকার অধিক ছিল, সেই ভীষ্ম পতিত হইলে, তখন তোমাদের মনের অবস্থা কিরূপ হইয়াছিল? ৪৪

সঞ্জয়! জগতের মধ্যে ধার্মিক ও মহাবীর ভীষ্মকে বধ করাইয়া আমাদের জীবিত থাকিবারও কি শক্তি আছে? ৪৫

ঘাতয়িত্বা মহাবীর্যাঃ পিতরং লোকধর্মিকম্ ।৫৫
অগাধে সলিলে মগ্নাঃ নাবং দৃষ্ট্বেব পারগাঃ ।
ভীষ্মে হতে ভৃশং দুঃখাদ্ভে শোচন্তি পুত্রকাঃ ।৫৬
অস্ত্রিসারময়ং নূনং হৃদয়ং মম সঞ্জয় ।
যচ্ছ্রুত্বা পুরুষব্যাঘ্রং হতং ভীষ্মং ন দীর্য্যতে ॥ ৫৭
যস্মিন্নস্ত্রাণি মেধা চ নীতিশ্চ পুরুষর্ষভে ।
অপ্রমেয়াণি দুর্ধর্ষে কথং স নিহতো যুধি ।৫৮
ন চাস্ত্রেণ ন শৌর্য্যেণ তপসা মেধয়া ন চ ।
ন বৃত্ত্যা ন পুনর্ত্যাগাম্মৃত্যোঃ কশ্চিদ্ বিমুচ্যতে ।৫৯
কালো নূনং মহাবীর্য্যঃ সর্বলোকদুরত্যয়ঃ ।
যত্র শান্তনবং ভীষ্মং হতং শংসসি সঞ্জয় ॥ ৬০
পুত্রশোকাভিসন্তপ্তো মহদ্দুঃখমচিন্তয়ম্ ।
আশংসেঽহং পরং ত্রাণং ভীষ্মাচ্ছান্তনবাদ্ধ্রুবম্ ॥ ৬১
যথাদিত্যমিবাপন্নং পতিতং ভুবি সঞ্জয় ।
দুর্যোধনঃ শান্তনবং কিং তদা প্রত্যপদ্যত ॥ ৬২

নাহং বেদ্মি পরেদ্যুর্বা বুদ্ধ্যা সঞ্জয় চিন্তয়ন্ ।
শেষং কিঞ্চিৎ প্রপশ্যামি প্রত্যনীকে মহীক্ষিতাম্ ॥ ৬৩
দারুণঃ ক্ষত্রধর্মোঽয়মৃষিভিঃ সম্প্রদর্শিতঃ ।
যত্র শান্তনবং হত্বা রাজ্যমিচ্ছন্তি পাণ্ডবাঃ ॥ ৬৪
বরং বা রাজ্যমিচ্ছামো ঘাতয়িত্বা মহাব্রতম্ ।
ক্ষত্রধর্মে স্থিতাঃ পার্থা নাপরাধ্যন্তি পুত্রকাঃ ॥ ৬৫
এতদার্য্যেণ কর্তব্যং কৃচ্ছ্রাপৎসু সঞ্জয় ।
পরাক্রমঃ পরা শক্ত্যা তং তু তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ৬৬
অনীকানি বিনিঘ্নন্তং ভীমমুগ্রমপরাজিতম্ ।
কথং শান্তনবং তাতং পাণ্ডুপুত্রা অবাধন্ ॥ ৬৭
কথং ধৃতাস্তনীকানি কথং বৃদ্ধঃ মহাত্মভিঃ ।
কথং বা নিহতো ভীষ্মঃ পিতা সঞ্জয় মে পরৈঃ ॥ ৬৮
দুর্যোধনশ্চ কর্ণশ্চ শকুনিশ্চাপি সৌবলঃ ।
দুঃশাসনশ্চ কিতবো হতে ভীষ্মে কিমব্রুবন্ ॥ ৬৯
যচ্ছরীরৈরুপাস্তীর্ণাং নর-বারণ-বাজিনাম্ ।

আমি মনে করি পরলোকগামী লোকের পারের লোককে অগাধজলমগ্ন লোকেরা যেমন তরণির শোক করে, তেমন আমার পুত্রেরা ভীষ্ম নিহত হওয়ায় তরণির শোক করিতেছে ॥ ৫৫

সঞ্জয়! নিশ্চয়ই আমার হৃদয় লৌহ দ্বারা নির্মিত হইয়াছে; যেহেতু পুরুষশ্রেষ্ঠ ভীষ্মকে নিহত শুনিয়াও তাহা বিদীর্ণ হইয়া যাইতেছে না ॥ ৫৭

হায়! যে দুর্জয় পুরুষশ্রেষ্ঠের অস্ত্র, বুদ্ধি ও নীতি অপরিমেয় ছিল, তিনি যুদ্ধে কিরূপে নিহত হইলেন? ॥ ৫৮

কোন ব্যক্তিই অস্ত্র, বীরত্ব, তপস্যা, বুদ্ধি, ধৈর্য বা ত্যাগদ্বারা মৃত্যু হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারে না ॥ ৫৯

সঞ্জয়! নিশ্চয়ই মহাশক্তিশালী কাল সমস্ত লোকের পক্ষেই অতুলনীয়, যেহেতু শান্তনুনন্দন ভীষ্ম নিহত হইয়াছেন—তুমি এই কথা বলিতেছ ॥ ৬০

আমি প্রথমে পুত্রশোকে সন্তপ্ত হইয়া গুরুতর দুঃখ পাইব বলিয়া চিন্তা করিয়াছিলাম, পরে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম হইতে তাহাদের রক্ষা হইবে বলিয়া আমি আশা করিয়াছিলাম ॥ ৬১

সঞ্জয়! দুর্যোধন যখন ভীষ্মকে সূর্যের ন্যায় ভূতলে পতিত দেখিল, তখন সে কি কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিল? ॥ ৬২

সঞ্জয়! আমি স্বপক্ষ বা পরপক্ষ পরস্পরের বুদ্ধি অনুসারে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি—রাজাদের প্রত্যেক সৈন্যের কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না ॥ ৬৩

হায়! জানিয়া এই দারুণ ক্ষত্রিয়ধর্ম দেখাইয়াছেন। যেহেতু পাণ্ডবেরা ভীষ্মকে বধ করিয়া রাজ্যলাভ করিবার ইচ্ছা করিতেছে ॥ ৬৪

অথবা আমরাই মহাব্রত ভীষ্মকে বধ করাইয়া রাজ্যলাভ করিবার ইচ্ছা করিতেছি। কিন্তু ক্ষত্রিয়ধর্মে স্থিত পুত্রস্থানীয় পাণ্ডবেরা অপরাধী নহেন ॥ ৬৫

সঞ্জয়! ঘটনাবশে বিপদ উপস্থিত হইলে, পরাক্রম ও মহাশক্তি প্রয়োগ এই উভয়ই সকলের কর্তব্য। তাহা কিন্তু ভীষ্মের ছিল ॥ ৬৬

লজ্জাশীল ও অপরাজিত ভীষ্ম যখন সৈন্য সংহার করিতেছিলেন, তখন পাণ্ডবগণ তাঁহাকে কি প্রকারে নিবারণ করিতেছিল? ॥ ৬৭

সঞ্জয়! বিপক্ষ মহাত্মারা কিভাবে ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, কিরূপ যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং কিভাবেই বা আমার জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্মকে নিহত করিয়াছিলেন? ॥ ৬৮

যখন ভীষ্ম নিহত হইলেন, তখন দুর্যোধন, দুঃশাসন, কর্ণ ও দ্যূতনিপুণ দুষ্ট শকুনি ইহারা কি বলিয়াছিল? ॥ ৬৯

শর-শক্তি-মহাখড়্গ-তোমরাক্তাং মহাভয়াম্ ॥ ৭০
প্রাবিশন্ কিতবা মন্দাঃ সভাং বৃদ্ধৈরসেবিতাম্।
প্রাপদ্যন্তে প্রতিত্তরে কেনুদীর্যান্ত নরর্ষভাঃ ॥ ৭১
কেনজয়ন্ত জিতাস্তত্র কৃতলক্ষ্যা নিপাতিতাঃ।
অন্তে ভীষ্মাচ্ছান্তনবান্ তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ৭২
ন হি মে শান্তিরস্তীহ শ্রুত্বা দেবব্রতং হতম্।
পিতরং ভীমকর্মাণং ভীষ্মমাহবশোভিনম্ ॥৭৩
আর্ত্তিং মে হৃদয়ে রূঢ়াং মহতীং পুত্রহানিজাম্।
ন হি মে সর্পিষেবাগ্নিমুদ্দীপয়সি সঞ্জয় ॥ ৭৪
মহান্তং ভারমুদ্যম্য বিকৃতং সার্বলৌকিকম্।
দৃষ্ট্বা বিনিহতং ভীষ্মং মন্যে শোচন্তি পুত্রকাঃ ॥ ৭৫
শ্রোষ্যামি তানি দুঃখানি দুর্যোধনকৃতানহম্
তস্মান্মে সর্বমাচক্ষ্ব যদ্ বৃত্তং তত্র সঞ্জয় ॥ ৭৬
যদ্ বৃত্তং তত্র সংগ্রামে মন্দস্যাবুদ্ধিসম্ভবম্।
অপনীতং সুনীতং বং তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয় ॥ ৭৭
যং কৃতং তত্র সংগ্রামে ভীষ্মেণ জয়মিচ্ছতা।
তেজোযুক্তং কৃতাস্ত্রেণ শাংস তচ্চাপ্যশেষতঃ ॥ ৭৮
তথা তদ্ভরতশ্রেষ্ঠ বৃত্তং কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ।
ক্রমেণ যেন যস্মিংশ্চ কালে যচ্চ যথাতথং ॥ ৭৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি ধৃতরাষ্ট্রপ্রশ্নে চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

যন্ত্র, হস্তী ও অশ্বগণের শরীরই যাহাতে কোষ্ঠাস্তরণ এবং বাণ, শক্তি, বৃহৎতরবারি ও তোমর যাহাতে শাণা, আর যুদ্ধই যাহাকে দুর্গম করিয়াছিল, সেই ভয়ঙ্কর সভাতে (সমরাঙ্গনে) আমার মূর্খ ও দুর্মদ পুত্রেরা যেভাবে প্রবেশ করিয়াছিল এবং কোন নরশ্রেষ্ঠগণ সেই ভয়ঙ্কর প্রাণসংশয়কীড়ায় খেলা করিয়াছিলেন? (তাহা বল)॥ ৭০-৭১

সঞ্জয়! শান্তনুনন্দন ভীষ্ম যাহাদিগকে অস্ত্র দ্বারা ভস্ম করিয়াছিলেন? যাহারা পরাজিত হইয়াছিলেন? সেই সকল বিষয় আমার নিকট বল॥ ৭২

দেবব্রত, ভয়ঙ্করকর্মা ও যুদ্ধশোভী ভীষ্মকে নিহত হইতে শুনিয়া আমি শান্তিলাভ করিতে পারিতেছি না॥ ৭৩

সঞ্জয়! পুত্রগণের হানিজন্য আমার হৃদয়ে গুরুতর পীড়া জন্মিয়াছিল; তুমি এখন ঘৃতদ্বারা অগ্নির ন্যায় এই সংবাদদ্বারা সেই পীড়ানলকে উদ্দীপিত করিতেছ॥ ৭৪

জগদ্বিখ্যাত ও সর্বলোকহিতে রত ভীষ্ম গুরুতর ভার গ্রহণ করিয়া নিহত হইয়াছেন দেখিয়া আমার পুত্রেরা শোক করিতেছে—ইহা আমি মনে করি॥ ৭৫

সঞ্জয়! দুর্যোধনকৃত সেই সমস্ত দুঃখ আমি শুনিব, অতএব সেখানে যাহা ঘটিয়াছিল, সে সমস্তই তুমি আমার নিকট বল॥ ৭৬

সঞ্জয়! মূর্খ দুর্যোধনের নির্বুদ্ধিতাপ্রযুক্ত সেই যুদ্ধ সুনীতি-সম্পন্ন বা সুনীতিসম্পন্ন যাহা হইয়াছিল, তাহা তুমি আমার নিকট বল॥ ৭৭

সকল অস্ত্রে সুশিক্ষিত ভীষ্ম জয়েচ্ছাপরী হইয়া সেই তেজের সহিত যাহা করিয়াছিলেন এবং কৌরবসৈন্য ও পাণ্ডবসৈন্যের যে ক্রমে, যে সময়ে, যেভাবে সেই যুদ্ধ ও অন্য যে সকল ঘটনা হইয়াছিল, সে সমস্তই তুমি ক্রমশঃ বল॥ ৭৮-৭৯

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে ধৃতরাষ্ট্রের প্রশ্নবিষয়ক চতুর্দশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ।

[সঞ্জয়স্য যুদ্ধবৃত্তান্তবর্ণনারম্ভঃ। দুর্য্যোধনেন দুঃশাসনায় ভীষ্মস্য রক্ষাব্যবস্থায়ৈ আদেশদানম্।]

সঞ্জয় উবাচ।

তদ্‌যুক্তোঽয়মনুপ্রশ্নো মহারাজ যথার্হসি।
ন তু দুর্য্যোধনে দোষমিমমাসঙ্‌ক্তুমর্হসি ॥ ১
য আত্মনো দুশ্চরিতাদশুভং প্রাপ্তবান্নরঃ।
এনসা তেন নাস্তং স উপালব্ধিতুমর্হতি ॥ ২
মহারাজ মনুষ্যেষু নিন্দ্যাঃ যঃ সর্বমাচরেৎ।
স বধ্যঃ সর্বলোকস্য নিন্দিতানি সমাচরন্ ॥ ৩
নিকারো নিকৃতিপ্রজ্ঞৈঃ পাণ্ডবৈস্ত্বং প্রতীক্ষয়া।
অনুভূতঃ সহামাত্যৈঃ ক্ষান্তশ্চ সুচিরং বনে ॥ ৪
হয়নাগ্নাং গজানাঞ্চ রাজ্ঞাং চামিততেজসাম্।
প্রত্যক্ষং যন্ময়া দৃষ্টং দৃষ্টং যোগবলেন চ ॥ ৫
শৃণু তৎ পৃথিবীপাল মা চ লোকে মনঃ কৃথাঃ।
দিষ্টমেতৎ পুরা নূনমিদমেব নরাধিপ ॥ ৬
নমস্কৃত্বা প্রবক্ষ্যামি পারাশর্য্যায় ধীমতে।
যস্য প্রসাদাদ্ দিব্যং তৎ প্রাপ্তং জ্ঞানমনুত্তমম্ ॥ ৭
দূরশ্রবণমীক্ষাতীন্দ্রিয়া রাজন্ দূরাদ্ভুবণমেব চ।
পরচিত্তস্য বিজ্ঞানমতীতানাগতস্য চ ॥ ৮
ব্যুত্থিতোৎপত্তিবিজ্ঞানমাকাশে চ গতিঃ শুভা।
অস্ত্রৈরসঙ্গো যুদ্ধেষু বরদানান্মহাত্মনঃ ॥ ৯
শৃণু মে বিস্তরেণেদং বিচিত্রং পরমাদ্ভুতম্।
ভরতানামভূদ্ যুদ্ধং যথা তদ্‌রোমহর্ষণম্ ॥ ১০
ত্বেষনীকেষু যত্তেষু ব্যূঢ়েষু চ বিধানতঃ।
দুর্য্যোধনো মহারাজ দুঃশাসনমথাব্রবীৎ ॥ ১১
দুঃশাসন রথাব্রূর্ণং যুজ্যন্তাং ভীষ্মরক্ষিণঃ।
অনীকানি চ সর্বাণি শীঘ্রং ত্বমনুচোদয় ॥ ১২
অয়ং স মামভিপ্রাপ্তো বর্ষপূগাভিচিন্তিতঃ।
পাণ্ডবানাং সসৈন্যানাং কুরূণাঞ্চ সমাগমঃ ॥ ১৩

পঞ্চদশ অধ্যায়।

[সঞ্জয়ের যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণনারম্ভ; দুর্য্যোধনকর্তৃক দুঃশাসনকে ভীষ্মের রক্ষার ব্যবস্থা করিবার জন্য আদেশদান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! আপনার এখন যেরূপ প্রশ্ন করা উচিত, সেইরূপ প্রশ্নই করিয়াছেন, সুতরাং আপনার পক্ষে ইহা সঙ্গতই হইয়াছে, তবে আপনি দুর্য্যোধনের উপরে দোষারোপ করিতে পারেন না। ১

কারণ, যে লোক নিজের দুষ্কর্মের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়; সে লোক সেই দোষে দোষী বলিয়া অন্যকে আশঙ্কা করিতে পারে না। ২

মহারাজ! যে ব্যক্তি মানুষের মধ্যে সর্বপ্রকার নিন্দনীয় কার্য্য করে, সেই ব্যক্তি তাদৃশ নিন্দিত কার্য্য করার জন্যই সমস্ত লোকের অবধ্য হয়। ৩

বহু ছল-কপটতায় পণ্ডিত হইয়া সেই বিষয়ে অভিজ্ঞ পাণ্ডবগণ অমাত্যবর্গের সহিত বহুতর অপকার অনুভব করিয়াছেন এবং বনে যাইয়া দীর্ঘকাল যাবৎ আপনার দিকে চাহিয়া সে সকল সহ্য করিয়াছেন। ৪

সে যাহা হউক, রাজন্! হস্তী, অশ্ব ও অমিততেজা রাজগণের যে সকল ঘটনা আমি প্রত্যক্ষ দেখিয়াছি এবং দিব্যজ্ঞানবলে যাহা জানিতে পারিয়াছি, সেই সমস্ত ঘটনাই আপনি শ্রবণ করুন, শোকের দিকে মন দিবেন না। নরনাথ! এইরূপই যে ঘটনা ঘটিবে, নিশ্চয় তাহার দৈবও এইরূপই ছিল। ৫-৬

আমি পরাশরনন্দন জ্ঞানী বেদব্যাসকে নমস্কার করিয়া সমস্ত ঘটনা বলিব। যাঁহার অনুগ্রহে আমি সেই সর্বোত্তম দিব্য জ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। ৭

রাজন্! অতীন্দ্রিয় বিষয় দেখা, দূর হইতে শ্রবণ করা, ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানসময়ে পরের মনে যাহা হয়, তাহা জানা; অন্যভাবে যাহা যাহা ঘটিবে, পূর্বেই তাহা বোঝা; নির্বিঘ্নে আকাশে গমন করা এবং যুদ্ধে অস্ত্রের আঘাত না পাওয়া, মহাত্মা বেদব্যাসের বরে এই সমস্ত বিষয়ের শক্তি আমি লাভ করিয়াছি। ৮-৯

ভরতবংশীয়গণের সেই রোমহর্ষণ যুদ্ধ যেরূপ হইয়াছিল, সেই বিচিত্র ও পরমাশ্চার্য্য বৃত্তান্ত আপনি স্থিরচিত্তভাবে আমার নিকট শ্রবণ করুন। ১০

মহারাজ! যুদ্ধের জন্য যত্নবান্ সেই সকল সৈন্য যথাবিধানে ব্যূহরূপে স্থাপিত হইলে দুর্য্যোধন দুঃশাসনকে বলিলেন। ১১

দুঃশাসন! তুমি সত্বর ভীষ্মকে রক্ষা করিবার জন্য রথসমূহ নিযুক্ত কর এবং সমস্ত সৈন্যকে তাঁহার নিকট প্রেরণ কর। ১২

আমি বহুবৎসর যাবৎ যে বিষয়ের চিন্তা করিয়া আসিতেছি, এই সেই সসৈন্যে কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধসম্মেলন আমার নিকট উপস্থিত হইয়াছে। ১৩

নান্তঃ কার্য্যতমং মন্যে রণে ভীষ্মস্য রক্ষণাৎ।
হন্যাদ্ গুপ্তো হ্যসৌ পার্থান্ সোমকাংশ্চ সসঞ্জয়ান্ ॥ ১৭
অব্রবীচ্চ বিশুদ্ধাত্মা নাহং হন্যাং শিখণ্ডিনম্।
হন্যতে স্ত্রী হ্যসৌ পূর্বং তস্মাদ্ বর্জ্যো রণে মম ॥ ১৪
তস্মাদ্ ভীষ্মো রক্ষিতব্যো বিশেষেণেতি মে মতিঃ।
শিখণ্ডিনো বধে যত্তাঃ সর্বে তিষ্ঠন্তু মামকাঃ ॥ ১৬
তথা প্রাচ্যাঃ প্রতীচ্যাশ্চ দাক্ষিণাত্যোত্তরাপথাঃ।
সর্বাস্ত্রেষু কৃতশ্রান্তে রক্ষন্তু পিতামহম্ ॥ ১৭
অরক্ষ্যমাণং হি বৃকো হন্যাৎ সিংহং মহাবলম্।
মা সিংহং জম্বুকেনেব ঘাতয়াম শিখণ্ডিনা ॥ ১৮
বামং চক্রং যুধামন্যুরুত্তমৌজাশ্চ দক্ষিণম্।
গোপ্তারৌ ফাল্গুনস্যাগ্র্যৌ ফাল্গুনোঽপি শিখণ্ডিনঃ ॥ ১৯
সংরক্ষ্যমাণঃ পার্থেন ভীষ্মেণ চ বিবর্জিতঃ।
যথা ন হন্যাদ্ গাঙ্গেয়ং দুঃশাসন তথা কুরু ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি দুর্যোধন-দুঃশাসন-সংবাদে পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

এই সময় যুদ্ধে ভীষ্মকে রক্ষা করা ভিন্ন অন্য কোন কার্য্যকেই আমি প্রধান বলিয়া মনে করি না। কারণ, ইনি রক্ষিত হইলে ইনিই দৃষ্টদ্যুম্নপ্রমুখ এবং সোমক ও সৃঞ্জয়বংশীয়দিগকে বধ করিবেন ॥১৫

বিশুদ্ধচিত্ত ভীষ্ম বলিয়াছেনও যে, আমি শিখণ্ডীকে নিহত করিব না; যেহেতু সে পূর্ব্বে স্ত্রী ছিল। এই কারণে আমি যুদ্ধে তাহাকে বর্জন করিব ॥ ১৪

অতএব আমার ধারণা— শিখণ্ডীর নিকট হইতে ভীষ্মকে আমাদের সর্বতোভাবে রক্ষা করা কর্তব্য, সুতরাং আমাদের পক্ষের সকল যোদ্ধারা শিখণ্ডীকে বধ করিবার জন্য যত্নবান্ থাকুন ॥১৬

প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, দাক্ষিণাত্য ও উত্তরদেশীয় অস্ত্রনিপুণ সকল যোদ্ধারা সর্বপ্রকারে ভীষ্মকে রক্ষা করুন ॥ ১৭

কারণ, রক্ষা না করিলে বৃক যেমন মহাবল সিংহকে বধ করিতে পারে, সুতরাং আমরা যেন শৃগালরূপ শিখণ্ডীদ্বারা সিংহরূপ ভীষ্মকে বধ না করাই ॥ ১৮

ওদিকে যুদ্ধে অর্জুনের বাম চক্র রক্ষা করিবেন যুধামন্যু এবং দক্ষিণ চক্র রক্ষা করিবেন উত্তমৌজা, আর স্বয়ং অর্জুন শিখণ্ডীকে রক্ষা করিবেন ॥ ১৯

দুঃশাসন! অর্জুন শিখণ্ডীকে রক্ষা করিবেন এবং ভীষ্ম তাহাকে বর্জন করিবেন; এই অবস্থায় সেই শিখণ্ডী যাহাতে ভীষ্মকে বধ করিতে না পারে, তুমি তাহারই ব্যবস্থা কর ॥ ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে দুর্যোধন ও দুঃশাসনের আলাপপরিচয়ক পঞ্চদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ষোড়শোঽধ্যায়ঃ।

[দুর্যোধনস্য সৈন্যানাং বর্ণনম্]

সঞ্জয় উবাচ।

ততো রজন্যাং ব্যুষ্টায়াং শব্দঃ সমভবন্মহান্।
ক্ষোভিতায়াং ভূমিপালানাং যুদ্ধায়াং যুদ্ধতামিতি ॥ ১
শঙ্খ-দুন্দুভিঘোষৈশ্চ সিংহনাদৈশ্চ ভারত।
হয়হ্রেষিতনাদৈশ্চ রথনেমিস্বনৈস্তথা ॥ ২
গজানাং বৃংহিতাং চৈব যোধানাঞ্চাপি গর্জিতম্।
ক্ষেড়িতাস্ফোটিতোৎক্রুষ্টৈস্তুমুলঃ সর্বতোঽভবৎ ॥ ৩
উদতিষ্ঠন্মহারাজ সর্বং যুযুৎসমেততঃ।
সূর্যোদয়ে মহৎ সৈন্যং কুরু-পাণ্ডবসেনয়োঃ ॥ ৪
রাজেন্দ্র তব পুত্রাণাং পাণ্ডবানাং তথৈব চ।
দৃশ্যধর্ষাণি চাত্রাণি সমগ্র-কবচানি চ ॥ ৫

ষোড়শ অধ্যায়।

[দুর্যোধনের সৈন্যগণের বর্ণন]

সঞ্জয় বলিলেন,—রাজন্! তাহার পর রাত্রি প্রভাত হইলে, সকল রাজারা উচ্চৈঃস্বরে আহ্বান করিয়া বলিতে লাগিলেন— যুদ্ধসজ্জা কর, যুদ্ধসজ্জা কর। তাহাতে অতিশয় কোলাহল হইতে লাগিল ॥ ১

ভরতনন্দন! ক্রমে শঙ্খ ও দুন্দুভির ধ্বনি, সিংহনাদ, অশ্বগণের হ্রেষারব, রথনেমি, হস্তিগণের বৃংহিতধ্বনি এবং গর্জনকারী যোদ্ধগণের সিংহনাদ, বাহুর আস্ফোটন ও আহ্বানের শব্দে সকল দিকেই তুমুল কোলাহল হইতে লাগিল ॥ ২-৩

মহারাজ! তৎপরে সূর্যোদয় হইলে, কৌরবপক্ষ ও পাণ্ডবপক্ষের যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত সমগ্র বিশাল সৈন্যবাহিনী সর্বপ্রকারেই যুদ্ধের জন্য উদ্যোগী হইল ॥৪

রাজশ্রেষ্ঠ! ক্রমে আপনার পুত্রগণ ও পাণ্ডুর পুত্রগণের

ততঃ প্রকাশে সৈন্যানি সমদৃশ্যন্ত ভারত।
স্বকীয়ানাং পরেষাঞ্চ শস্ত্রবন্তি মহান্তি চ ॥ ৬
তত্র নাগা রথাশ্চৈব জাম্বূনদপরিষ্কৃতাঃ।
বিরাজমানা দৃশ্যন্তে মেঘা ইব সবিদ্যুতঃ ॥ ৭
রথানীকান্যদৃশ্যন্ত নগরাণীব ভূরিশঃ।
অতীব তত্তত্তে তত্র পিতা তে পূর্ণচন্দ্রবৎ ॥ ৮
ধনুর্ভিরিষুভিঃ খড়্গৈর্গদাভিঃ শক্তি-তোমরৈঃ।
যোধাঃ প্রহরণৈঃ শুভ্রৈস্তেষনীকেষবস্থিতাঃ ॥ ৯
গজাঃ পদাতা রথিনস্তুরগাশ্চ বিশাম্পতে।
ব্যদৃশ্যন্ত বাগুরাকারা শতশোঽথ সহস্রশঃ ॥ ১০
ধ্বজা বহুবিধাকারা ব্যদৃশ্যন্ত সমুচ্ছ্রিতাঃ।
শ্বেতাশ্চৈব পরেষাঞ্চ হ্লাদিমন্তঃ সহস্রশঃ ॥ ১১
কাঞ্চনা মণিচিত্রাঙ্গা জ্বলন্ত ইব পাবকাঃ।
অর্চিষ্মন্তো ব্যরোচন্ত গন্ধাবোহাঃ সহস্রশঃ ॥ ১২
মহেন্দ্রকেতবঃ শুভ্রা মহেন্দ্রসদনেষিব।
সন্নদ্ধাস্তে প্রবীরাশ্চ দদৃশুর্যুদ্ধকাঙ্ক্ষিণঃ ॥ ১৩
উষ্ণীষৈরায়ুধৈশ্চিত্রৈস্তলবদ্ধাঃ কলাপিনঃ।
ধ্বজভাক্ষা মনুষ্যেন্দ্রাশ্চমূমুখগতা বভূঃ ॥ ১৪
শকুনি সৌবলঃ শল্য আবন্ত্যোঽথ জয়দ্রথঃ।
বিন্দানুবিন্দৌ কৈকেয়াঃ কাম্বোজশ্চ সুদক্ষিণঃ ॥ ১৫
শ্রুতায়ুধশ্চ কালিঙ্গো জয়ৎসেনশ্চ পার্থিবঃ।
বৃহদ্বলশ্চ কৌশল্যঃ কৃতবর্মা চ সাত্বতঃ ॥ ১৬
দশৈতে পুরুষব্যাঘ্রাঃ শূরাঃ পরিঘবাহবঃ।
অক্ষৌহিণীনাং পতয়ো যত্তানো ভূরিদক্ষিণাঃ ॥ ১৭
এতে চান্যে চ বহবো দুর্য্যোধনবশানুগাঃ।
রাজানো রাজপুত্রাশ্চ নীতিমন্তো মহারথাঃ ॥ ১৮
সন্নদ্ধাঃ সমদৃশ্যন্ত স্বেষনীকেষবস্থিতাঃ।
বদ্ধকক্ষাজিনাঃ সর্বে ধ্বজিনো মুণ্ডশালিনঃ ॥ ১৯
ছৃষ্টা দুর্য্যোধনস্যার্থে ব্রহ্মলোকায় দীক্ষিতাঃ।
সমর্থা দশ বাহিন্যঃ পরিগৃহ্য ব্যবস্থিতাঃ ॥ ২০
একাদশী ধার্ত্তরাষ্ট্রী কৌরবাণাং মহাচমূঃ।
অগ্রতঃ সর্বসৈন্যানাং যত্র শান্তনবোঽগ্রণীঃ ॥ ২১
শ্বেতোষ্ণীষঃ শ্বেতহয়ঃ শ্বেতবর্মাণমচ্যুতম্।
অপশ্যাম মহারাজ ভীষ্মং চন্দ্রমিবোদিতম্ ॥ ২২

দুর্দ্ধর্ষ অস্ত্র শস্ত্র ও কবচ উত্থিত হইল। ৫

ভরতনন্দন! তাহার পর সূর্য্যের আলোক প্রকাশ পাইলে, আপনার ও শত্রু পক্ষের অগ্রবর্ত্তী বিশাল সৈন্য দেখা যাইতে লাগিল। ৬

তাহার মধ্যে স্বর্ণভূষিত চারুচিত্রময় হস্তী ও রথসকল বিদ্যুৎ-সমন্বিত মেঘসমূহের ন্যায় দেখা যাইল। ভূরি ভূরি নগরের তুল্য ভূরি ভূরি রথ দেখা যাইতে লাগিল এবং তাহার মধ্যে আপনার জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ৭-৮

যোদ্ধারা ধনু, বাণ, তরবারি, গদা, শক্তি, তোমর ও অন্যান্য শুভ্র অস্ত্র লইয়া সেই সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল। ৯

প্রজানাথ! হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতিসকল, শত শত ও সহস্র সহস্র বাগুরার (মৃগবন্ধনের জালের) আকারে পরিবিষ্ট হইল। ১০

শ্বেতবর্ণ ও বিপক্ষের দীপ্তিশালী, উত্তোলিত ও বহুবিধ সহস্র সহস্র ধ্বজ দেখা যাইতে লাগিল। ১১

স্বর্ণভূষিত, মণিচিত্রিতদেহ ও কাঞ্চিযুক্ত সহস্র সহস্র গন্ধারোহী প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দীপ্তি পাইতে লাগিল। ১২

ঐন্দ্রজননসমূহ শুভ্র ঐন্দ্রধনুর ন্যায় যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত ও যুদ্ধাভিলাষী সেই বীরগণ দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিল। ১৩

সৈন্যের সম্মুখবর্ত্তী বৃষনদন মনুষ্যশ্রেষ্ঠগণ আঘাতবারণ ও চূড় ধারণ করিয়া উত্তোলিত বিচিত্র অস্ত্রধারী শোভা পাইতে লাগিল। ১৪

সুবলপুত্র শকুনি, বৃহদ্রাজ শল্য, সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ, অবন্তিরাজ বিন্দ ও অনুবিন্দ, কৈকেয়গণ, কাম্বোজগণ, সুদক্ষিণ, কলিঙ্গরাজ শ্রুতায়ুধ, রাজা জয়ৎসেন, কোশলরাজ বৃহদ্বল এবং সাত্বতবংশীয় কৃতবর্ম্মা, এই দশ জন যজ্ঞকারী, প্রচুর দক্ষিণাদাতা, পরিঘতুল্য বাহুশালী ও বীর পুরুষশ্রেষ্ঠ দশ অক্ষৌহিণীর পতি হইয়াছেন। ১৫-১৭

ইঁহাদিগকে এবং অন্যান্য বহু দুর্য্যোধনবশবর্ত্তী, নীতিজ্ঞ ও যুদ্ধসজ্জায় সজ্জিত মহারথ রাজা ও রাজপুত্রকে আপন আপন সৈন্যমধ্যে অবস্থান করিতে দেখিয়াছি। ইঁহারা সকলেই দুর্য্যোধনের নিমিত্ত স্বর্গচিত্তে ব্রহ্মলোকে গমন করিবার জন্য ব্রতে দীক্ষিত হইয়া কৃষ্ণমৃগের চর্ম্ম, মুণ্ডমেখলা ও জটা ধারণ করিয়া শক্তিশালী দশটি বাহিনী লইয়া অবস্থান করিতেছেন। ১৮-২০

এতদ্ভিন্ন ধার্ত্তরাষ্ট্রী নাম্নী একাদশবাহিনীরূপে কৌরবমহাসেনা সকল সেনার অগ্রে রহিয়াছে, যাহাতে শান্তনুনন্দন ভীষ্ম নায়ক হইয়াছেন। ২১

মহারাজ! শ্বেতবর্ণ উষ্ণীষ ও শ্বেতবর্ণ বর্ম্ম ধারণপূর্ব্বক শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে আরূঢ় এবং বীরব্রত হইতে অবিচ্যুত ভীষ্মকে উদিত চন্দ্রের ন্যায় আমরা দেখিয়াছি। ২২

হেমতালধ্বজঃ ভীষ্মঃ রাজতে সুসমে স্থিতঃ।
শ্বেতাভ্র ইব তীক্ষ্ণাংশুঃ পদ্মস্থঃ কুরু-পাণ্ডবৈঃ ॥২৩
দৃষ্ট্বা চমূমুখে ভীষ্মং সমকম্পন্ত পাণ্ডবাঃ।
সৃঞ্জয়াশ্চ মহেষ্বাসা ধৃষ্টদ্যুম্নপুরোগমাঃ ॥ ২৪
জৃম্ভমাণং মহাসিংহং দৃষ্ট্বা ক্ষুদ্রমৃগা যথা।
ধৃষ্টদ্যুম্নমুখাঃ সর্বে সমুদ্বিবিজিরে মুহুঃ ॥২৫
একাদশৈতাঃ ক্ষৌহিণ্যো বাহিন্যস্তব পার্থিব।
পাণ্ডবানাং তথা সপ্ত মহাপুরুষপালিতাঃ ॥২৬

উদ্যন্তমকরাবর্তৌ মহাগ্রাহসমাকুলৌ।
যুগান্তে সমবেতৌ দ্বৌ দৃশ্যেতে সাগরাবিব ॥২৭
নৈব নস্তাদৃশো রাজন্ দৃষ্টপূর্বো ন চ শ্রুতঃ।
অনীকানাং সমেতানাং কৌরবাণাং তথাবিধঃ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি সৈন্যবর্ণনে ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

তৎকালে ভীষ্ম দ্রোণাদির রথে উপবিষ্ট ছিলেন এবং সেই রথে স্বর্ণচিহ্নিত তালবৃক্ষপ্রমাণ একটি ধ্বজ ছিল। সুতরাং কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণ ভীষ্মকে শ্বেতমেঘে অবস্থিত সূর্যের ন্যায় দেখিতে লাগিলেন ॥ ২৩

পাণ্ডবগণ ও ধৃষ্টদ্যুম্ন প্রভৃতি মহাবলশালী সৃঞ্জয়গণ কৌরবসৈন্যের সম্মুখে ভীষ্মকে দেখিয়া কম্পিত হইতে লাগিলেন ॥ ২৪

মৃগবিনাশকারী মহাসিংহকে দেখিয়া ক্ষুদ্র মৃগসমূহের ন্যায় ধৃষ্টদ্যুম্নপ্রভৃতি বীরগণ ভীষ্মকে দেখিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন ॥ ২৫

রাজন্! সুযোজিত আপনার এই একাদশ অক্ষৌহিণী সৈন্যকে এবং পাণ্ডবগণের সাত অক্ষৌহিণী সৈন্যকে বীরপুরুষগণ রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

উদ্যত মকরযুক্ত আবর্তে (ঘূর্ণীতে) পরিপূর্ণ এবং মহাজলজন্তুসমূহ প্রলয়কালীন সমবেত দুইটি সমুদ্রের ন্যায় সেই দুইটি সৈন্যদলকে দেখা যাইতে লাগিল ॥ ২৭

রাজন্! সম্মিলিত কুরু-পাণ্ডবসৈন্যের সেইরূপ সংঘর্ষ আমরা পূর্বে দেখি নাই, কিংবা শুনিও নাই ॥ ২৮

শ্রীমদ্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে সৈন্যের গুণাগুণবর্ণনবিষয়ক ষোড়শ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবসৈন্যানাং যুদ্ধায়াগমনম্, তেষাং ব্যূহ- বাহন-ধ্বজানাং বর্ণনঞ্চ]

সঞ্জয় উবাচ।

যথা স ভগবান্ ব্যাসঃ কৃষ্ণদ্বৈপায়নোঽব্রবীৎ।
তথৈব সহিতাঃ সর্বে সমাজগ্মুর্মহীক্ষিতঃ ॥ ১
মঘাবিষয়গঃ সোমস্তদ্বৎ দিনং প্রত্যপদ্যত।
দীপ্যমানাশ্চ সম্পেতুর্দিবি সপ্ত মহাগ্রহাঃ ॥ ২
দ্বিধাকৃত ইবাদিত্য উদয়ে প্রত্যদৃশ্যত।
অলক্ষ্যা শিখরা ভূয়ো ভানুমানুদিতো রবিঃ ॥ ৩

ববাশিরে চ দীপ্তায়াং দিশি গোমায়ু-বায়সাঃ।
লিপ্সমানাঃ শরীরাণি মাংস-শোণিতভোজনাঃ ॥ ৪
অহন্যহনি পার্থানাং বৃদ্ধঃ কুরুপিতামহঃ।
ভরদ্বাজাত্মজশ্চৈব প্রাতরুত্থায় সংযতৌ ॥ ৫
জয়োঽস্তু পাণ্ডুপুত্রাণামিত্যুচতুররিন্দমৌ।
যযুধাতে তবার্থায় যথা স সময়ঃ কৃতঃ ॥ ৬

সপ্তদশ অধ্যায়।

[কৌরবসৈন্যের যুদ্ধের জন্য আগমন এবং তাহাদের ব্যূহ, বাহন ও ধ্বজের বর্ণনা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভগবান্ সেই কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস যেরূপ উৎপাতের বিষয় বলিয়াছিলেন, তখন সম্মিলিত ভূপতিগণ সকলেই সেইরূপ উৎপাত অনুভব করিতে লাগিলেন ॥ ১

সেই দিনে চন্দ্র মঘানক্ষত্রে বিদ্যমান ছিলেন এবং রাহু ও কেতু ভিন্ন সাতটি মহাগ্রহই উজ্জ্বল হইয়া আকাশে উঠিয়াছিল ॥ ২

উদয়কালে সূর্যমণ্ডলটি যেন দুই খণ্ডের মত দেখা গিয়াছিল এবং সূর্য প্রজ্বলিত শিখাযুক্ত হইয়া উদিত হইয়াছিলেন ॥ ৩

রক্ত-মাংসভোজী শৃগাল ও কাকগণ মৃতশরীর (শবদেহ) খাইতে করিবার ইচ্ছা করিয়া প্রদীপ্ত দিকে রব করিতেছিল ॥ ৪

কৌরব ও পাণ্ডবগণের পিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্ম এবং দ্রোণাচার্য এই অরিন্দম দুইজন প্রত্যহই প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করত সংযত হইয়া এই কথা বলিতেন যে, 'পাণ্ডবগণের জয় হউক'। তবে আপনার পক্ষে যুদ্ধ করিবার শপথ করিয়াছিলেন বলিয়া আপনার জন্যই যুদ্ধ করিতেন ॥ ৫-৬

সর্বধর্মবিশেষজ্ঞঃ পিতা দেবব্রতস্তব।
সমানীয় মহীপালানিদং বচনমব্রবীৎ ॥ ৭
ইদং বঃ ক্ষত্রিয়া দ্বারং স্বর্গস্যাপাবৃতং মহৎ।
গচ্ছধ্বং তেন শক্রস্য ব্রহ্মণঃ সহলোকতাম্ ॥ ৮
এষ বঃ শাশ্বতঃ পন্থাঃ পূর্বৈঃ পূর্বতরৈঃ কৃতঃ।
সন্তাবয়ধ্বমাত্মানমব্যগ্রমনসো যুধি ॥ ৯
নাভাগোঽথ যযাতিশ্চ মান্ধাতা নহুষো নৃগঃ।
সংসিদ্ধাঃ পরমং স্থানং গতাঃ কর্মভিরীদৃশৈঃ ॥ ১০
অধর্মঃ ক্ষত্রিয়স্যৈষ যদ্ ব্যাধিমরণং গৃহে।
যমযোনিগতঃ যাতি সোঽস্য ধর্মঃ সনাতনঃ ॥ ১১
এবমুক্তা মহীপালা ভীষ্মেণ ভরতর্ষভ।
নির্যযুঃ স্বান্তনীকানি শোভয়ন্তো রথোত্তমৈঃ ॥ ১২
স তু বৈকর্তনঃ কর্ণঃ সামাত্যঃ সহ বন্ধুভিঃ।
স্থাপিতঃ সমরে শস্ত্রং ভীষ্মেণ ভরতর্ষভ ॥ ১৩
অপেতকর্ণাঃ পুত্রাস্তে রাজানশ্চৈব তাবকাঃ।
নির্যযুঃ সিংহনাদেন নাদয়ন্তো দিশো দশ ॥ ১৪
শ্বেতৈশ্ছত্রৈঃ পতাকাভিশ্চ জবারণবাজিভিঃ।
তান্তনীকানি শোভন্তে রাজন্ রথপদাতিভিঃ ॥ ১৫
ভেরী-পণবশঙ্খৈশ্চ দুন্দুভীনাঞ্চ নিঃস্বনৈঃ।
রথনেমিনিনাদৈশ্চ বসুধাকুলিতা মহী ॥ ১৬
কাঞ্চনাঙ্গদকেয়ূরৈঃ কার্মুকৈশ্চ মহারথাঃ।
ভ্রাজমানা ব্যরাজন্ত সাগ্নয়ঃ পর্বতা ইব ॥ ১৭
তালেন মহতা ভীষ্মঃ পক্ষতারেণ কেতুনা।
বিমলাদিত্যসঙ্কাশস্তস্থৌ কুরুচমূমুখে ॥ ১৮
যে বয়ীয়া মহেষ্বাসা রাজানো ভরতর্ষভ।
অবর্তন্ত যথাদেশং রাজন্ শান্তনবস্য তে ॥ ১৯
স তু গোবাসনঃ শৈব্যঃ সহিতঃ সর্বরাজভিঃ।
যযৌ মাতঙ্গরাজেন রাজার্হেণ পতাকিনা ॥ ২০
পঞ্চবর্ণধ্বজানীকানাং সর্বেষামগ্রতঃ স্থিতঃ।
অশ্বত্থামা যযৌ যত্তঃ সিংহলাঙ্গূলকেতুনা ॥ ২১
ক্রতায়ুরুগ্রচিত্রসেনঃ পুরুমিত্রো বিবিংশতিঃ।
শল্যো ভূরিশ্রবাশ্চৈব বিকর্ণশ্চ মহারথঃ ॥ ২২
এতে সপ্তমহেষ্বাসা দ্রোণপুত্রপুরোগমাঃ।

সমস্ত ধর্মেই বিশেষজ্ঞ ও দেবব্রত আপনার জ্যেষ্ঠতাত ভীষ্ম মহীপালগণকে আনয়ন করিয়া এই কথা বলিতেন। ৭

ক্ষত্রিয়গণ! আপনাদের স্বর্গগমনের জন্য এই বিশাল দ্বার উদ্ঘাটিত হইয়াছে, এই পথে ইন্দ্রলোক ও ব্রহ্মলোকে গমন করুন। প্রাচীন ও অতিপ্রাচীন ব্যক্তিগণের নির্দিষ্ট ইহাই আপনাদের সনাতন পথ। সুতরাং আপনারা যুদ্ধে অনাকুলচিত্তে আত্মোন্নতি করুন। ৮-৯

নাভাগ, যযাতি, মান্ধাতা, নহুষ ও নৃগরাজা জীবনের সমস্ত প্রয়োজন নিষ্পন্ন হইলে, এইরূপ কার্যাবলিদ্বারাই উত্তমগতি লাভ করিয়াছিলেন। ১০

যুদ্ধে রোগদ্বারা ক্ষত্রিয়ের যে মৃত্যু হয়, তাহা ধর্ম নহে; কিন্তু ক্ষত্রিয় লৌহময় অস্ত্রের আঘাতে যে মৃত্যু লাভ করেন, তাঁহার উহাই সনাতন ধর্ম। ১১

ভরতশ্রেষ্ঠ! ভীষ্ম এইরূপ বলিলে, রাজারা আপন আপন উত্তম রথদ্বারা আপন আপন সৈন্যবাহিনীকে শোভিত করিতে থাকিয়া নির্গত হইলেন। ১২

মহারাজ! ভীষ্ম অমাত্য ও বন্ধুবর্গের সহিত সেই সূর্যসমান কর্ণকে যুদ্ধে অস্ত্রত্যাগ করাইলেন। ১৩

তাহার পর আপনার পুত্রেরা ও আপনার পক্ষীয় রাজারা কর্ণকে ত্যাগ করিয়া সিংহনাদদ্বারা দশদিক্ নিনাদিত করিতে করিতে নির্গত হইলেন। ১৪

রাজন্! তৎপরে শ্বেতচ্ছত্র, পতাকা, অশ্ব, হস্তী, অশ্ব, পদাতি এবং রথদ্বারা সেই সৈন্য শোভা পাইতে লাগিল। ১৫

ভেরী, পণব ও দুন্দুভির শব্দে এবং রথচক্রের শব্দে পৃথিবী পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল। ১৬

মহারথী বীরগণ স্বর্ণময় অঙ্গদ, কেয়ূর ও ধনুদ্বারা উজ্জ্বল হইয়া অগ্নিসমন্বিত পর্বতের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। ১৭

ভীষ্ম পক্ষ তালযুক্ত বিশাল তালধ্বজশালী রথে আরোহণ করিয়া নির্মল সূর্যের ন্যায় কৌরবসেনার সম্মুখভাগে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ১৮

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজন্! আপনার পক্ষে যে সকল মহাধনুর্ধর রাজা ছিলেন, তাঁহারা ভীষ্মের আদেশ অনুসারে চলিতে লাগিলেন। ১৯

গোবাসনদেশীয় শৈব্যরাজা অন্যান্য রাজাদের সহিত মিলিত হইয়া পতাকাযুক্ত রাজযোগ্য মহৎ হস্তীতে আরোহণ করিয়া যাইতে লাগিলেন। ২০

যুদ্ধের প্রতি যত্নবান্ পঞ্চবর্ণ অশ্বত্থামা সকল সৈন্যের অগ্রে থাকিয়া সিংহলাঙ্গূলযুক্ত ধ্বজশালী রথে গমন করিতে লাগিলেন। ২১

ক্রতায়ু, চিত্রসেন, পুরুমিত্র, বিবিংশতি, শল্য, ভূরিশ্রবা ও বিকর্ণ—এই সাতজন উত্তমধর্মধারী মহাধনুর্ধর মহারথ

স্যন্দনৈর্বরবর্ণাভো ভীষ্মস্যাসন্ পুরোগমাঃ ॥ ২৩
তেষামপি মহোৎসেধাঃ শোভয়ন্তো রথোত্তমান্ ।
রাজমানা ব্যরোচন্ত জাম্বূনদময়া ধ্বজাঃ ॥ ২৪
জাম্বূনদময়ী বেদী কমণ্ডলুবিভূষিতা ।
কেতুরাচার্য্যমুখ্যস্য দ্রোণস্য ধনুষা সহ ॥ ২৫
অনেকশতসাহস্রমনীকমনুকর্ষতঃ ।
মহান্ দুর্য্যোধনস্যাসীন্নাগো মণিময়ো ধ্বজঃ ॥২৬
তস্য গৌরব-কালিঙ্গাঃ কাম্বোজশ্চ সুদক্ষিণঃ ।
ক্ষেমধন্বা চ শল্যশ্চ তস্থুঃ প্রমুখতো রথাঃ ॥২৭
স্যন্দনেন মহার্হেণ কেতুনা বৃষভেণ চ ।
প্রকর্ষন্নেব সেনাগ্রং মাগধস্য কৃপো যযৌ ॥২৮
তদঙ্গপতিনা গুপ্তঃ কৃপেণ চ মনস্বিনা ।
শারদাম্বুধরপ্রখ্যঃ প্রাচ্যানাং সুমহদ্ বলম্ ॥ ২৯
অনীকপ্রমুখে তিষ্ঠন্ বরাহেণ মহাযশাঃ ।
শুশুভে কেতুমুখ্যেন রাজতেন রথর্ষভঃ ॥ ৩০

শতং রথসহস্রাণাং তস্যাসন্ বশবর্তিনঃ ।
অষ্টৌ নাগসহস্রাণি সাদিনামযুতানি ষট্ ॥ ৩১
তৎ সিন্ধুপতিনা রাজ্ঞা পালিতং ধ্বজিনীমুখম্ ।
অনন্তরথনাগাশ্বমশোভত মহদ্ বলম্ ॥ ৩২
ষষ্ট্যা রথসহস্রৈশ্চ নাগানামযুতেন চ ।
পতিঃ সর্বকলিঙ্গানাং যযৌ কেতুমতা সহ ॥ ৩৩
তস্য পর্বতসঙ্কাশা বারোচন্ত মহাগজাঃ ।
বর্ম্ম-তোমর-তূণীরৈঃ পতাকাভিঃ সুশোভিতাঃ ॥ ৩৪
শুশুভে কেতুমুখ্যেন পাবকেন কলিঙ্গকঃ ।
শ্বেতচ্ছত্রেণ নিক্ষেপৈ চামর-ব্যজনেন চ ॥ ৩৫
কেতুমানপি মাতঙ্গং বিচিত্রপরমাঙ্কুশম্ ।
অস্থিতঃ সমরে রাজন্ মেঘস্থ ইব ভানুমান্ ॥ ৩৬
তেজসা দীপ্যমানস্তু বারণোত্তমমাস্থিতঃ ।
ভগদত্তো যযৌ রাজা যথা বজ্রধরস্তথা ॥ ৩৭
গজস্কন্ধগতাবাস্তাং ভগদত্তেন শম্বিতৌ ।
বিন্দানুবিন্দাবাবন্ত্যৌ কেতুমন্তমনুব্রতৌ ॥ ৩৮

অশ্বত্থামাকে অগ্রবর্ত্তী করিয়া রথে আরোহণপূর্ব্বক ভীষ্মের অগ্রগামী হইলেন ॥ ২২-২৩

তাঁহাদেরও অত্যুচ্চ, উজ্জ্বল ও বর্ণময় ধ্বজসমূহ রথগুলিকে শোভিত করিয়া দীপ্তি পাইতে লাগিল ॥ ২৪

আচার্য্যশ্রেষ্ঠ দ্রোণের ধ্বজে ধনু, স্বর্ণময়ী বেদী এবং কমণ্ডলুর চিহ্ন ছিল ॥ ২৫

দুর্য্যোধন একটী হস্তীর উপরে আরোহণপূর্ব্বক বহু সহস্র সৈন্য আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিলেন, সেই হস্তীর উপরে বিশাল একটী মণিময় ধ্বজ ছিল ॥ ২৬

তাঁহার সম্মুখে গৌরবরাজ, কলিঙ্গরাজ, কম্বোজরাজ সুদক্ষিণ, ক্ষেমধন্বা ও শল্য রথে আরোহণ করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৭

কৃপাচার্য্য মগধসেনা লইয়া মহামূল্য রথে গমন করিতে থাকিলেন ; তাঁহার ধ্বজে একটী বৃষের চিহ্ন ছিল ॥ ২৮

শরৎকালের মেঘের ন্যায় সেই পূর্ব্বদেশীয় বিশাল সৈন্যকে পূর্ব্বোক্ত কৃপ রক্ষা করিতেন ; কিন্তু তখন মনস্বী কৃপাচার্য্য রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

মহাযশা বরাহ স্বয়ং আপন সৈন্যের সম্মুখে থাকিয়া বরাহলাঞ্ছিত রজতময় উৎকৃষ্ট ধ্বজদ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩০

তাঁহার অধীনে একশত ষষ্টি, অষ্টসহস্র হস্তী এবং ষষ্টি সহস্র অশ্বারোহী ছিল ॥ ৩১

সিন্ধুরাজ জয়দ্রথ সেই সৈন্যের সম্মুখভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন ; তখন অনন্যসদৃশ রথ, হস্তী ও অশ্বযুক্ত সেই বিশাল সৈন্য শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩২

কলিঙ্গরাজ কেতুমানের সহিত মিলিত হইয়া ষাট হাজার রথী ও দশ হাজার হস্তী লইয়া গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩

তখন কাঞ্চন, তোমর, তূণীর ও পতাকাদ্বারা সুশোভিত তাঁহার পর্ব্বতপ্রমাণ মহাহস্তী সকল শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩৪

কলিঙ্গরাজ নিজেও অগ্নিবর্ণ উত্তম অশ্ব, শ্বেতবর্ণ ছত্র, স্বর্ণ-লতায় ও চামরদ্বারা শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৫

রাজন্ ! কেতুমান্‌ও বিচিত্র-মনোহর অঙ্কুশযুক্ত হস্তীতে আরোহণ করিয়া মেঘস্থিত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশ পাইতে লাগিলেন ॥ ৩৬

তেজে দেদীপ্যমান রাজা ভগদত্ত উত্তম হস্তীতে আরোহণ করিয়া ঐরাবতারূঢ় ইন্দ্রের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৭

স রথানীকবান্ ব্যূহো হস্ত্যঙ্গো নৃপশীর্ষবান্।
বাজিপক্ষঃ পতত্যগ্রে প্রহসন্ সর্ব্বতোমুখঃ ॥ ৩৯
দ্রোণেন বিহিতো রাজন্ রাজ্ঞা শান্তনবেন চ।
তথৈবাচার্য্যপুত্রেণ বাহ্লিকেন কৃপেণ চ ॥৪০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বণি সৈন্যবর্ণনে
সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

ভগবন্তের তুল্য মহাবীর অবস্থিবেশীর বিন্দ ও অনুবিন্দ হস্তিস্কন্ধে আরোহণ করিয়া কেতুমানের পশ্চাতে চলিলেন ॥৩৮

রাজন্! দ্রোণাচার্য্য দুর্য্যোধন, অশ্বত্থামা, বাহ্লীক ও কৃপাচার্য্য সেই বৃহদ্রথী পক্ষীকে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; রথিসৈন্যযুক্ত সেই বৃহৎপক্ষীর অঙ্গ ছিল হস্তীরা, নৃপগণ মস্তক ও অশ্বসৈন্য—পক্ষ; এইরূপ সর্ব্বতোমুখ সেই ভীষণ বৃহৎপক্ষী মহাহর্ষে চলিতে লাগিল ॥৩৯-৪০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বে সৈন্যের অবস্থানবিষয়ক সপ্তদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ

[কৌরবসৈন্যানাং কোলাহলঃ, ভীষ্মস্য রক্ষকাণাং বর্ণনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততো মুহূর্ত্তাৎ তুমুলঃ শব্দো হৃদয়কম্পনঃ।
অভবত্ মহারাজ যোধানাং প্রযুযুৎসতাম্ ॥ ১
শঙ্খ-দুন্দুভিঘোষৈশ্চ বারণানাঞ্চ বৃংহিতৈঃ।
নেমিঘোষৈ রথানাঞ্চ ক্ষ্বেড়িতীব বসুন্ধরা ॥ ২
হয়ানাং হ্রেষমাণানাং যোধানাং চৈব গর্জ্জতাম্।
ক্ষণেনৈব নভো ভূমিঃ শব্দেনাপূরিতং তদা ॥ ৩
পুত্রাণাং তব দুর্দ্ধর্ষ পাণ্ডবানাং তথৈব চ।
সমকম্পন্ত সৈন্যানি পরস্পরসমাগমে ॥ ৪
তত্র নাগা রথাশ্চৈব জাম্বূনদবিভূষিতাঃ।
প্রাজ্বলন্তো যথোক্তস্য মেঘা ইব সবিদ্যুতঃ ॥ ৫

অন্যে বহুবিধাকারৈস্ত্রাবকানাং নরাধিপ।
কাঞ্চনাঙ্গদিনো রেজুর্জ্বলিতা ইব পাবকাঃ ॥ ৬
শ্বেতাং চৈব পরেষাঞ্চ সমদৃশ্যন্ত ভারত।
মহেন্দ্রকেতবঃ শুভ্রা মহেন্দ্রসদনেষিব ॥ ৭
কাঞ্চনৈঃ কবচৈর্বীরা জ্বলনার্কসমপ্রভৈঃ।
সদৃশাঃ সমদৃশ্যন্ত গ্রহাঃ প্রজ্বলিতা ইব ॥ ৮
ধ্বজযোধবরা রাজন্ বিচিত্রায়ুধকার্ম্মুকাঃ।
উদ্যতৈরায়ুধৈশ্চিত্রৈস্তলবদ্ধাঃ পতাকিনঃ ॥ ৯
ঋষভাক্ষা মহেষ্বাসাশ্চমূমুখগতা বভূঃ।
পৃষ্ঠগোপাস্তু ভীষ্মস্য পুত্রাস্তব নরাধিপ ॥ ১০
দুঃশাসনো দুর্বিষহো দুর্ম্মুখো দুঃসহস্তথা

অষ্টাদশ অধ্যায়।

[কৌরবসৈন্যের কোলাহল ও ভীষ্মের রক্ষকগণের বর্ণনা।]

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! তদনন্তর কিছু কাল পরেই হৃৎকম্পকারী যুদ্ধার্থী যোদ্ধগণের তুমুল কোলাহল শুনা যাইতে লাগিল ॥ ১

শঙ্খ ও দুন্দুভির শব্দে, হস্তিগণের বৃংহিতধ্বনিতে এবং রথচক্রের নিনাদে পৃথিবী যেন বিদীর্ণ হইতে লাগিল ॥ ২

তখন হ্রেষারবকারী অশ্বগণের এবং গর্জ্জনকারী যোদ্ধগণের শব্দে আকাশ ও পৃথিবী অল্পকাল মধ্যেই পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৩

দুর্দ্ধর্ষ নরনাথ! আপনার পুত্রগণের ও পাণ্ডবগণের সৈন্যরা পরস্পর সম্মেলনের সময়ে কম্পিত হইতে লাগিল ॥ ৪

তখন হস্তিগণ ও রথসমূহ স্বর্ণভূষণে উজ্জ্বল হইয়া বিদ্যুৎসমন্বিত মেঘের ন্যায় দৃষ্টিগোচর হইতে থাকিল ॥ ৫

নরনাথ! আপনার পুত্রগণের স্বর্ণবলয়যুক্ত নানাবিধ ধ্বজসকল প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৬

ভরতনন্দন! ইন্দ্রভবনসমূহে শুভ্র ইন্দ্রধ্বজসমূহের ন্যায় স্বপক্ষে ও বিপক্ষসৈন্যের ধ্বজগুলি দেখা যাইতে লাগিল ॥ ৭

রাজন্! অগ্নি ও সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল স্বর্ণকবচে আবৃতদেহ বীরগণকে উজ্জ্বল গ্রহগণের ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল এবং বিচিত্র অস্ত্র, ধনু, জ্যাঘাতবারণ, পতাকা ও উত্তোলিত বিচিত্রায়ুধধারী কৌরবযোদ্ধগণ দৃষ্টিগোচর হইতে লাগিল ॥ ৮-৯

জননাথ! বৃষভনয়ন ও মহাধনুর্দ্ধর দুঃশাসন, দুর্বিষহ, দুর্ম্মুখ, দুঃসহ, বিবিংশতি, চিত্রসেন ও মহারথ বিকর্ণ আপনার এই

বিবিংশতিশ্চিত্রসেনো বিকর্ণশ্চ মহারথঃ ॥১১
সত্যব্রতঃ পুরুমিত্রো জয়ো দুরিশ্রবাঃ শলঃ।
রথা বিংশতিসাহস্রাস্তবৈষামনুযায়িনঃ ॥১২
অভীষাহাঃ শূরসেনাঃ শিবয়োঽথ বসাতয়ঃ।
শাল্বা মৎস্যাস্তথাম্বষ্ঠাস্ত্রৈগর্তাঃ কেকয়াস্তথা।
সৌবীরাঃ কৈতবাঃ প্রাচ্যাঃ প্রতীচ্যোদীচ্যবাসিনঃ ॥১৩
দ্বাদশৈতে জনপদাঃ সর্বে শূরাস্তনুত্যজঃ।
মহতা রথবংশেন তে রক্ষন্তি পিতামহম্ ॥ ১৪
অনীকং গজসাহস্রং কুঞ্জরাণাং তরস্বিনাম্।
মাগধো যত্র নৃপতিস্তদ্ রথানীকমন্বয়াৎ ॥ ১৫

রথানাং চক্ররক্ষাশ্চ পাদরক্ষাশ্চ হস্তিনাম্।
অভবন্ বাহিনীমধ্যে শতানামযুতানি ষট্ ॥ ১৬
পাদাতাশ্চাগ্রতোঽগচ্ছন্ বহুশস্ত্রাসিপাণয়ঃ।
অনেকশতসাহস্রা নখরপ্রাসযোধিনঃ ॥ ১৭
অক্ষৌহিণ্যো দশৈকা চ তব পুত্রস্য ভারত।
অদৃশ্যন্ত মহারাজ গঙ্গেব যমুনান্তরা ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি সৈন্যবর্ণনে
অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

করজন পুত্র এবং সত্যব্রত, পুরুমিত্র, জয়, দুরিশ্রবা ও শল এই করজন বীর, আর ইহাদের অনুগামী বিংশতিসহস্র রথী, ইহারা ভীষ্মের পৃষ্ঠরক্ষক হইয়া সৈন্যের সম্মুখে থাকিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১০-১২

অভীষাহ, শূরসেন, শিবি, বসাতি, শাল্বের অধীনেস্থিত মৎস্য, অম্বষ্ঠ, ত্রিগর্ত, কেকয়, ধূর্ত সৌবীর, পূর্বদেশ, পশ্চিম দেশ এবং উত্তর দেশ—এই দ্বাদশ দেশবাসী সমস্ত বীর প্রাণত্যাগে উদ্যত হইয়া বিশাল রথসমূহদ্বারা ভীষ্মকে রক্ষা করিতে থাকিলেন ॥ ১৩-১৪

গজরাজের বেগবান্ হস্তী সৈন্য এবং রথিসৈন্যের মগধরাজ নায়ক ছিলেন, সেই রথিসৈন্যও ভীষ্মের অনুগমন করিতে থাকিল ॥ ১৫

সৈন্যবাহিনীমধ্যে রথসমূহের চক্ররক্ষক এবং হস্তিসমূহের পাদরক্ষক সৈন্য ষাট লক্ষ হইল ॥ ১৬

আর খড়্গ, চর্ম ও অসিধারী এবং নখ ও কুন্তধারী যুদ্ধকারী বহুলক্ষ পদাতি সৈন্য অগ্রে অগ্রে চলিল ॥ ১৭

ভরতনন্দন মহারাজ! আপনার পুত্রের এই প্রকার অক্ষৌহিণী সেনাকে তখন মধ্যে যমুনাযুক্তা গঙ্গার ন্যায় দেখা যাইতে লাগিল ॥ ১৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে সৈন্যবর্ণনবিষয়ক অষ্টাদশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[ব্যূহনির্মাণবিষয়ে যুধিষ্ঠিরার্জুনয়োরালাপঃ, অর্জুনস্য ব্যূহরচনা, ভীমসেনস্যাধীনস্থিতানাং সৈন্যানামগ্রগমনঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

অক্ষৌহিণীং দশৈকঞ্চ ব্যূঢ়াং দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরঃ।
কথমল্পেন সৈন্যেন প্রত্যব্যূহত পাণ্ডবঃ ॥ ১
যো বেদ মানুষং ব্যূহং দৈবং গান্ধর্বমাসুরম্।
কথং ভীষ্মং স কৌন্তেয়ঃ প্রত্যব্যূহত সঞ্জয় ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

ধার্তরাষ্ট্রাণামনীকানি দৃষ্ট্বা ব্যূঢ়ানি পাণ্ডবঃ।
অব্রবীদ্বচনং ধীমান্ ধর্মরাজো ধনঞ্জয়ম্ ॥ ৩
মহর্ষের্বচনাৎ তাত বেদজ্ঞস্য বৃহস্পতেঃ।
সাহস্তান্ যোধয়েদল্পান্ কামং বিস্তারয়েদ্ বহূন্ ॥৪

ঊনবিংশ অধ্যায়।

[ব্যূহনির্মাণবিষয়ে যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের আলাপ, অর্জুনকর্তৃক ব্যূহরচনা এবং ভীমসেনের অধীনে সৈন্যগণের অগ্র গমন।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির আমাদের এগার অক্ষৌহিণী সৈন্যকে ব্যূহভাবে সন্নিবেশিত দেখিয়া অল্প সৈন্যদ্বারা কিরূপ ব্যূহ করিয়াছিলেন? ১

সঞ্জয়! যিনি মানুষ, দৈব, গান্ধর্ব ও আসুর ব্যূহ জানেন, সেই ভীষ্মের সম্মুখে যুধিষ্ঠির কিরূপ ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন? ২

সঞ্জয় কহিলেন,—মহারাজ! ধর্মাত্মা ধর্মরাজ পাণ্ডুনন্দন যুধিষ্ঠির আপনার সৈন্যগণকে ব্যূহভাবে সন্নিবেশিত দেখিয়া অর্জুনকে বলিলেন ॥ ৩

বৎস! বেদজ্ঞ অধ্যাপকেরা মহর্ষি বৃহস্পতির বচন

সূচীমুখমনীকং তাদৃশানাং বহুভিঃ সহ।
অস্মাকঞ্চ তথা সৈন্যমল্পীয়ঃ সুতরাং পরৈঃ ॥ ৪
এতদ্ বচনমাজ্ঞায় মহর্ষের্বৃহস্পতেঃ পাণ্ডবঃ।
এতচ্ছ্রুত্বা ধর্মরাজং প্রত্যভাষত পাণ্ডবঃ ॥ ৬
এষ ব্যূহামি তে ব্যূহং রাজসত্তম দুর্জয়ম্।
অচলং নাম বজ্রাখ্যং বিহিতং বজ্রপাণিনা ॥ ৭
যঃ স বাত ইবোদ্ধূতঃ সমরে দুঃসহঃ পরৈঃ।
স নঃ পুরো যোৎস্যতে বৈ ভীমঃ প্রহরতাং বরঃ ॥ ৮
তেজাংসি রিপুসৈন্যানাং মৃদ্নন্ পুরুষসত্তমঃ।
অস্মাকমগ্রতো যোৎস্যতি নো যুদ্ধোপায়বিচক্ষণঃ ॥ ৯
যং দৃষ্ট্বা কুরবঃ সর্বে দুর্যোধনপুরোগমাঃ।
নিবর্তিষ্যন্তি সম্ভ্রান্তা সিংহং ক্ষুদ্রমৃগা যথা ॥ ১০
তং সর্বে সংশ্রয়িষ্যামঃ প্রাকারমকুতোভয়াঃ।
ভীমং প্রহরতাং শ্রেষ্ঠং দেবরাজমিবামরাঃ ॥ ১১
ন হি সোঽস্তি পুমাঁল্লোকে যঃ সংক্রুদ্ধং বৃকোদরম্।
দৃষ্ট্বা মৃত্যুমিবাকর্ষাণং বিষহেত নরর্ষভম্ ॥ ১২
ভীমসেনো গদাং বিভ্রদ্ বজ্রসারময়ীং দৃঢ়াম্।
চরন্ বেগেন মহতা সমুদ্রমপি শোষয়েৎ ॥ ১৩
ভীমসেনং তদা রাজন্ দর্শয়স্ব মহাবলম্।
কেকয়া ধৃষ্টকেতুশ্চ চেকিতানশ্চ বীর্য্যবান্ ॥ ১৪
এতে গচ্ছন্তু সামাত্যাঃ প্রকর্ষন্তো জনাধিপ।
ধৃতরাষ্ট্রস্য দায়াদান্ ইতি বীতংপুরব্রবীৎ ॥ ১৫
ক্রবাণং তু তথা পার্থং সর্বসৈন্যানি ভারত।
অপূজয়ংস্তদা বাগ্ভিরনুকূলাভিরাহবে ॥ ১৬
এবমুক্ত্বা মহাবাহুস্তদা চক্রে ধনঞ্জয়ঃ।
ব্যূহ্য তানি বলান্যাশু প্রযযৌ ফাল্গুনস্তদা ॥ ১৭
সম্প্রয়াতান্ কুরূন্ দৃষ্ট্বা পাণ্ডবানাং মহাচমূঃ।
গঙ্গেব পূর্ণা স্তিমিতা স্পন্দমানা বাদৃশ্যত ॥ ১৮
ভীমসেনোঽগ্রণীস্তস্যাঃ ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ বীর্য্যবান্।
নকুলঃ সহদেবশ্চ ধৃষ্টকেতুশ্চ পার্থিবঃ ॥ ১৯

অনুসারে বলিয়া থাকেন যে, অল্পসৈন্যকে সন্নিবেশিত রাখিয়া যুদ্ধ করাইবে, আর বহু সৈন্যকে ইচ্ছানুসারে বিস্তৃত করিবে। ৪

যেখানে বহু সৈন্যের সহিত অল্প সৈন্যের যুদ্ধ করিতে হইবে, সেস্থলে তাহাদের সূচীমুখ ব্যূহ হইবে। এদিকে বিপক্ষসৈন্য অপেক্ষা আমাদের সৈন্য অত্যন্ত অল্প। ৫

অর্জুন! অতএব তুমি মহর্ষি বৃহস্পতির এই বচন স্মরণ করিয়া ব্যূহ রচনা কর। এই কথা শুনিয়া পাণ্ডুপুত্র অর্জুন ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন। ৬

রাজশ্রেষ্ঠ! স্বয়ং ইন্দ্র যে ব্যূহের আবিষ্কার করিয়াছিলেন এবং যাহার নাম—'অচল' ও 'বজ্র', এই আমি আপনার পক্ষে সেই দুর্জয় ব্যূহ রচনা করিতেছি। ৭

সেই যিনি প্রবল বায়ুর ন্যায় উপস্থিত হইয়া যুদ্ধে শত্রুগণের দুঃসহ হইয়া থাকেন, সেই যোদ্ধাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভীমসেন আমাদের সম্মুখে থাকিয়া যুদ্ধ করিবেন। ৮

পুরুষশ্রেষ্ঠ, বীরগণের অগ্রগণ্য এবং যুদ্ধোপায়নিপুণ ভীমসেন আমাদের সম্মুখে থাকিয়া শত্রুসৈন্যের তেজ নষ্ট করিতে করিতে যুদ্ধ করিবেন। ৯

সিংহ দেখিয়া ক্ষুদ্র পশুসমূহ যেমন অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়ন করে, সেইরূপ দুর্যোধন প্রভৃতি কৌরবেরা সকলে যাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পলায়ন করিবে। দেবতারা যেমন দেবরাজকে আশ্রয় করেন, তেমনই আমরা সকলে নির্ভয়ে প্রাচীরের ন্যায় অবস্থিত যোদ্ধৃগণশ্রেষ্ঠ সেই ভীমসেনকে আশ্রয় করিব। ১০-১১

জগতে সেরূপ কোন লোক নাই, যে লোক ভয়ঙ্করকর্মা নরশ্রেষ্ঠ ক্রুদ্ধ ভীমসেনের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে। ১২

ভীমসেন বজ্রসারতুল্য দৃঢ় গদা ধারণ করত মহাবেগে বিচরণ করিতে থাকিলে সমুদ্রকেও শুষ্ক করিতে পারেন। ১৩

রাজন্! তৎকালে আপনি মহাবল ভীমসেনকে দেখিবেন। নরনাথ! কেকয়গণ, ধৃষ্টকেতু এবং বলবান্ চেকিতান, ইঁহারা অমাত্যবর্গের সহিত মিলিত হইয়া ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে ক্ষুব্ধ করিতে করিতে গমন করুন। এই কথা অর্জুন বলিলেন। ১৪-১৫

ভরতনন্দন! অর্জুন সেইরূপ বলিতে লাগিলে পাণ্ডবপক্ষীয় সকল সৈন্যই অনুকূল বাক্যদ্বারা যুদ্ধবিষয়ে অর্জুনের প্রশংসা করিতে লাগিল। ১৬

মহাবাহু অর্জুন এইরূপ বলিয়া তাহাই করিলেন। সেই সৈন্যগণকে ব্যূহাকারে স্থাপিত করিয়া দ্রুত গমন করিতে লাগিলেন। ১৭

তখন বোধ হইল—পাণ্ডবগণের সেই মহাসেনা কুরুসৈন্যগণকে আসিতে দেখিয়া পরিপূর্ণা গঙ্গার ন্যায় প্রথমে নিশ্চলা থাকিয়া পরে আবার চলিতে লাগিলেন। ১৮

তৎকালে ভীমসেন সেই সৈন্যের অগ্রগামী হইলেন; আর বলবান্ ধৃষ্টদ্যুম্ন, নকুল, সহদেব, রাজা ধৃষ্টকেতু এবং এক অক্ষৌহিণী

বিরাটশ্চ ততঃ পশ্চাদ্ রাজাথাক্ষৌহিণীবৃতঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহ পুত্রৈশ্চ সোঽভ্যরক্ষত পৃষ্ঠতঃ ॥ ২০
চক্ররক্ষৌ তু ভীমস্য মাদ্রীপুত্রৌ মহাদ্যুতী।
দ্রৌপদেয়াঃ সসৌভদ্রাঃ পৃষ্ঠগোপাস্তরস্বিনঃ ॥ ২১
ধৃষ্টদ্যুম্নশ্চ পাঞ্চাল্যস্তেষাং গোপ্তা মহারথঃ।
সহিতঃ পৃতনামুখ্যৈ রথমুখ্যৈঃ প্রভদ্রকৈঃ ॥ ২২
শিখণ্ডী তু ততঃ পশ্চাদর্জুনেনাভিরক্ষিতঃ।
যত্তো ভীষ্মবিনাশায় প্রযযৌ ভরতর্ষভ ॥ ২৩
পৃষ্ঠতোঽপ্যর্জুনস্যাসীদ্ যুযুধানো মহাবলঃ।
চক্ররক্ষৌ তু পাঞ্চাল্যৌ যুধামন্যূত্তমৌজসৌ ॥ ২৪
রাজা তু মধ্যমানীকে কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
বৃহদ্ভিঃ কুঞ্জরৈর্মত্তৈশ্চলদ্ভিরচলৈরিব ॥ ২৫
অক্ষৌহিণ্যাথ পাঞ্চাল্যো যজ্ঞসেনো মহামনাঃ।
বিরাটমন্বয়াৎ পশ্চাৎ পাণ্ডবার্থে পরাক্রমী ॥ ২৬
তেষামাদিত্যচন্দ্রাভাঃ কনকোত্তমভূষণাঃ।
নানাচিহ্নধরা রাজন্ রথেষাসন্ মহাধ্বজাঃ ॥ ২৭

সমুৎসার্য্য ততঃ পশ্চাদ্ ধৃষ্টদ্যুম্নো মহারথঃ।
ভ্রাতৃভিঃ সহ পুত্রৈশ্চ সোঽভ্যরক্ষদ্ যুধিষ্ঠিরম্ ॥ ২৮
ঋষীণাং পরমোদারং রথেষু বিপুলান্ ধ্বজান্।
অভিকূয়ার্জুনস্তেষাং রথে তস্থৌ মহাকপিঃ ॥ ২৯
পাদাতাশ্বপ্রতোঽগচ্ছন্নসি-শক্ত্যৃষ্টিপাণয়ঃ।
অনেকশতসাহস্রা ভীমসেনস্য রক্ষিণঃ ॥ ৩০
বারণা দশসাহস্রাঃ প্রভিন্নকরটামুখাঃ।
শূরা হেমময়ৈর্ব্যালৈর্দীপ্যমানা ইবাচলাঃ ॥ ৩১
ক্ষরন্ত ইব জীমূতা মদার্দ্রাঃ পদ্মগন্ধিনঃ।
রাজানমন্বয়ুঃ পশ্চাজ্জীমূতা ইব বার্ষিকাঃ ॥ ৩২
ভীমসেনো গদাং ভীমাং প্রকর্ষন্ পরিঘোপমাম্।
প্রচকর্ষ মহাসৈন্যং দুরাধর্ষো মহামনাঃ ॥ ৩৩
তমর্কমিব দুষ্প্রেক্ষ্যং তপন্তমিব পাবকম্।
ন শেকুঃ সর্বযোধাস্তে প্রতিবীক্ষিতুমগ্রিকে ॥ ৩৪
ব্যূঢ়ো নামৈষ স ব্যূহো নির্ভয়ঃ সর্বতোমুখঃ।
চাপবিদ্ধাদ্ধ্বজো ঘোরো গুপ্তো গাণ্ডীবধন্বনা ॥ ৩৫

সৈন্যে পরিবেষ্টিত বিরাট রাজা, ইঁহারা ভ্রাতা ও পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া ভীমসেনের পৃষ্ঠভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥১৯-২০

মহাতেজস্বী নকুল ও সহদেব এবং সুভদ্রাপুত্র অভিমন্যুর সহিত দ্রৌপদীর পঞ্চ পুত্র, ইঁহারা বলবান্ ভীমসেনের চক্ররক্ষক হইলেন ॥ ২১

পাঞ্চালরাজপুত্র মহারথ ধৃষ্টদ্যুম্ন সৈন্যমধ্যে বীর ও রথিশ্রেষ্ঠ প্রভদ্রকগণের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাদিগকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২২

ভরতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর শিখণ্ডী অর্জুনকর্তৃক রক্ষিত এবং ভীষ্মের বিনাশের জন্য যত্নবান্ হইয়া গমন করিতে থাকিলেন ॥২৩

মহাবল সাত্যকিও অর্জুনের পশ্চাদ্ভাগে থাকিলেন এবং পাঞ্চাল শ্রেষ্ঠ যুধামন্যু ও উত্তমৌজা তাঁহার চক্ররক্ষক হইলেন ॥ ২৪

কুন্তিনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির মদমত্ত পর্বতের ন্যায় বিশাল ও মদমত্ত হস্তিগণের সহিত মধ্যম সৈন্যে চলিলেন ॥ ২৫

তাহার পর মহামনা ও পরাক্রমশালী পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ পাণ্ডবগণের জন্য এক অক্ষৌহিণী সৈন্যের সহিত বিরাটরাজার অনুগমন করিতে লাগিলেন ॥ ২৬

রাজন্! তাঁহাদের রথে চন্দ্র ও সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল, স্বর্ণভূষণে ভূষিত এবং নানাবিধ-চিহ্নযুক্ত বিশাল ধ্বজসকল বিরাজ করিতে লাগিল ॥ ২৭

তাহার পর প্রসিদ্ধ মহারথ ও মহাবল ধৃষ্টদ্যুম্ন ভ্রাতৃবর্গ ও পুত্রগণের সহিত মিলিত হইয়া লোকসমূহকে অপসারিত করিয়া যুধিষ্ঠিরকে রক্ষা করিতে লাগিলেন ॥ ২৮

মহারাজ! একমাত্র বানরধ্বজ হনুমান্ আপনার পক্ষের ও বিপক্ষের রথগুলির ধ্বজসমূহকে অভিভূত করিয়া অর্জুনের রথে অবস্থান করিতে লাগিলেন ॥ ২৯

ভীমসেনের রক্ষী যাট লক্ষ পদাতিক সৈন্য অসি, শক্তি ও যষ্টি ধারণ করিয়া অগ্রে অগ্রে চলিল ॥ ৩০

সৌম্যশালী, পর্ব্বতপ্রমাণ, মদমত্ত ও পদ্মসৌরভসম্পন্ন দশ হাজার হস্তী স্বর্ণযানে উজ্জ্বল হইয়া গজদেশ হইতে মদজল নিঃসারণ করিতে করিতে জলস্রাবী পর্ব্বত ও বর্ষাকালীন মেঘসমূহের ন্যায় যুধিষ্ঠিরের পশ্চাদ্ভাগে যাইতে লাগিল ॥৩১-৩২

দুর্দ্ধর্ষ ও মহামনা ভীমসেন পরিঘতুল্য একটি ভয়ঙ্কর গদাধারণ করত মহাসৈন্য আকর্ষণ করিয়া লইয়া চলিলেন ॥ ৩৩

তখন উভয় পক্ষেরই সেই সমস্ত যোদ্ধা সূর্য্য ও প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দুষ্প্রেক্ষ্য সেই ভীমসেনকে নিকটে দেখিতে সমর্থ হইল না ॥ ৩৪

মহারাজ! আপনার সৈন্যের বিপক্ষে যে ব্যূহ নির্ম্মাণ করিয়া পাণ্ডবেরা অবস্থান করিতে লাগিলেন; উহার নাম 'বজ্রব্যূহ'। অর্জুন উহাকে রক্ষা করিতেছিলেন; সুতরাং উহার কোন ভয়

যং প্রতিব্যূহ্য তিষ্ঠন্তি পাণ্ডবাস্তব বাহিনীম্।
অজেয়ো মানুষে লোকে পাণ্ডবৈরভিরক্ষিতঃ ॥ ৩৬
সন্ধ্যাং তিষ্ঠৎসু সৈন্যেষু সূর্য্যস্যোদয়নং প্রতি।
প্রাবাৎ স পৃষতো বায়ুর্নিরভ্রে স্তনয়িত্নুমান্ ॥ ৩৭
বিধমন্ বাতাশ্চ বিবৃধুর্নীচৈঃ শর্করকর্ষিণঃ।
রজশ্চোদ্ধূয়ত মহৎ তদা আচ্ছাদয়জ্জগৎ ॥ ৩৮
পপাত মহতী চোল্কা প্রাঙ্মুখী ভরতর্ষভ।
উদয়ন্ সূর্য্যমাসাদ্য ব্যশীর্য্যত মহাস্বনা ॥ ৩৯
অথ সংনহ্যমানেষু সৈন্যেষু ভরতর্ষভ।
নিষ্প্রভোঽভূদ্রবির্ঘোরঃ সর্ব্বাঃ সংঘোষয়ন্ দিশঃ চ ॥ ৪০
ব্যশীর্য্যত সনাদা চ ভূস্তদা ভরতর্ষভ।
নির্ঘাতা বহবো রাজন্ দিক্ষু সর্ব্বাসু চাভবন্ ॥
প্রাদুরাসীদ্ রজস্তীব্রং ন প্রাজ্ঞায়ত কিঞ্চন ॥ ৪১
ধ্বজানাং ধূয়মানানাং সহসা মারুতেরিতা।
কিঙ্কিণীজালবদ্ধানাং কাঞ্চনপ্রহরাম্বরৈঃ ॥ ৪২
মহতাং পতাকানামাদিত্যসমতেজসাম্।
সর্ব্বং তনতনীভূতমাসীৎ তালবনেষিব ॥ ৪৩
এবং তে পুরুষব্যাঘ্রাঃ পাণ্ডবা যুদ্ধনন্দিনঃ।
ব্যবস্থিতাঃ প্রতিব্যূহ্য তব পুত্রস্য বাহিনীম্ ॥ ৪৪
প্রসংসন্ত ইব মজ্জানো যোধানাং ভরতর্ষভ।
দৃষ্ট্বাগ্রতো ভীমসেনং গদাপাণিমবস্থিতম্ ॥ ৪৫

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি পাণ্ডবসৈন্যব্যূহে
একোনবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৯

ছিল না, সকলদিকেই সৈন্যের দুর্গ ছিল, উহার ধ্বজে বিদ্যুতের ন্যায় বর্ণখচিত একটি ধনু ছিল এবং পাণ্ডবরক্ষিত ঐ ব্যূহ মনুষ্যলোকে অজেয় ছিল। ৩৪-৩৬

সূর্য্যোদয়কালে সৈন্যেরা সন্ধ্যা করিতে লাগিলে, আকাশে মেঘ না থাকিলেও মেঘ গর্জন হইতে লাগিল এবং তুষারবিন্দুর সহিত বায়ুপ্রবাহ চলিতেছিল। ৩৭

বায়ু ভূতল হইতে শর্করা আকর্ষণ করিয়া লইয়া সকল দিক্ অভিমুখে প্রবলবেগে চলিতে লাগিল, ধূলি উঠিল এবং প্রবল অন্ধকার জগৎকে আবৃত করিয়াছিলেছিল। ৩৮

ভরতশ্রেষ্ঠ! বিশাল উল্কাসকল পূর্ব্বমুখ হইয়া পড়িতে লাগিল এবং সেগুলি উদীয়মান সূর্য্যমণ্ডলের উপরেই যেন আঘাত করিয়া মহাশব্দে বিশীর্ণ হইতে লাগিল। ৩৯

ভরতশ্রেষ্ঠ! সৈন্যগণ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইলে, সূর্য্য প্রভা-বিহীন হইয়া উদিত হইলেন এবং রাজন্ শব্দসহকারে ভূমিকম্প আরম্ভ হইল। ৪০

ভরতপ্রধান রাজন্! তখন শব্দ করিয়া ভূতল বিদীর্ণ হইল, সকল দিকেই বহুতর নির্ঘাত শব্দ শুনা যাইল এবং তীব্র ধূলিজাল উত্থিত হইল; তাহাতে কিছুই জানা গেল না। ৪১

উভয় পক্ষেরই রথসমূহে কিঙ্কিণীজাল, সুবর্ণমালা, উত্তম বস্ত্র ও পতাকা বদ্ধ ছিল এবং সে সকলগুলি সূর্য্যের ন্যায় উজ্জ্বল ছিল; হঠাৎ বায়ু আসিয়া সেই সকলগুলিকে কম্পিত করিলে, তালবনে যেমন 'ঝন্ ঝন্' শব্দ হয়, সেইরূপ ঝন্ ঝন্' শব্দ হইল। ৪২-৪৩

পুরুষশ্রেষ্ঠ ও যুদ্ধাভিলাষী সেই পাণ্ডবেরা আপনার পুত্রের সৈন্যের প্রতিপক্ষে এইরূপ ব্যূহ রচনা করিয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৪৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! তখন সম্মুখে ভীমসেনকে গদাহস্তে অবস্থিত দেখিয়া কুরুপক্ষীয় যোদ্ধগণের মজ্জা যেন স্খলিত হইয়া পড়িল। ৪৫

শ্রীবরহরি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বে সৈন্যবর্ণনবিষয়ক
একোনবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

বিংশোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানামবস্থিতিঃ, কৌরবসৈন্যানামভিযানঞ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

সূর্য্যোদয়ে সঞ্জয় কে নু পূর্বং
যুযুৎসবো হৃষ্যমাণা ইবাসন্।
মামকা বা ভীষ্মনেত্রাঃ সমীপে
পাণ্ডবা বা ভীমনেত্রাস্তদানীম্॥ ১

কেষাং জঘন্যৌ দোষ-সূর্য্যৌ সবায়
কেষাং সেনাঃ শ্বাপদাশ্চাভযন্তু।
কেষাং ঘূনাঃ মুখবর্ণাঃ প্রসন্নাঃ
সর্বং হ্যেতদ্ ব্রূহি তত্ত্বং যথাবৎ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ।

উভে সেনে তুল্যমিবোপযাতে
উভে বূহে হৃষ্টরূপে নরেন্দ্র।
উভে চিত্রে বনরাজিপ্রকাশে
তথৈবোভে নাগ-রথাশ্বপূর্ণে॥ ৩

উভে সেনে ভীমরূপে মহত্যৌ
তথৈবোভে ভারত দুর্বিষহ্যে।
তথৈবোভে স্বর্গজয়ায় সৃষ্টে
তথৈবোভে সংপুরুষোপজুষ্টে॥ ৪

পশ্চাদ্মুখাঃ কুরবো ধার্তরাষ্ট্রাঃ
স্থিতাঃ পার্থাঃ প্রাঙ্মুখা যোৎস্যমানাঃ।
দৈত্যেন্দ্রসেনেব চ কৌরবাণাং
দেবেন্দ্রসেনেব চ পাণ্ডবানাম্॥ ৫

শীতো বায়ুঃ পৃষ্ঠতঃ পাণ্ডবানাং
ধার্তরাষ্ট্রান্ শ্বাপদা ব্যাহরন্তু।
গন্ধেনাপাং মদগন্ধাংশ্চ তীব্রান্
ন সেহিরে তব পুত্রস্য নাগাঃ॥ ৬

দুর্যোধনো হস্তিনং পদ্মবর্ণ-
সুবর্ণকক্ষ্যং তালমাত্রং প্রভিন্নম্।
সমাস্থিতো মধ্যগতঃ কুরূণাং
সংস্তূয়মানো বন্দিভির্মাগধৈশ্চ॥ ৭

চন্দ্রপ্রভং শ্বেতমত্যাতপত্রং
সৌবর্ণদণ্ডং রাজতে চোত্তমাঙ্গে।
তং সর্বতঃ শকুনিঃ পর্বতাভৈঃ
সার্ধং গান্ধারৈর্যাতি গান্ধারিরাজঃ॥ ৮

বিংশ অধ্যায়।

[উভয় পক্ষের সৈন্যগণের অবস্থিতি এবং কৌরবসৈন্যগণের অভিযান।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—সঞ্জয়! সূর্য্যোদয় হইলে, তখন কাহারা প্রথমে আনন্দিত হইয়াই যেন নিকটে যুদ্ধার্থী হইয়াছিল? ভীষ্ম-পরিচালিত আমার পুত্রগণ? না—ভীমপরিচালিত পাণ্ডবেরা? ১

চন্দ্র, সূর্য্য ও বায়ু কাহাদের প্রতিকূল হইয়াছিল? হিংস্র-জন্তুগণ কাহাদের সৈন্যগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া রব করিয়াছিল? এই সমস্ত বিষয় তুমি যথাযথভাবে বল। ২

সঞ্জয় বলিলেন,—মহারাজ! উভয় সৈন্যই যেন সমান রূপ ধারণ করিয়াছিল, যুদ্ধসজ্জিত উভয় সৈন্যই আনন্দিত হইয়াছিল; উভয় সৈন্যকেই বনশ্রেণীর ন্যায় আশ্চর্য্য দেখা যাইতেছিল এবং উভয় সৈন্যই হস্তী, অশ্ব ও রথে পরিপূর্ণ ছিল। ৩

মহারাজ! উভয় সৈন্যই ভীষণমূর্তি ও বিশাল ছিল; উভয় সৈন্যকেই সহ্য করা দুষ্কর বলিয়া বোধ হইতেছিল; বিধাতা যেন স্বর্গলাভের জন্যই উভয় সৈন্যকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং উভয় সৈন্যগণই বহুতর সৎপুরুষ ছিলেন। ৪

কুরুবংশীয় ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রগণ যুদ্ধার্থী হইয়া পূর্ব্বদিকে পশ্চিমাভিমুখে অবস্থান করিতেছিলেন এবং পাণ্ডবেরা যুদ্ধার্থী হইয়া পশ্চিমদিকে পূর্ব্বমুখ হইয়া রহিয়াছিলেন এবং কৌরবসেনা যেন দৈত্যসেনার ন্যায় এবং পাণ্ডব সেনা যেন দেব-সেনার তুল্য বলিয়া বোধ হইতেছিল। ৫

পাণ্ডবগণের পিছনের দিকে শীতল বায়ু বহিতেছিল; শৃগাল প্রভৃতি হিংস্র জন্তুগণ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদিগের প্রতি চাহিয়া রব করিতেছিল এবং আপনার পুত্রের হস্তীসকল পাণ্ডবপক্ষীয় হস্তিগণের তীব্র মদগন্ধ সহ্য করিতে পারিতেছিল না। ৬

দুর্যোধন একটি পদ্মবর্ণ, স্বর্ণকক্ষে ভূষিত, স্বর্ণজালে আবৃত-পৃষ্ঠ ও মদস্রাবী হস্তীর উপরে আরোহণ করিয়া কৌরবগণের মধ্যে থাকিয়া গমন করিতেছিলেন। তৎকালে বন্দিরা ও মাগধগণ তাঁহার স্তব করিতেছিল। ৭

দুর্যোধনের মস্তকে একটি চন্দ্রের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ছত্র ও

ভীষ্মোঽপ্রতঃ সর্বসৈন্যস্য বৃদ্ধঃ
শ্বেতচ্ছত্রঃ শ্বেতধনুঃ সখড়্গঃ।
শ্বেতোষ্ণীষঃ পাণ্ডুরেণ ধ্বজেন
শ্বেতৈরশ্বৈঃ শ্বেতশৈলপ্রকাশৈঃ ॥ ৯
তস্য সৈন্যে ধার্তরাষ্ট্রাশ্চ সর্বে
বাহ্লীকানামেকদেশঃ শলশ্চ।
যে চাম্বষ্ঠাঃ ক্ষত্রিয়া যে চ সিন্ধো-
স্তথা সৌবীরাঃ পঞ্চনদাশ্চ শূরাঃ ॥ ১০
শৌণৈর্হয়ৈঃ কল্পরথো মহাত্মা
দ্রোণো ধনুষ্পাণিরদীনসত্ত্বঃ।
আত্তো গুরুঃ প্রথিতঃ সর্বরাজ্ঞাং
পশ্চাচ্চমূমিন্দ্র ইবাভিযাতি ॥ ১১
বার্ধক্ষত্রিঃ সর্বসৈন্যস্য মধ্যে
ভূরিশ্রবাঃ পুরুমিত্রো জয়শ্চ।
শাল্বা মৎস্যাঃ কেকয়াশ্চেতি সর্বে
গজানীকৈর্ভারতো যোৎস্যমানাঃ ॥ ১২
শারদ্বতশ্চোত্তরধর্মহাত্মা
মহেষ্বাসো গৌতমশ্চিত্রযোধী।
শকৈঃ কিরাতৈর্যবনৈঃ পহ্লবৈশ্চ
সার্ধং চমূমুত্তরতোঽভিবাতি ॥ ১৩
মহারথৈর্বৃষ্ণিভোজৈঃ সুগুপ্তং
সুরাষ্ট্রকৈর্বিহিতৈরাত্তশস্ত্রৈঃ।
বৃহদ্বলং কৃতবর্মাভিগুপ্তং
বলং স্বকীয়ং দক্ষিণেনাভিযাতি ॥ ১৪
সংশপ্তকানাময়ুতং রথানাং
মৃত্যুঞ্জয়ো যাজ্ঞসেন্যোতি যষ্টাঃ।
যেনার্জুনস্তেন রাজন্ কৃতাস্ত্রাঃ
প্রযাতারস্তে ত্রিগর্তাশ্চ শূরাঃ ॥ ১৫
সাগ্রং শতসহস্রন্তু নাগানাং তব ভারত।
নাগে নাগে রথশতং শতমশ্বা রথে রথে ॥ ১৬
অশ্বেঽশ্বে দশ ধানুষ্কা ধানুষ্কে শতচর্মিণঃ।
এবং ব্যূঢ়ান্তনীকানি ভীষ্মেণ তব ভারত ॥ ১৭

বর্মমালা শোভা পাইতেছিল এবং গান্ধাররাজ শকুনি গান্ধার-সৈন্য ও পার্বত্য সৈন্যের সহিত মিলিত হইয়া সকল দিকে তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া যাইতেছিলেন। ৮

শ্বেত ছত্র, শ্বেত ধনু, শ্বেত উষ্ণীষ এবং তরবারি ধারণ করিয়া, শ্বেতধ্বজ ও শ্বেতাশ্বযুক্ত রথে আরূঢ় হইয়া বৃদ্ধ ভীষ্ম শ্বেত-পর্বতের ন্যায় সমস্ত সৈন্যের অগ্রে অগ্রে গমন করিতেছিলেন। ৯

তাঁহার সৈন্যমধ্যে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ সকলে বাহ্লীক সৈন্যের কিয়দংশ, শল্যরাজা এবং অম্বষ্ঠ, সৌবীর, সিন্ধু পঞ্চনদদেশীয় বীর ক্ষত্রিয়েরা অবস্থান করিতেছিলেন। ১০

প্রায় সকল রাজার গুরু, মহাবীর বলিয়া প্রসিদ্ধ, বিশুদ্ধ, অসাধারণ অধ্যবসায়ী ও মহাত্মা দ্রোণাচার্য ধনু ধারণ করিয়া রক্তবর্ণ অশ্বযুক্ত ও স্বর্ণখচিত রথে আরোহণপূর্বক ইন্দ্রের ন্যায় কৌরবসৈন্যের পশ্চাদ্ভাগে যাইতে লাগিলেন। ১১

বার্ধক্ষত্রি, ভূরিশ্রবা, পুরুমিত্র, জয় এবং শাল্ব, মৎস্য ও কেকয়দেশীয়েরা সকলে, আর দুর্যোধনের কতিপয় ভ্রাতা, যাঁহারা হস্তী সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করিবেন, তাঁহারা সকলে সমস্ত সৈন্যের মধ্যে গমন করিতে লাগিলেন। ১২

মহাধনুর্ধর ও বিচিত্র যোদ্ধা, গৌতমবংশীয় মহাত্মা কৃপাচার্য গুরুতর ভার গ্রহণ করিয়া শক, কিরাত, যবন ও পহ্লব সৈন্যের সহিত কৌরবসেনার বামভাগে যাইতে লাগিলেন। ১৩

মহারথ বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ ও অস্ত্রধারী বৃষ্ণি-সৈন্য, ভোজ-সৈন্য ও সুরাষ্ট্র-সৈন্যগণ যাহাকে বিশেষভাবে রক্ষা করিতেছিল এবং ভীষ্ম প্রভৃতিও যাহাকে সর্বতোভাবে রক্ষা করিতেছিলেন, আপনার মহাশক্তিশালী সেই সৈন্যের দক্ষিণভাগে কৃতবর্মা গমন করিতে লাগিলেন। ১৪

রাজন্! 'আমরা অর্জুনকে জয় করিব, আর না হয় আমাদের মৃত্যু হইবে' এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া দশ হাজার সংশপ্তক এবং অস্ত্রে সুশিক্ষিত ত্রিগর্তদেশীয় বীরেরা যে দিকে অর্জুন ছিলেন, সেইদিকে যাইতে লাগিলেন। ১৫

ভরতনন্দন! আপনার পক্ষে আরোহীযুক্ত একলক্ষ হস্তী ছিল। আর প্রত্যেক হস্তীর সঙ্গে একশত রথ, প্রত্যেক রথের সহিত একশত অশ্বারোহী, প্রত্যেক অশ্বারোহীর সহিত দশজন করিয়া ধনুর্ধর এবং প্রত্যেক ধনুর্ধরের সঙ্গে একশত করিয়া অসি চর্মধারী পদাতিক সৈন্য; এইভাবে ভীষ্ম আপনার সৈন্যগণকে সুসজ্জিত করিতেন। ১৬-১৭

সংব্যূহ্য মানুষং ব্যূহং দৈবং গান্ধর্বমাসুরম্।
দিবসে দিবসে প্রাপ্তে ভীষ্মঃ শান্তনবোঽগ্রতঃ ॥ ১৮
মহারথৌঘবিপুলঃ সমুদ্র ইব ঘোষবান্।
ভীষ্মেণ ধার্তরাষ্ট্রাণাং ব্যূহঃ প্রত্যঙ্মুখো যুধি ॥ ১৯
অনন্তরূপা ধ্বজিনী নরেন্দ্র
ভীষ্মা ত্বদীয়া ন তু পাণ্ডবানাম্।
তাং চৈব মন্যে বৃহতীং দুষ্প্রধর্ষাং
যস্যাং নেতা কেশবশ্চার্জুনশ্চ ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি সৈন্যবর্ণনে বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২০

প্রতিদিন প্রাতঃকালে দৈব, গান্ধর্ব, আসুর ও মানুষ এই চারি প্রকার ব্যূহের কোন না কোন ব্যূহ রচনা করিয়া শান্তনুনন্দন ভীষ্ম তাহার সম্মুখে থাকিতেন ॥ ১৮

ভীষ্ম যুদ্ধের সময়ে ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণের ব্যূহ পশ্চিম মুখ করিয়া স্থাপন করিতেন; সেই ব্যূহের মধ্যে বহুসংখ্যক মহারথ বীর থাকিতেন এবং সমুদ্রের ন্যায় তাহাতে কোলাহল হইত ॥ ১৯

নরনাথ! আপনার সেনা বহুরূপা ও ভীষণা হইত; কিন্তু পাণ্ডবসেনা সেরূপ হইত না; তথাপি কৃষ্ণ ও অর্জুন যাহার নায়ক হইতেন, সেই পাণ্ডবসেনাকে মহাশক্তিশালী ও দুর্জয়া বলিয়া মনে করিতাম ॥ ২০

শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়নপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে সৈন্যবর্ণনবিষয়ক বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

একবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[কৌরবসেনা দৃষ্ট্বা যুধিষ্ঠিরস্য বিষাদঃ, শ্রীকৃষ্ণকল্পয়া জয়লাভো ভবিষ্যতীতি নিগদ্যার্জুনেন যুধিষ্ঠিরায়াশ্বাসদানঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ব্যূঢ়াং ধার্তরাষ্ট্রস্য সেনাং দৃষ্ট্বা সমুদ্যতাম্।
বিষাদমগমদ্ রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১
ব্যূহং ভীষ্মেণ চাভেদ্যং কল্পিতং প্রেক্ষ্য পাণ্ডবঃ।
অক্ষোভ্যমিব সম্প্রেক্ষ্য বিবর্ণোঽর্জুনমব্রবীৎ ॥ ২
ধনঞ্জয় কথং শক্যমস্মাভির্যোদ্ধুমাহবে।
ধার্তরাষ্ট্রৈর্মহাবাহো যেষাং যোদ্ধা পিতামহঃ ॥ ৩
অক্ষেভ্যোঽয়মভেদ্যশ্চ ভীষ্মেণামিত্রকর্ষিণা।
কল্পিতঃ শাস্ত্রদৃষ্টেন বিধিনা ভূরিবর্চসা ॥ ৪
তে বয়ং সংশয়ং প্রাপ্তাঃ সহসৈন্যাঃ শত্রুকর্ষণ।
কথমস্মদ্ব্যূহভঙ্গং নো ভবিষ্যতি ॥ ৫
অথার্জুনোঽব্রবীৎ পার্থং যুধিষ্ঠিরমমিত্রহা।
বিষণ্ণমিব সম্প্রেক্ষ্য তব রাজন্নীকিনীম্ ॥ ৬
প্রজ্ঞয়াভ্যধিকান্ শূরান্ গুণযুক্তান্ বহূনপি।
জয়স্যাল্পতরা যেন তন্নিবোধ বিশাম্পতে ॥ ৭
তত্র তে কারণং রাজন্ প্রবক্ষ্যামানমুদ্যুধে।
নারদস্তমৃষিবেদ ভীষ্ম-দ্রোণৌ চ পাণ্ডব ॥ ৮

একবিংশ অধ্যায়।

[কৌরবসৈন্যগণকে দেখিয়া যুধিষ্ঠিরের বিষাদ এবং 'শ্রীকৃষ্ণের কল্পনায় জয়লাভ হইবে' এই কথা বলিয়া অর্জুন কর্তৃক যুধিষ্ঠিরকে আশ্বাসদান।]

সঞ্জয় বলিলেন,—কুন্তিনন্দন রাজা যুধিষ্ঠির দুর্যোধনের বিশাল সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধ করিতে উদ্যত দেখিয়া বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন ॥১ অনন্তর যুধিষ্ঠির ভীষ্মরচিত অভেদ্য ব্যূহ দেখিয়া এবং তাঁহাকে অক্ষোভ্য মনে করত বিবর্ণ হইয়া অর্জুনকে বলিলেন ॥ ২

মহাবাহো অর্জুন! ভীষ্ম যাহাদের যোদ্ধা হইয়াছেন, সেই ধৃতরাষ্ট্রপুত্রদের সহিত আমরা সমরাঙ্গণে কি প্রকারে যুদ্ধ করিতে সমর্থ হইব? ॥ ৩

মহাতেজস্বী ও শত্রুহন্তা ভীষ্ম শাস্ত্রদৃষ্ট বিধান অনুসারে এই অক্ষোভ্য ও অভেদ্য ব্যূহ রচনা করিয়াছেন ॥ ৪

শত্রুকর্ষন! সৈন্যগণের সহিতই আমরা সংশয়াপন্ন হইয়া পড়িলাম যে, কি প্রকারে এই মহাব্যূহ হইতে আমাদের উদ্ধার হইবে? ॥ ৫

রাজন্! কুন্তিনন্দন যুধিষ্ঠির আপনার সৈন্য দেখিয়াই যেন বিষণ্ণ হইয়া পড়িলেন। তাহার পর শত্রুহন্তা অর্জুন তাহাকে বলিলেন ॥ ৬

প্রজানাথ! বিপক্ষীয়েরা অধিক বুদ্ধিমান্, বীর, গুণবান্ এবং সংখ্যায় বহুতর হইলেও, অল্পসংখ্যক লোকেরা যাহাতে তাহাদিগকে জয় করিতে পারে, তাহা শ্রবণ করুন ॥ ৭

পাণ্ডুনন্দন রাজন্! আপনি যাহারও দোষ আবিষ্কার করেন

এতমেবার্থমাশ্রিত্য যুদ্ধে দেবাসুরেঽব্রবীৎ।
পিতামহঃ কিল পুরা মহেন্দ্রাদীন্ দিবৌকসঃ ॥ ৯
ন তথা বল-বীর্যাভ্যাং জয়ন্তি বিজিগীষবঃ।
যথা সত্যানৃশংস্যাভ্যাং ধর্মেণৈবোত্তমেন চ ॥ ১০
তাত্তু সর্বমধর্মঞ্চ লোভকোপমমাশ্রিতাঃ।
যুধ্যধ্বমনহঙ্কারা যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ ॥ ১১
এবং রাজন্ বিজানীহি ধ্রুবোঽস্মাকং রণে জয়ঃ।
যথা তু নারদঃ প্রাহ যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ ॥ ১২
গুণভূতো জয়ঃ কৃষ্ণে পৃষ্ঠতোঽভ্যেতি মাধবম্।
তদ্ যথা বিজয়শ্চাস্য সন্নতিশ্চাপরো গুণঃ ॥ ১৩
অনন্ততেজা গোবিন্দঃ শত্রুপূগেষু নির্বাঢ়ঃ।
পুরুষঃ সনাতনো হ্যেষ যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ ॥ ১৪
পুরা হ্যেষ হরির্ভূত্বা বিষ্ণুর্গোঽকুণ্ঠসাত্বকঃ।
সুরাসুরানবক্ষুব্ধত্রব্রবীৎ কে জয়ন্তিতি ॥ ১৫
অনু কৃষ্ণ জয়েমেতি বৈরূপং তত্র তৈজিতম্।
তৎপ্রসাদাদ্ধি ত্রৈলোক্যং প্রাপ্তং শক্রাদিভিঃ সুরৈঃ ॥১৬
তস্য তে ন ব্যথাং কাঙ্ক্ষিদিহ পশ্যামি ভারত।
যস্য তে জয়মাশাস্তে বিশ্বভুক্ ত্রিদিবেশ্বরঃ ॥ ১৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি যুধিষ্ঠিরার্জুনসংবাদে একবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

না; তাই আপনার নিকট সেই জয়ের কারণ বলিব। দেবর্ষি নারদ, ভীষ্ম ও দ্রোণ ইহা জানেন ॥ ৮

পূর্বে দেবাসুর-যুদ্ধের সময়ে পিতামহ ব্রহ্মা এই বিষয়েই ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে বলিয়াছিলেন ॥ ৯

জয়াভিলাষী ব্যক্তিগণ সত্য, দয়া, দম ও উত্তমদ্বারা যেরূপ জয় করিতে পারেন, বল ও বীর্যদ্বারা সেইরূপ জয় করিতে পারেন না ॥১০

অতএব আপনারা অহঙ্কারশূন্য হইয়া সর্বপ্রকার অধর্ম ও লোভ ত্যাগ করত উত্তমসহকারে যুদ্ধ করুন, দেখিবেন—যেদিকে ধর্ম থাকিবে, সেই দিকেই জয় হইবে ॥ ১১

রাজন্! আপনি এইরূপ জানিয়া রাখুন যে, নিশ্চয়ই যুদ্ধে আমাদের জয় হইবে। যেহেতু নারদ বলিয়াছেন—যে দিকে কৃষ্ণ থাকেন, সেই দিকেই জয় হয় ॥ ১২

জয় ত' শ্রীকৃষ্ণের একটি গুণ; সুতরাং সেই জয় কৃষ্ণের পিছনে পিছনেই থাকিবে। অতএব জয় যেমন কৃষ্ণের একটি গুণ, তেমন তাঁহার নিকটে অবনত থাকাও কৃষ্ণের আর একটি গুণ ॥ ১৩

এই সনাতন পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ শত্রুসমূহমধ্যেও নির্ভয়ই থাকেন; কারণ ইঁহার তেজ অনন্ত। অতএব কৃষ্ণ যেদিকে থাকেন, সেই দিকেই জয় হয় ॥ ১৪

পূর্বে দেবাসুর-যুদ্ধের সময়ে ইনিই অক্ষুব্ধতেজা ও অবার্যবীর্য শ্রীহরিরূপে প্রকটিত হইয়া যজ্ঞবিনাশে দেবগণ ও অসুরগণকে বলিয়াছিলেন—'তোমাদের মধ্যে কোন পক্ষ জয়লাভ করিতে চাও' ? ১৫

তখন যাঁহারা বলিয়াছিলেন—আমরা আপনাকে আশ্রয় করিয়াই জয়লাভ করিতে চাই, সেই দেবতারাই জয়লাভ করিয়াছিলেন এবং সেই শ্রীহরির অনুগ্রহেই ইন্দ্র প্রভৃতি দেবতাগণ ত্রিভুবন লাভ করিয়াছিলেন ॥ ১৬

ভরতনন্দন! অতএব সর্বসংহর্তা ও ত্রিভুবনাধীশ্বর স্বয়ং কৃষ্ণ যাঁহার জয় কামনা করেন, সেই আপনার ত' এ যুদ্ধে কোন মনোবেদনার কারণই আমি দেখিতে পাই না ॥ ১৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের সংবাদবিষয়ক একবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[যুধিষ্ঠিরস্য রথযাত্রা, ভীমার্জুনয়োঃ প্রশংসা, কৌরবসৈন্যানি সংহর্তুং শ্রীকৃষ্ণস্যার্জুনায়োপদেশশ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ।

ততো যুধিষ্ঠিরো রাজা স্বাং সেনাং সমচোদয়ৎ।
প্রতিব্যূহন্নীকানি ভীষ্মস্য ভরতর্ষভ ॥ ১

যথোদ্দিষ্টান্যনীকানি প্রত্যব্যূহন্ত পাণ্ডবাঃ।
স্বর্গং পরমমিচ্ছন্ত স্মুদ্যুক্তেন কৃতদ্বিষঃ ॥ ২

মধ্যে শিখণ্ডিনোঽনীকং রক্ষিতং সব্যসাচিনা।
দৃষ্টদ্যুম্নরথপ্রে ভীমসেনেন পালিতঃ ॥ ৩

অনীকং দক্ষিণং রাজন্ যুযুধানেন পালিতম্।
শ্রীমতা সাত্বতাগ্র্যেণ শক্রেণেব মরুদ্বতা ॥ ৪

মহেন্দ্রযানপ্রতিমং রথঞ্চ
সোপস্করং হাটকরত্নচিত্রম্।
যুধিষ্ঠিরঃ কাঞ্চনভাণ্ডযোক্ত্রঃ
সমাস্থিতো নাগপুরস্য মধ্যে ॥ ৫

সমুচ্ছ্রিতং দন্তসলাকমস্য
সুপাণ্ডুরং ছত্রমতীব ভাতি।
প্রদক্ষিণং চৈনমুপাচরন্ত
মহর্ষয়ঃ সংস্তুতিভির্নরেন্দ্রম্ ॥ ৬

পুরোহিতাঃ শক্রবধং বদন্তো
ব্রহ্মর্ষিসিদ্ধাঃ স্রুতবন্ত এনম্
জপৈশ্চ মন্ত্রৈশ্চ মহৌষধীভিঃ
সমন্ততঃ স্বস্ত্যয়নং ক্রবন্তঃ ॥ ৭

ততঃ স বস্ত্রাণি তথৈব গাশ্চ
ফলানি পুষ্পাণি তথৈব নিষ্কান্।
কৃতত্রমো ব্রাহ্মণসাদ্ভবায়া
কুর্বন্ যযৌ শক্র ইবামরেশঃ ॥ ৮

সহস্রসূর্যঃ শতকিঙ্কিণীকঃ
পরার্ধ্যকাঞ্চনভূষণচিত্রঃ।
রথোঽর্জুনস্যাগ্নিরিবার্চিমালী
বিভ্রাজতে শ্বেতহয়ঃ সুচক্রঃ ॥ ৯

দ্বাবিংশ অধ্যায়।

[যুধিষ্ঠিরের রথযাত্রা, ভীমসেন ও অর্জুনের প্রশংসা এবং কৌরব সৈন্যগণকে সংহার করিবার জন্য অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ।]

সঞ্জয় বলিলেন,—ভারতশ্রেষ্ঠ! তাহার পর রাজা যুধিষ্ঠির আপন সৈন্যগণকে ভীষ্মরচিত ব্যূহের প্রতিব্যূহভাবে সন্নিবেশিত করিবার জন্য তাহাদিগকে প্রেরণ করিলেন। ১

ক্রমে কৌরবশ্রেষ্ঠ পাণ্ডবগণ ধর্মযুদ্ধে উত্তম স্বর্গলাভ করিবার ইচ্ছা করত পূর্বোক্তরূপে সৈন্যগণকে প্রতিব্যূহরূপে স্থাপিত করিলেন। ২

অর্জুন ব্যূহের মধ্যস্থানে শিখণ্ডীর সৈন্য স্থাপন করিলেন এবং দৃষ্টদ্যুম্ন তাহার অগ্রে বিচরণ করিতে লাগিলেন; তখন ভীমসেন তাঁহাকে রক্ষা করিতে থাকিলেন। ৩

রাজন্! বীরশোভায় শোভিত, সাত্বত বংশশ্রেষ্ঠ এবং ইন্দ্রের ন্যায় বলবান সাত্যকি পাণ্ডবসৈন্যের দক্ষিণভাগ রক্ষা করিতে লাগিলেন। ৪

যুধিষ্ঠির হস্তিসৈন্যমধ্যে থাকিয়া ইন্দ্ররথের তুল্য এবং স্বর্ণ ও রত্নে বিচিত্র একখানি রথে আরোহণ করিলেন; তাহাতে যুদ্ধের সমস্ত উপকরণ এবং স্বর্ণময় বহুতাণ্ড ও যোক্ত্র (রজ্জুবিশেষ) ছিল। ৫

তখন কোন এক শ্বেতবর্ণ যুধিষ্ঠিরের মস্তকে হস্তিদন্তনির্মিত দণ্ডযুক্ত অতি শুভ্রবর্ণ একটি ছত্র ধারণ করিল এবং উহাতে সেই ছত্র বিশেষ শোভাও পাইতে লাগিল। আর মহর্ষিরা স্তব করিতে থাকিয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিলেন। ৬

শান্তিসম্পন্ন পুরোহিত, ব্রহ্মর্ষি ও সিদ্ধগণ সকল দিক্ হইতে যুধিষ্ঠিরের শত্রুসংহারের আশীর্বাদ করিতে থাকিয়া মন্ত্রপাঠ ও নানাবিধ ঔষধি প্রভৃতি নিক্ষেপ করিয়া মঙ্গললাভের সূচনা করিতে লাগিলেন। ৭

তখন কৌরবশ্রেষ্ঠ মহাত্মা যুধিষ্ঠিরও সেই ব্রাহ্মণদিগকে বস্ত্র, গো, ফল, পুষ্প ও স্বর্ণমুদ্রা দান করিতে থাকিয়া দেবরাজ ইন্দ্রের ন্যায় গমন করিতে লাগিলেন। ৮

অর্জুনের রথ, শিখাশোভিত অগ্নির ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল। কারণ, বহুতর সূর্যাকৃতি রত্নভূষিত, বহুসংখ্যক কিঙ্কিণী, উত্তম স্বর্ণ ও সাধারণ স্বর্ণ থাকায় তাহা বিচিত্র হইয়াছিল এবং তাহাতে শ্বেতবর্ণ অশ্ব ও সুন্দর চক্র যোজিত ছিল। ৯

তমাস্থিতঃ কেশবসংগৃহীতঃ
কপিধ্বজো গাণ্ডিববাণপাণিঃ।
বহুধরো যস্য সমঃ পৃথিব্যাং
ন বিদ্যতে নো ভবিতা কদাচিৎ ॥ ১০
উদীর্ণবিদ্রংস্তব পুত্রসেনা-
মতীব রৌদ্রং স বিভর্তি রূপম্।
অনায়ুধো যঃ শুভুজো কুলাদ্যাং
নরাশ্ব-নাগান্ যুধি ভস্ম কুর্য্যাৎ ॥ ১১
স ভীমসেনঃ সহিতো যমাভ্যাং
বৃকোদরো বীরবরস্য গোপ্তা।
তং তত্র সিংহর্ষভমত্তখেলং
লোকে মহেন্দ্রপ্রতিমানকল্পম্ ॥ ১২
সমীক্ষ্য সেনাগ্রগতং দুরাসদং
সংবিব্যথুঃ পঙ্কগতা যথা দ্বিপাঃ।
বৃকোদরং বারণরাজদর্পং
যোধাস্তবীয়া ভয়বিহ্বলাস্যাঃ ॥ ১৩
অনীকমধ্যে তিষ্ঠন্তং রাজপুত্রং দুরাসদম্।
অব্রবীদ্ ভরতশ্রেষ্ঠং গুড়াকেশং জনার্দনঃ ॥ ১৪

বাসুদেব উবাচ।

য এষ রোষাৎ প্রতপন্ বলস্থো
যো নঃ সেনাং সিংহ ইবেক্ষতে চ।
স এষ ভীমঃ কুরুবংশকেতু-
র্যেনাহতাস্ত্রিগুণং বাজিমেধাঃ ॥ ১৫
এতান্যনীকানি মহানুভাবং
গূহন্তি মেঘা ইব রশ্মিমন্তম্।
এতানি হত্বা পুরুষপ্রবীর
কাঙ্ক্ষস্ব যুদ্ধং ভরতর্ষভেণ ॥ ১৬

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে দ্বাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২২

যাঁহার তুল্য বলবান্ পৃথিবীতে নাই এবং কখন হইবেও না, সেই অর্জুন গাণ্ডীবধনু ও বাণ ধারণ করিয়া সেই রথে আরোহণ করিলেন; তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অশ্বরজ্জু ধরিলেন ॥ ১০

মহারাজ! যে মহাবাহু নিরস্ত্র হইয়াও কেবল বাহুযুগলদ্বারা মানুষ, অশ্ব ও হস্তী বিনাশ করিতে পারেন, সেই ভীমসেন আপনার পুত্রের সৈন্য ধ্বংস করিবেন বলিয়া অতি ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিলেন ॥ ১১

সেই বৃকোদর ভীমসেন, নকুল ও সহদেবের সহিত মিলিত হইয়া সাঁহিত্র ধৃষ্টদ্যুম্নের রথ রক্ষা করিতে লাগিলেন। তৎকালে সিংহ ও বৃষের ন্যায় যাঁহার গমনভঙ্গিমা মত্ততার সূচনা করিতেছিল, যিনি জগতে ইন্দ্রের সাদৃশ্য ধারণ করিয়া থাকেন এবং হস্তিযূথপতির তুল্যই যাঁহার দর্প রহিয়াছে, সেই দুর্দ্ধর্ষ ভীমসেনকে পাণ্ডবসৈন্যের সম্মুখবর্ত্তী দেখিয়া আপনার পক্ষের যোদ্ধারা ভয়ে আকুল হইয়া পঙ্কনিমগ্ন হস্তিগণের ন্যায় অস্থির হইয়া পড়িল ॥ ১২-১৩

এই সময়ে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ, পাণ্ডবসৈন্যমধ্যবর্ত্তী দুর্দ্ধর্ষ ও ভরতশ্রেষ্ঠ রাজপুত্র অর্জুনকে বলিলেন ॥ ১৪

শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—এই যিনি ক্রোধাবেশে বিপক্ষ সৈন্যকে সন্তপ্ত করিতে থাকিয়া আপন সৈন্য মধ্যে রহিয়াছেন, যিনি সিংহের ন্যায় আমাদের সৈন্যগণের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন এবং যিনি তিনশত অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছেন, ইনি সেই কুরুবংশকেতু ভীষ্ম ॥ ১৫

মেঘসমূহ যেমন সূর্য্যকে আবৃত করে, সেইরূপ এই সৈন্যগণ মহাত্মা ভীষ্মকে আবৃত করিয়া রাখিয়াছে। অতএব পুরুষশ্রেষ্ঠ! তুমি এই সৈন্যগণকে সংহার করিয়া ভরতশ্রেষ্ঠ ভীষ্মের সহিত যুদ্ধ করিবার চেষ্টা কর ॥ ১৬

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনসংবাদবিষয়ক দ্বাবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়ঃ।

[অর্জুনেন দুর্গাদেব্যাঃ স্তুতিঃ, তস্য বরলাভঃ, অর্জুনকৃত-দুর্গাস্তবপাঠমাহাত্ম্যবর্ণনঞ্চ।]

সঞ্জয় উবাচ

ধার্তরাষ্ট্রবলং দৃষ্ট্বা যুদ্ধায় সমুপস্থিতম্।
অর্জুনস্য হিতার্থায় কৃষ্ণো বচনমব্রবীৎ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ

শুচির্ভূত্বা মহাবাহো সংগ্রামাভিমুখে স্থিতঃ।
পরাজয়ায় শত্রূণাং দুর্গাস্তোত্রমুদীরয় ॥ ২

সঞ্জয় উবাচ

এবমুক্তোঽর্জুনঃ সংখ্যে বাসুদেবেন ধীমতা।
অবতীর্য্য রথাৎ পার্থঃ স্তোত্রমাহ কৃতাঞ্জলিঃ ॥ ৩

অর্জুন উবাচ

নমস্তে সিদ্ধসেনানি আর্য্যে মন্দরবাসিনি।
কুমারি কালি কপালি কপিলে কৃষ্ণপিঙ্গলে ॥ ৪
ভদ্রকালি নমস্তভ্যং মহাকালি নমোঽস্তু তে।
চণ্ডি চণ্ডে নমস্তভ্যং তারিণি বরবর্ণিনি ॥ ৫
কাত্যায়নি মহাভাগে করালি বিজয়ে জয়ে।
শিখিপিঞ্ছধ্বজবরে নানাভরণভূষিতে ॥ ৬
অট্টশূলপ্রহরণে খড়্গখেটকধারিণি।
গোপেন্দ্রস্যানুজে জ্যেষ্ঠে নন্দগোপকুলোদ্ভবে ॥ ৭
মহিষাসৃক্প্রিয়ে নিত্যং কৌশিকি পীতবাসিনি।
অট্টহাসে কোকমুখে নমস্তেঽস্তু রণপ্রিয়ে ॥ ৮
উমে শাকম্ভরি শ্বেতে কৃষ্ণে কৈটভনাশিনি।
হিরণ্যাক্ষি বিরূপাক্ষি সুধূম্রাক্ষি নমোঽস্তু তে ॥ ৯
বেদশ্রুতিমহাপুণ্যে ব্রহ্মণ্যে জাতবেদসি।
জম্বূকটকচৈত্যেষু নিত্যং সন্নিহিতালয়ে ॥ ১০
ত্বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাম্।
স্কন্দমাতর্ভগবতি দুর্গে কান্তারবাসিনি ॥ ১১
স্বাহাকারঃ স্বধা চৈব কলা কাষ্ঠা সরস্বতী।
সাবিত্রী বেদমাতা চ তথা বেদান্ত উচ্যতে ॥ ১২
স্তুতাসি ত্বং মহাদেবি বিশুদ্ধেনান্তরাত্মনা।
জয়ো ভবতু মে নিত্যং ত্বৎপ্রসাদান্ রণাজিরে ॥ ১৩

ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

[অর্জুন কর্ত্তৃক দুর্গাদেবীর স্তুতি, তাঁহার বরলাভ, অর্জুনকৃত-দুর্গাস্তবের মহিমাকথন।]

সঞ্জয় কহিলেন,—দুর্য্যোধনের সৈন্য যুদ্ধের জন্য উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের হিতের নিমিত্ত এই কথা বলিলেন। ১

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন,—মহাবাহু অর্জুন! তুমি পবিত্র-চিত্ত হইয়া যুদ্ধের অভিমুখে অবস্থান করত শত্রুগণের পরাজয়ের জন্য দুর্গাস্তব পাঠ কর। ২

সঞ্জয় কহিলেন,—পরমজ্ঞানী শ্রীকৃষ্ণ এইরূপ বলিলে, পৃথানন্দন অর্জুন রথ হইতে সমরাঙ্গণে নামিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া দুর্গাস্তব পাঠ করিতে লাগিলেন। ৩

অর্জুন বলিলেন,—সিদ্ধসেনানি! আর্য্যে! মন্দরবাসিনি! কুমারি! কালি! কপালি! কপিলে! কৃষ্ণপিঙ্গলে! আপনাকে নমস্কার করি। ৪

ভদ্রকালি! আপনাকে নমস্কার, মহাকালি! আপনাকে নমস্কার, চণ্ডি! চণ্ডে! তারিণি! বরবর্ণিনি! আপনাকে নমস্কার। ৫

কাত্যায়নি! মহাভাগে! করালি! বিজয়ে! জয়ে! শিখিপিঞ্ছ-ধ্বজবরে! নানাভরণভূষিতে! আপনাকে নমস্কার। ৬

অট্টশূলপ্রহরণে! খড়্গখেটকধারিণি! কৃষ্ণাম্বুজে! সর্ব্বশ্রেষ্ঠে! নন্দগোপকুলোদ্ভবে! আপনাকে নমস্কার। ৭

সর্ব্বদা মহিষরক্তপ্রিয়ে! কৌশিকি! পীতবসনে! অট্টহাসে! চক্রবাকবদনে! রণপ্রিয়ে! আপনাকে নমস্কার। ৮

উমে! শাকম্ভরি! শ্বেতে! কৃষ্ণে! কৈটভনাশিনি! পীতনয়নে! বিরূপনয়নে! অতিধূম্রনয়নে! আপনাকে নমস্কার। ৯

বেদশ্রুতিমহাপুণ্যে! ব্রহ্মবিদ্যে! প্রাচীনজাতে! সর্ব্বদা জম্বুদ্বীপস্থ দুর্গদেবতালয়বাসিনি! আপনাকে নমস্কার। ১০

কান্তিকেয়জননি! ভগবতি! দুর্গে! মহারণ্যবাসিনি! আপনি বিদ্যার মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা এবং প্রাণিগণের মহানিদ্রা। ১১

জ্ঞানিগণ আপনাকে—স্বাহা, স্বধা, কলা, কাষ্ঠা, সরস্বতী, বেদমাতা গায়ত্রী এবং উপনিষৎ বলিয়া থাকেন। ১২

মহাদেবি! আমি পবিত্রচিত্তে আপনার স্তব করিলাম। সুতরাং আপনার অনুগ্রহে সমরাঙ্গণে সর্ব্বদাই আমার জয় হউক। ১৩

কান্তারভয়দুর্গেষু ভক্তানামালয়েষু চ।
নিত্যং বসসি পাতালে যুদ্ধে জয়সি দানবান্ ॥ ১৪
ত্বং জম্ভনী মোহনী চ মায়া হ্রীঃ শ্রীস্তথৈব চ।
সন্ধ্যা প্রভাবতী চৈব সাবিত্রী জননী তথা ॥ ১৫
তুষ্টিঃ পুষ্টির্ধৃতির্দীপ্তিশ্চন্দ্রাদিত্যবিবর্ধিনী।
ভূতির্ভূতিমতাং সংখ্যে বীক্ষ্যসে সিদ্ধ-চারণৈঃ ॥ ১৬

সঞ্জয় উবাচ

ততঃ পার্থস্য বিজ্ঞায় ভক্তিং মানববৎসলা।
অন্তরীক্ষগতোবাচ গোবিন্দস্যাগ্রতঃ স্থিতা ॥ ১৭

দেব্যুবাচ

ত্বয়ৈবৈব তু কালেন শত্রূন্ জেষ্যসি পাণ্ডব।
নরস্ত্বমসি দুর্ধর্ষ নারায়ণসহায়বান্।
অজেয়স্ত্বং রণেঽরীণামপি বজ্রভৃতঃ স্বয়ম্ ॥ ১৮
ইত্যেবমুক্ত্বা বরদা ক্ষণেনান্তরধীয়ত।
লব্ধ্বা বরং তু কৌন্তেয়ো মেনে বিজয়মাত্মনঃ ॥ ১৯
আরুরোহ ততঃ পার্থো রথং পরমসম্মতম্।
কৃষ্ণার্জুনাবেকরথে দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ২০

যে মানুষ প্রত্যহে গাত্রোত্থান করিয়া এই স্তব পাঠ করে, তাহার কখনও ভয়, রাক্ষস ও পিশাচের ভয় থাকে না ॥ ২১

কিংবা তাহার শত্রু হয় না; আর সর্পপ্রকৃতি যে সকল জন্তু আছে, তাহাদের ভয় বা রাজকুলের ভয়ও তাহার হয় না ॥ ২২

মানুষ বিবাদে (মোকদ্দমায়) জয়লাভ করে, বন্ধনলোক বন্ধন হইতে মুক্ত হয়, পথিক নিশ্চয়ই দুর্গম অরণ্য প্রভৃতি হইতে উত্তীর্ণ হইয়া থাকে এবং গৃহস্থ দস্যুর হস্ত হইতে নিস্তার পায় ॥২৩

সর্বদাই যুদ্ধে বিজয়ী হয়, শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ করে এবং আরোগ্য ও শক্তিসম্পন্ন হইয়া শত বৎসর পর্যন্ত জীবিত থাকে ॥২৪

আমি পরমজ্ঞানী বেদব্যাসের অনুগ্রহে এই ঘটনা দেখিয়াছিলাম। কিন্তু দুষ্টচিত্ত ও ক্রোধের বশবর্তী আপনার পুত্রগণ সকলে মোহবশতঃ শ্রীকৃষ্ণ ও অর্জুনকে নারায়ণ ও নর ঋষি বলিয়া জানে না এবং কালপাশে বদ্ধ হওয়ায় বুঝি ক্ষয় হইয়াছে বলিয়া আমাদের কালোচিত বাক্যও শোনে না ॥ ২৫-২৬

নিষ্পাপ বেদব্যাস, নারদ, কণ্ব ও পরশুরাম আপনার পুত্রকে যুদ্ধ করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন; কিন্তু সে তাহা গ্রাহ্য করে নাই ॥ ২৭

আপনি সর্বদাই ভক্তগণের জন্য মহারণ্যে, ভয়স্থানে, দুর্গমদেশে, ভক্তগণের গৃহে এবং পাতালে বাস করেন, আর যুদ্ধে দানবদিগকে জয় করিয়া থাকেন ॥ ১৪

আপনি জম্ভনী, মোহিনী, মায়া, হ্রী, শ্রী, সন্ধ্যা, প্রভাবতী, সাবিত্রী, জননী, প্রকৃতি ও জগতের জননীস্বরূপা ॥ ১৫

দেবি! আপনি তুষ্টি, পুষ্টি, ধৃতি, চন্দ্র ও সূর্যের উজ্জ্বলতা-কারিণী দীপ্তি এবং সম্পন্নদিগের সম্পৎ; আর যোগিগণ ও পরিব্রাজকগণ ধ্যানে আপনাকে দেখিয়া থাকেন ॥ ১৬

সঞ্জয় কহিলেন,—তাহার পর মানববৎসলা দুর্গা অর্জুনের ভক্তি জানিয়া শ্রীকৃষ্ণের সম্মুখে আকাশে থাকিয়াই বলিলেন ॥ ১৭

দুর্গাদেবী বলিলেন,—কুন্তীনন্দন! তুমি অত্যল্প সময়ের মধ্যেই শত্রুগণকে জয় করিতে পারিবে। কারণ, স্বয়ং নারায়ণ তোমার সহায় এবং তুমিও মহর্ষি নরের অবতার, সুতরাং ইন্দ্রেরও অজেয় ॥ ১৮

এইকথা বলিয়া দুর্গা সেই স্থানেই অন্তর্হিতা হইলেন; অর্জুনও বর লাভ করিয়া নিজেদের জয় হইবে বলিয়াই মনে করিলেন ॥ ১৯

তাহার পর অর্জুন নিজের উত্তম রথে আরোহণ করিলেন এবং কৃষ্ণ ও অর্জুন একরথে থাকিয়া দিব্য শঙ্খদ্বয়ের ধ্বনি করিলেন ॥ ২০

যত্র ধর্মো হ্রীস্তি: কীর্তির্যত্র শ্রীস্তথা মতি:।
ততো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়:॥২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি দুর্গাস্তোত্রে ত্রয়োবিংশোঽধ্যায়:।

যে পক্ষে ন্যায়, তেজ, কোমলতা, লজ্জা, বুদ্ধি ও ধর্ম থাকে, সেই পক্ষেই কৃষ্ণ থাকেন এবং যে পক্ষে কৃষ্ণ থাকেন, সেই পক্ষেরই জয় হয়॥ ২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে দুর্গাস্তোত্রবিষয়ক ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

চতুর্বিংশোঽধ্যায়:।

[সৈন্যানাং হর্ষমুৎসাহকারিকৃতা ধৃতরাষ্ট্রস্য সঞ্জয়েন সহালাপ:।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

কেষাং প্রহৃষ্টাস্তত্রাগ্রে যোধা যুধ্যন্তি সঞ্জয়।
উদগ্রধনস: কে বা কে বা হীনা বিচেতস:॥ ১
কে পূর্বং প্রাহরংস্তত্র যুদ্ধে হৃদয়কম্পনে।
মামকা: পাণ্ডবেয়া বা তন্মমাচক্ষ্ব সঞ্জয়॥ ২
কস্য সেনাসমূদয়ে গন্ধমাল্যসমুদ্ভব:।
বাচ: প্রবদ্ধিণাশ্চৈব যোধানামভিগর্জতাম্॥ ৩

সঞ্জয় উবাচ।

উভয়ো: সেনয়োস্তত্র যোধা হৃষ্টবিবে তদা।
প্রজ: সমা: সুগন্ধানামুভয়ত্র সমুদ্ভব:॥ ৪
সংহতানামনীকানাং ব্যূঢ়ানাং ভরতর্ষভ।
সংসর্গাং সমুদীর্ণানাং বিমর্দ: সুমহানভূৎ॥ ৫
বাদিত্রশব্দস্তুমুল: শঙ্খভেরীনিনাদিত:।
শূরাণাং রণশূরাণাং গর্জতামিতরেতরম্॥ ৬
উভয়ো: সেনয়ো রাজন্ মহান্ ব্যতিকরোঽভবৎ।
অন্যোন্যং বীক্ষমাণানাং যোধানাং ভরতর্ষভ॥
কুঞ্জরাণাঞ্চ মত্তানাং সৈন্যানাঞ্চ প্রহৃষ্যতাম্॥ ৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি ধৃতরাষ্ট্র-সঞ্জয়সংবাদে চতুর্বিংশোঽধ্যায়:॥ ২৪

চতুর্বিংশ অধ্যায়।

[সৈন্যদিগের হর্ষ ও উৎসাহ বিষয়ে সঞ্জয়ের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের আলাপ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন—সঞ্জয়! তখন কোন্ পক্ষের যোদ্ধারা আনন্দিত হইয়া প্রথমে যুদ্ধ করিয়াছিল? কাহারাই বা উৎসাহে উৎফুল্লচিত্ত ছিল, কাহারাই বা কাতর ও বিষণ্ণচিত্ত হইয়া পড়িয়াছিল? ১

সঞ্জয়! সেই হৃৎকম্পজনক যুদ্ধে কোন্ পক্ষ প্রথমে প্রহার করিয়াছিল? আমার পুত্রেরা? না পাণ্ডবেরা? তুমি আমার নিকট তাহা বল। ২

কোন্ পক্ষের সৈন্যমধ্যে পুষ্পমালার সৌরভ বাহির হইতেছিল? এবং কোন্ পক্ষেরই বা গর্জনকারী যোদ্ধগণের দক্ষিণ দিক্ দিয়া বাক্ বহিতেছিল? ৩

সঞ্জয় বলিলেন—মহারাজ! সেই সমরাঙ্গণে তখন দুই পক্ষের যোদ্ধারাই আনন্দিত হইয়াছিল, দুই পক্ষের সৈন্যগণের মধ্য হইতেই সৌরভ বাহির হইতেছিল। ৪

ভরতশ্রেষ্ঠ! সম্মিলিত, ব্যূহভাবে সন্নিবেশিত এবং সমরোৎসাহে উন্মত্ত উভয় সৈন্যের সংঘর্ষে ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ হইয়াছিল। ৫

শঙ্খ ও ভেরীর শব্দ, অন্যান্য বাদ্যের শব্দ এবং পরস্পর গর্জনকারী সমরদক্ষ বীরগণের কোলাহল মিলিত হইয়া তুমুল হইয়াছিল। ৬

ভরতশ্রেষ্ঠ রাজন্! উভয় সেনারই প্রধান যোদ্ধারা, সাধারণ সৈন্যগণ ও হস্তিসমূহ আনন্দিত হইয়া পরস্পর বর্ষণ করিতে থাকিয়া গর্জন করিয়াছিল, পরে তাহাদের ভয়ঙ্কর সংঘর্ষ হইয়াছিল। ৭

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে ধৃতরাষ্ট্র ও সঞ্জয়ের সংবাদ-বিষয়ক চতুর্বিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

তাঁর দুঃখের লেশমাত্র থাকে না।" "যে ব্যক্তি নিগূঢ়ভাবে জ্ঞানতত্ত্ব জানতে পারে, তার সমুদয় কামনা পরিপূর্ণ হয়।" "সত্যস্বরূপ আত্মা হতে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জীবসকল উৎপন্ন হয়ে কর্ম্মপ্রবাহে জীবিত থাকে।" "সত্য স্বভাবতঃ নির্গুণ, যখন উহা সগুণ হয়, তখন উহাকে ঈশ্বর, ধর্ম্ম, জীব, আকাশাদি ভূত ও জরায়ুজাদি প্রাণী এই পাঁচ প্রকার বলে নির্দ্দেশ করা যায়।" আমি এই অনুশীলনায় ব্রাহ্মণগণের শুভসম্পাদনের জন্য ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদি এই চারি বর্ণ, ব্রহ্মচর্য্য-গার্হস্থ্য-বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস চারি আশ্রম, নিত্য চতুষ্পদরূপ (তপস্যা, শৌচ, দয়া, সত্য) পাদচতুষ্টয়-যুক্ত ধর্ম্ম, ধর্ম্মার্থ-কাম-মোক্ষরূপ চতুর্বর্গের ও বিজ্ঞ লোকেরা ব্রহ্মভাবলাভের নিমিত্ত যে পথ অবলম্বন করেছিলেন, সেই শুভজনক পথ বলেছি। যোগিগণ আত্মজ্ঞানলাভের জন্য তপস্যা যোগাভ্যাস করেন। যতদিন যোগীদের আত্মজ্ঞান না হয়, ততদিন তাঁরা জ্যোতি-আকাশ-আদিত্য-বায়ু-ইন্দ্র-প্রজাপতি প্রভৃতি বিবিধ বিভিন্নরূপ দর্শন করেন। আত্মজ্ঞান হলে বিভিন্ন জ্ঞান লোপ হয়, তাঁদের হৃদয়ে একমাত্র ব্রহ্মই উদ্ভাসিত হন। সর্ব্বভূতের হিতকর সত্ত্বগুণের কথা বলেছি, যথা—আনন্দ, প্রীতি, উন্নতি, প্রকাশ, সুখ, বদান্যতা, অভয়, সন্তোষ, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, অহিংসা, সমতা, সত্য, সরলতা, অক্রোধ, শৌচ, দক্ষতা, উৎসাহ, বিশ্বাস, লজ্জা, তিতিক্ষা, ত্যাগ, অনুদ্বিগ্নতা, অনুশংসতা, অসম্মোহ, সর্ব্বভূতে দয়া, অক্রূরতা, হর্ষ, তুষ্টি, বিস্ময়, বিনয়, সাধুব্যবহার, শান্তিকার্য্যে সরলতা, বিশুদ্ধবুদ্ধি, পাপকার্য্যে নিবৃত্তি, ঔদাসীন্য, ব্রহ্মচর্য্য, অনাসক্তি, নির্মমত্ব, ফলকামনা পরিত্যাগ ও নিত্যধর্ম্মের অনুশীলন—এ সকল কার্য্য সত্ত্বগুণ হতে সমুৎপন্ন হয়। যে ব্রাহ্মণগণ ঐ সকল আশ্রয় করে ক্রমে ক্রমে শাস্ত্রীয়জ্ঞান-ব্যবহার-

CHAITRA
1377 B S. :

Regd. No. C-67

Aryashastra

March—April, 1971

সেবা-আশ্রয়-দান-যজ্ঞ-অধ্যয়ন-ব্রত-প্রতিগ্রহ-ধর্ম ও তপস্যাতে অনাস্থা প্রদর্শনপূর্বক পরব্রহ্মে নিতান্ত ভক্তিপরায়ণ হন, তাঁরাই যথার্থ সাধুদর্শী—এই ভাবে আমার ভগবদ্ধর্মের উপদেশ অনুশীলন করেছি। যখন আমার এই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, তখন ধর্ম প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য আমি সাকার সগুণরূপ ধারণ করে জগতে আবির্ভূত হই। ধর্ম আশ্রয় ব্যতীত জীবের পরম কল্যাণ কিছুতে হতে পারেনা, তাই আসি আমি ধর্মস্থাপন করবার জন্য; যুগে যুগে এসেছি, ভবিষ্যতে আসবো।

---

27 NOV 1972

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি.ডব্লিউ, ডি রোড, কলিকাতা—৩৫ হইতে প্রকাশিত ও শ্রীভগবান্ প্রেস, মহামিলন মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৫ হইতে মুদ্রাপিত।

CALCUTTA UNIVERSITY CENTRAL LIBRARY

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রী সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

প্রবর্ত্তিত

৺৺শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ ॥

ওঙ্কারমঠ

১৬।১।৬৬

ব্রজনাথ-গাথা

সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !
সদানন্দময়ি মা করুণাময় গুরুদেব !

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥

যুগে যুগে হই আবির্ভূত আমি ধর্ম্ম স্থাপিবারে। আমি উদ্ধবকে বলেছিলাম—হে উদ্ধব ! শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে লোকপাবনী নিরতিশয়-মঙ্গলকারিণী আমার কথা শ্রবণ, নিরন্তর মদীয় জন্ম-কর্ম্মকীর্ত্তন, অনুস্মরণ ও অভিনিবেশসহকারে ধারণ করলে এবং আমার আশ্রিত থেকে আমার উদ্দেশ্যে ধর্ম্ম কাম ও অর্থের আচরণ করলে, লোক সনাতন-স্বরূপ আমাতে ভক্তি লাভ করতে পারে।

আমি মানবগণের কল্যাণের জন্য জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি এই তিনটি যোগ বলেছি। যাঁরা কর্ম্মে বিরক্ত হয়ে কর্ম্মত্যাগ করেন,

১ম বর্ষ বৈশাখমাস / জ্যৈষ্ঠমাস ১৩৭৮

মহাভারত—৩৫-৩৬
একাদশ ও দ্বাদশ সংখ্যা

আর্য্যশাস্ত্র

শ্রীশ্রীসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত

শ্রীমন্মহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীতম্—

মহাভারতম্

শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথমহারাজকৃতবঙ্গভাষানুবাদসহিতম্।

তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত আঞ্চলিক ভাষার উন্নয়ন ও সম্প্রসারে মহামান্য সরকারমহোদয়ের অর্থানুকূল্যে এই পুস্তক পুনঃসংস্কৃত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে

যুগ্ম-সম্পাদক

মহামহোপাধ্যায় শ্রীকালীপদতর্কাচার্য্য * শ্রীশ্রীজীবভট্টাচার্য্যন্যায়তীর্থ

সহ-সম্পাদক সঙ্ঘ

শ্রীশ্যামাপদকর বিদ্যাভূষণ
শ্রীরঘুনাথ কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীহরিনারায়ণ তর্ক-বেদ-ব্যাকরণতীর্থ
শ্রীরামরতন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ

স্বত্বাধিকারী :—
শ্রীসত্যধর্ম্মপ্রচারসঙ্ঘ
(অদ্বৈতগুরু সম্প্রদায়)

মুদ্রক-কর্ম্মকিঙ্কর :—
কিঙ্কর বিমলানন্দ
ডাঃ শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দে, এম্-বি,
ডি. ও. এম্. এল্, ডি.পি.এইচ্.,
ডি.টি.এম্. এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।
এফ.আর.এস্.টি.এম্ এণ্ড এইচ্ (লণ্ডন)।

কার্য্যালয় :—
৩৮ সি, বিধানসরণী (বিবেকানন্দ রোডের মোড়) কলিকাতা-৬ (ফোন নং ৩৬-৪৪০৮)

[বার্ষিক মূল্য সডাক ১৫·০০ টাকা প্রতি সংখ্যা ১·২০ টাকা]

নিয়মাবলী

১। আর্য্যশাস্ত্র শাস্ত্রগ্রন্থের মাসিক পত্র। প্রতি মাসে ইহার ১টি সংখ্যা প্রকাশিত হয়। আষাঢ় (জুন-জুলাই) মাস হইতে ইহার বর্ষারম্ভ। বার্ষিক গ্রাহকমূল্য ভারতে ও পূর্ব্ববঙ্গে সডাক ১৫'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১'৫০ নঃ পঃ; অন্যত্র বার্ষিক সডাক ২০'০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ২'০০ টাকা মাত্র। গ্রাহকমূল্য অগ্রিম দেয়।

২। এই মাসিকপত্রে মন্বাদি বিংশতিসংহিতা, প্রজাপতি-স্মৃতিপ্রভৃতি বহু দুর্লভ স্মৃতিগ্রন্থ, শ্রীবাল্মীকি-রামায়ণ, শ্রীবিষ্ণুপুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে মহাভারত প্রকাশিত হইতেছে। তাহার পর যাবতীয় আর্য্যশাস্ত্র ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হইবে।

৩। মাসিকপত্র-সংক্রান্ত কোন অভিযোগ থাকিলে "সম্পূজক আর্য্যশাস্ত্র, শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি, রোড, কলিকাতা-৩৫" এই ঠিকানায় জানাইতে হইবে। কেবল অর্থাদি ও মাসিকপত্রের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিবিষয়ক পত্রাদি "সঞ্চালক আর্য্যশাস্ত্র, ৩৮সি, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬" এই ঠিকানায় জানাইবেন।

মনি-অর্ডার কূপন ও পত্রাদিতে গ্রাহকগণ নাম, ঠিকানা ও গ্রাহক-নম্বর সুস্পষ্টভাবে লিখিবেন। ঠিকানা-পরিবর্ত্তন পূর্ব্ববর্তী বাংলামাসের মধ্যে অবশ্যই জানাইতে হইবে।

৪। গ্রাহকগণের পত্র-লিখিত নির্দ্দেশ অনুযায়ী সকল ব্যবস্থা শীঘ্রই গ্রহণ করা হয় কিন্তু প্রয়োজন বলে না করিলে পত্রের উত্তর দেওয়া হয় না। পত্রের উত্তর আশা করিলে পত্রদাতা জবাবী-পত্র (রিপ্লাইকার্ড) পাঠাইবেন।

৫। আর্য্যশাস্ত্রের পুরাতন সংখ্যাগুলি একত্রে ডাকে পাঠাইবার নির্দ্দেশ থাকিলে গ্রাহকগণকে পাঠাইবার ডাক-মাশুল অবশ্যই দিতে হইবে। ডাকযোগ ব্যতীত কার্য্যালয়ে আসিয়া বা অন্য কোন উপায়ে গ্রহণ করিলে তাহা দিতে হইবে না।

৬। উল্লিখিত ৩-৫ নং নিয়মাবলী পালিত না হইলে পরিচালকগণের পক্ষে কোন দায়িত্ব গ্রহণ করা সম্ভব নহে। নানা কারণে পত্রিকা পিছাইয়া আছে, তাহা ক্রমশঃ পূরণের চেষ্টা চলিতেছে।

সম্পূজক—আর্য্যশাস্ত্র
শ্রীসীতারামবৈদিক মহাবিদ্যালয়
৭।২, পি, ডব্লিউ, ডি রোড
কলিকাতা—৩৫

শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাসওঙ্কারনাথপ্রবর্ত্তিত আর্য্যশাস্ত্র

মহাভারতান্তর্গত-

ভীষ্মপর্ব্বোক্ত-

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বণি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

সর্ব্বশাস্ত্রপারঙ্গত-পরমাচার্য্য-শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত-সুবোধনীটীকা-সহিতা।

শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাসোঙ্কারনাথমহারাজকৃতবঙ্গভাষানুবাদ-বিভূষিতা।

হে কৃষ্ণ করুণাসিন্ধো
দীনবন্ধো জগৎপতে !
গোপেশ গোপিকাকান্ত
রাধাকান্ত নমোঽস্তু তে ॥

হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো ।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম
হা হা কদা নু ভবিতাসি পদং দৃশোর্মে ।

একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতম্
একো দেবো দেবকীপুত্র এব ।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি
কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা ॥

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

[শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত-'সুবোধিনী'টীকা সমলঙ্কৃতা।]

অথ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপাঠক্রমঃ

অস্য শ্রীমদ্ভগবদ্গীতামালামন্ত্রস্য শ্রীভগবান্ বেদব্যাস-ঋষিরনুষ্টুপ্ ছন্দঃ শ্রীকৃষ্ণঃ পরমাত্মা দেবতা "অশোচ্যা-নন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে" ইতি বীজম্ "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ইতি শক্তিঃ "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ" ইতি কীলকং শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যর্থপাঠে বিনিয়োগঃ।

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইত্যাদৃষ্টাভ্যাং নমঃ। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ইতি তর্জ্জনীভ্যাং স্বাহা। "অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়-মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" ইতি মধ্যমাভ্যাং বষট্। "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" ইত্যনামিকাভ্যাং হুম্। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" ইতি কনিষ্ঠাভ্যাং বৌষট্ "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্। ইতি করন্যাসঃ।

"নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ" ইতি হৃদয়ায় নমঃ। "ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ" ইতি শিরসে স্বাহা। অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়-মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ" ইতি শিখায়ৈ বষট্। "নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ" ইতি কবচায় হুম্। "পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ" ইতি নেত্র-ত্রয়ায় বৌষট্। "নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ" ইতি করতলপৃষ্ঠাভ্যামস্ত্রায় ফট্ ইতি অঙ্গন্যাসঃ।

অথ ধ্যানম্

পার্থায় প্রতিবোধিতাং ভগবতা নারায়ণেন স্বয়ং
ব্যাসেন গ্রথিতাং পুরাণমুনিনা মধ্যেমহাভারতম্।
অদ্বৈতামৃতবর্ষিণীং ভগবতীমষ্টাদশাধ্যায়িনী-
মম্ব ত্বামনুসন্দধামি ভগবদ্গীতে ভবদ্বেষিণীম্ ॥ ১
নমোঽস্তু তে ব্যাস বিশালবুদ্ধে
ফুল্লারবিন্দায়ত-পত্রনেত্র।
যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ
প্রজ্বালিতো জ্ঞানময়প্রদীপঃ ॥ ২
প্রপন্নপারিজাতায় তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে।
জ্ঞানমুদ্রায় কৃষ্ণায় গীতামৃতদুহে নমঃ ॥ ৩
সর্ব্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপাল-নন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৪
বসুদেবসুতং দেবং কংসচাণূরমর্দ্দনম্।
দেবকীপরমানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম্ ॥ ৫
ভীষ্মদ্রোণতটা জয়দ্রথজলা গান্ধারনীলোৎপলা,
শল্যগ্রাহবতী কৃপেণ বহনী কর্ণেন বেলাকুলা।

অশ্বত্থাম-বিকর্ণঘোরমকরা দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী,
সোত্তীর্ণা খলু পাণ্ডবৈ রণনদী কৈবর্ত্তকঃ কেশবঃ ॥ ৬

পারাশর্য্যবচঃসরোজমমলং গীতার্থগন্ধোৎকটং,
নানাখ্যানককেশরং হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্।
লোকে সজ্জনষট্পদৈরহরহঃ পেপীয়মানং মুদা,
ভূয়াদ্ ভারতপঙ্কজং কলিমলপ্রধ্বংসি নঃ শ্রেয়সে ॥ ৭

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ৮

যং ব্রহ্মা বরুণেন্দ্ররুদ্রমরুতস্তুন্বন্তি দিব্যৈঃ স্তবৈ-
র্বেদৈঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈর্গায়ন্তি যং সামগাঃ।
ধ্যানাবস্থিত-তদ্গতেন মনসা পশ্যন্তি যং যোগিনো
যস্যান্তং ন বিদুঃ সুরাসুরগণা দেবায় তস্মৈ নমঃ ॥ ৯

ধ্যান-শ্লোকানাম্ আন্বয়িকী ব্যাখ্যা

(ওঙ্কারনাথসেবক—শ্রীরামরঞ্জনকাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃতা)

অম্ব (হে জননি) ভগবদ্গীতে ! ভগবতা (ষড়ৈশ্বর্য্য-শালিনা) নারায়ণেন স্বয়ং (সাক্ষাৎ) পার্থায় (অর্জ্জুনায়) প্রতিবোধিতাম্ (উপদিষ্টাং) পুরাণমুনিনা (প্রাচীনমুনিনা) ব্যাসেন (বেদব্যাসেন) মধ্যে-মহাভারতম্ (মহাভারতস্য মধ্যে [ভীষ্মপর্ব্বণঃ ২৫ অধ্যায়াৎ ৪২ অধ্যায়পর্য্যন্তমিত্যষ্টাদশাধ্যায়োক্ত সপ্তশত-শ্লোকৈরিতি শেষঃ] গ্রথিতাম্ (সন্নিবদ্ধাম্), অদ্বৈতামৃত-বর্ষিণীম্ (অদ্বৈততত্ত্বকৃপাতত্ত্ববর্ষিণীম্), ভবধ্বংসিনীম্ (সংসারনাশিনীম্), অষ্টাদশাধ্যায়িনাম্ (অষ্টাদশাধ্যায়-বিভক্তাং) ভগবতীং ত্বাম্ অনুসন্দধামি ধ্যায়ামি ॥ ১

বিশালবুদ্ধে (বিশালা অগাধা বুদ্ধির্যস্য সঃ, তৎ সম্বোধনে ; হে মহামতে !) ফুল্লারবিন্দায়তপত্রনেত্র (ফুল্লস্য বিকসিতস্য অরবিন্দস্য পদ্মস্য আয়তে বিস্তৃতে যে পত্রে তদ্বৎ নেত্রে নয়নে যস্য সঃ, তৎসম্বোধনে ; হে বিকসিতপদ্মপত্রসদৃশবিস্তৃতনয়ন !) ব্যাস (ব্যাসদেব কৃষ্ণদ্বৈপায়ন !) যেন ত্বয়া ভারততৈলপূর্ণঃ (ভারতং মহাভারতমেব তৈলং তেন পূর্ণঃ) জ্ঞানময়ঃ (তত্ত্বজ্ঞান-ময়ঃ) প্রদীপঃ প্রজ্বালিতঃ, তে তুভ্যং নমঃ অস্তু ॥ ২

প্রপন্নপারিজাতায় (প্রপন্নস্য শরণাগতস্য পারিজাতঃ কল্পবৃক্ষঃ ইব যঃ তস্মৈ), তোত্রবেত্রৈকপাণয়ে (তোত্রম্ খলীনম্ [লাগাম ইতি ভাষা] বেত্রম্ অশ্বতাড়নদণ্ডঃ চ একপাণৌ একহস্তে যস্য স তস্মৈ), জ্ঞানমুদ্রায় (জ্ঞানমেব মুদ্রা যস্য তস্মৈ), কৃষ্ণায় (স্বয়ং ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায়) নমঃ ॥ ৩

গীর্ব্বাণোপনিষদঃ—গাবঃ (দেবতুল্যাঃ ইত্যর্থঃ), দোগ্ধা (দোহনকর্ত্তা)—গোপালনন্দনঃ (গোপালকপুত্রঃ স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণঃ), পার্থঃ—(পৃথাপুত্রঃ তৃতীয়ঃ পাণ্ডবঃ অর্জ্জুনঃ)—বৎসঃ (সন্তানঃ), সুধীঃ (সুবুদ্ধিসম্পন্নঃ জনঃ বিবেকী ইত্যর্থঃ) —ভোক্তা (পানকর্ত্তা), গীতামৃতং (গীতাশাস্ত্রমমৃতং) —মহৎ (অতি শ্রেষ্ঠং) দুগ্ধম্ ॥ ৪

বসুদেবসুতং (বসুদেবপুত্রং শ্রীকৃষ্ণং), কংস-চাণূরমর্দ্দনম্ (কংসস্য চাণূরস্য চ দৈত্যদ্বয়স্য মর্দ্দনং নাশনম্) ; দেবকীপরমানন্দং (জনন্যৈ দেবক্যৈ পরমা-নন্দপ্রদং) জগদ্গুরুং (জগতো মায়াময়সংসারস্য গুরুম্ উদ্ধারকর্ত্তারম্) দেবং (স্বয়ং ভগবন্তং) কৃষ্ণং বন্দে ॥ ৫

ভীষ্ম-দ্রোণতটা (ভীষ্মো দ্রোণশ্চ তটং তীরং যস্যাঃ সা ইতি রণনদীবিশেষণম্), জয়দ্রথজলা (জয়দ্রথ এব জলং যস্যাঃ সা), গান্ধারনীলোৎপলা (গান্ধারনৃপঃ শকুনিঃ এব নীলম্ উৎপলং যস্যাঃ সা), শল্যগ্রাহবতী (শল্য এব গ্রাহঃ অবহারঃ [হাঙ্গর ইতি ভাষা] যস্যাঃ সা), কৃপেণ কৃপাচার্য্যেণ বহনী (তীক্ষ্ণপ্রবাহা), কর্ণেন বেলাকুলা (তীরপ্লাবি-তরঙ্গা), অশ্বত্থাম-বিকর্ণঘোরমকরা (অশ্ব-ত্থামা বিকর্ণশ্চ এব ঘোরৌ ভয়ঙ্করৌ মকরৌ যস্যাঃ সা), দুর্য্যোধনাবর্ত্তিনী (দুর্য্যোধনরূপঃ আবর্তঃ জলভ্রমঃ [ঘূর্ণী]

অস্তা অস্তীতি) সা (প্রসিদ্ধা কুরুক্ষেত্রসম্ভবা) রণনদী (রণ এব নদী) খলু (নিশ্চিতম্) পাণ্ডবৈঃ (পাণ্ডুপুত্রৈঃ যুধিষ্ঠিরাদিভিঃ পঞ্চভিঃ) উত্তীর্ণা (পারং গতা) ; (যত্তস্তেষাং) কৈবর্ত্তকঃ (কর্ণধারঃ) কেশবঃ (স্বয়ং ভগবান্) ॥ ৬

পারাশর্য্যবচঃসরোজম্ (পরাশরস্য অপত্যং পুমান্ ইতি পারাশর্য্যঃ, তস্য পরাশরপুত্রস্য বচ এব সরঃ সরোবরং, তস্মাজ্জাতম্ উৎপন্নম্ । বেদব্যাসস্য বাগ্রূপসরোবরোৎপন্নম্), নানাখ্যানকেশরম্ (বিবিধাখ্যানরূপকেশরযুক্তম্), হরিকথাসম্বোধনাবোধিতম্ (হরিবিষয়ককথাপ্রসঙ্গেন সমুদ্ভাসিতম্, অথবা হরিকথয়া সম্বোধনং সম্যক্ বিকাশ (চৈতনা)-সম্পাদনম্, তেন আবোধিতম্ আ সমন্তাৎ (সর্ব্বত্র) বোধিতম্ উৎফুল্লীকৃতম্), লোকে (জগতি) মুদা (হর্ষেণ) অহরহঃ (প্রতিদিনং) সজ্জনষট্পদৈঃ (সজ্জনা বিবেকিন এব ষট্পদা ভ্রমরাঃ, তৈঃ) পেপীয়মানং (যস্য ভারতপঙ্কজস্য মধু পুনঃ পুনঃ পীয়ন্তে ইতি), তং (প্রসিদ্ধং) কলিমলপ্রধ্বংসি (কলিকলুষাপহারি), গীতার্থগন্ধোৎকটম্ (গীতায়া অর্থ এব গন্ধঃ তেন উৎকটম্ উদ্রিক্তম্, সর্বত্র প্রকটিততাদৃশগন্ধমিত্যর্থঃ । অথবা গীতারূপতীর্থগন্ধযুক্তম্), অমলম্ (নির্মলম্—পবিত্রম্) ভারতপঙ্কজম্ (ভারতং মহাভারতমেব পঙ্কজং পদ্মম্) নঃ অস্মাকং শ্রেয়সে (কল্যাণায়) ভূয়াৎ ॥ ৭

যৎকৃপা (যস্য কৃপা) মূকং (বচনশক্তিহীনং জনং) বাচালং (বাক্পটুং বাগ্মিনম্) করোতি, পঙ্গুং (চলনশক্তিহীনং জনং) গিরিং (পর্ব্বতং) লঙ্ঘয়তে (উত্তারয়তি), তং (সুপ্রসিদ্ধং) পরমানন্দমাধবম্ (পরমানন্দশ্চাসৌ মাধবশ্চেতি তং পরমানন্দস্বরূপং মাধবং শ্রীকৃষ্ণম্) অহং বন্দে ॥ ৮

ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র-মরুতঃ (বরুণশ্চ, ইন্দ্রশ্চ, মরুৎ পবনশ্চ তে) দিব্যৈঃ (অলৌকিকৈঃ বেদোক্তৈঃ) স্তবৈঃ যং স্তুবন্তি (স্তুবন্তি), সামগাঃ (সামবেদগায়কাঃ সাঙ্গপদক্রমোপনিষদৈঃ (অঙ্গ-পদক্রমোপনিষদ্যুক্তৈঃ বেদৈঃ) যং গায়ন্তি (যস্য গুণগানং কুর্ব্বন্তি), যোগিনঃ ধ্যানাবস্থিততদ্গতেন (ধ্যানযোগনিমগ্নেন) মনসা (চিত্তেন) যং পশ্যন্তি, সুরাসুরগণাঃ যস্য অন্তং [পরং তত্ত্বং] ন বিদুঃ (জানন্তি), তস্মৈ (প্রসিদ্ধায়) দেবায় (ভগবতে শ্রীকৃষ্ণায়) নমঃ ॥ ৯

—•—

মহাভারতম্

পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথমোঽধ্যায়ঃ।

[উভয়পক্ষয়োঃ সৈন্যানাং মধ্যে প্রধান-প্রধান-বীরাণামুল্লেখঃ, শঙ্খধ্বনিবর্ণনম্, স্বজনবধপাপস্য ভয়েন ভীতস্য অর্জুনস্য বিষাদশ্চ।]

ধৃতরাষ্ট্র উবাচ।

ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ।
মামকাঃ পাণ্ডবাশ্চৈব কিমকুর্ব্বত সঞ্জয় ॥ ১

সঞ্জয় উবাচ।

দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকং ব্যূঢ়ং দুর্য্যোধনস্তদা।
আচার্য্যমুপসঙ্গম্য রাজা বচনমব্রবীৎ ॥ ২

প্রথম অধ্যায়।

শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতা টীকা

সেবাশেষমুখব্যাখ্যাচাতুর্য্যং যেন লব্ধবান্।
ধ্যানমদ্ভুতং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥ ১
শ্রীমাধবং প্রণম্যোমাধবং বিশেষনাদরাৎ।
তদ্ভক্তিযন্ত্রিতঃ কুর্ব্বে গীতাব্যাখ্যাং সুবোধিনীম্ ॥ ২
ভাস্করোরমতং সম্যক্ তদ্ব্যাখ্যাতৃগিরস্তথা।
যথামতি সমালোক্য গীতাব্যাখ্যাং সমারভে ॥ ৩
গীতা ব্যাখ্যায়তে যস্যাঃ পাদমাত্রপ্রসাদতঃ।
সেয়ং সুবোধিনী টীকা সদা সেব্যা মনীষিভিঃ ॥ ৪

ইহ খলু সকললোকহিতায়তারঃ পরমকারুণিকো ভগবান্ দেবকীনন্দনস্তত্ত্বজ্ঞানবিজৃম্ভিতশোকমোহভ্রংশিত-বিবেকতয়া নিজধর্ম্মপরিত্যাগপূর্ব্বক-পরধর্ম্মাভিসন্ধিন-মর্জ্জুনং ধর্ম্মজ্ঞানরহস্যোপদেশপ্লবেন তস্মাচ্ছোক-মোহ-সাগরাদুদ্ধরিষ্যন্ তমেব ভগবদুপদিষ্টমর্থং কৃষ্ণদ্বৈপায়নঃ সপ্তভিঃ শ্লোকশতৈরুপনিবব্ধ। তত্র চ প্রায়শঃ শ্রীকৃষ্ণ-মুখবিনিঃসৃতানেব শ্লোকানলিখৎ, কাংশ্চিৎ তৎসঙ্গতয়ে স্বয়ঞ্চ ব্যরচয়ৎ। যথোক্তং গীতামাহাত্ম্যে—গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ। যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ইতি ॥

তত্র তাবদ্ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদিনা বিষীদন্নিদমব্রবীদিত্যন্তেন গ্রন্থেন শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদপ্রস্তাবায় কথা নিরূপ্যতে, ততঃ পরম্ আসমাপ্তেস্তয়োর্ধর্ম্মজ্ঞানার্থসংবাদঃ। তত্র ধর্ম্মক্ষেত্র ইত্যাদিনা শ্লোকেন ধৃতরাষ্ট্রেণ হস্তিনাপুরস্থিতং ব্যাসপ্রসাদাদ্দূরদিবাচক্ষুঃ কুরুক্ষেত্র-বৃত্তান্তং সাক্ষাৎ পশ্যন্নিব ধৃতরাষ্ট্রায় নিবেদয়ামাস—দৃষ্ট্বা তু পাণ্ডবানীকমিত্যাদিনা।

টীকা—অত্র তাবৎ ধর্ম্মক্ষেত্রে ইত্যাদিনা বিষীদন্নিদমব্রবীদিত্যন্তেন গ্রন্থেন কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদপ্রস্তাবায় কথা নিরূপ্যতে,—ধৃতরাষ্ট্র উবাচেতি। ধর্ম্মক্ষেত্রে ইত্যাদি। ভোঃ সঞ্জয়! ধর্ম্মভূমৌ কুরুক্ষেত্রে ইতি কুরুক্ষেত্র-বিশেষণম্। এষামাদিপুরুষঃ কশ্চিৎ কুরুনামা বভূব, তস্য কুরোর্ধর্ম্মক্ষেত্রে, মামকাঃ মৎপুত্রাঃ পাণ্ডুপুত্রাশ্চ যুযুৎসবো যোদ্ধুমিচ্ছন্তঃ সমবেতাঃ মিলিতাঃ সন্তঃ কিম্ অকুর্ব্বত কিং কৃতবন্তঃ? ১

টীকা—সঞ্জয় উবাচ—দৃষ্ট্বেত্যাদি। পাণ্ডবানাম্‌নীকং সৈন্যং ব্যূঢ়ং ব্যূহরচনয়া অধিষ্ঠিতং দৃষ্ট্বা দ্রোণাচার্য্যসমীপং গত্বা রাজা দুর্য্যোধনো বক্ষ্যমাণং বচনমুবাচ ॥ ২

মহাভারত

পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা

প্রথম অধ্যায়।

[উভয়পক্ষের সৈন্যগণের মধ্যে প্রধান প্রধান বীরদিগের উল্লেখ, শঙ্খধ্বনি বর্ণন এবং স্বজনবধের পাপে ভীত হইয়া অর্জুনের বিষাদ।]

ধৃতরাষ্ট্র বলিলেন,—হে সঞ্জয়! ধর্ম্মক্ষেত্র আমার পক্ষীয়গণ ও পাণ্ডবসকল পুণ্যক্ষেত্র কুরুক্ষেত্রে সমবেত হইয়া কি করিয়াছিল? ১

সঞ্জয় বলিলেন,—তখন রাজা দুর্য্যোধন পাণ্ডবসৈন্যকে ব্যূহ রচনায় অধিষ্ঠিত দেখিয়া দ্রোণাচার্য্যের নিকট গমন করত বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন। ২

পশ্যৈতাং পাণ্ডুপুত্রাণামাচার্য্য মহতীং চমূম্।
ব্যূঢ়াং দ্রুপদপুত্রেণ তব শিষ্যেণ ধীমতা ॥ ৩

অত্র শূরা মহেষ্বাসা ভীমার্জ্জুনসমা যুধি।
যুযুধানো বিরাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহারথঃ ॥ ৪

ধৃষ্টকেতুশ্চেকিতানঃ কাশিরাজশ্চ বীর্য্যবান্।
পুরুজিৎ কুন্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নরপুঙ্গবঃ ॥ ৫

যুধামন্যুশ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্য্যবান্।
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্ব এব মহারথাঃ ॥ ৬

অস্মাকং তু বিশিষ্টা যে তান্ নিবোধ দ্বিজোত্তম।
নায়কা মম সৈন্যস্য সংজ্ঞার্থং তান্ ব্রবীমি তে ॥ ৭

ভবান্ ভীষ্মশ্চ কর্ণশ্চ কৃপশ্চ সমিতিঞ্জয়ঃ।
অশ্বত্থামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তির্জয়দ্রথঃ ॥ ৮

অন্যে চ বহবঃ শূরা মদর্থে ত্যক্তজীবিতাঃ।
নানাশস্ত্রপ্রহরণাঃ সর্ব্বে যুদ্ধবিশারদাঃ ॥ ৯

অপর্য্যাপ্তং তদস্মাকং বলং ভীষ্মাভিরক্ষিতম্।
পর্য্যাপ্তং ত্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্ ॥ ১০

অয়নেষু চ সর্ব্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ।
ভীষ্মমেবাভিরক্ষন্তু ভবন্তঃ সর্ব্ব এব হি ॥ ১১

টীকা—তদেব বচনমাহ—পশ্যৈতামিত্যাদিভির্নবভিঃ শ্লোকৈঃ। পশ্যেত্যাদি। হে আচার্য্য, পাণ্ডবানাং মহতীং বিস্তীর্ণাং চমূং সেনাং পশ্য, তব শিষ্যেণ ধীমতা দ্রুপদপুত্রেণ ধৃষ্টদ্যুম্নেন ব্যূঢ়াং ব্যূহরচনয়াঽধিষ্ঠিতাম্ ॥ ৩

টীকা—অত্রেত্যাদি। অত্র অস্যাং চমূম্। ইষবো বাণা অস্ত্রাণি বা ক্ষিপ্যন্তে এভিরিতি ইষ্বাসাঃ ধনূংষি, মহান্ত ইষ্বাসা যেষাং তে মহেষ্বাসাঃ। ভীমার্জ্জুনৌ তাবদস্ত্রাতি-প্রসিদ্ধৌ যোদ্ধারৌ, তাভ্যাং সমাঃ শূরাঃ শৌর্য্যেণ ক্ষাত্রধর্ম্মেণোপেতাঃ সন্তি। তানেব নামভির্নির্দ্দিশতি—যুযুধান ইতি। যুযুধানঃ সাত্যকিঃ। কিঞ্চ ধৃষ্টকেতুরিতি। চেকিতানো নাম একো রাজা। নরপুঙ্গবঃ নরশ্রেষ্ঠঃ শৈব্যঃ। যুধামন্যুরিতি। বিক্রান্তো যুধামন্যুর্নামৈকঃ। সৌভদ্রোঽভিমন্যুঃ, দ্রৌপদেয়াঃ দ্রৌপদ্যাং পঞ্চভ্যো যুধিষ্ঠিরাদিভ্যো জাতাঃ পুত্রাঃ প্রতিবিন্ধ্যাদয়ঃ পঞ্চ। মহারথাদীনাং লক্ষণম্—"একো দশসহস্রাণি যোধয়েদ্ যস্তু ধন্বিনাম্। শস্ত্রশাস্ত্রপ্রবীণশ্চ মহারথ ইতি স্মৃতঃ। অমিতান্ যোধয়েদ্ যস্তু সংপ্রোক্তোঽতিরথস্তু সঃ। রথী

হে আচার্য্য! আপনার বিজ্ঞ বুদ্ধিমান্ দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন কর্তৃক যুদ্ধ রচনায় অবস্থিত পাণ্ডবগণের এই মহান্ সৈন্যসমূহ দর্শন করুন ॥ ৩

এই পাণ্ডবসেনাতে মহাধনুর্দ্ধর যুদ্ধে ভীম-অর্জুনের সমকক্ষ যুযুধান, সাত্যকি, বিরাট, মহারথ, দ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, মহাবলবান্ কাশিরাজ, পুরুজিৎ, কুন্তিভোজ, নরশ্রেষ্ঠ শৈব্য, পরাক্রমশালী যুধামন্যু, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র (ও ভীমতনয় ঘটোৎকচ) প্রভৃতি ইহারা সকলেই মহারথ ॥ ৪-৬

হে দ্বিজোত্তম! আর আমাদের পক্ষীয় যাঁহারা প্রধান সৈন্যগণের নায়ক তাঁহাদিগকে বিদিত হউন। আপনার সম্যক্ বোধের জন্য তাঁহাদের নাম বলিতেছি ॥ ৭

৪৫৬

হৈকেন যো যুধ্যেৎ তন্নাতোঽর্দ্ধরথঃ স্মৃতঃ।" ৪-৬

টীকা—অস্মাকমিতি। নিবোধ বুধ্যস্ব। নায়কা নেতারঃ। সংজ্ঞার্থং সম্যক্ জ্ঞানার্থমিত্যর্থঃ। তানেবাহ—ভবানিতি দ্বাভ্যাম্। ভবান্ দ্রোণঃ। সমিতিং সংগ্রামং জয়তীতি তথা। সৌমদত্তিঃ সোমদত্তস্য পুত্রো ভূরিশ্রবাঃ। অন্যে চেতি মদর্থে মৎপ্রয়োজনার্থং জীবিতং ত্যক্তুমধ্যবসিতা ইত্যর্থঃ। নানা অনেকানি শস্ত্রাণি প্রহরণসাধনানি যেষাং তে যুদ্ধে বিশারদাঃ নিপুণা ইত্যর্থঃ ॥ ৭-৯

টীকা—ততঃ কিম্, অত আহ—অপর্য্যাপ্তমিত্যাদি। তৎ তথাভূতৈর্বীরৈর্যুক্তমপি ভীষ্মেণাভিরক্ষিতমপি অস্মাকং বলং সৈন্যম্ অপর্য্যাপ্তং তৈঃ সহ যোদ্ধুম্ অসমর্থং ভাতি। ইদম্ এতেষাং পাণ্ডবানাং বলং সৈন্যং ভীমাভিরক্ষিতং সৎ পর্য্যাপ্তং সমর্থং ভাতি, ভীষ্মস্তোভয়পক্ষপাতিত্বাৎ ॥ ১০

টীকা—তস্মাৎ ভবদ্ভিরেবং বর্ত্তিতব্যমিত্যাহ—অয়নেষিতি। অয়নেষু ব্যূহপ্রবেশমার্গেষু যথাভাগং বিভক্তাং স্বাং স্বাং রণভূমিম্ অপরিত্যজ্য অবস্থিতাঃ সন্তঃ সর্ব্বে ভীষ্মমেব অভিরক্ষন্তু। যথাঽন্যৈর্যুধ্যমানঃ পৃষ্ঠতঃ কৈশ্চিন্ন হন্যেত, তথা রক্ষন্তু। ভীষ্মবলেনৈবাস্মাকং জীবনমিতি ভাবঃ ॥ ১১

আপনি, ভীষ্ম, কর্ণ, সংগ্রামজয়ী কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা, বিকর্ণ, সোমদত্তপুত্র ভূরিশ্রবা ও জয়দ্রথ ॥ ৮

বিবিধ অস্ত্রশস্ত্রধারী অপর বীরসমূহ আছেন, আমার জন্য জীবনত্যাগে সকলেই কৃতসঙ্কল্প, তাঁহারা সকলেই যুদ্ধকুশল ॥ ৯

তদ্রূপ বীরগণযুক্ত ভীষ্ম কর্তৃক সম্পূর্ণভাবে রক্ষিত আমাদের সৈন্য তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ মনে হইতেছে, আর পাণ্ডবগণের ভীম-রক্ষিত সৈন্যদল সমর্থ, কারণ, ভীম উভয় পক্ষপাতী—ভীম এক পক্ষপাতী ॥ ১০

আপনারা সকলেই সমস্ত ব্যূহ প্রবেশপথে নির্দ্দিষ্ট স্ব স্ব স্থান ত্যাগ না করিয়া অবস্থান পূর্ব্বক সেনাপতি ভীষ্মকেই সকল দিকে রক্ষা করুন ॥ ১১

তস্য সঞ্জনয়ন্ হর্ষং কুরুবৃদ্ধঃ পিতামহঃ।
সিংহনাদং বিনদ্যোচ্চৈঃ শঙ্খং দধ্মৌ প্রতাপবান্ ॥ ১২
ততঃ শঙ্খাশ্চ ভের্য্যশ্চ পণবানক-গোমুখাঃ।
সহসৈবাভ্যহন্যন্ত স শব্দস্তুমুলোঽভবৎ ॥ ১৩
ততঃ শ্বেতৈর্হয়ৈর্যুক্তে মহতি স্যন্দনে স্থিতৌ।
মাধবঃ পাণ্ডবশ্চৈব দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রদধ্মতুঃ ॥ ১৪
পাঞ্চজন্যং হৃষীকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ।
পৌণ্ড্রং দধ্মৌ মহাশঙ্খং ভীমকর্ম্মা বৃকোদরঃ ॥ ১৫
অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ।
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ-মণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬
কাশ্যশ্চ পরমেষ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহারথঃ।
ধৃষ্টদ্যুম্নো বিরাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপরাজিতঃ ॥ ১৭
দ্রুপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব্বশঃ পৃথিবীপতে।
সৌভদ্রশ্চ মহাবাহুঃ শঙ্খান্ দধ্মুঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥ ১৮
স ঘোষো ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ।
নভশ্চ পৃথিবীং চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ ॥ ১৯
অথ ব্যবস্থিতান্ দৃষ্ট্বা ধার্ত্তরাষ্ট্রান্ কপিধ্বজঃ।
প্রবৃত্তে শস্ত্রসম্পাতে ধনুরুদ্যম্য পাণ্ডবঃ ॥ ২০

টীকা—তদেবং বহুমানযুক্তং রাজ্ঞো দুর্য্যোধনস্য বাক্যং শ্রুত্বা ভীষ্মঃ কিং কৃতবান্, তদাহ -তস্যেত্যাদি। তস্য রাজ্ঞো হর্ষং সঞ্জনয়ন্ কুর্ব্বন্ পিতামহো ভীষ্ম উচ্চৈর্মহান্তং সিংহনাদং বিনদ্য কৃত্বা শঙ্খং দধ্মৌ বাদিতবান্ ॥ ১২

টীকা—তদেবং সেনাপতের্ভীষ্মস্য যুদ্ধোৎসবমালোক্য সর্ব্বতো যুদ্ধোৎসবঃ প্রবৃত্ত ইত্যাহ—তত ইত্যাদিনা। পণবা মার্দ্দলাঃ আনকা গোমুখাশ্চ বাদ্যবিশেষাঃ সহসা তৎক্ষণমেবাভ্যহন্যন্ত বাদিতাঃ স চ শঙ্খাদিশব্দস্তুমুলো মহানভূৎ ॥ ১৩

টীকা—পাণ্ডবসৈন্যৈঃ প্রবৃত্তং যুদ্ধোৎসবমাহ—তত ইত্যাদিভিঃ পঞ্চভিঃ। ততঃ কৌরবসৈন্যবাদ্যকোলাহলানন্তরং মহতি স্যন্দনে রথে স্থিতৌ শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনৌ দিব্যৌ শঙ্খৌ প্রকর্ষেণ দধ্মতুর্বাদয়ামাসতুঃ ॥ ১৪

টীকা—তদেব বিভাগেন দর্শয়ন্নাহ—পাঞ্চজন্যমিতি। পাঞ্চজন্যাদীনি শ্রীকৃষ্ণাদিশঙ্খানাং নামানি। ভীমং ঘোরং কর্ম্ম যস্য সঃ। বৃকবদুদরং যস্য স বৃকোদরো মহাশঙ্খং পৌণ্ড্রং দধ্মাবিতি। অনন্তেতি। নকুলঃ সুঘোষং নাম শঙ্খং দধ্মৌ, সহদেবো মণিপুষ্পকং নাম ॥ ১৫-১৬

টীকা—কাশ্যশ্চেতি। কাশ্যঃ কাশীরাজঃ। কথম্ভূতঃ? পরমঃ শ্রেষ্ঠঃ ইষ্বাশো ধনুর্ধরস্য সঃ। দ্রুপদ ইতি। হে পৃথিবীপতে ধৃতরাষ্ট্র! ॥ ১৭-১৮

টীকা—স চ শঙ্খানাং নাদস্তুমুলো মহাভয়ং জনয়ন্নাসেত্যাহ—স ঘোষ ইত্যাদি। ধার্ত্তরাষ্ট্রাণাং ভটীয়ানাং হৃদয়ানি ব্যদারয়ৎ বিদারিতবান্। কিং কুর্ব্বন্? নভশ্চ পৃথিবীঞ্চৈব তুমুলোঽভ্যনুনাদয়ন্ প্রতিধ্বনিভিরাপূরয়ন্ ॥ ১৯

টীকা—এতস্মিন্ সময়ে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনৌ বিজ্ঞাপয়ামাসেত্যাহ—অথেত্যাদিভিশ্চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ। অথেতি অথানন্তরং ব্যবস্থিতান্ যুদ্ধোদ্যোগেন স্থিতান্। কপিধ্বজোঽর্জ্জুনঃ ॥ ২০

প্রতাপশালী কুরুবৃদ্ধ পিতামহ ভীষ্ম দুর্য্যোধনের আনন্দবর্দ্ধন করত মহান্ সিংহনাদ পূর্ব্বক শঙ্খ বাদিত করিলেন ॥ ১২

সেনাপতি ভীষ্মের যুদ্ধোৎসবদর্শনে শঙ্খ, ভেরী, পণব (বাদল), আনক (ঢক্কা নাগরা), গোমুখ (শৃঙ্গ প্রভৃতি) বাদ্যসমূহ সহসা বাদিত হইল। সেই শব্দ একত্র মিলিত হইয়া তুমুল হইয়া উঠিল ॥ ১৩

অনন্তর শ্বেতবর্ণ অশ্বযুক্ত মহান্ রথে অবস্থিত শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র ও অর্জ্জুন উভয়ে দুইটি অলৌকিক শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ১৪

হৃষীকেশ পাঞ্চজন্য শঙ্খ, অর্জ্জুন দেবদত্তনামক শঙ্খ, ভীমকর্ম্মা ভীম পৌণ্ড্র নামে মহাশঙ্খ বাদিত করিলেন। কুন্তীতনয় রাজা যুধিষ্ঠির অনন্তবিজয় নামে, নকুল সুঘোষ এবং সহদেব মণিপুষ্পক নামক শঙ্খ বাজাইলেন; আর শ্রেষ্ঠ ধনুর্দ্ধর কাশীরাজ, মহারথ শিখণ্ডী, ধৃষ্টদ্যুম্ন ও দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র এবং মহাবাহু সুভদ্রানন্দন অভিমন্যু সকলেই স্ব স্ব পৃথক্ পৃথক্ শঙ্খ বাজাইলেন ॥ ১৫-১৮

ঘোরতর সেই শঙ্খধ্বনি আকাশ ও পৃথিবীকে বিশেষভাবে প্রতিধ্বনিত করিয়া ধৃতরাষ্ট্র-পুত্রগণের হৃদয়সকল বিদীর্ণ করিল ॥ ১৯

হে ভূপতে! অনন্তর শস্ত্রসম্পাত প্রবৃত্ত হইলে কপিধ্বজ অর্জ্জুন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে যুদ্ধে সম্যক্ অবস্থিত দেখিয়া গাণ্ডীব উত্তোলন পূর্ব্বক হৃষীকেশ (ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা) শ্রীকৃষ্ণকে বক্ষ্যমাণ বাক্য বলিলেন ॥

হৃষীকেশং তদা বাক্যমিদমাহ মহীপতে।

অর্জুন উবাচ।

সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে রথং স্থাপয় মেঽচ্যুত ॥ ২১
যাবদেতান্ নিরীক্ষেঽহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্।
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমস্মিন্ রণসমুদ্যমে ॥ ২২
যোৎস্যমানানবেক্ষেঽহং য এতেঽত্র সমাগতাঃ।
ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্বুদ্ধের্যুদ্ধে প্রিয়চিকীর্ষবঃ ॥ ২৩

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্তো হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্তমম্ ॥ ২৪
ভীষ্ম-দ্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাঞ্চ মহীক্ষিতাম্।

টীকা—তদেব বাক্যমাহ—সেনয়োরিত্যাদি যাবদেতানিতি। নন্ত্বং যোদ্ধা, ন তু যুদ্ধপ্রেক্ষকস্তত্রাহ—কৈর্ময়েত্যাদি। কৈঃ সহ ময়া যোদ্ধব্যম্ ॥ ২১-২২

টীকা—যোৎস্যমানানিতি। ধার্তরাষ্ট্রস্য দুর্যোধনস্য প্রিয়ং কর্তুমিচ্ছবো যে ইহ সমাগতাঃ, তানহং দ্রক্ষ্যামি যাবৎ, তাবদুভয়োঃ সেনয়োর্মধ্যে মে মম রথং স্থাপয়েত্যর্থঃ ॥ ২৩

টীকা—ততঃ কিং বৃত্তম্ ইত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত ইত্যাদি। গুড়াকা নিদ্রা তস্যা ঈশেন জিতনিদ্রেণ অর্জুনেন এবমুক্তঃ সন্। হে ভারত! হে ধৃতরাষ্ট্র! সেনয়োর্মধ্যে রথানামুত্তমং রথং হৃষীকেশঃ স্থাপিতবান্। ভীষ্মদ্রোণ ইতি। মহীক্ষিতাং রাজ্ঞাং চ প্রমুখতঃ সম্মুখে রথং স্থাপয়িত্বা। হে পার্থ! এতান্ কুরূন্ পশ্যেতি শ্রীভগবানুবাচ ॥ ২৪-২৫

উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্ সমবেতান্ কুরূনিতি ॥ ২৫
তত্রাপশ্যৎ স্থিতান্ পার্থঃ পিতৄনথ পিতামহান্।
আচার্যান্ মাতুলান্ ভ্রাতৄন্ পুত্রান্
পৌত্রান্ সখীংস্তথা ॥ ২৬
শ্বশুরান্ সুহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি।
তান্ সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্ বন্ধূনবস্থিতান্ ॥ ২৭
কৃপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্নিদমব্রবীৎ।

অর্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেমং স্বজনং কৃষ্ণ যুযুৎসুং সমুপস্থিতম্ ॥ ২৮
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্যতি।
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষশ্চ জায়তে ॥ ২৯

টীকা—ততঃ কিং কৃতমিত্যাহ তত্রেত্যাদি। পিতৄন্ পিতৃব্যানিত্যর্থঃ। পুত্রান্ পৌত্রানিতি দুর্যোধনাদীনাং যে পুত্রাঃ পৌত্রাশ্চ তানিত্যর্থঃ সখীন্ মিত্রাণি। সুহৃদঃ কৃতোপকারাংশ্চ অপশ্যৎ ॥ ২৬

টীকা—ততঃ কিং কৃতবান্ ইত্যাহ তানিতি। সেনয়োরুভয়োরেবং সমীক্ষ্য কৃপয়া মহত্যা আবিষ্টঃ বিষণ্ণঃ সন্ ইদমব্রবীদিত্যুত্তরস্যার্দ্ধশ্লোকস্য বাক্যার্থঃ। আবিষ্টো ব্যাপ্তঃ ॥

টীকা—কিমব্রবীদিত্যপেক্ষায়ামাহ—দৃষ্ট্বেমানিত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। হে কৃষ্ণ! যোদ্ধুমিচ্ছতঃ পুরতঃ সম্যগবস্থিতান্ স্বজনান্ বন্ধুজনান্ দৃষ্ট্বা মদীয়ানি গাত্রাণি করচরণাদীনি সীদন্তি বিশীর্যন্তে। কিঞ্চ বেপথুশ্চেতি। বেপথুঃ কম্পঃ। রোমহর্ষো রোমাঞ্চঃ। হ্রংসতে নিপততি।

অর্জুন কহিলেন,—হে অচ্যুত অচঞ্চল! আমি যতক্ষণ যুদ্ধকামনায় অবস্থিত ইহাদিগকে নিরীক্ষণ করি, এই যুদ্ধ উদ্যোগে কাহাদিগের সহিত আমি যুদ্ধ করিব,—রণস্থলে দুর্বুদ্ধি ধৃতরাষ্ট্রপুত্রের প্রিয়কার্য্য করিবার ইচ্ছায় যাঁহারা এইস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন, সেই যুদ্ধকামিগণকে যাবৎ দর্শন করি, তাবৎ উভয়সেনার মধ্যে তুমি আমার রথ স্থাপন কর ॥ ২০-২৩

সঞ্জয় বলিলেন,—হে ভারত! অর্জুন অন্তর্য্যামী শ্রীকৃষ্ণকে ইহা বলিলে, তিনি উভয়সেনার মধ্যে ভীষ্ম-দ্রোণপ্রমুখ সমস্ত রাজগণের সম্মুখে উত্তম রথ স্থাপনা করিয়া 'হে পার্থ, এই সমবেত কুরুগণকে দেখ' এই কথা বলিলেন ॥ ২৪-২৫

অনন্তর অর্জুন সেই স্থানে স্থিত উভয় বলের সেনাগণের মধ্যে পিতৃব্য, পিতামহ, আচার্য্য, মাতুল, ভ্রাতা, পুত্র, পৌত্র এবং সখা, শ্বশুর ও সুহৃদ্গণকে দেখিলেন ॥

কুন্তীতনয় সেই সমস্ত বন্ধুগণকে অবস্থিত দর্শন করিয়া অত্যন্ত কৃপাবিষ্ট ও বিষণ্ণ হইয়া এই কথা বলিলেন ॥

অর্জুন কহিলেন,—হে কৃষ্ণ! যুদ্ধ করিতে ইচ্ছুক এই আত্মীয়গণকে সম্মুখে অবস্থিত দেখিয়া আমার গাত্র শিথিল ও মুখ শুষ্ক হইতেছে। আমার শরীরে কম্প এবং রোমহর্ষ হইতেছে ॥ ২৬-২৯

গাণ্ডীবং স্রংসতে হস্তাৎ ত্বক্ চৈব পরিদহ্যতে।
ন চ শক্নোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ ॥ ৩০
নিমিত্তানি চ পশ্যামি বিপরীতানি কেশব।
ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে ॥ ৩১
ন কাঙ্ক্ষে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ রাজ্যং সুখানি চ।
কিং নো রাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা ॥৩২
যেষামর্থে কাঙ্ক্ষিতং নো রাজ্যং ভোগাঃ সুখানি চ।
ত ইমেঽবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা ধনানি চ ॥ ৩৩

আচার্যাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈব চ পিতামহাঃ।
মাতুলাঃ শ্বশুরাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সম্বন্ধিনস্তথা ॥৩৪
এতান্ ন হন্তুমিচ্ছামি ঘ্নতোঽপি মধুসূদন।
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্য হেতোঃ কিং নু মহীকৃতে ॥৩৫
নিহত্য ধার্তরাষ্ট্রান্ নঃ কা প্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন।
পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্ হত্বৈতানাততায়িনঃ ॥ ৩৬
তস্মান্নার্হা বয়ং হন্তুং ধার্তরাষ্ট্রান্ স বান্ধবান্।
স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৭

পরিদহ্যতে সর্ব্বতঃ সন্তপ্যতে অপি চ ন শক্নোমীত্যাদি। বিপরীতানি নিমিত্তানি অনিষ্টসূচকানি শকুনাদীনি পশ্যামি।

টীকা—কিঞ্চ ন চেত্যাদি। আহবে যুদ্ধে স্বজনং হত্বা শ্রেয়ঃ ফলং ন পশ্যামি। বিজয়াদিকং ফলং কিং ন পশ্যসীতি চেৎ, তত্রাহ—ন কাঙ্ক্ষে ইতি। ৩১

টীকা—এতদেব প্রপঞ্চয়তি কিং নো রাজ্যেন ইত্যাদি—সার্দ্ধত্রয়েন ত ইমে ইতি। যদর্থমস্মাকং রাজ্যাদিকমপেক্ষিতং, তে এতে প্রাণধনানি ত্যক্ত্বা ত্যাগমঙ্গীকৃত্য যুদ্ধার্থমবস্থিতাঃ। অতঃ কিমস্মাকং রাজ্যাদিভিঃ কৃত্যমিত্যর্থঃ। নন্থ যদি কৃপয়া ইমেতান্ ন হংসি, তর্হি স্বামেতে রাজ্যলোভেন হনিষ্যন্তীব, অতস্ত্বমেবৈতান্ হত্বা রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্বেতি তত্রাহ—এতানিত্যাদি সার্দ্ধেন। ঘ্নতোঽপি অস্মান্ মারয়তোঽপি এতান্। অপীতি ত্রৈলোক্যরাজ্যস্যাপি হেতোঃ তৎপ্রাপ্ত্যর্থমপি হন্তুং নেচ্ছামি; কিং পুনর্মহীমাত্রপ্রাপ্তয় ইত্যর্থঃ। ২৭-৩৫

আচার্য্যগণ, পিতৃগণ, পুত্রগণ, পিতামহগণ, মাতুলগণ, শ্বশুরগণ, পৌত্রগণ, শ্যালকগণ ও সম্বন্ধিগণ এবং অন্যান্য আত্মীয়গণ যুদ্ধে অবস্থান করিতেছেন। ৩৪

হে মধুসূদন! ইহাঁরা আমাকে বধ করিলেও আমি ইহাঁদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না, ত্রিলোকের রাজ্য লাভ করিলেও পৃথিবীর জন্য ইহাঁদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করি না। ৩৫

হে জনার্দ্দন! ধৃতরাষ্ট্রতনয়দিগকে বধ করিয়া আমাদের কি সুখ হইবে? আততায়ীদিগকে বধ করিলে আমাদের পাপই হইবে। ৩৬

অতএব আমরা নিজ বান্ধব ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে বধ করিব না, যেহেতু হে মাধব! স্বজনগণকে বধ করিয়া কি প্রকারে সুখী হইব? ৩৭

টীকা—নন্থ চ "অগ্নিদো গরদশ্চৈব শস্ত্রপাণির্ধনাপহঃ। ক্ষেত্রদারাপহারী চ ষড়েতে হ্যাততায়িনঃ"। ইতি স্মরণাদগ্নিদাহাদিভিঃ ষড়্ভিরেভির্হেতুভিরেতে তাবদাততায়িনঃ; আততায়িনাঞ্চ বধো যুক্ত এব, "আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদেবাবিচারয়ন্। নাততায়িবধে দোষো হন্তুর্ভবতি কশ্চন" ইতি বচনাৎ। তত্রাহ—পাপমেবেত্যাদি সার্দ্ধেন। "আততায়িনমায়ান্তম্" ইত্যাদিকমর্থশাস্ত্রং, তচ্চ ধর্ম্মশাস্ত্রস্য দুর্ব্বলম্। যথোক্তং যাজ্ঞবল্ক্যেন, "স্মৃত্যোর্বিরোধে ন্যায়স্তু বলবান্ ব্যবহারতঃ। অর্থশাস্ত্রাচ্চ বলবদ্ধর্ম্মশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ।" ইতি। তস্মাদাততায়িনামপি এতেষামাচার্য্যাদীনাং বধেঽস্মাকং পাপমেব ভবেৎ অন্যায্যত্বাৎ অধর্ম্মত্বাচ্চেতদ্বধস্য। অমুত্র চেহ বা ন সুখং স্যাদিত্যাহ—স্বজনং হীতি ॥৩৬-৩৭

টীকা—নন্থ চ তেষামপি বন্ধুবধদোষে সমানে যদ্যেবৈতে বন্ধুবধদোষমঙ্গীকৃত্যাপি যুদ্ধে প্রবর্ত্তন্তে, তথৈব ভবানপি প্রবর্ত্ততাং, কিমনেন বিষাদেনেত্যত আহ—

যদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্ ॥ ৩৮
কথং ন জ্ঞেয়মস্মাভিঃ পাপাদস্মান্নিবর্তিতুম্।
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্যদ্ভির্জনার্দন ॥ ৩৯
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মাঃ সনাতনাঃ।
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্নমধর্মোঽভিভবত্যুত ॥ ৪০
অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদুষ্যন্তি কুলস্ত্রিয়ঃ।
স্ত্রীষু দুষ্টাসু বার্ষ্ণেয় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ ॥ ৪১
সঙ্করো নরকায়ৈব কুলঘ্নানাং কুলস্য চ।
পতন্তি পিতরো হ্যেষাং লুপ্তপিণ্ডোদকক্রিয়াঃ ॥ ৪২
দোষৈরেতৈঃ কুলঘ্নানাং বর্ণসঙ্করকারকৈঃ।
উৎসাদ্যন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ ॥ ৪৩
উৎসন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন।
নরকে নিয়তং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রুম ॥ ৪৪
অহো বত মহৎ পাপং কর্তুং ব্যবসিতা বয়ম্।
যদ্ রাজ্যসুখলোভেন হন্তুং স্বজনমুদ্যতাঃ ॥ ৪৫
যদি মামপ্রতীকারমশস্ত্রং শস্ত্রপাণয়ঃ।
ধার্তরাষ্ট্রা রণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতরং ভবেৎ ॥ ৪৬

যদ্যপীতি দ্বাভ্যাম্। রাজ্যলোভেনোপহতং ভ্রষ্টবিবেকং চেতো যেষাং তে এতে দুর্যোধনাদয়ো যদ্যপি দোষং ন পশ্যন্তি, তথাপি অস্মাভির্দোষং প্রপশ্যদ্ভিরস্মাৎ পাপাৎ নিবর্তিতুং কথং ন জ্ঞেয়ং নিবৃত্তাবেব বুদ্ধিঃ কর্তব্যেত্যর্থঃ ॥ ৩৮-৩৯

টীকা—তত্রৈব দোষং দর্শয়তি—কুলক্ষয় ইত্যাদি। সনাতনাঃ পরম্পরাপ্রাপ্তাঃ উত অপি অবশিষ্টং কৃৎস্নমপি কুলম্ অধর্মোঽভিভবতি ব্যাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৪০

টীকা—ততশ্চ অধর্মাভিভবাদিত্যাদি এবং সতি সঙ্কর এবাং কুলঘ্নানাং পিতরঃ পতন্তি, হি যস্মাৎ লুপ্তাঃ পিণ্ডোদকক্রিয়াঃ যেষাং তে তথা ॥ ৪১-৪২

টীকা—উক্তদোষমুপসংহরতি—দোষৈরিতি দ্বাভ্যাম্। উৎসাদ্যন্তে লুপ্যন্তে। জাতিধর্মাঃ, কুলধর্মাশ্চেতি চকারাদাশ্রমধর্মাদয়োঽপি গৃহ্যন্তে। উৎসন্নেতি উৎসন্নাঃ কুলধর্মা যেষামিতি উৎসন্নজাতিধর্মাদীনামপ্যুপলক্ষণম্। অনুশুশ্রুম শ্রুতবন্তো বয়ম্। "প্রায়শ্চিত্তমকুর্বাণাঃ পাপেষু নিরতা নরাঃ। অপশ্চাত্তাপিনঃ পাপা নিরয়ান্ যান্তি দারুণান্" ইত্যাদিবচনেভ্যঃ ॥ ৪৩-৪৪

টীকা—দুষ্কৃতধ্যবসায়েন সমুপায়ান আহ—অহো বতেত্যাদি। স্বজনং হন্তুমুদ্যতা ইতি, তং এতন্মহৎ পাপং কর্তুমধ্যবসায়ঃ কৃতবন্তো বয়ম্, অহো বত মহৎ কষ্টমিত্যর্থঃ ॥ ৪৫

টীকা—এবং সমুদ্যতঃ সন্ যুদ্ধায়েবাপসমান আহ—যদি মামিত্যাদি। অকৃতপ্রতীকারং তূষ্ণীমুপবিষ্টং মাং যদি হনিষ্যন্তি, তর্হি তন্মরণং মম ক্ষেমতরম্ অত্যন্তং হিতং ভবেৎ পাপানিষ্পত্তেঃ ॥ ৪৬

যদিও ইহারা লোভের দ্বারা হতচিত্ত হইয়া কুলক্ষয়কৃত দোষ ও মিত্রদ্রোহজনিত পাতক দেখিতেছে না, তথাপি কুলক্ষয়-দোষ-অবলোকনকারী আমরা এই পাপ হইতে কেন প্রতিনিবৃত্ত হইব না ? ৩৮-৩৯

কুলক্ষয় হইলে পরম্পরাপ্রাপ্ত কুলধর্মসকল একেবারে নষ্ট হইয়া যায়। ধর্ম নষ্ট হইলে অধর্ম অবশিষ্ট সম্পূর্ণ কুলকে আক্রমণ করে। ৪০

হে কৃষ্ণ! অধর্মের প্রাদুর্ভাবে কুলস্ত্রীগণ ব্যভিচারিণী হয়। হে বৃষ্ণি-বংশধর! রমণীগণ ব্যভিচারিণী হইলে বর্ণসঙ্কর হইয়া থাকে ॥ ৪১

বর্ণসঙ্কর কুলনাশকারীদিগের ও কুলের নরকের জন্যই হয়। কুলবিনাশকগণের পিতৃগণ পিণ্ডদান ও উদকক্রিয়া লোপ হওয়ায় পতিত হইয়া থাকে ॥ ৪২

কুলনাশকগণের এই বর্ণসঙ্করকারক দোষ সকলের দ্বারা চিরন্তন বর্ণধর্ম, কুলধর্ম ও আশ্রমধর্মসমূহ বিনষ্ট হইয়া যায় ॥ ৪৩

হে জনার্দন! বিনষ্টকুলধর্ম মানবগণের অবশ্যম্ভাবী নরকে বাস হয়—ইহা আমরা শুনিয়াছি ॥ ৪৪

হায় মহাকষ্ট, আমরা ভীষণ পাপ করিতে চেষ্টিত হইয়াছি। যেহেতু রাজ্যসুখলোভে আত্মীয়বন্ধুকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছি ॥ ৪৫

যদি শস্ত্রধারী ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণ, প্রতিকারবিমুখ নীরবে উপবিষ্ট নিরস্ত্র আমাকে বধ করে, তবে তাহা আমার হিতকর হইবে ॥ ৪৬

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বার্জুনঃ সংখ্যে রথোপস্থ উপাবিশৎ।
বিসৃজ্য সশরং চাপং শোকসংবিগ্নমানসঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে অর্জুনবিষাদযোগো নাম প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্বণি তু পঞ্চবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

টীকা—তত্ঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বেত্যাদি। সংখ্যে সংগ্রামে রথোপস্থে রথস্যোপরি উপাবিশৎ উপবিবেশ। শোকেন সংবিগ্নং প্রকম্পিতং মানসং চিত্তং যস্য সঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতসুবোধিনী-টীকায়াং প্রথমোঽধ্যায়ঃ ॥ ১

সঞ্জয় বলিলেন—অর্জুন এইরূপ বাক্যসকল বলিয়া যুদ্ধ-সমন্বিত গাণ্ডীব ধনু পরিত্যাগ পূর্ব্বক শোককম্পিত-মানসে রথের উপর উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা মধ্যে ভীষ্মপর্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে অর্জুনবিষাদযোগ নামক প্রথম অধ্যায়।

ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ

সাঙ্খ্যযোগঃ।

[যুদ্ধায়ার্জুনমুৎসাহিতং কুর্বতঃ ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন নিত্যানিত্যবস্তুবিবেচনপূর্ব্বকং সাঙ্খ্যযোগ-কর্মযোগ-স্থিতপ্রজ্ঞানাং তত্ত্ববর্ণনম্।]

সঞ্জয় উবাচ

তং তথা কৃপয়াবিষ্টমশ্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্।
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুসূদনঃ ॥

শ্রীভগবানুবাচ

কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্।
অনার্যজুষ্টমস্বর্গ্যমকীর্তিকরমর্জুন ॥ ২

টীকা—"দ্বিতীয়ে শোকসন্তপ্তমর্জুনং ব্রহ্মবিদ্যয়া। প্রতিবোধ্য হরিশ্চক্রে স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণম্।" তত্ঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—তং তথেত্যাদি। অশ্রুভিঃ পূর্ণে আকুলে ঈক্ষণে যস্য তং তথা উক্তপ্রকারেণ বিষীদন্তমর্জুনং প্রতি মধুসূদনঃ ইদং বাক্যমুবাচ ॥ ১

টীকা—তমেব বাক্যমাহ—শ্রীভগবানুবাচ কুত ইতি। কুতো হেতোস্ত্বা ত্বাং বিষমে সঙ্কটে ইদং কশ্মলমুপস্থিতম্ অয়ং মোহঃ প্রাপ্তঃ। যত আর্য্যৈরসেবিতম্, অস্বর্গ্যম্ অস্বর্গ্যম্, অযশস্করম্ ॥ ২

দ্বিতীয় অধ্যায়।

[যুদ্ধের জন্য অর্জুনকে উৎসাহপ্রদানকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক নিত্যানিত্যবস্তুবিবেচনাপূর্ব্বক সাঙ্খ্যযোগ, কর্মযোগ ও স্থিতপ্রজ্ঞের তত্ত্ববর্ণন।]

সঞ্জয় বলিলেন,—উক্ত প্রকার কৃপাবিষ্ট অশ্রুপূর্ণ চঞ্চিতনয়ন বিষাদগ্রস্ত অর্জুনের প্রতি মধুসূদন এই বাক্য বলিলেন। ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জুন! এরূপ বিপৎসময়ে তোমার অনার্য্য-আচরিত স্বর্গ-প্রতিবন্ধক অযশস্কর মোহ উপস্থিত হইল? ২

ক্লৈব্যং মা স্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপদ্যতে।
ক্ষুদ্রং হৃদয়দৌর্বল্যং ত্যক্ত্বোত্তিষ্ঠ পরন্তপ ॥ ৩

অর্জুন উবাচ

কথং ভীষ্মমহং সংখ্যে দ্রোণঞ্চ মধুসূদন।
ইষুভিঃ প্রতিযোৎস্যামি পূজার্হাবরিসূদন ॥ ৪

গুরূনহত্বা হি মহানুভাবান্—
শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহলোকে।

টীকা—ক্লৈব্যং মাস্ম গম ইতি। তস্মাৎ হে পার্থ! ক্লৈব্যং কাতর্য্যং মাস্ম গমঃ ন প্রাপ্নুহি। যতস্ত্বয়ি এতদ্রোপপদ্যতে যোগ্যং ন ভবতি। ক্ষুদ্রং তুচ্ছং হৃদয়দৌর্বল্যং কাতর্য্যং ত্যক্ত্বা যুদ্ধায় উত্তিষ্ঠ। হে পরন্তপ! শত্রুতাপন!॥ ৩

টীকা—নাহং কাতরত্বেন যুদ্ধাৎ উপরতোঽস্মি। কিন্তু যুদ্ধস্য অস্থায্যাদধর্ম্যাচ্চেত্যাহ—অর্জ্জুন উবাচ কথমিতি। ভীষ্ম-দ্রোণৌ পূজার্হৌ পূজাযোগ্যৌ, তৌ প্রতি কথমহং যোৎস্যামি, তত্রাপি ইষুভিঃ, যত্র বাচাপি যোৎস্যামীত্যর্থঃ বক্তুমনুচিতং, তত্র বাণৈঃ কথং যোৎস্যামীত্যর্থঃ। হে অরিসূদন! শত্রুমর্দ্দন!॥ ৪

টীকা—তর্হি তান্ অহত্বা তব দেহযাত্রাপি ন স্যাদিতি চেৎ, তত্রাহ—গুরূনিতি। গুরূন্ দ্রোণাচার্য্যাদীন্ অহত্বা পরলোকবিরুদ্ধং গুরুবধমকৃত্বা ইহ লোকে ভৈক্ষ্যং ভিক্ষান্নমপি ভোক্তুং শ্রেয়ঃ উচিতম্। বিপক্ষে তু ন কেবলং পরত্র দুঃখং, কিন্ত্বিহৈব চ নরকদুঃখমনুভবেয়মিত্যাহ—হত্বেতি। গুরূন্ হত্বা ইহৈব তু

হে অর্জুন! ক্লীবতা প্রাপ্ত হইও না। ইহা তোমাতে উপযুক্ত হয় না। হে শত্রুতাপিন্! তুচ্ছ হৃদয়ের দুর্ব্বলতা পরিত্যাগপূর্ব্বক যুদ্ধ করিবার জন্য উত্থিত হও॥ ৩

অর্জুন কহিলেন—হে অরিসূদন মধুসূদন! আমি কি প্রকারে সমরে পূজাযোগ্য পিতামহ ভীষ্ম আচার্য্য দ্রোণের প্রতি শরসমূহের দ্বারা যুদ্ধ করিব? যাঁহাদের বাক্যের দ্বারাও যুদ্ধ করিব বলা অকর্ত্তব্য, তাঁহাদের সহিত বাণের দ্বারা যুদ্ধ কিরূপে করিব?॥ ৪

হত্বার্থকামাংস্তু গুরূনিহৈব
ভুঞ্জীয় ভোগান্ রুধিরপ্রদিগ্ধান্ ॥ ৫

ন চৈতদ্ বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো
যদ্ বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ।
যানেব হত্বা ন জিজীবিষাম—
স্তেঽবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্ত্তরাষ্ট্রাঃ ॥ ৬

রুধিরেণ প্রদিগ্ধান্ প্রকর্ষেণ লিপ্তান্ অর্থকামাত্মকান্ ভোগানহং ভুঞ্জীয় অশ্নীয়ান্। যদ্বা অর্থকামানিতি গুরূণাং বিশেষণম্। অর্থতৃষ্ণাকুলত্বাদেতে তাবৎ যুদ্ধান্ন নিবর্ত্তেরন্, তস্মাদেতদ্বধঃ প্রসজ্যৈবেত্যর্থঃ। তথাচ যুধিষ্ঠিরং প্রতি ভীষ্মোক্তম্, "অর্থস্য পুরুষো দাসো দাসস্ত্বর্থো ন কস্যচিৎ। ইতি সত্যং মহারাজ বদ্ধোঽস্ম্যর্থেন কৌরবৈঃ।" ইতি॥ ৫

টীকা—কিঞ্চ যদ্যপ্যধর্ম্মমঙ্গীকরিষ্যামঃ, তথাপি কিমস্মাকং জয়ঃ পরাজয়ো বা গরীয়ান্ ভবেদিতি ন জ্ঞায়ত ইত্যাহ—ন চৈতদিত্যাদি। এতদ্দ্বয়োর্মধ্যে নোঽস্মাকং কতরৎ কিং নাম গরীয়োঽধিকতরং ভবিষ্যতীতি ন বিদ্মঃ। তদেব বয়ং দর্শয়ন্তি। যদ্বা এতান্ বয়ং জয়েম জেষ্যামঃ, যদি বা নোঽস্মানেতে জয়েয়ুর্জেষ্যন্তীতি। কিঞ্চাস্মাকং জয়োঽপি ফলতঃ পরাজয় এবেত্যাহ—যানিতি। যানেব হত্বা জীবিতুং নেচ্ছামস্ত এবৈতে সম্মুখেঽবস্থিতাঃ॥ ৬

মহাপ্রভাব গুরুগণকে বধ না করিয়া যদি এ জগতে ভিক্ষান্নও আর ভোজন করিতে হয়, তবে তাহাও শ্রেয়স্কর, কিন্তু গুরুগণকে বিনষ্ট করত ইহলোকেই তাঁহাদের শোণিতসিক্ত অর্থকাম ভোগ করিব?॥ ৫

এই যুদ্ধে জয় পরাজয়ের মধ্যে আমাদের অধিকতর গরীয়ান্ কোন্‌টি, ইহা আমি বুঝিতে পারিতেছি না, কেননা যাঁহাদের বিনাশ করত আমরা জীবন ধারণে ইচ্ছা করি না, সেই ধৃতরাষ্ট্র-তনয়গণ সম্মুখে অবস্থান করিতেছে॥ ৬

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসম্মূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্ ॥৭
ন হি প্রপশ্যামি মমাপনুদ্যাদ্
যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্দ্রিয়াণাম্।
অবাপ্য ভূমাবসপত্নমৃদ্ধং
রাজ্যং সুরাণামপি চাধিপত্যম্ ॥৮

সঞ্জয় উবাচ
এবমুক্ত্বা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরন্তপ।
ন যোৎস্য ইতি গোবিন্দমুক্ত্বা তূষ্ণীং বভূব হ ॥৯
তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত।
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদন্তমিদং বচঃ ॥১০

শ্রীভগবানুবাচ
অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ ॥১১

টীকা—উপদেশগ্রহণে স্বাধিকারং সূচয়ন্নাহ—কার্পণ্যেত্যাদি। তস্মাৎ কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ, এতান্ হত্বা কথং জীবিষ্যাম ইতি কার্পণ্যং, দোষশ্চ স্বকুলক্ষয়কৃতঃ, তাভ্যামুপহতোঽভিভূতঃ স্বভাবঃ শৌর্য্যাদিলক্ষণো যস্য সোঽহং ত্বাং পৃচ্ছামি; তথা ধর্ম্মে সম্মূঢ়ং চেতো যস্য সঃ, যুদ্ধং ত্যক্ত্বা ভিক্ষাটনমপি ক্ষত্রিয়স্য ধর্ম্মোঽধর্ম্মো বেতি সন্দিগ্ধচিত্তঃ সন্নিত্যর্থঃ। অতো মে নিশ্চিতং যৎ শ্রেয়ঃ মুক্তং স্যাৎ, তন্ ব্রূহি। কিঞ্চ তেঽহং শিষ্যঃ শাসনার্হঃ, অতস্ত্বাং শরণাগতং মাং শাধি শিক্ষয়। ৭

টীকা—যদেব বিচার্য্য তন্ মুক্তং, তৎ কুত্রেতি চেৎ, তত্রাহ—ন হি প্রপশ্যামীতি। ইন্দ্রিয়াণামুচ্ছোষণমতিশোষণকরং মদীয়ং শোকং যৎ কস্মৈ অপনুদ্যাৎ অপনয়েৎ, তদহং ন প্রপশ্যামীতি। যদ্যপি ভূমৌ নিষ্কণ্টকং সমৃদ্ধং রাজ্যং প্রাপ্স্যামি, তথা সুরেন্দ্রত্বমপি যদি প্রাপ্স্যামি, এবমতীতং ভূতং সর্ব্বমবাপ্স্যামি শোকাপনোদনোপায়ং ন

প্রপশ্যামীত্যন্বয়ঃ। ৮

টীকা—এবমুক্ত্বেত্যস্য কিং কৃতবানিত্যপেক্ষায়াং সঞ্জয় উবাচ—এবমিত্যাদি স্পষ্টার্থঃ। ৯

টীকা—ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তমুবাচেতি। প্রহসন্নিব প্রসন্নমুখঃ সন্নিত্যর্থঃ। ১০

টীকা—দেহাত্মনোরবিবেকাদস্যৈবং শোকো ভবতীতি তদ্বিবেকদর্শনার্থং শ্রীভগবানুবাচ—অশোচ্যানিত্যাদি। শোকস্য অবিষয়ীভূতানেব বন্ধূন্ ত্বম্ অন্বশোচঃ অনুশোচিতবানসি "দৃষ্ট্বেমান্ স্বজনান্ কৃষ্ণ" ইত্যাদিনা। তত্র "কুতস্ত্বা কশ্মলমিদং বিষমে সমুপস্থিতম্" ইত্যাদিনা ময়া বোধিতোঽপি পুনশ্চ প্রজ্ঞাবতাং পণ্ডিতানাং বাদান্ শব্দান্ "কথং ভীষ্মমহং সঙ্খ্যে" ইত্যাদীন্ কেবলং ভাষসে, ন তু পণ্ডিতোঽসি যতঃ গতাসূন্ গতপ্রাণান্ বন্ধূন্ অগতাসূংশ্চ জীবতোঽপি বন্ধুহীনা এতে কথং জীবিষ্যন্তীতি নানুশোচন্তি পণ্ডিতা বিবেকিনঃ। ১১

কাতরতা ও স্বজনক্ষয়জনিত দোষহেতু শৌর্য্যাদি স্বভাবতঃ অভিভূত হইয়াছে, আমার চিত্ত ধর্ম্মনির্ণয়ে অক্ষম, এইজন্য তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি, যাহাতে আমার কল্যাণ হয় তাহা আমাকে নিশ্চয়পূর্ব্বক বল। আমি তোমার শিষ্য, তোমার শরণাগত, আমাকে শিক্ষা প্রদান কর। ৭

পৃথিবীতে নিষ্কণ্টক সমৃদ্ধ রাজ্য এবং দেবেন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইলেও আমার ইন্দ্রিয়গণের অতিশোষণকর শোক অপনীত হইবে তাহা দেখিতেছি না। ৮

সঞ্জয় কহিলেন,—শত্রুতাপন বিষণ্ণচিত্ত অর্জ্জুন হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণকে এইরূপ কথনান্তর 'আমি যুদ্ধ করিব না' গোবিন্দকে বলিয়া নীরবে অবস্থান করিতে লাগিলেন। ৯

হে ভারত! হৃষীকেশ সহাস্যবদনে উভয় সেনার মধ্যে বিষাদগ্রস্ত অর্জ্জুনকে এই বাক্য কহিলেন। ১০

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—তুমি শোকের অবিষয়ীভূত বন্ধুগণের জন্য শোক করিতেছ এবং পণ্ডিতগণের ন্যায় কথা বলিতেছ। পণ্ডিতসমূহ মৃত অথবা জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন না। ১১

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃপরম্ ॥ ১২
দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি ॥ ১৩
মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণ-সুখদুঃখদাঃ।

আগমাপায়িনোঽনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥ ১৪
যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোঽমৃতত্বায় কল্পতে ॥ ১৫
নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ।
উভয়োরপি দৃষ্টোঽন্তস্ত্বনয়োস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥ ১৬

টীকা—অশোচ্যত্বে হেতুমাহ—ন ত্বেবাহমিতি। যথাহং পরমেশ্বরো জাতু কদাচিৎ লীলাবিগ্রহস্যাবির্ভাব-তিরোভাবেঽপি নাসমিতি তু নৈব, অপি ত্বাসমেব অনাদিত্বাৎ; ন চ ত্বং নাসীঃ নাভূঃ, অপি ত্বাসীরেব; ইমে বা জনাধিপা নৃপা নাসন্নিতি ন অপি তু আসন্নেব মদংশত্বাৎ; তথাতঃপরম্ ইত উর্ধ্বমপি ন ভবিষ্যামো ন স্থাস্যাম ইতি চ নৈব, অপি তু স্থাস্যাম এবেতি, জন্ম-মরণসূক্ষ্মত্বাদশোচ্যা ইত্যর্থঃ ॥ ১১

টীকা—নন্বীশ্বরস্য তব জন্মাদিশূন্যত্বং সত্যমেব; জীবানান্তু জন্মমরণে প্রসিদ্ধে, তত্রাহ—দেহিন ইত্যাদি। দেহিনো দেহাভিমানিনো জীবস্য যথাস্মিন্ স্থূলদেহে কৌমারাদ্যবস্থাস্তদ্দেহনিবন্ধনা এব, ন তু স্বতঃ, পূর্ব্বাবস্থা-নাশেঽবস্থান্তরোৎপত্তাবপি স এবাহমিতি প্রত্যভিজ্ঞানাৎ তথৈব এতদ্দেহনাশে দেহান্তরপ্রাপ্তিরপি লিঙ্গদেহ-নিবন্ধনৈব। ন তু তাদাত্ম্যনো নাশঃ, জাতমাত্রস্য পূর্ব্ব-সংস্কারেণ স্তন্যপানাদৌ প্রবৃত্তিদর্শনাৎ। অতো ধীরো ধীমান্ তত্র তয়োর্দেহনাশোৎপত্ত্যোর্ন মুহ্যতি, আত্মৈব মৃতো জাতশ্চেতি ন মন্যতে ॥ ১৩

টীকা—নন্বহং গতানগতানহং ন শোচামি, কিন্তু তদ্-বিয়োগাদিদুঃখভাজনম্ আত্মানমেবেতি চেত্তত্রাহ মাত্রা-

স্পর্শা ইতি। মীয়ন্তে জ্ঞায়ন্তে বিষয়া আভিরিতি মাত্রা ইন্দ্রিয়বৃত্তয়ঃ তাসাং স্পর্শাঃ বিষয়েষু সম্বন্ধাঃ, তে শীতোষ্ণাদি-প্রদা ভবন্তি, তে আগমাপায়িত্বাদনিত্যা অস্থিরাঃ; অতস্তান্ তিতিক্ষস্ব সহস্ব; যদা জলতেপায়িদংসর্গাস্তত্তৎ-কালকৃতাঃ স্বভাবতঃ শীতোষ্ণাদি প্রযচ্ছন্তি, এবমিষ্ট-সংযোগবিয়োগা অপি সুখদুঃখাদি প্রযচ্ছন্তি, তেষাং চাস্থিরত্বাৎ সহনং তব ধীরস্যোচিতং, ন তু তন্নিমিত্ত-হর্ষবিষাদপারবশ্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৪

টীকা—তৎপ্রতীকারপ্রযত্নাদপি তৎসহনমেবোচিতং মহাফলত্বাদিত্যাহ—যং হীত্যাদি। এতে মাত্রাস্পর্শা যং পুরুষং ন ব্যথয়ন্তি নাভিভবন্তি, সমে দুঃখসুখে যস্য স তম্। স হৈরবিক্ষিপ্যমাণো ধৃত্যানেনাবা অমৃতত্বায় মোক্ষায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ১৫

টীকা—নন্বু তথাপি শীতোষ্ণাদিকমতিদুঃসহং কথং সোঢ়ব্যম্, অত্যন্তং তৎসহনে চ কদাচিদাত্মনো নাশঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য তত্ত্ববিচারতঃ সর্ব্বং সোঢ়ুং শক্যমিত্যাশয়েনাহ—নাসতো বিদ্যতে ইতি। অসতোঽনাত্মধর্ম্মত্বাদ-বিদ্যমানস্য শীতোষ্ণাদেরাত্মনি ভাবঃ সত্তা ন বিদ্যতে, তথা সতঃ সংস্বভাবস্যাত্মনোঽভাবো নাশো ন বিদ্যতে; এবমুভয়োঃ সদসতোরন্তো নির্ণয়ো দৃষ্টঃ, কৈঃ তত্ত্বদর্শিভিঃ, বস্তুযাথার্থ্যবিদ্ভিঃ। এবম্ভূতবিবেকেন সহস্বেত্যর্থঃ ॥ ১৬

আমি কখনও ছিলাম না, এমন নহে; তুমিও ছিলে না, এরূপ নয় এবং এই নৃপতিসমূহ ছিলেন না; ইহাও নহে, দেহান্তর হইলেও আমরা থাকিব না এমতও নহে ॥ ১২

যেমন দেহাভিমানী জীবের স্থূল দেহে কৌমার, যৌবন ও জরা উপস্থিত হয়, তদ্রূপ এই দেহনাশে অন্যদেহ প্রাপ্তি হইয়া থাকে, সে বিষয়ে বুদ্ধিমান্ মোহিত হন না ॥ ১৩

হে পার্থ! শব্দ-স্পর্শ-রূপ-রস-গন্ধ বিষয়সকলের সহিত শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ও ঘ্রাণ এই ইন্দ্রিয়গণের সংযোগই শীত উষ্ণ সুখ এবং দুঃখ প্রদান করিয়া থাকে, তাহা কখন উৎপন্ন কখন বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য অনিত্য অস্থির। হে ভারত! সে সমুদয় সহ্য কর ॥ ১৪

হে পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই মাত্রাস্পর্শসকল সুখদুঃখে একরূপে অবস্থিত যে ধীর পুরুষকে ব্যথিত না করে, তিনি মোক্ষ লাভ করিবার যোগ্য হন ॥ ১৫

অসৎ অনিত্য বস্তুসমূহের সত্তা নাই আর নিত্য বস্তুর নাশ নাই। বস্তুযাথার্থ্যবিদ্গণই নিত্য ও অনিত্যের নির্ণয় দর্শন করিয়াছেন ॥ ১৬

অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্তুমর্হতি ॥ ১৭
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্যোক্তাঃ শরীরিণঃ।
অনাশিনোঽপ্রমেয়স্য তস্মাদ্ যুধ্যস্ব ভারত ॥ ১৮
য এনং বেত্তি হন্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে ॥ ১৯

ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচি—
ন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে ॥ ২০
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্।
কথং স পুরুষঃ পার্থ কং ঘাতয়তি হন্তি কম্ ॥ ২১

টীকা—তত্র সদ্ভাবমবিনাশি বস্তু সামান্যেনোক্তং, বিশেষতো দর্শয়তি—অবিনাশি বিদ্ধি। যেন সর্ব্বমিদমাগমাপায়ধর্ম্মাত্মকং দেহাদিকং ততং ব্যাপ্তং, তত্তু আত্মস্বরূপম্ অবিনাশি বিনাশশূন্যং বিদ্ধি জানীহি। তত্র হেতুমাহ—বিনাশমিতি ॥ ১৭

টীকা—আগমাপায়ধর্ম্মকমেব দর্শয়তি—অন্তবন্ত ইতি। অন্তো বিনাশো বিদ্যতে যেষাং তে অন্তবন্তঃ নিত্যস্য সর্ব্বদৈকরূপস্য, শরীরিণঃ শরীরবতঃ অতএব অনাশিনো বিনাশরহিতস্য অপ্রমেয়স্য অপরিচ্ছিন্নস্য আত্মন ইমে সুখদুঃখাদিধর্ম্মকা দেহা উক্তাস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। যস্মাদেবাত্মনো ন বিনাশঃ ন চ সুখদুঃখাদিসম্বন্ধঃ, তস্মাদ্যোঽয়ং শোকং ত্যক্ত্বা যুধ্যস্ব স্বধর্ম্মং মা ত্যাক্ষীরিত্যর্থঃ ॥ ১৮

টীকা—তদেবং ভীষ্মাদিমৃত্যুনিমিত্ত-শোকো নিবারিতঃ যচ্চাত্মনো হন্তৃত্বনিমিত্তং দুঃখমুক্তম "এতান্ন হন্তুমিচ্ছামি" ইত্যাদিনা, তদপি তদ্বদেব নিমিত্তমিত্যাহ—য এনমিতি। এনমাত্মানম্। আত্মনো হননক্রিয়ায়াং কর্ম্মবৎ কর্ত্তৃত্বমপি নাস্তীত্যর্থঃ তত্র হেতুর্নায়মিতি ॥ ১৯

টীকা—ন হন্যত ইত্যুক্তমেব ষড়্ভাববিকারশূন্যত্বেন দ্রঢ়য়তি—নেতি, ন জায়ত ইত্যাদি। ন জায়ত ইতি জন্মপ্রতিষেধঃ, ন ম্রিয়ত ইতি বিনাশপ্রতিষেধঃ। বাশব্দৌ চার্থে। ন চায়ং ভূত্বা উৎপন্ন ভবিতা ভবতি, অস্তিত্বং ভজতে, কিন্তু প্রাগেব স্বতঃ সদ্রূপ ইতি জন্মানন্তরাস্তিত্বলক্ষণদ্বিতীয়বিকারপ্রতিষেধঃ। তত্র হেতুঃ—অজোঽয়ং। যো হি জায়তে স হি জন্মান্তরমস্তিত্বং ভজতে; ন তু যঃ স্বত এবাস্তি স ভূয়োঽপ্যস্তিত্বং ভজত ইত্যর্থঃ। নিত্যঃ সর্ব্বদৈকরূপ ইতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ, শাশ্বতঃ শশ্বদ্ভব ইত্যপক্ষয়প্রতিষেধঃ। পুরাণ ইতি বিপরিণামপ্রতিষেধঃ। পুরাপি নব এব। ন তু পরিণামতো রূপান্তরং প্রাপ্য নবো ভবতীত্যর্থঃ। যদ্বা ন ভবিতেত্যস্তানুষঙ্গং কৃত্বা ভূয়োঽধিকং যথা ভবিতেতি তথা ন ভবতীতি বৃদ্ধিপ্রতিষেধঃ। অজো নিত্য ইতি চোভয়ত্রাস্তাভাবে হেতুরিতি ন পৌনরুক্ত্যম্। তদেবং জায়তে অস্তি বর্দ্ধতে বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে বিনশ্যতীত্যেবং যাস্কাদিভির্ভেদবাদিভিরুক্তাঃ ষড়্ভাববিকারা নিরস্তাঃ। যদর্থমেতে বিকারা নিরস্তাস্তং প্রস্তুতং বিনাশাভাবমুপসংহরতি—ন হন্যতে হন্যমানে শরীর ইতি ॥ ২০

টীকা—অতএব হন্তৃত্বাভাবোঽপি পূর্ব্বোক্তঃ প্রতিষিদ্ধ ইত্যাহ—বেদাবিনাশিনমিত্যাদি। নিত্যং বৃদ্ধিশূন্যম্। অব্যয়ম্ অপক্ষয়শূন্যম্। অজম্ অবিনাশিনঞ্চ যো বেদ, স পুরুষঃ কং হন্তি কথং বা হন্তি? এবন্তূতস্য

যাঁহার দ্বারা এই চরাচর জগৎ ও দেহাদি আছে, তিনিই বিনাশবিহীন জানিবে। কেহ সর্ব্ববিকারশূন্য পরমাত্মাকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয় না ॥ ১৭

সর্ব্বদা একরূপে স্থিত বিনাশবিরহিত অপরিচ্ছিন্ন অবিষয়ীভূত জীবাত্মার এই শরীরসমূহ অন্তবিশিষ্ট নাশশীল বলিয়া কথিত হয়। হে ভারত! অতএব যুদ্ধ কর ॥ ১৮

যিনি এই জীবাত্মাকে হননকারী বলিয়া জানেন ও যিনি ইহাকে নিহত হইল বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা উভয়ে অবগত নহেন যে এই আত্মা কাহাকেও বিনাশ করেন না বা বিনষ্ট হন না ॥ ১৯

এই জীবাত্মা কখন জন্মগ্রহণ করেন না অথবা মরেন না, বারংবার উৎপন্ন বা বর্দ্ধিত হন না। ইনি জন্মবিহীন নিত্য (হ্রাসবৃদ্ধিশূন্য) শাশ্বত (ক্ষয়বিহীন) ও পুরাণ পরিণামশূন্য, শরীর হতমান (বিনষ্ট) হইলেও ইনি হত হন না ॥ ২০

হে পার্থ! যিনি এই আত্মাকে অবিনাশী অক্ষয় নিত্য অজ বলিয়া জানেন, সেই পুরুষ কি প্রকারে কাহাকে বিনাশ করাইবেন অথবা কাহাকে বধ করিবেন? ২১

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণা-
ন্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী ॥ ২২
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো ন শোষয়তি মারুতঃ ॥ ২৩
অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়মক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ ॥ ২৪
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়মবিকার্যোঽয়মুচ্যতে।
তস্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোচিতুমর্হসি ॥ ২৫
অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যসে মৃতম্।
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈবং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬
জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৭

বধে সাধনাভাবাৎ। তথা স্বয়ং প্রয়োজকো ভূত্বা অন্যেন কং ঘাতয়তি কথং বা ঘাতয়তি? ন কিঞ্চিদপি। ন কথঞ্চিদপীত্যর্থঃ। অনেন ময়াপি প্রয়োজকত্বাদ্দোষদৃষ্টিঃ মা কার্ষীরিত্যুক্তং ভবতি ॥ ২১

টীকা—নন্বাত্মনোঽবিনাশেঽপি ওদীয়শরীরনাশং পর্য্যালোচ্য শোচামীতি চেৎ তত্রাহ -বাসাংসীত্যাদি। কর্ম্মনিবন্ধনভূতানাং দেহানামবশ্যম্ভাবিত্বাৎ ন তজ্জীর্ণ-দেহনাশে শোকাবকাশ ইত্যর্থঃ ॥ ২২

টীকা—কথং হন্মি ইত্যনেনোক্তং বধসাধনাভাবং দর্শয়ন্ অবিনাশিনমাত্মনঃ স্ফুটীকরোতি—নৈনমিত্যাদি। আপো নৈনং ক্লেদয়ন্তি মৃদুকরণেন শিথিলং ন কুর্ব্বন্তি ॥ ২৩

টীকা—তত্র হেতুনাহ—অচ্ছেদ্য ইত্যাদিনা সার্দ্ধেন। নিরবয়বত্বাৎ অচ্ছেদ্যোঽয়মক্লেদ্যশ্চ। মর্ম্মত্বাদভাবাদ্যশোষ্য ইতি ভাবঃ। অতশ্চ ছেদাদিযোগো ন ভবতি, যতো নিত্যঃ অবিনাশী সর্বগতঃ সর্ব্বত্রগতঃ। স্থাণুঃ স্থিরস্বভাবঃ রূপান্তরাপত্তিশূন্যঃ। অচলঃ পূর্ব্বরূপা-

---

পরিত্যাগী। সনাতনোঽনাদিঃ। কিন্তু অব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্য-বিষয়ঃ। অচিন্ত্যঃ মনসোঽপ্যবিষয়ঃ। অবিকার্য্যঃ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণামপ্যগোচর ইত্যর্থঃ উচ্যতে ইতি নিত্যত্বাদাবভিযুক্তোক্তিঃ প্রমাণয়তি ॥ ২৪

টীকা—উপসংহরতি তস্মাদেবমিত্যাদি। তস্যৈব-মাত্মনো জন্মবিনাশাভাবাৎ শোকঃ কার্য্য ইত্যুক্তম্ ॥ ২৫

টীকা—ইদানীং দেহস্য সহাত্মনো জন্ম, তদ্বিনাশেন চ বিনাশমঙ্গীকৃত্যাপি শোকো ন কার্য্য ইত্যাহ—অথ চৈনমিত্যাদি। অথ চ যদ্যপি এনমাত্মানং সর্ব্বদা জন্তুদেহে জাতং জাতং মন্যসে তথা জন্তুদেহে মৃতে মৃতঞ্চ মন্যসে, পুণ্যপাপরোস্তৎফলভূতয়োশ্চ জন্মমরণয়োরাত্ম-গামিত্বাৎ; তথাপি ত্বং শোচিতুং নার্হসি ॥ ২৬

টীকা—কুত ইত্যত আহ জাতস্যেত্যাদি। হি যস্মাজ্জাতস্য স্বাত্মকর্ম্মফলভোগে মৃত্যুর্ধ্রুবো নিশ্চিতঃ, মৃতস্য চ তদ্দেহকর্ম্মণা কর্ম্মণা জন্মাপি ধ্রুবমেব; তস্মাদেবমপরিহার্য্যেঽর্থেঽবশ্যম্ভাবিনি জন্মমরণলক্ষণে অর্থে ত্বং বিদ্বান্ শোচিতুং নার্হসি যোগ্যো ন ভবসি ॥ ২৭

যেমন মানব পুরাতন বস্ত্রসকল পরিত্যাগপূর্বক অপর নূতন বসনসমূহ পরিধান করে, সেইরূপ আত্মা জীর্ণশরীর ত্যাগ করত অন্য নূতন শরীর গ্রহণ করিয়া থাকেন ॥ ২২

অস্ত্রসকল এই আত্মাকে ছেদন করিতে পারে না, অনল ইহাকে দগ্ধ করিতে সমর্থ হয় না, জল ইহাকে আর্দ্র করিতে পারে না, বায়ু ইহাকে শোষণ করিতে সক্ষম হয় না ॥ ২৩

এই আত্মা ছেদনযোগ্য নহেন, ইহাকে দগ্ধ করিতে পারা যায় না, ইনি আর্দ্র হন না ও ইনি শোষণযোগ্য নহেন। ইনি সর্ব্বদা একরূপ, সর্ব্বত্র অবস্থিত, স্থিরস্বভাব—রূপান্তর প্রাপ্ত হন না, অচল পূর্ব্বরূপপরিত্যাগী ও অনাদি ॥ ২৪

ইনি চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের অগোচর, ইনি অচিন্তনীয়—মনেরও অজ্ঞেয়, ইনি কর্ম্মেন্দ্রিয়েরও অবিষয় বলিয়া কথিত হন। অতএব এই আত্মাকে এবম্বিধ অবগত হইয়া অনুশোচনা ত্যাগ কর ॥ ২৫

আর যদি ইঁহাকে নিত্যজাত অথবা নিত্যমৃত জনন-মরণশীল মনে কর, তথাপি হে মহাবাহো! তুমি ইঁহার জন্য অনুশোচনা করিতে পার না ॥ ২৬

যেহেতু উৎপন্ন প্রাণী জীবের মৃত্যু নিশ্চিত ও মৃতজীবের জন্ম ধ্রুব স্থির, অতএব অবশ্যম্ভাবী জন্মমরণ বিষয়ে তুমি শোক করিতে পার না ॥ ২৭

অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত।
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥ ২৮
আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেন—
মাশ্চর্য্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥ ২৯
দেহী নিত্যমবধ্যোঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ৩০
স্বধর্ম্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হসি।
ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে॥ ৩১
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গদ্বারমপাবৃতম্।
সুখিনঃ ক্ষত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে যুদ্ধমীদৃশম্॥ ৩২
অথ চেৎ ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন করিষ্যসি।
ততঃ স্বধর্ম্মং কীর্ত্তিঞ্চ হিত্বা পাপমবাপ্স্যসি॥ ৩৩

টীকা—কিঞ্চ দেহাদীনাং চ স্বভাবং পর্য্যালোচ্য তদুপাধিক আত্মনো জন্মমরণে শোকো ন কার্য্য ইত্যাহ—অব্যক্তাদীনীত্যাদি। অব্যক্তং প্রধানং, তদেবাদি উৎপত্তেঃ পূর্ব্বরূপং যেষাং তানি অব্যক্তাদীনি ভূতানি শরীরাণি কারণাত্মনাপি স্থিতানামেবোৎপত্তেঃ। তথা ব্যক্তম্ অভিব্যক্তং মধ্যং জন্মমরণান্তরালস্থিতিলক্ষণং যেষাং তানি ব্যক্তমধ্যানি; অব্যক্তে নিধনং লয়ো যেষাং তানীমান্যেবম্ভূতান্যেব, তত্র তেষু কা পরিদেবনা কঃ শোকনিমিত্তো বিলাপঃ। প্রতিবুদ্ধস্য স্বপ্নদৃষ্টবস্তুষিব ন শোকো যুজ্যতে ইত্যর্থঃ॥ ২৮

টীকা—কুতস্তর্হি বিদ্বাংসোঽপি লোকে শোচন্তি আত্মাজ্ঞানাদেব ইত্যাশঙ্ক্যেদানীমপি দুর্ব্বিজ্ঞেয়তামাহ—আশ্চর্য্যবদিত্যাদি। কশ্চিদেনমাত্মানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং পশ্যত্যাশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি, সর্ব্বগতস্য নিত্যজ্ঞানানন্দস্বভাবস্যাত্মনোঽলৌকিকত্বাদৈন্দ্রজালিকবদ্ ঘটমানং পশ্যন্নিব বিস্ময়েন পশ্যতি অসম্ভাবনাভিভূতত্বাৎ। তথা আশ্চর্য্যবদেবান্যো বদতি চ শৃণোতি চান্যঃ কশ্চিৎ পুনর্ব্বিপরীতভাবনাভিভূতঃ শ্রুত্বাপি নৈব বেদ। চশব্দা-

---

হে ভারত! প্রাণীসকল প্রথমে অব্যক্ত—অপ্রকাশিত, মধ্যে অভিব্যক্ত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, আর মরণের পরও অব্যক্ত, সে বিষয়ে শোকনিমিত্ত বিলাপ কেন করিবে? ২৮

কেহ এই জীবাত্মাকে বিস্ময়ের সহিত দেখেন, তদ্রূপ অপর ব্যক্তিও বিস্ময়ের সহিত বলেন এবং অন্য ব্যক্তি বিস্ময়ের সহিত শ্রবণ করেন, আবার কেহ শুনিয়াও ইহাকে জানিতে পারেন না॥ ২৯

হে ভারত! এই জীবাত্মা সকল প্রাণীর শরীরে নিয়ত অবধ্যরূপে অবস্থিত, সেইজন্য নিখিল ভূতের জন্য শোক করা কর্ত্তব্য নহে॥ ৩০

আর ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম যুদ্ধ, তাহা দর্শন করত তুমি কম্পিত হইতে পার না—যেহেতু ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্মযুক্ত যুদ্ধ ভিন্ন অন্য মঙ্গলজনক আর কিছু নাই॥ ৩১

হে পার্থ! সৌভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়গণই অপ্রার্থিতরূপে প্রাপ্ত অনর্গল স্বর্গদ্বার এরূপ যুদ্ধ লাভ করেন॥ ৩২

আর যদি তুমি এই ধর্ম্মযুক্ত সংগ্রাম না কর, তাহা হইলে ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম্ম ও কীর্ত্তি পরিত্যাগপূর্ব্বক পাপী হইবে॥ ৩৩

হুক্ত্বাঽপি দৃষ্ট্বাঽপি ন সম্যগেবেতি দ্রষ্টব্যম্॥ ২৯

টীকা—তদেবমবধ্যত্বমাত্মনঃ সংক্ষেপেণোপদিশন্ অশোচ্যত্বমুপসংহরতি—দেহীত্যাদি স্পষ্টার্থঃ॥ ৩০

টীকা—যচ্চোক্তমর্জ্জুনেন "বেপথুশ্চ শরীরে মে" ইত্যাদি তদপ্যযুক্তমিত্যাহ—স্বধর্ম্মমিতি। আত্মনো নানাত্বাভাবাদেবৈতেষাং হননেঽপি বিকম্পিতুং নার্হসি, কিঞ্চ স্বধর্ম্মমপ্যবেক্ষ্য বিকম্পিতুং নার্হসীতি সম্বন্ধঃ। যথোক্তং "ন চ শ্রেয়োঽনুপশ্যামি হত্বা স্বজনমাহবে" ইতি তত্রাহ—ধর্ম্যাদিতি। ধর্ম্মাদনপেতাদ্ন্যায্যাদ্ যুদ্ধাদন্যৎ॥ ৩১

টীকা—কিঞ্চ মহতি শ্রেয়সি স্বয়মেবোপস্থিতে সতি কুতো বিকল্পসে ইত্যাহ—যদৃচ্ছয়েতি। যদৃচ্ছয়াপ্রার্থিতমেবোপপন্নং প্রাপ্তমীদৃশং যুদ্ধং সুখিনঃ সভাগ্যা এব লভন্তে, যতো নিরাবরণং স্বর্গদ্বারমেবৈতৎ। যদ্বা য এবংবিধং যুদ্ধং লভন্তে, ত এব সুখিন ইত্যর্থঃ। এতেন "স্বজনং হি কথং হত্বা সুখিনঃ স্যাম মাধব" ইতি যদুক্তং, তন্নিরস্তং ভবতি॥ ৩২

টীকা—বিপক্ষে দোষমাহ—অথ চেদিত্যাদি॥ ৩৩

অকীর্তিঞ্চাপি ভূতানি কথয়িষ্যন্তি তেঽব্যয়াম্।
সম্ভাবিতস্য চাকীর্তির্মরণাদতিরিচ্যতে ॥ ৩৪
ভয়াদ্ রণাদুপরতং মংস্যন্তে ত্বাং মহারথাঃ।
যেষাঞ্চ ত্বং বহুমতো ভূত্বা যাস্যসি লাঘবম্ ॥ ৩৫
অবাচ্যবাদাংশ্চ বহূন্ বদিষ্যন্তি তবাহিতাঃ।
নিন্দন্তস্তব সামর্থ্যং ততো দুঃখতরং নু কিম্ ॥ ৩৬
হতো বা প্রাপ্স্যসি স্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষ্যসে মহীম্।

টীকা—কিঞ্চ অকীর্তিমিত্যাদি—অব্যয়াং শাশ্বতীম্। সম্ভাবিতস্য বহুমানিতস্য। অকীর্তির্মরণাৎ অতিরিচ্যতে অধিকতরা ভবতি ॥ ৩৪

টীকা—কিঞ্চ ভয়াদিতি। যেষাং বহুগুণত্বেন ত্বং পূর্বং সম্মতোঽভূস্ত এব ভয়েন সংগ্রামাৎ ত্বাং নিবৃত্তং মংস্যন্তে, ততশ্চ বহুমতো ভূত্বা লাঘবং লঘুতাং যাস্যসি ॥ ৩৫

টীকা—কিঞ্চ অবাচ্যবাদাংশ্চেত্যাদি। অবাচ্যান্ বাদান্ বচনানর্হান্ শব্দান্ তবাহিতাঃ তুচ্ছত্রবো বদিষ্যন্তি ॥ ৩৬

টীকা—যদুক্তং "ন চৈতদ্ বিদ্মঃ" ইতি তত্রাহ—হতো বেত্যাদি। পক্ষদ্বয়েঽপি তব লাভ এবেত্যর্থঃ ॥ ৩৭

টীকা—যদপ্যুক্তং "পাপমেবাশ্রয়েদস্মান্" ইতি তত্রাহ—সুখ-দুঃখে ইত্যাদি। সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা, তথা তয়োশ্চ কারণভূতৌ যৌ লাভালাভৌ অপি তয়োরপি কারণভূতৌ জয়াজয়াবপি সমৌ কৃত্বা, এতেষাং সমত্বে কারণং হর্ষ-বিষাদরাহিত্যম্। যুজ্যস্ব সন্নদ্ধো ভব। সুখদুঃখাদ্যভিলাষং হিত্বা স্বধর্মবুদ্ধ্যা যুধ্যমানঃ পাপং ন প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ।

তস্মাদুত্তিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ ॥ ৩৭
সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি ॥ ৩৮
এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯
নেহাভিক্রমনাশোঽস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥ ৪০

টীকা—উপদিষ্টং জ্ঞানযোগমুপসংহরন্ তৎসাধনং কর্মযোগং প্রস্তৌতি এষেত্যাদি। সম্যক্ খ্যায়তে প্রকাশ্যতে বস্তুতত্ত্বমনয়েতি সাংখ্যং সম্যগ্ জ্ঞানম্। তস্মিন্ প্রকাশমানমাত্মতত্ত্বং সাংখ্যম্ তস্মিন্ করণীয়া বুদ্ধিরেষা তবাভিহিতা। এবমভিহিতায়ামপি সাংখ্যবুদ্ধৌ তব চেদাত্মতত্ত্বমপরোক্ষং ন সম্ভবতি, তর্হি অন্তঃকরণশুদ্ধিদ্বারা আত্মতত্ত্বাপরোক্ষার্থং কর্মযোগে ত্বিমাং বুদ্ধিং শৃণু। যয়া বুদ্ধ্যা যুক্তঃ পরমেশ্বরার্পিতকর্মযোগেন শুদ্ধান্তঃকরণঃ সন্ তৎপ্রসাদপ্রাপ্তাপরোক্ষজ্ঞানেন তত্ত্বাদুত্তরং বন্ধং প্রকর্ষেণ হাস্যসি ত্যক্ষ্যসি ॥ ৩৯

টীকা নন্ন কৃষ্যাদিবৎ কর্মণা কদাচিদ্ বিঘ্নবাহুল্যেন স্থলে ব্যভিচারোপলম্ভাচ্চৈবাগমেন চ প্রত্যবায়সম্ভবাৎ কুতঃ কর্মযোগেন কর্মবন্ধপ্রহাণম্ তত্রাহ নেহেত্যাদি। ইহ নিষ্কামকর্মযোগেঽভিক্রমস্য প্রারম্ভস্য নাশো নিষ্ফলত্বং নাস্তি, প্রত্যবায়শ্চ ন বিদ্যতে। ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বিঘ্নবৈগুণ্যাগমসম্ভবাৎ। কিঞ্চাস্য ধর্মস্য ঈশ্বরারাধনার্থ-

আরও প্রাণীসমূহ তোমার অক্ষয় (চিরকাল) অকীর্তি কীর্তন করিবে। বহুজনপূজিত ব্যক্তির অকীর্তি মরণ হইতে অধিকতর হয় ॥ ৩৪

মহারথগণ তোমাকে ভয়হেতু যুদ্ধ হইতে প্রতিনিবৃত্ত মনে করিবেন। যে দুর্যোধনাদির নিকট তুমি বহু সম্মানিত, তাহাদের কাছে অগৌরব প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৫

তোমার শত্রুগণ তোমার সামর্থ্যের নিন্দাপূর্বক বহু কুৎসিত বচন বলিবেই, তাহা হইতে অধিকতর দুঃখ আর কি আছে? ৩৬ তুমি যদি এই যুদ্ধে নিহত হও, তাহা হইলে সমুখ সংগ্রামে মরণজনিত স্বর্গলাভ করিবে, আর যদি জয়ী হও ত সমগ্র ভূমণ্ডল ভোগ করিবে, সেইহেতু হে কৌন্তেয়! যুদ্ধের জন্য কৃতনিশ্চয় হইয়া উঠিত হও ॥ ৩৭

সুখ দুঃখ, লাভ অলাভ, জয় পরাজয় সমান করত তদনন্তর যুদ্ধের জন্য উদ্যুক্ত হও, এরূপ করিলে তোমাকে পাপভাগী হইতে হইবে না ॥ ৩৮

সম্যক্ জ্ঞানে প্রকাশমান আত্মতত্ত্বে পূর্বকথিত বুদ্ধি তোমাকে উপদেশ করিলাম। চিত্তশুদ্ধির জন্য ঈশ্বরারাধনার্থ কর্মযোগে সমাধিযোগে যথাযথ জ্ঞান শ্রবণ কর। হে পার্থ! এই বুদ্ধিযুক্ত হইয়া পরমেশ্বরে অর্পিত কর্মযোগের দ্বারা অন্তঃকরণ হইতে যাতায়াতমূলক কর্মবন্ধন উত্তমরূপে ত্যাগে সমর্থ হইবে ॥ ৩৯

এই নিষ্কাম কর্মযোগে আরম্ভ কার্যের (আরম্ভের) নিষ্ফলত্ব নাই ও আগামী দুঃখজনক দোষও নাই। এই ঈশ্বর-আরাধনার্থ

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখা হ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥ ৪১
যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥ ৪২
কামাত্মানঃ স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্।

কর্মযোগস্য স্বল্পমপ্যুপক্রমমাত্রমপি কৃতং মহতো ভয়াৎ সংসারলক্ষণাৎ ত্রায়তে রক্ষতি, ন তু কাম্যকর্মবৎ কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যাদিনা নৈষ্ফল্যমস্যেত্যর্থঃ॥ ৪০

টীকা—কুত ইত্যপেক্ষায়ামুভয়োর্বৈষম্যমাহ—ব্যবসায়াত্মিকেত্যাদি। ইহ ঈশ্বরারাধনলক্ষণে কর্মযোগে ব্যবসায়াত্মিকা ঈশ্বরভক্ত্যৈব ধ্রুবং তরিষ্যামীতি নিশ্চয়াত্মিকা একৈব একনিষ্ঠৈব বুদ্ধির্ভবতি। অব্যবসায়িনান্তু ঈশ্বরারাধনবহির্মুখানাং কামিনাং কামানামানন্ত্যাদনন্তাস্তত্রাপি হি কর্মফলগুণফলাদিপ্রকারভেদাদ্ বহুশাখাশ্চ বুদ্ধয়ো ভবন্তি, ঈশ্বরারাধনার্থং হি নিত্যং নৈমিত্তিকঞ্চ কর্ম কিঞ্চিদঙ্গবৈগুণ্যেনাপি ন নশ্যতি, যথা শক্নুয়াৎ তথা কুর্যাদিতি হি তত্র বিধীয়তে; ন চ বৈগুণ্যমপি ঈশ্বরোদ্দেশেনৈব বৈগুণ্যোপশমাৎ, ন তু তথা কাম্যং কর্ম 'অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ স্বর্গকামঃ,' 'দর্শেষ্টিয়কামো জুহুয়াৎ' ইতি অতো মহদ্বৈষম্যমিতি ভাবঃ॥ ৪১

টীকা—নন্বু কামিনোঽপি কষ্টান্ কামান্ বিহায় ব্যবসায়াত্মিকামেব বুদ্ধিং কিমিতি ন কুর্বন্তি তত্রাহ—যামিমামিত্যাদি। যামিমাং পুষ্পিতাং বিষলতাবদাপাততো রমণীয়াং প্রকৃষ্টাং পরমার্থফলপরামেব বদন্তি, বাচং স্বর্গাদিফলশ্রুতিং যে তেষাং তয়া বাচাপহৃতচেতসাং

ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্যগতিং প্রতি॥ ৪৩
ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্।
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ৪৪
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫

ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধির্ন সমাধৌ বিধীয়ত ইতি তৃতীয়েনোত্তরম্। কিমিতি তথা বদন্তি, যতোঽপিশ্চিতো মূঢ়াস্তত্র হেতুঃ—বেদবাদরতা ইতি। বেদে যে বাদা অর্থবাদাঃ "অক্ষয্যং হ বৈ চাতুর্মাস্যযাজিনঃ সুকৃতং ভবতি", তথা "অপাম সোমমমৃতা অভূম" ইত্যাদ্যাঃ। তেষেব রতাঃ প্রীতাঃ, অতএব অতঃপরমন্যদীশ্বরতত্ত্বং প্রাপ্যং নাস্তীতি বচনশীলাঃ। অতএব কামাত্মান ইতি—কামাকুলিতচিত্তাঃ, অতঃ স্বর্গ এব পরঃ পুরুষার্থো যেষাং তে। জন্ম চ তত্র কর্মাণি চ তৎফলানি চ প্রদদাতীতি তথা তাং ভোগৈশ্বর্য-গতিং প্রাপ্তিং প্রতি সাধনভূতা যে ক্রিয়াবিশেষাস্তে বহুলা যস্যাং তাং প্রবদন্ত্যীদৃশমুক্তবন্তঃ। ততশ্চ ভোগৈশ্বর্যপ্রসক্তানামিত্যাদি। ভোগৈশ্বর্যয়োঃ প্রসক্তানামভিনিবিষ্টানাং তয়া পুষ্পিতয়া বাচা অপহৃতমাকৃষ্টং চেতো যেষাম্। তেষাম্ সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং পরমেশ্বরাভিমুখত্বমিতি যাবৎ, তস্মিন্নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিস্তু ন বিধীয়তে। কর্মকর্তরি প্রয়োগঃ। সা নোৎপদ্যত ইতি ভাবঃ॥ ৪২-৪৪

টীকা—নন্বু চ যদি স্বর্গাদিকং পরমং ফলং ন ভবতি, তর্হি কিমিতি বেদৈস্তৎসাধনতয়া কর্মাণি বিধীয়ন্তে? তত্রাহ—ত্রৈগুণ্যবিষয়া ইতি। ত্রিগুণাত্মিকাঃ সকামা

কর্মযোগের অত্যল্প অল্পও অনুষ্ঠিত হইলে সংসারমহাভয় মহাভয় হইতে পরিত্রাণ করে॥ ৪০

হে কুরুনন্দন! ভগবদারাধন-লক্ষণ কর্মযোগে 'পরমেশ্বরের ভক্তির দ্বারা আমি অবশ্যই সংসারসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইব,' এই নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি একনিষ্ঠাই হয়, আর কামিগণের বুদ্ধি কামনার অনন্তত্ব-হেতু বহুভেদবিশিষ্টা ও অনন্তা হইয়া থাকে॥ ৪১

অবিদ্বান্, যেহেতু স্বর্গাদিপ্রাপক কর্মের প্রশংসামূলক বাক্যে অনুরক্ত স্বর্গপর আদি ফলসাধন ভিন্ন অন্য কর্ম নাই এরূপ অধমজনগণ এই যে 'চাতুর্মাস্যযাজীর অক্ষয় সুখলাভ হয়,' সোমপানে অমর হইব ইত্যাদি বিবলতার ন্যায় আপাতরমণীয় বাক্য বলেন,

তাঁহারা কামনায় অত্যাসক্ত স্বর্গপ্রধান জন্মকর্মফলপ্রদ ভোগ-ঐশ্বর্য প্রাপ্তির প্রতি সাধনভূত অধিক ক্রিয়াবিশেষ বিষয়ক বাক্য বলিয়া থাকেন॥ ৪২-৪৩

সেই বাক্যে আকৃষ্টচিত্ত ভোগ-ঐশ্বর্যে অত্যন্ত আসক্তগণের সমাধিতে ঈশ্বরাভিমুখে নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি উৎপন্ন হয় না॥ ৪৪

কর্মকাণ্ডপ্রতিপাদক বেদভাগ ত্রিগুণাত্মক, সকাম, অধিকারিগণের কর্মফলপ্রতিপাদক। হে অর্জুন! তুমি ত্রিগুণাতীত নিষ্কাম দ্বৈতাদি-দ্বন্দ্বরহিত নিত্যসত্ত্বগুণস্থিত যোগক্ষেম-রহিত (অপ্রাপ্তের স্বীকার, প্রাপ্তের রক্ষা বিরহিত) অবিচলিত অপ্রমত্ত হও॥ ৪৫

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সম্প্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ ॥ ৪৬
কর্মণ্যেবাধিকারস্তে মা ফলেষু কদাচন।
মা কর্মফলহেতুর্ভূর্মা তে সঙ্গোঽস্ত্বকর্মণি ॥ ৪৭

যোগস্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮
দূরেণ হ্যবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্ ধনঞ্জয়।
বুদ্ধৌ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯

হেতুর্বিকারিণস্তদ্বিষয়াস্তেষাং কর্মফলসম্বন্ধপ্রতিপাদকা বেদাঃ। ত্বন্তু নিস্ত্রৈগুণ্যো নিষ্কামো ভব। তত্রোপায়মাহ —নির্দ্বন্দ্বঃ সুখদুঃখশীতোষ্ণাদিযুগলানি যস্মানি তদ্রহিতো ভব, তানি সহস্ব ইত্যর্থঃ। কথমিত্যত আহ—নিত্য-সত্ত্বস্থঃ সন্ ধৈর্য্যমবলম্বেত্যর্থঃ। তথা নির্যোগক্ষেমঃ অপ্রাপ্তস্বীকারো যোগঃ, প্রাপ্তপরিপালনং ক্ষেমঃ তদ্রহিতঃ, আত্মবানপ্রমত্তঃ, নহি যত্নাকুলস্য যোগক্ষেমব্যাপৃতস্য চ প্রমাদিনস্ত্রৈগুণ্যাতিক্রমঃ সম্ভবতীতি ॥ ৪৫

টীকা—নন্বু বেদোক্তফলপরিত্যাগেন নিষ্কামতয়া ঈশ্বরারাধনবিষয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিস্তু কুবুদ্ধিরেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—যাবানিতি। উদকং পীয়তেঽস্মিন্নিতি উদপানং বাপীকূপতড়াগাদি, তস্মিন্ যাবোদকে একত্র কৃৎস্নার্থস্যা-সম্ভবাৎ তত্র তত্র পরিভ্রমণেন বিভাগশো যাবান্ স্নান-পানাদিরর্থঃ প্রয়োজনং ভবতি, তাবান্ সর্ব্বোঽপ্যর্থঃ সর্ব্বতঃ সম্প্লুতোদকে মহাহ্রদে একত্রৈব যথা ভবতি এবং যাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু তত্তৎকর্ম্মফলরূপোঽর্থঃ তাবান্ সর্ব্বোঽপি বিজানতো ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিযুক্তস্য ব্রাহ্মণস্য ব্রহ্মনিষ্ঠস্য ভবত্যেব; ব্রহ্মানন্দে ক্ষুদ্রানন্দানামন্তর্ভাবাৎ 'এতস্যৈবানন্দস্যান্যানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি' ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদিয়মেব বুদ্ধিঃ সুবুদ্ধিরিত্যর্থঃ ॥ ৪৬

টীকা—তর্হি সর্ব্বাণি কর্ম্মফলানি পরমেশ্বরারাধনাদেব ভবিষ্যন্তীত্যভিসন্ধায় প্রবর্ত্তসে, কিং কর্ম্মণোঽত্যাশঙ্ক্য তদ্-ব্যাবয়য়াহ—কর্ম্মণ্যেবেতি। তে তব তত্ত্বজ্ঞানার্থিনঃ কর্ম্মণ্যেবাধিকারঃ, তৎফলেষু বন্ধহেতুষু অধিকারঃ কামো মা অস্তু। নন্বু কর্ম্মণি কৃতে তৎফলং সাধ্যেব, ভোজনে কৃতে তৃপ্তিবদিত্যাশঙ্ক্যাহ মা কর্ম্মফলহেতুর্ভূঃ; কর্ম্মফলং প্রবৃত্তিহেতুরসৌ ন তথাভূতো মা ভূঃ, কাম্য-মানত্বেন যদ্যদ্দেবনিয়োজ্যবিশেষরূপেণ ফলত্বাদকামিতং ফলং ন সাধয়িতুং শক্যং। অতএব ফলং বন্ধকং ভবিষ্যতীতি, তদকরণাদ্ বন্ধাকরণেঽপি তব সঙ্গো নিষ্ঠা মাস্তু ॥ ৪৭

টীকা—কিং যোগস্থ ইতি। যোগঃ পরমেশ্বরৈকপরতা, তত্র স্থিতঃ কর্ম্মাণি কুরু, তথা সঙ্গং কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরার্পণেনৈব কুরু, তৎফলস্য জ্ঞানস্যাপি সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোঃ সমো ভূত্বা কেবল-মীশ্বরার্পণেনৈব কুরু, যত এবম্ভূতঃ সমত্বমেব যোগ উচ্যতে সন্দিগ্ধচিত্তসমাধানরূপত্বাৎ ॥ ৪৮

টীকা—কামাস্তু কর্ম্ম অতিনিকৃষ্টমিত্যাহ—দূরেণেতি। বুদ্ধ্যা ব্যবসায়াত্মিকয়া কৃতং কর্ম্মযোগো বুদ্ধিযোগো বুদ্ধি-সাধনভূতো বা, তস্মাৎ সকাশাদতিশয়ং সাধনভূতং কাম্যং কর্ম্ম দূরেণ অবরম্ অত্যন্তমপকৃষ্টং হি যস্মাৎ এবং তস্মাদ্ বুদ্ধৌ জ্ঞানে শরণমাশ্রয়ঃ কর্ম্মযোগম্ অধিষ্ঠায়ানুতিষ্ঠ, যদ

ভিন্ন ভিন্ন বাপী কূপ তড়াগাদি যত্নোদকে স্নানপানাদি প্রয়োজন সাধিত হয়, একমাত্র মহাহ্রদে সে সমস্ত বিষয় সিদ্ধ হইয়া থাকে; এরূপ সকল বেদে যে প্রয়োজন নিষ্পাদিত হয়, সে সকলই ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিসম্পন্ন ব্রহ্মনিষ্ঠগণের হইয়া থাকে। (যেহেতু ব্রহ্মানন্দের অন্তর্ভুক্ত) ॥ ৪৬

হে অর্জুন! তোমার অধিকার, কখন ফলে যেন অধিকার না হয়, তদ্ভিন্ন তোমার কর্ম্মফল যেন কর্ম্মকরণের হেতু না হয়, আর কর্ম্ম অকরণেও তোমার নিষ্ঠা না হউক ॥ ৪৭

হে ধনঞ্জয়! তুমি কর্ত্তৃত্বের অভিমান ত্যাগ পূর্ব্বক অনন্যভাবে পরমেশ্বরারাধন ও সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সম হইয়া কর্ম্মফল ভগবৎ-প্রীতির জন্য কর। এরূপ ঈশ্বরার্পণরূপ সমত্বকেই শাস্ত্রজ্ঞ যোগ বলিয়া থাকেন ॥ ৪৮

হে ধনঞ্জয়! যেহেতু সমত্ববুদ্ধিযোগ হইতে কর্ম্মসমূহ অতিশয় নিকৃষ্ট, অতএব নিষ্কাম কর্ম্মযোগের আচরণ কর। ফলকামী মানবগণ অতি হীন ॥ ৪৯

বুদ্ধিযুক্তো জহাতীহ উভে সুকৃত-দুষ্কৃতে।
তস্মাদ্ যোগায় যুজ্যস্ব যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলম্ ॥ ৫০
কর্ম্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ত্বা মনীষিণঃ।
জন্ম-বন্ধবিনির্ম্মুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাময়ম্ ॥ ৫১
যদা তে মোহকলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ ॥ ৫২

বা বুদ্ধৌ শরণং ত্রাতারমীশ্বরমাশ্রয়েত্যর্থঃ। ফলহেতবস্তু সকামাঃ নরাঃ কৃপণা দীনাঃ "যো বা এতদক্ষরমবিদিত্বা গার্গ্যাস্মাল্লোকাৎ প্রৈতি, স কৃপণঃ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪৯

টীকা—বুদ্ধিযোগযুক্তস্তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—বুদ্ধিযুক্ত ইতি। সুকৃতং স্বর্গাদিপ্রাপকং, দুষ্কৃতং নিরয়াদিপ্রাপকং তে উভে ইহৈব জন্মনি পরমেশ্বরপ্রসাদেন জহাতি ত্যজতি, তস্মাদ্ যোগায় তদর্থায় কর্ম্মযোগায় যুজ্যস্ব ঘটস্ব, যতঃ কর্ম্মসু যৎ কৌশলং বন্ধকত্বানাপাদনং তেষামীশ্বরারাধনেন মোক্ষপর্য্যবসম্পাদনচাতুর্য্যং স এব যোগঃ ॥ ৫০

টীকা—কর্ম্মণাং মোক্ষসাধনত্বপ্রকারমাহ—কর্ম্মজমিতি। কর্ম্মজং ফলং ত্যক্ত্বা কেবলমীশ্বরারাধনার্থমেব কর্ম্ম কুর্ব্বাণা মনীষিণো জ্ঞানিনো ভূত্বা জন্মরূপেণ বন্ধেন বিনির্ম্মুক্তাঃ সন্তঃ অনাময়ং সর্ব্বোপদ্রবরহিতং বিষ্ণোঃ পদং মোক্ষাখ্যং গচ্ছন্তি ॥ ৫১

টীকা—কদা তৎপদমহং প্রাপ্স্যামীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদেতি দ্বাভ্যাম্। মোহো দেহাদিধাস্বুদ্ধিত্বমেব কলিলং গহনম্ "কলিলং গহনং বিদুঃ" ইত্যভিধানকোষস্মৃতেঃ। তত্তস্যায়মর্থঃ,—এবং পরমেশ্বরারাধনে ক্রিয়মাণে

বুদ্ধিযুক্ত নিষ্কাম কর্ম্মানুষ্ঠানকারী ইহজন্মেই কর্ম্মাদিপ্রাপক সুকৃত, নরকাদি-প্রাপক দুষ্কৃত উভয়ই ত্যাগ করে; তজ্জন্য নিষ্কাম কর্ম্মযোগের নিমিত্ত যত্নশীল হও— যেহেতু কর্ম্মে যে ঈশ্বর আরাধনরূপ কৌশল, তাহাই যোগ ॥ ৫০

সমত্ব-বুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধিমান্‌গণ নিষ্কাম কর্ম্ম অনুষ্ঠানহেতু কর্ম্মজনিত ফল ত্যাগপূর্ব্বক জন্মবন্ধন হইতে বিশেষরূপে মুক্ত হইয়া সমস্ত উপদ্রব-বিরহিত বিষ্ণুপদে গমন করেন ॥ ৫১

যখন তোমার বুদ্ধি দুর্গম মোহাত্মিকা বিশেষরূপে অতিক্রম করিবে, তৎকালে শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ে বৈরাগ্য প্রাপ্ত হইবে।

শ্রুতিবিপ্রতিপন্না তে যদা স্থাস্যতি নিশ্চলা।
সমাধাবচলা বুদ্ধিস্তদা যোগমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

অর্জুন উবাচ

স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষা সমাধিস্থস্য কেশব।
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম্ ॥ ৫৪

যদা তৎপ্রসাদেন তব বুদ্ধির্দেহাভিমানলক্ষণং মোহময়ং গহনং দুর্গং বিশেষেণাতিতরিষ্যতি, তদা শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্যার্থস্য নির্ব্বেদং বৈরাগ্যং গন্তাসি প্রাপ্স্যসি। তয়োরনুপাদেয়ত্বেন জিজ্ঞাসাং ন করিষ্যসীত্যর্থঃ ॥ ৫২

টীকা—ততশ্চ শ্রুতীতি। শ্রুতিভির্নানালৌকিক-বৈদিকার্থশ্রবণৈর্বিপ্রতিপন্না। ইতঃ পূর্ব্বং বিক্ষিপ্তা সতী তে তব বুদ্ধির্যদা সমাধৌ স্থাস্যতি। সমাধীয়তে চিত্তমস্মিন্নিতি সমাধিঃ পরমেশ্বরস্তস্মিন্নিশ্চলা বিক্ষেপ-ব্যাপ্তিবিষয়ান্তরৈরনাকৃষ্টা অতএব অচলা অভ্যাসপাটবেন তত্রৈব স্থিরা লয়ব্যাপ্তিঃ সতী, তদা যোগং যোগফলং তত্ত্বজ্ঞানমবাপ্স্যসি ॥ ৫৩

টীকা—পূর্ব্বশ্লোকোক্তস্যাত্মতত্ত্বস্য লক্ষণং জিজ্ঞাসু-রর্জ্জুন উবাচ—স্থিতপ্রজ্ঞস্য কা ভাষেতি। স্বাভাবিকে সমাধৌ স্থিতস্য, অতএব স্থিতা নিশ্চলা প্রজ্ঞা বুদ্ধির্যস্য, তস্য ভাষা কা? ভাষ্যতে অনয়েতি ভাষা লক্ষণমিতি যাবৎ। স কেন লক্ষণেন স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ইত্যর্থঃ, তথা স্থিতধীঃ কিং কথং ভাষণমাসনং ব্রজনঞ্চ কুর্য্যাদিত্যর্থঃ ॥ ৫৪

মোহাত্মিকাকে দূর করিবার জন্য শাস্ত্র শ্রবণ প্রয়োজন। তাহা দূর হইলে শ্রুত শ্রবণীয়ের কোন প্রয়োজন থাকিবে না ॥ ৫২

যে সময়ে বিবিধ লৌকিক বৈদিক বিষয় শ্রবণে বিক্ষিপ্তা বুদ্ধি পরমেশ্বরে অচলা হইয়া অবস্থান করিবে, তখন যোগফল প্রাপ্ত হইবে ॥ ৫৩

অর্জুন বলিলেন—হে কেশব! স্বাভাবিক সমাধিতে যিনি অবস্থান করেন, তাঁহার লক্ষণ কি? স্থিতপ্রজ্ঞ কিরূপ বাক্যালাপ করেন, কি প্রকারে অবস্থান করেন ও তাঁহার গতি কি প্রকার? ৫৪

শ্রীভগবানুবাচ

প্রজহাতি যদা কামান্ সর্বান্ পার্থ মনোগতান্।
আত্মন্যেবাত্মনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্তদোচ্যতে ॥ ৫৫
দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ।
বীতরাগ-ভয়-ক্রোধঃ স্থিতধীর্মুনিরুচ্যতে ॥ ৫৬
যঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তৎ তৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্।
নাভিনন্দতি ন দ্বেষ্টি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৭
যদা সংহরতে চায়ং কূর্মোঽঙ্গানীব সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৫৮
বিষয়া বিনিবর্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ততে ॥ ৫৯

টীকা—অত্র চ যানি সাধকস্য জ্ঞানসাধনানি, তান্যেব স্বাভাবিকানি সিদ্ধস্য লক্ষণানি, অতঃ সিদ্ধস্য লক্ষণস্য লক্ষণানি ; কথয়তেব অন্তরঙ্গাণি জ্ঞানসাধনান্যাহ—যাবদধ্যায়সমাপ্তি। তত্র প্রথমপ্রশ্নস্যোত্তরমাহ—প্রজহাতীতি দ্বাভ্যাম্।

শ্রীভগবানুবাচ। মনসি স্থিতান্ কামান্ যদা প্রকর্ষেণ জহাতি। ত্যাগে হেতুমাহ—আত্মনীতি। আত্মন্যেব যস্মিন্নেব পরমানন্দরূপে আত্মনা স্বয়মেব তুষ্ট ইত্যাত্মারামঃ সন্ যদা ক্ষুদ্রবিষয়াভিলাষান্ত্যজতি, তদা তেন লক্ষণেন মুনিঃ স্থিতপ্রজ্ঞ উচ্যতে ॥ ৫৫

টীকা—কিঞ্চ দুঃখেষ্বিতি। দুঃখেষু প্রাপ্তেষু অনুদ্বিগ্নমক্ষুভিতং মনো যস্য সঃ। সুখেষু বিগতা স্পৃহা যস্য সঃ। তত্র হেতুঃ—বীতা অপগতা রাগভয়ক্রোধা যস্মাৎ। তত্র রাগঃ প্রীতিঃ। স মুনিঃ স্থিতধীঃ স্থিতপ্রজ্ঞ ইত্যুচ্যতে ॥ ৫৬

টীকা—কথং প্রজহাতেত্যস্যোত্তরমাহ—য ইতি। যঃ সর্বত্র পুত্রমিত্রাদিষ্বপি অনভিস্নেহঃ স্নেহশূন্যঃ, অতএব বাধিতানুবৃত্ত্যা তত্তচ্ছুভমনুকূলং প্রাপ্য নাভিনন্দতি ন প্রশংসতি, অতশ্চ প্রতিকূলং প্রাপ্য ন দ্বেষ্টি ন নিন্দতি, কিন্তু কেবলমুদাসীন এব ভাবতে, তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতেত্যর্থঃ ॥ ৫৭

টীকা—কিঞ্চ যদেতি। যদা চায়ং যোগী ইন্দ্রিয়ার্থেভ্যঃ শব্দাদিভ্যঃ সকাশাদিন্দ্রিয়াণি সংহরতে প্রত্যাহরতি অনায়াসেন। সংহারে দৃষ্টান্তমাহ—কূর্ম ইতি। অঙ্গানি করচরণাদীনি কূর্মো যথা স্বতঃসৌখ্যেনাকর্ষতি তদ্বৎ ॥ ৫৮

টীকা—নন্বু নেন্দ্রিয়াণাং বিষয়ে প্রবৃত্তিঃ স্থিতপ্রজ্ঞস্য লক্ষণং ভবিতুমর্হতি। তত্রানাত্মোপাদানাত্মপরাসপরাণাঞ্চ বিষয়েষ্বপ্রবৃত্তেরবিশেষাৎ তত্রাহ—বিষয়া ইতি। ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াণামাহরণং গ্রহণমাহারঃ, নিরাহারস্য ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়গ্রহণমকুর্বতঃ। দেহিনো দেহাভিমানিনোঽজ্ঞস্য বিষয়াঃ প্রায়শো বিনিবর্তন্তে তদনুভবো নিবর্ততে ইত্যর্থঃ। কিন্তু রসো রাগোঽভিলাষস্তদ্বর্জং অভিলাষশ্চ ন নিবর্ততে ইত্যর্থঃ। রসোঽপি রাগোঽপি পরং পরমাত্মানং দৃষ্ট্বা অস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য স্বতো নিবর্ততে নশ্যতীত্যর্থঃ। যথা নিরাহারস্য উপবাসপরস্য বিষয়াঃ প্রায়শো নিবর্তন্তে। ক্ষুধাসদ্ভাবস্য শব্দস্পর্শাদ্যপেক্ষাভাবাৎ, কিন্তু রসবর্জং রসাপেক্ষা তু ন নিবর্তত ইত্যর্থঃ। শেষং সমানম্ ॥ ৫৯

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ! যে সময়ে যোগী সমস্ত মনোগত কামনাসকল উত্তমরূপে ত্যাগ করেন, আপনার পরমাত্মার স্বরূপে যখনই তুষ্ট অর্থাৎ আত্মারাম হইয়া ক্ষুদ্র বিষয়াভিলাষ ত্যাগ করেন, তখন তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ নামে অভিহিত হন ॥ ৫৫

যিনি দুঃখসমূহে অক্ষুভিতচিত্ত, সুখসকলে একেবারে স্পৃহাবিবর্জিত, অনুরাগ ভয় এবং ক্রোধ-পরিশূন্য, সেই মুনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন ॥ ৫৬

যিনি স্নিগ্ধ শুভ ও অশুভ সকল বিষয়ে স্নেহশূন্য, বাধিতানুবৃত্তিতে সেই সেই অনুকূল প্রতিকূল বিষয় প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষ পূর্বক প্রশংসা বা নিন্দা করেন না, তাঁহার বুদ্ধি স্থিরা হইয়াছে—তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৫৭

এবং যখন এই জীবন্মুক্ত পুরুষ কূর্ম যেমন অঙ্গসকলকে অতি সহজে সঙ্কুচিত করে, তদ্রূপ বিষয়সকল হইতে ইন্দ্রিয়গণকে প্রত্যাহরণ করেন, তখন তাঁহার বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫৮

উপবাসপরায়ণ মানবগণ ইন্দ্রিয়ের শক্তিহীনতায় অন্য শব্দাদি বিষয় গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না, সে কারণে বিষয়সকল নিবৃত্ত হয় বটে, কিন্তু বিষয়ে অনুরাগ থাকিয়া যায়। যখন সর্বত্র একমাত্র পরমাত্মা নানা ভাবে বিরাজ করিতেছেন এইভাবে পরমাত্মদর্শনে সমর্থ হন, তখন বিষয়ের রস নিবৃত্তিত হইয়া পরম রসে রসিত হন ॥ ৫৯

যততো হ্যপি কৌন্তেয় পুরুষস্য বিপশ্চিতঃ।
ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি হরন্তি প্রসভং মনঃ ॥ ৬০
তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপরঃ।
বশে হি যস্যেন্দ্রিয়াণি তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১
ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সঞ্জায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥৬২
ক্রোধাদ্ ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্ বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি ॥ ৬৩
রাগদ্বেষবিযুক্তৈস্তু বিষয়ানিন্দ্রিয়ৈশ্চরন্।
আত্মবশ্যৈর্বিধেয়াত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪
প্রসাদে সর্বদুঃখানাং হানিরস্যোপজায়তে।
প্রসন্নচেতসো হ্যাশু বুদ্ধিঃ পর্য্যবতিষ্ঠতে ॥৬৫
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা।
ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম্ ॥ ৬৬

টীকা—ইন্দ্রিয়সংযমং বিনা তু স্থিতপ্রজ্ঞতা ন সম্ভবতি, অতঃ সাধকাবস্থায়াং তত্র মহান্ প্রযত্নঃ কর্ত্তব্য ইত্যাহ—যততো হীতি দ্বাভ্যাম্। যততো মোক্ষার্থং প্রযতমানস্য বিপশ্চিতো বিবেকিনোঽপি মনঃ ইন্দ্রিয়াণি প্রসভং বলাদ্ধরন্তি, যতঃ ইন্দ্রিয়াণি প্রমাথীনি প্রমথনশীলানি প্রক্ষোভকানীত্যর্থঃ।

টীকা—যস্মাদেবং তস্মাৎ তানীতি। যুক্তো যোগী তানি ইন্দ্রিয়াণি সংযম্য মৎপরঃ সন্ আসীত, যস্য বশে বশবর্ত্তীনি ইন্দ্রিয়াণি। এতেন চ কথমাসীতেতি প্রশ্নস্য বশীকৃতেন্দ্রিয়ঃ সন্ আসীতেত্যুত্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৬১

টীকা—বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমাভাবে দোষমুক্ত্বা মনঃসংযমাভাবে দোষমাহ—ধ্যায়ত ইতি দ্বাভ্যাম্। গুণবুদ্ধ্যা বিষয়ান্ ধ্যায়তঃ পুংসস্তেষু সঙ্গ আসক্তির্ভবতি, আসক্ত্যা চ তেষ্বধিকঃ কামো ভবতি। কামাচ্চ কেনচিৎ প্রতিহতাৎ ক্রোধো ভবতি ॥ ৬২

টীকা—কিঞ্চ ক্রোধাদিতি। ক্রোধাৎ সম্মোহঃ কার্য্যাকার্য্যবিবেকাভাবঃ, ততঃ শাস্ত্রাচার্য্যোপদিষ্টার্থস্মৃতে-

টীকা—নহীন্দ্রিয়াণাং বিষয়প্রবণস্বভাবানাং নিরোদ্ধুমশক্যত্বাদয়ং দোষো দুষ্পরিহর ইতি স্থিতপ্রজ্ঞত্বং কথং স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—রাগদ্বেষ ইতি দ্বাভ্যাম্। রাগদ্বেষরহিতৈর্বিগতদর্পৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়াংশ্চরন্নুপভুঞ্জানোঽপি প্রসাদং শান্তিং প্রাপ্নোতি রাগদ্বেষরাহিত্যমেবাহ—আত্মেতি। আত্মনো মনসো বশ্যৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিধেয়ো বশবর্ত্তী আত্মা মনো যস্যেতি, অনেনৈব কথং ভুঞ্জীতেত্যস্য চতুর্থপ্রশ্নস্য স্বাধীনৈরিন্দ্রিয়ৈর্বিষয়ান্ অধিগচ্ছতি ইত্যুত্তরমুক্তং ভবতি ॥ ৬৪

টীকা—প্রসাদে সতি কিং স্যাদিত্যত্রাহ—প্রসাদ ইতি। প্রসাদে সতি সর্বদুঃখনাশস্তস্য প্রসন্নচেতসো বুদ্ধিঃ প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৬৫

টীকা—ইন্দ্রিয়নিগ্রহস্য স্থিতপ্রজ্ঞতাসাধনত্বং ব্যতিরেকমুখেনোপপাদয়তি—নাস্তীতি। অযুক্তস্যাবশীকৃতেন্দ্রিয়স্য

হে পার্থ! মুক্তির জন্য চেষ্টাকারী বিবেকী পুরুষেরও অত্যন্ত ক্ষোভকারক ইন্দ্রিয়গণ সবলে মনকে হরণ করিয়া থাকে ॥ ৬০

সমাহিত যোগী আমার একান্ত ভক্ত হইয়া অবস্থান করিবে, যেহেতু যাঁহার ইন্দ্রিয়গণ বশবর্ত্তী তাঁহার প্রজ্ঞা কিরূপে স্থির—তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ ॥ ৬১

শব্দাদি বিষয়সমূহচিন্তাকারী পুরুষের বিষয়ে আসক্তি জন্মে, আসক্তি হইতে অভিলাষ উৎপন্ন হয়, কামনা কোনরূপে প্রতিহত হইলে ক্রোধরূপে পরিণত হয় ॥ ৬২

ক্রোধ হইতে কার্য্যাকার্য্য-বিবেক নষ্ট হয়, অবিবেক হইতে স্মৃতিভ্রম—শাস্ত্র ও আচার্য্যের উপদেশ-বিস্মৃতি—হইয়া থাকে। স্মৃতিভ্রংশ হইলে বুদ্ধির (চেতনার) নাশ হয়, বুদ্ধিনাশ হইলে বিনষ্ট হয়—মৃতুল্য হইয়া থাকে ॥ ৬৩

অনুরাগ-দ্বেষ-বিবর্জ্জিত, আপনার বশীকৃত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা বিষয় সকল ভোগ করিয়া বশীকৃতচিত্ত পুরুষ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হন ॥ ৬৪

প্রসন্নতা লাভ হইলে এই ব্যক্তির আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক আধিদৈবিক সকল দুঃখের বিনাশ হইয়া থাকে, আর প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তিরই সত্বর বুদ্ধি আত্মস্বরূপে নিশ্চলা হইয়া থাকে ॥ ৬৫

অসমাহিতচিত্ত ব্যক্তির আত্মানুসন্ধান-অভিলাষিণী বুদ্ধি নাই, অভিলাষিণীর ধ্যান করিবার সামর্থ্য নাই, আত্মধ্যান যিনি করেন না, তাঁহার আত্মায় চিত্তের উপরতি হয় না, অনিয়তচিত্তের সুখ বা মোক্ষানন্দ কোথায়? ৬৬

ইন্দ্রিয়াণাং হি চরতাং যন্মনোঽনুবিধীয়তে।
তদস্য হরতি প্রজ্ঞাং বায়ুর্নাবমিবাম্ভসি ॥ ৬৭
তস্মাদ্ যস্য মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যস্তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬৮
যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।
যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯
আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

নাস্তি বুদ্ধিঃ শাস্ত্রাচার্যোপদেশাভ্যামাত্মবিষয়া বুদ্ধিঃ প্রত্যেব নোৎপদ্যতে, কুতস্তস্যাঃ প্রতিষ্ঠা বার্তা বা ইত্যাহ —ন চেতি। ন চায়ুক্তস্য ভাবনা ধ্যানং, ভাবনয়া হি বুদ্ধেরাত্মনি প্রতিষ্ঠা ভবতি। সা চায়ুক্তস্য যতো নাস্তি। ন চাভাবয়ত আত্মধ্যানমকুর্বতঃ শান্তিঃ আত্মনি চিত্তোপরমঃ। অশান্তস্য কুতঃ সুখং মোক্ষানন্দ ইত্যর্থঃ ॥ ৬৬

টীকা—নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্যেত্যত্র হেতুমাহ—ইন্দ্রিয়াণামিতি। ইন্দ্রিয়াণামবশীকৃতানাং স্বৈরং বিষয়েষু চরতাং মধ্যে যদ্যেকৈকমিন্দ্রিয়ং মনোঽনুবিধীয়তেঽবশীকৃতং সদিন্দ্রিয়েণ সহ গচ্ছতি, তদৈকেনেন্দ্রিয়েণাসা মনঃ পুরুষস্য বা প্রজ্ঞাং হরতি বিষয়বিক্ষিপ্তাং করোতি, কিমুত বক্তব্যং বহূনি প্রজ্ঞাং হরন্তীতি। যথা প্রমত্তস্য কর্ণধারস্য নাবং বায়ুঃ সমুদ্রে সর্বতঃ পরিভ্রাময়তি তদ্বদিতি ॥ ৬৭

টীকা—ইন্দ্রিয়সংযমস্য স্থিতপ্রজ্ঞত্বে সাধনত্বং লক্ষণত্বেনোক্তমুপসংহরতি—তস্মাদিতি। সাধনত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ভবতীত্যর্থঃ; লক্ষণত্বোপসংহারে তস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা জ্ঞাতব্যেত্যর্থঃ। মহাবাহো ইতি সম্বোধনং বৈরিনিগ্রহে সমর্থস্য তবাত্রাপি সামর্থ্যং ভবেদিতি সূচয়তি ॥ ৬৮

যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী। যস্যাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো মুনেঃ ॥ ৬৯
আপূর্যমাণমচলপ্রতিষ্ঠং
সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ।
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্বে
স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী ॥ ৭০

টীকা—নন্বু ন কশ্চিদপি প্রসুপ্ত ইব দর্শনাদিব্যাপারশূন্যঃ সর্বাত্মনা নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো লোকে দৃশ্যতে, অতোঽসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিত্যাশঙ্ক্যাহ—যা নিশেতি। সর্বেষাং ভূতানাং যা নিশা, নিশেব নিশা আত্মনিষ্ঠা, আত্মজ্ঞানধ্বান্তাবৃতমতীনাং তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারাভাবাৎ তস্যামাত্মনিষ্ঠায়াং সংযমী নিগৃহীতেন্দ্রিয়ো জাগর্তি প্রবুধ্যতে, যস্যাং তু বিষয়নিষ্ঠায়াং বিষয়বুদ্ধ্যা ভূতানি জাগ্রতি প্রবুধ্যন্তে, সা আত্মতত্ত্বং পশ্যতো মুনেনিশা, তস্যাং দর্শনাদিব্যাপারস্তস্য নাস্তীত্যর্থঃ। এতদুক্তং ভবতি, যথা দিবাজ্ঞানামুলূকাদীনাং রাত্রাবেবদর্শনং ন তু দিবসে এবং ব্রহ্মজ্ঞস্যোন্মীলিতচক্ষুষোঽপি ব্রহ্মণোব দৃষ্টির্ন তু বিষয়েষু, অতো নাসম্ভাবিতমিদং লক্ষণমিতি ॥ ৬৯

টীকা—নন্বু বিষয়েষু দৃষ্টাভাবে কথমসৌ তান্ ভুঙ্‌ক্ত ইত্যপেক্ষায়ামাহ আপূর্যমাণমিতি। নানানদীভিরাপূর্যমাণমপ্যচলপ্রতিষ্ঠমনতিক্রান্তমর্যাদমেব সমুদ্রং পুনরপ্যন্তা আপঃ যথা প্রবিশন্তি, তথা কামা বিষয়া যং মুনিমন্তর্দৃষ্টিং ভোগৈরবিক্রিয়মাণমেব প্রারব্ধকর্মভিরাক্ষিপ্তাঃ সন্তঃ প্রবিশন্তি, স শান্তিং কৈবল্যং প্রাপ্নোতি। ন তু কামকামী ভোগকামনাশীলঃ ॥ ৭০

যেহেতু স্ব-স্ব বিষয়ে বিচরণশীল ইন্দ্রিয়গণের মধ্যে যদি একটি ইন্দ্রিয়েরও অনুগমন করে, তাহা হইলে সেই একটি ইন্দ্রিয়ই পুরুষের প্রজ্ঞাকে, যেমন প্রমত্ত কর্ণধারের নৌকাকে বায়ু সমুদ্রে চতুর্দিকে ভ্রমণ করায়, তদ্রূপ নাশ করিয়া থাকে। ৬৭

হে মহাবাহো! অতএব যাঁহার ইন্দ্রিয়সকল বিষয়সমূহ হইতে উত্তমরূপে নিগৃহীত হইয়াছে, তাঁহার প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত—তিনি স্থিতপ্রজ্ঞ বলিয়া কথিত হন। ৬৮

সমস্ত অজ্ঞান প্রাণিগণের যাহা নিশাস্বরূপ সেই আত্মনিষ্ঠাতে ব্রহ্মজ্ঞানী জাগরিত থাকেন, যে বিষয়-নিষ্ঠারূপ দিবাভাগে অজ্ঞানান্ধকারে আবৃতমতি বিষয়িগণ জাগ্রত থাকে, সেই বিষয়-নিষ্ঠা আত্মতত্ত্বদর্শনশীল মুনির রাত্রিস্বরূপ ॥ ৬৯

যেমন জলের দ্বারা সম্যক্‌রূপে পরিপূর্ণ হইলেও, মর্যাদা-রক্ষক মর্যাদা-অনতিক্রমশীল সমুদ্রে অন্য নদীসকল প্রবেশ করে তাহাতে সমুদ্র স্থির-ভাবেই থাকে, তদ্রূপ সমস্ত বিষয়সকল যে মুনিতে অবাধে প্রবেশ করে, তিনি তাহাতে দৃষ্টিপাতও করেন না—সেই মুনি পরমানন্দ লাভে সমর্থ হন। আর যিনি ভোগের কামনা করেন, তিনি কোনরূপে শান্তিলাভ করিতে পারেন না ॥ ৭০

বিহায় কামান্ যঃ সর্বান্ পুমাংশ্চরতি নিঃস্পৃহঃ।
নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১

এষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহ্যতি।
স্থিত্বাস্যামন্তকালেঽপি ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-
সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে
সাংখ্যযোগো নাম দ্বিতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥
ইতি শ্রীমহাভারতে ষড়্‌বিংশোঽধ্যায়ঃ ॥২৬

টীকা—যস্মাদেবং, তস্মাৎ—বিহায়েতি। প্রাপ্তান্ কামান্ বিহায় ত্যক্ত্বা উপেক্ষ্য অপ্রাপ্তেষু চ নিঃস্পৃহঃ, যতো নিরহঙ্কারঃ অতএব তদ্ভোগসাধনেষু নির্ম্মমঃ সন্নস্ত-দৃষ্টির্ভূত্বা যদৃচ্ছয়া প্রারব্ধবশেন ভোগান্ ভুঙ্‌ক্তে, যত্র কুত্রাপি গচ্ছতি বা স শান্তিং প্রাপ্নোতি ॥ ৭১

টীকা—উক্তাং জ্ঞাননিষ্ঠাং স্তুত্যনুপসংহরতি—এষেতি। ব্রাহ্মীস্থিতির্ব্রহ্মজ্ঞাননিষ্ঠা এষা এবংবিধা, এনাং পরমে-

---

যে পুরুষ বিষয়সকল উপেক্ষা করিয়া স্পৃহা-বিরহিত এবং 'আমি কর্ত্তা' এই অহঙ্কার পরিত্যাগ পূর্ব্বক মমত্বশূন্য হইয়া প্রারব্ধবশে যে ভোগ আসিয়া উপস্থিত হয়, তাহা ভোগ করেন—তিনি পরমানন্দলাভে সমর্থ হন ॥ ৭১

হে অর্জ্জুন! ব্রাহ্মী স্থিতি এই প্রকার। ইহা লাভ করিলে মানুষ আর সংসার-মোহ প্রাপ্ত হয় না, মরণ সময়েও এই ব্রাহ্মী-স্থিতিতে ক্ষণকাল অবস্থান করিয়াও ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৭২

ইতি শ্রীমদ্‌ঋষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা মধ্যে মহাভারতের ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে সাংখ্যযোগনামক দ্বিতীয় অধ্যায়।
মহাভারতের ষড়্‌বিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ)

[জ্ঞানযোগ-কর্ম্মযোগাদিনানাবিধসাধনানুসারেণ কর্ত্তব্যকর্ম্মণামনুষ্ঠানস্যাবশ্যকতাং প্রতিপাদ্য স্বধর্ম্মাচরণমাহাত্ম্যস্য কামনিরোধোপায়স্য বর্ণনম্।]

অর্জ্জুন উবাচ।

জ্যায়সী চেৎ কর্ম্মণস্তে মতা বুদ্ধির্জ্জনার্দ্দন।
তৎ কিং কর্ম্মণি ঘোরে মাং নিয়োজয়সি কেশব ॥ ১

টীকা—এবং তাবৎ 'অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বমিত্যাদিনা প্রথমং মোক্ষসাধনত্বেন দেহাত্মবিবেকবুদ্ধিরুক্তা। তদনন্তরম্ 'এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু'ত্যাদিনা কর্ম্ম চোক্তম্। ন চ তয়োরুৎপ্রধানভাবঃ স্পষ্টং দর্শিতঃ। তত্র বুদ্ধিযুক্তস্য স্থিতপ্রজ্ঞস্য নিষ্কামত্বনিয়তেন্দ্রিয়ত্বনিরহঙ্কারত্বাভিধানাদেষা ব্রাহ্মী স্থিতিঃ পার্থেতি সপ্রশংসমুপসংহারাচ্চ বুদ্ধিকর্ম্মণোর্মধ্যে বুদ্ধেঃ শ্রেষ্ঠত্বং ভগবতোঽভিপ্রেতং মত্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—জ্যায়সী চেদিতি। কর্ম্মণঃ সকাশাদ্যোঽন্তরঙ্গত্বেন বুদ্ধির্জ্যায়স্তরিকতরা শ্রেষ্ঠা চেত্তব সম্মতা, তর্হি কিমর্থং তদনুষ্ঠাপয়সীতি তস্মাদ্বুদ্ধিরেবেতি

তৃতীয় অধ্যায়।

[জ্ঞানযোগ-কর্ম্মযোগাদি নানাবিধ সাধন অনুসারে কর্ত্তব্য কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানের আবশ্যকতা প্রতিপাদনপূর্ব্বক স্বধর্ম্মপালনের মাহাত্ম্য ও কামনিরোধ-উপায়ের বর্ণন]

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে জনার্দ্দন! হে কেশব! কর্ম্ম হইতে জ্ঞান অধিকতর শ্রেষ্ঠ ইহা যদি তোমার মত হয়, তাহা হইলে কি নিমিত্ত আমাকে হিংসাত্মক যুদ্ধে নিয়োজিত করিতেছ ॥ ১

ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে।
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োঽহমাপ্নুয়াম্ ॥ ২

শ্রীভগবানুবাচ।

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥ ৩

ন কর্মণামনারম্ভান্নৈষ্কর্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪

ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ॥ ৫

চ বারংবারং বদন্ ঘোরে হিংসাত্মকে কর্মণি মাং নিয়োজয়সি প্রবর্ত্তয়সি ॥ ১

টীকা—নন্থ 'ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে' ইত্যাদিনা কর্মণোঽপি শ্রেষ্ঠত্বমুক্তমেবেত্যাশঙ্ক্যাহ —ব্যামিশ্রেণেতি। ক্বচিৎ কর্মপ্রশংসা ক্বচিচ্চ জ্ঞানপ্রশংসেত্যেবং ব্যামিশ্রং সন্দেহোৎপাদকমিব বচস্তেন মে মম বুদ্ধিং মতিমুভয়ত্র দোলায়িতাং কুর্বন্ মোহয়সীব। পরমকারুণিকস্য তব মোহকরং নাস্ত্যেব, তথাপি ভ্রান্ত্যা মমৈবং ভাতীত্যভিপ্রেত্যোক্তম্। অতঃ উভয়োর্মধ্যে যদ্ ভদ্রং তদেকং নিশ্চিত্য বদেতি। যদ্বা— ইদমেব শ্রেষ্ঠং সাধনমিতি নিশ্চিত্য যেনানুষ্ঠিতেন শ্রেয়ো মোক্ষমহমাপ্নুয়াং প্রাপ্স্যামি তদেবৈকং নিশ্চিত্য বদেত্যর্থঃ ॥ ২

টীকা—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—লোকেঽস্মিন্নিতি। অয়মর্থঃ—যদি ময়া পরস্পরনিরপেক্ষং মোক্ষসাধনত্বেন কর্মজ্ঞাননিষ্ঠাদ্বয়মুক্তং স্যাত্তর্হি দ্বয়োর্মধ্যে যদ্ভদ্রং স্যাত্তদেকং বদেতি ত্বদীয়ঃ প্রশ্নঃ সংগচ্ছতে। ন তু ময়া তথোক্তম্। কিন্তু দ্বাভ্যামেবৈব ব্রহ্মনিষ্ঠোক্তা। শুদ্ধপ্রধানভূতয়োস্তয়োঃ স্বাতন্ত্র্যানুপপত্তেঃ। একস্যা এব তু প্রকারভেদমাত্রমধিকারিভেদেনোক্তমিতি। অস্মিন্ দ্বাভ্যন্তঃকরণতয়া দ্বিবিধে লোকেঽধিকারিজনে

যখন কর্মের যখন জ্ঞানের প্রশংসা—এইরূপ সন্দেহজনক বাক্যের দ্বারা আমার বুদ্ধি যেন মোহিত করিতেছ। সেই জন্য তুমি যাহাতে একটি নিশ্চয় করিয়া বল, যাহার আচরণে আমি মোক্ষলাভে সমর্থ হইব ॥ ২

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে নিষ্পাপ! আমি পূর্বাধ্যায়ে জ্ঞান ও কর্মরূপ দ্বিবিধা নিষ্ঠা শুদ্ধচিত্ত ও অশুদ্ধচিত্ত অধিকারীর জন্য বলিয়াছি; তন্মধ্যে শুদ্ধান্তঃকরণ জ্ঞানিগণের জ্ঞানযোগ অর্থাৎ ধ্যানাদি, আর অশুদ্ধচিত্তগণের নিষ্কাম কর্ম অনুষ্ঠান কর্তব্য ॥ ৩

দ্বে বিধে প্রকারৌ যস্যাঃ সা—দ্বিবিধা নিষ্ঠা মোক্ষপরতা পূর্বাধ্যায়ে ময়া সর্বজ্ঞেন প্রোক্তা স্পষ্টমেবোক্তা। প্রকারদ্বয়মেব নির্দিশতি জ্ঞানযোগেনেত্যাদি। সাংখ্যানাং শুদ্ধান্তঃকরণানাং জ্ঞানভূমিকামারূঢ়ানাং জ্ঞানপরিপাকার্থং জ্ঞানযোগেন ধ্যানাদিনা নিষ্ঠা ব্রহ্মপরতোক্তা—'তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মৎপর' ইত্যাদিনা। সাংখ্যভূমিকামারুরুক্ষূণাং যত্নঃকরণশুদ্ধিদ্বারা তদারোহার্থং তদুপায়ভূতকর্মযোগাধিকারিণাং যোগিনাং কর্মযোগেন নিষ্ঠোক্তা 'ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে' ইত্যাদিনা। অতএব চিত্তশুদ্ধ্যশুদ্ধ্যবস্থাভেদেনৈব দ্বিবিধাপি নিষ্ঠোক্তা। এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণ্বিতি ॥ ৩

টীকা—অতঃ সম্যক্চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানোৎপত্তিপর্যন্তং বর্ণাশ্রমোচিতানি কর্মাণি কর্তব্যানি। অন্যথা চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞানানুৎপত্তেরিত্যাহ—ন কর্মণামিতি। কর্মণামনারম্ভাদনুষ্ঠানান্নৈষ্কর্ম্যং জ্ঞানং নাশ্নুতে ন প্রাপ্নোতি। নন্থ চৈবমেব প্রব্রাজিনো লোকমিচ্ছন্তঃ প্রব্রজন্তীতি শ্রুত্যা সংন্যাসস্য মোক্ষাঙ্গত্বশ্রুতেঃ সংন্যাসাদেব মোক্ষো ভবিষ্যতি। কিং কর্মভিঃ ইত্যাশঙ্ক্যোক্তং ন চেতি। চিত্তশুদ্ধিং বিনা কৃতাৎ সংন্যাসনাদেব জ্ঞানশূন্যাৎ সিদ্ধিং মোক্ষং ন সমধিগচ্ছতি ন প্রাপ্নোতি ॥ ৪

টীকা—কর্মণাং চ সংন্যাসস্তেবনাসক্তিমাত্রম্। ন তু

পুরুষ নিষ্কাম কর্মের অনুষ্ঠান না করিয়া অশুদ্ধচিত্ত-হেতু নৈষ্কর্ম্য লাভ করিতে সমর্থ হয় না। চিত্তশুদ্ধি ব্যতীত কেবলমাত্র সন্ন্যাস বা কর্মত্যাগের দ্বারা কেহ মোক্ষ লাভ করিতে পারে না ॥ ৪

কেহ কখনও ক্ষণমাত্র কর্ম না করিয়া থাকিতে পারে না, যেহেতু প্রকৃতিসম্ভূত সত্ত্ব-রজঃ-তমোগুণের দ্বারা সকলে অবশ হইয়া কর্ম করিয়া থাকে। যাহার যেরূপ প্রকৃতি তাহাকে

কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥ ৬

যস্ত্বিন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেঽর্জ্জুন।
কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মযোগমসক্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ৭

নিয়তং কুরু কর্ম্ম ত্বং কর্ম্ম জ্যায়ো হ্যকর্ম্মণঃ।
শরীরযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্ম্মণঃ ॥ ৮

যজ্ঞার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ।
তদর্থং কর্ম্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙ্গঃ সমাচর ॥ ৯

সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥ ১০

'যন্ত্রপেণ। অসক্তবাদিতি। আহ —ন হি কশ্চিদিতি। জাতু কস্যাপ্যিদপাবস্থায়াং ক্ষণমাত্রমপি কশ্চিদপি জ্ঞানজ্ঞানো বাঽকর্ম্মকৃৎ কর্ম্মণাকুর্ব্বাণো ন তিষ্ঠতি। তত্র হেতুঃ প্রকৃতিজৈঃ স্বভাবপ্রভবৈ রাগদ্বেষাদিভির্গুণৈঃ সর্ব্বোঽপি জনঃ কর্ম্ম কার্য্যতে কর্ম্মণি প্রবর্ত্ততে। অবশোঽস্বতন্ত্রঃ সন্ ॥ ৫

টীকা—অতোঽজ্ঞঃ কর্ম্মত্যাগনং নিন্দতি—কর্ম্মেন্দ্রিয়াণীতি। বাক্‌পাণ্যাদীনি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য নিগৃহ্য যো মনসা তত্তদ্বিষয়ানিচ্ছন্নেব ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিষয়ান্ স্মরন্নাস্তে অবিশুদ্ধয়া মনসা আত্মনি স্থৈর্য্যাভাবাৎ স মিথ্যাচারঃ কপটাচারো বাহ্যিক উচ্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ৬

টীকা—এতদ্বিপরীতঃ কর্ম্মকর্ত্তা তু শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যস্ত্বিন্দ্রিয়াণীতি। যস্ত জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি মনসা নিয়ম্য ঈশ্বরপরাণি কৃত্বা কর্ম্মেন্দ্রিয়ৈঃ কর্ম্মরূপং যোগমুপায়মারভতে অনুতিষ্ঠতি। অসক্তঃ ফলাভিলাষরহিতঃ সন্ স বিশিষ্যতে বিশিষ্টো ভবতি, চিত্তশুদ্ধ্যা জ্ঞানবান্ ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৭

টীকা—নিয়তমিতি। যস্মাদেবং তস্মান্নিয়তং নিত্যং সন্ধ্যোপাসনাদি কর্ম্ম কুরু, হি যস্মাৎ অকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মণোঽকরণাৎ সকাশাৎ কর্ম্মকরণং জ্যায়োঽধিকতরম্। অন্যথা অকর্ম্মণঃ সর্ব্বকর্ম্মশূন্যস্য তব শরীরযাত্রা শরীরনির্ব্বাহোঽপি ন প্রসিদ্ধ্যেন্ন ভবেৎ ॥ ৮

টীকা—সাংখ্যান্তু সর্ব্বমপি কর্ম্ম বন্ধকত্বান্ন কার্য্যমিত্যাহুস্তন্নিরাকুর্ব্বন্নাহ—যজ্ঞার্থাদিতি। যজ্ঞোঽত্র বিষ্ণুঃ "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তদারাধনার্থাৎ কর্ম্মণোঽন্যত্র তদেকং বিনা লোকোঽয়ং কর্ম্মবন্ধনঃ কর্ম্মভির্বধ্যতে, ন ঈশ্বরারাধনার্থেন কর্ম্মণা অতস্তদর্থং বিষ্ণুপ্রীত্যর্থং মুক্তসঙ্গো নিষ্কামঃ সন্ কর্ম্ম সমাচর ॥ ৯

টীকা—প্রজাপতিবচনাদপি কর্ম্মকর্ত্তৈব শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সহযজ্ঞা ইতি চতুর্ভিঃ যজ্ঞেন সহ বর্ত্তন্ত ইতি সহযজ্ঞাঃ যজ্ঞাধিকৃতা ব্রাহ্মণাদ্যাঃ প্রজাঃ পূর্ব্বা সর্গাদৌ সৃষ্ট্বেদমুবাচ ব্রহ্মা—অনেন যজ্ঞেন প্রসবিষ্যধ্বং প্রসূয়ধ্বম্। প্রসবো বৃদ্ধিঃ, উত্তরোত্তরাভিবৃদ্ধিং লভধ্বমিত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ—এষ যজ্ঞো বো যুষ্মাকমিষ্টকামধুক্। ইষ্টান্ কামান্ দোগ্ধীতি তথা অভীষ্টভোগপ্রদোঽস্ত্বিত্যর্থঃ। অত্র চ যজ্ঞগ্রহণমাবশ্যককর্ম্মোপলক্ষণার্থম্। কাম্যকর্ম্মপ্রশংসা তু প্রকরণেঽসঙ্গতাপি সামান্যতোঽকর্ম্মণঃ কর্ম্ম শ্রেষ্ঠমিত্যেতদর্থমিত্যদোষঃ ॥ ১০

ভক্ষণ কর্ম্ম অবশ্যই হইয়া অনুষ্ঠান করিতে হয়, কারণ প্রকৃতির রাজ্যে কাহারও স্থির থাকিবার উপায় নাই। ৫

যে ব্যক্তি বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থাদি কর্ম্মেন্দ্রিয় সংযত করিয়া মনের দ্বারা বিষয়সকল চিন্তা করিতে থাকে, সেই বিমূঢ়চিত্ত কপটাচারী বলিয়া কথিত হয়। ৬

হে অর্জ্জুন! আর যিনি ইন্দ্রিয়গণকে মনের দ্বারা নিয়মিত করত অনাসক্ত হইয়া কর্ম্মেন্দ্রিয় সকলের দ্বারা কর্ম্মযোগের অনুষ্ঠান করেন, তিনি শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হন। ৭

তুমি সন্ধ্যা উপাসনাদি নিত্য কর্ম্মসকল কর, যেহেতু কর্ম্ম না করা অপেক্ষা কর্ম্ম করাই শ্রেষ্ঠ। তাহা না করিলে নিতান্ত কর্ম্মশূন্য তোমার শরীরনির্ব্বাহও হইবে না। ৮

যজ্ঞ অর্থ শ্রীভগবান্—তাঁহার আরাধনার জন্য কর্ম্ম করা ব্যতীত অন্য প্রয়োজনে কর্ম্ম করিলে দোষ কর্ম্মের দ্বারা বদ্ধ হয়। হে কৌন্তেয়! এই নিমিত্ত ভগবৎপ্রীত্যর্থ নিষ্কাম হইয়া কর্ম্মসকল অনুষ্ঠান কর। ৯

পূর্ব্বে সৃষ্টির প্রথমে প্রজাপতি যজ্ঞের সহিত ব্রাহ্মণাদি প্রজাবর্গ সৃজন করিয়া কহিলেন,—তোমরা এই যজ্ঞের দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, আর এই যজ্ঞ তোমাদের অভীষ্ট ফলপ্রদ হউক। ১০

দেবান্ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥ ১১

ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভুঙ্‌ক্তে স্তেন এব সঃ ॥ ১২

যজ্ঞশিষ্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিল্বিষৈঃ।
ভুঞ্জতে তে ত্বঘং পাপা যে পচন্ত্যাত্মকারণাৎ ॥ ১৩

অন্নাদ্ ভবন্তি ভূতানি পর্জন্যাদন্নসম্ভবঃ।
যজ্ঞাদ্ ভবতি পর্জন্যো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ ॥ ১৪

কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্।
তস্মাৎ সর্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতম্ ॥ ১৫

টীকা—কথমিষ্টকামদোঽয়ং যজ্ঞো ভবেদিত্যত্রাহ—দেবানিতি। অনেন যজ্ঞেন যূয়ং দেবান্ ভাবয়ত হবির্ভাগৈঃ সংবর্দ্ধয়ত, তে চ দেবা বো যুষ্মান্ সংবর্দ্ধয়ন্তু বৃষ্ট্যাদিনা অন্নোৎপত্তিদ্বারেণ, এবমন্যোন্যং সংবর্দ্ধয়ন্তো দেবাশ্চ যূয়ঞ্চ পরস্পরং শ্রেয়োঽতীষ্টমর্থং প্রাপ্স্যথ ॥ ১১

টীকা—এতদেব স্পষ্টীকুর্বন্ কর্মাকরণে দোষমাহ—ইষ্টানিতি। যজ্ঞৈর্ভাবিতাঃ সন্তো দেবা বৃষ্ট্যাদিদ্বারেণ বো যুষ্মভ্যং ভোগান্ দাস্যন্তি, হি যতো দেবৈর্দত্তানন্নাদীনেভ্যো দেবেভ্যঃ পঞ্চযজ্ঞাদিভিরকৃত্বা যো ভুঙ্‌ক্তে, স তু স্তেনঃ চৌর এব জ্ঞেয়ঃ ॥ ১২

টীকা—অতশ্চ যজ্ঞস্য এব শ্রেষ্ঠাঃ, নেতরা ইত্যাহ—যজ্ঞশিষ্টাশিন ইতি। বৈশ্বদেবাদিযজ্ঞাবশিষ্টং যেঽশ্নন্তি তে পঞ্চসূনাদিকৃতৈঃ সর্বৈঃ কিল্বিষৈর্মুচ্যন্তে। পঞ্চসূনাশ্চ স্মৃতাবুক্তাঃ,—"কণ্ডনী পেষণী চুল্লী উদকুম্ভী চ মার্জনী। পঞ্চসূনা গৃহস্থস্য তাভিঃ স্বর্গং ন রিষ্যতি।" যে ত্বাত্মনো ভোজনার্থমেবান্নং পচন্তি, ন তু বৈশ্বদেবাদ্যর্থং, তে পাপা দুরাচারা অঘমেব ভুঞ্জতে ॥ ১৩

টীকা—জগচ্চক্রপ্রবৃত্তিহেতুত্বাদপি কর্ম কর্তব্যমিত্যাহ—অন্নাদিতি ত্রিভিঃ। অন্নাচ্ছুক্রশোণিতরূপেণ পরিণতাদ্ ভূতান্যুৎপদ্যন্তে। অন্নস্য চ সম্ভবঃ পর্জন্যাদ্ বৃষ্টেঃ, স চ পর্জন্যো যজ্ঞাদ্ভবতি, স চ যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্ভবঃ, কর্মণা যজমানাদিব্যাপারেণ সম্যক্ সম্পদ্যত ইত্যর্থঃ। "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ" ইতি স্মৃতেঃ ॥ ১৪

টীকা—তথা কর্মেতি। তচ্চ যজমানাদিব্যাপাররূপং কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি, ব্রহ্ম বেদস্তস্মাৎ প্রবৃত্তং জানীহি, তচ্চ বেদাখ্যং ব্রহ্মাক্ষরাৎ পরব্রহ্মণঃ সমুদ্ভূতং বিদ্ধি। "অস্য মহতো ভূতস্য নিঃশ্বসিতমেতদ্ যদৃগ্বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদঃ" ইতি শ্রুতেঃ। যত এবমক্ষরাদেব যজ্ঞপ্রবৃত্তেরতস্তমভিপ্রেত্য যজ্ঞস্তস্মাৎ সর্বগতমপ্যক্ষরং ব্রহ্ম নিত্যং সর্বদা যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং যজ্ঞেনোপায়ভূতেন প্রাপ্যত ইতি যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতমুচ্যতে ইতি "ইন্দ্রমস্থা সদা লক্ষ্মীঃ" ইতিবৎ। যদ্বা যস্মাজ্জগচ্চক্রস্য মূলং কর্ম, তস্মাৎ সর্বগতং মন্ত্রার্থবাদৈঃ সর্বেষু সিদ্ধার্থপ্রতিপাদকেষু তত্তদর্থাখ্যানাদিষু গতং স্থিতমপি বেদাখ্যং ব্রহ্ম সর্বদা যজ্ঞে তাৎপর্যারূপেণ প্রতিষ্ঠিতম্, অতো যজ্ঞাদি কর্ম কর্তব্যমিত্যর্থঃ ॥ ১৫

এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা ইন্দ্রাদি সুরসকলকে হবির্ভাগ প্রদান পূর্বক সংবর্দ্ধিত কর। যজ্ঞভূত দেবগণও তোমাদের যথাকালে বর্ষণ করিয়া সম্যক্ বর্দ্ধিত করুন। এইরূপ পরস্পর পরস্পরকে আপ্যায়িত করত তোমরা অভীষ্ট বিষয় প্রাপ্ত হও ॥ ১১

যজ্ঞভূত দেবগণ তোমাদের ইষ্ট ভোগসকল দান করিবেন, এইহেতু সেই দেবগণের দত্ত অন্নাদি তাঁহাদিগকে পঞ্চযজ্ঞাদির দ্বারা প্রদান না করিয়া যে স্বয়ং ভোজন করে, সে চোর ॥ ১২

বৈশ্বদেবাদি যজ্ঞের অবশিষ্টভোজনকারী সাধুগণ পঞ্চসূনাজনিত নিখিল পাপ হইতে বিমুক্ত হন, আর যাহারা কেবল আপনার ভোজনের জন্য পাক করে, সেই দুরাচারগণ পাপই ভোজন করিয়া থাকে ॥ ১৩

ভূতসকল অন্ন হইতে অর্থাৎ শুক্রশোণিতরূপে পরিণত ভূতসমূহ হইতে সঞ্জাত হয়, আর মেঘ হইতে অন্ন সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। যজ্ঞ হইতে মেঘ হয় এবং যজমানাদির ব্যাপাররূপ কর্ম হইতে যজ্ঞ উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৪

সেই যজ্ঞাদি কর্ম বেদ হইতে উৎপন্ন এবং বেদ পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত, অতএব সাক্ষাৎ পরমাত্মা হইতে সমুদ্ভূত হওয়ায় নিমিত্ত সর্বব্যাপী অক্ষর পরমাত্মা সর্বদা যজ্ঞে সন্নিবিষ্ট আছেন ॥ ১৫

এবং প্রবর্তিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ।
অঘায়ুরিন্দ্রিয়ারামো মোঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬
যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্যং ন বিদ্যতে ॥ ১৭
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ ॥ ১৮
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম পরমাপ্নোতি পূরুষঃ ॥ ১৯
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদয়ঃ।
লোকসংগ্রহমেবাপি সম্পশ্যন্ কর্তুমর্হসি ॥ ২০

টীকা—যস্মাদেবং পরমেশ্বরেণৈব ভূতানাং পুরুষার্থসিদ্ধয়ে কর্মাদিচক্রং প্রবর্তিতং, তস্মাত্তদনুবর্তয়তো বৃথৈব জীবিতমিত্যাহ—এবমিতি। পরমেশ্বরবাক্যাভূতাদ্ বেদাখ্যাদ্ ব্রহ্মণঃ পুরুষার্থাং কর্মণি প্রবৃত্তিস্ততঃ কর্মনিষ্পত্তিস্ততঃ পর্জন্যস্ততোঽন্নং ততো ভূতানি। ভূতানাঞ্চ পুনস্তথৈব কর্মণি প্রবৃত্তিরিত্যেবং প্রবর্তিতং চক্রং যো নানুবর্তয়তি নানুতিষ্ঠতি, সঃ অঘায়ুঃ অঘং পাপকৃপমায়ুর্যস্য সঃ। যতঃ ইন্দ্রিয়ৈরিন্দ্রিয়েষেব রমতে ন ঈশ্বরারাধনার্থে কর্মণি, অতো মোঘং ব্যর্থং স জীবতি ॥ ১৬

টীকা—তদেবং "ন কর্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদিনা প্রসক্তস্যান্তঃকরণশুদ্ধ্যর্থং কর্মযোগমুক্ত্বা জ্ঞানিনঃ কর্মানুযোগমাহ—যস্ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। আত্মন্যেব রতিঃ প্রীতির্যস্য সঃ তত্তশ্চাত্মন্যেব তৃপ্তঃ যানন্দানুভবেন নিবৃত্তঃ, অতএবাত্মন্যেব সন্তুষ্টো ভোগাপেক্ষারহিতো যস্তস্য কর্তব্যং কর্ম নাস্তীতি ॥ ১৭

টীকা—তত্র হেতুমাহ—নৈবেতি। কৃতেন কর্মণা তস্যার্থঃ পুণ্যং নৈবাস্তি, ন চাকৃতেন কশ্চন কোঽপি প্রত্যবায়োঽস্তি। নিরহঙ্কারত্বেন বিধি-নিষেধাতীতত্বাৎ। তথাপি "তস্মাৎ যদেবাং তত্র প্রিয়ং যদেতন্মনুষ্যা বিদুঃ"ইতি শ্রুতের্লোকে দেবকৃতবিঘ্নসম্ভবাৎ তৎপরিহারার্থং কর্মভি-

জগতে পূর্বকথিত ঈশ্বর কর্তৃক প্রকাশিত কর্মচক্র যে অনুবর্তন করে না, হে পার্থ! সেই পাপময় জীবন-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়পরায়ণ ব্যক্তি অনর্থক জীবন ধারণ করে ॥ ১৬

এবং যে আত্মজ্ঞানী মানব আত্মায় অনুরক্তি, আত্মাতেই পরিতৃপ্ত, আত্মাতেই পূর্ণানন্দ হন, তাঁহার কোন কর্তব্য আর নাই ॥ ১৭

ইহলোকে তাঁহার কৃতকর্মের দ্বারা পুণ্য হয় না অথবা কর্ম না করিলেও পাপ হয় না। তাঁহাকে মোক্ষের জন্য ব্রহ্ম হইতে

র্দেবাঃ সেবা ইত্যাশয়েনোক্তং সর্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ আশ্রয়ঃ এব ব্যপাশ্রয়ঃ। অর্থো মোক্ষ আশ্রয়ণীয়োঽস্য নাস্তীত্যর্থঃ। বিদ্বাংস্তাবন্ন শ্রুতেরেবোক্তত্বাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—"তস্য হ ন দেবাশ্চ নাভূত্যা ঈশতে আত্মা হ্যেষাং স ভবতি" ইতি। হ-নেত্যব্যয়মপ্যর্থে, দেবা অপি তস্যাত্মভূতস্য অভূত্যৈ ব্রহ্মভাবপ্রতিবন্ধায় নেশতে ন শক্নুবন্তীতি শ্রুতেরর্থঃ। দেবকৃতান্তু বিঘ্নাঃ সম্যগ্ জ্ঞানোৎপত্তেঃ প্রাগেব "যদেতদ্ ব্রহ্ম মনুষ্যা বিদুস্তদেবাং দেবানাং ন প্রিয়ম্" ইতি শ্রুত্বা ব্রহ্মজ্ঞানস্যৈবাপ্রিয়ত্বোক্ত্যা। তত্রৈব বিঘ্নকর্তৃত্বস্য সূচিতত্বাৎ ॥ ১৮

টীকা—যস্মাদেবমুক্তস্য জ্ঞানিন এব কর্মানুপযোগো নান্যস্য, তস্মাত্ত্বং কর্ম কুরুষ্বেত্যাহ· তস্মাদিতি। অসক্তঃ ফলসঙ্গরহিতঃ সন্ কার্যমবশ্যকর্তব্যতয়া বিহিতং নিত্যনৈমিত্তিকং কর্ম সমাচর, হি যস্মাদসক্তঃ কর্মাচরন্ পুরুষঃ পরং মোক্ষং চিত্তশুদ্ধিজ্ঞানদ্বারা প্রাপ্নোতি ॥ ১৯

টীকা—অত্র সদাচারং প্রমাণয়তি—কর্মণৈবেতি। কর্মণৈব শুদ্ধসত্ত্বাঃ সন্তঃ সংসিদ্ধিং সম্যগ্ জ্ঞানম্ আস্থিতাঃ প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। যদ্যপি ত্বং সম্যগ্ জ্ঞানিনমেবাত্মানং মন্যসে, তথাপি কর্মাচরণং তত্রমেবেত্যাহ—লোকসংগ্রহ-

দ্বারা পর্যন্ত কাহারও আশ্রয় লইতে হয় না ॥ ১৮

অতএব আসক্তিশূন্য হইয়া নিয়ত কর্তব্য কর্ম উত্তমরূপে আচরণ কর, যেহেতু অনাসক্ত হইয়া কর্ম অনুষ্ঠান করত পুরুষ মোক্ষলাভ করেন ॥ ১৯

জনকাদি রাজগণ কর্মের দ্বারাই শুদ্ধসত্ত্ব হইয়া মোক্ষলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তুমি যদি আপনাকে জ্ঞানী বলিয়া মনে কর, তথাপি লোকসকলের স্বধর্মে প্রবর্তনের প্রতি দৃষ্টিপাত করত কর্মত্যাগ করিবে না ॥ ২০

যদ্ যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তৎ তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে ॥ ২১
ন মে পার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন।
নানবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২
যদি হ্যহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মণ্যতন্দ্রিতঃ।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩

ইত্যাদি। লোকস্য সংগ্রহং স্বধর্মে প্রবর্তনং, যথা কর্মণি কৃতে জনঃ সর্বোঽপি করিষ্যতি। অন্যথা জ্ঞানিদৃষ্টান্তেনাজ্ঞো নিজধর্মং নিত্যং কর্ম ত্যজন্ পতেদিত্যেব লোকরক্ষণমপি তাবৎ প্রয়োজনং পশ্যন্ কর্ম কর্তুমেবার্হসি ন ত্যক্তুমিত্যর্থঃ ॥ ২০

টীকা—কর্মকরণে লোকসংগ্রহো যথা স্যাৎ তথাহ—যদ্ যদেতি। ইতরঃ প্রাকৃতোঽপি জনস্তত্তদেবাচরতি। স শ্রেষ্ঠো জনঃ কর্মশাস্ত্রং তন্নিবৃত্তিশাস্ত্রং বা যৎ প্রমাণং কুরুতে মন্যতে, তদেব লোকোঽপ্যনুসরতি ॥ ২১

টীকা—অত্র চাহমেব দৃষ্টান্ত ইত্যাহ ত্রিভিঃ—ন মে পার্থেতি। হে পার্থ! মে কর্তব্যং নাস্তি, যতস্ত্রিষ্বপি লোকেষু অনবাপ্তমপ্রাপ্তং সৎ অবাপ্তব্যং প্রাপ্যং নাস্তি; তথাপি কর্মণ্যহং বর্তে কর্ম করোমোবেত্যর্থঃ ॥ ২২

টীকা—অকরণে লোকস্য নাশং দর্শয়তি—যদি হ্যহমিতি। জাতু কদাচিদতন্দ্রিতোঽনলসঃ সন্ যদি কর্মণি ন বর্তেয়ং কর্ম নানুতিষ্ঠেয়ং, তর্হি মমৈব বর্ত্ম মার্গং

শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি যে যে কর্ম্মের আচরণ করেন, অপর লোকও সেই সেই কর্ম্ম করিয়া থাকে। সেই প্রধান ব্যক্তি কর্ম্ম অথবা মোক্ষ যাহা প্রধান বলিয়া গ্রহণ করেন; লোক অধিকারী না হইলেও শ্রেষ্ঠের অনুসরণ করে, অতএব লোকরক্ষার জন্যও তোমার কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ॥ ২১

হে অর্জুন! আমার কর্ত্তব্যকর্ম্ম কিছুই নাই, ত্রিভুবনে প্রাপ্তব্য বা অপ্রাপ্য কিছুই নাই, তথাপি আমি লোকরক্ষার জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করিতেছি ॥ ২২

হে পার্থ! যদি আমি কখন আলস্যপরিপূর্ণ হইয়া কর্ম্মের অনুষ্ঠান না করি, তখন নিশ্চিতই মানবমণ্ডল সর্ব্বপ্রকারে আমার মার্গানুসরণ করিবে। এইজন্য লোকস্থিতি-হেতু অবশ্যই কর্ম্ম করা বিধেয় ॥ ২৩

৪৫৯

উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কুর্যাং কর্ম চেদহম্।
সঙ্করস্য চ কর্তা স্যামুপহন্যামিমাঃ প্রজাঃ ॥ ২৪
সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত।
কুর্যাদ্ বিদ্বাংস্তথাসক্তশ্চিকীর্ষুর্লোকসংগ্রহম্ ॥ ২৫
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্।
জোষয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥ ২৬

মনুষ্যা অনুবর্তন্তেঽনুবর্তেরন্নিত্যর্থঃ ॥ ২৩

টীকা—ততঃ কিমত আহ উৎসীদেয়ুরিতি। উৎসীদেয়ুঃ কর্মলোপেন নশ্যেয়ুঃ। ততশ্চ যো বর্ণসঙ্করো ভবেৎ তস্যাপ্যহমেব কর্তা স্যাং ভবেয়ম্, এবমহমেব প্রজা উপহন্যাং মলিনীকুর্য্যামিতি ॥ ২৪

টীকা—তস্মাদাত্মবিদাপি লোকসংগ্রহার্থং তৎকৃপয়া কর্ম্ম কার্য্যমেবেত্যুপসংহরতি—সক্তা ইতি। কর্ম্মণি সক্তা অভিনিবিষ্টাঃ যস্মাৎ যথাহজ্ঞাঃ কর্মাণি কুর্বন্তি, অসক্তঃ সন্ বিদ্বানপি তথৈব কুর্যাল্লোকসংগ্রহং কর্তুমিচ্ছুঃ ॥ ২৫

টীকা—নন্ু কৃপয়া তত্ত্বজ্ঞানমেবোপদেষ্টুং যুক্তং নেত্যাহ—ন বুদ্ধিভেদমিতি। অজ্ঞানামতএব কর্ম্মসঙ্গিনাং কর্ম্মাসক্তানামকর্ত্রাত্মোপদেশেন বুদ্ধের্ভেদমন্যথাত্বং ন জনয়েৎ। কর্ম্মণঃ সকাশাৎ বুদ্ধিবিচালনং ন কুর্য্যাৎ। অপি তু জোষয়েৎ সেবয়েৎ। ভূষী প্রীতি-সেবনয়োঃ, অজ্ঞান্ কর্ম্মাণি কারয়েদিত্যর্থঃ। কথম্? যুক্তোঽবহিতো

যদি আমি কর্ম্ম না করি, তাহা হইলে এই লোকসকল আমার দৃষ্টান্তে কর্ম্ম না করিয়া কর্ম্মলোপহেতু বিনষ্ট হইয়া যাইবে, তাহা হইলে আমিই বর্ণসঙ্করের কর্ত্তা হইব—এরূপ আচরণে আমিই লোকসকলকে মলিন করিব ॥ ২৪

হে ভারত! কর্ম্মে অভ্যাসক অজ্ঞানিগণ যেরূপ কর্ম্মাচরণ করে, লোকসকলকে ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতে ইচ্ছুক বিদ্বান্ তদ্রূপ করিবেন। জ্ঞানীর আপনার কর্ম্ম না থাকিলেও লোকসংগ্রহের জন্য কর্ম্ম করা কর্ত্তব্য ॥ ২৫

কর্ম্মে অভিনিবিষ্ট অজ্ঞগণের বুদ্ধি 'আত্মা অকর্ত্তা' এরূপ উপদেশের দ্বারা বিচালন করিবে না, পরন্তু বিদ্বান্ অনুরাগের সহিত সমস্ত কর্ম্ম উত্তমরূপে আচরণ করত অজ্ঞানীকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবেন ॥ ২৬

প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্ম্মাণি সর্ব্বশঃ।
অহঙ্কারবিমূঢ়াত্মা কর্ত্তাহমিতি মন্যতে ॥ ২৭
তত্ত্ববিৎ তু মহাবাহো গুণকর্ম্মবিভাগয়োঃ।
গুণা গুণেষু বর্ত্তন্ত ইতি মত্বা ন সজ্জতে ॥ ২৮
প্রকৃতের্গুণসম্মূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্ম্মসু।
তানকৃৎস্নবিদো মন্দান্ কৃৎস্নবিন্ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯
ময়ি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি সংন্যস্যাধ্যাত্মচেতসা।
নিরাশীর্নির্ম্মমো ভূত্বা যুধ্যস্ব বিগতজ্বরঃ ॥ ৩০
যে মে মতমিদং নিত্যমনুতিষ্ঠন্তি মানবাঃ।
শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো মুচ্যন্তে তেঽপি কর্ম্মভিঃ ॥ ৩১
যে ত্বেতদভ্যসূয়ন্তো নানুতিষ্ঠন্তি মে মতম্।
সর্ব্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ ॥ ৩২

ভূত্বা যদ্যদাচরন্ সন্, বুদ্ধিবিচালনে কৃতে সতি কর্ম্মসু শ্রদ্ধানিবৃত্তের্জ্ঞানিনস্ত চাল্পোৎপত্তেস্তেষামুভয়ভ্রংশঃ স্যাদিতি ভাবঃ ॥ ২৬

টীকা—নন্বেবং বিদুষাপি চেৎ কর্ম্ম কর্ত্তব্যং, তর্হি বিদ্বদ-বিদুষোঃ কো বিশেষ ইত্যাশঙ্ক্যোভয়োর্বিশেষং দর্শয়তি—প্রকৃতেরিতি দ্বাভ্যাম্। প্রকৃতের্গুণৈঃ প্রকৃতিকার্য্যৈ-রিন্দ্রিয়ৈঃ সর্ব্বপ্রকারেণ ক্রিয়মাণানি যানি কর্ম্মাণি তান্যহমেব কর্ত্তা করোমীতি মন্যতে। অত্র হেতুঃ—অহঙ্কারেতি। অহঙ্কারেণেন্দ্রিয়াদিষ্বাত্মাধ্যাসেন বিমূঢ়-বুদ্ধিঃ সন্ ॥ ২৭

টীকা—বিদ্বাংস্তু তথা ন মন্যত ইত্যাহ তত্ত্ববিদিতি। নাহং গুণাত্মক ইতি গুণেভ্য আত্মনো বিভাগং, ন মে কর্ম্মাণীতি কর্ম্মভ্যোঽপ্যাত্মনো ভাগং, তয়োর্গুণকর্ম্ম-বিভাগয়োঃ যস্তত্ত্ববিৎ স তু ন সজ্জতে কর্ত্তৃত্বাভিনিবেশং ন করোতি। তত্র হেতুঃ—গুণা ইতি। গুণা ইন্দ্রিয়াণি গুণেষু বিষয়েষু বর্ত্তন্ত এবেতি মত্বা ॥ ২৮

টীকা—ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদিত্যুপসংহরতি—প্রকৃতেরিতি। যৈঃ প্রকৃতের্গুণৈঃ সত্ত্বাদিভিঃ সম্মূঢ়াঃ সন্তো গুণেষু ইন্দ্রিয়েষু তৎকর্ম্মসু চ সজ্জন্তে, বরং কর্ম্ম কুর্ম্ম ইতি, তান্ অকৃৎস্নবিদো মন্দমতীন্ কৃৎস্নবিৎ সর্ব্বজ্ঞো ন বিচালয়েৎ ॥ ২৯

টীকা—তদেবং তত্ত্ববিদাপি কর্ম্ম কর্ত্তব্যং, ত্বন্তু নাত্তাপি তত্ত্ববিৎ, অতঃ কর্ম্মৈব কুর্ব্বিত্যাহ—ময়ীতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য সমর্প্য অধ্যাত্মচেতসা অন্তর্য্যামা-ধীনোঽহং কর্ম্ম করোমীতি দৃষ্ট্যা নিরাশীর্নির্ম্মমোঽতএব মৎফলসাধনং মদর্থমিদং কর্ম্মেতোঽহং মমতামূলঞ্চ ত্যক্ত্বা বিগতজ্বরস্ত্যক্তশোকশ্চ ত্যক্ত্বা যুধ্যস্ব ॥ ৩০

টীকা—এবং কর্ম্মানুষ্ঠানে গুণমাহ—যে মে মতমিতি। নন্বাকো শ্রদ্ধাবন্তোঽনসূয়ন্তো দুঃখাত্মকে কর্ম্মণি প্রবর্ত্তয়তীতি দোষদৃষ্টিমকুর্ব্বন্তশ্চ। যে মে মদীয়মিদং মতমনুতিষ্ঠন্তি, তেঽপি শনৈঃ কর্ম্ম কুর্ব্বাণাঃ সম্যগ জ্ঞানিবৎ কর্ম্মভির্মুচ্যন্তে ॥ ৩১

টীকা—বিপক্ষে দোষমাহ—যে ত্বিতি। যে ত্বন্ত মে মতমীশ্বরার্থং কর্ম্ম কর্ত্তব্যমিত্যনুশাসনমভ্যসূয়ন্তো বিষয়ো নানুতিষ্ঠন্তি, তান্ অচেতসো বিবেকশূন্যান্ অতএব

লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মসকল প্রকৃতির কার্য্য ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা সর্ব্বপ্রকারে ক্রিয়মাণ হয়, অহঙ্কার-বিমূঢ়চিত্ত ব্যক্তি আমি কর্ম্ম সমূহ করিতেছি ইহা মনে করে ॥ ২৭

হে মহাবাহো! আর সত্ত্বাদি গুণ ও কর্ম্ম হইতে আত্মা বিভিন্ন এই উভয়ের তত্ত্বজ্ঞানী ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গণ বিষয়সমূহে প্রবর্ত্তিত হয়, আমার সহিত কোন সম্বন্ধ নাই—ইহা অবগত হইয়া আসক্ত হন না ॥ ২৮

প্রকৃতির সত্ত্বাদিগুণের দ্বারা বিমূঢ় ব্যক্তি ইন্দ্রিয়ে এবং প্রবর্ত্তমান কর্ম্মে আসক্ত হয়—সেই অসম্যগ্‌দর্শিগণকে সর্ব্বজ্ঞ বিচলিত করিবেন না ॥ ২৯

বিবাদী শ্রদ্ধাবান্ আমার দুঃখাত্মক কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিতেছে এরূপ দোষদৃষ্টি-বিরহিত যে মনুষ্যগণ আমার পূর্ব্বকথিত মত নিত্য অনুষ্ঠান করেন, তাঁহারাও কর্ম্মফল হইতে কর্ম্মকারী জ্ঞানীর ন্যায় মুক্ত হন ॥ ৩১

কিন্তু যাহারা আমার এই মতে দোষারোপ করত উহা অনুষ্ঠান করে না, অবিবেকী নিখিল কর্ম্ম ও ব্রহ্ম বিষয়ে বিমূঢ় সেই ব্যক্তিগণকে নষ্টপ্রাপ্ত বলিয়া জানিবে ॥ ৩২

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতের্জ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩
ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে রাগ-দ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ।
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেৎ তৌ হ্যস্য পরিপন্থিনৌ ॥ ৩৪
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫

সর্ব্বস্মিন্ কর্ম্মণি ব্রহ্মবিষয়ে চ যজ্জ্ঞানং তত্র বিমূঢ়ান্ নষ্টান্ বিদ্ধি ॥ ৩২

টীকা—নন্থ তর্হি মহাফলত্বাদিন্দ্রিয়াণি নিগৃহ্য নিষ্কামাঃ সন্তঃ সর্ব্বেঽপি স্বধর্ম্মমেব কিং নানুতিষ্ঠন্তি তত্রাহ—সদৃশমিতি। প্রকৃতিঃ প্রাচীনকর্ম্মসংস্কারাধীন-স্বভাবঃ স্বস্যাঃ স্বকীয়ায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বভাবস্য সদৃশমনুরূপমেব গুণদোষজ্ঞানবানপি চেষ্টতে কিং পুনর্ব্বিরুদ্ধমজ্ঞশ্চেষ্টত ইতি, তস্মাদ্ভূতানি সর্ব্বেঽপি প্রাণিনঃ প্রকৃতিং যান্তি অনুবর্ত্তন্তে, এবঞ্চ সতীন্দ্রিয়নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি প্রকৃতের্বলীয়স্ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ৩৩

টীকা—নন্বেবং প্রকৃত্যধীনত্বে চেৎ পুরুষস্য প্রবৃত্তিস্তর্হি বিধিনিষেধশাস্ত্রস্য বৈয়র্থ্যং প্রাপ্তমিত্যাশঙ্ক্যাহ —ইন্দ্রিয়স্যেতি। ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যেতি বীপ্সয়া প্রত্যেকং সর্ব্বেষামিন্দ্রিয়াণাং প্রত্যেকমিত্যুক্তম্। অর্থে স্ববিষয়ে অনুকূলে রাগঃ প্রতিকূলে দ্বেষশ্চ ইত্যেবং রাগদ্বেষৌ ব্যবস্থিতৌ অবশ্যম্ভাবিনৌ, ততশ্চ তদনুরূপা প্রবৃত্তিরিতি ভূতানাং প্রকৃতিঃ, তথাপি তয়োর্বশবর্ত্তী ন ভবেদিতি শাস্ত্রেণ নিয়ম্যতে। হি যস্মাদস্য মুমুক্ষোস্তৌ পরিপন্থিনৌ প্রতিপক্ষৌ। অয়ং ভাবঃ—বিষয়স্মরণাদিনা রাগদ্বেষোৎপাত অনবহিতং পুরুষমনর্থেঽপি সন্তীরে স্রোতঃসীব প্রকৃতির্বলাৎ প্রবর্ত্তয়তি, শাস্ত্রং তু ততঃ প্রাগেব বিষয়েষু

জ্ঞানবান্‌ও আপনার প্রকৃতির বা প্রাচীন কর্ম্মসংস্কারের অধীন স্বভাবের অনুরূপ কার্য্য করেন, যেহেতু প্রাণিগণ স্বকীয় স্বভাব পরিহারে কর্ম্মানুষ্ঠান-তৎপর হয়, এইরূপ ইন্দ্রিয়নিগ্রহ কি করিবে? ৩৩

প্রত্যেক ইন্দ্রিয়গণের স্ব-স্ব অনুকূল শব্দাদি বিষয়সমূহে অনুরাগ ও প্রতিকূলতাবী, তথাপি সেই রাগদ্বেষের বশীভূত হইবে না, কারণ মুমুক্ষুব্যক্তির রাগদ্বেষ প্রতিপক্ষ। ৩৪

অতি উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম্ম অপেক্ষা কিঞ্চিৎ দোষযুক্তও

অর্জুন উবাচ

অথ কেন প্রযুক্তোঽয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ ৩৬

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ ৩৭

রাগদ্বেষপ্রতিবদ্ধকে পরমেশ্বরভজনাদৌ প্রবর্ত্তয়তি। ততশ্চ গম্ভীরস্রোতঃপাতাৎ পূর্ব্বমেব নাবমাস্থিত ইব নানর্থং প্রাপ্নোতীতি ॥ ৩৪

তদেবং স্বাভাবিকীং পরধর্ম্মসরণীং প্রকৃতিং ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মে প্রবর্ত্তিতবানিত্যুক্তম্ তত্র স্বধর্ম্মস্য যুদ্ধাদেরীশ্বর-রূপস্য যথাবৎ কর্ত্তুমশক্যত্বাৎ পরধর্ম্মস্য চাহিংসাদেঃ সুকরত্বাদুভয়বিশেষাচ্চ তত্র প্রবর্ত্তিতুমিচ্ছন্তং প্রত্যাহ—শ্রেয়ানিতি। বিগুণত্বেঽপি স্বধর্ম্মঃ শ্রেয়ান্ প্রশস্যতরঃ। স্বনুষ্ঠিতাৎ সকলাঙ্গসম্পূর্ত্ত্যা কৃতাদপি পরধর্ম্মাৎ সকাশাৎ তত্র হেতুঃ—স্বধর্ম্মে যুদ্ধাদৌ প্রবর্ত্তমানস্য নিধনং মরণমপি শ্রেয় স্বর্গাদিপ্রাপকত্বাৎ, পরধর্ম্মস্তু স্বস্য ভয়াবহো নিরিয়াদেরপি নরকপ্রাপকত্বাৎ ॥ ৩৫

টীকা—তদেবমনিচ্ছতোঽপি বলাদিব নিয়োজকং তদেতদপেক্ষয়া মহানোঽর্জ্জুন উবাচ—অথেতি। হে বার্ষ্ণেয়! অনর্থরূপং পাপং কর্ত্তুমনিচ্ছন্নপি কেন প্রযুক্তঃ প্রেরিতোঽয়ং পুরুষঃ পাপং চরতি? কামক্রোধৌ বিবেকবলেন নিরস্তত্বোঽপি পুরুষস্য পুনঃ পাপে প্রবৃত্তিদর্শনাৎ অন্যোঽপি তয়োর্মূলভূতঃ কশ্চিৎ প্রবর্ত্তকো ভবেদিতি সম্ভাবনায়াং প্রশ্নঃ ॥ ৩৬

টীকা—তত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—কাম এষ ক্রোধ এষ ইত্যাদি। যদ্বয়া পৃষ্টো হেতুরেষ কাম এব, নন্থ

স্বধর্ম্ম শ্রেয়স্কর, যেহেতু স্বধর্ম্মে নিধনও মঙ্গল, কিন্তু পরধর্ম্ম ভয়জনক ॥ ৩৫

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে বৃষ্ণিকুলতিলক! পাপ করিতে অনিচ্ছাকারী এই পুরুষ কাহার দ্বারা প্রেরিত ও বলপূর্ব্বক যেন নিয়ন্ত্রিত হইয়া পাপানুষ্ঠান করিতে থাকে ॥ ৩৬

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—এই কাম বা ইষ্টবিষয়ক অভিলাষ, এই ক্রোধ বা দ্বেষ—অনিষ্ট বিষয়দর্শনাদিহেতু মনোবিকার, কামিতার্থ-বিঘাত জন্য মনোবিকার, রজোগুণ হইতে সমুৎপন্ন,

ধূমেনাব্রিয়তে বহ্নির্যথাদর্শো মলেন চ।
যথোল্বেনাবৃতো গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্ ॥ ৩৮
আবৃতং জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণা।
কামরূপেণ কৌন্তেয় দুষ্পূরেণানলেন চ ॥ ৩৯
ইন্দ্রিয়াণি মনোবুদ্ধিরস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে।

ক্রোধোঽপি পূর্বং ত্বয়োক্তঃ "ইন্দ্রিয়স্যেন্দ্রিয়স্যার্থে" ইত্যত্র সত্যম্। নাসৌ ততঃ পৃথক্, কিন্তু ক্রোধোঽপোষ কাম এব হি, কেনচিৎ প্রতিহতঃ ক্রোধাত্মনা পরিণমতে; অতঃ পূর্বং পৃথক্ত্বেনোক্তোঽপি ক্রোধঃ কামজ এব ইত্যভিপ্রায়েণ কামেনৈকীকৃত্যোচ্যতে। রজোগুণাৎ সমুদ্ভবতীতি তথা, অনেন সর্ববৃত্ত্যা রজসি কর্মণি নীতে সতি কামোঽপি ক্ষীয়তে ইতি সূচিতম্। এনং কামমিহ মোক্ষমার্গে বৈরিণং বিদ্ধি; অন্যত্র বক্ষ্যমাণক্রমেণ হন্তব্য এব, যতো নাসৌ দানেন সন্তর্পয়িতুং শক্যা ইত্যাহ—মহাশনো মহদ্ অশনং যস্য স তথোক্ত ইত্যর্থঃ, ন চ নানা সন্তর্পয়িতুং শক্যো যতো মহাপাপ্মা অত্যুগ্রঃ ॥ ৩৭

টীকা—কামস্য বৈরিত্বং দর্শয়তি—ধূমেনেতি। যথা ধূমেন সহজেন বহ্নিরাব্রিয়ত আচ্ছাদ্যতে, যথা বাদর্শো মলেন আগন্তুকেন, যথা চোল্বেন গর্ভবেষ্টনচর্মণা গর্ভঃ সর্বতো নিরুদ্ধ্যাবৃতস্তথা প্রকারত্রয়েণাপি তেন কামেনাবৃতমিদম্ ॥ ৩৮

টীকা—ইদং শব্দনির্দিষ্টং দর্শয়ন্ বৈরিত্বং স্ফুটয়তি—আবৃতমিতি। ইদন্তু বিবেকজ্ঞানম্ এতেনাবৃতম্; অজ্ঞস্য খলু ভোগসময়ে কামঃ সুখহেতুরেব পরিণামে তু বৈরিতাং প্রতিপদ্যতে, জ্ঞানিনঃ পুনস্তৎকালমপ্যনর্থানুসন্ধানাদ্ দুষ্পূরত্বাচ্চ ও অত্যন্ত উগ্র—এই কামকে যুক্তিমার্গে অন্যান্য বলিয়া অবগত হইবে ॥ ৩৭

যেরূপ অগ্নি ধূমের দ্বারা ব্যাপ্ত থাকে, মলের দ্বারা যেরূপ দর্পণ আবৃত থাকে, যেমন গর্ভ জরায়ুর দ্বারা আচ্ছন্ন থাকে, তদ্রূপ সেই কামের দ্বারা এই বিবেকজ্ঞান আচ্ছাদিত ॥ ৩৮

হে কৌন্তেয়! নিত্যরিপু কামরূপ অপূরণীয় এই বহ্নির দ্বারা জ্ঞানিগণের জ্ঞান আচ্ছাদিত হইয়া থাকে ॥ ৩৯

ইন্দ্রিয়গণ, সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মন, নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি এই কামের আশ্রয় স্থান। কাম ইহাদের আশ্রয় করিয়া অবস্থান

এতৈর্বিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্ ॥ ৪০
তস্মাৎ ত্বমিন্দ্রিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতর্ষভ।
পাপ্মানং প্রজহি হ্যেনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্ ॥ ৪১
ইন্দ্রিয়াণি পরাণ্যাহুরিন্দ্রিয়েভ্যঃ পরং মনঃ।
মনসস্তু পরা বুদ্ধির্যো বুদ্ধেঃ পরতস্তু সঃ ॥ ৪২

হেতুরেবেতি নিত্যবৈরিণেত্যুক্তম্। কিঞ্চ বিষয়ৈঃ পূর্যমাণোঽপি যো দুষ্পূরোঽপূর্যমাণস্তু শোকসন্তাপহেতুত্বাদনলতুল্যঃ, অনেন সর্বান্ প্রতি নিত্যবৈরিত্বমুক্তম্ ॥ ৩৯

টীকা—ইদানীং তস্যাধিষ্ঠানং কথয়ন্ তন্নাশোপায়মাহ—ইন্দ্রিয়াণীতি দ্বাভ্যাম্। বিষয়দর্শনশ্রবণাদিভিঃ সঙ্কল্পেনাধ্যবসায়েন চ কামস্যাবির্ভাবাদিন্দ্রিয়াণি চ মনশ্চ বুদ্ধিশ্চাস্যাধিষ্ঠানমুচ্যতে, এতৈরিন্দ্রিয়াদিভির্দর্শনাদিব্যাপারবদ্ভিরাশ্রয়ভূতৈর্বিবেকজ্ঞানমাবৃত্য দেহিনং বিমোহয়তি ॥ ৪০

টীকা—যস্মাদেবং তস্মাত্ত্বমিতি। তস্মাদাদৌ বিমোহাৎ পূর্বমেবেন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিঞ্চ নিয়ম্য পাপ্মানং পাপরূপমেনং কামং হি স্ফুটং প্রজহি ত্যজেত্যর্থঃ, যদ্বা প্রজহিহি পরিত্যজ। জ্ঞানমাত্মবিষয়ং বিজ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং তদ্বোর্নাশকম্। যদ্বা জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্যোপদেশজং, বিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনজম্ "তমেব ধীরো বিজ্ঞায় প্রজ্ঞাং কুর্বীত" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৪১

টীকা—অথাস্য প্রসঙ্গস্য চিত্তপ্রণিধানেনেন্দ্রিয়াণি নিয়ন্তুং শক্যন্তে, তদাত্মস্বরূপং দেহাদিভ্যো বিবিচ্য দর্শয়তি—ইন্দ্রিয়াণীতি। ইন্দ্রিয়াণি দেহাদিভ্যো প্রাহুরেতজ্ঞাঃ পরাণি শ্রেষ্ঠান্যাহুঃ। সূক্ষ্মত্বাৎ প্রকাশকত্বাচ্চ, অতএব করে বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে। এই কাম ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির দ্বারা বিবেকজ্ঞান আচ্ছাদিত করিয়া দেহিগণকে বিমোহিত করিয়া থাকে ॥ ৪০

হে ভারতপ্রধান! তজ্জন্য তুমি সর্বপ্রথমে নিখিল ইন্দ্রিয় নিয়মিত করিয়া জ্ঞান বিজ্ঞান (আত্মজ্ঞান শাস্ত্রজ্ঞান)-বিনাশকারী সংসারের সকল দুঃখের একমাত্র কারণ পাপ কামকে উত্তমরূপে সংহার কর, বিন্দুমাত্র কাম থাকিলে নরকভোগ অনিবার্য ॥ ৪১

শরীরাদি হইতে ইন্দ্রিয়সকল শ্রেষ্ঠ, মন অখিল ইন্দ্রিয় অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর বুদ্ধি মন হইতে প্রধান। যিনি বুদ্ধিরও শ্রেষ্ঠ, তিনিই আত্মা ॥ ৪২

এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্মনা।
জহি শত্রুং মহাবাহো কামরূপং দুরাসদম্ ॥ ৪৩

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥
শ্রীমহাভারতে সপ্তবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৭

তদ্ব্যতিরিক্তমসমর্থাদ্বুদ্ধং ভবতি। ইন্দ্রিয়েভ্যশ্চ সত্ত্বাত্মকং মনঃ পরং তৎপ্রবর্তকত্বাৎ। মনসস্তু নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধিঃ পরা, নিশ্চয়পূর্বকত্বাৎ সত্ত্বস্য। যস্তু বুদ্ধেঃ পরতঃ তৎসাক্ষিত্বেনাবস্থিতঃ সর্বান্তরঃ স আত্মা ; তং বিমোহয়তি দেহিনমিতি দেহিশব্দোক্ত আত্মা স ইতি পরামৃশ্যতে ॥ ৪২

টীকা—উপসংহরতি—এবমিতি। বুদ্ধেরেব বিষয়েন্দ্রিয়াদিজন্যাঃ কামাদিবিক্রিয়াঃ। আত্মা তু নির্বিকারস্তৎসাক্ষীত্যেবং বুদ্ধেঃ পরমাত্মানং বুদ্ধা আত্মনা এবম্ভূতয়া নিশ্চয়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা আত্মানং মনঃ সংস্তভ্য নিশ্চলং কৃত্বা কামরূপিণং শত্রুং জহি মারয়। দুরাসদং দুঃখেনাসাদনীয়ং দুর্বিজ্ঞেয়গতিমিত্যর্থঃ ॥ ৪৩

স্বধর্মেণ যমারাধ্য ভক্ত্যা মুক্তিমিতা বুধাঃ।
তং কৃষ্ণং পরমানন্দং তোষয়েং সর্বকর্মভিঃ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং কর্মযোগো নাম তৃতীয়োঽধ্যায়ঃ ॥ ৩

হে মহাবাহো! এইরূপ বুদ্ধের অপেক্ষা অতি প্রবল বুদ্ধির দ্রষ্টা আত্মাকে অবগত হইয়া সর্বপ্রকার বুদ্ধি দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে মনকে উত্তমরূপে স্থাপিত করত কামরূপ দুর্নিরীক্ষ্যগতি সংসারপ্রবর্তক মহান্ শত্রুকে সংহার কর। ৪৩

ইতি শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসহস্রসংহিতা মহাভারতমধ্যে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাপ্রতিপাদক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মযোগনামক তৃতীয় অধ্যায়।

অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং চতুর্থোঽধ্যায়ঃ)

[সগুণস্য ভগবতঃ প্রভাবঃ, নিষ্কামকর্মযোগঃ যোগযুক্তমহাপুরুষাণামাচারঃ, মাহাত্ম্যঞ্চ বর্ণয়তা ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন বিবিধযজ্ঞানাং জ্ঞানস্য চ মহিম্নো কথনম্।]

শ্রীভগবানুবাচ।

ইমং বিবস্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম্।
বিবস্বান্মনবে প্রাহ মনুরিক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১

এবং পরম্পরাপ্রাপ্তমিমং রাজর্ষয়ো বিদুঃ।
স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপ ॥ ২

চতুর্থোঽধ্যায়ঃ

টীকা—আবির্ভাব-তিরোভাবাবাবিষ্কর্তুং স্বয়ং হরিঃ।
তত্ত্বপদবিবেকার্থং কর্মযোগং প্রশংসতি ॥

এবং ভাবদধ্যায়দ্বয়েন কর্মযোগোপায়ো জ্ঞানযোগোপায়শ্চ মোক্ষসাধনত্বেনোক্তস্তমেব ব্রহ্মার্পণাদিগুণবিধানেন তত্ত্বপদার্থবিবেকাদিনা চ প্রপঞ্চয়িতুং প্রথমং তাবৎ পরম্পরাপ্রাপ্তত্বেন স্তবন্ শ্রীভগবানুবাচ—ইমমিতি ত্রিভিঃ। অব্যয়ফলত্বাদব্যয়ম্ ইমং যোগং পূর্বা অহং বিবস্বতে আদিত্যায় কথিতবান্, স চ স্বপুত্রায় মনবে শ্রাদ্ধদেবায় প্রাহ। স চ মনুঃ স্বপুত্রায় ইক্ষ্বাকবেঽব্রবীৎ ॥ ১

টীকা—এবমিতি। এবং রাজানশ্চ ত ঋষয়শ্চেতি। অন্যেঽপি রাজর্ষয়ো নিমিপ্রমুখাঃ স্বপুত্রাদিভিরিক্ষ্বাকু-

চতুর্থ অধ্যায়।

[সগুণ শ্রীভগবানের প্রভাব, নিষ্কাম কর্মযোগ, যোগযুক্ত মহাপুরুষগণের আচার ও মাহাত্ম্যের বিষয় বর্ণনাকারী ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক বিবিধযজ্ঞসমূহ এবং জ্ঞানের মহিমাবর্ণন।]

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—আমি ভুবনভাস্কর সূর্যকে এই সর্ববিকারশূন্য অক্ষয় যোগ বলিয়াছিলাম। আদিত্য তাঁহার পুত্র মনুকে ও মনু তাঁহার পুত্র ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন ॥ ১

এবম্বিধ পরম্পরাপ্রাপ্ত এই যোগ নিমি প্রভৃতি রাজর্ষি-

স এবায়ং ময়া তেঽদ্য যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ।
ভক্তোঽসি মে সখা চেতি রহস্যং হ্যেতদুত্তমম্ ॥ ৩

অর্জুন উবাচ।

অপরং ভবতো জন্ম পরং জন্ম বিবস্বতঃ।
কথমেতদ্ বিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪

শ্রীভগবানুবাচ।

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।

প্রমুখৈঃ প্রোক্তমিমং যোগং বিদুর্ব্রাহ্মণর্ষয় ইতি চ। অস্তুতনানা-মজ্ঞানে কারণমাহ—হে পরন্তপ! শত্রুতাপন! স যোগঃ কালবশাদিহ লোকে নষ্টো বিচ্ছিন্নঃ ॥ ২

টীকা—স এবায়মিতি। স এবায়ং যোগোঽদ্য বিচ্ছিন্নে সম্প্রদায়ে সতি পুনশ্চ ময়া তে তুভ্যমুক্তঃ, যতস্ত্বং মম ভক্তোঽসি সখা চেতি। অতঃ ত্বয়ি ময়া মোচ্যতে, হি যস্মাৎ এতদুত্তমং রহস্যম্ ॥ ৩

টীকা—ভগবতো বিবস্বত্ প্রতি যোগোপদেশাসম্ভবং পশ্যন্নর্জুন উবাচ—অপরমিতি। অপরম্ অর্ব্বাচীনং তব জন্ম, পরং প্রাক্কালীনং বিবস্বতো জন্ম। তস্মাৎ তবাধুনিকত্বাৎ চিরন্তনায় বিবস্বতে ত্বমাদৌ যোগঃ প্রোক্তবানিতি, এতৎ কথমহং বিজানীয়াং জানীয়াম্ ॥ ৪

টীকা—ইতি পৃষ্টবন্তমর্জুনং কথান্তরেণোপদিষ্টবানিতাভিপ্রায়েণোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ বহূনীতি। মম বহূনি জন্মানি তব চ ব্যতীতানি; তানহং সর্ব্বাণি বেদ জানামি, অনুপ্লুতবিদ্যাশক্তিত্বাৎ। ত্বং ন বেত্থ ন বেৎসি অবিদ্যা-প্লুতত্বাৎ ॥ ৫

তাঽহং বেদ সর্ব্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরন্তপ ॥ ৫
অজোঽপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোঽপি সন্।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥ ৬
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥ ৭
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৮

টীকা—নন্বু অনাদেস্তব কুতো জন্ম? অবিনাশিনশ্চ কথং পুনর্জ্জন্ম—যেন বহূনি মে ব্যতীতানি ইত্যুচ্যতে? এবমীশ্বরস্য তব পুণ্যপাপবিহীনস্য কথং বা জীবজন্মেত্যত আহ—অজোঽপীতি। সত্যমেবং, তথাপি অজোঽপি জন্মশূন্যোঽপি সন্নহং তথাঽব্যয়াত্মাপি অনশ্বরস্বভাবোঽপি সন্, তথা ভূতানাম্ ঈশ্বরোঽপি কর্ম্মপারতন্ত্র্যরহিতোঽপি সন্ স্বমায়য়া সম্ভবামি সম্যগপ্রচ্যুতজ্ঞানবলবীর্য্যাদিশক্ত্যৈব ভবামি। নন্বু তথাপি ষোড়শকলাত্মকলিঙ্গদেহশূন্যস্য চ তব কুতো জন্ম ইত্যাহ উক্তং—স্বাং তদ্বদবাধিকাং প্রকৃতিমধিষ্ঠায় বাঙ্মনঃ বিশুদ্ধোজ্জিতসত্ত্বমূর্ত্তা স্বেচ্ছয়াবতরামীত্যর্থঃ ॥ ৬

টীকা—কদা সম্ভবসীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদা যদেতি গ্লানির্হানির্নিধর্ম্মস্য। অধর্ম্মস্য অভ্যুত্থানমাধিক্যম্ ॥ ৭

টীকা—কিমর্থমিত্যপেক্ষায়ামাহ — পরিত্রাণায়েতি। সাধূনাং স্বধর্ম্মবর্ত্তিনাং রক্ষণায়। দুষ্টং কর্ম্ম কুর্ব্বন্তীতি দুষ্কৃতস্তেষাং বধায় চ, এবং ধর্ম্মস্য সংস্থাপনার্থায়, সাধুরক্ষণেন দুষ্টবধেন চ ধর্ম্মং স্থিরীকর্ত্তুং যুগে যুগে তত্তদবসরে

গণ অবগত ছিলেন। হে শত্রুতাপন! অধুনা ইহজগতে সেই যোগ কালবশে বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। ২

তুমি আমার সেবক ও সখা এজন্য আমি সেই পুরাতন যোগ অদ্য তোমাকেই বলিলাম, যেহেতু ইহা অত্যন্ত গোপনীয়। ৩

অর্জুন বলিলেন,—তোমার জন্ম সূর্য্যের জন্মের পর, আদিত্যের জন্ম পূর্ব্ব সর্গে, আদিতে তুমি তাহাকে এই যোগ বলিয়াছ, এ বিষয় আমি কি প্রকারে অবগত হইব? ৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পরন্তপ অর্জুন! আমার ও তোমার অনেক জন্ম অতিক্রান্ত হইয়াছে। আমি সেই সমস্ত জন্ম জ্ঞাত আছি, আর তুমি অবিদ্যাবৃত বলিয়া জান না। ৫

আমি জন্মরহিত অবিনশ্বরস্বভাব এবং নিত্য ভূত পর্য্যন্ত প্রাণিগণের ঈশ্বর হইয়াও স্বীয় শুদ্ধসত্ত্বাত্মিকা প্রকৃতিকে স্বীকার করিয়া আত্মমায়াসহায়ে আবির্ভূত হই। ৬

হে ভারত! এ সংসারে যে যে সময়ে ধর্ম্ম ও আচার ধর্ম্মের হানি হয় ও অধর্ম্মের বৃদ্ধি হয়, সেই সেই সময়ে আমি প্রাদুর্ভূত হই। ৭

সন্মার্গে অবস্থিত সৎপরায়ণ ভক্তগণের রক্ষার ও দুষ্কৃতকারিগণের বিনাশের জন্য এবং উত্তমরূপে ধর্ম্মাশ্রম ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত করিবার নিমিত্ত যুগে যুগে আমি সম্ভূত হই। ৮

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন ॥ ৯
বীতরাগভয়ক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ।
বহবো জ্ঞানতপসা পূতা মদ্ভাবমাগতাঃ ॥ ১০
যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।
মম বর্ত্মানুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ ॥ ১১
কাঙ্ক্ষন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ।
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ১২
চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ।
তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্ ॥ ১৩

সত্ত্বস্বামীত্যর্থঃ। ন চৈবং দুষ্টনিগ্রহং কুর্বতোঽপি নৈর্ঘৃণ্যং শঙ্কনীয়ম্। যথাহুঃ,—"লালনে তাড়নে মাতুর্মাকারুণ্যং যথার্ভকে। তদ্বদেব মহেশস্য নিয়ন্তুর্গুণদোষয়োঃ" ইতি ॥ ৮

টীকা—এবংবিধানামীশ্বরজন্মকর্মণাং জ্ঞানে ফলমাহ—জন্মেতি। স্বেচ্ছয়া কৃতং মম জন্ম, কর্ম চ ধর্মপালনরূপং দিব্যমলৌকিকং তত্ত্বতঃ পরানুগ্রহার্থমেবেতি যো বেত্তি, স দেহাভিমানং ত্যক্ত্বা পুনর্জন্ম সংসারং ন এতি ন প্রাপ্নোতি, কিন্তু মামেব প্রাপ্নোতি ॥ ৯

টীকা—কথং জন্মকর্মজ্ঞানেন তৎপ্রাপ্তিঃ স্যাদিত্যত আহ—বীতরাগেতি। অহং শুদ্ধসত্ত্বাবতারৈঃ ধর্মপরিপালনং করোমীতি মদীয়ং পরমকারুণিকত্বং জ্ঞাত্বা বীতা বিগতা রাগভয়ক্রোধা যেভ্যস্তে চিত্তবিক্ষেপাভাবান্ময়ি মনেকচিত্তা ভূত্বা মামেবোপাশ্রিতাঃ সন্তো মৎপ্রসাদলব্ধং যদাত্মজ্ঞানং তপশ্চ তৎপরিপাকহেতুঃ সদর্শঃ। তয়োর্দ্বৈবিধ্যাৎ। তেন জ্ঞানতপসা পূতাঃ শুদ্ধাঃ নিরস্তাজ্ঞানতৎকার্যমলাঃ সন্তো মদ্ভাবং মৎসাযুজ্যং প্রাপ্তা বহবঃ, ন ত্বদ্যুনেব প্রবৃত্তোঽয়ং মদ্ভক্তিমার্গ ইত্যর্থঃ। তদেবং তাদৃশং যেন সর্বাধাত্ম্যাদিনা বিগ্রহবিশেষোপাধিত্বাৎ তত্ত্বং পদার্থাবীশ্বরজীবৌ প্রদর্শ্য ঈশ্বরস্য চাবিদ্যাভাবেন নিত্যশুদ্ধবুদ্ধ-

জীবস্য চেশ্বরপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনাজ্ঞাননিবৃত্তেঃ শুদ্ধস্য স্বতশ্চিদংশেন তদৈক্যমুক্তমিতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১০

টীকা—নন্বু তর্হি কিং যদপি বৈষম্যমস্তি, যস্মাদেবং স্বদেকশরণানামেবমাত্মভাবং প্রকাশি, নান্যেষাং সকামানামিত্যত আহ—যে ইতি। যথা যেন প্রকারেণ সকামতয়া নিষ্কামতয়া বা যে মাং ভজন্তি, তানহং তথৈব তদপেক্ষিতফলদানেন ভজামি অনুগৃহ্লামি, ন তু সকামা মাং বিহায় ইন্দ্রাদীনেব ভজন্তে তানহমুপেক্ষ ইতি মন্তব্যম্। যতঃ সর্বশঃ সর্বপ্রকারৈর্বিলক্ষণৈরপি মমৈব বর্ত্ম ভজনমার্গমনুবর্তন্তে ইন্দ্রাদিকেষ্বপি মমৈব সেবাদ্বারা ॥ ১১

টীকা—তর্হি মোক্ষার্থেন কিমিতি সর্বে ত্বাং ন ভজন্তীত্যত আহ কাঙ্ক্ষন্ত ইতি। কর্মণাং সিদ্ধিং কর্মফলং কাঙ্ক্ষন্তঃ প্রার্থয়ন্ত ইহ মনুষ্যলোকে ইন্দ্রাদিদেবতা এব যজন্তে, ন তু সাক্ষাদ্ভগবন্তম্। হি যস্মাৎ কর্মজা সিদ্ধিঃ কর্মজং ফলং শীঘ্রং ভবতি, ন তু জ্ঞানজন্যং কৈবল্যং, দুষ্প্রাপ্যত্বাজ্জ্ঞানস্য ॥ ১২

টীকা—নন্বু কেচিৎ সকামতয়া প্রবর্তন্তে কেচিন্নিষ্কামতয়েতি কর্মবৈচিত্র্যং তৎকর্তৃণাঞ্চ ব্রাহ্মণাদীনামুত্তমমধ্যমাদিবৈচিত্র্যং কুর্বতস্তব কথং বৈষম্যং নাস্তীত্যাশঙ্ক্যাহ—চাতুর্বর্ণ্যমিতি। চত্বারো বর্ণা এবেতি চাতুর্বর্ণ্যম্, স্বার্থে

হে অর্জুন। যিনি আমার এবম্বিধ অপ্রাকৃত জন্ম ও ধর্মসংস্থাপন সংরক্ষণ আদি কর্ম স্বরূপতঃ অবগত আছেন, তিনি শরীরত্যাগান্তে পুনর্বার আর জন্মগ্রহণ করেন না—আমাকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৯

সংসারে অনুরাগ, ভয় ও রোষবিরহিত, মদেকমানস অনেক ব্যক্তি আমাকে উত্তমরূপে আশ্রয় করত জ্ঞান ও তপস্যার দ্বারা নিষ্পাপ ও পরিশুদ্ধ হইয়া আমার সাযুজ্য লাভ করিয়াছেন ॥ ১০

যাহারা যেরূপে আমাকে কায়-মন-বাক্যের দ্বারা সেবা করেন তাহাদিগকে আমি সেই প্রকারই অনুগ্রহ করিয়া থাকি। হে পার্থ! যিনি যাহাই করুন না কেন আমারই ভজনমার্গের অনুবর্তন করিয়া থাকেন ॥ ১১

যেহেতু মনুষ্যলোকে কর্মজনিত সিদ্ধি সত্বর হইয়া থাকে তজ্জন্য কর্মফলাকাঙ্ক্ষিগণ কর্মফল অভিলাষ করত ইহলোকে ইন্দ্রাদি ক্ষিপ্রফলদাতা দেবগণের অর্চনা করেন ॥ ১২

আমি গুণ এবং কর্মের বিভাগ দ্বারা ব্রাহ্মণাদি চারিটি বর্ণ সৃজন করিয়াছি। সৃষ্টিব্যাপারে কর্তা হইলেও সর্ববিকারবিরহিত আমাকে অকর্তাই অবগত হইবে ॥ ১৩

ন মাং কর্মাণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে স্পৃহা।
ইতি মাং যোঽভিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্ ॥ ১৫
কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ।
তৎ তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ ॥ ১৬
কর্মণো হ্যপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ।
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিঃ ॥ ১৭
কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ।
স বুদ্ধিমান্ মনুষ্যেষু স যুক্তঃ কৃৎস্নকর্মকৃৎ ॥ ১৮

শুভ-প্রত্যয়ঃ। অয়মর্থঃ—সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাস্তেষাং শমদমাদীনি কর্মাণি, সত্ত্বরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াস্তেষাং শৌর্যযুদ্ধাদীনি কর্মাণি, রজস্তমঃপ্রধানা বৈশ্যাস্তেষাঞ্চ কৃষিবাণিজ্যাদীনি কর্মাণি, তমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাস্তেষাঞ্চ ত্রৈবর্ণিকশুশ্রূষণাদীনি কর্মাণীত্যেবং গুণানাং কর্মণাঞ্চ বিভাগৈশ্চাতুর্বর্ণ্যং ময়ৈব সৃষ্টমিতি সত্যং, তথাপ্যেষা, তস্য কর্তারমপি ফলতোঽকর্তারমেব মাং বিদ্ধি, তত্র হেতুরব্যয়ম্, আসক্তিরাহিত্যেন শ্রমরহিতঃ নাশাদি-রহিতম্ ॥ ১৩

টীকা—তদেব দর্শয়ন্নাহ—ন মামিতি। কর্মাণি বিশ্ব সৃষ্ট্যাদীন্যপি মাং ন লিম্পন্তি প্রসঙ্গং ন কুর্বন্তি, নিঃ-স্পৃহত্বাদাপ্তকামত্বেন মম কর্মফলে স্পৃহাভাবাচ্চ মাং ন লিম্পন্তীতি কিং বক্তব্যম্। যতঃ কর্মফলে স্পৃহারহিতেন মাং যোঽভিজানাতি, সোঽপি কর্মভির্ন বধ্যতে, মম নির্লেপকারণং নিরহঙ্কারত্বনিঃস্পৃহত্বাদিকং জ্ঞানতস্তস্যা-প্যহঙ্কারাদিশৈথিল্যাৎ ॥ ১৪

টীকা—যে যথা মামিত্যাদি চতুর্ভিঃ শ্লোকৈঃ প্রাসঙ্গিক মীশ্বরস্য বৈষম্যং পরিহৃত্য পূর্বোক্তমেব কর্মযোগং প্রপঞ্চয়িতুমনুস্মারয়তি—এবমিতি। অহঙ্কারাদিরাহি-ত্যেন কৃতং কর্ম বন্ধকং ন ভবতীত্যেবং জ্ঞাত্বা পূর্বৈ-

সৃষ্টি-স্থিতি-নাশ প্রভৃতি কর্মসকল আমাকে আসক্ত করিতে পারে না; কর্মফলে আমার অভিলাষ নাই, ইহা যিনি জ্ঞাত আছেন, তিনি কর্মের দ্বারা বদ্ধ হন না ॥ ১৪

অহঙ্কার-রহিত হইয়া কর্ম করিলে কর্ম বন্ধনের কারণ হয় না, ইহা জানিয়া পূর্বতন জনকাদি মুমুক্ষুগণও নিষ্কাম কর্ম করিয়াছেন। সুতরাং জনকাদি মুক্তিকামিগণের দ্বারা সর্বতোভাবে যখন নিষ্কাম কর্ম আচরিত হইয়াছে, অতএব তুমিও প্রথমে কর্মই কর ॥ ১৫

কি কর্ম আর কি অকর্ম এ বিষয়ে বিবেকীসমূহও মোহিত হইয়া থাকেন। যাহা অবগত হইয়া সংসার হইতে মুক্ত হইবে

জনকাদিভিরপি মুমুক্ষুভিঃ সর্বতোভাবং পূর্বতরং সুপ্রাচীনৈ-রপি কৃতং, তস্মাৎ ত্বমপি প্রথমং কর্মৈব কুরু ॥ ১৫

টীকা—তত্র তত্ত্ববিদ্ভিঃ সহ বিচার্যং কর্তব্যং ন লোক-পরম্পরামাত্রেণেত্যাহ—কিং কর্মেতি। কিং কর্ম? কীদৃশং কর্মকরণং, কিমকর্ম? কীদৃশং কর্মাকরণম্? ইত্যস্মিন্নর্থে বিবেকিনোঽপি মোহিতাঃ, অতো যজ্জ্ঞাত্বা যৎ অনুষ্ঠায় অশুভাৎ সংসারান্মোক্ষায় মুক্তো ভবিষ্যসি, তৎ কর্মাকর্ম চ তুভ্যমহং প্রবক্ষ্যামি, তৎ শৃণু ॥ ১৬

টীকা—নন্থ লোকপ্রসিদ্ধমেব কর্ম দেহাদিব্যাপারা-ত্মকম্, অকর্ম চ তদ্ব্যাপারাত্মকম্, অতঃ কথমুচ্যতে কবয়োঽপ্যত্র মোহং প্রাপ্তা ইতি; তত্রাহ—কর্মণ ইতি। কর্মণো বিহিতব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, ন তু লোকপ্রসিদ্ধমাত্রমেব। অকর্মণোঽবিহিতব্যাপারস্যাপি তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি, যতঃ কর্মণো গতির্গহনা। কর্মণ ইত্যুপলক্ষণার্থম্, কর্মাকর্মবিকর্মণাং তত্ত্বং বোদ্ধব্যমস্তি যতো দুর্বিজ্ঞেয়মিত্যর্থঃ ॥ ১৭

টীকা—তদেবং কর্মাদীনাং দুর্বিজ্ঞেয়ত্বং দর্শয়ন্নাহ—কর্মণীতি। পরমেশ্বরারাধনলক্ষণে কর্মণি কর্মবিষয়ে অকর্ম কর্মেদং ন ভবতীতি যঃ পশ্যেত্তস্য জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাৎ; অকর্মণি চ বিহিতাকরণে কর্ম যৎ

সেই কর্মের কথা তোমায় বলিব ॥ ১৬

শাস্ত্রবিহিত কর্মেরও জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আছে, আর নিষিদ্ধ ব্যাপারেরও জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আছে, আর কর্ম না করিয়া চুপচাপ অবস্থানেরও জ্ঞাতব্য তত্ত্ব আছে, যেহেতু কর্মের গতি দুর্বিজ্ঞেয় ॥ ১৭

যিনি ঈশ্বর আরাধনার জন্য কৃতকর্মে "ইহা কর্ম নয়" অর্থাৎ ইহার দ্বারা কর্মবন্ধন হয় না এরূপ দেখেন আর বিহিত কর্মের অকরণে প্রত্যবায়হেতু তাহা কর্ম বলিয়া দেখিয়া থাকেন, তিনি কর্মকারী মনুষ্যগণের মধ্যে বুদ্ধিমান্, তিনি যোগী, তিনি নিখিল কর্মকারী ॥ ১৮

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥ ১৯
ত্যক্ত্বা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥ ২০

নিরাশীর্যতচিত্তাত্মা ত্যক্তসর্বপরিগ্রহঃ।
শারীরং কেবলং কর্ম কুর্বন্নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ২১
যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ ২২

পক্ষেৎ, তস্য প্রত্যবায়োৎপাদকত্বেন বন্ধহেতুত্বাৎ ; মনুষ্যেষু কর্ম কুর্বাণেষু স বুদ্ধিমান্ ব্যবসায়াত্মকবুদ্ধিমত্ত্বাদ্ভেঃ। তং প্রত্যেতি, স যুক্তো যোগী, তেন কর্মণা জ্ঞানযোগাবাপ্তেঃ ; স এব কৃৎস্নকর্মকর্তা চ ; সর্বতঃ সংপ্লুতোদকস্থানীয়ে চ তস্মিন্ কর্মণি সর্বকর্মফলানামন্তর্ভূতত্বাৎ। অতএবারুরুক্ষোঃ কর্মযোগাধিকারাবস্থায়াং "ন কর্মণামনারম্ভাৎ" ইত্যাদিনোক্ত এবং কর্মযোগঃ স্পষ্টীকৃতস্তৎপ্রপঞ্চরূপস্যাচ্চাস্য প্রকরণস্য ন পৌনরুক্ত্যদোষঃ, অনেনৈব যোগারূঢ়াবস্থায়াং "যস্বাত্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যাদিনা যঃ কর্মানুপযোগ উক্তস্তস্যাপ্যর্থাৎ প্রপঞ্চকৃতো বেদিতব্যঃ ; যদারুরুক্ষোরপি কর্ম বন্ধকং ন ভবতি, তদারূঢ়স্য কুতো বন্ধকং স্যাদিত্যত্রাপি শ্লোকো যুজ্যতে। যদা কর্মণি দেহেন্দ্রিয়াদিব্যাপারে বর্তমানেঽপ্যাত্মনো হেত্যবিভিরেকানুভবেন অকর্ম স্বাভাবিকং নৈষ্কর্ম্যমেব যঃ পশ্যেৎ, তথা অকর্মণি চ জ্ঞানরহিতে দুঃখবুদ্ধ্যা কর্মণাং ত্যাগে কর্ম যঃ পশ্যেৎ, তস্য প্রতিবন্ধকত্বেন মিথ্যাচারত্বাৎ। তদুক্তং "কর্মেন্দ্রিয়াণি সংযম্য" ইত্যাদিনা। য এবম্ভূতঃ স তু সর্বেষু মনুষ্যেষু বুদ্ধিমান্ পণ্ডিতঃ, তত্র হেতু যতঃ কৃৎস্নানি সর্বাণি যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তানি আহারাদীনি কর্মাণি কুর্বন্নপি স যুক্ত এব অকর্তৃত্বজ্ঞানেন সমাধিস্থ এবেত্যর্থঃ। অনেনৈব জ্ঞানিনঃ স্বভাবাদাপন্নং কলঞ্জভক্ষণাদিকং ন দোষায়, অজ্ঞস্য তু রাগতঃ কৃতং দোষায়েতি বিকর্মণোঽপি তত্র নিরূপিতং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৮

টীকা—কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদিত্যনেন ত্যক্ত্যার্থার্থিপত্তিভ্যাং যদুক্তমর্থদ্বয়ং, তদেব স্পষ্টয়তি—যস্যেতি পঞ্চভিঃ। সম্যগারভ্যন্ত ইতি সমারম্ভাঃ কর্মাণি, কাম্যত ইতি কামঃ ফলং, তৎসঙ্কল্পেন বর্জিতা যস্য ভবন্তি, তং পণ্ডিতমাহুঃ, তত্র হেতুঃ। যতঃ সমারম্ভাঃ শুদ্ধচিত্তে সতি জ্ঞানেন জ্ঞানাগ্নিনা দগ্ধানি অকর্মতাং নীতানি কর্মাণি যস্য তম্ ; আরুরুক্ষাবস্থায়াং তু কামঃ ফলহেতুর্বিবক্ষ্যতে, তদর্থমিদং কর্তব্যমিতি কর্মবিষয়ঃ সঙ্কল্পস্তাভ্যাং বর্জিতঃ। শেষং স্পষ্টম্ ॥ ১৯

টীকা—কিঞ্চ ত্যক্তেঽপি কর্মণি তৎফলে চাসক্তিং ত্যক্ত্বা নিত্যেন নিত্যানন্দেন তৃপ্তঃ, অতএব যোগক্ষেমার্থমাশ্রয়ণীয়রহিতঃ, এবম্ভূতো যঃ স স্বাভাবিকে বিহিতে বা কর্মণি অভিতঃ প্রবৃত্তোঽপি কিঞ্চিদপি নৈব করোতি, তস্য কর্ম অকর্মতামাপদ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ২০

টীকা—কিঞ্চ নিরাশীরিতি নির্গতা আশিষঃ কামনা যস্মাৎ, যতঃ নিয়তং চিত্তমাত্মা শরীরঞ্চ যস্য, ত্যক্তাঃ সর্বে পরিগ্রহা যেন সঃ, শারীরং শরীরমাত্রনির্বর্ত্যং কর্তৃত্বাভিনিবেশরহিতং কর্ম কুর্বন্নপি কিল্বিষং বন্ধনং ন প্রাপ্নোতি, যোগারূঢ়পক্ষে শরীরনির্বাহমাত্রোপযোগি স্বাভাবিকং ভিক্ষাটনাদি কর্ম কুর্বন্নপি কিল্বিষং বিহিতাকরণনিমিত্তদোষং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২১

টীকা—কিঞ্চ যদৃচ্ছালাভেতি। অপ্রার্থিতোপস্থিতো লাভো যদৃচ্ছালাভস্তেন সন্তুষ্টঃ, দ্বন্দ্বানি শীতোষ্ণাদীনি-

---

যাঁহার লৌকিক বৈদিক অখিল কর্ম কামনা ও সঙ্কল্পশূন্য, জ্ঞানাগ্নির দ্বারা সকর্মা তাঁহাকে বিদ্বান্‌গণ পণ্ডিত বলিয়া থাকেন ॥ ১৯

তিনি কর্মে এবং তাহার ফলে অনুরাগ পরিত্যাগ পূর্বক আত্মানন্দে পূর্ণকাম যোগক্ষেমের জন্য আশ্রয়ণীয়বিরহিত হইয়া স্বাভাবিক অথবা শাস্ত্রবিহিত কর্মে প্রবৃত্ত হইলেও কিছুই করেন না—তাঁহার অনুষ্ঠিত কর্ম অকর্ম হইয়া যায় ॥ ২০

নিষ্কাম, শরীর ও চিত্তসংযমকারী, সমস্ত পরিগ্রহ-পরিত্যাগী শরীরনির্বাহের মাত্র উপযোগী কর্ম করিয়া পাপগ্রস্ত হন না ॥ ২১

অপ্রার্থিত-লাভে পূর্ণকাম, শীতোষ্ণাদি দ্বন্দ্বসমূহে অবিচলচিত্ত, অবিরহিত, কর্মের সফলতায় বিফলতায় হর্ষবিষাদবিহীন যোগী কর্ম করিয়াও বদ্ধ হন না ॥ ২২

গতসঙ্গস্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ।
যজ্ঞায়াচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে ॥ ২৩
ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রহ্মাগ্নৌ ব্রহ্মণা হুতম্।
ব্রহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকর্মসমাধিনা ॥ ২৪
দৈবমেবাপরে যজ্ঞং যোগিনঃ পর্য্যুপাসতে।
ব্রহ্মাগ্নাবপরে যজ্ঞং যজ্ঞেনৈবোপজুহ্বতি ॥ ২৫
শ্রোত্রাদীনীন্দ্রিয়াণ্যন্যে সংযমাগ্নিষু জুহ্বতি।
শব্দাদীন্ বিষয়ানন্য ইন্দ্রিয়াগ্নিষু জুহ্বতি ॥ ২৬
সর্বাণীন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপরে।
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহ্বতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ২৭

অতোঽতিক্রান্তসংসহনশীল ইত্যর্থঃ, বিমৎসরো নির্দ্বেষঃ, যদৃচ্ছালাভতোঽপি সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ সমো হর্ষবিষাদরহিতঃ, যঃ এবম্ভূতঃ স পূর্ব্বোত্তরভূমিকয়োর্যথাযথং বিহিতং স্বাভাবিকং বা কর্ম কৃত্বাপি বন্ধং ন প্রাপ্নোতি ॥ ২২

টীকা—কিঞ্চ গতেতি। গতসঙ্গস্য নিষ্কামস্য রাগদ্বেষাদিভির্মুক্তস্য, জ্ঞানেঽবস্থিতং চেতো যস্য, যজ্ঞায় পরমেশ্বরারাধনার্থং কর্ম আচরতঃ সতঃ সমগ্রং সবাসনং কর্ম প্রবিলীয়তে অকর্মভাবমাপদ্যতে। আরূঢ়যোগপক্ষে যজ্ঞায়েতি যজ্ঞরক্ষণার্থং লোকসংগ্রহার্থমেব কর্ম কুর্ব্বত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩

টীকা—তদেবং পরমেশ্বরারাধনলক্ষণং কর্ম জ্ঞানহেতুত্বেন বন্ধকত্বাভাবাদকর্মৈব। আরূঢ়বস্থায়াম অকর্মাত্মজ্ঞানেন বাধিতত্বাৎ স্বাভাবিকমপি কর্ম অকর্মৈবেতি "কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেৎ" ইত্যেনেনোক্তং কর্মপ্রবিলয়ং প্রপঞ্চয়তি। ইদানীং কর্মণি তদঙ্গেষু চ ব্রহ্মৈবাস্যস্যাতঃ পঞ্চতঃ কর্মপ্রবিলয়মাহ —ব্রহ্মার্পণমিতি। অর্প্যতেঽনেনেত্যর্পণং স্রুবাদি তদপি, ব্রহ্মৈব, অর্প্যমাণং হবিরপি ঘৃতাদিরূপং ব্রহ্মৈব, ব্রহ্মৈবাগ্নিস্থানীয়ে ব্রহ্মণা কর্ত্রা হুতং হোমোঽপ্যস্মিংশ্চ কর্ত্তা চ ক্রিয়া ব্রহ্মৈবেত্যর্থঃ। এবং ব্রহ্মণোব কর্মাত্মকে সমাধিশ্চিত্তৈকাগ্র্যং যস্য তেন ব্রহ্মৈব গন্তব্যং প্রাপ্যং, ন তু ফলান্তরমিত্যর্থঃ ॥ ২৪

টীকা—এতদেব যজ্ঞত্বেন সম্পাদিতং সর্বত্র ব্রহ্মদর্শনলক্ষণং জ্ঞানং সর্ববজ্ঞোপায়প্রাপ্যত্বাৎ সর্ববজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠমিত্যেবং স্তোতুমধিকারিভেদেন জ্ঞানোপায়ভূতান্ বহূন্ যজ্ঞানাহ—দৈবমিত্যাদিভিরষ্টভিঃ। দেবা ইন্দ্রবরুণাদয় ইজ্যন্তে যস্মিন্। এবকারেণেন্দ্রাদিষু ব্রহ্মবুদ্ধিরাহিত্যং দর্শিতম্। তং দৈবমেব যজ্ঞমপরে কর্মযোগিনঃ পর্য্যুপাসতে শ্রদ্ধয়ানুতিষ্ঠন্তি। অপরে তু জ্ঞানযোগিনো ব্রহ্মরূপেঽগ্নৌ যজ্ঞেনৈবোপায়েন ব্রহ্মার্পণমিত্যাদ্যুক্তপ্রকারেণ যজ্ঞমুপজুহ্বতি যজ্ঞাদিসর্বকর্মণি প্রবিলাপয়ন্তীত্যর্থঃ, দোষদৃগ্ভ্যঃ জ্ঞানেভ্যঃ ॥ ২৫

টীকা—শ্রোত্রাদীনীতি। অন্যে নৈষ্ঠিকব্রহ্মচারিণস্তত্তদিন্দ্রিয়সংযমরূপেষ্বগ্নিষু শ্রোত্রাদীনি জুহ্বতি প্রবিলাপয়ন্তি। ইন্দ্রিয়াণি নিরুধ্য সংযমপ্রধানাস্তিষ্ঠন্তীত্যর্থঃ; ইন্দ্রিয়াণ্যেবাগ্নয়স্তেষু শব্দাদীনস্যে গৃহস্থা জুহ্বতি বিষয়ান্। বিষয়ভোগসময়েঽপানসক্তাঃ সন্তোঽগ্নিষ্টোমেন তাবিতেষু ইন্দ্রিয়েষু হবিষ্টেন তাবিতান্ শব্দাদীন্ প্রক্ষিপন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৬

টীকা—কিঞ্চ সর্ব্বাণীতি। অপরে ধ্যাননিষ্ঠা বুদ্ধীন্দ্রিয়াণাং শ্রোত্রাদীনাং কর্ম্মাণি শ্রবণদর্শনাদীনি, কর্ম্মেন্দ্রিয়াণাং বাক্‌পাণ্যাদীনাং কর্মাণি বচনোপাদানাদীনি চ, প্রাণানাঞ্চ দশানাং কর্মাণি প্রাণস্য বহির্গমনম্ অপানস্য

কামনাশূন্য, অনুরাগ দ্বেষ প্রভৃতি-রহিত, সতত জ্ঞানে অবস্থিতচিত্ত যোগীর পরমেশ্বরের আরাধনার জন্য কর্ম আচরণ করিলেও সমস্ত কর্ম অকর্মভাব প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩

স্রুবাদি (হাতা) ব্রহ্ম, হবনীয় ঘৃতাদি ব্রহ্ম, অনল ব্রহ্ম এবং যিনি হোমকর্ত্তা তিনিও ব্রহ্ম—এইরূপ কর্মাত্মক ব্রহ্মে সমাহিতচিত্ত হোমকারী সেই ব্রহ্মকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৪

অপর কর্ম্মযোগীসমূহ ইন্দ্র বরুণ প্রভৃতির প্রীতিজনক যজ্ঞই শ্রদ্ধার সহিত আচরণ করেন। অন্য জ্ঞানযোগিগণ ব্রহ্মরূপ অগ্নিতে ব্রহ্মার্পণ ব্রহ্মহবি ইত্যাদি প্রকারে যজ্ঞাদি নিখিল কর্ম প্রবিলাপিত করেন ॥ ২৫

আবরণ শুদ্ধ্যভাবী নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারিগণ সংযম অগ্নিতে শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়সমূহ আহুতি দেন, গৃহস্থগণ শব্দাদি বিষয়সমূহ শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়-অগ্নিতে হোম করেন ॥ ২৬

অপর ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ জ্ঞানেন্দ্রিয়সকলের শ্রবণাদি কর্ম-সমূহ, কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্ পাণি পাদাদি ইন্দ্রিয়ের কর্ম বচন প্রদান আদান প্রভৃতি প্রাণাদি দশ বায়ুর কর্মসমূহ যোগ বিষয় দ্বারা উত্তমরূপে বিদিত হইয়া তাহাতে মনঃসংযমপূর্ব্বক সেই সমস্ত কর্ম হইতে উপরত হন ॥ ২৭

দ্রব্যযজ্ঞাস্তপোযজ্ঞা যোগযজ্ঞাস্তথাপরে।
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়ঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮
অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে।
প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপরায়ণাঃ ॥ ২৯

যোনয়নম্। ব্যানস্য ব্যানয়নাকুঞ্চনপ্রসারণাদি, সমানস্যাশিতপীতাদীনাং সমূহয়নম্। উদানস্য ঊর্দ্ধনয়নম্। "উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ। কৃকরঃ ক্ষুত্করো দেবদত্তো বিজৃম্ভণে। ন জহাতি মৃতস্যাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ" ইত্যেবং রূপাণি জুহ্বতি। ক আত্মনি সংযমো ধ্যানৈকাগ্র্যম্ স এব যোগঃ, স এবাগ্নিস্তস্মিন্ জ্ঞানেন ধ্যেয়বিষয়েণ দীপিতে প্রজ্বলিতে যোগঃ সমাপ্ত্যা তস্মিন্নঃ সংযম্য তানি সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি উপরময়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৭

টীকা—কিঞ্চ দ্রব্যযজ্ঞা ইত্যাদি। দ্রব্যদানমেব যজ্ঞো যেষাং তে দ্রব্যযজ্ঞাঃ। কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি তপ এব যজ্ঞো যেষাং তে তপোযজ্ঞাঃ। যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধলক্ষণঃ সমাধিঃ স এব যজ্ঞো যেষাং তে যোগযজ্ঞাঃ। স্বাধ্যায়েন বেদেন শ্রবণমননাদিনা যদবধার্থজ্ঞানং তদেব যজ্ঞো যেষাং তে। যদ্বা বেদপাঠযজ্ঞাস্তদর্থজ্ঞানযজ্ঞাশ্চেতি দ্বিবিধা যতয়ঃ প্রযত্নশীলাঃ সম্যক্ শিতং নিশিতং তীক্ষ্ণীকৃতং ব্রতং যেষাং তে ॥২৮

টীকা—কিঞ্চ অপানে ইতি। অপানেঽধোবৃত্তৌ প্রাণমূর্দ্ধবৃত্তিং পূরকেণ জুহ্বতি। পূরককালে প্রাণমপানেনৈকীকুর্ব্বন্তি তথা কুম্ভকেন প্রাণাপানয়োরূর্দ্ধাধোগতী রুদ্ধা রেচককালেঽপানং প্রাণে জুহ্বতি। এবং পূরককুম্ভকরেচকৈঃ প্রাণায়ামপরায়ণা অপর ইত্যর্থঃ। কিঞ্চ অপরে ইতি। অপরে আহারসঙ্কোচনমভ্যস্যন্তঃ

অপরে নিয়তাহারাঃ প্রাণান্ প্রাণেষু জুহ্বতি।
সর্ব্বেঽপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষপিতকল্মষাঃ ॥ ৩০
যজ্ঞশিষ্টামৃতভুজো যান্তি ব্রহ্ম সনাতনম্।
নায়ং লোকোঽস্ত্যযজ্ঞস্য কুতোঽন্যঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১

ষয়মেব ক্ষীয়মাণেষ্বিন্দ্রিয়েষু তত্তদিন্দ্রিয়বৃত্তিলয়ং হোমং ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ, যদ্বা "অপানে জুহ্বতি প্রাণং প্রাণেঽপানং তথাপরে" ইত্যনেন পূরকরেচকয়োরাবর্ত্তমানয়োর্হংসঃ সোঽহমিত্যনুলোমতঃ প্রতিলোমতশ্চাভিব্যজ্যমানোঽজপামন্ত্রেণ তত্তৎপদার্থৈক্যং বায়ীকারেণ ভাবয়ন্তীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে, "সকারেণ বহির্যাতি হকারেণ বিশেৎ পুনঃ। প্রাণস্তত্র স এবাহং হংস ইত্যনুচিন্তয়েৎ ॥" ইতি। প্রাণাপানগতী রুদ্ধেত্যনেন শ্লোকেন প্রাণায়ামযজ্ঞা অপরৈঃ কথ্যন্তে। তত্রায়মর্থঃ,—"দ্বৌ ভাগৌ পূরয়েদন্নৈস্তোয়েনৈকং প্রপূরয়েৎ। মারুতস্য প্রচারার্থং চতুর্থমবশেষয়েৎ।" ইত্যেবমাদিবচনোক্তো নিয়তাহারো যেষাং তে। কুম্ভকেন প্রাণাপানগতী রুদ্ধা প্রাণসংযমনপরায়ণাঃ সন্তঃ প্রাণানিন্দ্রিয়াণি প্রাণেষু জুহ্বতি; কুম্ভকেন হি সর্ব্বে প্রাণাঃ একীভবন্তি, তত্রৈব লীয়মানেষ্বিন্দ্রিয়েষু হোমং ভাবয়ন্ত্যুক্তার্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে—"যথা যথা সদাভ্যাসাদ্যোগঃ স্থিরতা ভবেৎ। বায়ুর্বাক্কায়দৃষ্টীনাং স্থিরতা চ তথা তথা।" ইতি ॥ ২৯

টীকা—তদেবমুক্তানাং দ্বাদশানাং যজ্ঞবিদাং ফলমাহ—সর্ব্বেঽপ্যেত ইতি। যজ্ঞান্ বিন্দন্তি লভন্ত ইতি যজ্ঞবিদো যজ্ঞা ইতি বা, যজ্ঞৈঃ ক্ষপিতং নাশিতং কল্মষং যৈঃ তে। যজ্ঞশিষ্টেতি। যজ্ঞান্ কৃত্বাবশিষ্টকালেঽনিষিদ্ধময়মমৃতরূপং ভুঞ্জত ইতি তথা তে সনাতনং নিত্যং ব্রহ্ম জ্ঞানদ্বারেণ

কেহ কেহ দ্রব্যদানরূপ, কেহ কেহ তপোরূপ, কেহ কেহ যোগরূপ, কেহ কেহ স্বাধ্যায়রূপ এবং দৃঢ়ব্রত যতিদিগের কেহ কেহ জ্ঞানরূপ যজ্ঞ করিয়া থাকেন ॥ ২৮

কেহ কেহ অপানে প্রাণবায়ুকে আহুতি দেন অর্থাৎ পূরক করেন। অনন্তর প্রাণ ও অপানের গতি রোধ করিয়া কুম্ভক করেন, পরে অপানকে প্রাণে আহুতি দেন অর্থাৎ রেচক করেন। হঠযোগিগণ এরূপ পূরক কুম্ভক রেচক প্রাণায়ামের দ্বারা প্রাণবায়ুকে জয় করত কেবলীকুম্ভকে স্থিতিলাভ করিয়া থাকেন। অপর সংযমী যোগিগণ আহারসঙ্কোচ অভ্যাস করত স্বয়ং ক্ষীয়মাণ ইন্দ্রিয়সমূহে সেই সেই ইন্দ্রিয়বৃত্তির লয়রূপ হোম ভাবনা করেন ॥ ২৯

ইহারা সকলেই যজ্ঞনিপুণ, যজ্ঞের দ্বারা পাপক্ষয় করত যজ্ঞে অবশিষ্ট অমৃত ভোজনপূর্ব্বক নিত্যসিদ্ধ পুরাতন ব্রহ্মকে লাভ করেন। হে কুরুপ্রবীর! যে ব্যক্তি কোনরূপ যজ্ঞ করে না তাহার পরলোক তো দূরের কথা ইহলোকেই কোনরূপ শ্রেয়োলাভ হয় না ॥ ৩০-৩১

এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে।
কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে॥ ৩২
শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্ যজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞঃ পরন্তপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥ ৩৩
তদ্ বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥ ৩৪
যজ্ জ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাণ্ডব।
যেন ভূতান্যশেষেণ দ্রক্ষ্যস্যাত্মন্যথো ময়ি॥ ৩৫
অপি চেদসি পাপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাপকৃত্তমঃ।
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি॥ ৩৬

প্রাপ্নুবন্তি। তদকরণে দোষমাহ—নায়মিতি। অয়মল্পসুখোঽপি মনুষ্যলোকোঽযজ্ঞস্য যজ্ঞানুষ্ঠানরহিতস্য নাস্তি, কুতোঽন্যো বহুসুখঃ পরলোকঃ? অতো যজ্ঞাঃ সর্বথা কর্তব্যা ইত্যর্থঃ॥ ৩০-৩১

টীকা—জ্ঞানযজ্ঞং স্তোতুমুক্তান্ যজ্ঞানুপসংহরতি—এবং বহুবিধা ইতি। ব্রহ্মণো বেদস্য মুখে বিততা বেদেন সাক্ষাদ্বিহিতা ইত্যর্থঃ। তথাপি তান্ সর্বান্ বাঙ্মনঃকায়কর্মজনিতানাত্মস্বরূপসংস্পর্শরহিতান্ বিদ্ধি জানীহি। আত্মনঃ কর্মণোঽগোচরত্বাৎ, এবং জ্ঞাত্বা জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্ সংসারাদ্ বিমুক্তো ভবিষ্যসি॥ ৩২

টীকা—কর্মযজ্ঞাজ্ জ্ঞানযজ্ঞস্য শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—শ্রেয়ানিতি। দ্রব্যময়াদনাত্মব্যাপারভেদ্যাদ্বৈদাদিযজ্ঞাজ্-জ্ঞানযজ্ঞঃ শ্রেয়ান্ শ্রেষ্ঠঃ। যদ্যপি জ্ঞানযজ্ঞস্যাপি মনোব্যাপারাধীনত্বমস্ত্যেব, তথাপ্যাত্মস্বরূপস্য জ্ঞানস্য পরিণামে অভিব্যক্তিমাত্রং ন তজ্জন্যমিতি দ্রব্যময়াদ্বিশেষঃ, শ্রেষ্ঠত্বে হেতুমাহ—সর্বং কর্মাখিলং ফলসহিতং জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে অন্তর্ভবতীত্যর্থঃ। "সর্বং তদভিসমেতি যৎ কিঞ্চিৎ প্রজাঃ সাধু কুর্বন্তি" ইতি শ্রুতেঃ॥ ৩৩

টীকা—এবম্ভূতাত্মজ্ঞানে সাধনমাহ—তদিতি। তদ্-বিদ্ধি জানীহি প্রাপ্নুহীত্যর্থঃ। জ্ঞানিনাং প্রণিপাতেন দণ্ডবৎ নমস্কারেণ, ততঃ পরিপ্রশ্নেন 'কুতোঽয়ং মম সংসারঃ, কথং বা নিবর্ত্ততে' ইতি মনঃপরিপ্রশ্নেন, সেবয়া গুরুশুশ্রূষয়া চ জ্ঞানিনঃ শাস্ত্রজ্ঞাঃ তত্ত্বদর্শিনোঽপরোক্ষানুভবসম্পন্নাশ্চ তে ত্বত্যঃ জ্ঞানমুপদেক্ষ্যন্তি সম্পাদয়িষ্যন্তি॥ ৩৪

টীকা—জ্ঞানফলমাহ—যজ্ জ্ঞাত্বেতি। সার্দ্ধৈস্ত্রিভিঃ যজ্ জ্ঞানং জ্ঞাত্বা প্রাপ্য পুনর্বন্ধুবধাদিনিমিত্তং মোহং ন প্রাপ্স্যসি; তত্র হেতুর্যেন জ্ঞানেন ভূতানি অশেষাণি পিতৃপুত্রাদীনি স্বাবিদ্যারচিতানি আত্মন্যেবাভেদেন দ্রক্ষ্যসি। অতো অনন্তরম্ আত্মানং ময়ি পরমাত্মন্যেবাভেদেন দ্রক্ষ্যসীত্যর্থঃ॥ ৩৫

টীকা—কিঞ্চ অপি চেদেতি। সর্বেভ্যোঽপি পাপকারিভ্যো যদ্যপ্যতিশয়েন পাপকারী ভবসি, তথাপি সর্বং পাপসমুদ্রং জ্ঞানপ্লবেনৈব জ্ঞানপোতেনৈব সম্যগনায়াসেন তরিষ্যসি॥ ৩৬

বেদে এইরূপ বহু যজ্ঞের কথা বর্ণিত হইয়াছে। সেই বেদোক্ত কর্মসকলকে কর্মজাত জানিবে। এইরূপ অবগত হইয়া অর্থাৎ বাক্য মন শরীর-সম্ভূত কর্মফলের সহিত আত্মার কোন সম্পর্ক নাই, ইহাদের দ্বারা সাক্ষাৎ আত্মলাভের সম্ভাবনা নাই; তবে নিষ্কামভাবে অনুষ্ঠিত হইলে চিত্তশুদ্ধি প্রদান করত জ্ঞানলাভের যোগ্য করে, এইরূপ জানিয়া জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া সংসার হইতে বিমুক্ত হইবে॥ ৩২

হে শত্রুতাপন! দ্রব্যময় যজ্ঞসমূহ হইতে জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠতর; হে পার্থ! যেহেতু সমস্ত কর্ম জ্ঞানের অন্তর্ভূত হয় অর্থাৎ সমস্ত কর্মের উদ্দেশ্য জ্ঞানলাভ, জ্ঞানেই সমস্ত কর্মের উত্তমরূপে অবসান হয়॥ ৩৩

দণ্ডবৎ প্রণাম, কোথা হইতে আমার সংসার আসিয়াছে কিরূপে সংসারের নিবৃত্তি হইবে এবম্বিধ প্রশ্ন এবং সেবার দ্বারা শাস্ত্রজ্ঞ ও তত্ত্বদর্শনকারী—তত্ত্বের প্রত্যক্ষ অনুভবসম্পন্ন জ্ঞানিগণ—তোমায় প্রকৃত জ্ঞান উপদেশ করিবেন॥ ৩৪

হে পাণ্ডব! যে জ্ঞান অবগত হইয়া পুনর্বার বন্ধুবধাদি নিমিত্ত মোহপ্রাপ্ত হইবে না, যে জ্ঞানের দ্বারা অশেষ ভূতগণকে স্বকীয় আত্মার সহিত অভেদ দেখিবে, অনন্তর আত্মাতে আমাকে পরমাত্মাতে অভেদ দেখিবে॥ ৩৫

যদি তুমি সমস্ত পাপিগণ হইতেও অধিকতর পাপকারী হও, তথাপি সমুদয় পাপসমুদ্র জ্ঞানরূপ ভেলার দ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া যাইবে॥ ৩৬

যথৈধাংসি সমিদ্ধোঽগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেঽর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩৭

ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্যতে।
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্দতি ॥ ৩৮

শ্রদ্ধাবাঁল্লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯

অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ ॥ ৪০

যোগসংন্যস্তকর্মাণং জ্ঞানসংছিন্নসংশয়ম্।
আত্মবন্তং ন কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয় ॥ ৪১

টীকা—সমুদ্রবৎ স্থিতস্যৈব পাপস্য অতিলঙ্ঘনমাত্রং ন তু পাপস্য নাশ ইতি ভ্রান্তির্দৃষ্টান্তেন বারয়ন্নাহ—যথৈধাংসীতি। এধাংসি কাষ্ঠানি প্রদীপ্তোঽগ্নির্যথা ভস্মীভাবং নয়তি, তথাত্মজ্ঞানস্বরূপোঽগ্নিঃ প্রারব্ধকর্মফলব্যতিরিক্তানি সর্বাণি কর্মাণি ভস্মীকরোতীত্যর্থঃ ॥ ৩৭

টীকা—অত্র হেতুমাহ—ন হীতি। পবিত্রং শুদ্ধিকরম্ ইহ তপোযোগাদিষু মধ্যে জ্ঞানতুল্যং নাস্ত্যেব। তর্হি সর্বেঽপি কিমিতি আত্মজ্ঞানমেব নাভ্যসন্তীত্যত আহ—তৎ স্বয়মিতি সার্ধেন। তদাত্মবিষয়ং জ্ঞানং কালেন মহতা কর্মযোগেন সংসিদ্ধো যোগ্যতাং প্রাপ্তঃ সন্ স্বয়মেবানায়াসেন লভতে ন তু কর্মযোগং বিনেত্যর্থঃ ॥ ৩৮

টীকা—কিঞ্চ শ্রদ্ধাবানিতি। শ্রদ্ধাবান্ গুরূপদিষ্টে অর্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্ তৎপরস্তদেকনিষ্ঠঃ সংযতেন্দ্রিয়শ্চ তজ্জ্ঞানং লভতে নান্যঃ, অতঃ শ্রদ্ধাদিসম্পত্ত্যা জ্ঞানলাভাৎ প্রাক্ কর্মযোগ এব শুদ্ধ্যর্থমনুষ্ঠেয়ঃ। জ্ঞানলাভানন্তরন্তু ন তস্য কিঞ্চিৎ কর্তব্যমিত্যাহ—জ্ঞানং লব্ধ্বা তু অচিরেণ পরাং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৯

হে অর্জুন! যেরূপ সম্যক্ প্রজ্বলিত অগ্নি কাষ্ঠসকল ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ জ্ঞানরূপ অনল প্রারব্ধ কর্মফল ব্যতীত সমস্ত কর্ম ভস্মসাৎ করিয়া থাকে ॥ ৩৭

তপস্যা যোগাদির মধ্যে জ্ঞানের ন্যায় পাপবিনির্মথনকারণ (শুদ্ধিকর) কিছু নাই। বহুকাল নিষ্কাম কর্মযোগের দ্বারা যোগ্যতা লাভ করিলে সে জ্ঞান অনায়াসে লাভ হয়—স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া থাকে ॥ ৩৮

তদ্রূপ উপদিষ্ট অর্থে আস্তিক্যবুদ্ধিমান্, গুরুসেবায় অনন্যনিষ্ঠ ও জিতেন্দ্রিয় সেই জ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন—জ্ঞানলাভের পর

টীকা—জ্ঞানাধিকারিণমুক্ত্বা তদ্বিপরীতমনধিকারিণমাহ—অজ্ঞশ্চেতি। অজ্ঞো গুরূপদিষ্টার্থানভিজ্ঞঃ কথঞ্চিজ্জ্ঞানে জাতেঽপি তত্র অশ্রদ্দধানশ্চ জাতায়ামপি শ্রদ্ধায়াং মমেদং সিধ্যেন্ন বেতি সংশয়াক্রান্তচিত্তশ্চ বিনশ্যতি, স্বার্থান্ ভ্রশ্যতি। এতেষু ত্রিষ্বপি সংশয়াত্মা সর্বথা নশ্যতি, যতস্তস্যায়ং লোকো নাস্তি ধনার্জনবিবাহাদ্যসিদ্ধেঃ। ন চ পরলোকো ধর্মস্যানিষ্পত্তেঃ। ন চ সুখং সংশয়েনৈব ভোগস্যাপ্যসম্ভবাৎ ॥ ৪০

টীকা—অধ্যায়দ্বয়োক্তং পূর্বাপরভূমিকাভেদেন কর্মজ্ঞানময়ং দ্বিবিধং ব্রহ্মনিষ্ঠামুপসংহরতি—যোগেতি দ্বাভ্যাম্। যোগেন পরমেশ্বরারাধনরূপেণ তস্মিন্ সংন্যস্তানি সমর্পিতানি কর্মাণি যেন তং পুরুষং কর্মাণি স্বফলৈর্নিবধ্নন্তি, অতশ্চ জ্ঞানেন আত্মবোধেন কর্তৃত্বসংছিন্নঃ সংশয়ো দেহাদ্যভিমানলক্ষণো যস্য তমাত্মবন্তমপ্রমাদিনং কর্মাণি লোকসংগ্রহার্থানি স্বাভাবিকানি বা ন নিবধ্নন্তি ॥ ৪১

অতিশীঘ্র মোক্ষ প্রাপ্ত হন। ৩৯

গুরু-উপদিষ্ট বিষয়ে অনভিজ্ঞ, অশ্রদ্ধাবান্ উভয় কোটিজ্ঞানসম্পন্ন; ইহা হইবে কি না হইবে এরূপ সংশয়াক্রান্তচিত্তের ইহ জগতে সুখও নাই ॥ ৪০

হে ধনঞ্জয়! ভগবৎ-আরাধনারূপ যোগের দ্বারা শ্রীভগবানে কর্মসমর্পণকারী আত্মজ্ঞানের দ্বারা সম্পূর্ণরূপে সংশয়বর্জিত, প্রমাদশূন্য, দেহাভিমান-বিরহিত কর্মীকে লৌকিক বৈদিক কর্ম সকল বদ্ধ করিতে পারে না ॥ ৪১

তস্মাদজ্ঞানসম্ভূতং হৃৎস্থং জ্ঞানাসিনাত্মনঃ।
ছিত্ত্বৈনং সংশয়ং যোগমাতিষ্ঠোত্তিষ্ঠ ভারত ॥ ৪২

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
জ্ঞানকর্মসন্ন্যাসযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্বণি তু অষ্টাবিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

টীকা—তত আহ—তস্মাদিতি, যস্মাদেবং তস্মাদাত্মনোঽজ্ঞানেন সম্ভূতং হৃদি স্থিতমেনং সংশয়ং শোকাদিনিমিত্তং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানখড়্গেন ছিত্ত্বা পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্মযোগমাতিষ্ঠ আশ্রয়। তত্র চ

প্রথমং প্রস্তুতায় যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। হে ভারত! ইতি ক্ষত্রিয়তেন যুদ্ধস্য স্বধর্ম্মত্বং দর্শিতম্ ॥৪২

পুরুষস্থাদিভেদেন কর্ম্মজ্ঞানময়ী দ্বিধা।
নিষ্ঠোক্তা যেন তং বন্দে শৌরিং সংশয়ভেদিনম্ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং
জ্ঞানযোগো নাম চতুর্থোঽধ্যায়ঃ ॥ ৪

অতএব অজ্ঞান-সমুৎপন্ন এই শোকাদি-নিমিত্ত সংশয়কে আত্মজ্ঞানের দ্বারা ছেদন করত কর্মযোগ অনুষ্ঠান কর। হে ভারত! অধুনা যুদ্ধ করিবার জন্য উঠ। ৪২

ইতি শ্রীমহর্ষিবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতমধ্যে ভীষ্মপর্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতোপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে জ্ঞানবিভাগযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায়।

একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ)

[সাংখ্যনিষ্কাম-কর্ম-জ্ঞানযোগানাং সভক্তি-ধ্যানযোগস্য চ বর্ণনম্।]

অর্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসং কর্ম্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রূহি সুনিশ্চিতম্ ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ।

সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ।
তয়োস্তু কর্ম সন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ॥২

পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ

টীকা—নিরাকৃতা সংশয়ঃ দ্বিতীয়ে কর্ম্মসন্ন্যাসযোগয়োঃ।
দ্বিতেন্দ্রিয়স্য চ যতেঃ পঞ্চমে মুক্তিমব্রবীৎ।

অজ্ঞানসম্ভূতং সংশয়ং জ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠেত্যুক্তং, তত্র পূর্ব্বাপরবিরোধং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—সংন্যাসমিতি। "যদ্বাস্মরতিরেব স্যাৎ" ইত্যাদিনা "সর্ব্বং কর্ম্মাখিলং পার্থ" ইত্যাদিনা চ জ্ঞানিনঃ কর্ম্মসংন্যাসং কথয়সি, "জ্ঞানাসিনা সংশয়ং ছিত্ত্বা যোগমাতিষ্ঠ" ইতি পুনর্যোগঞ্চ কথয়সি। ন চ কর্ম্মসন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চৈকৈব

পঞ্চম অধ্যায়।

[সাংখ্যোক্ত নিষ্কামকর্ম ও জ্ঞানযোগসমূহ এবং ভক্তির সহিত ধ্যানযোগের বর্ণন।]

অর্জুন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! কর্মসমূহের বিধিপূর্ব্বক পরিত্যাগের কথা বলিয়া পুনর্ব্বার কর্মযোগের কথা কহিতেছ। কর্মত্যাগ ও কর্মযোগ এতদুভয়ের মধ্যে যাহা আমার শ্রেয়স্কর সেই একটী স্থির করিয়া বল। ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—শুদ্ধচিত্তের পক্ষে কর্মত্যাগ আর

সম্ভবতঃ বিরুদ্ধস্বরূপত্বাৎ, তস্মাদেতয়োরেকস্মিন্নুষ্ঠাতব্যে সতি মম যৎ শ্রেয়ঃ সুনিশ্চিতং তদেকং ব্রূহি ॥১

টীকা—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—সন্ন্যাস ইতি। অয়মাশয়ঃ,—ন হি বেদান্তবেদ্যাত্মতত্ত্বং প্রতি কর্ম্মযোগমহং ব্রবীমি, যতঃ পূর্ব্বোক্তেন সন্ন্যাসেন বিরোধঃ স্যাৎ, অপি তু দেহাত্মাভিমানিনং যাং বন্ধুবধাদিনিমিত্তশোকমোহাদিকৃতমেনং সংশয়ং দেহাত্মবিবেকজ্ঞানাসিনা ছিত্ত্বা পরমাত্মজ্ঞানোপায়ভূতং কর্ম্মযোগমাতিষ্ঠেতি ব্রবীমি। কর্ম্মযোগেন শুদ্ধচিত্তস্যাত্মতত্ত্বজ্ঞানে জাতে সতি তৎপরিপাকার্থং

জ্ঞেয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন দ্বেষ্টি ন কাঙ্ক্ষতি।
নির্দ্বন্দ্বো হি মহাবাহো সুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩
সাংখ্যযোগৌ পৃথগ্ বালাঃ প্রবদন্তি ন পণ্ডিতাঃ।
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োর্বিন্দতে ফলম্ ॥ ৪

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্ যোগৈরপি গম্যতে।
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ৫
সন্ন্যাসস্তু মহাবাহো দুঃখমাপ্তুমযোগতঃ।
যোগযুক্তো মুনির্ব্রহ্ম নচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬

জ্ঞাননিষ্ঠাজনকেন সন্ন্যাসঃ পূর্ব্বমুক্তঃ। এবং সত্যঙ্গপ্রধানয়োর্বিকল্পাযোগাৎ সন্ন্যাসঃ কর্ম্মযোগশ্চেত্যেতাবুভাবপি ভূমিকাভেদেন সমুচ্চিত্যৈব নিঃশ্রেয়সং সাধয়তঃ; তথাপি তু তয়োর্মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাসাৎ সকাশাৎ কর্ম্মযোগো বিশিষ্যতে ভবতীতি ॥১

টীকা—কুত ইত্যপেক্ষায়াং সন্ন্যাসিনেন কর্ম্মযোগং তবংস্তস্য শ্রেষ্ঠত্বং দর্শয়তি—জ্ঞেয় ইতি। রাগদ্বেষাদিরাহিত্যেন পরমেশ্বরার্থং কর্ম্মাণি যোঽনুতিষ্ঠতি, স নিত্যঃ কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽপি হি সন্ন্যাসীত্যেব জ্ঞেয়ঃ। তত্র হেতুঃ,—নির্দ্বন্দ্বো রাগদ্বেষাদিদ্বন্দ্বশূন্যো শুদ্ধচিত্তো জ্ঞানদ্বারা সুখমনায়াসেনৈব বন্ধাৎ সংসারাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

টীকা—যস্মাদেবমঙ্গপ্রধানভেদেনোভয়োরবস্থাভেদেন ক্রমসমুচ্চয়ঃ। অতো বিকল্পমঙ্গীকৃত্য উভয়োঃ কঃ শ্রেষ্ঠ ইতি প্রশ্নেঽজ্ঞানামেবোচিতঃ, ন বিবেকিনামিত্যাহ—সাংখ্যযোগাবিতি। সাংখ্যশব্দেন জ্ঞাননিষ্ঠাবাচিনা তদঙ্গং সন্ন্যাসং লক্ষয়তি। সন্ন্যাসকর্ম্মযোগাবেকফলৌ সন্তৌ পৃথক্ ফলত্বেনাবিতি বালা অজ্ঞা এব প্রবদন্তি ন তু পণ্ডিতাঃ তত্র হেতুঃ—অনয়োরেকমপি সম্যগাস্থিত আশ্রিতবানুভয়োঃ ফলমাপ্নোতি। তথা হি কর্ম্মযোগং সম্যগনুতিষ্ঠন্ শুদ্ধচিত্তঃ সন্ জ্ঞানদ্বারা যদুভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি। সন্ন্যাসং সম্যগাস্থিতোঽপি পূর্ব্বমনুষ্ঠিতস্য কর্ম্মযোগস্যাপি পরম্পরয়া জ্ঞানদ্বারা যৎ উভয়োঃ ফলং কৈবল্যং তদ্বিন্দতীতি ন পৃথক্ফলত্বমনয়োরিত্যর্থঃ ॥ ৪

টীকা—এতদেব স্ফুটয়তি—যৎ সাংখ্যৈরিতি। সাংখ্যৈর্জ্ঞাননিষ্ঠৈঃ সন্ন্যাসিভির্যৎ স্থানং মোক্ষাখ্যং প্রকর্ষেণ সাক্ষাদবাপ্যতে, যোগৈরিতি অর্শ আদিত্বাদ্মত্বর্থীয়োঽচ্ প্রত্যয়ো দ্রষ্টব্যস্তেন কর্ম্মযোগিভিরপি তদেব জ্ঞানদ্বারেণ গম্যতেঽবাপ্যতে ইত্যর্থঃ। অতঃ সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চৈকফলত্বেনৈকং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি ॥ ৫

টীকা—যদি কর্ম্মযোগিনোঽপ্যন্ততঃ সন্ন্যাসেনৈব জ্ঞাননিষ্ঠা, তর্হি আদিত এব সন্ন্যাসঃ কর্ত্তুং যুক্ত ইতি মন্যমানং প্রত্যাহ—সংন্যাসস্তিতি। অযোগতঃ কর্ম্মযোগং বিনা সংন্যাসঃ প্রাপ্তুং দুঃখং দুঃখহেতুরশক্য ইত্যর্থঃ, চিত্তশুদ্ধ্যভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠায়া অসম্ভবাৎ। যোগযুক্তস্তু শুদ্ধচিত্ততয়া মুনিঃ সন্ন্যাসী ভূত্বা অচিরেণ ব্রহ্মাধিগচ্ছতি অপরোক্ষং জানাতি। অতশ্চিত্তশুদ্ধেঃ প্রাক্ কর্ম্মযোগ এব সন্ন্যাসাদ্ বিশিষ্যত ইতি পূর্ব্বোক্তং সিদ্ধম্। তদুক্তং বার্ত্তিকবৃদ্ধিঃ—"প্রমাদিনো বহির্শ্চিত্রাঃ পিশুনাঃ কলহোৎসুকাঃ। সন্ন্যাসিনোঽপি দৃশ্যন্তে দৈবসংমূঢ়িতাশয়াঃ" ইতি ॥ ৬

জ্ঞাননিষ্ঠ সন্ন্যাসিগণ মোক্ষনামক যে স্থান সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন কর্ম্মযোগিগণও সেই স্থানই লাভ করিয়া থাকেন। চিত্তশুদ্ধির পর জ্ঞানদ্বারা সেই স্থান প্রাপ্ত হন। যিনি সাংখ্য ও কর্ম্মযোগকে একরূপ দেখেন, তিনি যথার্থ দর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৫

হে মহাবাহো! কর্ম্মযোগ অনুষ্ঠান না করিয়া সর্ব্বকর্ম্মত্যাগরূপ সন্ন্যাসে অধিকার লাভ করা দুঃখকর অর্থাৎ লাভ করা যায় না। কিন্তু কর্ম্মযোগের দ্বারা শুদ্ধচিত্ত মুনি অতি সত্বর ব্রহ্মকে আত্মস্বরূপে প্রাপ্ত হন। ৬

শুদ্ধচিত্তের ঈশ্বর আরাধনার জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান—দুইটিই মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকে। তাহার মধ্যে কর্ম্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্ম্মযোগ শ্রেষ্ঠ ॥ ২

যিনি রাগদ্বেষবিরহিত তিনি কর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও সন্ন্যাসী, দ্বেষেরও নিত্য-উক্ত, সুখ-দুঃখ এবং অনুরাগ-বিরাগবিহীন বিদ্বান্ সুখে অনায়াসে সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হন ॥৩

মূর্খগণ সন্ন্যাস ও কর্ম্মযোগ—বিভিন্ন বলিয়া থাকে। বিচারপূর্ব্বক সিদ্ধান্ত-সমর্থ বিশেষজ্ঞগণ তাহা বলেন না। জ্ঞান ও কর্ম্মযোগের উভয়ের মধ্যে একটির আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক উভয়ের

যোগযুক্তো বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্মা জিতেন্দ্রিয়ঃ।
সর্বভূতাত্মভূতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে ॥ ৭
নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ।
পশ্যন্ শৃণ্বন্ স্পৃশন্ জিঘ্রন্নশ্নন্ গচ্ছন্ স্বপন্ শ্বসন্ ॥ ৮
প্রলপন্ বিসৃজন্ গৃহ্ণন্নুন্মিষন্নিমিষন্নপি।
ইন্দ্রিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ ॥ ৯

ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥ ১০
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্রিয়ৈরপি।
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্ত্বাত্মশুদ্ধয়ে ॥ ১১
যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্ত্বা শান্তিমাপ্নোতি নৈষ্ঠিকীম্।
অযুক্তঃ কামকারেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২

টীকা—কর্মযোগাদিক্রমেণ ব্রহ্মাধিগমে সত্যপি তদুপরিতনেন কর্মণা বন্ধঃ স্যাদেবেত্যাশঙ্ক্যাহ—যোগযুক্ত ইতি। যোগেন যুক্তঃ, অতএব বিশুদ্ধ আত্মা চিত্তং যস্য, অতএব বিজিত আত্মা শরীরং যেন। অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন। ততশ্চ সর্বেষাং ভূতানামাত্মভূত আত্মা যস্য স লোকসংগ্রহার্থং স্বাভাবিকং বা কর্ম কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে তৈর্ন বধ্যতে ॥ ৭

টীকা—কর্ম কুর্বন্নপি ন লিপ্যত ইত্যেতদ্বিবৃণ্বন্নিত্যাশঙ্ক্য কর্তৃত্বাভিমানাভাবাদ্ধি বিবৃণ্বমিত্যাহ—নৈবেতি দ্বাভ্যাম্। কর্মযোগেন যুক্তঃ ক্রমেণ তত্ত্ববিদ্ ভূত্বা দর্শনশ্রবণাদীনি কুর্বন্নপি ইন্দ্রিয়াণি ইন্দ্রিয়ার্থেষু বর্তন্ত ইতি ধারয়ন্ বুদ্ধ্যা নিশ্চিন্বন্ কিঞ্চিদপ্যহং ন করোমীতি মন্যেত মন্যতে। তত্র দর্শন-শ্রবণ-স্পর্শনাঘ্রাণাশনানি চক্ষুরাদিজ্ঞানেন্দ্রিয়ব্যাপারাঃ—গতিঃ পাদয়োঃ, স্বাপো বুদ্ধেঃ, শ্বাসঃ প্রাণস্য, প্রলপনং বাগিন্দ্রিয়স্য, বিসর্গঃ পায়ূপস্থয়োঃ, গ্রহণং হস্তয়োঃ, উন্মেষনিমিষণে কূর্মাখ্যপ্রাণস্যেতি বিবেকঃ। এতানি কর্মাণি কুর্বন্নপি অনভিমানাৎ ব্রহ্মবিৎ ন লিপ্যতে। তথাচ পারমর্ষং সূত্রং—"তদধিগমে উত্তরপূর্বাঘয়োরশ্লেষবিনাশৌ তদ্ব্যপদেশাৎ" ইতি ॥ ৮-৯

টীকা—তর্হি যস্য করোমীত্যভিমানোঽস্তি তস্য কর্মলেপো দুর্বারঃ, অবিশুদ্ধচিত্তত্বাৎ সন্ন্যাসোঽপি নাস্তীতি মহৎ সঙ্কটমাপন্নমিত্যাশঙ্ক্যাহ—ব্রহ্মণীতি। ব্রহ্মণ্যাধায় পরমেশ্বরে সমর্প্য তৎফলে চ সঙ্গং ত্যক্ত্বা যঃ কর্মাণি করোতি, অসৌ পাপেন বন্ধহেতুতয়া পাপিষ্ঠেন পুণ্যপাপাত্মকেন কর্মণা ন লিপ্যতে যথা পদ্মপত্রমম্ভসি স্থিতমপি তেনাম্ভসা ন লিপ্যতে তদ্বৎ ॥ ১০

টীকা—বন্ধকত্বাভাবযুক্ত্বা মোক্ষহেতুত্বং সদাচারেণ দর্শয়তি কায়েনেতি। কায়েন স্নানাদি, মনসা ধ্যানাদি, বুদ্ধ্যা তত্ত্বনিশ্চয়াদি, কেবলৈঃ কর্মাভিনিবেশরহিতৈরিন্দ্রিয়ৈঃ শ্রবণকীর্তনাদিলক্ষণং কর্মফলসঙ্গং ত্যক্ত্বা চিত্তশুদ্ধয়ে কর্মযোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি ॥ ১১

টীকা—নন্বু কথং তেনৈব কর্মণা কশ্চিন্মুচ্যতে কশ্চিদ্বধ্যতে ইতি ব্যবস্থাকথমত আহ—যুক্ত ইতি।

কর্মযোগযুক্ত, বিশুদ্ধচিত্ত, দেহের পঞ্চদোষ-শূন্য, ইন্দ্রিয়জয়কারী যাঁহার আত্মা নিখিল জীবগণের আত্মস্বরূপ, তিনি লোকসংগ্রহের জন্য বৈদিক লৌকিক কর্ম করিয়াও সেই কর্মসমূহের দ্বারা বদ্ধ হন না ॥ ৭

কর্মযোগযুক্ত চিত্তশুদ্ধির দ্বারা তত্ত্বজ্ঞ হইয়া দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, আঘ্রাণ, ভোজন, গমন, শয়ন, শ্বাসত্যাগ, কথোপকথন, ত্যাগ (মলমূত্রাদি), গ্রহণ (ঔষধাদি), উন্মেষ ও নিমেষ করিয়াও ইন্দ্রিয়গণ বিষয়ে প্রবৃত্ত হইতেছে ইহা বুদ্ধির দ্বারা নিশ্চয় করত আমি কিছুই করিতেছি না ইহা মনে করেন। ইন্দ্রিয়সমূহ স্ব স্ব বিষয় গ্রহণ করিতেছে—আমি দ্রষ্টা মাত্র ॥ ৮-৯

যিনি পরমেশ্বরে কর্ম সমর্পণপূর্বক তাহার ফলে আসক্তিশূন্য না হইয়া লৌকিক বৈদিক কর্মফল অনুষ্ঠান করেন, তিনি জলস্থিত পদ্মপত্রের ন্যায় পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না ॥ ১০

কর্মযোগিগণ আত্মশুদ্ধি বা চিত্তশুদ্ধির জন্য শরীর, মন, বুদ্ধি ও কর্মাভিনিবেশরহিত ইন্দ্রিয়গণের দ্বারা কর্মফলে আসক্তিশূন্য হইয়া শ্রবণাদি কর্ম করেন ॥ ১১

পরমেশ্বরপরায়ণ কর্মফল পরিত্যাগ পূর্বক কর্মফল অনুষ্ঠান করত আত্যন্তিকী মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। আর অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি কামনা পরবশে ফলে আসক্ত হইয়া নিবদ্ধ হইয়া থাকে ॥ ১২

সর্বকর্মাণি মনসা সন্ন্যস্যাস্তে সুখং বশী।
নবদ্বারে পুরে দেহী নৈব কুর্বন্ ন কারয়ন্ ॥ ১৩
ন কর্তৃত্বং ন কর্মাণি লোকস্য সৃজতি প্রভুঃ।
ন কর্মফলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবর্ততে ॥ ১৪

নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥ ১৫
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্মনঃ।
তেষামাদিত্যবজ্ জ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্ ॥ ১৬

পরমেশ্বরৈকনিষ্ঠঃ সন্ কর্মণাং ফলং ত্যক্ত্বা কর্মাণি কুর্বন্নাত্যন্তিকীং শান্তিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি, অমুক্তস্তু বহির্মুখঃ কামকারেণ কামতঃ প্রবৃত্ত্যা ফলে আসক্তো নিতরাং বদ্ধং প্রাপ্নোতি ॥ ১২

এবং তাবৎ চিত্তশুদ্ধিমুক্তস্য সন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্যতে ইত্যেতৎ প্রপঞ্চিতম্। ইদানীং শুদ্ধচিত্তস্য সন্ন্যাসঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সর্বকর্মাণীতি। বশী যতচিত্তঃ। সর্বাণি কর্মাণি বিক্ষেপকাণি মনসা বিবেকযুক্তেন সংন্যস্য সুখং যথা ভবতি এবং জ্ঞাননিষ্ঠঃ সন্ আস্তে। কাস্ত ইত্যত আহ নবদ্বারে, নেত্রে নাসিকে কর্ণৌ মুখক্ষেতি সপ্ত শিরোগতানি, অধোগতে দ্বে পায়ূপস্থরূপে ইত্যেবং নব দ্বারাণি যস্মিংস্তস্মিন্ পুরে পুরবদহঙ্কারশূন্যে দেহে দেহী অবস্থিতঃ। অতস্তদ্ভাবাদেব স্বয়ং তেন দেহেন নৈব কুর্বন্ মনঃপ্রভৃতীনি কারয়ন্ ন কারয়তি অতস্তদ্ধচিত্তাদ্ব্যাবৃত্তিরুক্তা, অশুদ্ধচিত্তো হি সংন্যস্য পুনঃ করোতি কারয়তি চ। ন ত্বয়ং তথা, অতঃ সুখমাস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৩

টীকা—নন্থ "এষ এব সাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্য উন্নিনীষত এষ এবাসাধু কর্ম কারয়তি তং যমেভ্যো লোকেভ্যোঽধো নিনীষতে" ইত্যাদিশ্রুতেঃ পরমেশ্বরেণৈব শুভাশুভফলেষু কর্মসু কর্তৃত্বেন প্রযুজ্যমানোঽস্বতন্ত্রঃ পুরুষঃ কথং তানি কর্মাণি ত্যজেৎ? ঈশ্বরেণৈব জ্ঞানমার্গে প্রযুজ্যমানঃ শুভাশুভানি চ ত্যাক্ষ্যতীতি চেৎ এবং সতি বৈষম্যনৈর্ঘৃণ্যাভ্যামীশ্বরস্যাপি প্রয়োজককর্তৃত্বাৎ পুণ্যপাপসম্বন্ধঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্যাহ—ন কর্তৃত্বমিতি দ্বাভ্যাম্। প্রভুরীশ্বরো জীবলোকস্য কর্তৃত্বাদিকং ন সৃজতি, কিন্তু জীবস্য স্বভাবোঽবিদ্যৈব কর্তৃত্বাদিরূপেণ প্রবর্ততে। অনাদ্যবিদ্যাকামবশাৎ প্রবৃত্তিস্বভাবমেব লোকমীশ্বরঃ কর্তৃত্বে নিযুঙ্‌ক্তে, ন স্বয়মেব কর্তৃত্বাদিকমুৎপাদয়তীত্যর্থঃ ॥ ১৪

টীকা সন্ন্যাসেনেত্যাদ্যুত্তরার্ধস্য ইতি। প্রযোজকোঽপি সন্ প্রভুঃ কস্যচিৎ পাপং সুকৃতঞ্চ নৈবাদত্তে ন ভজতে। তত্র হেতুঃ—বিভুঃ পরিপূর্ণঃ, আপ্তকাম ইত্যর্থঃ। যদি হি স্বার্থকামনয়া কারয়েত্তর্হি তথা স্যাৎ, ন ত্বেতদস্তি। আপ্তকামস্যৈবাচিন্ত্যনিজমায়য়া তত্তৎপূর্বকর্মানুসারেণ প্রবর্তকত্বাৎ। নন্থ ভক্তানুগ্রহস্য দুষ্কৃতোঽভক্তানিগ্রহস্য চ বৈষম্যোপলম্ভাৎ কথমাপ্তকামত্বমিত্যত আহ অজ্ঞানেনেতি। নিগ্রহোঽপি গুরুরূপোঽনুগ্রহ এবেত্যেবমজ্ঞানেন সর্বত্র সমঃ পরমেশ্বর ইত্যেবম্ভূতং জ্ঞানমাবৃতম্। তেন হেতুনা জন্তবো জীবা মুহ্যন্তি। ভগবতি বৈষম্যং মন্যন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ১৫

টীকা—জ্ঞানিনস্তু ন মুহ্যন্তীত্যাহ—জ্ঞানেনেতি। আত্মনো ভগবতো জ্ঞানেন যেষাং তদ্বৈষম্যোপলম্ভক-

বিশেষজ্ঞ যোগী বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা কর্মসমূহ পরিত্যাগ পূর্বক জ্ঞাননিষ্ঠ হইয়া নেত্রদ্বয়, নাসিকাদ্বয়, মুখ ও পায়ূপস্থরূপ নবদ্বারবিশিষ্ট শরীরে কর্মসকল না করাইয়া সুখে অবস্থান করিয়া থাকেন ॥ ১৩

ঈশ্বর লোকের কর্তৃত্ব ও কর্মসকল সৃজন করেন না, কর্মফলের সংযোগও সৃষ্টি করেন না—অনাদি অবিদ্যাই কর্তৃত্বাদিরূপে প্রবৃত্ত হয় ॥ ১৪

আপ্তকাম পরমেশ্বর কাহারও পাপ এবং সুকৃত বা পুণ্য গ্রহণ করেন না। যদি বল ভক্তগণকে অনুগ্রহ ও অভক্তগণকে নিগ্রহ করায় তো বৈষম্য দেখা যায়—তিনি আপ্তকাম কিরূপে? তদুত্তরে বলিতেছেন, নিগ্রহ হইলে গুরুরূপ অনুগ্রহই—ইহা না জানায় পরমেশ্বর সর্বত্র সমান এই জ্ঞান আবৃত থাকে, সেইজন্য জীবগণ ভগবানে বৈষম্য মনে করিয়া থাকে ॥ ১৫

পরমাত্মা শ্রীভগবানের জ্ঞানের দ্বারা অর্থাৎ নিগ্রহ অনুগ্রহ সবই তাঁহার কৃপা—এই জ্ঞানের দ্বারা বৈষম্যউপলব্ধিকারক অজ্ঞান যাহাদের বিনাশিত হইয়াছে, তাঁহাদের জ্ঞান পরিপূর্ণ ঈশ্বরস্বরূপ সূর্যের ন্যায় প্রকাশিত হইয়া থাকে ॥ ১৬

তদ্ বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥১৭
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥ ১৮
ইহৈব তৈর্জিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ।
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তস্মাদ্ ব্রহ্মণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯
ন প্রহৃষ্যেৎ প্রিয়ং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিয়ম্।
স্থিরবুদ্ধিরসম্মূঢ়ো ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মণি স্থিতঃ ॥২০
বাহ্যস্পর্শেষসক্তাত্মা বিন্দত্যাত্মনি যৎ সুখম্।
স ব্রহ্মযোগযুক্তাত্মা সুখমক্ষয়মশ্নুতে ॥ ২১

জ্ঞানং নাশিতম্ তজ্জ্ঞানং তেষামজ্ঞানং নাশয়িত্বা তৎপরং পরিপূর্ণমীশ্বরস্বরূপং প্রকাশয়তি, যথাদিত্যস্তমো নিরস্য সমস্তং বস্তুজাতং প্রকাশয়তি তদ্বৎ ॥ ১৬

টীকা—এবম্ভূতেশ্বরোপাসকানাং ফলমাহ—তদিতি। তস্মিন্নেব বুদ্ধিনিশ্চয়াত্মিকা যেষাম্, তস্মিন্নেব আত্মা মনো যেষাম্। তস্মিন্নেব নিষ্ঠা তাৎপর্য্যং যেষাম্, তদেব পরময়নমাশ্রয়ো যেষাম্। ততশ্চ তৎপ্রসাদলব্ধেনাত্মজ্ঞানেন নির্ধূতং নিরস্তং কল্মষং যেষাং তেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং যান্তি ॥ ১৭

টীকা—কীদৃশাস্তে জ্ঞানিনো যেঽপুনরাবৃত্তিং মুক্তিং গচ্ছন্তীত্যপেক্ষায়ামাহ—বিদ্যেতি। বিষমেষ্বপি সমং ব্রহ্মৈব দ্রষ্টুং শীলং যেষাং তে পণ্ডিতা জ্ঞানিনঃ ইত্যর্থঃ। তত্র বিদ্যাবিনয়াভ্যাং যুক্তে ব্রাহ্মণে চ। শুনো যঃ পচতি তস্মিন্ শ্বপাকে চেতি কর্ম্মণা বৈষম্যম্। গবি হস্তিনি শুনি চেতি জাতিতো বৈষম্যং দর্শিতম্ ॥ ১৮

টীকা—নমু বিষমেষু সমদর্শনং নিষিদ্ধং কুর্ব্বন্তোঽপি কথং তে পণ্ডিতাঃ! যতাহ গৌতমঃ—"সমাসমাভ্যাং বিষমসমে পূজাতঃ" ইতি। অস্যার্থঃ—সময়া পূজয়া বিষমে প্রকারে কৃতে সতি বিষমায়াশ্চ সমে প্রকারে কৃতে সতি স পূজক ইহলোকাৎ পরলোকাচ্চ হীয়ত ইতি। তত্রাহ—ইহৈবেতি। ইহৈব জীবদ্ভিরেব তৈঃ, সুজ্যত ইতি সর্গঃ সংসারো জিতো নিরস্তঃ। কৈঃ? যেষাং মনঃ সাম্যে সমত্বে স্থিতম্। তত্র হেতুঃ হি যস্মাদ্ ব্রহ্ম সমং নির্দ্দোষঞ্চ তস্মাত্তে সমদর্শিনো ব্রহ্মণ্যেব স্থিতাঃ ব্রহ্মভাবং প্রাপ্তা ইত্যর্থঃ। গৌতমোঽস্য দেবো ব্রহ্মভাবপ্রাপ্তেঃ পূর্ব্বমেব পূজাত ইতি পূজকাবস্থাশ্রবণাৎ ॥ ১৯

টীকা—ব্রহ্মপ্রাপ্তস্য লক্ষণমাহ—ন প্রহৃষ্যেদিতি। ব্রহ্মবিদ্ ভূত্বা ব্রহ্মণ্যেব যঃ স্থিতঃ স প্রিয়ং প্রাপ্য ন প্রহৃষ্যেৎ ন প্রহৃষ্টো হর্ষবান্ স্যাৎ, অপ্রিয়ং চ প্রাপ্য ন নোদ্বিজেৎ ন বিষীদতীত্যর্থঃ, যতঃ স্থিরবুদ্ধিঃ স্থিরা নিশ্চলা বুদ্ধির্যস্য। তৎ কুতঃ? যতোঽসম্মূঢ়ঃ নির্গতমোহঃ ॥ ২০

টীকা—মোহনিবৃত্ত্যা বুদ্ধৈস্থৈর্য্যাদেতুমাহ—বাহ্যেতি। ইন্দ্রিয়ৈঃ স্পৃষ্টস্য ইতি স্পর্শা বিষয়াঃ বাহ্যেন্দ্রিয়বিষয়েষসক্তাত্মা অনাসক্তচিত্তঃ। আন্তরন্তঃকরণে যদুপশমমাত্মকং সাত্ত্বিকং সুখং তদ্বিন্দতি লভতে। স চোপশমসুখং লব্ধ্বা ব্রহ্মণি যোগেন সমাধিনা যুক্তস্তদৈক্যং প্রাপ্ত আত্মা যস্য সোঽক্ষয্যং সুখমশ্নুতে প্রাপ্নোতি ॥ ২১

শ্রীভগবানে যাহাদের নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি, তাঁহাতেই মনের প্রণয়, তাঁহাতেই ভক্তি, তিনিই যাঁহাদের একমাত্র আশ্রয়, তাঁহার প্রসাদলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা পাপ-সম্পর্কশূন্য পরম ভাগবতগণ পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ১৭

বিচারপূর্ণ সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠাপনে সমর্থ শাস্ত্রবেত্তাগণ বিদ্যা-বিনয়-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী, কুক্কুর, চণ্ডাল—সকলকেই তুল্য-ভাবে দর্শন করেন। একমাত্র শ্রীভগবান্ নানা আকার ধারণ করিয়া আছেন, এই দৃষ্টি তাঁহাদের উন্মীলিত হইয়া থাকে ॥ ১৮

যাঁহাদের মন সমত্বে অবস্থিত, ইহলোকেই তাঁহারা সংসারকে জয় করিয়াছেন। কেন না ব্রহ্ম সর্ব্বদোষ-বৈষম্য-বিমুক্ত, রাগদ্বেষ-মোহ-বিবর্জ্জিত; সেই হেতু তাঁহারা ব্রহ্মে স্থিতিলাভে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ১৯

ব্রহ্মে স্থিত, নিশ্চলবুদ্ধিসম্পন্ন, মোহবিবর্জ্জিত ব্রহ্মবেত্তা মনের অনুকূল পদার্থ প্রাপ্ত হইয়া আনন্দিত হন না ও অপ্রিয় লাভ করিয়া উদ্বিগ্নও হন না ॥ ২০

বাহ্য-ইন্দ্রিয়গণের সম্বন্ধি বিষয়সকলে আসক্তিবিহীনচিত্ত যোগী অন্তঃকরণে উপশমাত্মক সাত্ত্বিক সুখ লাভ করেন, অনন্তর যোগের দ্বারা ব্রহ্মে একীকৃত হইয়া অনীম ব্রহ্মানন্দ ভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২১

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥ ২২
শক্নোতীহৈব যঃ সোঢুং প্রাক্ শরীরবিমোক্ষণাৎ।
কামক্রোধোদ্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ ॥ ২৩
যোঽন্তঃসুখোঽন্তরারামস্তথান্তর্জ্যোতিরেব যঃ।
স যোগী ব্রহ্মনির্বাণং ব্রহ্মভূতোঽধিগচ্ছতি ॥ ২৪

লভন্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ ॥ ২৫
কাম-ক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্ ॥ ২৬
স্পর্শান্ কৃত্বা বহির্বাহ্যাংশ্চক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রুবোঃ।
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাভ্যন্তরচারিণৌ ॥ ২৭

টীকা—নন্থ প্রিয়বিষয়ভোগানামপি নিবৃত্তেঃ কথং মোক্ষঃ পুরুষার্থঃ স্যাত্তত্রাহ—যে হীতি। সংস্পৃশ্যন্ত ইতি সংস্পর্শা বিষয়াস্তেভ্যো জাতা যে ভোগাঃ সুখানি তে হি বর্ত্তমানকালেঽপি স্পর্শাদ্যুৎপাদিব্যাপ্তত্বাদ্দুঃখস্যৈব যোনয়ঃ কারণভূতাঃ। তথাদিমন্তোঽন্তবন্তশ্চ অতো বিবেকী তেষু ন রমতে ॥ ২২

টীকা—তস্মান্মোক্ষ এব পরমঃ পরমপুরুষার্থস্তস্য চ কামক্রোধবেগোঽতিপ্রতিপক্ষোঽতস্তৎসহনসমর্থ এব মোক্ষভাগিত্যাহ—শক্নোতীতি। কামাৎ ক্রোধাচ্চোদ্ভবতি যো বেগঃ মনোনেত্রাদিক্ষোভলক্ষণস্তন্নিমিত্তং তদুদ্ভবসময় এব যো নরঃ সোঢুং প্রতিরোদ্ধুং শক্নোতি তদপি ন ক্ষণমাত্রং, কিন্তু শরীরবিমোক্ষণাৎ প্রাক্ যাবদ্ দেহপাতমিত্যর্থঃ। যঃ এবম্ভূতঃ স এব যুক্তঃ সমাহিতঃ সুখী চ ভবতি নাঙ্গঃ। যথা মরণাদূর্দ্ধং বিলপন্তীভির্মূর্ত্তীভিরালিঙ্গ্যমানোঽপি পুত্রাদিভির্মন্থ্যমানোঽপি যথা প্রাণশূন্যঃ কামক্রোধবেগং সহতে, তথা মরণাৎ প্রাগপি জীবন্নেব যঃ সহতে, স এব যুক্তঃ সুখী চেত্যর্থঃ। তদুক্তং বশিষ্ঠেন—প্রাণে গতে যথা দেহঃ সুখং দুঃখং ন বিন্দতি। তথা চেৎ প্রাণযুক্তোঽপি স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ [কৈবল্যাশ্রয়ো ভবেৎ] ইতি ॥২৩

টীকা—ন কেবলং কামক্রোধবেগসংহরণমাত্রেণ মোক্ষং প্রাপ্নোতি, অপি তু যোঽন্তঃসুখ ইতি অন্তরাত্মন্যেব সুখং যস্য ন তু বিষয়েষু, অন্তরেবারামঃ ক্রীড়া যস্য ন বহিঃ, অন্তরেব জ্যোতির্দৃষ্টির্যস্য ন স্ত্রীতনয়াদিষু, স এব ব্রহ্মণি ভূতঃ স্থিতঃ সন্ ব্রহ্মণি নির্ব্বাণং লয়মধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৪

টীকা—কিঞ্চ লভন্ত ইতি ঋষয়ঃ সম্যগ্দর্শিনঃ ক্ষীণং কল্মষং যেষাম্, ছিন্নং দ্বৈধং সংশয়ো যেষাম্, যতঃ সংযত আত্মা চিত্তং যেষাং, সর্ব্বেষা ভূতানাং হিতে রতা যে কৃপালবস্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণং মোক্ষং লভন্তে ॥ ২৫

টীকা—কিঞ্চ কামেত্যাদি। কামক্রোধাভ্যাং বিযুক্তানাং যতীনাং সংন্যাসিনাং সংযতচিত্তানাং জ্ঞাতাত্মতত্ত্বানামভিতঃ উভয়তো জীবতাং মৃতানাঞ্চ, ন কেবলং দেহান্তর এব তেষাং ব্রহ্মণি লয়ঃ, অপি তু জীবতামপি বর্ত্তত ইত্যর্থঃ ॥ ২৬

টীকা—স যোগী ব্রহ্মনির্ব্বাণমিত্যাদিষু যোগী মোক্ষমাপ্নোতীত্যুক্তং, তত্রৈব যোগঃ সংক্ষেপেণাহ—স্পর্শানিতি

হে অর্জুন! বিষয় ও ইন্দ্রিয়ের সংযোগে উৎপন্ন যে সমস্ত দর্শন স্পর্শন আদি ভোগ, তাহারা আদি ও অন্তবান্—অত্যন্ত ক্ষণস্থায়ী, দুঃখদায়ক। যথার্থ বিদ্বান্ তাহাতে অনুরাগী হন না ॥ ২২

যিনি যতক্ষণ দেহপাত না হয়, ততক্ষণ কাম ক্রোধ হইতে উৎপন্ন প্রবল ইচ্ছাকে সহ্য করিতে পারেন, তিনিই যুক্ত এবং সেই মানবই সুখী হন ॥ ২৩

যিনি আত্মাকে লাভ করিয়া তাঁহার দর্শন প্রবণে তুষ্ট, যিনি জ্যোতির্ময় নানাস্থান আত্মাকে লইয়া ক্রীড়াশীল, যিনি অন্তরে জ্যোতির্ময় আত্মাকে দর্শন করেন, সেই ব্রহ্মে অবস্থিত যোগীই ব্রহ্মেই মুক্ত-পুরুষ-কারণ-দেহত্রয়ের নির্বাণ (লয়) প্রাপ্ত হন ॥ ২৪

পাপ-পরিশূন্য, আত্মদর্শনে আত্মার অস্তিত্ব-নাস্তিত্ববিষয়ে সংশয়বিহীন, চিত্তজয়ী, সমস্ত জীবের মঙ্গলকারী ঋষিগণ (অতীন্দ্রিয়ার্থদর্শী, জ্ঞানসংসারপারগামী) ব্রহ্মে লয়প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ২৫

কামক্রোধবিমুক্ত, সংযতচিত্ত আত্মজ্ঞানী সন্ন্যাসিগণের ইহ ও পরলোকে পরম শান্তি বিরাজ করে ॥ ২৬

শব্দাদি বিষয়সমূহের চিন্তা না করিয়া চক্ষুকে ভ্রুযুগের মধ্যে নিবদ্ধ করত নাসাভ্যন্তরে বিচরণকারী প্রাণ ও অপান বায়ুকে সমতা করিয়া সংযত-মন-বুদ্ধিসম্পন্ন মোক্ষানুরাগী ইচ্ছা-ভয়-

যতেন্দ্রিয়মনোবুদ্ধির্মুনির্মোক্ষপরায়ণঃ।
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো যঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮

ভোক্তারং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্বরম্।
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে কর্মসন্ন্যাসযোগো নাম পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥

ভীষ্মপর্বণি তু একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ২৯

ত্মাত্যাম্। বাহ্যা এব স্পর্শা রূপরসাদয়ো বিষয়াশ্চিন্তিতাঃ সন্তোঽন্তঃ প্রবিশন্তি। তাংস্তচ্চিন্ত্যাত্যাগেন বহিরেব কৃত্বা চক্ষুর্ভ্রূবোরন্তরে ভ্রূমধ্যে এব কৃত্বা অত্যন্তং নেত্রয়োর্নিমীলনে নিদ্রয়া মনো লীয়তে। উন্মীলনে চ বহিঃ প্রসর্পতি, তদুভয়দোষপরিহারার্থমর্ধনিমীলনেন ভ্রূমধ্যে দৃষ্টিং নিবারেত্যর্থঃ। উচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসরূপেণ নাসিকয়োরভ্যন্তরে চরন্তৌ প্রাণাপানাবূর্ধ্বাধোগতিনিরোধেন সমৌ কৃত্বা কুম্ভকং কৃত্বেত্যর্থঃ। যদ্বা প্রাণোঽন্তরং যথা ন বহির্নির্যাতি, যথা চাপানোঽন্তর্ন প্রবিশতি, কিন্তু নাসামধ্য এব স্থাবপি যথা চরেতস্তথা মদ্ভাব্যামুচ্ছ্বাসনিঃশ্বাসাভ্যাং সমৌ কৃত্বেতি। যত্র ইতি। অনেনোপায়েন যতাঃ সংযতা ইন্দ্রিয়মনোবুদ্ধয়ো যস্য, মোক্ষ এব পরময়নং প্রাপ্যং যস্য, অতএব বিগতা ইচ্ছাভয়ক্রোধা যস্য এবম্ভূতো যো মুনিঃ স সদা জীবন্নপি মুক্ত এবেত্যর্থঃ ॥ ২৭-২৮

টীকা—নন্বেবমিন্দ্রিয়াদিসংযমমাত্রেণ কথং মুক্তিঃ স্যাৎ ভাবনামাত্রেণ কিন্তু জ্ঞানদ্বারেণেত্যাহ—ভোক্তারমিতি। যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব ময়ি ভক্তৈঃ সমর্পিতানাং যদৃচ্ছয়া ভোক্তারং পালকমিতি বা, সর্বেষাং লোকানাং মহান্তমীশ্বরং সর্বেষাং ভূতানাং সুহৃদং নিরপেক্ষোপকারিণমন্তর্যামিণং মাং জ্ঞাত্বা মৎপ্রসাদেন শান্তিং মোক্ষমৃচ্ছতি মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২৯

বিকল্পশঙ্কাপোহেন যেনৈবং সাংখ্যযোগয়োঃ।
সমুচ্চয়ঃ ক্রমেণোক্তঃ সর্বজ্ঞং নৌমি তং হরিম্ ॥ ২৭

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসু শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত সুবোধিন্যাং টীকায়াং পঞ্চমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৫

ক্রোধশূন্য মুনি স্থিতধী তথি নিত্য মুক্ত হইয়াই অবস্থান করেন ॥ ২৭-২৮

নিখিল যজ্ঞ-তপস্যার ভোক্তা, ভূতসমূহের চতুর্দশ লোকের মহেশ্বর, নিখিলজীবের নিরপেক্ষ উপকারী, অন্তর্যামী আমাকে অবগত হইয়া আমার প্রসাদে সনাতন শান্তি বা মুক্তি লাভ করেন ॥ ২৯

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যা যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে কর্মসন্ন্যাসযোগনামক পঞ্চম অধ্যায় ॥

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতামহাভারতের ভীষ্মপর্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে একোনত্রিংশ অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ)

[নিষ্কাম-কর্ম্মযোগঃ প্রতিপাদয়তা ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন আত্মোদ্ধারায় প্রেরণদানসা মনোনিগ্রহপূর্ব্বকং ধ্যানযোগসা যোগভ্রষ্টস্য গতেশ্চ বর্ণনম্।]

শ্রীভগবানুবাচ।

অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ।
স সন্ন্যাসী চ যোগী চ ন নিরগ্নির্ন চাক্রিয়ঃ॥ ১
যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব।
ন হ্যসংন্যস্তসঙ্কল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২
আরুরুক্ষোর্মুনের্যোগং কর্ম্ম কারণমুচ্যতে।
যোগারূঢ়স্য তস্যৈব শমঃ কারণমুচ্যতে॥ ৩
যদা হি নেন্দ্রিয়ার্থেষু ন কর্ম্মস্বনুষজ্জতে।
সর্ব্বসঙ্কল্পসন্ন্যাসী যোগারূঢ়স্তদোচ্যতে॥ ৪

টীকা—চিত্তে শুদ্ধেঽপি ন ধ্যানং বিনা সন্ন্যাসমাত্রতঃ।

মুক্তিঃ স্যাদিতি ষষ্ঠেঽস্মিন্ ধ্যানযোগো বিতন্যতে॥

পূর্ব্বধ্যায়ান্তে সংক্ষেপেণোক্তং যোগং প্রপঞ্চয়িতুং ষষ্ঠাধ্যায়ারম্ভঃ। তত্র তাবৎ"সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে" ইত্যারভ্য সন্ন্যাসপূর্ব্বিকায়া জ্ঞাননিষ্ঠায়াস্তাৎপর্য্যোপপত্তি-ধ্যানাদ্যুপযোগরূপত্বাচ্চ কর্ম্মণঃ সহসা সন্ন্যাসাতিপ্রসঙ্গং প্রাপ্তং বারয়িতুং সন্ন্যাসাদপি শ্রেয়স্ত্বেন কর্ম্মযোগং স্তৌতি শ্রীভগবানুবাচ—অনাশ্রিত ইতি দ্বাভ্যাম্। কর্ম্মফলমনাশ্রিতোঽনপেক্ষমাণঃ অবশ্যং কর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম যঃ করোতি স এব সন্ন্যাসী যোগী চ, ন তু নিরগ্নিরক্রিয়াদ্যো-ষ্টাধ্যকর্ম্মত্যাগী, ন চাক্রিয়োঽনগ্নিসাধ্যপূর্ত্তকর্ম্মত্যাগী চ॥১

টীকা—কুত ইত্যপেক্ষায়াং কর্ম্মযোগস্যৈব সন্ন্যাসত্বং প্রতিপাদয়ন্নাহ—যমিতি। যং সন্ন্যাসং প্রাহুঃ প্রকর্ষেণ শ্রেষ্ঠত্বেনাহুঃ। "সংন্যাস এবাত্যরেচয়ৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। কেবলাৎ ফলসংন্যাসাদ্ধেতোর্যোগমেব তং জানীহি। কুত ইত্যপেক্ষায়ামিতি শ্লোকেন হেতুর্যোগেঽপ্যাক্ষীত্যাহ—ন হীতি। ন সংন্যস্তঃ ফলসঙ্কল্পো যেন স কর্ম্মনিষ্ঠো জ্ঞাননিষ্ঠো বা কশ্চিদপি যোগী ন হি ভবতি, অতঃ ফলসঙ্কল্পত্যাগসাম্যাৎ সংন্যাসাৎ সন্ন্যাসী চ, ফলসঙ্কল্প-ত্যাগাদেব চিত্তবিক্ষেপাভাবাৎ যোগী চ ভবত্যেব স ইত্যর্থঃ॥ ২

টীকা—তহি যাবজ্জীবং কর্ম্মযোগ এব প্রাপ্ত ইত্যাশঙ্ক্য তস্যাবধিমাহ আরুরুক্ষোরিতি। জ্ঞানযোগমারোঢ়ুং প্রাপ্তুমিচ্ছোঃ পুংসস্তদারোহে কারণং কর্ম্ম উচ্যতে। চিত্তশুদ্ধিকরত্বাৎ। জ্ঞানযোগমারূঢ়স্য তু তস্যৈব ধ্যাননিষ্ঠস্য শমঃ সমাধিশ্চিত্তবিক্ষেপকর্ম্মোপরমো জ্ঞানপরিপাকে কারণমুচ্যতে॥ ৩

টীকা—কীদৃশোঽসৌ যোগারূঢ়ো যস্য শমঃ কারণ-মুচ্যতে ইত্যত্রাহ—যদেতি। ইন্দ্রিয়ার্থেষিন্দ্রিয়ভোগ্যেষু শব্দাদিষু তৎসাধনেষু চ কর্ম্মসু যদা নানুষজ্জতে আসক্তিং ন করোতি। তত্র হেতুঃ আসক্তিমূলভূতান্ সর্ব্বান্ ভোগ-বিষয়ান্ কর্ম্মবিষয়াংশ্চ সঙ্কল্পান্ সন্ন্যাসিতুং ত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ। তদা যোগারূঢ় উচ্যতে॥ ৪

ষষ্ঠ অধ্যায়।

[নিষ্কামকর্ম্মযোগ প্রতিপাদন করিতে করিতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ-কর্ত্তৃক আত্মোদ্ধারের জন্য প্রেরণাদান, মনোনিগ্রহপূর্ব্বক ধ্যানযোগ এবং যোগভ্রষ্টের গতির বর্ণন।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—যিনি, কর্ম্মফলের অপেক্ষা না করিয়া সর্ব্বদা, অগ্নিহোত্রাদি নিত্যকর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনিই সন্ন্যাসী এবং যোগী। অগ্নিসাধ্য যজ্ঞাদি কর্ম্মত্যাগী সন্ন্যাসীও নহেন যোগীও নহেন॥ ১

হে পাণ্ডব! যাহা সন্ন্যাস বলিয়া কথিত হয়, তাহাই যোগ বলিয়া বিদিত হইবে; কারণ, কর্ম্মনিষ্ঠ বা জ্ঞাননিষ্ঠ যিনি ফলসংকল্প পরিত্যাগ করেন নাই, তিনি পরমার্থ যোগী হইতে পারেন না॥২

জ্ঞানযোগে আরোহণেচ্ছু মুনির চিত্তশুদ্ধির জন্য কর্ম্মই উপায়। আর যিনি যোগে আরোহণ করিয়াছেন, তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম হইতে নিবৃত্তিই সমাধিলাভের সাধন॥ ৩

যখন ইন্দ্রিয়ভোগ্য শব্দাদি বিষয়ে এবং তাহার সাধন কর্ম্মফলে অনুরাগী হন না, তখন সমস্ত সঙ্কল্প-ত্যাগীসেই ব্যক্তি যোগারূঢ় বলিয়া উক্ত হন॥ ৪

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ ॥৫
বন্ধুরাত্মাত্মনস্তস্য যেনাত্মৈবাত্মনা জিতঃ।
অনাত্মনস্তু শত্রুত্বে বর্তেতাত্মৈব শত্রুবৎ ॥ ৬
জিতাত্মনঃ প্রশান্তস্য পরমাত্মা সমাহিতঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু তথা মানাপমানয়োঃ ॥ ৭

জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮
সুহৃন্মিত্রার্যুদাসীনমধ্যস্থদ্বেষ্যবন্ধুষু।
সাধুষ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধির্বিশিষ্যতে ॥ ৯
যোগী যুঞ্জীত সততমাত্মানং রহসি স্থিতঃ।
একাকী যতচিত্তাত্মা নিরাশীরপরিগ্রহঃ ॥ ১০

টীকা—অতো বিষয়াসক্তিত্যাগে মোক্ষং, তদাসক্তৌ চ বন্ধং পর্য্যালোচ্য রাগাদিত্যাগাবং ত্যজেদিত্যাহ—উদ্ধরেদিতি। আত্মনা বিবেকযুক্তেনাত্মানং সংসারাদুদ্ধরেৎ ন অবসাদয়েৎ; অধো ন নয়েৎ। হি যস্মাৎ আত্মৈব মনঃসঙ্গাদুপরতঃ আত্মনঃ যস্য বন্ধুরুপকারকঃ রিপুরপকারকশ্চ ॥ ৫

টীকা—কথম্ভূতস্যাত্মৈব বন্ধুঃ, কথম্ভূতস্য চাত্মৈব রিপুরিত্যপেক্ষায়ামাহ—বন্ধুরিতি। যেনাত্মনৈবাত্মা কার্য্যকারণসঙ্ঘাতরূপো জিতো বশীকৃতস্তস্য তথাভূতস্যাত্মন আত্মৈব বন্ধুঃ। অনাত্মনোঽজিতাত্মনস্তু আত্মৈবাত্মনঃ শত্রুত্বে শত্রুবদপকারিত্বে বর্তেত ॥ ৬

টীকা—জিতাত্মনঃ স্বস্মিন্ বন্ধুঃ স্ফুটয়তি—জিতাত্মন ইতি। জিত আত্মা যেন তস্য প্রশান্তস্য রাগাদিরহিতস্যৈব পরং কেবলমাত্মা শীতোষ্ণাদিষু সংস্বপি সমাহিত আত্মনিষ্ঠো ভবতি, নান্যস্য। যদা তস্য হৃদি পরমাত্মা সমাহিতঃ স্থিতো ভবতি ॥ ৭

টীকা—যোগারূঢ়স্য লক্ষণং শ্রৈষ্ঠ্যং চোক্তমুপপাদ্যোপসংহরতি—জ্ঞানেতি। জ্ঞানমৌপদেশিকম্, বিজ্ঞানমপরোক্ষানুভবঃ, তাভ্যাং তৃপ্তো নিরাকাঙ্ক্ষ আত্মা চিত্তং যস্য, অতঃ কূটস্থো নির্বিকারঃ, অতএব বিজিতানীন্দ্রিয়াণি যেন, অতএব সমানি লোষ্ট্রাদীনি যস্য, মৃৎপিণ্ডপাষাণসুবর্ণেষু হেয়োপাদেয়বুদ্ধিশূন্যঃ সঃ যুক্তো যোগারূঢ় ইত্যুচ্যতে ॥ ৮

টীকা—সুহৃন্মিত্রাদিষু সমবুদ্ধিযুক্তস্য ততোঽপি শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—সুহৃদিতি। সুহৃৎ স্বভাবেনৈব হিতাশংসী। মিত্রং স্নেহবশেনোপকারকঃ। অরির্ঘাতুকঃ। উদাসীনো বিবদমানয়োরুভয়োরপ্যপেক্ষকঃ। মধ্যস্থো বিবদমানয়োরপি হিতাশংসী। দ্বেষ্যঃ দ্বেষবিষয়ঃ। বন্ধুঃ সম্বন্ধী। সাধবঃ সদাচারাঃ। পাপা দুরাচারাঃ। এতেষু সমা রাগদ্বেষাদিশূন্যা বুদ্ধির্যস্য স তু বিশিষ্টঃ ॥ ৯

টীকা—এবং যোগারূঢ়লক্ষণমুক্ত্বা ইদানীং তস্য সাঙ্গং যোগং বিধত্তে যোগীত্যাদি—স যোগী পরমো মত ইত্যন্তেন গ্রন্থেন যোগীতি। যোগী যোগারূঢ় আত্মানং মনো যুঞ্জীত সমাহিতং কুর্য্যাৎ। সততং নিরন্তরং রহসি একান্তে স্থিতঃ সন্, একাকী সঙ্গশূন্যঃ। যতং সংযতং চিত্তমাত্মা দেহশ্চ যস্য, নিরাশীর্নিরাকাঙ্ক্ষো নিরাহারো বা, অপরিগ্রহঃ পরিগ্রহশূন্যশ্চ ॥ ১০

উদ্ধার করিবে, অধঃপাতিত করিবে না, যেহেতু বশীকৃতচিত্তই আপনার বন্ধু, অবশীকৃতচিত্তই আত্মার বৈরী ॥ ৫

যিনি বিবেকযুক্ত মনের দ্বারা স্বভাবকে জয় করিয়াছেন আত্মা সেই আত্মার বন্ধু, অজিতচিত্তের আত্মা আত্মার শত্রুর ন্যায় অপকারে প্রবৃত্ত হয় ॥ ৬

জিতেন্দ্রিয়, সর্ব্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত, রাগদ্বেষশূন্য, প্রশান্ত যোগীরই কেবল আত্মা শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ এবং মান অপমানে আত্মনিষ্ঠভাবে অবস্থান করিতে সমর্থ হয় ॥ ৭

জ্ঞানবিজ্ঞানে পরোক্ষ ও অপরোক্ষ অনুভবে সন্তুষ্টচিত্ত, বিষয়-সন্নিধানেও বিকারবিহীন, বিশেষভাবে ইন্দ্রিয়জয়কারী, মাটি, পাষাণ, স্বর্ণে তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন, ত্যাজ্য-গ্রাহ্য বুদ্ধিশূন্য ও যুক্ত যোগী যোগারূঢ় বলিয়া কীর্ত্তিত হন ॥ ৮

সুহৃৎ (স্বভাবতঃ হিতাকাঙ্ক্ষী), মিত্র (স্নেহবশে উপকারক), অরি, উদাসীন, মধ্যস্থ, দ্বেষ্যজন, বন্ধু (সম্বন্ধী), সদাচারদুরাচারগণের প্রতিও রাগদ্বেষশূন্য যোগী শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হন ॥ ৯

সংযতচিত্ত, মোক্ষপরায়ণ, আকাঙ্ক্ষা-বিবর্জ্জিত, পরিগ্রহবিহীন যোগারূঢ় ব্যক্তি অনুরূপ একান্তে নিঃসঙ্গ অবস্থিত হইয়া মনকে যুক্ত করিবেন ॥ ১০

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ॥ ১১
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ॥ ১২
সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ।
সম্প্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ॥ ১৩
প্রশান্তাত্মা বিগতভীর্ব্রহ্মচারিব্রতে স্থিতঃ।
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্তো যুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী নিয়তমানসঃ।
শান্তিং নির্বাণপরমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫
নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি ন চৈকান্তমনশ্নতঃ।
ন চাতিস্বপ্নশীলস্য জাগ্রতো নৈব চার্জুন ॥ ১৬
যুক্তাহারবিহারস্য যুক্তচেষ্টস্য কর্মসু।
যুক্তস্বপ্নাববোধস্য যোগো ভবতি দুঃখহা ॥ ১৭

টীকা—আসননিয়মং দর্শয়ন্নাহ—শুচাবিতি দ্বাভ্যাম্। শুদ্ধে স্থানে আত্মনঃ স্বস্য আসনং স্থাপয়িত্বা। কীদৃশম্? স্থিরম্ অচলং নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতি চোন্নতম্ ন চাতিনীচং, চৈলং বস্ত্রম্ অজিনং ব্যাঘ্রাদিচর্ম্ম, চৈলাজিনে কুশেষু উত্তরে যস্মিন্। কুশানামুপরি চর্ম্ম তদুপরি বস্ত্রমাস্তীর্যেত্যর্থঃ। তত্র তস্মিন্নাসনে উপবিশ্য একাগ্রং বিক্ষেপরহিতং মনঃ কৃত্বা যোগং যুঞ্জ্যাৎ অভ্যসেৎ। যতাঃ সংযতাঃ চিত্তস্য ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া যস্য সঃ, আত্মনো মনসো বিশুদ্ধয়ে উপশান্তয়ে ॥ ১১-১২

টীকা—চিত্তৈকাগ্র্যোপযোগিনীং দেহাদিধারণাং দর্শয়ন্নাহ—সমমিতি দ্বাভ্যাম্। কায় ইতি দেহস্য মধ্যভাগো বিবক্ষিতঃ, কায়শ্চ শিরশ্চ গ্রীবা চ কায়শিরোগ্রীবম্ মূলাধারাদারভ্য মূর্দ্ধাগ্রপর্য্যন্তং সমমবক্রম্ অচলং নিশ্চলং ধারয়ন্ স্থিরো দৃঢ়প্রযত্নো ভূয়েত্যর্থঃ। স্বকীয়ং নাসিকাগ্রং সম্প্রেক্ষ্য চার্দ্ধনিমীলিতনেত্র ইত্যর্থঃ। ইতস্ততো দিশশ্চানবলোকয়ন্নানীতেত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। প্রশান্তেতি—প্রশান্ত আত্মা চিত্তং যস্য। বিগতা ভীর্ভয়ং যস্য, ব্রহ্মচারিব্রতে ব্রহ্মচর্য্যে স্থিতঃ সন্ মনঃ সংযম্য প্রত্যাহৃত্য, মচ্চিত্ত ইব চিত্তং যস্য সোঽহমেব পরঃ পুরুষার্থো যস্য স মৎপরঃ এবং যুক্তো ভূত্বা আসীত তিষ্ঠেৎ ॥ ১৩-১৪

টীকা—যোগাভ্যাসফলমাহ—যুঞ্জন্নেবমিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ সদা আত্মানং মনো যুঞ্জন্ সমাহিতং কুর্ব্বন্, নিয়তং নিরুদ্ধং মানসং চিত্তং যস্য সঃ। শান্তিং সংসারোপরতিং প্রযোক্তি। কথম্ভূতাং নির্ব্বাণং পরমং প্রাপ্যং যস্যাং তাং মৎসংস্থাং মদুপলব্ধিরূপস্থিতিম্ ॥ ১৫

টীকা—যোগাভ্যাসনিষ্ঠস্যাহারবিনিয়মমাহ—নাত্যশ্নত ইতি দ্বাভ্যাম্। অত্যশ্নতোঽধিকং ভুঞ্জানস্য একান্তমত্যন্তমভুঞ্জানস্যাপি যোগঃ সমাধিঃ ন ভবতি, তথাতিনিদ্রাশীলস্য অতিজাগ্রতশ্চ যোগো নৈবাস্তি ॥ ১৬

টীকা—তর্হি কথম্ভূতস্য যোগো ভবতীত্যত আহ—যুক্তাহারেতি। যুক্তো নিয়ত আহারো বিহারঃ গতিশ্চ যস্য, কর্ম্মসু কার্য্যেষু যুক্তা নিয়তা এব চেষ্টা যস্য, যুক্তৌ নিয়তৌ স্বপ্নাববোধৌ নিদ্রাজাগরৌ যস্য, তস্য দুঃখনিবর্ত্তকো যোগো ভবতি সিধ্যতি ॥ ১৭

যাহা দেহরক্ষার জন্য বিষয়গ্রহণকারী সংযতচিত্ত যোগী পবিত্র প্রদেশে আপনার অচঞ্চল অতি উচ্চ অথবা অতি নীচ নয়, ক্রমান্বয়ে কুশ, মৃগচর্ম্ম ও বস্ত্রবিরচিত আসন বিস্তৃত করিয়া তাহাতে উপবিষ্ট হইয়া মনকে সব বিক্ষেপবিহীনপূর্ব্বক মনের রজ তম গুণ দূর করিবার জন্য যোগ অভ্যাস করিবেন ॥ ১১-১২

শরীর, মস্তক, গ্রীবা মূলাধার হইতে মস্তকের অগ্রভাগ পর্য্যন্ত সরল নিশ্চলভাবে ধারণ করত দৃষ্টিকে সকল দিক্ হইতে আকর্ষণপূর্ব্বক আপনার নাসিকাগ্রে স্থাপন করিয়া নির্ব্বিকচিত্ত, ভয়বিহীন, ব্রহ্মচর্য্যব্রতে অবস্থিত মনকে প্রত্যাহার করত হৃদয়স্থিত অন্তর্য্যামী আমাতে স্থাপনপূর্ব্বক মৎপরায়ণ যোগী যুক্ত হইয়া অবস্থান করিবেন ॥ ১৩-১৪

পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিরন্তর মনকে হৃদয়স্থ অন্তর্য্যামীতে যুক্ত করত বশীকৃতচিত্ত যোগী আমার নির্ব্বাণমুক্তিরূপা পরমা শান্তি লাভে সমর্থ হন ॥ ১৫

হে অর্জুন! অধিক ভোজনকারীর ও অতিশয় অনাহারীর যোগ হয় না ও অতিনিদ্রা এবং অত্যন্ত জাগরণশীলেরও যোগ হয় না ॥ ১৬

শাস্ত্রবিহিত আহার-বিহারকারীর, লৌকিক বৈদিক কার্য্যসকলে নিয়মিত চেষ্টাবিশিষ্ট, সংযত নিদ্রাজাগরণশীলের আধিভৌতিক, আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক ত্রিবিধ দুঃখের অত্যন্ত নাশিকরা যোগ সিদ্ধ হয় ॥ ১৭

যদা বিনিয়তং চিত্তমাত্মন্যেবাবতিষ্ঠতে।
নিঃস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্যতে তদা ॥১৮
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্মৃতা।
যোগিনো যতচিত্তস্য যুঞ্জতো যোগমাত্মনঃ ॥ ১৯
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া।
যত্র চৈবাত্মনাত্মানং পশ্যন্নাত্মনি তুষ্যতি ॥ ২০

টীকা—কদা নিষ্পন্নযোগঃ পুরুষো ভবতীত্যপেক্ষায়ামাহ—যদেতি। বিনিয়তং বিশেষেণ নিরুদ্ধং সৎ চিত্তমাত্মন্যেব যদা নিশ্চলং তিষ্ঠতি। কিঞ্চ সর্বকামেভ্য ঐহিকামুষ্মিকভোগেভ্যঃ নিঃস্পৃহঃ বিগতভৃষ্ণো ভবতি, তদা যুক্তঃ প্রাপ্তযোগ ইত্যুচ্যতে। আত্মৈকাকারতয়াবস্থিতস্য চিত্তস্যোপমানমাহ—যথেতি। বাতশূন্যে দেশে স্থিতো দীপো যথা নেঙ্গতে ন চলতি, সা উপমা দৃষ্টান্তঃ। কস্য আত্মবিষয়ং যোগং যুঞ্জতোঽভ্যাসতো যোগিনঃ। যতং নিয়তং চিত্তং যস্য। তস্য নিষ্কম্পতয়া প্রকাশতয়া চ অচঞ্চলং যচ্চিত্তং তদ্বিশিষ্টতীত্যর্থঃ ॥ ১৮-১৯

টীকা—"যং সন্ন্যাসমিতি প্রাহুর্যোগং তং বিদ্ধি পাণ্ডব" ইত্যাদৌ কর্মৈব যোগশব্দেনোক্তং, "নাত্যশ্নতস্তু যোগোঽস্তি" ইত্যাদৌ তু সমাধির্যোগশব্দেনোক্তস্তত্র মুখ্যো যোগঃ ক ইত্যপেক্ষায়াং সমাধিনৈব স্বরূপতঃ ফলতশ্চ লক্ষয়ন্ স এব মুখ্যো যোগ ইত্যাহ—যত্রেতি সার্ধৈস্ত্রিভিঃ। যত্র যস্মিন্নবস্থাবিশেষে যোগাভ্যাসেন নিরুদ্ধং চিত্তমুপরতং ভবতীতি যোগস্য স্বরূপং লক্ষণমুক্তম্। তথাচ পাতঞ্জলসূত্রং—"যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" ইতি। ইষ্টপ্রাপ্তিলক্ষণেন ফলেন তমেব লক্ষয়তি। তত্র চ যস্মিন্নবস্থাবিশেষে আত্মনা শুদ্ধেন মনসা আত্মানমেব

যে সময় বিশেষভাবে বশীকৃতচিত্ত হৃদয়স্থ আত্মাতেই নিশ্চলভাবে অবস্থিত হয়, তখন ইহলোক পরলোকের সমস্ত ভোগ হইতে তৃষ্ণা একেবারে বিগলিত হইয়া যায়, তখন সেই নিস্পৃহ যোগী যুক্ত বলিয়া কথিত হন ॥ ১৮

যেরূপ নির্বাত প্রদেশে স্থিত প্রদীপ স্থিরভাবে থাকে, কম্পিত হয় না—আত্মবিষয়ক যোগ-অভ্যাসী সংযতচিত্ত যোগীর তাহাই দৃষ্টান্ত বলিয়া স্মরণের বিষয় হয় ॥ ১৯

যে অবস্থায় যোগানুষ্ঠান প্রভাবে নিশ্চলচিত্ত বিষয়সকল হইতে উপরত হয়, যে সময় বিশুদ্ধ মনের দ্বারা আত্মাকে দর্শন

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্ বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ ॥ ২১
যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥ ২২
তং বিদ্যাদ্ দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্বিণ্ণচেতসা ॥ ২৩

পশ্যতি, ন তু দেহাদি, পশ্যংশ্চাত্মন্যেব তুষ্যতি ন তু বিষয়েষু। যত্রেত্যাদিনা যচ্ছব্দানাং তং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাদিতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ২০

টীকা—আত্মন্যেব তোষে হেতুমাহ—সুখমিতি। যত্র যস্মিন্নবস্থাবিশেষে যত্তং কিমপি নিরতিশয়মাত্যন্তিকং নিত্যং সুখং বেত্তি। নন্ন তদা বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাভাবাৎ কুতঃ সুখং স্যাত্তত্রাহ—অতীন্দ্রিয়ং বিষয়েন্দ্রিয়সম্বন্ধাতীতং কেবলং বুদ্ধ্যৈবাত্মাকারতয়া গ্রাহ্যম্, অতএব চ যত্র স্থিতঃ সন্ ভবত্ত আত্মস্বরূপাদ্নৈব চলতি। অচলত্বমেবোপপাদয়তি—যমিতি। যমাত্মসুখরূপং লাভং লব্ধ্বা ততোঽধিকমপরং লাভং ন মন্যতে ন চিন্তয়তি তস্যৈব নিরতিশয়সুখত্বাৎ। যস্মিংশ্চ স্থিতো মহতাপি শীতোষ্ণাদিদুঃখেন ন বিচাল্যতে নাভিভূয়তে, এতেনানিষ্টনিবৃত্তিফলেনাপি যোগস্য লক্ষণমুক্তং দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২১-২২

টীকা—য এবম্ভূতোঽবস্থাবিশেষস্তমাহ—তং দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতং বিদ্যাৎ। দুঃখশব্দেন দুঃখমিশ্রিতত্বাৎ বৈষয়িকং সুখমপি গৃহ্যতে, দুঃখস্য সংযোগেন সংস্পর্শমাত্রেণাপি বিয়োগো যস্মিন্ তম্ অবস্থাবিশেষং যোগসংজ্ঞিতং যোগশব্দবাচ্যং জানীয়াৎ। পরমাত্মনা ক্ষেত্রজস্য যোজনং যোগঃ। যদ্বা দুঃখসংযোগেন

করত আত্মাতেই পরমানন্দ লাভ করে—তাহাই যোগ ॥ ২০

যে সময় বুদ্ধির দ্বারা গ্রহণীয় বিষয় ইন্দ্রিয়ের সম্বন্ধের অতীত নিরতিশয় বা নিত্য সুখ অনুভব করেন ও যাহাতে অবস্থান করিয়া আত্মস্বরূপ হইতে কখন বিচলিত হন না, তাহাই যোগ ॥ ২১

যে আত্মসুখ স্বরূপকে লাভ করিয়া তাহা হইতে অতিশয় উত্তম অপর কোন লাভকে মনে করেন না, যাহাতে অবস্থিত হইলে গুরুতর শীত উষ্ণাদি দুঃখের দ্বারা বিচলিত হন না। ২২

দুঃখসংযোগ মাত্রেই বিয়োগ হয়, এইরূপ অবস্থাবিশেষকে

সঙ্কল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ॥ ২৪
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্ বুদ্ধ্যা ধৃতিগৃহীতয়া।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫
যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬

প্রশান্তমনসং হ্যেনং যোগিনং সুখমুত্তমম্।
উপৈতি শান্তরজসং ব্রহ্মভূতমকল্মষম্ ॥ ২৭
যুঞ্জন্নেবং সদাত্মানং যোগী বিগতকল্মষঃ।
সুখেন ব্রহ্মসংস্পর্শমত্যন্তং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮
সর্বভূতস্থমাত্মানং সর্বভূতানি চাত্মনি
ঈক্ষতে যোগযুক্তাত্মা সর্বত্র সমদর্শনঃ ॥ ২৯

বিয়োগ এব দূরে কাতরস্বজনবদ্বিরুদ্ধলক্ষণয়া যোগ উচ্যতে, কর্মণি তু যোগশব্দস্তদুপায়দ্বারোপচারিক এবেতি ভাবঃ। যস্মাদেবং মহাফলো যোগস্তস্মাৎ স এব যত্নতো-ঽভ্যসনীয় ইত্যাহ—স ইতি সার্দ্ধেন। স যোগো নিশ্চয়েন শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজনিতেন যোক্তব্যোঽভ্যসনীয়ঃ। যদ্যপি শীঘ্রং ন সিধ্যতি, তথাপ্যনির্বিণ্ণেন নির্ব্বেদরহিতেন চেতসা যোক্তব্যঃ। দুঃখবুদ্ধ্যা প্রযত্নশৈথিল্যং নির্ব্বেদঃ। কিঞ্চ সঙ্কল্পেতি। সঙ্কল্পাৎ প্রভবো যেষাং তান্ যোগপ্রতিকূলান্ সর্ব্বান্ কামানশেষতঃ সবাসনাংস্ত্যক্ত্বা মনসৈব বিষয়দোষদর্শিনা সর্ব্বতঃ প্রসরন্তমিন্দ্রিয়সমূহং বিশেষেণ নিয়ম্য যোগী যোক্তব্য ইতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ২৩-২৪

টীকা—যদি তু প্রাক্তনকর্ম্মসংস্কারেণ মনো বিচলেৎ তর্হি ধারণয়া স্থিরীকুর্য্যাদিত্যাহ—শনৈরিতি। ধৃতির্ধারণা তয়া গৃহীতয়া বশীকৃতয়া বুদ্ধ্যা আত্মসংস্থম্ আত্মন্যেব সম্যক্ স্থিতং নিশ্চলং মনঃ কৃত্বা উপরমেৎ। তচ্চ শনৈঃ শনৈরভ্যাসক্রমেণ, ন তু সহসা। উপরমস্বরূপমাহ—"ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ" নিশ্চলে মনসি স্বয়মেব প্রকাশমানপরমানন্দস্বরূপো ভূত্বা আত্মধ্যানাদপি ন নিবর্ত্তেত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫

টীকা—এবমপি রজোগুণবশাদ্ যদি মনঃ প্রচলেৎ, তর্হি পুনঃ প্রত্যাহারেণ বশীকুর্য্যাদিত্যাহ—যতো ইত্যাদি। স্বভাবতশ্চঞ্চলং ধার্য্যমাণমপ্যস্থিরং মনো যং যং বিষয়ং প্রতি নির্গচ্ছতি, ততস্ততঃ প্রত্যাহৃত্য আত্মন্যেব স্থিরং কুর্য্যাৎ ॥ ২৬

টীকা—এবং প্রত্যাহারাদিভিঃ পুনঃ পুনর্মনো বশীকুর্ব্বন্ রজোগুণক্ষয়ে সতি যোগসুখং প্রাপ্নোতীত্যাহ—প্রশান্তমনসমিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ শান্তং রজো যস্য তম্, অতএব প্রশান্তং মনো যস্য তম্ এবং নিষ্কল্মষং ব্রহ্মভূতং প্রাপ্তং যোগিনম্ ঈদৃশং সুখং সমাধিসুখং স্বয়মেবোপৈতি প্রাপ্নোতি ॥ ২৭

টীকা—ততশ্চ কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—যুঞ্জন্নিতি এবমনেন প্রকারেণ সর্ব্বদা আত্মানং মনো যুঞ্জন্ বশীকুর্ব্বন্ বিশেষেণ সর্ব্বাত্মনা বিগতঃ কল্মষো যস্য সঃ যোগী সুখেন অনায়াসেন ব্রহ্মণঃ সংস্পর্শোঽবিদ্যানিবর্ত্তকঃ সাক্ষাৎকারস্তদেবাত্যন্তং সর্ব্বোত্তমং সুখমশ্নুতে জীবন্মুক্তো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২৮

টীকা—ব্রহ্মসাক্ষাৎকারমেব দর্শয়তি—সর্ব্বভূতস্থমিতি। যোগেনাভ্যস্যমানেন যুক্তাত্মা সমাহিতচিত্তঃ সর্ব্বত্র সমং ব্রহ্মৈব পশ্যতীতি সমদর্শনঃ। তথা স আত্মা-

যোগ বলিয়া অবগত হইবে। নির্ব্বেদবিরহিতচিত্তের দ্বারা সঙ্কল্পসম্ভূত যোগপ্রতিকূল সমুদয় ইচ্ছা বাসনার সহিত পরিত্যাগপূর্ব্বক বিষয়দোষদর্শী মনের দ্বারা সকলদিকে সকল বিষয়ে প্রধাবিত ইন্দ্রিয়সমূহকে বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত করিয়া যোগ অভ্যাস করিবে ॥ ২৩-২৪

ধারণাবশীকৃত বুদ্ধির দ্বারা মনকে আত্মায় স্থাপিত করত ক্রমে ক্রমে নিবৃত্ত হইবে, কিছুই চিন্তা করিবে না ॥ ২৫

স্বভাবতঃ অতিচঞ্চল অস্থির মন যে যে বিষয়ে গমন করিবে সেই সেই চিন্তা হইতে মনকে প্রত্যাহরণ করত আত্মাতেই স্থির করিবে ॥ ২৬

রজোগুণবিহীন, প্রশান্তচিত্ত, পাপরহিত ব্রহ্মভূত এই যোগীকে উত্তম, নিশ্চিন্ত সমাধিসুখ স্বয়ংই প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২৭

এইপ্রকারে নিয়ত মনকে আত্মাতে যুক্ত করত বশীকৃত করিয়া নিষ্পাপ যোগী ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৮

যোগের প্রভাবে নিশ্চলচিত্ত সকলদিগ্‌দেশ-কালে ও সকল

যো মাং পশ্যতি সর্ব্বত্র সর্ব্বঞ্চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥ ৩০
সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ ৩১
আত্মৌপম্যেন সর্ব্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জ্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ ॥ ৩২

জ্ঞানবিজ্ঞানকৃতদেহাদিপরিচ্ছেদশূন্যং সর্ব্বভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষ্ববস্থিতং পশ্যতি, তানি চ আত্মতত্ত্বেন পশ্যতি ॥ ২৯

টীকা—এবম্ভূতাত্মজ্ঞানস্য সর্ব্বভূতাত্মতয়া মদুপাসনং মুখ্যং কারণমিত্যাহ—যো মামিতি। মাং পরমেশ্বরং সর্ব্বত্র ভূতমাত্রে যঃ পশ্যতি, সর্ব্বঞ্চ প্রাণিমাত্রং ময়ি যঃ পশ্যতি। তস্যাহং ন প্রণশ্যামি অদৃশ্যো ন ভবামি। স চ মে প্রণশ্যতি স চ মামদৃশ্যো ন ভবতি। প্রত্যক্ষো ভূত্বা কৃপাদৃষ্ট্যা তং বিলোকয়ামীত্যর্থঃ ॥ ৩০

টীকা—ন চৈবম্ভূতো বিধিকিঙ্করঃ স্যাদিত্যাহ—সর্ব্বভূতস্থিতমিতি সর্ব্বভূতেষু স্থিতং মানভেদেন আস্থিতং আশ্রিতো যো ভজতি, স যোগী জ্ঞানী সন্ সর্ব্বথা কর্ম্মপরিত্যাগেনাপি বর্ত্তমানো ময্যেব বর্ত্ততে মুচ্যতে ন তু ব্রহ্মভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩১

টীকা—এবঞ্চ মাং ভজতাং যোগিনাং মধ্যে সর্ব্বভূতানুকম্পী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—আত্মৌপম্যেনেতি। আত্মৌপম্যেন স্বসাদৃশ্যেন। যথা মম সুখং প্রিয়ং দুঃখমপ্রিয়ং

বিষয়ে সমান দর্শনকারী (ব্রহ্মদর্শী) যিনি আত্মাকে সর্ব্বভূতে স্থিত ও সর্ব্বভূতকে আপনার আত্মায় একীভূত দেখেন ॥ ২৯

যিনি আমাকে সর্ব্বত্র দেখেন ও আমাতে নিখিল ভূতকে দর্শন করেন, আমি তাঁহার অদৃশ্য হই না—তিনি আমার অদৃশ্য হন না ॥ ৩০

যিনি সকল জীবে অবস্থিত আমাকে অভেদভাবে ভজনা করেন অর্থাৎ আত্মজ্ঞানে আমাতে সন্নিবিষ্ট হইয়া ভজনা করেন সেই যোগী জ্ঞানী হওত যে কোন প্রকারে বর্ত্তমান থাকিলেও, কর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেও আমাতেই বিদ্যমান থাকেন ॥ ৩১

হে অর্জ্জুন! যিনি আপনার সুখদুঃখের মত সকলের সুখদুঃখ

অর্জ্জুন উবাচ।
যোঽয়ং যোগস্ত্বয়া প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুসূদন।
এতস্যাহং ন পশ্যামি চঞ্চলত্বাৎ স্থিতিং স্থিরাম্ ॥ ৩৩
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্ দৃঢ়ম্।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করম্ ॥ ৩৪
শ্রীভগবানুবাচ।
অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥ ৩৫

তথা অন্যেষামপীতি সর্ব্বত্র সমং পশ্যন্ সুখমেব সর্ব্বেষাং যো বাঞ্ছতি, ন তু কস্যাপি দুঃখম্, স যোগী শ্রেষ্ঠো মমাভিমত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২

টীকা—উক্তলক্ষণস্য যোগস্যাসম্ভবং মন্বানোঽর্জ্জুন উবাচ—যোঽয়মিতি। সাম্যেন মনসো লয়বিক্ষেপশূন্যতয়া কেবলাত্মাকারাবস্থানেন যোঽয়ং যোগস্থয়া প্রোক্তঃ, এতস্য যোগস্য স্থিরাং দীর্ঘকালীনাং স্থিতিং ন পশ্যামি মনসশ্চঞ্চলত্বাৎ ॥ ৩৩

টীকা—এতং স্ফুটয়তি—চঞ্চলমিতি। চঞ্চলং স্বভাবেনৈব চপলম্। কিঞ্চ প্রমাথি প্রমথনশীলং দেহেন্দ্রিয়ক্ষোভকরমিত্যর্থঃ। কিঞ্চ বলবদ্বিচারেণাপি জেতুমশক্যম্। কিঞ্চ দৃঢ়ং বিষয়বাসনানুবন্ধিতয়া দুর্ভেদ্যম্, অতো যথা আকাশে দোধূয়মানস্য বায়োঃ কুম্ভাদিষু নিরোধনমশক্যং তথাহং তস্য মনসোঽপি নিগ্রহং নিরোধং সুদুষ্করং সর্ব্বথা কর্ত্তুমশক্যং মন্যে ॥ ৩৪

টীকা—তদুক্তং চঞ্চলাদিকমঙ্গীকৃত্যৈব মনোনিগ্রহোপায়ং শ্রীভগবানুবাচ—অসংশয়মিতি। চঞ্চলত্বাদিনা মনো

অনুভব করেন, তিনি আমার মতে পরম যোগী ॥ ৩২

অর্জ্জুন বলিলেন,—হে মধুসূদন! তুমি লয়বিক্ষেপশূন্য মনের কেবল আত্মাকারে অবস্থানরূপ যে যোগ বলিলে, মনের চঞ্চলত্বের কারণ যোগের বহুকাল স্থায়ী স্থিতি দেখিতেছি না ॥ ৩৩

হে কৃষ্ণ! মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, শরীর ও ইন্দ্রিয়ের ক্ষোভকর, বলবান্, দৃঢ়, কঠিন। আমি এই মনের নিগ্রহ বায়ুকে নিরোধ করিয়া কুম্ভাদিতে স্থির রাখার ন্যায় অসম্ভব মনে করি ॥ ৩৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে মহাবাহো! মনকে নিরোধ করা কঠিন আর চঞ্চল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। হে কৌন্তেয়! অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা মনকে বশীভূত করা যায় ॥ ৩৫

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥ ৩৬

অর্জুন উবাচ।

অযতিঃ শ্রদ্ধয়োপেতো যোগাচ্চলিতমানসঃ।
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩৭
কচ্চিন্নোভয়বিভ্রষ্টশ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যতি।
অপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিমূঢ়ো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮
এতন্মে সংশয়ং কৃষ্ণ ছেত্তুমর্হস্যশেষতঃ।
ত্বদন্যঃ সংশয়স্যাস্য ছেত্তা ন হ্যুপপদ্যতে ॥ ৩৯

শ্রীভগবানুবাচ।

পার্থ নৈবেহ নামুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্যতে।
নহি কল্যাণকৃৎ কশ্চিদ্ দুর্গতিং তাত গচ্ছতি ॥ ৪০

নিরোদ্ধুমশক্যমিতি যদ্যপি, এতন্নিঃসংশয়মেব। তথাপি তু অভ্যাসেন পরমাত্মাকারপ্রত্যয়াবৃত্ত্যা বিষয়দৌষ্টুল্যেন চ গৃহ্যতে নিগৃহ্যতে। অভ্যাসেন লয়প্রতিবন্ধাদ্বৈরাগ্যেণ চ বিক্ষেপপ্রতিবন্ধাদুপপন্নবৃত্তিকং সৎ পরমাত্মাকারেণ পরিপক্বং ভিষ্ঠতীত্যর্থঃ। তদুক্তং যোগশাস্ত্রে,—মনসো বৃত্তিশূন্যস্য ব্রহ্মাকারতয়া স্থিতিঃ। যা অসম্প্রজ্ঞাতনামাসৌ সমাধিরভিধীয়তে।" ইতি ॥ ৩৬

টীকা—এতাবান্বিহ নিশ্চয় ইত্যাহ—অসংযতেতি। অসংযতাত্মনা উক্তপ্রকারেণাভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যামসংযত আত্মা চিত্তং যস্য তেন স্বরূপেণ অয়ং যোগঃ দুষ্প্রাপঃ প্রাপ্তুমশক্যঃ। অভ্যাস-বৈরাগ্যাভ্যাং বশ্যো বশবর্তী আত্মা চিত্তং যস্য তেন পুরুষেণ পুনঃপুনর্যোনৈবোপায়েন প্রযত্নং কুর্বতা যোগঃ প্রাপ্তুং শক্যঃ ॥ ৩৬

টীকা—অভ্যাস-বৈরাগ্যাভাবেন কথঞ্চিদপ্রাপ্তসম্যগ্-জ্ঞানঃ কিং ফলং প্রাপ্নোতীত্যর্জুন উবাচ—অযতিরিতি। প্রথমং শ্রদ্ধয়োপেত এব যোগে প্রবৃত্তঃ, ন তু মিথ্যাচার-তয়া। ততঃ পরন্তু অযতিঃ সম্যক্ ন যততে বিধিলাভ্যাস ইত্যর্থঃ। তথা যোগাচ্চলিতং মানসং বিষয়প্রবণং চিত্তং যস্য মন্দবৈরাগ্য ইত্যর্থঃ। এবমভ্যাস-বৈরাগ্যশৈথিল্যাদ্ যোগস্য সংসিদ্ধিং ফলং জ্ঞানমপ্রাপ্য কাং গতিং প্রাপ্নোতি ॥ ৩৭

টীকা—প্রশ্নাভিপ্রায়ং বিবৃণোতি—কচ্চিদিতি। কর্ম-ণামীশ্বরার্পিতত্বাদননুষ্ঠানাচ্চ তাবৎ ন কর্মফলং স্বর্গাদিকং প্রাপ্নোতি। যোগানিষ্পত্তেশ্চ মোক্ষং ন প্রাপ্নোতি। এবমুভয়স্মাদ্ ভ্রষ্টঃ অপ্রতিষ্ঠো নিরাশ্রয়ঃ অতএব ব্রহ্মণঃ প্রাপ্ত্যুপায়ে পথি মার্গে বিমূঢ়ঃ সন্ কচ্চিৎ কিং নশ্যতি কিংবা ন নশ্যতীত্যর্থঃ। অত্রে দৃষ্টান্তঃ যথা—ছিন্নমভ্রং পূর্ব্বস্মাৎ অভ্রাদ্বিশ্লিষ্টমভ্রান্তরমপ্রাপ্তং সৎ যথা এব বিলীয়তে তদ্বদিত্যর্থঃ ॥ ৩৮

টীকা—যস্যৈব সর্ব্বতোভাবে মম সংশয়ো নিরসনীয়ঃ, অতোঽন্যস্য এতৎসংশয়োচ্ছেদনিবর্হকো নাস্তীত্যাহ—এতন্মিতি এতন্ম ইতি। এতৎ এনং, ছেত্তা নিবর্হকঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩৯

টীকা—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ—পার্থেতি সার্দ্ধ-শ্লোকেন। ইহ লোকে বিনাশঃ উভয়ভ্রংশাৎ পাতিত্যম্। অমুত্র পরলোকে বিনাশো নরকপ্রাপ্তিস্তদুভয়ং তস্য নাস্ত্যেব। যতঃ কল্যাণকৃৎ শুভকারী কশ্চিদপি দুর্গতিং ন গচ্ছতি। অতশ্চ শুভকারী শ্রদ্ধয়া যোগে প্রবৃত্তত্বাৎ। তাতেতি লোকরীত্যা উপলালয়ন্ সম্বোধয়তি ॥ ৪০

অসংযতচিত্ত ব্যক্তির যোগলাভ অসম্ভব। অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা যাঁহার চিত্ত বশীভূত হইয়াছে, প্রযত্নকারী সেই জিতেন্দ্রিয় পুরুষ যোগলাভ করিতে সমর্থ হন ॥ ৩৬

অর্জুন বলিলেন—হে কৃষ্ণ! প্রথমে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া যোগে প্রবৃত্ত ব্যক্তি পরে বিষয়প্রবণতা-হেতু যোগভ্রষ্ট হইলে তিনি কিরূপ গতি প্রাপ্ত হন? ৩৭

হে মহাবাহো! ব্রহ্মপ্রাপ্তিমার্গে সম্যক্ বিমোহিত হইয়া নিরাশ্রয় কর্ম ও জ্ঞানমার্গ হইতে বিচ্যুত সেই যোগভ্রষ্ট ছিন্নমেঘের মত নষ্ট হন না কি? ৩৮

হে কৃষ্ণ! আমার এই সংশয় উত্তমরূপে ছেদন কর। তুমি ব্যতীত এই সংশয়ের ছেদনকারী আর কাহাকেও দেখিতেছি না ॥ ৩৯

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ! ইহলোকে সেই যোগভ্রষ্টের বিনাশ নাই, পরলোকেও নরক প্রাপ্তি হয় না। যেহেতু কল্যাণ-কারী ব্যক্তি কোনরূপ দুর্গতি প্রাপ্ত হন না ॥ ৪০

প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥ ৪১

অথবা যোগিনামেব কুলে ভবতি ধীমতাম্।
এতদ্ধি দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদৃশম্ ॥ ৪২

তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্।
যততে চ ততো ভূয়ঃ সংসিদ্ধৌ কুরুনন্দন ॥ ৪৩

পূর্বাভ্যাসেন তেনৈব হ্রিয়তে হ্যবশোঽপি সঃ।
জিজ্ঞাসুরপি যোগস্য শব্দব্রহ্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪

প্রযত্নাদ্ যতমানস্তু যোগী সংশুদ্ধকিল্বিষঃ।
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ৪৫

তপস্বিভ্যোঽধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোঽপি মতোঽধিকঃ।
কর্মিভ্যশ্চাধিকো যোগী তস্মাদ্ যোগী ভবার্জুন ॥ ৪৬

টীকা—তর্হি কিমসৌ প্রাপ্নোত্যুতাপেক্ষায়ামাহ—প্রাপ্যেতি। পুণ্যকৃতাং পুণ্যকারিণামশ্বমেধাদিযাজিনাং লোকান্ প্রাপ্য তত্র শাশ্বতীঃ সমাঃ বহূন্ সংবৎসরান্ উষিত্বা বাসসুখমনুভূয় শুচীনাং সদাচারাণাং শ্রীমতাং ধনিনাং গেহে স যোগভ্রষ্টো জন্ম প্রাপ্নোতি ॥ ৪১

অল্পকালাভ্যস্তযোগভ্রংশে গতিরয়মুক্তা চিরাভ্যস্ত-যোগভ্রংশে পক্ষান্তরমাহ—অথবেতি। যোগনিষ্ঠানাং ধীমতাং জ্ঞানিনামেব কুলে জায়তে, ন তু পূর্বোক্তানামনা-ঢ্যযোগানাং কুলে জায়তে। এতদ্ধি—হীতি—ঈদৃশং যৎ জন্ম। এতদ্ধি লোকে দুর্লভতরং মোক্ষহেতুত্বাৎ ॥ ৪২

টীকা—ততঃ কিমত আহ—তত্রেতি সার্ধেন। স তত্র দ্বিঃপ্রকারেঽপি জন্মনি পূর্বদেহে ভবং পৌর্বদেহিকং তমেব ব্রহ্মবিষয়া বুদ্ধিং সংযোগং লভতে, ততশ্চ ভূয়োঽধিকং সংসিদ্ধৌ মোক্ষে প্রযত্নং করোতি। তত্র হেতুঃ—পূর্বেতি। তেনৈব পূর্বদেহকৃতাভ্যাসেনা-বশোঽপি কুতশ্চিদন্তরায়াদনিচ্ছন্নপি সংহ্রিয়তে বিষয়েভ্যঃ পরাবৃত্য ব্রহ্মনিষ্ঠঃ ক্রিয়তে। তদেবং পূর্বাভ্যাসবশেন

যোগভ্রষ্ট পুণ্যকারী অশ্বমেধাদি যাজিগণের লোকসকল প্রাপ্ত হইয়া সেই স্থানে বহু সংবৎসরকাল পরম সুখে বাস করিয়া সদাচার-সম্পন্ন ধনিগণের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন ॥ ৪১

অথবা বুদ্ধিমান্ যোগিগণের কুলেই জন্মগ্রহণ করেন। এইরূপ জন্ম নিশ্চয়ই এইলোকে অত্যন্ত দুর্লভ ॥ ৪২

সেই যোগীশরীরে পূর্বশরীরের সমুৎপন্ন ব্রহ্মবিষয়িণী বুদ্ধি সম্প্রাপ্ত হন। অনন্তর হে কুরুনন্দন! মোক্ষলাভের জন্য অধিকতর ভাবে সাবধানে প্রযত্ন করেন ॥ ৪৩

সেই পূর্ব অভ্যাস কোন অন্তরায় নিমিত্ত ইচ্ছা না করিলেও বিষয় হইতে আকর্ষণ করত ব্রহ্মনিষ্ঠ করিয়া থাকেন। যোগের স্বরূপ জিজ্ঞাসু হইলেই শব্দব্রহ্ম বেদকে অতিক্রম করেন। ইহার অর্থাৎ, ওঁকারের নামময় মকারপদে সুপ্রতিষ্ঠিত হন ॥ ৪৪

তখন উত্তরোত্তর অধিক যোগে যত্ন করত যোগের দ্বারাই বিধূতপাপ সেই যোগী অনেক জন্মসঞ্চিত যোগে অতিসিদ্ধ সম্যক্ জ্ঞানী হইয়া শ্রেষ্ঠা গতি পরমপদ লাভ করেন ॥ ৪৫

যোগী তপস্বীসমূহ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ হইতেও অধিক ও সমুদয় কর্মী অপেক্ষা প্রধান ইহা মনে করি, অতএব হে অর্জুন! তুমি যোগী হও ॥ ৪৬

যোগিনামপি সর্ব্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
আত্মসংযমযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্ব্বণি তু ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

টীকা—যোগিনামপি যমনিয়মাদিপরায়ণানাং মধ্যে মদ্ভক্তঃ শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—যোগিনামপীতি। মদ্গতেন ময্যাসক্তেনান্তরাত্মনা মনসা যো মাং পরমেশ্বরং বাসুদেবং শ্রদ্ধাযুক্তঃ সন্ ভজতে, স যোগযুক্তেভ্যঃ শ্রেষ্ঠো মম সম্মতঃ, অতো মদ্ভক্তো ভবেতি ভাবঃ ॥ ৪৭

আত্মযোগমযোঽচন্ত্যো যো ভক্তিযোগশিরোমণিম্।
তং বন্দে পরমানন্দং মাধবং ভক্তসেবিনম্ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূ শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াম্
অভ্যাসযোগো নাম ষষ্ঠোঽধ্যায়ঃ ॥ ৬

ওঁ-বেদাভ্যাসে বিশ্বাসসম্পন্ন যিনি আমাতে অত্যন্ত আসক্ত, মনের দ্বারা পরমেশ্বর বাসুদেব আমাকে ভজন করেন তিনি অখিল যোগীর মধ্যে অতিশয় শ্রেষ্ঠ ॥ ৪৭

ইতি শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্র-সংহিতা মধ্যে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে অভ্যাসযোগ নামক ষষ্ঠ অধ্যায়।

একত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং সপ্তমোঽধ্যায়ঃ)

[সবিজ্ঞানস্য জ্ঞানস্য, ভগবতো বিভুত্বস্য, তদন্যদেবানামুপাসনাফলাপকর্ষস্য চ বর্ণন পূর্ব্বং প্রপন্নপালিনং ভগবদ্ভজনানাং নিন্দা, তং জ্ঞানিনাঞ্চ মহিমকথনম্]

শ্রীভগবানুবাচ।
ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্ মদাশ্রয়ঃ।
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছৃণু ॥ ১

জ্ঞানং তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োঽন্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে ॥ ২

টীকা—বিজ্ঞেয়মাত্মনস্তত্ত্বং সযোগং সমুদীরিতম্।
ভজনীয়মথেদানীমৈশ্বরং রূপমীর্য্যতে ॥
পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে মদ্গতেনান্তরাত্মনা যো মাং ভজতে, স মে যুক্ততমো মত ইত্যুক্তং, তত্র কীদৃশং যস্য ভক্তিঃ কর্ত্তব্যেত্যপেক্ষায়াং স্ব-স্বরূপং নিরূপয়িতুম্ শ্রীভগবানুবাচ—ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে আসক্তমভিনিবিষ্টং মনো যস্য সঃ মদাশ্রয়োঽহমেবাশ্রয়ো যস্য। অনন্যশরণঃ সন্ যোগং যুঞ্জন্নভ্যাসাতিশয়ং যথা ভবতোঽবং মাং সমগ্রং বিভূতি-বলৈশ্বর্য্যাদিসহিতং যথা জ্ঞাস্যসি তদ্বিদং মদ্বা বক্ষ্যমাণং শৃণু ॥ ১

টীকা—বক্ষ্যমাণং স্তৌতি—জ্ঞানমিতি। জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ং, বিজ্ঞানমনুভবস্তৎসহিতমিদং মদ্বিষয়মশেষতঃ সাকল্যেন বক্ষ্যামি। যজ্জ্ঞাত্বা ইহ মোক্ষমার্গে বর্ত্তমানস্য পুনরন্যজ্জ্ঞাতব্যম্ অবশিষ্টং ন ভবতি তেনৈব কৃতার্থো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ২

সপ্তম অধ্যায়।

[বিজ্ঞানসহ জ্ঞান, শ্রীভগবানের বিভুত্ব (ব্যাপকত্ব) এবং তদ্ভিন্ন দেবতাদের উপাসনার ফলাপকর্ষ বর্ণনা করিয়া প্রভাবশালী ভগবানের শরণাগতদিগের নিন্দা ও তৎসম্বন্ধে অভিজ্ঞদিগের মহিমাকথন।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জুন! আমাতে একান্ত অনুরক্তচিত্ত অনন্যশরণ হইয়া যোগাভ্যাস করিতে করিতে বিভূতি, বল, শক্তি, ঐশ্বর্য্যাদি গুণসম্পন্ন আমাকে সংশয়-বিরহিত ভাবে যেরূপে অবগত হইবে তাহা শ্রবণ কর ॥ ১

আমি তোমাকে শাস্ত্রীয় এবং অনুভবের সহিত মদ্বিষয়ক এই জ্ঞান অশেষপ্রকারে বলিব, যাহা বিদিত হইয়া শ্রেয়োমার্গে বর্ত্তমান তোমার পুনরায় অন্য জানিবার যোগ্য আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিবে না—ইহার দ্বারাই কৃতার্থ হইবে ॥ ২

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ ৩
ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ ৪
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ ৫
এতদ্‌যোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধারয়।
অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা ॥ ৬
মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়।
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সূত্রে মণিগণা ইব ॥ ৭

টীকা—মদ্ভক্তিং বিনা তু মজ্জ্ঞানং দুর্লভমিত্যাহ—মনুষ্যাণামিতি। অসংখ্যাতানাং জীবানাং মধ্যে মদন্য-ব্যতিরিক্তানাং শ্রেয়সি প্রবৃত্তিরেবেহ নাস্তি; মনুষ্যাণান্তু সহস্রেষু মধ্যে কশ্চিদেব প্রকৃষ্টপুণ্যবশাৎ সিদ্ধয়ে আত্ম-জ্ঞানায় প্রযততে, প্রযতন্তঃ কুর্বতামপি সহস্রেষু কশ্চিদেব প্রকৃষ্টপুণ্যবশাদাত্মানং বেত্তি, তাদৃশানামপ্যাত্মজ্ঞানসিদ্ধানাং সহস্রেষু কশ্চিদেব মাং পরমাত্মানং মৎপ্রসাদেন তত্ত্বতো বেত্তি, তস্মাদেবমতিদুর্লভমপ্যাত্মতত্ত্বমপি মজ্জ্ঞানং দুর্ভ্যমহং বক্ষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ৩

টীকা—এবং শ্রোতারমভিমুখীকৃত্যেদানীং প্রকৃতিদ্বারা সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বেনেশ্বরং প্রতিজ্ঞাতং নিরূপয়িষ্যন্ পরাপর-ভেদেন প্রকৃতিদ্বয়মাহ—ভূমিরিতি দ্বাভ্যাম্। [ভূম্যাদি-শব্দৈঃ পঞ্চতন্মাত্রাদিতন্মাত্রেণোচ্যতে] মনঃশব্দেন তৎকারণ-ভূতোঽহঙ্কারঃ, বুদ্ধিশব্দেন তৎকারণভূতং মহত্তত্ত্বম্, অহঙ্কারশব্দেনৈব তৎকারণমবিদ্যা ইত্যেবমষ্টধা ভিন্না। যদ্বা ভূম্যাদিশব্দৈঃ পঞ্চমহাভূতানি সূক্ষ্মৈঃ সহৈকীকৃত্য গৃহ্যন্তে, অহঙ্কারশব্দেনৈবাহঙ্কারাভেনৈব তৎকার্য্যাণী-ন্দ্রিয়াণ্যপি গৃহ্যন্তে। বুদ্ধিরিতি মহত্তত্ত্বং মনঃশব্দেন তু মনসৈবোল্লেখমাত্রস্বরূপং প্রধানমিত্যনেন প্রকারেণ যে প্রকৃতির্বারাষ্যা শক্তিরষ্টধা ভিন্না বিভাগং প্রাপ্তা। চতুর্বিংশতিভেদভিন্নাপ্যষ্টস্বেবান্তর্ভাববিবক্ষয়াষ্টধা ভিন্নে-ত্যুক্তম্। তথা চ বক্ষ্যমাণক্ষেত্রাধ্যায়ে ইয়মেব প্রকৃতিঃ চতুর্বিংশতিতত্ত্বাত্মনা প্রপঞ্চয়িষ্যতি, "মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ। ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়-গোচরাঃ।" ইতি। অপরামিমাং প্রকৃতিমুপসংহরন্ পরাং প্রকৃতিমাহ—অপরেয়মিতি। অষ্টধা যা প্রকৃতি-রুক্তা ইয়মপরা নিকৃষ্টা জড়ত্বাৎ পরার্থত্বাচ্চ, ইতঃ সকা-শাৎ পরাং প্রকৃষ্টামন্যাং জীবস্বরূপাং মে প্রকৃতিং বিদ্ধি জানীহি। পরত্বে হেতুঃ—যয়া চেতনয়া ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপয়া স্বকর্ম্মধারেণেদং জগদ্ধার্য্যতে ॥ ৪-৫

টীকা—অনয়োঃ প্রকৃতিয়ঃ দর্শয়ন্ স্বস্য তদ্দ্বারা সৃষ্ট্যাদিকারণত্বমাহ—এতদিতি। এতে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞরূপে প্রকৃতী যোনী কারণভূতে যেষাং তানি এতদ্‌যোনীনি স্থাবরজঙ্গমাত্মকানি সর্ব্বাণি ভূতানীতি উপধারয় বুধ্যস্ব। তত্র জড়া প্রকৃতির্দেহরূপেণ পরিণমতে, চেতনা তু যদংশ-ভূতা ভোক্তৃরূপেণ দেহেষু প্রবিশ্য স্বকর্ম্মণা তানি ধারয়তি, তে চ মদীয়ে প্রকৃতী, অতঃ সমুদিতে, অতোঽহমেব কৃৎস্নস্য সপ্রকৃতিকস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রকর্ষেণ ভবত্যস্মাদিতি প্রভবঃ পরং কারণমহমিত্যর্থঃ। তথা প্রলীয়তেঽস্মিন্নেতি প্রলয়ঃ সংহর্ত্তাপ্যহমেবেত্যর্থঃ ॥ ৬

টীকা—যস্মাদেবং তস্মাদন্য ইতি। মত্তঃ সকাশাৎ পরতরং শ্রেষ্ঠং জগতঃ সৃষ্টিসংহারয়োঃ স্বতন্ত্রং কারণং কিঞ্চিদপি নাস্তি, স্থিতিহেতুরপ্যহমেবেত্যাহ—ময়ীতি,

সহস্র মনুষ্যের মধ্যে কোন ব্যক্তি পুণ্যবলে আত্মকল্যাণের জন্য যত্ন করেন। সেই যত্নবান্ সিদ্ধগণেরও মধ্যে কেহ আমাকে যথার্থরূপে অবগত হইতে পারে ॥ ৩

আমার প্রকৃতি পৃথিবী, জল, অনল, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার এই অষ্টপ্রকারে বিভক্ত ॥ ৪

ইহা অপরা নিকৃষ্টা। ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টা অন্য জীবস্বরূপা আমার যারা নাম্নী প্রকৃতি জানিবে। হে মহাবাহো! যে চেতনাত্মিকা ক্ষেত্রজ্ঞস্বরূপা এই সমস্ত জগৎ ধারণ করিয়া আছে ॥ ৫

চরাচরসমূহ ভূতগণের এই প্রকৃতিদ্বয় যেন ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞরূপ কারণভূত জড়া প্রকৃতি দেহরূপে পরিণত হয়, আর চেতনা আমার অংশভূতা জীবরূপে স্বকর্ম্মের দ্বারা তাহা ধারণ করিয়া থাকে ইহা অবগত হও, আমি সমগ্র জগতের পরম কারণ (প্রথম প্রকাশ ও সংহারকারী) ॥ ৬

হে ধনঞ্জয়! আমা হইতে এ সংসারে শ্রেষ্ঠ, সৃষ্টি সংহারের স্বতন্ত্র কারণ নাই। সূত্রে মণিগণের মত এই নিখিল সংসারে আমাতে গ্রথিত আছে ॥ ৭

রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয় প্রভাস্মি শশি-সূর্যয়োঃ।
প্রণবঃ সর্ববেদেষু শব্দঃ খে পৌরুষং নৃষু॥ ৮
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যাঞ্চ তেজশ্চাস্মি বিভাবসৌ।
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চাস্মি তপস্বিষু॥ ৯
বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্।
বুদ্ধির্বুদ্ধিমতামস্মি তেজস্তেজস্বিনামহম্॥ ১০

বলং বলবতামস্মি কামরাগবিবর্জিতম্।
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ॥ ১১
যে চৈব সাত্ত্বিকা ভাবা রাজসাস্তামসাশ্চ যে।
মত্ত এবেতি তান্ বিদ্ধি ন ত্বহং তেষু তে ময়ি॥ ১২
ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্॥ ১৩

ময়ি সর্ববিদং জগৎ প্রোতং গ্রথিতমাশ্রিতমিত্যর্থঃ। দৃষ্টান্তঃ স্পষ্টঃ॥ ৭

টীকা—জগতঃ স্থিতিহেতুত্বমেব প্রপঞ্চয়তি—রসোঽহমিতি পঞ্চভিঃ। অপ্সু রসোঽহং রসতন্মাত্ররূপতয়া বিভূত্যা তদাশ্রয়েণাপ্সু স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ, তথা শশি-সূর্যয়োঃ প্রভাস্মি। চন্দ্রে সূর্যে চ প্রকাশরূপয়া বিভূত্যা তদাশ্রয়েণ স্থিতোঽহমিত্যর্থঃ, উত্তরত্রাপি এবং দ্রষ্টব্যম্। সর্ব্বেষু বেদেষু বৈখরীরূপেষু তদুপলম্ভকঃ প্রণব ওঙ্কারোঽস্মি, খে আকাশে শব্দঃ শব্দতন্মাত্ররূপোঽস্মি, নৃষু পুরুষেষু পৌরুষমুদ্যমোঽস্মি। উদ্যমে হি পুরুষা অধিতিষ্ঠন্তি॥ ৮

টীকা—কিঞ্চ পুণ্য ইতি। পুণ্যোঽবিকৃতো গন্ধো গন্ধতন্মাত্রং পৃথিব্যাশ্রয়ভূতোঽহমিত্যর্থঃ, যদ্বা বিভূতিরূপেণাশ্রিয়মাণস্য বিবক্ষিতত্বাৎ সুরভিগন্ধস্যোৎকৃষ্টতয়া বিভূতিত্বাৎ পুণ্যো গন্ধ ইত্যুক্তম্, তথা বিভাবসৌ অগ্নৌ যত্তেজঃ সহজা [দুঃসহা] দীপ্তিস্তদহং সর্বভূতেষু জীবনং প্রাণধারণবায়ুরহমিত্যর্থঃ, তপস্বিষু বানপ্রস্থাদিষু দ্বন্দ্বসহনরূপং তপোঽস্মি॥ ৯

টীকা—কিঞ্চ বীজমিতি। সর্ব্বেষাং চরাচরাণাং ভূতানাং বীজং সজাতীয়কার্য্যোৎপাদনসামর্থ্যং সনাতনং নিত্যম্ উত্তরোত্তরসর্ব্বকার্য্যোপযুক্তত্বাৎ তদেবং বীজং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি; ন তু প্রতিহিবাক্তিবিনশ্যৎ, তথা বুদ্ধিমতাং বুদ্ধিঃ প্রজ্ঞাঽহমস্মি, তেজস্বিনাং প্রগল্ভানাং তেজঃ, প্রাগল্ভ্যমহম্॥ ১০

টীকা—কিঞ্চ বলমিতি। কামোঽপ্রাপ্তে বস্তুন্যভিলাষো রাজসঃ। রাগঃ পুনরভিলষিতেঽর্থে প্রাপ্তেঽপি পুনরধিকেঽর্থে চিত্তরঞ্জনাত্মস্বভাবস্তাভ্যাং বিবর্জিতং, বলবতাং বলমস্মি, সাত্ত্বিকং স্বধর্মানুষ্ঠানসামর্থ্যমহমিত্যর্থঃ। ধর্মাবিরুদ্ধঃ স্বধর্মেষু পুত্রোৎপাদনমাত্রোপযোগী কামোঽস্মিতি।

টীকা—কিঞ্চ যে চৈবেতি। যে তামসেঽপি সাত্ত্বিকা ভাবাঃ শমদমাদয়ঃ, রাজসাশ্চ [ব্রহ্মক্ষত্রাদয়ঃ, তামসাশ্চ যে লোকমোহাদয়ঃ। প্রাণিনাং স্বকর্মবশাজ্জায়ন্তে, তান্ সর্ব্বান্ মত্ত এব জায়ন্তীতি বিদ্ধি মদীয়প্রকৃতিগুণত্রয়কার্য্যত্বাৎ। এবমপি তেষ্বহং ন রাগাদিবদহং তদধীনোঽহং ন ভবামীত্যর্থঃ, তে তু মদধীনাঃ সন্তো ময়ি বর্ত্তন্তে॥ ১২

টীকা—এবম্ভূতং ত্বাং পরমেশ্বরময়ং জনঃ কিমিতি ন জানাতীত্যত আহ—ত্রিভিরিতি। ত্রিভিস্ত্রিবিধৈরেভিঃ পূর্বোক্তৈর্গুণময়ৈঃ কামলোভাদিভির্গুণবিকারৈর্ভাবৈঃ

হে কৌন্তেয়! আমি জলে রসস্বরূপ, শশিকরে ও ভাস্করে দীপ্তির প্রকাশ, চতুর্ব্বেদে ওঙ্কার, আকাশে শব্দতন্মাত্ররূপ আমি এবং মানবসকলে উদ্যমরূপে পুরুষপ্রযত্ন॥ ৮

আমি পৃথিবীতে পবিত্র গন্ধতন্মাত্র, অনলে দুঃসহ দীপ্তি, নিখিল জীবে আমি জীবন-প্রাণধারণ-বায়ু ও বানপ্রস্থাদি তপস্বীগণের দ্বন্দ্বসহনরূপ তপস্যা॥ ৯

হে পার্থ! আমাকে সর্ব্বভূতের সনাতন, নিত্য, শাশ্বত, চিরস্থায়ী বীজ বলিয়া জানিবে। আমি বুদ্ধিমান্‌গণের বুদ্ধি ও তেজস্বীদিগের পরাক্রম॥ ১০

হে ভরতর্ষভ! আমি কামরাগবিহীন বল (সাত্ত্বিক ধর্ম অনুষ্ঠান-সামর্থ্য) এবং আমি জীব সকলেতে পুত্রোৎপাদনমাত্র-উপযোগী কাম॥ ১১

যে সমস্ত সাত্ত্বিক শমদমাদি, রাজস ব্রহ্মক্ষত্রাদি, তামস মোহাদি, তাবৎ জীবগণের স্বীয় কর্মবশে জন্মায় সে সকল আমা হইতেই সমুদ্ভূত হইয়া অবগত হইবে। সেই ভাবসকলের আমি অধীন নহি—তাহারাই আমার অধীন॥ ১২

ত্রিবিধ গুণবিকার স্বভাবের দ্বারা এই অখিল সংসার বিমোহিত হইয়া ভাবদ্বয় হইতে শ্রেষ্ঠ, ত্রিগুণাতীত, আদ্যন্তরহিত, সর্ব্বিকারবন্ধু আমাকে কোনরূপ জানিতে সমর্থ হয় না॥ ১৩

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪
ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ ১৫
চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ ১৬
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥ ১৭
উদারাঃ সর্ব্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্।
আস্থিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্তমাং গতিম্ ॥ ১৮

স্বভাবৈর্মোহিতমিদং জগৎ ; অতো মাং নাভিজানাতি। কথম্ভূতম্? এভ্যো ভাবেভ্যঃ পরম্ এভিরসংস্পৃষ্টম্, অত এবাব্যয়ং নির্বিকারমিত্যর্থঃ ॥ ১৩

টীকা—কে তর্হি মাং জানন্তীত্যত আহ—দৈবীতি। দৈবী অলৌকিকী অত্যদ্ভুতেত্যর্থঃ, গুণময়ী সত্ত্বাদিগুণবিকারাত্মিকা মম পরমেশ্বরস্য শক্তির্মায়া দুরত্যয়া দুস্তরা হি প্রসিদ্ধমেতত্তথাপি মামেবেত্যেবকারেণাব্যভিচারিণ্যা ভক্ত্যা যে প্রপদ্যন্তে ভজন্তি, তে মায়ামেতাং সুদুস্তরামপি তরন্তি। ততো মাং জানন্তীতি ভাবঃ ॥ ১৪

টীকা—যতএবং (কিমিতি) তর্হি সর্ব্বে ত্বামেব ন ভজন্তীত্যত আহ—ন মামিতি। নরেষু যেঽধমাস্তে মাং ন প্রপদ্যন্তে ন ভজন্তি। অধমত্বে হেতুঃ—মূঢ়া বিবেকশূন্যাঃ, তৎ কুতঃ? দুষ্কৃতিনঃ পাপশীলাঃ, অতো মায়য়াপহৃতং নিরস্তং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশাভ্যাং জাতমপি জ্ঞানং যেষাং তে তথা ; "অতএব চ নো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ" ইত্যাদিনা বক্ষ্যমাণমাসুরং ভাবং স্বভাবং প্রাপ্তাঃ সন্তো ন মাং ভজন্তি ॥ ১৫

টীকা—সুকৃতিনস্তু মাং ভজন্ত্যেব। তে চ সুকৃততারতম্যেন চতুর্বিধা ইত্যাহ—চতুর্বিধা ইতি। পূর্ব্বজন্মনি

যে কৃতপুণ্যা জনাস্তে মাং ভজন্তি, তে তু চতুর্বিধাঃ,—আর্ত্তো রোগাদ্যভিভূতঃ, স যদি পূর্ব্বং কৃতপুণ্যস্তর্হি মাং ভজতি, অন্যথা ক্ষুদ্রদেবতাভজনেন সংসরতি; এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যম্। জিজ্ঞাসুরাত্মজ্ঞানেচ্ছুঃ। অর্থার্থী অত্র বা পরত্র বা ভোগসাধনভূতার্থলিপ্সুঃ, জ্ঞানী চাত্মবিৎ। তেষাং মধ্যে জ্ঞানী শ্রেষ্ঠ ইত্যাহ—তেষামিতি তেষাং মধ্যে জ্ঞানী বিশিষ্যতে, তত্র হেতবঃ নিত্যযুক্তঃ সদা মদ্বিষ্ঠঃ, একস্মিন্ মদ্যেব ভক্তির্যস্য সঃ। জ্ঞানিনো দেহাদ্যভিমানাভাবেন চিত্তবিক্ষেপাভাবান্নিত্যযুক্তত্বমেকান্তিত্বঞ্চ সম্ভবতি নান্যস্য, অতএব তস্যাত্যর্থং প্রিয়ঃ স চ মম। তস্মাদেতৈর্নিত্যযুক্তত্বাদিভিশ্চতুর্ভির্হেতুভিঃ স উত্তম ইত্যর্থঃ ॥ ১৬।১৭

টীকা—তর্হি কিম্ ইতরে ত্রয়স্তদ্ভক্তাঃ সংসরন্তি নহি? নশ্যন্ত্যাহ—উদারা ইতি সর্ব্বেঽপ্যেতে উদারা মহান্তঃ মোক্ষভাজ এবেত্যর্থঃ, জ্ঞানী তু পুনরাত্মৈবেতি মে মতং নিশ্চয়ঃ। হি যস্মাৎ স জ্ঞানী যুক্তাত্মা মদেকচিত্তঃ সন্ ন বিদ্যতে উত্তমা যস্যাস্তামনুত্তমাং সর্ব্বোত্তমাং গতিং মামেবাস্থিতঃ আশ্রিতবান্ মদ্ব্যতিরিক্তমন্যৎ ফলং ন মন্যতে ইত্যর্থঃ ॥ ১৮

এই ত্রিগুণাত্মিকা অলৌকিকী আমার অঘটন ঘটনপটীয়সী মায়াশক্তি দুস্তরা। যাঁহারা কায়মনোবাক্যে আমার শরণাপন্ন হইয়া ভজনা করেন, তাঁহারাই মায়াকে অতিক্রম করিতে পারেন (মায়ার পারগামী হন) ॥ ১৪

দুষ্কর্মকারী, মূর্খ, অধম, মায়ার দ্বারা অপহৃতজ্ঞান, নিকৃষ্ট, কুৎসিত, মানবগণ আসুরিক ভাবপ্রাপ্তি ভাব অবলম্বন করত আমাকে ভজনা করে না ॥ ১৫

হে ভরতর্ষভ অর্জুন! (রোগাদির দ্বারা অভিভূত) আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু (আমার তত্ত্ব জানিতে ইচ্ছুক), অর্থার্থী (ভোগসাধনকৃত অর্থকামী) ও জ্ঞানী এই চারিপ্রকার পুণ্যকারী আমাকে ভজনা করেন ॥ ১৬

তাঁহাদের মধ্যে সতত মদ্গতচিত্ত, অনন্যভক্তিমান্ জ্ঞানীই শ্রেষ্ঠ। আমি জ্ঞানীদিগের নিত্যসিদ্ধ বন্ধু (অভীপ্সিত) এবং জ্ঞানীও আমার বান্ধব ॥ ১৭

ইঁহারা সকলেই সাধু মহাত্মা, কিন্তু সাক্ষাৎ আত্মাই—ইহা আমার নিশ্চয় ; যেহেতু সেই জ্ঞানী আমাতে একচিত্ত হইয়া সর্ব্বোত্তম গতি আমাকেই আশ্রয় করেন ॥ ১৮

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ ১৯
কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ।
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০
যো যো যাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রদ্ধয়ার্চিতুমিচ্ছতি।
তস্য তস্যাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্ ॥ ২১

স তয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তস্তস্যারাধনমীহতে।
লভতে চ ততঃ কামান্ ময়ৈব বিহিতান্ হি তান্ ॥ ২২
অন্তবত্তু ফলং তেষাং তদ্ ভবত্যল্পমেধসাম্।
দেবান্ দেবযজো যান্তি মদ্ভক্তা যান্তি মামপি ॥ ২৩
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ।
পরং ভাবমজানন্তো মমাব্যয়মনুত্তমম্ ॥ ২৪

টীকা—এবম্ভূতো মদ্ভক্তোঽতিদুর্লভ ইত্যাহ—বহূনামিতি। বহূনাং জন্মনাং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্যোপচয়েন অন্তে চরমে জন্মনি জ্ঞানবান্ সন্ সর্বমিদং চরাচরং বাসুদেব এবেতি সর্বাত্মদৃষ্ট্যা মাং প্রপদ্যতে ভজতি, অতঃ স মহাত্মা অপরিচ্ছিন্নদৃষ্টিঃ সুদুর্লভঃ ॥ ১৯

টীকা—তদেবং কামিনোঽপি সন্তঃ কামপ্রাপ্তয়ে পরমেশ্বরং মামেব যে ভজন্তি, তে কামান্ প্রাপ্য শনৈর্মুচ্যন্তে ইত্যুক্তং, যে ত্বতাত্ত্বং বাহ্যসাত্মসাংশ্চ কামাভিভূতাঃ ক্ষুদ্রদেবতাঃ দেবন্তে, তে সাসদস্থীত্যাহ—কামৈরিতি চতুর্ভিঃ। যে তু তৈস্তৈঃ পুত্র-কীর্তি-শত্রুজয়াদিবিষয়ৈঃ কামৈরপহৃতবিবেকাঃ সন্তোঽন্যাঃ ক্ষুদ্রা ভূত-প্রেত-যক্ষাদিদেবতা ভজন্তি। কিং কৃত্বা? তত্তদ্দেবতারাধনে যো যো নিয়ম উপবাসাদিলক্ষণস্তং তং নিয়মং স্বীকৃত্য তত্রাপি স্বয়া স্বীয়য়া প্রকৃত্যা পূর্বাভ্যাসবাসনয়া নিয়তা বশীকৃতাঃ সন্তঃ দেবতাবিশেষং ভজন্তি ॥ ২০

টীকা—যো য ইতি। দেবতাবিশেষং যে ভজন্তি তেষাং মধ্যে যো যো ভক্তো যাং যাং তনুং দেবতারূপাং মদীয়ামেব মূর্তিং শ্রদ্ধয়া অর্চিতুম্ ইচ্ছতি প্রবর্ততে, তস্য তস্য ভক্তস্য তত্তন্মূর্তিবিষয়াং তামেব শ্রদ্ধামচলাং দৃঢ়ামহমন্তর্যামী বিদধামি করোমি ॥ ২১

টীকা—ততশ্চ স তয়েতি। স ভক্তস্তয়া দৃঢ়য়া শ্রদ্ধয়া তস্যাস্তনোরারাধনমীহতে করোতি। ততশ্চ যে সঙ্কল্পিতাঃ কামাস্তান্ কামাংস্ততো দেবতাবিশেষাৎ লভতে, কিন্তু ময়ৈব তত্তদ্দেবতান্তর্যামিণা বিহিতান্ নির্মিতান্; হি স্ফুটমেব; তত্তদ্দেবতানামপি মদধীনত্বাদমূর্তিরাজ্ঞেত্যর্থঃ। তদেব যদ্যপি সর্বা অপি দেবতাঃ সর্বাত্মনো মমৈব তনবোঽতস্তদারাধনমপি বস্তুতো মদারাধনমেব তত্তৎফলদাতাপি চাহমেব তথাপি সাক্ষাদ্ভক্তানাঞ্চ তেষাঞ্চ ফলবৈষম্যং তরতম্যাত্যাহ—অন্তবদিতি। অল্পমেধসাং পরিচ্ছিন্নদৃষ্টীনাং মদ্যে তত্তদপি তৎফলমন্তবৎ বিনাশি ভবতি। তদেবাহ দেবান্ যজন্তীতি দেবযজস্তে দেবান্ অন্তবতো যান্তি, মদ্ভক্তাস্তু মামনাদ্যন্তং পরমানন্দং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ২২-২৩

টীকা—নন্বু চ সমানে প্রয়াসে মদ্ভক্তি চ ফলবিশেষে সতি সর্বেঽপি কিমিতি দেবতান্তরং হিত্বা মামেব ন ভজন্তি তত্রাহ—অব্যক্তমিতি। অব্যক্তং প্রপঞ্চাতীতং

অনেক জন্মের কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পুণ্য সঞ্চয়ের দ্বারা অন্তিমজন্মে জ্ঞানবান্ 'এই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক জগৎ বাসুদেব' এইরূপ সর্বাত্মভাবে আমাকে ভজনা করেন, তদ্রূপ মহাত্মা অতিশয় দুর্লভ ॥ ১৯

পুত্র, পশু, কীর্ত্যাদি বিষয়কামনায় অপহৃতচিত্ত সেই সেই দেবতার আরাধনে যে যে নিয়ম তাহা স্বীকার করত স্বীয় পূর্বাভ্যস্ত বাসনায় বশীকৃত হইয়া দেবতাবিশেষকে ভজনা করে ॥ ২০

যে যে ভক্ত দেবতারূপা আমারই যে যে মূর্তি শ্রদ্ধাসহকারে উপাসনা করিতে অভিলাষী হয়, অন্তর্যামী আমি সেই সেই ভক্তের তত্তৎ মূর্তিবিষয়ে দৃঢ়শ্রদ্ধা প্রদান করি ॥ ২১

সেই ভক্ত দৃঢ় শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া সেই দেবতার উপাসনা করে এবং আরাধিত দেবতার নিকট হইতে পরমেশ্বর আমারই দত্ত ভোগ্যসকল প্রাপ্ত হয় ॥ ২২

কিন্তু অল্পজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণের ক্ষুদ্র দেবতা আরাধনার ফল বিনশ্বর। সেই দেবতার উপাসকসকল তাহাদের দেবিত অনিত্য (নাশশীল) দেবগণকে লাভ করে আর আমার ভক্তগণ পরমানন্দময় আমাকে প্রাপ্ত হয় ॥ ২৩

নির্বুদ্ধিগণ আমার সর্ববিকারশূন্য পরমোৎকৃষ্ট প্রকৃষ্টস্বরূপ অবগত না হইয়া চক্ষু-আদির অগোচর আমাকে মৎস্য-কূর্ম-বরাহ-মনুষ্যাদি ভাবপ্রাপ্ত মনে করিয়া থাকে ॥ ২৪

নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥ ২৫
বেদাহং সমতীতানি বর্তমানানি চার্জুন।
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাং তু বেদ ন কশ্চন ॥ ২৬
ইচ্ছাদ্বেষসমুত্থেন দ্বন্দ্বমোহেন ভারত।
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যান্তি পরন্তপ ॥ ২৭
যেষাং ত্বন্তগতং পাপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্।
তে দ্বন্দ্বমোহনির্মুক্তা ভজন্তে মাং দৃঢ়ব্রতাঃ ॥ ২৮
জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্ বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্ ॥ ২৯

মাং ব্যক্তিং মনুষ্যমৎস্যকূর্মাদিভাবং প্রাপ্তমল্পবুদ্ধয়ো মন্যন্তে। অত্র হেতুঃ—মম পরং ভাবং স্বরূপম্ অজানন্তঃ। কথম্ভূতম্? অব্যয়ং নিত্যং, ন বিদ্যতে উত্তমো ভাবো যস্মাৎ তৎ মদ্ভাবম্, অতো জগদ্রক্ষণার্থং লীলয়াবিকৃত-নানাবিচিত্রোজ্জিতসত্ত্বমূর্তিং মাং পরমেশ্বরং স্বকর্মনির্মিত-ভৌতিকদেহং দেবতান্তরং সমং পশ্যন্তো মন্দমতয়ো মাং নাতীবাদ্রিয়ন্তে, প্রত্যুত ক্ষিপ্রফলদং দেবতান্তরমেব ভজন্তি, তে চোক্তপ্রকারেণাস্থিরং ফলং প্রপদ্যন্তে-ত্যর্থঃ ॥ ২৪

টীকা—তেষাং স্বাজ্ঞানে হেতুমাহ—নাহমিতি। সর্বস্য লোকস্য নাহং প্রকাশঃ প্রকটো ন ভবামি, কিন্তু মদ্ভক্তা-নামেব। যতো যোগমায়য়া সমাবৃতঃ, যোগো মুক্তির্মদীয়ঃ কোঽপ্যচিন্ত্যপ্রজ্ঞাবিলাসঃ, স এব মায়া অঘটমানঘটনা চাতুর্যম্ অনয়া সঞ্ছন্নঃ অতএব মৎস্বরূপজ্ঞানে মূঢ়ঃ সন্নয়ং লোকোঽজমব্যয়ঞ্চ মাং ন জানাতীতি ॥ ২৫

টীকা—সর্বোত্তমং মৎস্বরূপমজানন্ত ইত্যুক্তম্; তদেব যস্য সর্বোত্তমত্বমনাবৃতজ্ঞানশক্তিত্বেন সর্বগ্রন্থেষ্বাম-ম্নানমেবাহ—বেদাহমিতি। সমতীতানি বিনষ্টানি বর্ত-মানানি ভবিষ্যাণি চ ত্রিকালবর্তীনি ভূতানি স্থাবর-জঙ্গ-মানি সর্বাণ্যহং বেদ জানামি, মায়াশ্রয়ত্বান্মম তস্যাঃ স্বাশ্রয়ব্যামোহকত্বাভাবাদিতি প্রসিদ্ধং; মাং তু কোঽপি

আমি আমার অচিন্ত্য প্রজ্ঞাবিলাসরূপ যোগমায়ার দ্বারা সমাচ্ছন্ন হইয়া সকলের সম্মুখে থাকি (প্রকট) হই না, সুতরাং জন্মমৃত্যু-লোকসকল অনাবির্ভূত সর্ববিকারশূন্য আমাকে অবগত হইতে পারে না ॥ ২৫

হে অর্জুন! আমি সম্যক্‌রূপে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যত ভূতসকলকে বিদিত আছি; কিন্তু কেহই আমাকে জানেনা ॥ ২৬

হে পরন্তপ ভারত! দেহ ধারণ করিলে নিখিল প্রাণী অনুকূলে অভিলাষ প্রতিকূলে দ্বেষসমুদ্ভূত শীতোষ্ণ সুখ-দুঃখাদি

ন বেত্তি মন্মায়ামোহিতত্বাৎ, প্রসিদ্ধং হি লোকে মায়ায়াঃ স্বাশ্রয়াধীনত্বমন্যমোহকত্বঞ্চেতি ॥ ২৬

টীকা—তদেবং মায়াবিষয়ত্বেন জীবানাং পরমেশ্বরা-জ্ঞানমুক্তম্, তস্যৈবাজ্ঞানস্য দৃঢ়ত্বে কারণমাহ—ইচ্ছেতি। সৃজ্যন্ত ইতি সর্গঃ, সর্গে স্থূলদেহোৎপত্তৌ সত্যাং তদনুকূলে ইচ্ছা তৎপ্রতিকূলে চ দ্বেষস্তাভ্যাং সমুপঃ সমুদ্ভূতো যঃ শীতোষ্ণসুখদুঃখাদিদ্বন্দ্বনিমিত্তো মোহো বিবেকভ্রংশস্তেন সর্বাণি ভূতানি সম্মোহং যান্তি অহমেব সুখী দুঃখী চেতি গাঢ়তরমভিনিবেশং প্রাপ্নুবন্তি, অতস্তানি মজ্জ্ঞানা-ভাবান্নাং ন জানন্তীতি ভাবঃ। কুতস্তর্হি কেচন মাং ভজন্তো দৃশ্যন্তে তত্রাহ—যেষামিতি। যেষান্তু পুণ্যাচরণ-শীলানাং সর্বং প্রতিবন্ধকং পাপম্ অন্তগতং নষ্টম্, তে দ্বন্দ্বনিমিত্তেন মোহেন বিনির্মুক্তা দৃঢ়ব্রতা একান্তিনঃ সন্তো মাং ভজন্তে ॥ ২৭-২৮

টীকা—এবঞ্চ মাং ভজন্তে সর্বং বিজ্ঞেয়ং বিজ্ঞায় কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ,—জরেতি। জরামরণয়োর্মোক্ষায় নিরসনার্থং মামাশ্রিত্য যে প্রযতন্তে, তে তৎ পরং ব্রহ্ম বিদুঃ, কৃৎস্নমধ্যাত্মঞ্চ বিদুঃ, যেন তৎ প্রাপ্নুবন্তি তং দেহাদি-ব্যতিরিক্তং শুদ্ধমাত্মানঞ্চ জানন্তীত্যর্থঃ, তৎসাধনভূত-মখিলং সরহস্যং কর্ম চ জানন্তি ॥ ২৯

দ্বন্দ্বজনিত বিবেকভ্রংশের দ্বারা 'আমি সুখী, আমি দুঃখী' এইরূপ প্রগাঢ় অভিনিবেশ প্রাপ্ত হয় ॥ ২৭

কিন্তু পুণ্যকর্মকারী যে সকল জনগণের পাপ নিঃশেষ হইয়াছে দ্বন্দ্বমোহবিমুক্ত তাহারা ফলোদয় পর্য্যন্ত কার্য্যকারী হইয়া আমাকে ভজনা করেন ॥ ২৮

যাঁহারা জরা মরণ হইতে বিমুক্ত হইবার নিমিত্ত আমাকে একান্তভাবে আশ্রয় করত যত্নবান হন, তাঁহারা সেই পরম ব্রহ্ম

সাধিভূতাদিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞঞ্চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ ॥ ৩০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥
ইতি শ্রীমহাভারতে একোনত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

টীকা—ন চৈবম্ভূতানাং যোগভ্রংশশঙ্কাপীত্যাহ—সাধিভূতেতি। অধিভূতাদিশব্দানামর্থং শ্রীভগবানেবোত্তরাধ্যায়ে ব্যাখ্যাস্যতি। অধিভূতেনাধিদৈবেন চ সহ অধিযজ্ঞেন চ সহিতং মাং যে ভজন্তি, তে যুক্তচেতসো ময্যাসক্তমনসঃ প্রয়াণকালেঽপি মরণসময়েঽপি মাং বিদুর্জানন্তি, ন তু তদাপি ব্যাকুলীভূয় মাং বিস্মরন্তি। অতো মদ্ভক্তানাং ন যোগভ্রংশশঙ্কেতি ভাবঃ ॥ ৩০

কৃষ্ণভক্তৈরয়ত্নেন ব্রহ্মজ্ঞানমবাপ্যতে।
ইতি বিজ্ঞানযোগাখ্যে সপ্তমে সম্প্রকাশিতম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামীকৃতটীকায়াং বিজ্ঞানযোগো নাম সপ্তমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৭

সমগ্র আধ্যাত্মবিষয় ও নিখিল কর্মও বিদিত হইয়া থাকেন ॥ ২৯

যাঁহারা আমাকে অধিভূত, অধিদৈব, অধিযজ্ঞের সহিত অবগত হন, আমাতে অনুরক্তমনা তাঁহারা মরণকালেও আমাকে স্মরণ করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন ॥ ৩০

ইতি শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে শ্রীভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে জ্ঞান-বিজ্ঞান-যোগ নামক সপ্তম অধ্যায়।
শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্বে একোনত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ)

[ব্রহ্মাধ্যাত্মকর্মাদিবিষয়ানধিকৃত্য অর্জুনপ্রশ্নস্যোত্তরদানপ্রসঙ্গেন ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন ভক্তিযোগস্য তত্ত্ব-কৃষ্ণমার্গয়োশ্চ নিরূপণম্।]

অর্জুন উবাচ।

কিং তদ্ ব্রহ্ম কিমধ্যাত্মং কিং কর্ম পুরুষোত্তম।
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে ॥ ১

অধিযজ্ঞঃ কথং কোঽত্র দেহেঽস্মিন্ মধুসূদন।
প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসি নিয়তাত্মভিঃ ॥ ২

টীকা—ব্রহ্মকর্মাধিভূতাদি বিদুঃ কৃষ্ণৈকচেতসঃ।
ইত্যুক্তং ব্রহ্মকর্মাদি স্পষ্টমেষ্টব উচ্যতে ॥
পূর্বাধ্যায়ান্তে ভগবতোপক্ষিপ্তানাং ব্রহ্মাধ্যাত্মাদিসপ্তানাং পদার্থানাং তত্ত্বং জিজ্ঞাসুরর্জুন উবাচ—কিং তদ্ব্রহ্মেতি দ্বাভ্যাম্। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ১

টীকা—কিঞ্চ অধিযজ্ঞ ইতি। অত্র দেহে যো যজ্ঞো বর্ততে, তস্মিন্ কোঽধিযজ্ঞোঽধিষ্ঠাতা প্রযোজকঃ ফলদাতা চ ক ইত্যর্থঃ। স্বরূপং পৃষ্ট্বাধিষ্ঠানপ্রকারং পৃচ্ছতি—কথং কেন প্রকারেণ অস্মিন্ দেহে স্থিতঃ, যজ্ঞমধিতিষ্ঠতীত্যর্থঃ। যজ্ঞগ্রহণং সর্বকর্মণামুপলক্ষণার্থম্। অন্তকালে চ নিয়তচিত্তৈঃ পুরুষৈঃ কথং কেনোপায়েন জ্ঞেয়োঽসি ? ২

অষ্টম অধ্যায়।

[ব্রহ্ম, অধ্যাত্ম ও কর্মাদি বিষয়সমূহ উপলক্ষ করিয়া অর্জুনের কৃত প্রশ্নের উত্তরদানপ্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক ভক্তিযোগ এবং তত্ত্ব ও কৃষ্ণপথ মার্গদ্বয়ের নিরূপণ।]

অর্জুন বলিলেন,—হে পুরুষোত্তম! সেই ব্রহ্ম কি? অধ্যাত্ম কি ও অধিভূত কাহাকে বলে আর অধিদৈব কাহার নাম? ১

হে মধুসূদন! এই দেহে অধিযজ্ঞ কি এবং কিরূপে এই শরীরে অবস্থিত আর মরণসময়ে নিয়তচিত্তগণের দ্বারা কিরূপে তুমি জ্ঞাত হও? ২

শ্রীভগবানুবাচ

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥ ৩
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বর ॥ ৪

অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ মুক্ত্বা কলেবরম্।
যঃ প্রয়াতি স মদ্ভাবং যাতি নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥ ৫
যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্।
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ ॥ ৬

টীকা—প্রশ্নক্রমেণৈবোত্তরং শ্রীভগবান্ উবাচ—অক্ষরমিতি ত্রিভিঃ। ন ক্ষরতি ন চলতীত্যক্ষরং, নমু জীবোঽপ্যক্ষরস্তত্রাহ পরমিতি। পরমং যদক্ষরং জগতঃ মূলকারণং তদ্ব্রহ্ম, "এতদ্বৈ তদক্ষরং গার্গি ব্রাহ্মণা অভিবদন্তি" ইতি শ্রুতেঃ। স্বস্যৈব ব্রহ্মণ এবাংশতয়া জীবরূপেণ ভবনং স্বভাবঃ স এবাত্মানং দেহমধিকৃত্য ভোক্তৃত্বেন বর্ত্তমানোঽধ্যাত্মশব্দেনোচ্যতে ইত্যর্থঃ। ভূতানাং জরায়ুজাদীনাং ভাবঃ সত্তা উৎপত্তিঃ, উদ্ভবশ্চ উৎকৃষ্টত্বেন ভবনমুদ্ভবঃ "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে। আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ।" ইত্যুক্তক্রমেণ বৃষ্টিং তৌ ভূতভাবোদ্ভবৌ করোতি যো বিসর্গো দেবতোদ্দেশেন দ্রব্যত্যাগরূপো যজ্ঞঃ, সর্ব্বকর্ম্মণামুপলক্ষণমেতৎ, স চ কর্ম্মসংজ্ঞাবাচ্যঃ। ৩

টীকা—কিঞ্চ অধিভূতমিতি। ক্ষরো বিনশ্বরো ভাবো দেহাদিপদার্থঃ, ভূতং প্রাণিনামধিকৃত্য ভবতীত্যধিভূতমুচ্যতে। পুরুষো বৈরাজঃ সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী, স্বাংশভূতসর্ব্বদেবতানামধিপতিরধিদৈবমুচ্যতে। অধিদৈবতমধিষ্ঠাত্রী দেবতা, "স বৈ শরীরী প্রথমঃ স বৈ পুরুষ উচ্যতে। আদিকর্ত্তা স ভূতানাং ব্রহ্মাগ্রে সমবর্ত্তত।" ইতি শ্রুতেঃ। অত্রাস্মিন্ দেহে অন্তর্য্যামিত্বেন স্থিতোঽহমেবাধিযজ্ঞো যজ্ঞস্যাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যজ্ঞাদিকর্ম্মপ্রবর্ত্তকত্বংফলদাতা চ, কথমিত্যস্যাপ্যুত্তরমনেনৈবোক্তং দ্রষ্টব্যম্; অন্তর্য্যামিণোঽসঙ্গত্বাদিভির্যৈর্জীববৈলক্ষণ্যেন দেহাদ্যন্তর্ব্বর্ত্তিত্বঞ্চ প্রসিদ্ধ্যতে; তথাচ শ্রুতিঃ—"দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। তয়োরেকঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।" দেহভৃতাং মধ্যে শ্রেষ্ঠ ইতি সম্বোধয়ন্ স্বামপ্যেবম্ভূতমন্তর্য্যামিণং পরাধীনস্বপ্রবৃত্তিনিবৃত্ত্যবয়বাতিরেকাভ্যাং বোদ্ধুমর্হসীতি সূচয়তি। ৪

টীকা—প্রয়াণকালে চ কথং জ্ঞেয়োঽসীত্যনেন পৃষ্টমন্তকালে জ্ঞানোপায়ং তৎফলঞ্চ দর্শয়তি—অন্তকাল ইতি। মামেবোক্তলক্ষণমন্তর্য্যামিরূপং পরমেশ্বরং স্মরন্ দেহং ত্যক্ত্বা যঃ প্রকর্ষেণ অর্চ্চিরাদিমার্গেণ উত্তরায়ণপথা যাতি, স মদ্ভাবং মদ্রূপতাং যাতি, অত্র সংশয়ো নাস্তি। স্মরণং জ্ঞানোপায়ো মদ্ভাবাপত্তিশ্চ ফলমিত্যর্থঃ। ৫

টীকা—ন কেবলং মাং স্মরন্ মদ্ভাবং প্রাপ্নোতীতি নিয়মঃ, কিং তর্হি—যং যমিতি। যং যং ভাবং দেবতান্তরং বা অন্যমপি বা অন্তকালে স্মরন্ দেহং ত্যজতি, তং তমেব সর্ব্বাত্মানং ভাবং প্রাপ্নোতি। অন্তকালে ভাববিশেষস্মরণে হেতুঃ- সদা তদ্ভাবভাবিত ইতি। সর্ব্বদা তত্ত ভাবো ভাবনানুচিন্তনং তেন ভাবিতো বাসিতচিত্তঃ ॥ ৬

শ্রীভগবান্ কহিলেন,—জগতের মূল কারণ পরম অক্ষর ঈশ্বর ব্রহ্ম। সেই ব্রহ্মের অংশক্রমে জীবরূপে উৎপত্তি স্বভাব, তাহাই দেহ অধিকার করত ভোক্তৃত্বে বর্ত্তমান অধ্যাত্ম আর জীবগণের উৎপত্তি ও বৃদ্ধিজনক দেবোদ্দেশে দ্রব্যত্যাগরূপ যজ্ঞ এবং সমস্ত কর্ম্মার্পণ কর্ম্ম বলিয়া কথিত হয়। ৩

হে দেহিগণের প্রধান! বিনশ্বর দেহাদি পদার্থ অধিভূত, সূর্য্যমণ্ডলমধ্যবর্ত্তী পুরুষ অধিদৈব, এই শরীরে এবং হৃদয়কমলে অন্তর্য্যামিরূপে আমিই যজ্ঞাধিষ্ঠাত্রী দেবতা। ৪

মৃত্যুসময়ে আমাকেই স্মরণপূর্ব্বক শরীর পরিত্যাগ করিয়া যিনি উত্তরায়ণে অর্চ্চিরাদি মার্গে গমন করেন, তিনি নিঃসংশয়ে আমার পরমপদ প্রাপ্ত হন। ৫

হে কৌন্তেয়! অন্তিমকালে যে যে ভাব স্মরণ করত জীব শরীর ত্যাগ করে, সতত সেই পদার্থে বাসিতচিত্ত সেই সেই বাঞ্ছিত ভাবই অন্যান্তরে প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ৬

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ঃ ॥ ৭
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্যগামিনা।
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তয়ন্ ॥ ৮
কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুস্মরেদ্ যঃ।
সর্বস্য ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ ॥ ৯

প্রয়াণকালে মনসাচলেন
ভক্ত্যা যুক্তো যোগবলেন চৈব।
ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্য সম্যক্
স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্ ॥ ১০
যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি
বিশন্তি যদ্যতয়ো বীতরাগাঃ।
যদিচ্ছন্তো ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি
তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১

টীকা—যস্মাৎ পূর্ব্ববাসনৈবান্তকালে স্মৃতিহেতুর্ন তু তদা বিবশস্য স্মরণোদ্যমঃ সম্ভবতি—তস্মাদিতি। তস্মাৎ সর্বদা মামনুস্মর অনুচিন্তয়, ততঃ স্মরণং হি চিত্তশুদ্ধিং বিনা ন ভবতি, অতো সর্বদা মামনুস্মর যুধ্য চ যুদ্ধ্যস্ব। চিত্তশুদ্ধ্যর্থং যুদ্ধাদিকং স্বধর্মমনুতিষ্ঠেত্যর্থঃ, এবং ময্যর্পিতং মনঃ সঙ্কল্পাত্মকং বুদ্ধিশ্চ ব্যবসায়াত্মিকা তেন ত্বয়া, স ত্বমনায়াসেন মামেব প্রাপ্স্যসি। অসংশয়ঃ সংশয়োঽত্র নাস্তি ॥ ৭

টীকা—সন্ততস্মরণস্য চাভ্যাসোঽন্তরঙ্গসাধনমিতি দর্শয়ন্নাহ—অভ্যাসযোগেতি। অভ্যাসঃ সজাতীয়প্রত্যয়-প্রবাহঃ, স এব যোগ উপায়স্তেন যুক্তেনৈকাগ্রেণ, অতএব নান্যং বিষয়ং গন্তুং শীলং যস্য, তেন চেতসা দিব্যং স্তোতনাত্মকং পরমং পুরুষং পরমেশ্বরমনুচিন্তয়ন্, হে পার্থ! তমেব যাতীতি ॥ ৮

টীকা—পুনরপ্যনুচিন্তনীয়ং পুরুষং বিশিনষ্টি—কবিমিতি দ্বাভ্যাম্। কবিং সর্বজ্ঞং সর্ববিদ্যানির্ম্মাতারং পুরাণমনাদিসিদ্ধম্, অনুশাসিতারং নিয়ন্তারম্, অণোঃ সূক্ষ্মাদপ্যণীয়াংসমতিসূক্ষ্মম্ আকাশকালদিগ্ভ্যোঽপ্যতি-সূক্ষ্মতরং, সর্বস্য ধাতারং পোষকম্ অপরিমিতমহিমত্বাদ-চিন্ত্যরূপং মনীষময়োর্মনোবুদ্ধ্যোরগোচরম্ আদিত্যবর্ণং স্বপরপ্রকাশাত্মকো বর্ণঃ স্বরূপং যস্য তং তমসঃ প্রকৃতেঃ পরস্তাদ্বর্ত্তমানং "বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ৯

টীকা—সপ্রপঞ্চপ্রকৃতিং বিধা ব্যবস্থিতেতি, এবম্ভূতং পুরুষম্ অন্তকালে ভক্ত্যিযুক্তো নিশ্চলেন বিক্ষেপরহিতেন মনসা যোঽনুস্মরেৎ, মনোনৈশ্চল্যে হেতুঃ—যোগবলেন সম্যক্ সুষুম্নামার্গেণ ভ্রুবোর্মধ্যে প্রাণাবেশ ইতি। স তং পরং পুরুষং পরমাত্মস্বরূপং দিব্যং স্তোতনাত্মকং প্রাপ্নোতি ॥ ১০

টীকা—কেবলাদভ্যাসযোগাদপি প্রণবাধারমভ্যাস-মন্তরঙ্গং বিবিৎসুঃ প্রতিজানীতে—যদক্ষরমিতি। যদক্ষরং বেদার্থজ্ঞা বদন্তি। "এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ" ইতি শ্রুতেঃ। বীতো রাগো যেভ্যস্তে বীতরাগাঃ যতয়ঃ প্রযত্নবন্তো যদ্বিশন্তি যচ্চ

পূর্ব্ববাসনাই অন্তিমকালে স্মরণের হেতু হয়, তজ্জন্য সকল সময়ে আমাকে স্মরণ করিতে করিতে যুদ্ধ কর। তুমি আমাতে মন ও বুদ্ধি সমর্পণপূর্ব্বক আমাকেই প্রাপ্ত হইবে—ইহাতে কোন সংশয় নাই ॥ ৭

হে পার্থ! যোগী যোগবিষয়ে চিত্তের স্থিরীকরণের জন্য [illegible] উপায়বিশিষ্ট হইয়া অন্য বিষয়ে গমনবিরতচিত্তের দ্বারা অতিশয় পরম পুরুষ পুরুষোত্তমকে অনন্যভাবে চিন্তা করত তাঁহাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ৮

যিনি সর্ববিদ্যানির্ম্মাতা, অনাদিসিদ্ধ, পুরাতন, জড় ও চেতন-সমূহের শাসনকর্ত্তা, সূক্ষ্ম হইতে অতিসূক্ষ্ম, আকাশ, কাল; দিক্‌সকল অপেক্ষাও অত্যন্ত সূক্ষ্মতর, নিখিল জীবের পোষণকর্ত্তা পালক, নিরতিশয় মহিমত্বহেতু অচিন্তনীয়, মলিনচিত্ত ব্যক্তির মনোবুদ্ধির অগোচর, ভুবন-ভাস্কর-সদৃশ, আপনার এবং অপরের প্রকাশাত্মকস্বরূপ, প্রকৃতির উপরে বিদ্যমান, যিনি প্রপঞ্চের সহিত প্রকৃতিকে ভেদ করিয়া অবস্থিত, এবম্বিধ পুরুষকে অন্তিম-কালে ভক্তিসহকারে এবং যোগবলে সম্যক্ সুষুম্নামার্গে ভ্রুবয়ের মধ্যভাগে প্রাণবায়ুকে স্থাপিত করিয়া উত্তমরূপে চিন্তা করেন তিনি সেই জ্যোতির্ম্ময় পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৯-১০

বেদবেত্তাগণ যাঁহাকে অক্ষর ওঙ্কার পরব্রহ্ম বলেন, অনুরাগবিহীন যতিগণ যাহাতে প্রবিষ্ট হন, যাঁহাকে জানিবার

সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ।
মূর্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ ১২
ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্।
যঃ প্রয়াতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্ ॥ ১৩
অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।
তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ১৪
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ ॥ ১৫
আ ব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ১৬

ভ্রাতৃমিচ্ছন্তো গুরুকুলে ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি, তত্তে তুভ্যং পদং পদ্যতে গম্যতে ইতি পদং প্রাপ্যং সংগ্রহেণ সংক্ষেপেণ প্রবক্ষ্যে তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং কথয়িষ্যামীত্যর্থঃ ॥ ১১

টীকা — প্রতিজ্ঞাতমুপায়ং সাঙ্গয়তি — সর্ব্বেতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বাণীন্দ্রিয়দ্বারাণি সংযম্য প্রত্যাহৃত্য চক্ষুরাদিভির্বাহ্যবিষয়গ্রহণমকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ মনশ্চ হৃদি নিরুধ্য বাহ্যবিষয়স্মরণমপাকুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ। মূর্দ্ধ্নি ভ্রূমধ্যে প্রাণমাধায় যোগস্য ধারণাং স্থৈর্য্যমাস্থিতঃ আশ্রিতবান্ সন্ ॥ ১২

টীকা—ওমিতি। ওমিত্যেকং যদক্ষরং তদেব ব্রহ্মবাচকত্বাদ্ বা, প্রতিমাদিবদ্ব্রহ্মপ্রতীকত্বাদ্বা ব্রহ্ম, তদ্ব্যাহরন্ তদ্বাচ্যঞ্চ মামনুস্মরন্ দেহং ত্যজন্ যঃ প্রকর্ষেণ যাতি অর্চ্চিরাদিমার্গেণ, স পরমাং শ্রেষ্ঠাং ব্রহ্মগতিং যাতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৩

টীকা—এবং চান্তকালে ধারণায়াঃ সংপ্রাপ্তিনিত্যাভ্যাসবশত এব ভবতি, নান্যথেতি পূর্ব্বোক্তমেবানুস্মারয়তি—অনন্যেতি। নান্যস্মিন্ চেতো যস্য তথাভূতঃ সন্ যো মাং সততং নিরন্তরং নিত্যশঃ প্রতিদিনং স্মরতি, তস্য নিত্যযুক্তস্য সমাহিতস্যাহং সুখেন লভ্যোঽস্মি নাত্যন্তেতি ॥ ১৪

টীকা—যদ্যপ্যেবং ত্বং সুলভোঽসি, ততঃ কিমত আহ—মামিতি। উক্তলক্ষণা মহাত্মানো মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্য পুনর্দুঃখালয়মনিত্যঞ্চ জন্ম ন প্রাপ্নুবন্তি, যতস্তে পরমাং সম্যক্ সিদ্ধিং মোক্ষমেব প্রাপ্তাঃ পুনর্জ্জন্মনো দুঃখানাঞ্চালয়ং স্থানং তে মামুপেত্য ন প্রাপ্নুবন্তীতি বা ॥১৫

টীকা—এতদেব সর্ব্বেষ্বপি লোকেষু পুনরাবৃত্তিং দর্শয়ন্ নির্দ্ধারয়তি—আ ব্রহ্মভুবনাদিতি। ব্রহ্মণো ভুবনং বাসস্থানং ব্রহ্মলোকস্তমভিব্যাপ্য সর্ব্বে লোকাঃ পুনরাবর্ত্তনশীলাঃ ব্রহ্মলোকস্যাপি বিনাশিত্বাৎ। তৎপ্রাপ্তানামনুৎপন্নজ্ঞানানামবশ্যম্ভাবি পুনর্জ্জন্ম। যে এবং ক্রমমুক্তিফলাভিসন্ধিপাসনাভিঃ ব্রহ্মলোকং প্রাপ্তাস্তেষামেব তত্রোৎপন্নজ্ঞানানাং ব্রহ্মণা সহ মোক্ষো নান্যেষাম্। তথাচ—"ব্রহ্মণা সহ তে সর্ব্বে সম্প্রাপ্তে প্রতিসঞ্চরে। পরস্যান্তে কৃতাত্মানঃ প্রবিশন্তি পরং পদম্।" পরস্যান্তে ব্রহ্মণঃ পরমানুষোঽন্তে কৃতাত্মানো ব্রহ্মভাবাপাদিতমনোবুদ্ধয়ঃ, কর্ম্মদ্বারেণ যেষাং ব্রহ্মলোকপ্রাপ্তিস্তেষাং ন মোক্ষ ইতি পরিনিষ্ঠিতিঃ। মামুপেত্য বর্ত্তমানানান্তু পুনর্জ্জন্ম নাস্ত্যেবেতি ॥ ১৬

অভিলাষী হইয়া ব্রহ্মচারী গুরুকুলে বাস করত নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচর্য্য ব্রতাচরণ করেন, আমি তোমাকে সেই বাঞ্ছিততম প্রাপ্তব্য সংক্ষেপে বলিতেছি ॥ ১১

যিনি ইন্দ্রিয়দ্বারসকল সংযত অর্থাৎ চক্ষু আদি হৃদয়ে নিরোধপূর্ব্বক জ্রূযুগলমধ্যে প্রাণকে স্থাপনানন্তর যোগধারণা স্থৈর্য্যে আবিষ্ট হইয়া 'ওঁ' এই একাক্ষর ব্রহ্ম স্মরণ করিতে করিতে শরীর পরিত্যাগপূর্ব্বক মহাপ্রস্থান করেন, তিনি মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন ॥ ১২-১৩

হে পার্থ! যিনি অন্যচিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক একাগ্রচিত্ত হইয়া প্রত্যহ অবিরত আমাকে স্মরণ করেন, সেই সমাহিত যোগী আমাকে সুখে লাভ করিয়া থাকেন ॥ ১৪

আমাকে লাভ করিয়া পরমপদপ্রাপ্ত উদারচিত্ত মহাপুরুষগণ পুনরায় আর দুঃখের আধার অনিত্য জন্ম পরিগ্রহ করেন না ॥ ১৫

হে অর্জুন! জীবগণ ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্ত লোকে গমন করত পুণ্যক্ষয়ে মর্ত্ত্যলোকে পুনরাগত হয়, কিন্তু আমাকে যাঁহারা প্রাপ্ত হন, তাঁহাদের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না ॥ ১৬

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদো জনাঃ ॥ ১৭
অব্যক্তাদ্ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে ॥ ১৮
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে ॥ ১৯
পরস্তস্মাত্ তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি ॥ ২০
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্।
যং প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১

টীকা—নন্থ চ "তপস্বিনো দানশীলা যীতরাগাস্তিতিক্ষবঃ। ত্রৈলোক্যস্যোপরি স্থানং লভন্তে লোকবর্জিতম্॥" ইত্যাদিপুরাণবাক্যৈস্ত্রৈলোক্যস্য সকাশাদ্ব্রহ্মলোকাদীনামুৎকৃষ্টং গম্যতে। বিনাশিত্বে চ সর্বেষামবিশিষ্টে কথমসৌ বিশেষঃ স্যাদিত্যাশঙ্ক্য বহুকল্পকালাবস্থায়িত্বনিমিত্তোঽসৌ বিশেষ ইত্যাশয়েন ক্ষমানেন শতবর্ষায়ুষো ব্রহ্মণোঽহঙ্কর্তৃনি ত্রৈলোক্যস্যোৎপত্তিনিমি নিমি চ প্রলয়ো ভবতীতি দর্শয়িষ্যন্ ব্রহ্মণোঽহোরাত্রয়োঃ প্রমাণমাহ—সহস্রেতি। সহস্রং যুগানি পর্য্যন্তোঽবসানং যস্য তদ্ব্রহ্মণো যদহস্তদ্ যে বিদুঃ। যুগসহস্রমন্তো যস্যাস্তাং রাত্রিঞ্চ যোগবলেন বিদুস্ত এব সর্বজ্ঞা জনা অহোরাত্রবিদঃ, যেষাং কেবলং চন্দ্রাদিত্যগত্যৈব জ্ঞানং, তে তথাহোরাত্রবিদো ন ভবন্তি, অল্পদর্শিত্বাৎ। যুগশব্দেনাত্র চতুর্যুগমভিপ্রেতম্। "চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনমুচ্যতে" ইতি বিষ্ণুপুরাণোক্তেঃ। ব্রহ্মণ ইতি চ মহর্লোকাদিব্যাবৃত্তিনানুপলক্ষণার্থম্। তত্রায়ং কালগণনাপ্রকারঃ—মনুষ্যাণাং যদ্বর্ষং তদ্দেবানামহোরাত্রং তাদৃশৈরহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিক্রমেণ দ্বাদশভির্বর্ষসহস্রৈশ্চতুর্যুগং ভবতি। চতুর্যুগসহস্রন্তু ব্রহ্মণো দিনম্, তাবৎ পরিমাণৈব রাত্রিস্তাদৃশৈশ্চাহোরাত্রৈঃ পক্ষমাসাদিক্রমেণ বর্ষশতং ব্রহ্মণঃ পরমায়ুরিতি ॥ ১৭

টীকা—ততঃ কিমত আহ—অব্যক্তাদিতি। কার্য্যস্যাব্যক্তরূপং কারণাত্মকং তস্মাদব্যক্তাৎ কারণরূপাৎ ব্যক্তয়ঃ ইতি ব্যক্তরশ্চরাচরাণি, ভূতানি প্রাদুর্ভবন্তি; কদা? অহরাগমে ব্রহ্মণো দিবসস্যোপক্রমে, তথা রাত্রেরাগমে ব্রহ্মশয়নে তস্মিন্নেবাব্যক্তসংজ্ঞকে কারণরূপে প্রলয়ং যান্তি। যদ্বা তেঽহোরাত্রবিদ ইত্যেতদ্ব বিধীয়তে কিন্তু তে প্রসিদ্ধা অহোরাত্রবিদো জনা ব্রহ্মণো যদহর্বিদুস্তস্যাহ্ন আগমে অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ প্রভবন্তি। যাঞ্চ রাত্রিং বিদুস্তস্যা রাত্রেরাগমে প্রলীয়ন্তে ইতি যদ্বোরার্থঃ ॥ ১৮

টীকা—অত্র চ কৃতনাশাকৃতাভ্যাগমশঙ্কাং বারয়ন্ বৈরাগ্যার্থং সৃষ্টিপ্রলয়প্রবাহস্যাবিচ্ছেদং দর্শয়তি—ভূতগ্রাম ইতি। ভূতানাং চরাচরপ্রাণিনাং গ্রামঃ সমূহঃ যঃ প্রাগাসীৎ, স এবায়মহরাগমে ভূত্বা রাত্রেরাগমে প্রলীয়তে; প্রলীয় প্রলীয় পুনরপ্যহরাগমেঽবশঃ কর্ম্মাদিপরতন্ত্রঃ সন্ প্রভবতি নাত্র ইতরার্থঃ।

টীকা—লোকানামনিত্যানাং প্রপঞ্চং পরমেশ্বরস্বরূপস্য নিত্যস্যং প্রপঞ্চয়তি—পর ইতি দ্বাভ্যাম্। তস্মাচ্চরাচরকারণভূতাদব্যক্তাৎ পরস্তস্মাপি কারণভূতো যোঽন্যস্তদ্বিলক্ষণোঽব্যক্তশ্চক্ষুরাদ্যগোচরো ভাবঃ সনাতনোঽনাদিঃ, স তু সর্বেষু কার্য্যকারণলক্ষণেষু ভূতেষু নশ্যৎস্বপি ন বিনশ্যতি ॥ ২০

টীকা—অবিনাশে প্রমাণং দর্শয়ন্নাহ—অব্যক্ত ইতি। যো ভাবোঽব্যক্তোঽতীন্দ্রিয়ঃ, অক্ষরঃ প্রবেশনাশশূন্য ইতি তথা "অক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং

সহস্রযুগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মার যে দিবস এবং সহস্রযুগ অবধি রাত্রি যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা যথার্থ বেত্তা ॥ ১৭

[ব্রহ্মার একদিনের (১২ ঘণ্টা) পরিমাণ মানবীয় একসহস্র চতুর্যুগ।]

ব্রহ্মার দিবসাগমে কারণাত্মক মায়াতত্ত্ব হইতে সমস্ত ভূত প্রাদুর্ভূত হয় এবং রাত্রি উপস্থিত হইলে সেই অব্যক্ত নামক মায়াতত্ত্বেই প্রলীন হইয়া যায় ॥ ১৮

হে পার্থ! সেই ভূতগ্রাম পুনঃপুনঃ সম্ভূত হইয়া রাত্রি আসিলে বিলীন হয়, পুনর্ব্বার দিনাগমে কর্ম্মাদি পরতন্ত্র হইয়া সমুদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১৯

কিন্তু পূর্ব্বকথিত চরাচর কারণভূত অব্যক্ত চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়ের অগোচর; প্রাচীন নিত্যসিদ্ধ যে সত্তা অক্ষরনামক পরমব্রহ্ম তিনি সমুদয় ভূত নষ্ট হইলেও বিনষ্ট হন না। যে অব্যক্ত অতীন্দ্রিয় অক্ষর বলিয়া কথিত হইয়াছে তাঁহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্টা গতি বলেন। যাহা প্রাপ্ত হইয়া সংসারে আর নিবর্ত্তিত হয় না, তাহা আমার পরমস্বরূপ ॥ ২০-২১

পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যস্ত্বনন্যয়া।
যস্যান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সর্ব্বমিদং ততম্ ॥ ২২
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃত্তিং চৈব যোগিনঃ।
প্রযাতা যান্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ ২৫

ইত্যুক্তং। তং পরমাং গতিং গম্যং পুরুষার্থমাহঃ—"পুরুষান্ন পরং কিঞ্চিৎ সা কাষ্ঠা সা পরা গতিঃ, ইত্যাদিশ্রুতয়ঃ। পরমগতিত্বমেবাহ—যং প্রাপ্য ন পুনর্নিবর্ত্তন্ত ইতি তদ্ধি মমৈব ধামস্বরূপম্। মমেত্যুপচারে ষষ্ঠী, রাহোঃ শির ইতিবৎ। অতোঽহমেব পরমা গতিরিত্যর্থঃ ॥ ২১

টীকা—তৎপ্রাপ্তৌ চ ভক্তিরসুদ্রোপায় ইত্যুক্তমেবেত্যাহ—পুরুষ ইতি। স চাহং পরঃ পুরুষোঽনন্যয়া ন বিদ্যতেঽন্যঃ শরণত্বেন যস্যাস্তয়া একান্তরতভক্ত্যৈব লভ্যো নান্যথা, পরত্বমেবাহ যস্য কারণভূতস্যান্তর্মধ্যে ভূতানি স্থিতানি, যেন চ কারণভূতেন সর্ব্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তম্ ॥ ২২

টীকা—তদেবং পরমেশ্বরোপাসকাস্তৎপদং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে। অন্যে ত্বাবর্ত্তন্তে ইত্যুক্তং, তত্র কেন মার্গেণ গতা নাবর্ত্তন্তে? কেন বা গতাশ্চাবর্ত্তন্ত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—যত্রেতি। যত্র যস্মিন্ কালে প্রযাতা যোগিনোঽনাবৃত্তিং যান্তি যস্মিংশ্চ কালে প্রযাতা আবৃত্তিং যান্তি তং কালং বক্ষ্যামীত্যন্বয়ঃ। অত্র চ 'ষণ্মাসা দক্ষিণা' 'অতশ্চায়নেঽপি দক্ষিণে' ইতি সূচিতস্যায়নোত্তরায়ণাদিকালবিশেষস্যেহ করণস্য বিবক্ষিতত্বাৎ কালশব্দেন কালাভিমানিনীভিরাতিবাহিকীভির্দেবতাভিঃ প্রাপ্যো মার্গ উপলক্ষ্যতে। অতোঽয়মর্থঃ যস্মিন্ কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতে মার্গে প্রযাতা যোগিন উপাসকাঃ কাম্যাশ্চ যথাক্রমমনাবৃত্তিমাবৃত্তিঞ্চ

হে পার্থ! ভূতসকল যাঁহার মধ্যে অবস্থান করিতেছে, যিনি এই চরাচর নিখিল জগৎ সমাচ্ছন্ন করত বিরাজমান, সেই সর্ব্বোত্তম পুরুষ আমি। তত্ত্ব অনন্যভক্তির দ্বারা আমাকে প্রিয়তমরূপে প্রাপ্ত হয়॥ ২২

হে ভরতর্ষভ! যে কালে প্রয়াণকারী যোগিগণ অনাবৃত্তি আবৃত্তি প্রাপ্ত হন, তোমাকে সেই কালের কথা বলিব॥ ২৩

যোগিগণ দেহত্যাগান্তে অগ্নি অভিমানিনী দেবতাকে প্রাপ্ত হন, পরে দিবসাভিমানিনী দেবতা, শুক্লপক্ষাভিমানিনী দেবতা, উত্তরায়ণ, ষণ্মাস-অভিমানিনী দেবতা, সংবৎসর অভিমানিনী দেবতা—এই মার্গে গমনকারী ব্রহ্মজ্ঞগণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন॥ ২৪

ধূমাভিমানিনী দেবতা, রাত্রাভিমানিনী দেবতা, কৃষ্ণপক্ষাভিমানিনী দেবতা, দক্ষিণায়ন, ষণ্মাসঅভিমানিনী দেবতা সেই মার্গে মৃত যোগী চন্দ্রোপলক্ষিত স্বর্গলোক প্রাপ্ত হইয়া পুণ্যক্ষয়ে ফিরিয়া আসেন॥ ২৫

যান্তি, তং কালাভিমানিদেবতোপলক্ষিতং মার্গং কথয়িষ্যামীতি। অগ্নিজ্যোতিষোঃ কালাভিমানিত্বাভাবেঽপি ভূতসাহস্রাদিশব্দোক্তানাং কালাভিমানিত্বাৎ, তৎসাহচর্য্যাদাশ্রবনিত্যাদিবৎ কালশব্দেনোপলক্ষণমবিরুদ্ধম্ ॥ ২৩

টীকা— তত্রানাবৃত্তিমার্গমাহ — অগ্নিরিতি। অগ্নির্জ্যোতিঃশব্দাভ্যাং "তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি" ইতি শ্রুত্যুক্তার্চিরভিমানিনী দেবতোপলক্ষ্যতে, অহরিতি দিবসাভিমানিনী, শুক্ল ইতি শুক্লপক্ষাভিমানিনী, উত্তরায়ণরূপাঃ ষণ্মাসা ইত্যুত্তরায়ণাভিমানিনী, এতচ্চাস্যাসামপি শ্রুত্যুক্তানাং সংবৎসরদেবলোকাদিদেবতানামুপলক্ষণার্থম্। এবম্ভূতো যো মার্গস্তত্র প্রযাতা গতা ভগবদুপাসকা জনা ব্রহ্ম প্রাপ্নুবন্তি, যতস্তে ব্রহ্মবিদঃ। তথাচ শ্রুতিঃ,—তেঽর্চ্চিষমভিসম্ভবন্তি অর্চ্চিষোঽহরহ্ন আপূর্য্যমাণপক্ষমাপূর্য্যমাণপক্ষাদ্ যান্ ষণ্মাসানুদঙ্ঙুদিত্যা এতি মাসেভ্যো দেবলোকমিতি। নহি সদ্যোমুক্তিভাজাং সম্যগ্দর্শননিষ্ঠানাং গতির্বা কচিদস্তি "ন তস্য প্রাণা উৎক্রামন্তি" ইতি শ্রুতেঃ ॥ ২৪

টীকা—আবৃত্তিমার্গমাহ—ধূম ইতি। ধূমাভিমানিনী দেবতা রাত্র্যাদিশব্দৈশ্চ পূর্ব্ববদেব রাত্রিকৃষ্ণপক্ষদক্ষিণায়নকৃষ্ণষণ্মাসাভিমানিন্যস্তিস্রো দেবতা উপলক্ষ্যন্তে, এতাভির্দেবতাভিরুপলক্ষিতো যো মার্গস্তত্র প্রয়াতঃ কর্ম্মযোগী চান্দ্রমসং জ্যোতিস্তদুপলক্ষিতং স্বর্গলোকং প্রাপ্য তত্রেষ্টাপূর্ত্তকর্ম্মফলং ভুক্ত্বা পুনরাবর্ত্ততে। অত্রাপি শ্রুতিঃ—

শুক্ল-কৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬
নৈতে সৃতী পার্থ জানন্ যোগী মুহ্যতি কশ্চন।
তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু যোগযুক্তো ভবার্জুন ॥ ২৭
বেদেষু যজ্ঞেষু তপঃসু চৈব
দানেষু যৎ পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্।
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাদ্যম্ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগো নামাষ্টমোঽধ্যায়ঃ ॥

শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্বণি দ্বাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

"তে ধূমমভিসম্ভবন্তি, ধূমাদ্ রাত্রিং রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাৎ যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাৎ চন্দ্রং তে চন্দ্রং প্রাপ্য অন্নং ভবন্তি" ইত্যাদি। তদেবং নিবৃত্তিকর্মসহিতোপাসনয়া ক্রমমুক্তিঃ, কাম্যকর্মভিশ্চ স্বর্গভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ, নিষিদ্ধকর্মভিশ্চ নরকভোগানন্তরমাবৃত্তিঃ ক্ষুদ্রকর্মণান্তু জন্তূনাম্ অত্রৈব পুনঃ পুনর্জন্মেতি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ২৫

টীকা—উক্তৌ মার্গাবুপসংহরতি—শুক্লেতি। শুক্লা-র্চিরাদিগতিঃ প্রকাশময়ত্বাৎ, কৃষ্ণা ধূমাদিগতিস্তমোময়ত্বাৎ, এতে গতী মার্গৌ জ্ঞানকর্মাধিকারিণো জগতঃ শাশ্বতে অনাদী সম্মতে সংসারস্যানাদিত্বাৎ, তয়োরেকয়া শুক্লয়া অনাবৃত্তিং মোক্ষং যাতি, অন্যয়া কৃষ্ণয়া তু পুনরাবর্ততে ॥ ২৬

টীকা—মার্গজ্ঞানফলং দর্শয়ন্ ভক্তিযোগমুপসংহরতি—নৈতে ইতি। এতে সৃতী মার্গৌ, হে পার্থ! মোক্ষ-সংসারপ্রাপকৌ জানন্ কশ্চিদপি যোগী ন মুহ্যতি, সুখবুদ্ধ্যা স্বর্গাদিফলং ন কাময়তে, কিন্তু পরমেশ্বরনিষ্ঠ এব ভবতীত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ২৭

টীকা—অধ্যায়ার্থমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়ং সফলমুপসংহরতি—বেদেষিতি। বেদেষু অধ্যয়নাদিভিঃ, যজ্ঞেষু অনুষ্ঠানাদিভিঃ, তপঃসু কায়শোষণাদিভিঃ, দানেষু সৎপাত্রেঽর্পণাদিভিঃ, যৎ পুণ্যফলমুপদিষ্টং শাস্ত্রেষু তৎ সর্বমত্যেতি, ততোঽপি শ্রেষ্ঠং যোগৈশ্বর্যাং প্রাপ্নোতি। কিং কৃত্বা? উক্তমষ্টপ্রশ্নার্থনির্ণয়েনোক্তং তত্ত্বং বিদিত্বা, ততশ্চ যোগী জ্ঞানী ভূত্বা পরমুৎকৃষ্টম্ আদ্যং জগদ্মূলভূতং স্থানং বিষ্ণোঃ পরং পদং প্রাপ্নোতি ॥ ২৮

অষ্টমেঽষ্টবিধিশ্রেষ্ঠৈরুক্তস্তূর্ধ্বাত্মনির্ণয়ঃ।
অক্লিষ্টমষ্টধা প্রাপ্তিঃ স্পষ্টিতাষ্টমবর্ত্মনা ॥
ইতি শ্রীশ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃত-টীকায়াম্ অষ্টমোঽধ্যায়ঃ।

জগতের শুক্ল কৃষ্ণ দেবযান ও পিতৃযান এই দুইটি মার্গ নিত্য। এইটির দ্বারা অনাবৃত্তি আর অপরটির দ্বারা পুনর্বার প্রত্যাবর্তন হয় ॥ ২৬

হে পার্থ! এই দুইটি অবগত হইয়া কোন যোগী বিমোহিত হন না, তজ্জন্য হে অর্জুন! তুমি সর্বক্ষণ যোগযুক্ত হও ॥ ২৭

বেদ সকলে, যজ্ঞসমূহে, নিখিল তপস্যায় ও সমুদয় দানে যে পুণ্যফল উপদিষ্ট হইয়াছে, এই অচ্চিরাদির গতির কথা অবগত হইয়া ধ্যাননিষ্ঠ যোগিগণ সেই সমুদয় অতিক্রম করিয়া থাকেন আর জগতের মূলভূত স্থান বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হন ॥ ২৮

ইতি শ্রীমদ্বিষ্ণুবেদব্যাসপ্রণীত শতসাহস্রীসংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে অক্ষরব্রহ্মযোগনামক অষ্টম অধ্যায়ের অনুবাদ সমাপ্ত।

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে দ্বাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং নবমোঽধ্যায়ঃ)

[জ্ঞানস্য, বিজ্ঞানস্য, জগদুদ্ভবস্য, দৈবাসুরসম্পত্তিমতাম্, সকাম-নিষ্কামোভয়বিধোপাসনয়া ভগবদ্ভক্তের্মহিমশ্চ বর্ণনম্।]

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং তু তে গুহ্যতমং প্রবক্ষ্যাম্যনসূয়বে।
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজ্জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেঽশুভাৎ॥ ১
রাজবিদ্যা রাজগুহ্যং পবিত্রমিদমুত্তমম্।
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম্যং সুসুখং কর্তুমব্যয়ম্॥ ২
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্যাস্য পরন্তপ।
অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি॥ ৩
ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥ ৪

টীকা—পরেশঃ প্রাপ্যতে শুদ্ধভক্ত্যেতি স্থিতমষ্টমে।

নবমে তু তদৈশ্বর্য্যমত্যাশ্চর্য্যং প্রপঞ্চ্যতে॥

এবং তাবৎ সপ্তমাষ্টময়োঃ স্বকীয়ং পারমেশ্বরং তত্ত্বং তত্ত্যৈব মুদস্তং, নাস্তথেত্যুক্তমিদানীনচিন্ত্যং স্বকীয়মৈশ্বর্য্যং ভক্তেশ্চাসাধারণং প্রভাবং প্রপঞ্চয়িতুম্ শ্রীভগবানুবাচ—ইদমিতি। বিশেষেণ জ্ঞায়তে অনেনেতি বিজ্ঞানমুপাসনং তৎসহিতং জ্ঞানমীশ্বরবিষয়কমিদং তু তেঽনসূয়বে পুনঃ পুনঃ স্বমাহাত্ম্যমেবোপদিশতীত্যেবং পরমকারুণিকে ময়ি দোষদৃষ্টিরহিতায় তে তুভ্যং বক্ষ্যামি। তুশব্দো বৈশিষ্ট্যে। তদেবাহ—গুহ্যতমমিত্যাদিনা। গুহ্যং ধর্ম্মজ্ঞানং ততো দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মজ্ঞানং গুহ্যতরং, ততোঽপি পরমাত্মজ্ঞানমহিরহস্যত্বাদ্-গুহ্যতমং যজ্জ্ঞাত্বাঽশুভাৎ সংসারবন্ধাদ্মোক্ষ্যসে সদ্য এব মুক্তো ভবিষ্যসি॥ ১

টীকা—কিঞ্চ রাজবিদ্যেতি। ইদং জ্ঞানং রাজবিদ্যা বিদ্যানাং রাজা, রাজগুহ্যঞ্চ গুহ্যানাঞ্চ রাজা বিদ্যাসু গোপ্যেষু চাতিরহস্যং শ্রেষ্ঠমিত্যর্থঃ। রাজদন্তাদিত্বাদুপসর্জ্জনস্যাপি পরনিপাতঃ। রাজ্ঞাং বিদ্যা, রাজ্ঞাং গুহ্যমিতি বা। উত্তমং পবিত্রমিদমত্যন্তপাবনং জ্ঞানিনাং প্রত্যক্ষাবগমঞ্চ প্রত্যক্ষঃ স্পষ্টোঽবগমো বোধো যস্য তৎ প্রত্যক্ষাবগমং দৃষ্টফলম্ ইত্যর্থঃ, ধর্ম্যং ধর্ম্যাদনপেতং বেদোক্তসর্ব্বধর্ম্মফলত্বাৎ, কর্তুঞ্চ সুসুখং সুখেন কর্তুং শক্যমিত্যর্থঃ, অব্যয়ফলত্বাৎ॥ ২

টীকা—নন্বেবমপ্যতিদুষ্করত্বে কো নাম সংসারিণঃ স্যাত্তত্রাহ—অশ্রদ্দধানা ইতি। অস্য ভক্তিসহিতজ্ঞানলক্ষণস্য ধর্ম্মস্যেতি কর্ম্মণি ষষ্ঠী। ইমং ধর্ম্মমশ্রদ্দধানাঃ আস্তিক্যেনাস্বীকুর্ব্বন্ত উপায়ান্তরৈঃ মৎপ্রাপ্তয়েঽপি নামপ্রাপ্য মৃত্যুযুক্তে সংসারবর্ত্মনি নিমিত্তে নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুব্যাপ্তে সংসারমার্গে পরিভ্রমন্তীত্যর্থঃ॥ ৩

টীকা—তদেবং বক্তুমারভ্য প্রস্তুতস্য জ্ঞানস্য স্তুত্যা শ্রোতারমভিমুখীকৃত্য তদেব জ্ঞানং কথয়তি ময়েতি—দ্বাভ্যাম্। অব্যক্তা অতীন্দ্রিয়া মূর্ত্তিঃ স্বরূপং যস্য তাদৃশেন ময়া কারণভূতেন সর্ব্বমিদং জগৎ ততং ব্যাপ্তং "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অতএব কারণভূতে ময়ি তিষ্ঠতীতি মৎস্থানি সর্ব্বাণি ভূতানি চরাচরাণি এবমপি ঘটাদিষু কার্য্যেষু মৃত্তিকেব তেষু ভূতেষু নাহমবস্থিত আকাশবদসঙ্গত্বাৎ॥ ৪

নবম অধ্যায়।

[জ্ঞান, বিজ্ঞান, জগতের উৎপত্তি, দৈব-আসুর সম্পত্তি-যুক্ত, সকাম-নিষ্কাম—বিবিধ উপাসনা ও ভগবদ্ভক্তির মহিমবর্ণন।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—শুদ্ধ ধর্ম্মজ্ঞান, শুদ্ধতর দেহাদি ব্যতিরিক্ত আত্মজ্ঞান, তাহা হইতেও অতিশুদ্ধতম এই পরমাত্মজ্ঞান উপাসনার সহিত পরম কারুণিক আমাতে দোষদৃষ্টিশূন্য তোমাকে বলিব, যাহা অবগত হইয়া সংসার-বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবে। ১

এই জ্ঞান বিদ্যার রাজা, অতি উৎকৃষ্ট, অতি গোপনীয়, পরম পবিত্র, দৃষ্টফল ধর্ম্মানুগত, সুখে অনুষ্ঠান করিতে পারা যায় ও অব্যয়, আন্তরহিত ও অক্ষয়। ২

হে পরন্তপ! এই ধর্ম্মে অশ্রদ্ধাবিশিষ্ট পুরুষসকল আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া মৃত্যুসমাকুল সংসারপথে পুনঃ পুনঃ পরিভ্রমণ করিয়া থাকে। ৩

অতীন্দ্রিয়স্বরূপ কারণভূত আমি এই স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ আচ্ছন্ন করিয়া আছি। সকল ভূত আমাতে অবস্থিত, আমি তাহাদের প্রাণিভূতে আশ্রিত নই। ৪

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫
যথাকাশস্থিতো নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্।
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধারয় ॥ ৬
সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥ ৭

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৮
ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবধ্নন্তি ধনঞ্জয়।
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মসু ॥ ৯
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগদ্ বিপরিবর্ততে ॥ ১০

টীকা—কিঞ্চ ন চেতি। ন চ ময়ি স্থিতানি ভূতানি অসঙ্গত্বাদেব মম। নন্থ তর্হি ব্যাপকত্বমাশ্রিত্যৈব পূর্বোক্তং বিরুদ্ধমিত্যাশঙ্ক্যাহ—পশ্যেতি। মে ঐশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিম্ অঘটনঘটনাচাতুর্যাদিরূপং পশ্য মদীয়যোগমায়াবৈভবস্যাবিতর্ক্যত্বান্ন কিঞ্চিদ্ বিরুদ্ধমিত্যর্থঃ। অন্তরঙ্গপার্শ্বাৎ পশ্যেত্যাহ ভূতেতি। ভূতানি বিভর্তি ধারয়তীতি ভূতভৃৎ। ভূতানি ভাবয়তি পালয়তীতি ভূতভাবনঃ, এবম্ভূতোঽপি মমাত্মা পরং স্বরূপং ভূতস্থো ন ভবতীতি। অয়ং ভাবঃ—যথা দেহঃ বিশ্বং পালয়ংশ্চ জীবোঽহঙ্কারেণ তৎসংশ্লিষ্টস্তিষ্ঠতি, এবমহং ভূতানি ধারয়ন্ পালয়ন্নপি ন তেষু তিষ্ঠামি নিরহঙ্কারত্বাদিতি ॥ ৫

টীকা—অসংশ্লিষ্টত্বোপপাদারম্ভেষ্টান্তং দৃষ্টান্তেনাহ যথেতি। অবকাশং বিনা অবস্থানানুপপত্তেরিতামাকাশস্থিতো বায়ুঃ সর্বত্রগোঽপি মহানপি নাকাশেন সংশ্লিষ্যতে নিরবয়বত্বেন সংশ্লেষাযোগাৎ, তথা সর্বাণি ভূতানি ময়ি স্থিতানি জানীহি ॥ ৬

টীকা—তদেবমসঙ্গস্যৈব যোগমায়য়া স্থিতিহেতুত্বমুক্তং তস্যৈব সৃষ্টিপ্রলয়হেতুত্বমাহ—সর্বেতি। কল্পক্ষয়ে প্রলয়কালে সর্বাণি ভূতানি মদীয়াং প্রকৃতিং যান্তি, ত্রিগুণাত্মিকায়াং মায়ায়াং লীয়ন্তে পুনঃ কল্পাদৌ সৃষ্টিকালে তানি বিসৃজামি বিশেষেণ সৃজামি ॥ ৭

টীকা—নন্বসঙ্গো নির্বিকারশ্চ ত্বং কথং সৃজনীত্যপেক্ষায়ামাহ—প্রকৃতিমিত্যাদি দ্বাভ্যাম্। স্বাং স্বাধীনাং প্রকৃতিমবষ্টভ্য অধিষ্ঠায় প্রলয়ে লীনং সমস্তং চতুর্বিধমিমং সর্বভূতগ্রামং কর্মাদিপরবশং পুনঃ পুনর্বিবিধং সৃজামি বিশেষেণ সৃজামীতি কথম্? প্রকৃতের্বশাৎ প্রাচীনকর্মনিমিত্ত-তত্তৎস্বভাববশাৎ ॥ ৮

টীকা—নন্বেবং নানাবিধানি কর্মাণি কুর্বতস্তব জীববৎ কথং ন স্যাদ্বিহারাদ্যর্থং ন চ মামিতি। তানি বিসৃষ্ট্যাদীনি কর্মাণি মা ন নিবধ্নন্তি। কর্মাসক্তিহি বন্ধহেতুঃ, সা চাপ্তকামত্বান্নাস্তি, অতস্তানি উদাসীনবদ্ব্যবস্থানান্ন মে বন্ধনং যোজয়ন্তি। উদাসীনত্বে কর্তৃত্বানুপপত্তেঃ কর্তৃত্বে চোদাসীনত্বানুপপত্তেরুদাসীনবৎ স্থিতমিত্যুক্তম্ ॥ ৯

টীকা—তদেবোপপাদয়তি ময়েতি। ময়া অধ্যক্ষেণ অধিষ্ঠাত্রা নিমিত্তভূতেন প্রকৃতিঃ সচরাচরং বিশ্বং সূয়তে জনয়তি, অনেন মদধিষ্ঠানেন হেতুনা ইদং জগদ্বিপরি-

---

নির্বিকারভূত আমাতে সংশ্লিষ্ট নহে। আমার অসাধারণ অঘটনঘটনাচাতুর্য দেখ। আমার যোগমায়ার প্রভাব তর্কের অগোচর, এজন্য কিছু বিরুদ্ধ নয়। আমি ভূতগণের ধারণ এবং পালনকর্তা, কিন্তু আমি তাহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট নহি। ৫

সর্বত্র বিচরণশীল বায়ু যেমন আকাশে অবস্থিত হইয়াও তাহার সহিত সংশ্লিষ্ট হয় না, সেইরূপ ভূতসমূহ আমাতে অবস্থিত জানিবে। ৬

হে কৌন্তেয়! ভূতসকল প্রলয়কালে আমার ত্রিগুণাত্মিকা মায়ায় লীন হয়। পুনর্বার আমি কল্পের আদিতে প্রাণিগণকে সৃষ্টি করি। ৭

আমি স্বাধীন প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রাচীন কর্মনিমিত্ত তত্তৎ স্বভাব বশে এই সমস্ত কর্মাদিপরবশ চতুর্বিধ ভূতসমূহ বিবিধ প্রকারে সৃজন করিয়া থাকি। ৮

হে ধনঞ্জয়! সেই সৃষ্টি-স্থিতি ও নাশাদি কর্মফলে আসক্তিপরিশূন্য নিঃসঙ্গ উদাসীন মধ্যস্থের ন্যায় অবস্থিত আমাকে বন্ধন করিতে সমর্থ হয় না। ৯

নিমিত্তভূত অধ্যক্ষ ব্যাপক আমার অধিষ্ঠানমাত্র লাভ করত প্রকৃতি স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিশ্ব সৃজন করে। হে কৌন্তেয়! আমার অধ্যক্ষতা নিমিত্ত এই জগৎ পুনঃপুনঃ উৎপন্ন হইতেছে। ১০

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥ ১১
মোঘাশা মোঘকর্ম্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ।
রাক্ষসীমাসুরীং চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥১২
মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ।
ভজন্ত্যনন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ ১৩
সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ।
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১৫
অহং ক্রতুরহং যজ্ঞঃ স্বধাহমহমৌষধম্।
মন্ত্রোঽহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং হুতম্ ॥ ১৬

বর্ত্তন্তে পুনঃ পুনর্জ্জায়ন্তে। সন্নিধিমাত্রেণাধিষ্ঠাতৃত্বাৎ কর্ত্তৃত্বমুদাসীনবৎকাধিকৃত্যমিতি ভাবঃ ॥ ১০

টীকা—নন্বেবম্ভূতং পরমেশ্বরং মাং কিমিতি কেচিন্নাদ্রিয়ন্তে, তত্রাহ—অবজানন্তীতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বভূতমহেশ্বরস্বরূপং মদীয়ং পরং ভাবং তত্ত্বমজানন্তো মূঢ়া মূর্খা মামবজানন্তি মামবমন্যন্তে, অবজানহেতুঃ—শুদ্ধসত্ত্বময়ীমপি তনুং ভক্তেচ্ছাবশাদস্মদাদ্যাকারমাশ্রিতবন্তমিতি ॥ ১১

টীকা—কিঞ্চ মোঘাশা ইতি। মন্বোঽন্যদ্দেবতান্তরং ক্ষিপ্রং ফলং দাস্যতীত্যেবম্ভূতা মোঘা নিষ্ফলৈবাশা যেষাং তে, অতএব মধ্যিমুখত্বাদ্মোঘানি নিষ্ফলানি কর্ম্মাণি যেষাং তে, মোঘমেব নানাকুতর্কাশ্রিতং শাস্ত্রজ্ঞানং যেষাং তে, অতএব বিচেতসো বিক্ষিপ্তচিত্তাঃ। সর্ব্বত্র হেতুঃ—রাক্ষসীং তামসীং হিংসাদিপ্রচুরাম্ আসুরীং রাজসীং কামদর্পাদিবহুলাং মোহিনীং বুদ্ধিভ্রংশকরীং প্রকৃতিং স্বভাবং শ্রিতাঃ আশ্রিতাঃ সন্তো মামবজানন্তীতি পূর্ব্বেণান্বয়ঃ ॥ ১২

টীকা—কে তর্হি ত্বামারাধয়ন্তীত্যত আহ—মহাত্মান ইতি। মহাত্মানঃ কামাদ্যনভিভূতচিত্তা অতএব "অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধি"রিত্যাদিনা বক্ষ্যমাণাং দৈবীং প্রকৃতিং স্বভাবমাশ্রিতাঃ, অতএব মদ্ব্যতিরেকেণ নান্যত্তাত্ত্বমনসো যেষাং, তে তু ভূতাদিং জগৎকারণম্ অব্যয়ং নিত্যঞ্চ মাং জ্ঞাত্বা ভজন্তি ॥ ১৩

টীকা—তেষাং ভজনপ্রকারমাহ—সততমিতি দ্বাভ্যাম্। সততং সর্ব্বদা স্তোত্রমন্ত্রাদিভিঃ কীর্ত্তয়ন্তঃ কেচিন্মামুপাসতে সেবন্তে, দৃঢ়ানি ব্রতানি নিয়মা যেষাং তাদৃশাঃ সন্তো যতন্তশ্চেশ্বরপূজাদিষু ইন্দ্রিয়োপসংহারাদিষু চ প্রযত্নং কুর্ব্বন্তঃ, কেচিত্তক্ত্যা নমস্যন্তশ্চ প্রণমন্তঃ, অন্যে নিত্যযুক্তা অনবরতমবহিতা সর্ব্বে সেবন্তে ভক্ত্যেতি নিত্যযুক্তা ইতি চ কীর্ত্তনাদিষ্বপি দ্রষ্টব্যম্ ॥ ১৪

টীকা—কিঞ্চ জ্ঞানেতি। বাসুদেবঃ সর্ব্বমিত্যেবং সর্ব্বাত্মদর্শনং জ্ঞানং, তদেব যজ্ঞরূপেণ জ্ঞানযজ্ঞেন মাং যজন্তঃ পূজয়ন্তোঽন্যেঽপ্যুপাসতে, তত্রাপি কেচিদেকত্বেন একমেব পরং ব্রহ্মেতি পরমার্থদর্শনরূপাভেদভাবনয়া, কেচিৎ পৃথক্ত্বেন দাসোঽহমিতি পৃথগ্ভাবনয়া, কেচিত্তু বিশ্বতোমুখং সর্ব্বাত্মকং মাং বহুধা ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপেণোপাসতে ॥ ১৫

টীকা—সর্ব্বাত্মত্বং প্রপঞ্চয়তি—অহং ক্রতুরিতি চতুর্ভিঃ। ক্রতুঃ শ্রৌতোঽগ্নিষ্টোমাদিঃ; যজ্ঞঃ স্মার্ত্তঃ

সর্ব্বভূতমহেশ্বর আমার পরম প্রধান তত্ত্ব না জানিয়া মূর্খগণ শুদ্ধসত্ত্বময় লীলা মানুষদেহধারী আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে ॥ ১১

আশা অপেক্ষা অন্য দেবতা শীঘ্র ফলদান করিবেন, এরূপ বৃথা আশাবিশিষ্ট নিষ্ফল কর্ম্মকারী নিষ্ফল জ্ঞানসম্পন্ন বিক্ষিপ্তচিত্ত বুদ্ধিভ্রংশকারী রাক্ষসী, তামসী, আসুরী, রাজসী প্রকৃতি (স্বভাব) আশ্রয় করত আমাকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে ॥১২

হে পার্থ! মহাত্মাগণ দৈবীপ্রকৃতি স্বভাব আশ্রয়পূর্ব্বক একমাত্র আমাতেই মন সমর্পণপূর্ব্বক ভূতসকলের পরম কারণ আমাকে ভজনা করেন ॥ ১৩

কেহ কেহ অনন্যভক্তিসহকারে আসক্ত হইয়া নামগুণ স্তোত্রাদি কীর্ত্তন করত সেবা করেন। কেহ কেহ দৃঢ়সংকল্প হইয়া জ্ঞানাদিতে ও ইন্দ্রিয়সংযমে প্রযত্ন পুরঃসর ভক্তির সহিত অবিরত মনোযোগী হইয়া উপাসনা করেন। অপর নিত্যযুক্তগণ অনবরত অবহিত হইয়া সেবা করেন ॥ ১৪

অন্য জ্ঞানিসকল "সমস্ত বাসুদেব" এই সর্ব্বাত্মজ্ঞানরূপ যজ্ঞের দ্বারা পূজা করেন, কেহ "একমাত্র পরম ব্রহ্ম" এই পরমার্থদর্শনরূপ অভেদ ভাবনাপূর্ব্বক, কেহবা "আমি দাস" এই পৃথক্ ভাবনাসহকারে উপাসনা করেন। কেহ সর্ব্বাত্মক আমাকে ব্রহ্মরুদ্রাদিরূপে ভজনা করেন ॥ ১৫

আমি বৈদিক অগ্নিষ্টোমাদি ক্রতু, পঞ্চযজ্ঞাদি স্মার্ত্তযজ্ঞ, আমি

পিতাঽহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্-সাম-যজুরেব চ ॥ ১৭
গতির্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ১৮
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্ণাম্যুৎসৃজামি চ।
অমৃতং চৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জুন ॥ ১৯

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক-
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥ ২০
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ ২১

পক্যযজ্ঞাদিঃ, স্বধা পিতৃভ্যঃ শ্রাদ্ধাদিঃ, ঔষধম্ ওষধিপ্রভবমন্নং ভেষজং বা, মন্ত্রো যাজ্যপুরোধোবাক্যাদিঃ, আজ্যং হোমাদিসাধনম্, অগ্নিরাহবনীয়াদিঃ, হুতং হোমম্—এতৎ সর্ব্বমহমেব ॥ ১৬

টীকা—কিঞ্চ পিতাঽহমস্যেতি। ধাতা কর্ম্মফলবিধাতা বেদ্যং জ্ঞেয়ং বস্তু, পবিত্রং শোধকং প্রায়শ্চিত্তাত্মকং বা, ওঙ্কারঃ প্রণবঃ, ঋগ্বেদাদয়ো বেদাশ্চাহমেব। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ১৭

টীকা—কিঞ্চ গতির্ভর্তেতি। গম্যত ইতি গতিঃ ফলং, ভর্তা পোষণকর্ত্তা, প্রভুঃ নিয়ন্তা, সাক্ষী শুভাশুভদ্রষ্টা, নিবাসো ভোগস্থানং, শরণং রক্ষকঃ, সুহৃৎ হিতকর্ত্তা, প্রকর্ষেণ ভবত্যস্মাদিতি প্রভবঃ সৃষ্টা, প্রলীয়তেঽস্মিন্নিতি প্রলয়ঃ সংহর্ত্তা, তিষ্ঠত্যস্মিন্নিতি স্থানমাধারঃ, নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং লয়স্থানং, বীজং কারণং, তথাপ্যব্যয়মবিনাশি ন তু ব্রীহ্যাদিবীজবদ্বিনশ্বরমিত্যর্থঃ ॥ ১৮

টীকা—কিঞ্চ তপাম্যহমিতি। আদিত্যাত্মনা স্থিতত্বাৎ নিদাঘকালে তপামি জগত্তাপং করোমি, বৃষ্টিসময়ে চ বর্ষমুৎসৃজামি বিমুঞ্চামি, কদাচিত্তু বর্ষং নিগৃহ্ণামি আকর্ষামি, অমৃতং জীবনং, মৃত্যুশ্চ নাশঃ, সৎ

স্থূলং দৃশ্যম্, অসচ্চ সূক্ষ্মমদৃশ্যম্ এতৎ সর্ব্বমহমেবেতি। এবং মদ্ভা মানব যজন্তোপাসতে ইতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ ॥ ১৯

টীকা—তদেবম্ "অবজানন্তি মাং মূঢ়াঃ" ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়েন ক্ষিপ্রফলাশয়া দেবতান্তরং ভজন্তো মাং নাভিয়ন্তি ইত্যুক্তম্। ইদানীং "মহাত্মানস্তু মাং পার্থ" ইত্যাদিনা চ ভক্তা উক্তাভ্যামেতাভ্যাং পৃথক্ত্বেন বা যে পরমেশ্বরং ন ভজন্তি, তেষাং জন্মমৃত্যুপ্রবাহো দুর্ব্বার ইত্যাহ—ত্রৈবিদ্যা ইতি দ্বাভ্যাম্। ঋগ্‌যজুঃসামলক্ষণাস্তিস্রো বিদ্যা যেষাং তে ত্রিবিদ্যাঃ, ত্রিবিদ্যাঃ এব ত্রৈবিদ্যাঃ স্বার্থেঽণ্। তিস্রো বিদ্যা অধীয়তে জানন্তীতি বা ত্রৈবিদ্যাঃ বেদত্রয়োক্তকর্ম্মতৎপরা ইত্যর্থঃ। বেদত্রয়বিহিতৈর্যজ্ঞৈর্ম্মামিষ্ট্বা মমৈব রূপং দেবতান্তরমিত্যজ্ঞানন্তোঽপি বস্তুতঃ ইন্দ্রাদিরূপেণ মাম্ এবেষ্ট্বা সম্পূজ্য যজ্ঞশেষং সোমং পিবন্তীতি সোমপাস্তৈরেব পূতপাপাঃ শোধিতকল্মষাঃ সন্তঃ স্বর্গতিং স্বর্গং প্রতি গতিং যে প্রার্থয়ন্তে, তে পুণ্যফলরূপং সুরেন্দ্রলোকং স্বর্গমাসাদ্য প্রাপ্য দিবি স্বর্গে দিব্যান্ অমৃতমান্ দেবানাং ভোগান্ অশ্নন্তি ভুঞ্জতে ॥ ২০

টীকা—ততশ্চ তে ইতি। তে স্বর্গকামাস্তং প্রাপ্তিতং বিপুলং স্বর্গলোকং ভুক্ত্বা ভোগপ্রাপকে পুণ্যে ক্ষীণে সতি মর্ত্যলোকং বিশন্তি। জীবন-মরণ সুখ-দুঃখ ধৃতাধৃত সকলই আমি এইরূপ মনে করিয়া আমাকে বহু প্রকারে উপাসনা করে ॥ ১৯

ঋক্-যজু-সামজ ব্যক্তিগণকর্ত্তৃক যজ্ঞের দ্বারা আমাকে ঈশ্বররূপে আমার পূজা করত সোমপানের দ্বারা শোধিতপাপ (নিষ্পাপ) হইয়া স্বর্গগতি প্রার্থনা করে। তাঁহারা পবিত্র ইন্দ্রলোকে গমন পূর্ব্বক স্বর্গে উত্তম দেবগণের ভোগসকল উপভোগ করিয়া থাকেন ॥ ২০

তাঁহারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ও তাহার সুখভোগ করত স্বর্গপ্রাপক কর্ম্মক্ষয় হইলে মর্ত্যলোকে পুনরাগমন করেন এইরূপ

পক্ষ উদ্দেশে যাহাকে দেওয়া যায়, আমি ঔষধিপ্রভব যবাদি অন্ন, আমি মন্ত্র, আমি ঘৃত, আমি অগ্নি, আমি হোম ॥ ১৬

আমি এই জগতের পিতা-মাতা, ধাতা-পিতামহ, জ্ঞাতব্য বস্তু, পবিত্র শোধক ওঙ্কার প্রণব। ঋক্ সাম ও যজু এ সমস্তই আমি ॥ ১৭

আমি গতি ভর্তা প্রভু নিবাসক সাক্ষী কর্ত্তব্যকর্ম্ম দ্রষ্টা, নিবাসস্থান আশ্রয় সুহৃৎপ্রভব প্রলয়স্থান নিধান এবং অক্ষয় বীজ ॥ ১৮

হে অর্জুন! আমি আদিত্যরূপে গ্রীষ্মকালে তাপ দান করি, আমি বর্ষাকালে বৃষ্টি বর্ষণ করি, আমি কখন বা বৃষ্টি আকর্ষণ

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥ ২২
যেঽপ্যন্যদেবতা ভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেঽপি মামেব কৌন্তেয় যজন্ত্যবিধিপূর্ব্বকম্ ॥ ২৩
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
ন তু মামভিজানন্তি তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে ॥ ২৪
যান্তি দেবব্রতা দেবান্ পিতৃন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাম্ ॥ ২৫
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ ২৬

ক্ষীণে সতি মর্ত্যলোকং বিশন্তি, পুনরপ্যেবমেব বেদত্রয়বিহিতং ধর্ম্মমনুগতাঃ কামকামা ভোগান্ কাময়মানা গতাগতং যাতায়াতং লভন্তে ॥ ২১

টীকা—যদুক্তং মৎপ্রসাদেন কৃতার্থা ভবন্তীত্যাহ—অনন্যা ইতি। অনন্যা নাস্তি মদ্ব্যতিরেকেণান্যৎ কাম্যং ভজনীয়ং দেবতান্তরং যেষাং তে তথাভূতা যে জনা মাং চিন্তয়ন্তঃ সেবন্তে, তেষাঞ্চ নিত্যাভিযুক্তানাং সর্ব্বথা মদেকনিষ্ঠানাং যোগং ধনাদিলাভং ক্ষেমঞ্চ তৎপালনং বোঢ়ুং বা, তৈরপ্রার্থিতমপি অহমেব বহামি প্রাপয়ামি ॥ ২২

টীকা—নন্বেবং চ তদ্ব্যতিরেকেণ বস্ত্বন্তরং দেবতান্তরঞ্চাভাবাদিস্রাদিসেবিনোঽপি ভক্তা এবেতি কথং তে গতাগতং লভেরন্ তত্রাহ—যেঽপীতি। শ্রদ্ধয়োপেতাঃ ভক্তাঃ সন্তো যেঽপি জনা যজ্ঞে অন্যদেবতা ইন্দ্রাদিরূপা যজন্তে, তেঽপি মামেব যজন্তীতি সত্যম্; কিন্তু অবিধিপূর্ব্বকং মোক্ষপ্রাপকং বিধিং বিনা যজন্তু, অতস্তে পুনরাবর্ত্তন্তে ॥

টীকা—এতদেব বিবৃণোতি—অহমিতি। সর্ব্বেষাং যজ্ঞানাং তত্তদ্দেবতারূপেণাহমেব ভোক্তা প্রভুশ্চ স্বামী ফলদাতাপ্যহমেবেত্যর্থঃ, এবম্ভূতং মাং তে তত্ত্বেন যথাবন্-

বেদবিহিত কর্ম্ম অনুষ্ঠানপূর্ব্বক ভোগকামী হইয়া পুনঃপুনঃ যাতায়াত করিতে থাকেন ॥ ২১

অন্যকামনা বিরহিত আমাকে চিন্তা করিতে করিতে যে সমস্ত ভক্ত আমার সেবা করেন, সর্ব্বপ্রকারে আমাতে একনিষ্ঠ তাঁহাদের যাহা নাই—তাহা আনয়ন এবং যাহা আছে তাহা রক্ষা করিয়া থাকি ॥ ২২

হে কৌন্তেয়! শ্রদ্ধাসম্পন্ন যে ভক্তগণ ইন্দ্রাদি অপর দেবতাগণকে পূজা করেন, তাঁহারাও মোক্ষজ্ঞাপক বিধিবর্জ্জিত আমাকেই আরাধনা করিয়া থাকেন ॥ ২৩

যেহেতু আমিই যজ্ঞের আমিই ভোক্তা এবং স্বামী। বস্তুতঃ তাহা জানে না, তজ্জন্য পুনরাগমন হয়। যাঁহারা সকল দেবতায় আমাকে অন্তর্য্যামিরূপে দেখিয়া অর্চ্চনা করেন তাঁহাদের যাতায়াত নিবৃত্তি হইয়া থাকে ॥ ২৪

যজ্ঞকামী দেবব্রতনিষ্ঠগণ দেবগণকে, শ্রাদ্ধ তর্পণাদি ক্রিয়ারত পিতৃব্রতরত সকল পিতৃগণকে, বিনায়কাদি ভূতসেবকগণ তাঁহাদিগকে প্রাপ্ত হন—আর আমার অর্চ্চনাকারিগণ আমাকেই প্রাপ্ত হন ॥ ২৫

যে ভক্ত আমাকে ভক্তিপূর্ব্বক পত্র পুষ্প ফল জল প্রদান করেন, আমি সেই সংযতচিত্তের ভক্তির সহিত (উপস্থৃত) অর্পিত সে সকল প্রীতির সহিত গ্রহণ করি—আত্মসাৎ ভোজন করি। যেমন ভুক্তদ্রব্য ভোক্তার সহিত একীভূত হইয়া যায়, তদ্রূপ শুদ্ধচিত্ত ভক্তের দত্ত সামান্য উপহারও আমি আমাতে সম্মিলিত করিয়া লই ॥ ২৬

যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ মদর্পণম্ ॥ ২৭
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ।
সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি ॥ ২৮
সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন মে প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ ২৯
অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ ॥ ৩০
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি ॥ ৩১

অতো ভক্তেন সমর্পিতং যৎকিঞ্চিৎ পত্রাদিমাত্রমপি তদনুগ্রহার্থমেবাহমশ্নামীতি ভাবঃ ॥ ২৬

টীকা—ন চ পত্রপুষ্পাদিকমপি যজ্ঞার্থপশুসোমাদিদ্রব্যবদ্যদর্থমেবোদ্যমৈরাপাদ্য সমর্পণীয়ম্, কিং তর্হি যৎ করোষীতি—স্বভাবতঃ শাস্ত্রতো বা যৎকিঞ্চিৎ কর্ম করোষি, তথা যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি, যদ্দদাসি, যচ্চ তপস্যসি, তপঃ করোষি, তৎ সর্বং মদর্পিতং যথা ভবতি এবং কুরুষ ॥ ২৭

টীকা—এবঞ্চ যৎ ফলং প্রাপ্স্যসি তচ্ছৃণু ইত্যাহ শুভাশুভেতি। এবং কুর্বন্ কর্মবন্ধনৈঃ কর্মনিমিত্তৈরিষ্টানিষ্টফলৈর্মুক্তো ভবিষ্যসি। কর্মণা ময়ি সমর্পিতেন তব তৎফলসম্বন্ধানুপপত্তেঃ। তেন চ বিমুক্ত সন্ সন্ন্যাসযোগযুক্তাত্মা সন্ন্যাসঃ কর্মণাং মদর্পণং স এব যোগস্তেন যুক্ত আত্মা চিত্তং যস্য তথাভূতস্ত্বং মাং প্রাপ্স্যসীত্যর্থঃ ॥ ২৮

টীকা—যদি তু ভক্তেভ্য এব মোক্ষং দদাসি, নাভক্তেভ্যস্তর্হি তবাপি কিং রাগদ্বেষাদিকৃতং বৈষম্যমস্তি? নেত্যাহ—সমোঽহমিতি। সর্বেষ্বপি ভূতেষ্বহং সমঃ, অতো মম প্রিয়শ্চ দ্বেষ্যশ্চ নাস্ত্যেব। এবং সত্যপি যে মাং ভজন্তি, তে ভক্ত্যা ময়ি বর্তন্তে। অহমপি তেষ্বনুগ্রহকর্তৃত্বা বর্তে। অয়ং ভাবঃ—যথাগ্নেঃ স্বসেবকেভ্য এব তমঃশীতাদিদুঃখমপাকুর্বতোঽপি ন বৈষম্যং, যথা বা কল্পবৃক্ষস্ত,

যে কৌন্তেয়! তুমি যে কর্মাচরণ কর, যাহা ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, যে তপস্যা কর, সেই সমস্ত আমাতে সমর্পণপূর্বক করিবে। এইরূপ করিলে যখন অশুভ ফলপ্রদ কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে—মুক্তিলাভ করত যোগযুক্তচিত্ত তুমি আমাকে প্রাপ্ত হইবে ॥ ২৭-২৮

আমি সমুদয় ভূতে পক্ষপাতরহিত, অতএব অপ্রিয় শত্রু অথবা প্রিয় মিত্র বলিয়া কেহ নাই। যাঁহারা আমাকে ভক্তি সহকারে ভজনা করেন, তাঁহারা আমাতে আশ্রিত হন আর আমিও সেই ভক্তদলে নিবিষ্ট হই। আর ও কল্পতরুর সেবকগণই তাপ ও

তথৈব ভক্তপক্ষপাতিনোঽপি মম বৈষম্যং নাস্ত্যেব, কিন্তু মদ্ভক্তেরেবায়ং মহিমেতি ॥ ২৯

টীকা—অপি চ মদ্ভক্তেরেবায়মবিতর্কঃ প্রভাব ইতি দর্শয়ন্নাহ—অপি চেদিতি। অত্যন্তদুরাচারোঽপি যদ্যপাপৃথক্ত্বেন পৃথগ্ দেবতাপি বাসুদেব এবেতি বুদ্ধ্যা নান্যো দেবতান্তরভক্তিমকুর্বন্ মামেব পরমেশ্বরং ভজতে, তর্হি সাধু শ্রেষ্ঠ এব স মন্তব্যঃ, যতোঽসৌ সম্যগ্ ব্যবসিতঃ পরমেশ্বরভজনেনৈব কৃতার্থো ভবিষ্যামীতি শোভনমধ্যবসায়ং কৃতবান্ ॥ ৩০

টীকা—নন্ন কথং সমীচীনাদ্যবসায়মাত্রেণ সাধুশব্দবাচ্যত্বমাহ—ক্ষিপ্রমিতি। দুরাচারোঽপি মাং ভজন্ শীঘ্রং ধর্মচিত্তো ভবতি। ততশ্চ শশ্বচ্ছান্তিং শাশ্বতীমুপশান্তিং চিত্তোপপ্লবোপরমরূপাং পরমেশ্বরনিষ্ঠাং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। কুতর্ককণ্টকধারিণো নৈতদ্ভক্তেরস্মিন্নিতি শঙ্কাকুলচিত্তমস্মদ্ভক্তং প্রোৎসাহয়তি—হে কৌন্তেয়! পটহাদিমহাঘোষপূর্বকং বিবদমানানাং সভাং গত্বা বাহুমুৎক্ষিপ্য নিঃশঙ্কং প্রতিজানীহি প্রতিজ্ঞাং কুরু। কথম্? যে পরমেশ্বরস্য ভক্তঃ সুদুরাচারোঽপি ন প্রণশ্যতি, অপি তু কৃতার্থ এব ভবতীতি, ততশ্চ তে তৎপ্রোঢ়িবিজৃম্ভণাদ্ বিধ্বংসিতকুতর্কাঃ সন্তো নিঃশঙ্কং ত্বামেব গুরুত্বেনাশ্রয়েরন্ ॥ ৩১

অভিলষিত তথা প্রাপ্ত হয়। অগ্নি ও কল্পতরুর বৈষম্য নাই ॥ ২৯

নিরতিশয় দুষ্টাচারসম্পন্ন ব্যক্তিও যদি অনন্যপরায়ণ হইয়া একমাত্র আমাকে ভজনা করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে সজ্জন বলিয়া অবগত হইবে; কেননা, তিনি উত্তম অধ্যবসায় করিয়াছেন ॥ ৩০

তিনি অতিসত্বর ধর্মপরায়ণ হইয়া অবিরত শান্তিলাভে সমর্থ হন। হে কৌন্তেয়! আমার ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয় না, তুমি সকলের নিকট হস্তোত্তোলনপূর্বক প্রতিজ্ঞা করত বলিবে ॥ ৩১

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥৩২
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ॥ ৩৩
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥

মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বণি তু ত্রয়স্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৩

টীকা। যদাচারভ্রষ্টং মদ্ভক্তিঃ পবিত্রীকরোতীতি কিমত্র চিত্রং, যতো মদ্ভক্তিঃ দুষ্কুলানপায়বিকারিণোঽপি সংসারাদুচ্চরতীত্যাহ—মাং হীতি। যেঽপি পাপযোনয়ঃ স্যুনিকৃষ্টজন্মানোঽন্ত্যজাদয়ো ভবেয়ুঃ, যেঽপি বৈশ্যাঃ কেবলং কৃষ্যাদিনিরতাঃ, তথা স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাশ্চাপাধ্যয়নাদিরহিতাস্তেঽপি মাং ব্যপাশ্রিত্য সংসেব্য পরাং গতিং যান্তি। হি নিশ্চিতম্ ॥ ৩২

টীকা—যদেবং তদা সংকুলাঃ সদাচারাশ্চ মদ্ভক্তাঃ পরাং গতিং যাস্যন্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যাহ—কিং পুনরিতি পুণ্যাঃ সুকৃতিনো ব্রাহ্মণাঃ, তথা রাজানশ্চ তে স্ববন্ধুশ্চ ক্ষত্রিয়া এবম্ভূতাশ্চ পরাং গতিং যাস্যন্তীতি কিং বক্তব্যমিত্যর্থঃ। অতস্ত্বম্ ইমং রাজর্ষিরূপং প্রাপ্য লব্ধ্বা মাং ভজস্ব, কিন্তু অনিত্যমধ্রুবম্ অসুখং সুখরহিতক্লেশং মর্ত্যলোকং প্রাপ্য। অনিত্যত্বাদ্বিলম্বমকুর্ব্বন্ অসুখত্বাচ্চ সুখার্থমুদ্যমং হিত্বা মামেব ভজস্বেত্যর্থঃ ॥ ৩২-৩৩

টীকা—ভজনপ্রকারং দর্শয়ন্ উপসংহরতি—মন্মনা ইতি। ময্যেব মনো যস্য স মন্মনাঃ, তাদৃশস্ত্বং ভব, তথা মামেব ভক্তঃ সেবকো ভব, মদ্‌যাজী মৎপূজনশীলো ভব, মামেব চ নমস্কুরু, এবমেতৈঃ প্রকারৈর্মৎপরায়ণঃ সন্নাত্মানং মনো ময়ি যুক্ত্বা সমাধায় মামেব পরমানন্দরূপমেষ্যসি প্রাপ্স্যসি ॥ ৩৪

নিজমৈশ্বর্য্যমাশ্চর্য্যং ভক্তেশ্চাদ্ভুতবৈভবম্।
নবমে রাজগুহ্যাখ্যে কৃপয়াবোচদচ্যুতঃ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগো নাম নবমোঽধ্যায়ঃ ॥ ৯

হে পার্থ! নিকৃষ্টজন্মা অন্ত্যজ প্রভৃতি, দুষ্কিয়ানিরত বৈশ্য, অধ্যয়নাদি বিরহিত শূদ্র এবং ইহারা সকলেই আমাকে সেবা করিয়া প্রাপ্ত হয় ॥ ৩২

বিশেষ ব্রাহ্মণসকল এবং ভক্তিপরায়ণ রাজর্ষিগণ যে পরমগতি লাভ করিবেন সে সম্বন্ধে আর বক্তব্য কি? এই হেতু তুমি অনিত্য কষ্টপ্রদ সুখলেশশূন্য মর্ত্যলোক প্রাপ্ত হইয়া আমাকে ভজনা কর ॥ ৩৩

তুমি মদ্গতচিত্ত হও, আমার সেবাপরায়ণ ভক্ত হও, আমার পূজাশীল হও ও আমাকে নমস্কার কর। এইরূপ মৎপরায়ণ আমাতে পরমানন্দ হইয়া আমাতে মন সমাধানপূর্ব্বক পরমানন্দরূপ আমাকেই প্রাপ্ত হইবে ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত মহাভারতে শতসহস্রসংহিতামধ্যে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাউপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে রাজবিদ্যা-রাজগুহ্যযোগ নামক নবম অধ্যায়।

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

॥ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং দশমোঽধ্যায়ঃ ॥

[শ্রীভগবতো বিভূতের্যোগশক্তেশ্চ বর্ণনম্, সপ্রভাবস্য ভক্তিযোগস্য কথনম্, অর্জুনপৃষ্টেন ভগবতা শ্রীকৃষ্ণেন স্বকীয়বিভূতীনাং যোগশক্তেশ্চ পুনর্বর্ণনম্ ।]

শ্রীভগবানুবাচ ।

ভূয় এব মহাবাহো শৃণু মে পরমং বচঃ।
যত্তেঽহং প্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১

ন মে বিদুঃ সুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ।
অহমাদির্হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চ সর্বশঃ ॥ ২

যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকমহেশ্বরম্।
অসম্মূঢ়ঃ স মর্ত্যেষু সর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ।
সুখং দুঃখং ভবোঽভাবো ভয়ং চাভয়মেব চ ॥ ৪

অহিংসা সমতা তুষ্টিস্তপো দানং যশোঽযশঃ।
ভবন্তি ভাবা ভূতানাং মত্ত এব পৃথগ্বিধাঃ ॥ ৫

টীকা—উক্তাঃ সংক্ষেপতঃ পূর্ব্বং সপ্তমাদৌ বিভূতয়ঃ।
দশমে তা বিতন্বন্তস্তে সর্ব্বত্রেশ্বরদৃষ্টয়ে ॥
এবং তাবৎ সপ্তমাদিভিস্ত্রিভিরধ্যায়ৈর্ভজনীয়ং পরমেশ্বরতত্ত্বং নিরূপিতং তদ্বিভূতয়শ্চ সপ্তমে "রসোঽহমপ্সু কৌন্তেয়" ইত্যাদিনা সংক্ষেপতো দর্শিতাঃ। অষ্টমে চ "অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র" ইত্যাদিনা, নবমে চ "অহং ক্রতুরহং যজ্ঞ" ইত্যাদিনা। অথেদানীং তা এব বিভূতীঃ প্রপঞ্চয়িষ্যন্ স্বভক্তেশ্চাবশ্যকরণীয়ত্বং বর্ণয়িষ্যন্ শ্রীভগবানুবাচ—ভূয় এবেতি। মহাত্মনো বৃদ্ধাদিস্বধর্মানুষ্ঠানে মহৎপরিচর্য্যায়াং বা কুশলো বাস্তু যস্য যথা হে মহাবাহো! ভূয় এব পুনরপি মে বচঃ শৃণু। কথম্ভূতম্? পরমং পরমাত্মনিষ্ঠম্। মদ্বচনামৃতেনৈব প্রীতিং প্রাপ্নুবতে তুভ্যং হিতকাম্যয়া হিতেচ্ছয়া যদহং বক্ষ্যামি তৎ ॥ ১

টীকা—উক্তস্যাপি পুনর্বচনে দুর্জ্ঞেয়ত্বং হেতুমাহ—ন মে বিদুরিতি। মে মম প্রকৃষ্টং ভবং জন্মরহিতস্যাপি নানাবিভূতিভিরাবির্ভাবং সুরগণা অপি মহর্ষয়ো ভৃগ্বাদয়োঽপি ন জানন্তি। তত্র হেতুঃ—অহং হি দেবানাং মহর্ষীণাঞ্চাদিঃ কারণম্। সর্ব্বশঃ সর্ব্বৈঃ প্রকারৈরুৎপাদকত্বেন বৃদ্ধ্যাদিকত্বেন বৃদ্ধ্যাদিপ্রবর্ত্তকত্বেন চ, অতো মদনুগ্রহং বিনা মাং কেঽপি ন জানন্তীত্যর্থঃ ॥ ২

টীকা—এবম্ভূতাস্বজ্ঞানে ফলমাহ—যো মামিতি। সর্ব্বকারণত্বাদেব ন বিদ্যতে আদিঃ কারণং যস্য তমনাদিম্, অত এবাহং জন্মশূন্যং লোকানাং মহেশ্বরঞ্চ মাং যো বেত্তি, স মনুষ্যেষু অসম্মূঢ়ঃ সংমোহরহিতঃ সন্ সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে ॥ ৩

টীকা—লোকমহেশ্বরত্বং স্ফুটয়তি—বুদ্ধিরিতি ত্রিভিঃ। বুদ্ধিঃ সাধ্যসাধনবিবেকনৈপুণ্যং জ্ঞানমাত্মবিষয়ম্, অসম্মোহো ব্যাকুলত্বাভাবঃ, ক্ষমা সহিষ্ণুত্বম্, সত্যং যথার্থভাষণম্। দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ, শমোঽন্তঃকরণসংযমঃ, সুখং মনোঽনুকূলসংবেদনীয়ং, দুঃখঞ্চ তদ্বিপরীতম্, ভব উদ্ভবঃ। অভাবস্তদ্বিপরীতম্। ভয়ং ত্রাসঃ, অভয়ং তদ্বিপরীতম্। অস্য শ্লোকস্য মত্ত এব ভবন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কিঞ্চ অহিংসেতি। অহিংসা পরপীড়ানিবৃত্তিঃ। সমতা রাগদ্বেষাদিরাহিত্যম্, মিত্রামিত্রতুল্যতা চ, তুষ্টির্বৈরলক্ষ্যেণ সন্তোষঃ, তপঃ শারীরাদি বক্ষ্যমাণং, দানং ন্যায়ার্জ্জিতস্য ধনাদেঃ সৎপাত্রেঽর্পণম্, যশঃ সৎকীর্ত্তিঃ,

---

দশম অধ্যায়।

[শ্রীভগবানের বিভূতি ও যোগশক্তির বর্ণনা তথা প্রভাব সহিত ভক্তিযোগের কথন ও অর্জুনের প্রশ্নে শ্রীভগবান্ কর্তৃক নিজ বিভূতি এবং যোগশক্তির পুনর্বর্ণনা।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমার পরমাত্মনিষ্ঠ বচনামৃত দ্বারা প্রীতিপ্রাপ্ত তোমাকে তোমার কল্যাণকামনায় পুনরায় অতিশোভন বাক্য বলিব—শ্রবণ কর ॥ ১

নিখিল দেবতা ও সমুদয় মহর্ষি আমার প্রভাব অবগত নহেন; কারণ, আমি দেবতৃন্দ ও মহর্ষিগণের উৎপাদকবৃদ্ধি প্রবর্ত্তকত্বহেতু আদি—মূল কারণ ॥ ২

যিনি আমাকে উৎপত্তিরহিত, অনাদিবর্ত্তমান, জন্মবিহীন ও চতুর্দ্দশ লোকের মহেশ্বর বলিয়া অবগত হন, তিনি মানবসমূহের মধ্যে সম্যক্‌রূপে মোহমুক্ত হইয়া পাপসমূহ হইতে বিমুক্ত হন ॥ ৩

বুদ্ধি, জ্ঞান, চিত্তবৈকল্য—হীনতা, ক্ষমা—সহিষ্ণুতা, সত্য (যথার্থ ভাষণ), দম (বাহ্যেন্দ্রিয় সংযম), শম (অন্তঃকরণ-সংযম), সুখ (নিরূপাধিক ইষ্ট), দুঃখ (পীড়াকারক), ভব (উদ্ভব), অভাব (অনুদ্ভব), ভয় (ত্রাস), অভয় (ভীতিরাহিত্য), অহিংসা (পরপীড়ানিবৃত্তি), সমতা (রাগদ্বেষশূন্যতা), তুষ্টি (বৈষম্যে সন্তোষ), দান (ন্যায়োপার্জিত ধনের সৎপাত্রে অর্পণ), যশঃ

মহর্ষয়ঃ সপ্ত পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা।
মদ্ভাবা মানসা জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ ॥ ৬
এতাং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
সোঽবিকম্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭
অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে।
ইতি মত্বা ভজন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ ॥ ৮
মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥ ৯
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০

অযশো দুষ্কীর্তিঃ,—এতে বুদ্ধিজ্ঞানাদয়স্তদ্বিপরীতাশ্চা-বুদ্ধ্যাদয়ো নানাবিধা ভাবাঃ প্রাণিনাং মত্তঃ সকাশাদেব ভবন্তি ॥ ৪-৫

টীকা—কিঞ্চ মহর্ষয় ইতি। সপ্ত মহর্ষয়ো ভৃগ্বাদয়ঃ, "সপ্ত ব্রাহ্মণা ঊত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ" ইত্যাদি পুরাণপ্রসিদ্ধেভ্যোঽপি পূর্বেঽস্মে চত্বারো মহর্ষয়ঃ সনকাদয়স্তথা মনবঃ স্বায়ম্ভুবাদয়ো মদ্ভাবা মদীয়ো ভাবঃ প্রভাবো যেষু তে হিরণ্যগর্ভাস্থনো মনৈব মনসঃ সঙ্কল্প-মাত্রাজ্জাতাঃ। প্রভাবমেবাহ—যেষামিতি। যেষাং ভৃগ্বাদীনাং সনকাদীনাং মনূনাঞ্চ ইমা ব্রাহ্মণাদ্যা লোকে বর্দ্ধমানা যথাযথং পুত্রপৌত্রাদিরূপাঃ শিষ্যপ্রশিষ্যাদি-রূপাশ্চ প্রজাঃ জাতা বর্ত্তন্তে ॥ ৬

টীকা—যথোক্তবিভূত্যাদিতত্ত্বজ্ঞানস্য ফলমাহ—এতা-মিতি। এতাং ভৃগ্বাদিলক্ষণাং মম বিভূতিং যোগঞ্চৈশ্বর্য্য-লক্ষণং তত্ত্বতো যো বেত্তি, সঃ অবিকম্পেন নিঃসংশয়েন যোগেন সম্যগ্‌দর্শনেন যুক্তো ভবতি—নাস্ত্যত্র সংশয়ঃ ॥৭

টীকা—যথা চ বিভূতিযোগয়োর্জ্ঞানে সম্যগ্‌জ্ঞানা-বাপ্তিস্তদ্দর্শয়তি—অহমিত্যাদি চতুর্ভিঃ। অহং সর্ব্বস্য জগতঃ প্রভবো ভৃগ্বাদি-মন্বাদিরূপবিভূতিদ্বারেণোৎ-পত্তিহেতুঃ। মত্ত এব চ অস্য সর্ব্বস্য "বুদ্ধির্জ্ঞানমসম্মোহঃ" ইত্যাদি সর্ব্বং প্রবর্ত্ততে, ইত্যেবং মত্বা অবগত্য বুধা বিবেকিনো ভাবসমন্বিতাঃ প্রীতিযুক্তা মাং ভজন্তে ॥ ৮

টীকা—প্রীতিপূর্ব্বকং ভজনমেবাহ মচ্চিত্তা ইতি। মদ্যেব চিত্তং যেষাং তে মচ্চিত্তাঃ, মাদেব গতা প্রাপ্তাঃ প্রাণা ইন্দ্রিয়াণি যেষাং তে মদ্গতপ্রাণাঃ মদ্যর্পিতজীবনা ইতি বা। এবম্ভূতাস্তে বুধা অন্যোন্যং মাং ন্যায়োপেতৈঃ শ্রুত্যাদিপ্রমাণৈর্বোধয়ন্তো বুদ্ধ্যা চ মাং কথয়ন্তঃ সংকীর্ত্ত-য়ন্তঃ সন্তঃ নিত্যং তুষ্যন্তি মদনুমোদনেন তুষ্টিং যান্তি, রমন্তি চ নির্বৃতিং যান্তি ॥ ৯

টীকা—এবম্ভূতানাঞ্চ সম্যগ্‌জ্ঞানমহং দদামীত্যাহ—তেষামিতি। এবং সততযুক্তানাং মদ্যাসক্তচিত্তানাং প্রীতিপূর্ব্বকং ভজতাং তেষাং তং বুদ্ধিরূপং যোগমুপায়ং দদামি। তমিতি কম্? যেনোপায়েন তে মদ্ভক্তা মাং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ১০

(সৎকীর্তি), অযশঃ (কুকীর্তি), এই সকল বুদ্ধি জ্ঞানাদি, তাহার বিপরীত অবুদ্ধি অজ্ঞানাদি নানাবিধ ভাব প্রাণিসকলের আমা হইতেই হইয়া থাকে ॥ ৪-৫

পুরাণপ্রসিদ্ধ ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ সপ্ত মহর্ষি, তৎপূর্ব্বে সনক, সনাতন, সনন্দন, সনৎকুমার চারিজন মহর্ষি, স্বায়ম্ভুবাদি চতুর্দ্দশ মনু আমার প্রভাবসম্পন্ন। ইহারা হিরণ্য-গর্ভরূপী আমারই মনের সঙ্কল্পমাত্রে উৎপন্ন। জগতে ব্রাহ্মণাদি প্রজাসকল তাঁহাদেরই সন্তান-সন্ততি ॥ ৬

যিনি ভৃগু প্রভৃতি আমার বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যলক্ষণ যোগ যথার্থ অবগত হন, তিনি উত্তমরূপে জ্ঞানলাভে সমর্থ হন—এ বিষয়ে কোন সংশয় নাই। "বাসুদেবঃ সর্ব্বং" এই জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হন ॥ ৭

আমি সমস্ত জগতের ভৃগু-আদি ও মনু-আদি দ্বারে উৎপত্তি-হেতু। আমা হইতেই এই সকলের বুদ্ধি-অবুদ্ধি জ্ঞান-অজ্ঞান প্রভৃতি সকলেরই (প্রবর্ত্তিত) হয়, ইহা বিশেষরূপে বুঝিয়া বিবেকিগণ শ্রেয়সম্পন্ন হইয়া আমাকে ভজনা করেন ॥ ৮

আমার ভক্তগণ আমাতে একান্তভাবে চিত্ত নিবিষ্ট করিয়া আমার সেবায় ইন্দ্রিয়সকল ও প্রাণকে সমর্পিত করত আমার স্বরূপ, লীলা, বিলাস প্রভৃতি ও লীলাগ্রন্থ হইতে পরস্পর পরস্পরকে বুঝাইয়া বুঝিয়া আর নিরন্তর আমার নামলীলার গুণ সঙ্কীর্তন-পূর্বক আনন্দিত ও তৃপ্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৯

এবম্বিধ আমাতে আসক্তচিত্ত, প্রণয়পূর্বক ভজনকারী তাঁহাদের সকলকে "বাসুদেবই সব" এই জ্ঞান দান করি, যে জ্ঞানলাভের দ্বারা আমাকে আত্মস্বরূপে প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ১০

তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তম:।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥ ১১

অর্জুন উবাচ।

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্ ॥ ১২
আহুস্ত্বামৃষয়: সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাস: স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে ॥ ১৩

সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব।
ন হি তে ভগবন্ ব্যক্তিং বিদুর্দেবা ন দানবা: ॥ ১৪
স্বয়মেবাত্মনাত্মানং বেত্থ ত্বং পুরুষোত্তম।
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ১৫
বক্তুমর্হস্যশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়:।
যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬

টীকা—বুদ্ধিযোগং দত্ত্বা চ তস্যানুভবপর্যন্তং তমাবিদ্যাকৃতং সংসারং নাশয়ামীত্যাহ—তেষামিতি। তেষামনুকম্পার্থমনুগ্রহার্থমেবাজ্ঞানজাতং তম: সংসারাখ্যং নাশয়ামি। কুত্র স্থিত: সন্ কেন বা সাধনেন তমো নাশয়ামীত্যত আহ—আত্মভাবস্থো বুদ্ধিবৃত্তৌ স্থিত: সন্ ভাস্বতা বিদ্যুতা জ্ঞানলক্ষণেন দীপেন নাশয়ামি ॥ ১১

টীকা—সংক্ষেপেণোক্তাং বিভূতিং বিস্তরেণ জিজ্ঞাসুর্ভগবন্তং স্তুবন্নর্জুন উবাচ—পরং ব্রহ্মেতি সপ্তভি:। পরং ব্রহ্ম পরং ধাম চ আশ্রয়:, পরঞ্চ পবিত্রং ভবানেব; কুত ইত্যত আহ—যত: শাশ্বতং নিত্যং পুরুষং তথা দিব্যং দ্যোতনাত্মকং স্বয়ংপ্রকাশম্। আদিশ্চাসৌ দেবশ্চেতি তং দেবানামাদিভূতমিত্যর্থ:, তথা অজম্ অজন্মানং বিভুঞ্চ ব্যাপকং ত্বামেবাহু:। কে ত ইত্যাহ—আহুরিতি ঋষয়ো ভৃগ্বাদয়: সর্বে, দেবর্ষিশ্চ নারদ:, অসিতশ্চ, দেবলশ্চ, ব্যাসশ্চ, স্বয়ং তবৈব সাক্ষাদ্মে মন্ত্রং ব্রবীষি ॥ ১২-১৩

টীকা—অতো মমেদানীং স্বদীয়ৈরর্থোঽসম্ভাবনা নিবৃত্তেত্যাহ—সর্বমেতদিতি। এতদ্ভবানেব পরং ব্রহ্মেত্যাদি সর্বমপি যতঃ সত্যং মন্যে, যন্মাং প্রতি ত্বং কথয়সি "ন মে বিদু: সুরগণা:" ইত্যাদি, তদপি সত্যমেব মন্যে ইত্যাহ—ন হীতি। হে ভগবংস্তব ব্যক্তিং দেবা ন বিদু:, অস্মদনুগ্রহার্থমিয়মভিব্যক্তিরিতি ন জানন্তি, দানবাশ্চ অস্মিন্নিগ্রহার্থমিতি ন বিদুরেবেতি ॥ ১৪

টীকা—কিং তর্হি স্বয়মিতি। স্বয়মেব ত্বমাত্মানং বেত্থ জানাসি নান্য:, তদপ্যাত্মনা যেনৈব বেত্থ ন সাধনান্তরেণ। অতোঽদ্যেরেণ বয়ঞ্চ সম্বোধয়ন্তি হে পুরুষোত্তম! পুরুষোত্তমত্বে হেতুগর্ভাণি বিশেষণানি সম্বোধনানি—হে ভূতভাবন! ভূতোৎপাদক! ভূতানামীশ নিয়ন্তা! দেবানামাদিত্যাদীনাং দেব প্রকাশক! জগৎপতে বিশ্বপালক ॥ ১৫

টীকা—যস্মাত্ত্বদ্ব্যতিরিক্তং ত্বমেব বেৎসি ন দেবাদয়স্তস্মাত্ত্বমেবার্হসীতি। যা আত্মনস্তব দিব্যা অত্যদ্ভুতা বিভূতয়স্তা: সর্বা: বক্তুং ত্বমেবার্হসি, যোগ্যোঽসি যাভির্বিভূতিভির্লোকানিমাংস্ত্বং ব্যাপ্য তিষ্ঠসীতি বিভূতীনাং বিশেষণং স্পষ্টার্থম্ ॥ ১৬

তাঁহাদের অনুগ্রহ করিবার নিমিত্তই আমি আত্মস্বরূপস্থিত হইয়া জ্যোতির্ময় জ্ঞানদীপের দ্বারা অজ্ঞানসম্ভূত অহং, মম ও সংসারনামক অন্ধকার দূরীভূত করিয়া থাকি ॥ ১১

অর্জুন বলিলেন,—তুমি পরব্রহ্ম, সকলের পরম আশ্রয় ও পরম বিশুদ্ধ। সত্য বটি, দেবর্ষি নারদ ও অসিত, দেবল, ব্যাস আদি মুনিগণ তোমাকে সদা একরূপ সনাতন পুরুষ জ্যোতির্ময় নিখিল দেবতার আদি কারণ, জন্মরহিত ও সর্বব্যাপক বলিয়া থাকেন—তুমিও স্বয়ং আমাকে তাহা বলিতেছ ॥ ১২-১৩

হে কেশব! আমাকে যাহা বলিলে এই সকল আমি সত্য বলিয়া বোধ করি, কারণ হে ভগবন্! তোমার প্রকাশ আবির্ভাব নিখিল দেবতা ও অখিল দানব অবগত নহেন ॥ ১৪

হে পুরুষোত্তম! হে ভূতজনক! হে ভূতেশ্বর! দেবদেব! আদিত্যাদি দেবগণেরও প্রকাশক! বিশ্বপালক! তুমি স্বয়ং আপনাকে আপনিই অবগত আছ ॥ ১৫

যে বিভূতিসমূহের দ্বারা তুমি এই লোক সমাচ্ছন্ন করিয়া অবস্থান করিতেছ, সেই অত্যদ্ভুত তোমার বিভূতিসকল অশেষভাবে বল ॥ ১৬

কথং বিদ্যামহং যোগিংস্ত্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্।
কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোঽসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭
বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিঞ্চ জনার্দ্দন।
ভূয়ঃ কথয় তৃপ্তির্হি শৃণ্বতো নাস্তি মেঽমৃতম্ ॥ ১৮

শ্রীভগবানুবাচ।

হন্ত তে কথয়িষ্যামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ।
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যন্তো বিস্তরস্য মে ॥ ১৯

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্ব্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামন্ত এব চ ॥ ২০
আদিত্যানামহং বিষ্ণুর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্।
মরীচির্মরুতামস্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১
বেদানাং সামবেদোঽস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ।
ইন্দ্রিয়াণাং মনশ্চাস্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২

টীকা—কথনপ্রয়োজনং দর্শয়ন্ প্রার্থয়তে—কথমিতি দ্বাভ্যাম্। হে যোগিন্! কথং কৈর্বিভূতিভেদৈঃ সদা পরিচিন্তয়ন্নহং ত্বাং বিদ্যাং জানীয়াম্; বিভূতিভেদেন চিন্ত্যোঽসি ত্বং কেষু কেষু পদার্থেষু ময়া চিন্তনীয়োঽসি ॥ ১৭

টীকা—তদেবং বহির্মুখেঽপি চিত্তে তত্র তত্র বিভূতিভেদেন খণ্ডিতেঽপি যথা তবেত্তথা বিস্তরেণ কথয়েত্যাহ—বিস্তরেণেতি। আত্মনস্তব যোগং সর্ব্বজ্ঞত্বসর্ব্বশক্তিমত্বাদিলক্ষণং যোগৈশ্বর্য্যং বিভূতিঞ্চ বিস্তরেণ পুনঃ কথয়, যতস্তব বাক্যমমৃতরূপং শৃণ্বতো মম তৃপ্তির্নাস্তি বুদ্ধির্নাস্তি ॥ ১৮

টীকা—এবং প্রার্থিতঃ সন্ শ্রীভগবানুবাচ—হন্তেতি। হন্তেত্যনুকম্পাসম্বোধনম্। দিব্যা যা মদ্বিভূতয়স্তাঃ প্রাধান্যেন তুভ্যং কথয়িষ্যামি, যতোঽবান্তরস্য বিভূতিবিস্তরস্য মদীয়স্যান্তো নাস্তি, অতঃ প্রধানভূতাঃ কতিচিদ্বর্ণয়িষ্যামি ॥ ১৯

টীকা—তত্র প্রথমমৈশ্বরং রূপং কথয়তি—অহমিতি। হে গুড়াকেশ। সর্ব্বেষাং ভূতানামাশয়েষ্বন্তঃকরণেষু সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণৈর্নিয়ন্তৃত্বেনাবস্থিতঃ পরমাত্মাহম্, আদির্জন্ম, মধ্যং স্থিতিঃ, অন্তঃ সংহারঃ, সর্ব্বভূতানাং জন্মাদিহেতুশ্চাহমেবেত্যর্থঃ ॥ ২০

টীকা—ইদানীং বিভূতীঃ কথয়তি—আদিত্যানামিতি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। আদিত্যানাং দ্বাদশাদিত্যানাং মধ্যে বিষ্ণুর্বামনোঽহম্, জ্যোতিষাং প্রকাশকানাং মধ্যে অংশুমান্ বিশ্বব্যাপিরশ্মিযুক্তো রবিঃ সূর্য্যোঽহম্। মরুতাং দেববিশেষাণাং [বায়ূনাং] মধ্যে মরীচির্নামাহমস্মি, যদ্বা সপ্ত মরুদ্গণা বায়বস্তেষাং মধ্যে, তে চ আবহঃ, প্রবহঃ, বিবহঃ, পরাবহঃ, উদ্বহঃ, সংবহঃ, পরিবহঃ ইতি মরুদ্গণাঃ। নক্ষত্রাণাং মধ্যে চন্দ্রোঽহম্। (অত্র চাদিত্যানামহং বিষ্ণুরিত্যাদিষু প্রায়শো নির্দ্ধারণে ষষ্ঠী, কচ্চিচ্চ ভূতানামস্মি চেতনেত্যাদিষু সম্বন্ধে ষষ্ঠী, তচ্চ তত্র তত্রৈব দর্শয়িষ্যামঃ)। বিষ্ণুরিত্যাদিষ্ববতারেষ্বপি প্রভাবাতিশয়মাত্রা বিবক্ষয়া বিভূতিত্বেন নির্দ্দিশ্যতে। অতঃ পরমধ্যায়স্য স্পষ্টার্থত্বেঽপি কচিৎ কিঞ্চিদ্ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥ ২১

টীকা—বেদানামিতি। বাসব ইন্দ্রঃ। ভূতানাং সম্বন্ধিনী চেতনা জ্ঞানশক্তিরহমস্মি ॥ ২২

হে যোগেশ্বর! অহরহ তোমাকে চিন্তাপূর্ব্বক কিরূপে তোমাকে অবগত হইব, আমি কোন্ কোন্ পদার্থসমূহে তোমাকে চিন্তা করিব? ১৭

হে জনার্দ্দন। তোমার যোগ সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বশক্তিত্ব আদি লক্ষণ যোগৈশ্বর্য্য ও বিভূতি বিস্তারপূর্ব্বক পুনর্ব্বার বল, যেহেতু তোমার অমৃতময় বাক্য শ্রবণপুটে পান করত তৃপ্তি নিবৃত্তি হইতেছে না। ১৮

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে কুরুসত্তম! অলৌকিকী আমার প্রধানভূত বিভূতিসকল তোমাকে বলিব, যেহেতু আমার অবান্তর বিভূতিসকলের শেষ নাই। ১৯

হে নিদ্রাজিৎ অর্জ্জুন। আমি নিখিল প্রাণীর অন্তঃকরণে অবস্থিত আত্মা, ভূতসমূহের আদি মধ্য অন্ত (জন্ম-স্থিতি-সংহার) আমিই। ২০

আমি আদিত্যগণের মধ্যে বিষ্ণু, প্রকাশকসমূহের মধ্যে বিশ্বব্যাপী রশ্মিসমন্বিত ভুবনভাস্কর, বায়ুসকলের মধ্যে মরীচি, আমি নক্ষত্রদিগের মধ্যে শশধর। ২১

আমি বেদসকলের মধ্যে সামবেদ, দেবগণের মধ্যে দেবরাজ সুরেন্দ্র, ইন্দ্রিয়সমূহের মধ্যে আমিই মন এবং অখিল ভূতে জ্ঞানশক্তি চেতনাও আমি। ২২

রুদ্রাণাং শঙ্করশ্চাস্মি বিত্তেশো যক্ষ-রক্ষসাম্।
বসূনাং পাবকশ্চাস্মি মেরুঃ শিখরিণামহম্ ॥ ২৩
পুরোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্।
সেনানীনামহং স্কন্দঃ সরসামস্মি সাগরঃ ॥ ২৪
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামস্ম্যেকমক্ষরম্।
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি স্থাবরাণাং হিমালয়ঃ ॥ ২৫
অশ্বত্থঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেবর্ষীণাঞ্চ নারদঃ।
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬

উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
ঐরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥ ২৭
আয়ুধানামহং বজ্রং ধেনূনামস্মি কামধুক্।
প্রজনশ্চাস্মি কন্দর্পঃ সর্পাণামস্মি বাসুকিঃ ॥ ২৮
অনন্তশ্চাস্মি নাগানাং বরুণো যাদসামহম্।
পিতৃণামর্যমা চাস্মি যমঃ সংযমতামহম্ ॥ ২৯
প্রহ্লাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্।
মৃগাণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোঽহং বৈনতেয়শ্চ পক্ষিণাম্ ॥ ৩০

টীকা—রুদ্রাণামিতি। যক্ষ-রাক্ষসানামপি ক্রূরত্বাদি-সাম্যাৎ যজ্ঞৈঃ সহৈকীকৃত্য নির্দ্দেশঃ, তেষাং মধ্যে বিত্তেশঃ কুবেরোঽস্মি, পাবকোঽগ্নিঃ, শিখরিণাং শিখরবতা-মুদ্ভিতানাং মধ্যে মেরুঃ ॥ ২৩

টীকা—পুরোধসামিতি। পুরোধসাং মধ্যে দেবপুরো-হিতত্বান্মুখ্যং বৃহস্পতিং মাং বিদ্ধি; সেনানীনাং সেনাপ-তীনাং মধ্যে দেবসেনাপতিঃ স্কন্দোঽহমস্মি, সরসাং স্থির-জলাশয়ানাং মধ্যে সমুদ্রোঽস্মি ॥ ২৪

টীকা—মহর্ষীণামিতি। গিরাং বাচাং পদাত্মিকানাং মধ্যে একমক্ষরমোঙ্কারাখ্যং পদমস্মি। যজ্ঞানাং শ্রৌত-স্মার্ত্তানাং মধ্যে জপরূপো যজ্ঞোঽহমস্মি ॥ ২৫

টীকা—অশ্বত্থ ইতি। দেবা এব সন্তো যে মন্ত্রদর্শনেন ঋষিত্বং প্রাপ্তাস্তেষাং মধ্যে নারদোঽস্মি; সিদ্ধানামুৎ-পত্তিত এবাধিগতপরমার্থতত্ত্বানাং মধ্যে কপিলাখ্যো মুনিরস্মি ॥ ২৬

টীকা—উচ্চৈঃশ্রবসমিতি। অমৃতার্থী ক্ষীরোদবিমথনা-দুদ্ভূতম্ উচ্চৈঃশ্রবসং নামাশ্বং মদ্বিভূতিং বিদ্ধি, অমৃতোদ্ভ-বত্বিত্যুত্তৈরাবতেঽপি সম্বধ্যতে, নরাধিপং রাজানং মাং বিদ্ধি ॥ ২৭

টীকা—আয়ুধানামিতি। আয়ুধানাং মধ্যে বজ্রমস্মি, কামান্ দোগ্ধীতি কামধুক্; প্রজনঃ প্রজোৎপত্তিহেতুঃ কন্দর্পঃ কামোঽস্মি। ন কেবলং সন্তোগমাত্রপ্রধানঃ কামো মদ্বিভূতিরশাস্ত্রীয়ত্বাৎ। সর্পাণাং রাজা বাসুকিরস্মি ॥ ২৮

টীকা—অনন্ত ইতি। নাগানাং নির্বিষাণাং রাজা অনন্তঃ শেষোঽস্মি, যাদসাং জলচরাণাং মধ্যে রাজা বরুণোঽস্মি, পিতৃণাং রাজা অর্য্যাস্মি, সংযমতাং নিয়মং কুর্ব্বতাং মধ্যে যমোঽস্মি ॥ ২৯

টীকা—প্রহ্লাদ ইতি। কলয়তাং বশীকুর্ব্বতাং গণয়তাং বা মধ্যে কালোঽহমস্মি। মৃগেন্দ্রঃ সিংহঃ; পক্ষিণাং মধ্যে বৈনতেয়ঃ গরুড়োঽস্মি ॥ ৩০

আমি রুদ্রগণের মধ্যে শঙ্কর, যক্ষ-রক্ষ সকলের মধ্যে কুবের, বসুগণের মধ্যে পাবক, পর্ব্বতগণের মধ্যে মেরু আমি ॥ ২৩

হে পার্থ! আমাকে পুরোহিতগণের মধ্যে প্রধান পুরোহিত বৃহস্পতি বলিয়া জানিবে, সেনাপতিগণের মধ্যে দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়, স্থির জলাশয়সকলের মধ্যে আমি সমুদ্র ॥ ২৪

আমি মহর্ষিগণের মধ্যে ভৃগু, বাক্যসকলের মধ্যে একাক্ষর ওঙ্কার। যজ্ঞসমূহের মধ্যে জপযজ্ঞ ও স্থাবরগণের মধ্যে হিমালয় ॥২৫

আমি বৃক্ষসকলের মধ্যে অশ্বত্থ, দেবর্ষিগণের মধ্যে নারদ, গন্ধর্ব্বদিগের মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধসমূহের মধ্যে কপিল মুনি ॥ ২৬।

আমি অশ্বগণের মধ্যে অমৃতমথনসম্ভূত উচ্চৈঃশ্রবা, হস্তি-সমূহের মধ্যে ঐরাবত, মানবসকলের মধ্যে আমাকে রাজা বলিয়া জানিবে ॥ ২৭

আমি অস্ত্রসমূহের মধ্যে বজ্র, ধেনুসমূহের মধ্যে কামধেনু, উৎপত্তির কারণ কামদেব আমি, সর্পসমূহের মধ্যে বাসুকি আমি ॥ ২৮

নির্ব্বিষ জলজন্তুগণের মধ্যে আমি অনন্ত ও জলজন্তুসকলের মধ্যে বরুণ, পিতৃগণের মধ্যে অর্য্যমা, নিয়মকারিসমূহের মধ্যে আমি যম ॥ ২৯

আমি দৈত্যসমূহের মধ্যে প্রহ্লাদ, গণনাকারিগণের মধ্যে কাল, আমি মৃগসকলের মধ্যে পশুরাজ সিংহ ও পক্ষিদিগের মধ্যে গরুড় ॥ ৩০

পবনঃ পবতামস্মি রামঃ শস্ত্রভৃতামহম্।
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামস্মি জাহ্নবী ॥ ৩১
সর্গাণামাদিরন্তশ্চ মধ্যং চৈবাহমর্জ্জুন।
অধ্যাত্মবিদ্যা বিদ্যানাং বাদঃ প্রবদতামহম্ ॥ ৩২
অক্ষরাণামকারোঽস্মি দ্বন্দ্বঃ সামাসিকস্য চ।
অহমেবাক্ষয়ঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩

টীকা—পবন ইতি। পবতাং পাবয়িতৃণাং বেগবতাং বা মধ্যে বায়ুরহমস্মি, শস্ত্রভৃতাং বীরাণাং মধ্যে রামো দাশরথিঃ যদ্বা রামঃ পরশুরামঃ; ঝষাণাং মৎস্যানাং মধ্যে মকরনামা মৎস্যজাতিবিশেষস্তিমিঙ্গিলোঽহম্; স্রোতসাং প্রবাহোদকানাং মধ্যে ভাগীরথী ॥ ৩১

টীকা—সর্গাণামিতি। সৃজ্যন্ত ইতি সর্গা আকাশাদয়স্তেষামাদিরন্তশ্চ মধ্যঞ্চৈবাহম্; 'অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ' ইত্যত্র সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্বং পারমেশ্বর্যমুক্তম্। অত্র তে সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়া মদ্বিভূতিত্বেন ধ্যেয়া ইত্যুচ্যত ইতি বিশেষঃ। অধ্যাত্মবিদ্যা আত্মবিদ্যা, প্রবদতাং বাদিনাং সম্বন্ধিনো বাদজল্পবিতণ্ডাখ্যাস্তিস্রঃ কথাঃ প্রসিদ্ধাস্তাসাং মধ্যে বাদোঽহম্, যত্র স্বাভ্যামপি প্রমাণতর্কাভ্যাং স্বপক্ষঃ স্থাপ্যতে, পরপক্ষশ্ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈর্দূষ্যতে স জল্পো নাম। যত্র ত্বেকঃ স্বপক্ষং স্থাপয়তি, অন্যস্তু ছলজাতিনিগ্রহস্থানৈস্তৎপক্ষং দূষয়তি ন তু স্বপক্ষং স্থাপয়তি সা বিতণ্ডা নাম কথা; তত্র তত্ত্ববিতণ্ডে বিজিগীষমাণয়োর্বাদিনোঃ শক্তিপরীক্ষামাত্রফলে, বাদস্তু বীতরাগয়োঃ শিষ্যাচার্য্যয়োরুভয়োর্বা তত্ত্বনিরূপণফলশ্চ, অতোঽসৌ শ্রেষ্ঠত্বাদ্বিভূতিরিত্যর্থঃ ॥ ৩২

টীকা—অক্ষরাণামিতি। অক্ষরাণাং বর্ণানাং মধ্যে অকারোঽস্মি তস্য সর্ব্ববাঙ্ময়ত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ, তথাচ শ্রুতিঃ "অকারো বৈ সর্ব্বা বাক্, সৈষা স্পর্শোষ্মভির্ব্যজ্যমানা বহ্বী নানারূপা ভবতি" ইতি। সামাসিকস্য সমাসসমূহস্য মধ্যে দ্বন্দ্বঃ রামকৃষ্ণাবিত্যাদিসমাসোঽস্মি, উভয়পদপ্রধানত্বেন শ্রেষ্ঠত্বাৎ। অক্ষয়ঃ প্রবাহরূপঃ কালোঽহমস্মি, 'কালঃ' কলয়তামহম্ ইত্যত্রায়ুর্গণনাত্মকঃ সংবৎসরশতাত্মায়ুঃস্বরূপঃ কাল উক্তঃ, স চ তস্মিন্নায়ুষি ক্ষীণে সতি ক্ষীয়তে, অত্র তু প্রবাহাত্মকোঽক্ষয়ঃ কাল উচ্যতে ইতি বিশেষঃ। কর্ম্মফলবিধাতৃণাং মধ্যে বিশ্বতোমুখো ধাতা সর্ব্বকর্ম্মফলবিধাতাঽহমিত্যর্থঃ ॥ ৩৩

টীকা—মৃত্যুরিতি। সংহারকাণাং মধ্যে সর্ব্বহরো মৃত্যুরহং, ভবিষ্যতাং ভাবিকল্যাণানাং প্রাণিনামুদ্ভবোঽভ্যুদয়োঽহম্; নারীণাং মধ্যে কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ সপ্ত দেবতারূপাঃ স্ত্রিয়োঽহম্। যাসামাভাসমাত্রযোগেন প্রাণিনঃ শ্লাঘ্যা ভবন্তীতি তাঃ কীর্ত্ত্যাদ্যাঃ স্ত্রিয়ো মদ্বিভূতয়ঃ ॥ ৩৪

টীকা—বৃহৎসামেতি। "ঽনিধি হবামহে" ইত্যাদৌ ঋচি গীয়মানং বৃহৎসামাহং, তেন চেন্দ্রঃ সর্ব্বেশ্বরত্বেন স্তূয়ত ইতি শ্রৈষ্ঠ্যং দর্শিতম্। ছন্দোবিশিষ্টানাং মন্ত্রাণাং মধ্যে গায়ত্রীমন্ত্রোঽহম্, দ্বিজত্বাপাদকত্বেন সোমহরণেন চ শ্রেষ্ঠত্বাৎ। কুসুমাকরো বসন্তঃ ॥ ৩৫

টীকা—দ্যূতমিতি। ছলয়তামন্যোন্যবঞ্চনপরাণাং সম্বন্ধি দ্যূতমস্মি; তেজস্বিনাং প্রভাববতাং তেজঃ প্রভাবো-

আমি পবিত্রকারিদিগের মধ্যে বায়ু, শস্ত্রধারী বীরসকলের মধ্যে দাশরথি রাম, মৎস্যগণের মধ্যে মকর (তিমিঙ্গিল), স্রোতস্বিনিগণের মধ্যে আমি ভাগিরথী গঙ্গা ॥ ৩১

সৃষ্ট বস্তুসমূহের মধ্যে আমি, অন্ত ও মধ্য আমিই; আমি সমিদ বিদ্যার মধ্যে আত্মবিদ্যা, বাদিগণের মধ্যে আমি বাদ ॥ ৩২

অক্ষরসকলের মধ্যে আমি অকার অক্ষর আমি, সমাসের মধ্যে উভয়পদ প্রধান দ্বন্দ্বসমাস আমি, আমিই চিরস্থায়ী কাল আর কর্ম্মফল বিধাতাগণের মধ্যে বিশ্বতোমুখ কর্ম্মফল বিধাতা আমি ॥ ৩৩

আমি সর্গসংহারকগণের মধ্যে মৃত্যু, ভাবী মঙ্গললাভযোগ্য প্রাণীদিগের অভ্যুদয়, নারীসমূহের মধ্যে কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্ স্মৃতি, মেধা, ধৃতি ও ক্ষমা এই সমস্ত দেবতারূপী রমণী আমিই ॥ ৩৪

আমি সামসমূহের মধ্যে বৃহৎসাম, ছন্দঃসকলের মধ্যে গায়ত্রী, সমস্ত বাসের মধ্যে অগ্রহায়ণ, ঋতুগণের মধ্যে কুসুমাকর বসন্ত আমি ॥ ৩৫

আমি পরস্পর বঞ্চনাকারিদিগের দ্যূত, প্রভাবসম্পন্নগণের মধ্যে প্রভাব, তেজস্বিসকলের আমি তেজ, উদ্যম-বিশিষ্টসমূহের উদ্যম ও সত্ত্বসম্পন্নগণের সত্ত্ব ॥ ৩৬

বৃষ্ণীনাং বাসুদেবোঽস্মি পাণ্ডবানাং ধনঞ্জয়ঃ।
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনা কবিঃ ॥ ৩৭
দণ্ডো দময়তামস্মি নীতিরস্মি জিগীষতাম্।
মৌনং চৈবাস্মি গুহ্যানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্ ॥ ৩৮
যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জুন।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥ ৩৯
নান্তোঽস্তি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পরন্তপ।
এষ তূদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতের্বিস্তরো ময়া ॥ ৪০

যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তৎ তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসম্ভবম্ ॥ ৪১
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
বিভূতিযোগো নাম দশমোঽধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্বণি তু চতুস্ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

ঽস্মি, জেতৃণাং জয়োঽস্মি, ব্যবসায়িনামুদ্যমবতাং ব্যবসায় উদ্যমোঽস্মি, সত্ত্ববতাং সাত্ত্বিকানাং সত্ত্বমহম্ ॥ ৩৬

টীকা—বৃষ্ণীনামিতি। বাসুদেবো যোঽহং ত্বামুপদিশামি; ধনঞ্জয়স্তমেব মদ্বিভূতিঃ। মুনীনাং বেদার্থমননশীলানাং বেদব্যাসোঽহমস্মি, কবীনাং ক্রান্তদর্শিনাং মধ্যে উশনা নাম কবিঃ শুক্রঃ ॥ ৩৭

টীকা—দণ্ড ইতি। দময়তাং দমনকর্তৃণাং সম্বন্ধী দণ্ডোঽস্মি, যেনাসংযতা অপি সংযতা ভবন্তি স দণ্ডো মদ্বিভূতিঃ। জেতুমিচ্ছতাং সম্বন্ধিনী সামাদ্যুপায়রূপা নীতিরস্মি, গুহ্যানাং গোপ্যানাং গোপনহেতুর্মৌনবচনমহমস্মি, ন হি তূষ্ণীং স্থিতস্যাভিপ্রায়ো জ্ঞায়তে। জ্ঞানবতাং তত্ত্বজ্ঞানিনাং যজ্ জ্ঞানং তদহমস্মি ॥ ৩৮

টীকা—যচ্চাপীতি। যদপি সর্বভূতানাং বীজং প্ররোহকারণং তদহম্, তত্র হেতুঃ—ময়া বিনা যৎ স্যাদ্ভবেৎ, তচ্চরাচরং ভূতং নাস্ত্যেবেতি ॥ ৩৯

টীকা — প্রকরণার্থমুপসংহরতি — নান্তোঽস্তীতি।

আমি বৃষ্ণিগণের মধ্যে বাসুদেব, পাণ্ডবসকলের মধ্যে ধনঞ্জয়, মুনিবৃন্দের মধ্যে বেদব্যাস, কবিগণের মধ্যে আমি কবি শুক্রাচার্য্য ॥ ৩৭

আমি দমন কর্ত্তাগণের দণ্ড, জয়েচ্ছুদিগের নীতি, গোপনীয় সকলের মধ্যে গোপনের হেতু মৌনবচন আমি, জ্ঞানিদিগের আমি জ্ঞান ॥ ৩৮

হে অর্জুন! সর্বভূতের বীজ যাহা, তাহাও আমি। আমি ভিন্ন চরাচর ভূত আর নাই ॥ ৩৯

হে পরন্তপ! আমার লোকাতীত বিভূতিসকলের শেষ নাই। এই বিভূতি আমি তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম ॥ ৪০

ঐশ্বর্যসমন্বিত, সম্পত্তিসম্পন্ন, কোন প্রভাব-বলাদি গুণের দ্বারা শ্রেষ্ঠ যে যে বস্তুমাত্র আছে, সেই সেই সমস্ত পদার্থ আমার তেজের অংশে সমুৎপন্ন হইয়া অবগত হইবে ॥ ৪১

অথবা হে অর্জুন! তোমার বহু জানিবার কি প্রয়োজন? আমি এই চরাচর সমগ্র জগৎ একাংশের দ্বারা সমাক্রান্ত করিয়া অবস্থান করিতেছি ॥ ৪২

ইতি শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত মহাভারতে শতসাহস্রী সংহিতা মধ্যে ভীষ্মপর্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণ অর্জুন-সংবাদে বিভূতিযোগ নামক দশম অধ্যায় ॥ ১০

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে চতুস্ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত

পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ামেকাদশোঽধ্যায়ঃ)

[বিশ্বরূপং প্রদর্শয়িতুং পার্থস্য প্রার্থনা, ভগবতা, সঞ্জয়েন চ বিশ্বরূপস্য বর্ণনম্, অর্জুনেন ভগবদ্বিশ্বরূপদর্শনম্, ভয়ভীতেন পার্থেন ভগবতঃ স্তুতিঃ ; ভগবতা বিশ্বরূপ-চতুর্ভুজরূপয়োর্দর্শনমহিমানমনুবর্ণ্য কেবলয়ানন্যয়া ভক্ত্যৈব যথাপ্তেঃ প্রতিপাদনঞ্চ।]

অর্জুন উবাচ।

মদনুগ্রহায় পরমং গুহ্যমধ্যাত্মসংজ্ঞিতম্।
যৎ ত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোঽয়ং বিগতো মম ॥ ১
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিস্তরশো ময়া।
ত্বত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ ॥ ২
এবমেতদ্ যথাত্থ ত্বমাত্মানং পরমেশ্বর।
দ্রষ্টুমিচ্ছামি তে রূপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষ্টুমিতি প্রভো।
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াত্মানমব্যয়ম্ ॥ ৪

টীকা—"বিভূতিবৈভবং প্রোচ্য কৃপয়া পরয়া হরিঃ।
নিদ্রুক্ষোরর্জুনস্যাথ বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ।"

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইতি বিশ্বাত্মকং পরমেশ্বররূপমুপক্ষিপ্তং, তদ্দিদৃক্ষুঃ পূর্ব্বোক্তমভিনন্দন্নর্জুন উবাচ মদনুগ্রহায়েতি চতুর্ভিঃ। মমানুগ্রহায় শোকনিবৃত্তয়ে পরমং পরমাত্মনিষ্ঠং গুহ্যং গোপ্যমপি অধ্যাত্মসংজ্ঞিতমাত্মানাত্মবিবেকবিষয়ং যদুক্তং বচঃ "অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বম্" ইত্যাদি ষষ্ঠাধ্যায়পর্য্যন্তং যদ্বাক্যং, তেন মমায়ং মোহঃ—'অহং হন্তা, এতে চ হন্তব্যা' ইত্যাদিলক্ষণো ভ্রমো বিগতো বিনষ্টঃ আত্মনঃ কর্ত্তৃত্বাদ্যভাবোক্তেঃ ॥ ১

টীকা—কিঞ্চ ভবাপ্যয়ৌ ইতি। ভূতানাং ভবাপ্যয়ৌ ত্বত্তঃ সকাশাদেব ভবত ইতি শ্রুতৌ ময়া "অহং কৃৎস্নস্য জগতঃ প্রভবঃ প্রলয়স্তথা" ইত্যাদৌ বিস্তরশঃ পুনঃ পুনঃ। কমলপত্রে ইব সুপ্রসন্নে বিশালে অক্ষিণী যস্য হে কমলপত্রাক্ষ। মাহাত্ম্যমপি চাব্যয়ম্ অক্ষয়ং শ্রুতং বিশ্বসৃষ্ট্যাদিকর্ত্তৃত্বেঽপি সর্ব্বনিয়ন্তৃত্বেঽপি শুভাশুভকর্ম্মফলদাতৃত্বেঽপি বন্ধমোক্ষাদিবিচিত্রফলদাতৃত্বেঽপি অবিকারাদ্বৈষম্যাসঙ্কৌদাসীন্যাদিলক্ষণপরিনিষ্ঠং মহত্ত্বঞ্চ শ্রুতম্ "অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যন্তে মামবুদ্ধয়ঃ" ইতি, "ময়া ততমিদং সর্ব্বং"মিতি "ন চ মাং তানি কর্ম্মাণী"তি, "সমোঽহং সর্ব্বভূতেষি"ত্যাদিনা চ, অতস্বৎপরতন্ত্রত্বাদপি জীবানামহং কর্ত্তেত্যাদি মদীয়ো মোহো বিগত ইতি ভাবঃ ॥ ২

টীকা—কিঞ্চ এবমেতদিতি। "ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানা"মিত্যাদি, ময়া শ্রুতং যথা বেদোনীমাত্মানং ত্বমাত্থ "বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ" ইত্যেবং কথয়সি, হে পরমেশ্বর! এতদেবমেব অত্রাপ্যবিশ্বাসো মম নাস্তি ; তথাপি হে পুরুষোত্তম! তবৈশ্বরং জ্ঞানৈশ্বর্য্যশক্তিবীর্য্যাদিভিঃ সম্পন্নং রূপং কৌতূহলাদহং দ্রষ্টুমিচ্ছামি। ন চাহং দ্রষ্টুমিচ্ছামীত্যেতাবতৈব ত্বয়া তদ্রূপং দর্শয়িতব্যং কিং তর্হি মন্যস ইতি। যোগিন এব যোগান্তেষামীশ্বর! ময়ার্জ্জুনেন তদ্রূপং দ্রষ্টুং শক্যমিতি যদি মন্যসে, ততস্তর্হি স্বরূপং পরমাত্মানমব্যয়ং নিত্যং মম দর্শয় ॥ ৩-৪

একাদশ অধ্যায়।

[বিশ্বরূপ-বর্ণন করাইবার জন্য পার্থের প্রার্থনা, শ্রীভগবান্ ও সঞ্জয় দ্বারা বিশ্বরূপের বর্ণনা। অর্জুনকর্ত্তৃক শ্রীভগবদ্বিশ্বরূপের দর্শন, ভয়ভীত পার্থে দ্বারা শ্রীভগবানের স্তুতি। শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক চতুর্ভুজ ও বিশ্বরূপদর্শনের মহিমা বর্ণনা করিয়া কেবল অনন্যভক্তি দ্বারাই ভগবৎপ্রাপ্তি প্রতিপাদন।]

অর্জুন বলিলেন—আমার প্রতি কৃপাপূর্ব্বক শোক-নিবৃত্তির জন্য অতিশয় গোপনীয় আত্মানাত্মবিবেকবিষয়ক যে কথাসকল তুমি বলিলে, তাহা দ্বারা আমার "আমি হন্তা, ইহারা হন্তব্য হইবে" এরূপ ভ্রম বিনষ্ট হইয়াছে। ১

হে কমলপত্রাক্ষ! তোমার নিকটে প্রাণিগণের উৎপত্তি ও নাশও আমি বিস্তারপূর্ব্বক শুনিয়াছি—আত্মতত্ত্বহিত অক্ষয় মহিমাও শুনিলাম। ২

হে পরমেশ্বর! যেরূপ তুমি আমাকে (আপনার প্রভাব) বলিলে তাহা এইরূপ ইহাতে আমার অবিশ্বাস নাই। তথাপি হে পুরুষোত্তম! তোমার ঐশ্বর্য্যজ্ঞান, ঐশ্বর্য্যশক্তি ও বীর্য্যাদিসম্পন্ন রূপ দেখিতে ইচ্ছা করি। ৩

যদি সেইরূপ আমি দেখিবার যোগ্য মনে কর, তাহা হইলে হে যোগেশ্বর! তুমি আমাকে তোমার অবিনাশী নিত্যরূপ প্রদর্শন করাও। ৪

শ্রীভগবানুবাচ।

পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোঽথ সহস্রশঃ।
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ ॥ ৫
পশ্যাদিত্যান্ বসূন্ রুদ্রানশ্বিনৌ মরুতস্তথা।
বহূন্যদৃষ্টপূর্ব্বাণি পশ্যাশ্চর্য্যাণি ভারত ॥ ৬
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং পশ্যাদ্য সচরাচরম্।
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্যদ্ দ্রষ্টুমিচ্ছসি ॥ ৭

টীকা—এবং প্রার্থিতঃ সন্নতাদ্ভুতং রূপং দর্শয়িষ্যন্ সাবধানো ভবেত্যেবমর্জ্জুনমভিমুখীকরোতি—শ্রীভগবানুবাচ—পশ্যেতি চতুর্ভিঃ। রূপস্যৈকত্বেঽপি নানাবিধত্বাদ্-রূপাণীতি বহুবচনম্, নানাবিধানি অপরিমিতানি অনেক-প্রকারাণি দিব্যান্যলৌকিকানি মম রূপাণি পশ্য, বর্ণাঃ শুক্ল-কৃষ্ণাদয়ঃ আকৃতয়ঃ অবয়বসন্নিবেশবিশেষাঃ, নানা অনেকে বর্ণা আকৃতয়শ্চ যেষাং তানি নানাবর্ণাকৃতীনি ॥ ৫

টীকা—তান্যেবাহ—পশ্যেতি। আদিত্যাদীন্ মম দেহে পশ্য, মরুত একোনপঞ্চাশদ্দেবতাবিশেষান্, অদৃষ্ট-পূর্ব্বাণি যানি বাঙ্ময়েন বা পূর্ব্বমদৃষ্টানি বা রূপাণি আশ্চর্য্যাণ্যত্যদ্ভুতানি ॥ ৬

টীকা—কিঞ্চ ইহৈকস্থমিতি। তত্র তত্র পরিভ্রমতা বর্ষকোটিভিরপি দ্রষ্টুমশক্যং কৃৎস্নমপি চরাচরসহিতং জগদিহাস্মিন্ মম দেহেঽবয়বকল্পেনৈকত্র স্থিতমদ্যাধুনৈব পশ্য। যচ্চান্যদ্ভূতং জগদাশ্রয়ভূতং কারণস্বরূপং জগতশ্চাবস্থা-বিশেষাদিকং জয়পরাজয়াদিকঞ্চ যচ্চ যদপ্যন্যদ্দ্রষ্টুমিচ্ছসি তৎ সর্ব্বং পশ্য ॥ ৭

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ! আমার অলৌকিক অনেক প্রকার বহু অবয়ববিশিষ্ট শত শত সহস্র সহস্র রূপসকল দেখ ॥ ৫

হে ভারত! দ্বাদশ আদিত্য, অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, অশ্বিনী-কুমারযুগল, মরুদ্গণ ও অনেক অদৃষ্টপূর্ব্ব অতি আশ্চর্য্যজনক বস্তু দর্শন কর ॥ ৬

হে গুড়াকেশ! আমার এই শরীরে সমগ্র স্থাবরজঙ্গমাত্মক জগৎ এবং অন্য যাহা কিছু দেখিতে অভিলাষী হও, সে সমস্ত দর্শন কর ॥ ৭

ন তু মাং শক্যসে দ্রষ্টুমনেনৈব স্বচক্ষুষা।
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ॥ ৮

সঞ্জয় উবাচ।

এবমুক্ত্বা ততো রাজন্ মহাযোগেশ্বরো হরিঃ।
দর্শয়ামাস পার্থায় পরমং রূপমৈশ্বরম্ ॥ ৯
অনেকবক্ত্রনয়নমনেকাদ্ভুতদর্শনম্।
অনেকদিব্যাভরণং দিব্যানেকোদ্যতায়ুধম্ ॥ ১০

টীকা—যদুক্তমর্জ্জুনেন "মন্যসে যদি তচ্ছক্যম্" ইতি তত্রাহ—ন তু মামিতি। অনেনৈব তু স্বকীয়েন চর্ম্ম-চক্ষুষা মাং দ্রষ্টুং ন শক্যসে শক্তো ন ভবিষ্যসি। অতোঽহং দিব্যমলৌকিকং জ্ঞানাত্মকং চক্ষুস্তভ্যং দদামি মমৈশ্বরমসাধারণং যোগং যুক্তিমঘটিতঘটনাসামর্থ্যং পশ্য ॥ ৮

টীকা—এবমুক্ত্বা ভগবানর্জ্জুনায় স্বরূপং দর্শিতবাংস্তচ্চ রূপং দৃষ্ট্বার্জ্জুনঃ শ্রীকৃষ্ণং বিজ্ঞাপিতবানিতীমমর্থং ষড়্ভিঃ শ্লোকৈর্ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ—এবমুক্ত্বেতি। হে রাজন্ ধৃতরাষ্ট্র! মহাযোগেশ্বরশ্চ হরিঃ পরমৈশ্বরং রূপং দর্শিতবান্ ॥ ৯

টীকা—কথম্ভূতং তদিত্যাহ—অনেকবক্ত্রনয়নমিতি। অনেকানি বক্ত্রাণি নয়নানি চ যস্মিংস্তৎ, অনেকেষামদ্-ভুতানাং দর্শনং যস্মিংস্তৎ, অনেকানি দিব্যাভরণানি যস্মিংস্তৎ, দিব্যান্যনেকানি উদ্যতানি আয়ুধানি যস্মিংস্তৎ। কিঞ্চ দিব্যেতি। দিব্যানি মাল্যাম্বরাণি চ ধারয়তীতি তৎ, তথা দিব্যো গন্ধো যস্য তাদৃশমনুলেপনং যস্য তৎ, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়মনেকাশ্চর্য্যপ্রায়ং দেবং দ্যোতনাত্মকম্,

তোমার প্রাকৃতনয়নের দ্বারা আমার অপ্রাকৃত-রূপ দর্শনে সমর্থ হইবে না, তজ্জন্য তোমাকে অতীন্দ্রিয়দর্শী নেত্র প্রদান করিতেছি, তুমি আমার অসাধারণ অঘটনঘটনসমর্থ ঐশ্বরিকরূপ অবলোকন কর ॥ ৮

সঞ্জয় বলিলেন,—হে নরবর! মহাযোগেশ্বর হরি এইরূপ কথনানন্তর অর্জ্জুনকে অপ্রাকৃত ঐশ্বরিক রূপ দর্শন করাইলেন ॥ ৯

অনেক মুখ ও নয়ন, বহু আশ্চর্য্য দর্শন, নানাবিধ মনোহর আভরণযুক্ত, অলৌকিক বহু উদ্যোলিত অস্ত্র, অপ্রাকৃত মাল্যাম্বর

দিব্যমাল্যাম্বরধরং দিব্যগন্ধানুলেপনম্।
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্ ॥ ১১
দিবি সূর্য্যসহস্রস্য ভবেদ্ যুগপদুত্থিতা।
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ ভাসস্তস্য মহাত্মনঃ ॥ ১২
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎস্নং প্রবিভক্তমনেকধা।
অপশ্যদ্ দেবদেবস্য শরীরে পাণ্ডবস্তদা ॥ ১৩
ততঃ স বিস্ময়াবিষ্টো হৃষ্টরোমা ধনঞ্জয়ঃ।
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতাঞ্জলিরভাষত ॥ ১৪

অর্জুন উবাচ।

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্।
ব্রহ্মাণমীশং কমলাসনস্থ-
মৃষীংশ্চ সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্ ॥ ১৫
অনেকবাহূদরবক্ত্রনেত্রং
পশ্যামি ত্বাং সর্বতোঽনন্তরূপম্।
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং
পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ ॥ ১৬
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ
তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তিমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষ্যং সমন্তা-
দ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্ ॥ ১৭

অনন্তমপরিচ্ছিন্নং, বিশ্বতঃ সর্ব্বতোমুখানি যস্মিংস্তৎ। বিশ্বরূপদীপ্তেরনিরূপণমন্যমাহ—দিবি সূর্য্যেতি। দিবি আকাশে সূর্য্যসহস্রস্য যুগপদুত্থিতস্য যদি যুগপদুত্থিতা ভাঃ প্রভা ভবেত্তর্হি সা তদা মহাত্মনো বিশ্বরূপস্য ভাসঃ প্রভায়াঃ কথঞ্চিৎ সদৃশী স্যাৎ, অত্যল্পোপমা নাস্ত্যেবেত্যর্থঃ। তথাভূতং রূপং দর্শয়ামাসেতি পূর্ব্বেণৈবান্বয়ঃ। ততঃ কিং বৃত্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ—তত্রেতি। অনেকধা প্রবিভক্তং নানাবিভাগেনাবস্থিতং কৃৎস্নং জগৎ দেবদেবস্য শরীরে তদবয়বরূপেণ একত্র ব্যবস্থিতং তদা পাণ্ডবোঽর্জ্জুনঃ অপশ্যৎ ॥ ১০-১৩

টীকা—এবং দৃষ্ট্বা কিং কৃতবানিত্যত্রাহ—তত ইতি। ততো দর্শনানন্তরং বিস্ময়েনাবিষ্টো ব্যাপ্তঃ সন্ হৃষ্টানি উৎপুলকিতানি রোমাণি যস্য স ধনঞ্জয়ঃ দেবং তমেব শিরসা

পরিহিত, স্বর্গীয় গন্ধ-অনুলেপনযুক্ত, সর্ব্বাশ্চর্য্যময়, জ্যোতির্ম্ময়, অনন্ত ও সকলদিকে মুখবিরাজিত রূপ দর্শন করাইলেন ॥ ১০-১১

যদি আকাশে সহস্র সূর্য্যের জ্যোতি সমকালে সমুত্থিত হয় তাহা হইলে সেই নিরতিশয় জ্যোতি সেই মহাত্মা বিশ্বরূপধারীর অপরিমিত জ্যোতির উপমা হইতে পারে। ইহা ব্যতীত সে রূপের উপমা নাই ॥ ১২

তখন অর্জুন সেই দেহে দেবতাগণের দেবতা নানাবিভাগে অবস্থিত সম্পূর্ণ জগৎ একত্র বিরাজমান দেখিলেন ॥ ১৩

অতঃপর ধনঞ্জয় বিস্ময়বিমুগ্ধচিত্তে রোমাঞ্চিতকলেবরে জ্যোতির্ম্ময় বিশ্বরূপকে মস্তকের দ্বারা প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিলেন ॥ ১৪

প্রণম্য কৃতাঞ্জলিঃ সম্পুটীকৃতহস্তো ভূত্বা অভাষত উক্তবান্ ॥ ১৪

টীকা—ভাষণমেবাহ—পশ্যামীতি সপ্তদশভিঃ। হে দেব! তব দেহে দেবান্ আদিত্যাদীন্ পশ্যামি, তথা সর্ব্বান্ কৃতবিশেষাণাং জরায়ুজাণ্ডজাদীনাং সঙ্ঘাংশ্চ, তথা দিব্যান্ ঋষীন্ বশিষ্ঠাদীন্, উরগাংশ্চ তক্ষকাদীন্, তথা তেষাং দেবাদীনামীশং স্বামিনং ব্রহ্মাণঞ্চ, কথম্ভূতং? কমলাসনস্থং পৃথিবীপদ্মকর্ণিকায়াং মেরৌ স্থিতমিত্যর্থঃ, যদ্বা তন্নাভিপদ্মাসনস্থমিতি ॥ ১৫

টীকা—কিঞ্চ অনেকানি বাহ্বাদীনি যস্য তাদৃশং ত্বাং পশ্যামি, অনন্তানি রূপাণি যস্য তং ত্বাং সর্ব্বতঃ পশ্যামি, তব তু অন্তং মধ্যমাদিঞ্চ ন পশ্যামি সর্ব্বগতত্বাৎ ॥ ১৬

টীকা—কিঞ্চ কিরীটিনমিতি। কিরীটিনং মুকুটবন্তং,

অর্জুন বলিলেন,—হে দেব! তোমার শরীরে নিখিল দেবতা ও জরায়ুজ অণ্ডজাদি-কৃতসকল, ঋষিগণকে, সমুদয় সর্পকে ও পৃথিবী-পদ্মকর্ণিকাস্থিত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মাকে দেখিতেছি ॥ ১৫

হে বিশ্বেশ্বর বিশ্বরূপ! অনেক বাহু, উদর, নয়ন অপরিচ্ছিন্ন তোমাকে সকলদিকে দেখিতেছি, কিন্তু অন্ত-মধ্য-আদি কিছুই দেখিতে পাইতেছি না ॥ ১৬

মস্তকে কিরীট, হস্তে গদা ও চক্র, সকল দিকে প্রভাসম্পন্ন, জ্যোতিঃপুঞ্জ, দুর্দর্শ, অমিত অনল ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিযুক্ত, 'এইরূপ ইহা' নিশ্চয় করিতে অশক্য, অবিষয়ীভূত তোমাকে সকল দিকে দেখিতেছি ॥

ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতো মে ॥ ১৮
অনাদিমধ্যান্তমনন্তবীর্য্য-
মনন্তবাহুং শশিসূর্য্যনেত্রম্।
পশ্যামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ত্রং
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপন্তম্ ॥ ১৯
দ্যাবাপৃথিব্যোরিদমন্তরং হি
ব্যাপ্তং ত্বয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ।
দৃষ্ট্বাদ্ভুতং রূপমুগ্রং তবেদং
লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্ ॥ ২০
অমী হি ত্বাং সুরসঙ্ঘা বিশন্তি
কেচিদ্ ভীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণন্তি।
স্বস্তীত্যুক্ত্বা মহর্ষিসিদ্ধসঙ্ঘাঃ
স্তুবন্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পুষ্কলাভিঃ ॥ ২১
রুদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা
বিশ্বেঽশ্বিনৌ মরুতশ্চোষ্মপাশ্চ।
গন্ধর্ব-যক্ষাসুর-সিদ্ধসঙ্ঘা
বীক্ষন্তে ত্বাং বিস্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ২২

সদিনং সদাবস্তুং, চক্রিণং চক্রবন্তং, সর্বতোদীপ্তিমন্তং তেজঃপুঞ্জরূপং তথা দুর্নিরীক্ষ্যং দ্রষ্টুমশক্যং, তত্র হেতুঃ—দীপ্তয়োরনলার্কয়োর্জ্যোতিরিব দ্যুতিস্তেজো যস্য তম্। অত এব অপ্রমেয়ম্ এবম্ভূত ইতি নিশ্চেতুমশক্যং ত্বাং সমন্ততঃ পশ্যামি ॥ ১৭

টীকা—যস্মাদেবং তবাতর্ক্যমৈশ্বর্য্যং তস্মাত্ত্বমিতি। ত্বমেব অক্ষরং পরমং ব্রহ্ম। কথম্ভূতম্? বেদিতব্যং মুমুক্ষুভির্জ্ঞাতব্যং ত্বমেবাস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং নিধীয়তেঽস্মিন্নিতি নিধানং প্রকৃষ্টাশ্রয়ঃ, অত এব ত্বমব্যয়ো নিত্যঃ, শাশ্বতস্য ধর্ম্মস্য গোপ্তা পালকঃ, সনাতনশ্চিরন্তনঃ পুরুষো মতো মে মম সম্মতোঽসি ॥ ১৮

টীকা—কিঞ্চ অনাদীতি। অনাদিমধ্যান্তম্ উৎপত্তি-স্থিতিলয়রহিতম্। অনন্তং বীর্য্যং প্রভাবো যস্য তম্, অনন্তবাহুম্ অনন্তা বাহবো যস্য তং, শশি-সূর্য্যৌ নেত্রে

তুমি মুমুক্ষুগণের জ্ঞাতব্য অক্ষর ওঁকার পরম ব্রহ্ম, তুমি এই বিশ্বের প্রধান আশ্রয়, তুমি বিনাশরহিত, সর্ব্ববিকারশূন্য; নিত্যধর্ম্মের রক্ষক, তুমি চিরস্থায়ী পুরুষ বলিয়া আমি মনে করি ॥ ১৮

উৎপত্তি-স্থিতি-বিবর্জ্জিত, অপরিমিত প্রভাবশালী, অনন্ত বাহুবিশিষ্ট, চন্দ্র-সূর্য্য তোমার নয়ন যুগল, প্রদীপ্ত অগ্নির ন্যায় তোমার মুখ, তুমি স্বকীয় তেজের দ্বারা সমগ্র বিশ্বকে সন্তপ্ত করিতেছ, এরূপ তোমাকে দর্শন করিতেছি ॥ ১৯

হে মহাত্মন্! স্বর্গ, পৃথিবী, আকাশ, একমাত্র তোমার দ্বারা পূর্ণ ও দিক্‌সকল আচ্ছন্ন হইয়াছে। আশ্চর্য্যজনক তোমার এই ভীষণ রূপ দেখিয়া ত্রিলোক প্রপীড়িত দেখিতেছি ॥ ২০

এই সুরসঙ্ঘ ও তোমার শরণগ্রহণ করিতেছেন, কেহ অতি-ভীত হইয়া দূরে অবস্থানপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে স্তব করিতেছেন, মহর্ষিনিকর "স্বস্তি" এই কথা উচ্চারণ করত অতি শোভন স্তুতির দ্বারা তোমাকে স্তব করিতেছেন ॥ ২১

রুদ্র ও আদিত্যসকল, বসুগণ ও সাধ্যগণ, সমুদয় বিশ্বেদেব, অশ্বিনীকুমারদ্বয় ও মরুদ্গণ, পিতৃনিকর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অসুর, সিদ্ধনিবহ সকলেই বিস্ময়াপন্ন হইয়া তোমাকেই নিরীক্ষণ করিতেছেন ॥ ২২

রূপং মহৎ তে বহুবক্ত্রনেত্রং
মহাবাহো বহুবাহূরুপাদম্।
বহূদরং বহুদংষ্ট্রা করালং
দৃষ্ট্বা লোকাঃ প্রব্যথিতাস্তথাহম্ ॥ ২৩

নভঃস্পৃশং দীপ্তমনেকবর্ণং
ব্যাত্তাননং দীপ্তবিশালনেত্রম্।
দৃষ্ট্বা হি ত্বাং প্রব্যথিতান্তরাত্মা
ধৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্ণো ॥ ২৪

দংষ্ট্রাকরালানি চ তে মুখানি
দৃষ্ট্বৈব কালানলসন্নিভানি।
দিশো ন জানে ন লভে চ শর্ম
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ২৫

অমী চ ত্বাং ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ
সর্বে সহৈবাবনিপালসঙ্ঘৈঃ।
ভীষ্মো দ্রোণঃ সূতপুত্রস্তথাসৌ
সহাস্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈঃ ॥ ২৬

বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশন্তি
দংষ্ট্রা করালানি ভয়ানকানি।
কেচিদ্ বিলগ্না দশনান্তরেষু
সংদৃশ্যন্তে চূর্ণিতৈরুত্তমাঙ্গৈঃ ॥ ২৭

অশ্বিনৌ দেবৌ, মরুতো মরুদ্গণাশ্চ, উষ্মাণং পিবন্তীত্যূষ্মপাঃ পিতরঃ। "উষ্মভাগা হি পিতরঃ" ইতি শ্রুতেঃ। স্মৃতিশ্চ—"যাবদ্ভূমের্ভবেদ্গ্রং যাবদস্থি বাগ্‌যতাঃ। তাবদস্থান্তি পিতরো যাবন্নোক্তা হবির্গুণাঃ।" গন্ধর্বাশ্চ, যক্ষাশ্চ, অসুরাশ্চ বিরোচনাদয়ঃ, সিদ্ধসঙ্ঘাঃ সিদ্ধানাং সঙ্ঘাশ্চ সর্বে এব বিস্মিতাঃ সন্তঃ ত্বাং বীক্ষন্ত ইত্যন্বয়ঃ ॥ ২২

টীকা—কিঞ্চ রূপমিতি। হে মহাবাহো! মহদভ্যুচ্ছ্রিতং তব রূপং দৃষ্ট্বা লোকাঃ সর্বে প্রব্যথিতা অতিভীতাঃ, তথাহঞ্চ প্রব্যথিতোঽস্মি। কীদৃশং রূপং দৃষ্ট্বা? বহূনি বক্ত্রাণি নেত্রাণি চ যস্মিংস্তৎ, বহবো বাহব উরবঃ পাদাশ্চ যস্মিন্ তৎ, বহূন্যুদরাণি যস্মিংস্তৎ, বহ্বীভির্দংষ্ট্রাভিঃ করালং বিকৃতং রৌদ্রমিত্যর্থঃ ॥ ২৩

টীকা—ন কেবলং ভীতোঽহমেতাবদেব অপি তু নভঃস্পৃশমিতি। নভঃ স্পৃশতীতি নভঃস্পৃক্ তম্ অন্তরীক্ষব্যাপিনমিত্যর্থঃ। দীপ্তং তেজোযুক্তম্, অনেকে বর্ণা যস্য তম্ অনেকবর্ণম্। ব্যাত্তানি বিবৃত্তানি আননানি যস্য তম্। দীপ্তানি বিশালানি নেত্রাণি যস্য তম্। এবম্ভূতং হি ত্বাং দৃষ্ট্বা প্রব্যথিতোঽন্তরাত্মা মনো যস্য সোঽহং ধৃতিং ধৈর্য্যমুপশমঞ্চ ন লভে ॥ ২৪

টীকা—কিঞ্চ দংষ্ট্রেতি। হে দেবেশ! তব মুখানি দৃষ্ট্বা ভয়াবেশেন দিশো ন জানামি। শর্ম চ সুখং ন লভে, ভো জগন্নিবাস! প্রসন্নো ভব। কীদৃশানি মুখানি দৃষ্ট্বা দংষ্ট্রাভিঃ করালানি এবং কালানলঃ প্রলয়াগ্নিস্তৎসদৃশানি ॥ ২৫

টীকা—যচ্চাস্মদ্‌দ্রষ্টুমিচ্ছসীত্যনেনাস্মিন্ সংগ্রামে ভাবিজয়পরাজয়াদিকং মম দেহে পশ্যেতি যদুক্তবতোক্তং তদিদানীং পশ্যন্ আহ—অমী চেতি পঞ্চভিঃ। অমী ধৃতরাষ্ট্রস্য পুত্রাঃ দুর্যোধনাদয়ঃ সর্বে, অবনিপালানাং অন্যদ্রথাধীনানাং রাজ্ঞাং সঙ্ঘৈঃ সমূহৈঃ সহৈব তব বক্ত্রাণি বিশন্তীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তথা ভীষ্মশ্চ দ্রোণশ্চাসৌ সূতপুত্রঃ কর্ণশ্চ, ন কেবলং ত এব বিশন্তি অপি তু প্রতিযোদ্ধারোঽস্মদীয়া যে যোধমুখ্যাঃ শিখণ্ডি-ধৃষ্টদ্যুম্নাদয়স্তৈঃ সহ বক্ত্রাণীতি। এতে সর্বে ত্বরমাণা যাবন্তস্তব দংষ্ট্রাভিঃ করালানি বিকৃতানি ভয়ঙ্করাণি বক্ত্রাণি বিশন্তি, তেষাং

হে মহাবাহো! অনেক যজ্ঞন, নয়ন, বহু বাহু, ঊরু, চরণ, বহু উদর, অনেক ভয়ঙ্কর দন্তবিশিষ্ট তোমার বিশাল রূপ দেখিয়া লোকসমূহ ও আমি প্রপীড়িত হইয়াছি ॥ ২৩

হে বিষ্ণো! গগনস্পর্শী, জ্বলিত, নানাবর্ণবিশিষ্ট, ব্যাদিত যজ্ঞন, তেজোযুক্ত বিপুল লোচন তোমাকে দর্শন করত প্রপীড়িত অন্তঃকরণ আমি ধৈর্য্য ও উপশম পাইতেছি না ॥ ২৪

হে দেবেশ! ভয়ঙ্কর দর্শনদন্তের প্রলয়কালের সংবর্তক অনলের তুল্য আস্যসমূহ দর্শন করিয়াই আমি দিক্‌সকল বুঝিতেছি না, নিদ্রিত হইয়াছে এবং সুখও পাইতেছি না। হে জগন্নিবাস! প্রসন্ন হও ॥ ২৫

নরপতিগণের সহিত ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রসকল ও ভীষ্ম, দ্রোণ সূতপুত্র কর্ণ এবং আমাদের প্রধান যোদ্ধাসমূহ সহ অতিবেগে ধাবিত হইয়া ভয়াবহ ভয়ঙ্কর বিকট বদনসমূহে প্রবেশ করিতেছে, কাহারও চূর্ণিতমস্তক তোমার দশনসন্ধিতে সংলগ্ন দেখা যাইতেছে ॥ ২৬-২৭

যথা নদীনাং বহবোঽম্বুবেগাঃ
সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবন্তি।
তথা তবামী নরলোকবীরা
বিশন্তি বক্ত্রাণ্যভিবিজ্বলন্তি ॥ ২৮

যথা প্রদীপ্তং জ্বলনং পতঙ্গা
বিশন্তি নাশায় সমৃদ্ধবেগাঃ।
তথৈব নাশায় বিশন্তি লোকা-
স্তবাপি বক্ত্রাণি সমৃদ্ধবেগাঃ ॥ ২৯

লেলিহ্যসে গ্রসমানঃ সমন্তা-
ল্লোকান্ সমগ্রান্ বদনৈর্জ্বলদ্ভিঃ।
তেজোভিরাপূর্য্য জগৎ সমগ্রং
ভাসস্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষ্ণো ॥ ৩০

আখ্যাহি মে কো ভবানুগ্ররূপো
নমোঽস্তু তে দেববর প্রসীদ।
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবন্তমাদ্যং
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্ ॥ ৩১

শ্রীভগবানুবাচ।
কালোঽস্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো
লোকান্ সমাহর্ত্তুমিহ প্রবৃত্তঃ।
ঋতেঽপি ত্বাং ন ভবিষ্যন্তি সর্বে
যেঽবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২

মধ্যে কেচিচ্চূর্ণিতৈকোত্তমাঙ্গৈঃ শিরোভিরুপলক্ষিতা দন্তসন্ধিষু সংশ্লিষ্টাঃ সন্দৃশ্যন্তে ॥ ২৬-২৭

টীকা—প্রবেশমেব দৃষ্টান্তয়তি—যথেতি। নদীনামনেকমার্গপ্রবৃত্তানাং বহবোঽম্বুনাং বারীণাং বেগাঃ প্রবাহাঃ সমুদ্রাভিমুখাঃ সন্তঃ যথা সমুদ্রমেব দ্রবন্তি বিশন্তি, তথা অমী যে নরলোকবীরাস্ত্বেতিতো জ্বলন্তি সর্বতঃ প্রদীপ্যমানানি তব বক্ত্রাণি প্রবিশন্তি ॥ ২৮

টীকা—অবশ্যেন প্রবেশে নদীবেগদৃষ্টান্ত উক্তঃ। বুদ্ধিপূর্ব্বকপ্রবেশে দৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। প্রদীপ্তং জ্বলন্তং-পতঙ্গাঃ শলভাঃ বুদ্ধিপূর্ব্বকং সমৃদ্ধো বেগো যেষাং তে যথা নাশায় মরণায়ৈব বিশন্তি, তথৈব লোকা এতে জনা অপি তব মুখানি প্রবিশন্তি ॥ ২৯

টীকা—ততঃ সমন্তাৎ কিমত আহ—লেলিহ্যস ইতি। গ্রসমানোঽপি গিলন্ অপি সন্ সমগ্রান্ লোকান্ সর্বা-

---

যেরূপ নদীসমূহের বহু জলপ্রবাহ সমুদ্রাভিমুখ হইয়া সমুদ্রে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ এই মর্ত্ত্য বীরগণ সকলদিকে প্রজ্বলিত তোমার ভয়ানক বদন-বিবরে প্রবিষ্ট হইতেছে ॥ ২৮

যেমন পতঙ্গগণ অতিশয় বেগে মরণের জন্য জ্বলন্ত অনলে প্রবিষ্ট হয়, সেইরূপ লোকসকলও বিনষ্ট হইবার নিমিত্ত অতিশয় বেগে তোমার আননসমূহে প্রবেশ করিতেছে ॥ ২৯

প্রদীপ্ত বদনসকলের দ্বারা অখিল লোককে গ্রাসকরত চতুর্দ্দিকে অতিশয় ভোজন করিতেছ। হে বিষ্ণো! দীপ্তিসমূহের দ্বারা অশেষ জগৎ আপূরিত করত তোমার ভীষণ তাপ সকলকে সন্তাপিত করিতেছে ॥ ৩০

হে ভয়ঙ্কর রূপধারী, তুমি কে? ইহা আমাকে বল, তোমাকে নমস্কার। হে দেববর! প্রসন্ন হও, আদিপুরুষ তোমাকে বিশেষভাবে জানিতে ইচ্ছা করি, কিন্তু এরূপ প্রবৃত্ত হইয়াছ তাহা জানি না ॥ ৩১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমি লোকক্ষয়কর বিবৃদ্ধ বৃদ্ধিযুক্ত কাল, সমুদয় লোককে বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, তুমি ব্যতীত পরস্ত সৈন্যগণের মধ্যে যে যোদ্ধাগণ অবস্থিত, তাহারা সকলেই নিহত হইবে, কেহই থাকিবে না ॥ ৩২

তস্মাৎ ত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভস্ব
জিত্বা শত্রূন্ ভুঙ্ক্ষ্ব রাজ্যং সমৃদ্ধম্।
ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব
নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্ ॥ ৩৩
দ্রোণঞ্চ ভীষ্মঞ্চ জয়দ্রথঞ্চ
কর্ণং তথান্যানপি যোধবীরান্।
ময়া হতাংস্ত্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা
যুধ্যস্ব জেতাসি রণে সপত্নান্ ॥৩৪

সঞ্জয় উবাচ।

এতচ্ছ্রুত্বা বচনং কেশবস্য
কৃতাঞ্জলির্বেপমানঃ কিরীটী।
নমস্কৃত্বা ভূয় এবাহ কৃষ্ণং
সগদ্গদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫

অর্জুন উবাচ।

স্থানে হৃষীকেশ তব প্রকীর্ত্যা
জগৎ প্রহৃষ্যত্যনুরজ্যতে চ।
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবন্তি
সর্বে নমস্যন্তি চ সিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ৩৬

ভবিষ্যন্তি জীবিষ্যন্তি। যদ্যপি ময়া ন হন্তব্যাঃ এতে, তথাপি ময়া কালাত্মনা গ্রস্তাঃ সন্তো মরিষ্যন্ত্যেব। কেতে, প্রত্যনীকেষু অনীকানি অনীকানি প্রতি ভীষ্মদ্রোণাদীনাং সর্বাসু সেনাসু যে যোদ্ধারোঽবস্থিতাস্তে সর্বেঽপি ॥ ৩২

টীকা—তস্মাদিতি। যস্মাদেবং তস্মাৎ যুদ্ধায়োত্তিষ্ঠ। দেবৈরপি দুর্জ্জয়া ভীষ্মাদয়োঽস্মদ্দেন নিহতা ইত্যেবমুক্তং যশো লভস্ব প্রাপ্নুহি, অথাতস্ত শত্রূন্ জিত্বা সমৃদ্ধং রাজ্যং ভুঙ্ক্ষ্ব। এতে চ তব শত্রবস্তীব্রযত্নাৎ পূর্বমেব ময়ৈব কালাত্মনা নিহতপ্রায়াস্তথাপি ত্বং নিমিত্তমাত্রং ভব। হে সব্যসাচিন্! সবোন বামেন হস্তেন সাচিত্বং শরান্ সন্ধাতুং শীলং যস্যেতি ব্যুৎপত্ত্যা বামেনাপি বাণক্ষেপাৎ সব্যসাচীত্যুচ্যতে ॥ ৩৩

টীকা—"ন চৈতদ্বিদ্মঃ কতরন্নো গরীয়ো যদ্বা জয়েম যদি বা নো জয়েয়ুঃ" ইতি আশঙ্ক্য সাপি ন কার্য্যেত্যাহ—দ্রোণমিতি। যেভ্যস্ত্বং শঙ্কসে তান্ দ্রোণাদীন্ ময়ৈব হতান্ ত্বং জহি যাতয়। মা ব্যথিষ্ঠাঃ শোকং মা কার্ষীঃ, সপত্নান্ শত্রূন্ রণে যুদ্ধে নিশ্চিতং জেতাসি জেষ্যসি ॥ ৩৪

টীকা—ততো যদুক্তং তদেব ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি সঞ্জয় উবাচ—এতদিতি। পূর্বশ্লোকত্রয়াত্মকং কেশবস্য বচনং শ্রুত্বা বেপমানঃ কম্পমানঃ কিরীটী অর্জুনঃ কৃতাঞ্জলিঃ সম্পুটীকৃতহস্তঃ কৃষ্ণং নমস্কৃত্বা পুনরপ্যাহ উক্তবান্। কথমাহ, ভয়হর্ষাত্মাবেশবশাদ্ গদ্গদেন কণ্ঠকম্পনেন সহ বর্ত্তত ইতি সগদ্গদং যথা স্যাত্তথা। কিঞ্চ ভীতাদপি ভীতঃ সন্ প্রণম্য অবনতো ভূত্বা আহ ॥ ৩৫

টীকা—স্থান ইত্যেকাদশভিরঙ্গুলোক্তিঃ। স্থান ইত্যব্যয়ং যুক্তমিত্যস্মিন্নর্থে। হে হৃষীকেশ! যত এবং ত্বন্মহাত্ম্যপ্রভাবো ভক্তবৎসলশ্চ, অতস্তব প্রকীর্ত্যা মাহাত্ম্যসংকীর্ত্তনেন ন কেবলমহমেব প্রহৃষ্যামীতি, কিন্তু জগৎ সর্বঃ প্রহৃষ্যতি প্রকর্ষেণ হর্ষং প্রাপ্নোতি। এতত্ত্ব স্থানে যুক্তমিত্যর্থঃ, তথা জগদনুরজ্যতে চ অনুরাগমুপৈতীতি যৎ, তথা রক্ষাংসি ভীতানি সন্তি দিশঃ প্রতি দ্রবন্তি পলায়ন্তে ইতি যৎ। সর্বে যোগতপোমন্ত্রাদিসিদ্ধানাং সঙ্ঘা নমস্যন্তি প্রণমন্তীতি যৎ এতচ্চ স্থানে যুক্তমেব ন চিত্রমিত্যর্থঃ ॥ ৩৬

অতএব তুমি যুদ্ধ করিবার জন্য উঠ, অমরদুর্লভ কীর্তিলাভ কর, অরাতিনিকরকে জয় করত ধন, ঐশ্বর্যাদি সমৃদ্ধিমান্ রাজ্য ভোগ কর। আমি ইহাদের অগ্রেই বিনাশ করিয়াছি, হে সব্যসাচিন্! যাহা তুমি নিমিত্ত হও ॥ ৩৩

দ্রোণ, জয়দ্রথ এবং ভীষ্ম ও কর্ণ তদ্ভিন্ন অন্যান্য আমাকর্তৃক নিহত যোদ্ধবর্গকে তুমি বিনাশ কর, ব্যথিত হইও না। সমরে অরাতিগণকে জয় করিবে, যুদ্ধ কর ॥ ৩৪

সঞ্জয় বলিলেন,—কেশবের এই কথা শ্রবণ করত অর্জুন কম্পিতকলেবরে, কৃতাঞ্জলিপুটে কৃষ্ণকে নমস্কারপূর্বক ভীত হইয়া পুনরায় গদ্গদবচনে বলিলেন ॥ ৩৫

অর্জুন বলিলেন,—হে হৃষীকেশ! তোমার মাহাত্ম্যসংকীর্তনের দ্বারা জগৎ আনন্দিত ও অনুরক্ত হইতেছে, রাক্ষসগণ ভীত হইয়া দিকে দিকে পলায়ন করিতেছে, সিদ্ধসকল নমস্কার করিতেছেন, ইহা যুক্তিযুক্তই—আশ্চর্য নহে ॥৩৬

কস্মাচ্চ তে ন নমেরন্ মহাত্মন্
গরীয়সে ব্রহ্মণোঽপ্যাদিকর্ত্রে।
অনন্ত দেবেশ জগন্নিবাস
ত্বমক্ষরং সদসত্তৎপরং যৎ ॥ ৩৭
ত্বমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণ-
স্ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানম্।
বেত্তাসি বেদ্যঞ্চ পরঞ্চ ধাম
ত্বয়া ততং বিশ্বমনন্তরূপ ॥ ৩৮
বায়ুর্যমোঽগ্নির্বরুণঃ শশাঙ্কঃ
প্রজাপতিস্ত্বং প্রপিতামহশ্চ।

হে উদারচিত্ত! হে দেশকাল পরিচ্ছেদশূন্য! হে দেবেশ্বর! হে জগদালয়! ব্রহ্মা হইতেও গুরুতর আদি বিধাতা তোমাকে সম্মুখে কেন নমস্কার করিবে না—সৎ-অসতের মূল কারণ যে অক্ষর ওঙ্কার পরব্রহ্ম, তাহাতেও তুমি ॥ ৩৭

হে অনবধিক রূপ! তুমি আদিদেব, পুরাতন পুরুষ, বিশ্বের লয়স্থান এবং জ্ঞেয় ও পরমপদ এই হেতু তোমাকর্তৃক বিশ্ব সমাচ্ছন্ন ॥ ৩৮

তুমি বায়ু, যম, অগ্নি, বরুণ, শশাঙ্ক, প্রজাপতি ও প্রপিতামহ

নমো নমস্তেঽস্তু সহস্রকৃত্বঃ
পুনশ্চ ভূয়োঽপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯
নমঃ পুরস্তাদথ পৃষ্ঠতস্তে
নমোঽস্তু তে সর্বত এব সর্ব।
অনন্তবীর্যামিতবিক্রমস্ত্বং
সর্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্বঃ ॥ ৪০
সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি।
অজানতা মহিমানং তবেদং
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি ॥ ৪১

বায়ুরিত্যাদিরূপস্তুতিরিতি। সর্বদেবাত্মকত্বোপলক্ষণার্থমুক্তম্, প্রজাপতিঃ পিতামহস্যাপি জনকত্বাৎ প্রপিতামহস্ত্বম্, অতস্তে তুভ্যং সহস্রশো নমোঽস্তু। পুনঃ সহস্রকৃত্বো নমোঽস্তু, ভূয়োঽপি পুনরপি সহস্রকৃত্বো নমো নম ইতি ॥ ৩৯

টীকা—ভক্তিশ্রদ্ধাভয়াতিশয়েন নমস্কারেষু তৃপ্তিমনধিগচ্ছন্ পুনরপি বহুশঃ প্রণমতি—নম ইতি। হে সর্ব! সর্বাত্মন্! তব পুরস্তাদগ্রে অথ অনন্তরং পৃষ্ঠতঃ নমঃ, এবং সর্বাসু দিক্ষু তুভ্যং নমোঽস্তু। সর্বাত্মকত্বমুপপাদয়ন্নাহ—অনন্তং বীর্যং সামর্থ্যং যস্য তথা অমিতো বিক্রমঃ পরাক্রমো যস্য স এবম্ভূতস্ত্বং সর্বং বিশ্বং সমাপ্নোষি ব্যাপ্নোষি। সুবর্ণমিব কটককুণ্ডলাদিস্বকার্যং ব্যাপ্য বর্ত্তসে; ততঃ সর্বাত্মকোঽসি ॥ ৪০

টীকা—ইদানীং ভগবন্তং ক্ষমাপয়তি—সখেতি দ্বাভ্যাম্। যৎ প্রাকৃতঃ সখেতি ময়া প্রসভং হঠেন তিরস্কারেণ যদুক্তং, তৎ ক্ষময়ে ত্বামিত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কিং

অতএব তোমাকে সহস্রবার নমস্কার, পুনরায় নমস্কার, পুনর্বার নমস্কার, পুনর্বার তোমাকে প্রণাম ॥৩৯

হে পূর্ণ অচ্যুত! তোমার সম্মুখ পশ্চাতে নমস্কার—তোমার সকল দিকেই নমস্কার করি। হে অপরিসীম বলশালী! অপরিমিত পরাক্রমশালিন্! তুমি সমগ্র বিশ্ব আচ্ছন্ন করিয়াছ, সেই হেতু সর্বরূপ তোমার এই বিশ্বরূপ মহিমা না জানিয়া আমি অসবধানতা-নিবন্ধন অথবা প্রেমবশে সখা মনে করিয়া হে কৃষ্ণ! হে যাদব! হে সখে! ইত্যাদি হঠতাপূর্বক যাহা বলিয়াছি, হে বিনাশবিহীন!

যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোঽসি
বিহারশয্যাসনভোজনেষু।
একোঽথবাপ্যচ্যুত তৎ সমক্ষং
তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্ ॥ ৪২
পিতাসি লোকস্য চরাচরস্য
ত্বমস্য পূজ্যশ্চ গুরুর্গরীয়ান্।
ন ত্বৎসমোঽস্ত্যভ্যধিকঃ কুতোঽন্যো
লোকত্রয়েঽপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩
তস্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং
প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীড্যম্।
পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্ ॥ ৪৪
অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোঽস্মি দৃষ্ট্বা।
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে।
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং
প্রসীদ দেবেশ জগন্নিবাস ॥ ৪৫
কিরীটিনং গদিনং চক্রহস্ত-
মিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তেনৈব রূপেণ চতুর্ভুজেন
সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে ॥ ৪৬

তৎ, হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি চ। সন্ধিরার্ষঃ। প্রসভোক্তৌ হেতুঃ—তব মহিমানমিমঞ্চ বিশ্বরূপমজানতা ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন স্নেহেন বা যদুক্তমিতি। কিঞ্চ যচ্চেতি। হে অচ্যুত! যচ্চ পরিহাসার্থং ক্রীড়াদিষু তিরস্কৃতোঽসি, একঃ কেবলঃ সখীন্ বিনা রহসি স্থিতঃ ইত্যর্থঃ। অথবা তৎসমক্ষং তেষাং পরিচয়তাং সঙ্কটানাং সমক্ষং পুরতোঽপি, তৎসর্ব্বমপরাধজাতং ত্বামপ্রমেয়ম্ অচিন্ত্যপ্রভাবং ক্ষাময়ে ক্ষমাং কারয়ামি ॥ ৪১-৪১

টীকা—অচিন্ত্যপ্রভাবত্বমেবাহ—পিতেতি। ন বিদ্যতে প্রতিমা উপমা যস্য সোঽপ্রতিমস্তাদৃশঃ প্রভাবো যস্য তব হে অপ্রতিমপ্রভাব! ত্বমস্য চরাচরস্য লোকস্য পিতা জনকোঽসি; অতএব পূজ্যশ্চ গুরুশ্চ গুরোরপি গরীয়াংশ্চ গুরুতরঃ; অতো লোকত্রয়েঽপি ত্বৎসম এব তাবদন্যো নাস্তি। পরমেশ্বরস্যাস্যাভাবাৎ ত্বত্তোঽভ্যধিকং পুনঃ কুতঃ স্যাৎ। যস্মাদেবং তস্মাদিতি। তস্মাত্ত্বামীশং জগতঃ স্বামিনম্ ঈড্যং প্রসাদয়ে প্রসাদয়ামি। কথম্, কায়ং

বিহার-শয্যা আসন ভোজনকালে সকলের সমক্ষে অথবা একাকী পরিহাসের জন্য যে অনাদর করিয়াছি, তজ্জন্য অচিন্ত্যপ্রভাবসম্পন্ন তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৪০-৪২

হে নিরুপম জ্যোতি! তুমি স্থাবর-জঙ্গম লোকসকলের পিতা এইজন্য পূজনীয় ও গুরুতর। ত্রিভুবনে তোমার সমতুল্য কেহ নাই— তোমা হইতে অধিক অন্য আর কোথায় থাকিবে? ৪৩

হে জ্যোতির্ময়! আমি ভূমিতে দণ্ডবৎ হইয়া প্রণমনীয়, পূজ্য, স্তুতিযোগ্য তোমাকে প্রসন্ন করিতেছি। পিতা যেমন পুত্রের, সখা যেমন সখার, বল্লভ যেমন প্রিয়তমার অপরাধ ক্ষমা করেন,

---

প্রণিধায় দণ্ডবন্নিপাত্য প্রণম্য প্রকর্ষেণ নত্বা, অতস্ত্বং মমাপরাধং সোঢ়ুং ক্ষন্তুমর্হসি। কস্য ক ইব পুত্রস্যাপরাধং কৃপয়া পিতা যথা সহতে, সখ্যুরিত্যস্যাপরাধং সখা নিরুপাধিবন্ধুর্যথা সহতে, প্রিয়শ্চ প্রিয়ায়া অপরাধং তৎপ্রিয়ার্থং যথা তদ্বৎ ॥ ৪৩-৪৪

টীকা—এবং ক্ষমাপয়িত্বা—প্রার্থয়তে—অদৃষ্টেতি দ্বাভ্যাম্। হে দেব! পূর্ব্বমদৃষ্টং তব রূপং দৃষ্ট্বা হৃষিতো হৃষ্টোঽস্মি, তথা ভয়েন চ মে মনঃ প্রব্যথিতং প্রচলিতং, তস্মাত্তম বাধানিবৃত্তয়ে তদেব রূপং দর্শয়। হে দেবেশ! হে জগন্নিবাস! প্রসন্নো ভব ॥ ৪৫

টীকা—তদেব রূপং বিশেষতঃ প্রার্থয়তে—কিরীটিনমিতি। কিরীটবন্তং গদাবন্তং চক্রহস্তঞ্চ ত্বাং দ্রষ্টুমিচ্ছামি। পূর্ব্বং যথা দৃষ্টবানস্মি তথৈব, অতঃ হে সহস্রবাহো! হে বিশ্বমূর্ত্তে! ইদং বিশ্বরূপম্ উপসংহৃত্য তেনৈব কিরীটাদিযুক্তেন চতুর্ভুজেন রূপেণ ত্বং আবির্ভব। তদনেন শ্রীকৃষ্ণমর্জ্জুনঃ পূর্ব্বমপি কিরীটাদি-যুক্তমেব পশ্যতীতি

তদ্রূপ তুমি আমার অপরাধ ক্ষমা কর ॥ ৪১

হে দেব! যেরূপ অগ্রে কখনও দেখি নাই, তাহা দেখিয়া আমি পুলকিত (হৃষ্ট) হইতেছি। আসে আবার মন ভীত, তজ্জন্য আমার সুখকর সেই রূপ আমাকে প্রদর্শন করাও। হে দেবাধিপ! হে বিশ্ব-নিলয়! তুমি প্রসন্ন হও ॥ ৪৫

আমি কিরীটবিভূষিত, হস্তে গদা ও চক্র সুশোভিত তোমাকে দেখিতে অভিলাষ করিতেছি। হে সহস্রবাহো বিশ্বরূপ! সেই চতুর্ভুজ রূপ ধারণ কর ॥ ৪৬

শ্রীভগবানুবাচ।

ময়া প্রসন্নেন তবার্জুনেদং
রূপং পরং দর্শিতমাত্মযোগাৎ।
তেজোময়ং বিশ্বমনন্তমাদ্যং
যন্মে ত্বদন্যেন ন দৃষ্টপূর্বম্ ॥ ৪৭

ন বেদ-যজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈ-
র্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ।
এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে
দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮

মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবো
দৃষ্ট্বা রূপং ঘোরমীদৃঙ্ মমেদম্।
ব্যপেতভীঃ প্রীতমনাঃ পুনস্ত্বং
তদেব মে রূপমিদং প্রপশ্য ॥ ৪৯

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যর্জুনং বাসুদেবস্তথোক্ত্বা
স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ।
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং
ভূত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্মা ॥ ৫০

অর্জুন উবাচ।

দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১

গম্যতে। যত্তু পূর্ব্বমুক্তং বিশ্বরূপদর্শনে "কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ পশ্যামী"তি তদ্বক্তকিরীটাদ্যভিপ্রায়েণ। যদ্বা এতাবন্তং কালং যং ত্বাং কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ সুপ্রসন্নমপশ্যম্, তমেবেদানীং তেজোরাশিং দুর্নিরীক্ষ্যং পশ্যামীত্যেব তত্র বহুবচনব্যক্তিরিত্যবিরোধঃ ॥ ৪৬

টীকা—এবং প্রার্থিতঃ সন্ তমাশ্বাসয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ—ময়েতি ত্রিভিঃ। হে অর্জুন! কিমিতি ত্বং বিভেষি? যতো ময়া প্রসন্নেন কৃপয়া তবেদং পরমুত্তমং রূপং দর্শিতম্; আত্মনো মম যোগাদ্ যোগমায়াসামর্থ্যাৎ। পরমেবাহ—তেজোময়ং বিশ্বং বিশ্বাত্মকমনন্তমাদ্যঞ্চ যন্মম রূপং ত্বদন্যেন যাদৃশাদৃক্তাদৃশেন ন পূর্ব্বং দৃষ্টং তৎ ॥ ৪৭

টীকা—এতদ্দর্শনমতিদুর্লভং লব্ধ্বা ত্বং কৃতার্থোঽসীত্যাহ—ন বেদেতি। বেদাধ্যয়নব্যতিরেকেণ যজ্ঞাধ্যয়নস্যাভাবাৎ, যজ্ঞশব্দেন যজ্ঞবিদ্যাঃ কল্পসূত্রাদ্যা লক্ষ্যন্তে। বেদানাং যজ্ঞবিদ্যানাঞ্চাধ্যয়নৈরিত্যর্থঃ। ন চ দানৈঃ, ন চ ক্রিয়াভিরগ্নিহোত্রাদিভিঃ, ন চোগ্রৈস্তপো-

---

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমি প্রসন্ন হইয়া যোগমায়াবলে তোমার নিকটে এই জ্যোতির্ময় সীমাশূন্য প্রথম অদ্ভুতরূপ বিশ্বরূপ দেখাইলাম। তুমি ভিন্ন অন্য কেহ আর এ রূপ দর্শন করে নাই ॥ ৪৭

হে কুরুসত্তম! বেদপাঠ, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, দান, অগ্নিহোত্রাদি ক্রিয়া ও ঘোর তপস্যার দ্বারা ও তুমি ব্যতীত মনুষ্যলোকে কেহ আমাকে দেখিতে সমর্থ হয় না ॥ ৪৮

তিশ্চান্দ্রায়ণাদিভিরেবংরূপোঽহং ত্বত্তোঽন্যেন মনুষ্যলোকে দ্রষ্টুং শক্যঃ। অপি তু ত্বমেব কেবলং মৎপ্রসাদেন দৃষ্ট্বা কৃতার্থোঽসি ॥ ৭৮

টীকা—এবমপি চেত্তবেদং ঘোরং রূপং দৃষ্ট্বা ব্যথা ভবতি, তর্হি তদেব রূপং সংহরামীত্যাহ—মা তে ইতি। ঈদৃক্ ঈদৃশং ঘোরং ময়েদং রূপং দৃষ্ট্বা তে ব্যথা মাস্তু, বিমূঢ়ত্বঞ্চ মাস্তু। বিগতভয়ঃ প্রীতমনাশ্চ সন্ পুনস্ত্বং তদেবেদং মম রূপং প্রকর্ষেণ পশ্য ॥ ৪৯

টীকা—এবমুক্ত্বা প্রাক্তনমেব রূপং দর্শিতবানিতি সঞ্জয় উবাচ—ইত্যেতি। শ্রীবাসুদেবোঽর্জুনমেবমুক্ত্বা যথা পূর্ব্বমাপীত্থৈব কিরীটগদাদিযুক্তং চতুর্ভুজং স্বীয়ং রূপং পুনর্দ্দর্শয়ামাস। এনমর্জুনঃ ভীতমেব প্রসন্নবপুর্ভূত্বা পুনরপ্যাশ্বাসিতবান্। মহাত্মা বিশ্বরূপঃ কৃপালুরিতি বা ॥ ৫০

টীকা—ততো নির্ভয়ঃ সন্নর্জ্জুন উবাচ—দৃষ্ট্বেদমিতি।

এবম্বিধ ভীষণ উগ্র আমার এই রূপ দর্শনে তোমার পীড়া ও বিমূঢ়ভাব দূর হউক। তুমি পক্ষপ্রীতি আমার চতুর্ভুজরূপ অবলোকন কর ॥ ৪৯

সঞ্জয় বলিলেন,—বাসুদেব অর্জুনকে এই কথা বলিয়া আপনার চতুর্ভুজ রূপ দর্শন করাইলেন। অনন্তর বাসুদেব শান্তমূর্ত্তি হইয়া পুনর্ব্বার অর্জুনকে প্রবোধিত করিলেন ॥ ৫০

অর্জুন বলিলেন,—হে জনার্দ্দন! তোমার এই প্রসন্ন

শ্রীভগবানুবাচ।

সুদুর্দর্শমিদং রূপং দৃষ্টবানসি যন্মম।
দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং দর্শনকাঙ্ক্ষিণঃ ॥৫২
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া।
শক্য এবংবিধো দ্রষ্টুং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥৫৩
ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ ॥৫৪

মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ সঙ্গবর্জিতঃ।
নির্বৈরঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাণ্ডব ॥৫৫
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
বিশ্বরূপদর্শনযোগো নামৈকাদশোঽধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্বণি তু পঞ্চত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

সচেতাঃ প্রসন্নচিত্ত ইদানীং সংবৃত্তো জাতোঽস্মি ; প্রকৃতিং স্বাত্মাক প্রাপ্তোঽস্মি। শেষং স্পষ্টম্ ॥৫১

টীকা — স্বকৃতস্যানুগ্রহস্যাতিদুর্লভত্বং দর্শয়ন্ শ্রীভগবানুবাচ—সুদুর্দর্শমিতি। যন্মম বিশ্বরূপং দৃষ্টবানসি ইদং সুদুর্দর্শমত্যন্তং দ্রষ্টুমশক্যম্। অতো দেবা অপ্যস্য রূপস্য নিত্যং সর্বদা দর্শনমিচ্ছন্তি কেবলং ন পুনরিদং পশ্যন্তি ॥৫২

টীকা—তত্র হেতুমাহ—নাহমিতি। স্পষ্টার্থঃ ॥৫৩

টীকা—তর্হি কেনোপায়েন দ্রষ্টুং শক্য ইতি তত্রাহ ভক্ত্যা ত্বিতি। অনন্যয়া মদেকনিষ্ঠয়া ভক্ত্যা তু এবম্ভূতো বিশ্বরূপোঽহং, তত্ত্বেন পরমার্থতো জ্ঞাতুং শক্যঃ, শাস্ত্রতো দ্রষ্টুং, প্রত্যক্ষতঃ প্রবেষ্টুঞ্চ তাদাত্ম্যেন শক্যো নান্যৈরুপায়ৈঃ ॥৫৪

টীকা—অতঃ সর্বশাস্ত্রার্থসারং পরমং রহস্যং শৃণিত্যাহ—মৎকর্মকৃদিতি। মদর্থং কর্ম করোতীতি মৎকর্মকৃৎ, অহমেব পরমঃ পুরুষার্থো যস্য সঃ, মমৈব ভক্তো মামেবাশ্রিতঃ, পুত্রাদিষু সঙ্গবর্জিতঃ, নির্বৈরশ্চ সর্বভূতেষু, এবম্ভূতো যঃ স মাং প্রাপ্নোতি নান্য ইতি ॥৫৫

দেবৈরপি সুদুর্দর্শং তপোযজ্ঞাদিকোটিভিঃ।
ভক্তায় ভগবানেবং বিশ্বরূপমদর্শয়ৎ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং বিশ্বরূপদর্শনং নাম একাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১১

মানুষরূপ দর্শন করিয়া অধুনা আমি সুস্থচিত্ত ও স্বাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম ॥৫১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমার এই অত্যন্ত দুর্নিরীক্ষ্য যে রূপ তুমি দেখিলে, দেবগণও নিত্য এই রূপ দর্শন করিবার অভিলাষ করেন ॥৫২

তুমি যে রূপ দর্শন করিলে এ রূপ কেহ বেদপাঠ, তপস্যা, দান, যজ্ঞ প্রভৃতির দ্বারা দেখিতে সমর্থ হয় না ॥৫৩

হে পরন্তপ অর্জুন! আমাতে একনিষ্ঠা ভক্তির দ্বারাই এই রূপ পরমার্থতঃ অবগত হইতে, দেখিতে এবং প্রবেশ করিতে সমর্থ হয় ॥৫৪

হে পাণ্ডব! যিনি আমার জন্য কর্ম করেন, আমাতে অত্যন্ত আসক্তচিত্ত, আমার ভক্ত, পুত্রকলত্রাদি বিষয়সঙ্গ-বিরহিত, সকলভূতে বৈরভাববর্জিত, তিনি আমাকে প্রাপ্ত হন ॥৫৫

শ্রীবেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে বিশ্বরূপদর্শনযোগ নামক একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত।

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে পঞ্চত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ)

[সাকার-নিরাকারোপাসকানাং শ্রেষ্ঠত্বনির্ণয়ঃ, ভগবৎপ্রাপ্ত্যুপায়স্য, ভগবৎপ্রাপ্তপুরুষলক্ষণানাঞ্চ বর্ণনম্।]

অর্জুন উবাচ।

এবং সততযুক্তা যে ভক্তাস্ত্বাং পর্য্যুপাসতে।
যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ॥ ২

যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে।
সর্ব্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্॥ ৩
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৪
ক্লেশোঽধিকতরস্তেষামব্যক্তাসক্তচেতসাম্।
অব্যক্তা হি গতির্দুঃখং দেহবদ্ভিরবাপ্যতে॥ ৫

টীকা—নির্গুণোপাসনস্যৈবং সগুণোপাসনস্য চ।
শ্রেয়ঃ কস্তরদিত্যেতন্নির্ণেতুং দ্বাদশোদ্যমঃ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "মৎকর্ম্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্তঃ" ইত্যেবং ভক্তিনিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্, 'কৌন্তেয়! প্রতিজানীহি' ইত্যাদিনা চ তত্র তস্যৈব শ্রেষ্ঠত্বং নির্ণীতম্, তথা "তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে" ইত্যাদিনা, "সর্ব্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তরিষ্যসি" ইত্যাদিনা চ জ্ঞাননিষ্ঠস্য শ্রেষ্ঠত্বমুক্তম্। এবমুভয়োঃ শ্রৈষ্ঠ্যেঽপি বিশেষজিজ্ঞাসয়া ভগবন্তং প্রতি অর্জ্জুন উবাচ - এবমিতি। এবং সর্ব্বকর্ম্মার্পণাদিনা সততং যুক্তাস্ত্বন্নিষ্ঠাঃ সন্তো যে ভক্তাস্ত্বাং বিশ্বরূপং সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বশক্তিং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি। যে চাপ্যক্ষরং ব্রহ্মাব্যক্তং নির্ব্বিশেষমুপাসতে, তেষামুভয়েষাং মধ্যে কেঽতিশয়েন যোগবিদোঽতিশ্রেষ্ঠা ইত্যর্থঃ॥ ১

টীকা—তত্র প্রথমাঃ শ্রেষ্ঠা ইত্যুত্তরং শ্রীভগবানুবাচ —ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরে সর্ব্বজ্ঞত্বাদিগুণবিশিষ্টে

দ্বাদশ অধ্যায়।

[সাকার-উপাসক ও নিরাকার উপাসকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় এবং ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় ও ভগবৎপ্রাপ্ত পুরুষগণের লক্ষণবর্ণন।]

অর্জুন বলিলেন,—এইরূপ নিরন্তর তোমাতে আসক্ত হইয়া যে ভক্তগণ তোমাকে সর্ব্বতোভাবে আরাধনা করেন, আর তাঁহারা নির্ব্বিশেষ অক্ষর ব্রহ্মকে ধ্যান করিয়া থাকেন, তাঁহাদের মধ্যে যাহারা অতিশয় প্রধান? ১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—আমাতে মন আবিষ্ট করত নিত্য অনুষ্ঠিত হইয়া পরম শ্রদ্ধাসম্পন্ন যাঁহারা আমাকে সেবা করেন, তাঁহারাই যুক্ততম (শ্রেষ্ঠতম) এই আমার অভিমত। ২

মন আবেশ্য একাগ্রং কৃত্বা নিত্যযুক্তা নিত্যকর্ম্মানুষ্ঠানাদিনা মন্নিষ্ঠাঃ সন্তঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া যুক্তা যে মামারাধয়ন্তি, তে যুক্ততমা মদভিমতাঃ॥ ২

টীকা—তদীত্তরে কিং ন শ্রেষ্ঠা ইত্যত আহ—যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে ত্বক্ষরং পর্য্যুপাসতে ধ্যায়ন্তি, তেঽপি মামেব প্রাপ্নুবন্তীতি ধর্ম্মোদয়ঃ। অক্ষরস্য লক্ষণমাহ অনির্দ্দেশ্যমিত্যাদি। অনির্দ্দেশ্যশব্দেন নির্দ্দেষ্টুমশক্যং যতোঽবাক্যং রূপাদিহীনং, সর্ব্বত্রগং সর্ব্বব্যাপি অব্যক্তমাদেবাচিন্ত্যং কূটস্থং কূটে মায়াপ্রপঞ্চে স্থিতমধিষ্ঠানত্বেনাবস্থিতম্ অচলং স্পন্দনরহিতম্ অতএব ধ্রুবং নিত্যং বৃদ্ধ্যাদিরহিতম্। স্পষ্টমন্যৎ॥ ৩-৪

টীকা—নন্বু চ তেঽপি চেৎ মামেব প্রাপ্নুবন্তি তর্হীত্তরেষাং যুক্ততমত্বং কুত ইত্যপেক্ষায়াং ক্লেশাধিক্যকৃতং বিশেষমাহ — ক্লেশ ইতি দ্বিভিঃ। অব্যক্তে নির্ব্বিশেষেঽক্ষরে আসক্তং চেতো যেষাং তেষাং ক্লেশো-

---

এবং সর্ব্বত্র সমবুদ্ধি, সকল স্থানে, সকল দিকে, সকল বিষয়ে একমাত্র আমি আছি, 'বাসুদেব সর্ব্বম্' এইরূপ সমান বুদ্ধিসম্পন্ন, যাঁহারা ইন্দ্রিয়গণকে নিয়মিত করিয়া অবর্ণনীয়, চক্ষুরাদি বিরহিত, সর্ব্বব্যাপী, অভাবনীয় অধিষ্ঠানরূপে মায়াপ্রপঞ্চে স্থিত, স্পন্দন—পরিশূন্য, ধ্রুব, নিত্য বৃদ্ধ্যাদি রহিত, অক্ষরকে ধ্যান করেন—সর্ব্বভূত কল্যাণকামী তাঁহারা আমাকেই প্রাপ্ত হন॥ ৩-৪

সেই নির্গুণব্রহ্মে আসক্তচিত্তগণের নিরতিশয় পীড়া ও দুঃখ হয়, যেহেতু দেহাভিমানিগণের অব্যক্তনিষ্ঠা কষ্টের সহিতই লাভ হয়। ৫

যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংন্যস্য মৎপরাঃ।
অনন্যেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়ন্ত উপাসতে ॥ ৬
তেষামহং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি নচিরাৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্ ॥ ৭
ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত ঊর্দ্ধং ন সংশয়ঃ ॥ ৮

অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শক্নোষি ময়ি স্থিরম্।
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাপ্তুং ধনঞ্জয় ॥ ৯
অভ্যাসেঽপ্যসমর্থোঽসি মৎকর্মপরমো ভব।
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্ সিদ্ধিমবাপ্স্যসি ॥ ১০
অথৈতদপ্যশক্তোঽসি কর্তুং মদ্যোগমাশ্রিতঃ।
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্ ॥ ১১

হধিকতরং, হি যস্মাদব্যক্তবিষয়া গতির্নিষ্ঠা দেহাভিমানিভির্দুঃখং যথা ভবতি এবমবাপ্যতে। দেহাভিমানিনাং নিত্যং প্রত্যক্প্রবণত্বস্য দুর্ঘটত্বাদিতি ভাবঃ।৫ মদ্ভক্তানান্তু মৎপ্রসাদাদনায়াসেনৈব সিদ্ধিভবতীত্যাহ — যে ত্বিতি দ্বাভ্যাম্। যে ময়ি পরমেশ্বরে সর্বাণি কর্মাণি সংন্যস্য সমর্প্য মৎপরা ভূত্বা মাং ধ্যায়ন্তঃ অনন্যেন ন বিদ্যতেঽন্যো ভজনীয়ো যস্মিংস্তেনৈবৈকান্তভক্তিযোগেনোপাসত ইত্যর্থঃ।৬ তেষামিতি এবং ময্যাবেশিতং চেতো যৈস্তেষাং মৃত্যুযুক্তাৎ সংসারসাগরাদহং সমুদ্ধর্তা অচিরেণৈব ভবামি ॥ ৭

টীকা—যস্মাদেবং তস্মাদ্যোগেতি। ময্যেব সঙ্কল্পবিকল্পাত্মকং মন আধৎস্ব স্থিরীকুরু, বুদ্ধিমপি ব্যবসায়াত্মিকাং ময্যেব নিবেশয়। এবং কুর্বন্ মৎপ্রসাদেন লব্ধজ্ঞানঃ সন্ অত ঊর্দ্ধং দেহান্তে মরণানন্তরং ময্যেব নিবসিষ্যসি নিবৎস্যসি মদাত্মনা বাসং করিষ্যসি; নাত্র সংশয়ঃ। তথাচ শ্রুতিঃ :—"দেহান্তে দেবতারকং পরং ব্রহ্ম ব্যাচষ্টে" ইতি ॥ ৮

টীকা—অত্রাশক্তং প্রতি সুগমোপায়মাহ—অথেতি।

স্থিরং যথা ভবত্যেবং ময়ি চিত্তং ধারয়িতুং যদি শক্তো ন ভবসি, তর্হি বিক্ষিপ্তং চিত্তং পুনঃ পুনঃ প্রত্যাহৃত্য মদনুস্মরণলক্ষণো যোঽভ্যাসযোগস্তেন মাং প্রাপ্তুমিচ্ছ প্রযত্নং কুরু ॥ ৯

টীকা—যদি পুনর্নৈবং তত্রাহ—অভ্যাস ইতি। যদি পুনরভ্যাসেঽপ্যসক্তোঽসি, তর্হি মৎপ্রীত্যর্থানি যানি কর্মাণি একাদশ্যুপবাসব্রতপূজাপরিচর্যানামসংকীর্তনাদীনি তদনুষ্ঠানমেব পরমং যত্ন তাদৃশো ভব, এবম্ভূতানি কর্মাণ্যপি মদর্থং কুর্বন্ মোক্ষং প্রাপ্স্যসি ॥ ১০

টীকা — অত্যন্তং ভগবদ্ধর্মপরিনিষ্ঠায়ামপ্যশক্তস্য পক্ষান্তরমাহ—অথেতি। যদ্যেতদপি কর্তুং ন শক্নোষি, তর্হি মদ্যোগং মদেকশরণত্বমাশ্রিতঃ সন্ সর্বেষাং দৃষ্টাদৃষ্টার্থানামাবন্ধকানাকাম্যনিষেধাত্মকানাং কর্মণাং ফলানি নিরস্তচিত্তো ভূত্বা পরিত্যজ। এতদুক্তং ভবতি, মদ্ধা তাবদীশ্বরাজ্ঞয়া যথাশক্তি কর্মাণি কর্তব্যানি। ফলং তাবৎ পুনর্দৃষ্টং বা পরমেশ্বরাধীনমিত্যেবং ময়ি ভারমারোপ্য ফলাসক্তিং পরিত্যজ্য বর্তমানো যদি তর্হি মৎপ্রসাদেন কৃতার্থো ভবিষ্যসীতি তাৎপর্যম্ ॥ ১১

আর যাঁহারা আমাতে লৌকিক বৈদিক নিখিলকর্ম সমর্পণপূর্বক মৎপরায়ণ হইয়া একান্ত ভক্তিযোগের সহিত আমাকে ধ্যানপূর্বক সেবা করেন, হে পার্থ! আমাতে আবিষ্টচিত্ত তাঁহাদের মৃত্যুগ্রস্ত সংসার-সাগর হইতে অতিসত্বর সম্যগ্‌রূপে উদ্ধার করি ॥ ৬-৭

অতএব আমাতেই সংকল্প বিকল্পাত্মক মন স্থির কর, আমাতে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি নিবেশ কর, তাহা হইলে দেহান্তে আমাতেই নিবাস করিবে ॥ ৮

হে ধনঞ্জয়! যদি আমাতে চিত্ত স্থিরভাবে সমাধান করিতে না পার, তাহা হইলে নাম রূপ, নামকীর্তনের অভ্যাসের দ্বারা আমাকে লাভ করিতে প্রযত্ন কর ॥ ৯

যদি ইহাতে অসমর্থ হও, তাহা হইলে আমার প্রীতির জন্য যজ্ঞ দান তপস্যা কর! আমার প্রীতিপ্রদ একাদশীর উপবাস, ব্রত, পূজা, পরিচর্যা সেবা নামকীর্তনাদি কর্ম সকল একান্তভাবে করিতে থাক—ইহার দ্বারাও মুক্তিলাভ করিবে ॥ ১০

যদি ইহাও না করিতে পার, তাহা হইলে আমার শরণাপন্নপূর্বক সংযতচিত্ত হইয়া দৃষ্টাদৃষ্ট অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত কর্মের ফল পরিত্যাগ কর ॥ ১১

শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ্জ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিষ্যতে।
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগস্ত্যাগাচ্ছান্তিরনন্তরম্ ॥ ১২
অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী ॥ ১৩
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৪

টীকা—তমিমং ফলত্যাগং স্তৌতি—শ্রেয় ইতি। সম্যগ্‌জ্ঞানরহিতাদভ্যাসাদ্যুক্তিসহিতোপদেশপূর্বকং জ্ঞানং শ্রেষ্ঠং, তস্মাদপি তৎপূর্বকং ধ্যানং বিশিষ্টং ভবতি। "ততস্তু তং পশ্যতি নিষ্কলং ধ্যায়মানঃ" ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদপ্যুক্তলক্ষণঃ কর্মফলত্যাগঃ শ্রেষ্ঠঃ, তস্মাদেবম্ভূতাৎ কর্মফলত্যাগাৎ কর্মসু কৃতফলেষু চাসক্তিনিবৃত্ত্যা মৎপ্রসাদেন সমনন্তরমেব সংসারশান্তির্ভবতি ॥ ১২

টীকা—এবম্ভূতস্য ভক্তস্য ক্ষিপ্রমেব পরমেশ্বরপ্রসাদহেতূন্ ধর্মানাহ—অদ্বেষ্টেত্যষ্টভিঃ। সর্বভূতানাং যথাযথমদ্বেষ্টা মৈত্রঃ করুণশ্চ,—উত্তমেষু বেষশূন্যঃ সমেষু মিত্রতয়া বর্ত্ততে ইতি মৈত্রঃ, হীনেষু কৃপাপূরিতার্দ্রঃ। নির্মমো নিরহঙ্কারশ্চ কৃপানুভাবেনৈতৈঃ সহ সমে সুখদুঃখে যস্য সঃ, ক্ষমী ক্ষমাশীলঃ। সন্তুষ্ট ইতি। সততং লাভেঽলাভে চ সন্তুষ্টঃ সুপ্রসন্নচিত্তঃ যোগী অপ্রমত্তঃ যতাত্মা সংযতস্বভাবঃ দৃঢ়ো মদ্বিষয়ে নিশ্চয়ে যস্য, ময্যর্পিতে মনো-বুদ্ধী যেন এবম্ভূতো যো মদ্ভক্তঃ, স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৩-১৪

সম্যগ্‌জ্ঞান রহিত অভ্যাস অপেক্ষা যুক্তিসহিত উপদেশপূর্বক জ্ঞান শ্রেষ্ঠ, জ্ঞান হইতে ধ্যান শ্রেষ্ঠ, ধ্যান অপেক্ষা কর্মফল ত্যাগ প্রধান, ত্যাগের পরেই শান্তি হইয়া থাকে ॥ ১২

সর্বভূতে উত্তমে দ্বেষশূন্য, সমানগণের সহিত মিত্রতা, হীনে কৃপালু, 'আমার আমার' এ মমতা রহিত, অহঙ্কার (আমি কর্তা এই অভিমান) বর্জিত, সুখদুঃখে সমান ক্ষমাশীল, সতত লাভ অলাভে সুপ্রসন্নমনা, যোগপরায়ণ, সংযতচিত্ত, আমার বিষয়ে যার দৃঢ়নিশ্চয় অর্থাৎ ভগবৎ আরাধনার দ্বারা আমি নিশ্চই সংসারসমুদ্র পার হইয়া পরমানন্দ লাভ করিব এরূপ নিশ্চয়বিশিষ্ট, আমাতে অর্পিত মনবুদ্ধি যে ভক্ত, তিনি আমার প্রিয়। (অর্থাৎ সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনের দ্বারা আমার লীলাচিন্তাকারী এবং নিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধির দ্বারা ধ্যানপরায়ণ) ॥ ১৩-১৪

যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ যঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

টীকা—কিঞ্চ যস্মাদিতি। যস্মাৎ সকাশাৎ লোকো জনঃ নোদ্বিজতে ভয়দ্বারা সংক্ষোভং ন প্রাপ্নোতি, যশ্চ লোকাৎ নোদ্বিজতে যশ্চ স্বাভাবিকৈর্হর্ষাদিভির্মুক্তঃ, তত্র হর্ষঃ যস্য ইষ্টার্থলাভে উৎসাহঃ, অমর্ষঃ পরস্য লোভে অসহনং, ভয়ং ত্রাসঃ, উদ্বেগো ভয়াদিনিমিত্তশ্চিত্তক্ষোভঃ, এতৈর্বিমুক্তো যো মদ্ভক্তঃ, স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৫

টীকা—কিঞ্চ অনপেক্ষ ইতি। অনপেক্ষো যদৃচ্ছোপস্থিতেঽপার্থে নিঃস্পৃহঃ, শুচির্বাহ্যাভ্যন্তরশৌচসম্পন্নঃ, দক্ষোঽনলসঃ, উদাসীনঃ পক্ষপাতরহিতঃ, গতব্যথঃ আধিশূন্যঃ সর্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থান্ আরম্ভানেতন্মে পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ এবম্ভূতঃ সন্ যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৬

টীকা—কিঞ্চ য ইতি। প্রিয়ং প্রাপ্য যো ন হৃষ্যতি, অপ্রিয়ং প্রাপ্য যো ন দ্বেষ্টি, ইষ্টার্থনাশে সতি যো ন শোচতি, অপ্রাপ্তমর্থং যো ন কাঙ্ক্ষতি, শুভাশুভে পুণ্যপাপে পরিত্যক্তুং শীলং যস্য সঃ, এবম্ভূতো ভূত্বা যো মদ্ভক্তিমান্, স মে প্রিয়ঃ ॥ ১৭

যাহা হইতে লোক উৎকণ্ঠিত হয় না, যিনি লোক কর্তৃক ভীত হন না এবং যিনি উল্লাস, বিদ্বেষ, ত্রাস ও উৎকণ্ঠা মুক্ত, তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৫

যিনি নিঃস্পৃহ, বাহ্যাভ্যন্তর শৌচসম্পন্ন, অনলস, পক্ষপাতবিরহিত, আধিশূন্য, দৃষ্ট অদৃষ্ট সমস্ত উদ্যমপরিত্যাগী (সংসার বিষয়ে; ভগবৎসেবা-লোককল্যাণাদিতে নয়) যিনি আমার ভক্ত তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৬

যিনি প্রিয় প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট হন না, অপ্রিয় প্রাপ্ত হইলেও দ্বেষ করেন না, ইষ্টার্থ নাশেও শোক করেন না, অপ্রাপ্ত অর্থ আকাঙ্ক্ষা করেন না, পুণ্য পাপ পরিত্যাগপরায়ণ—এরূপ হইয়া যিনি আমাতে ভক্তিমান্, তিনি আমার প্রিয় ॥ ১৭

সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ॥ ১৮
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১৯
যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে।
শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥
ভীষ্মপর্বণি তু ষট্‌ত্রিংশোঽধ্যায়ঃ॥

টীকা—কিঞ্চ সম ইতি। শত্রৌ চ মিত্রে চ সম একরূপঃ মানাপমানয়োরপি তথা সম এব হর্ষবিষাদশূন্য ইত্যর্থঃ, শীতোষ্ণয়োঃ সুখ-দুঃখয়োশ্চ সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ক্বচিদপ্যনাসক্তঃ। কিঞ্চ তুল্যা নিন্দা স্তুতিশ্চ যস্য সঃ। মৌনী সংযতবাক্, যেন কেনচিৎ যদালাভেন সন্তুষ্টঃ অনিকেতো নিয়তবাসশূন্যঃ, স্থিরমতিঃ ব্যবস্থিতচিত্তঃ, এবম্ভূতো মদ্ভক্তিমান্ যঃ, স নরো মম প্রিয়ঃ॥ ১৮-১৯

টীকা—উক্তং ধর্ম্মজাতং সকলমুপসংহরতি যে ত্বিতি।

যাহার শত্রু ও মিত্রে চিত্ত আসক্ত নয়, তাহে নিন্দার সমান ভাবগ্রহণকারী, মৌনব্রতী, যথালাভে সন্তুষ্ট, নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান-শূন্য, আমাতে উত্তমরূপ নিবিষ্টচিত্ত ভক্তিমান্ মানব আমার প্রিয়॥ ১৮-১৯

যথোক্তমুক্তপ্রকারং ধর্ম্মমেবামৃতম্ অমৃতত্বসাধনত্বাৎ, 'ধর্ম্যামৃতমিতি কেচিৎ পঠন্তি। যে তদুপাসতে অনুতিষ্ঠন্তি, শ্রদ্ধাং কুর্ব্বন্তো মৎপরমাশ্চ সন্তো মদ্ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়া ভবন্তি ইতি॥ ২০

দুঃখমব্যক্তবর্ত্মৈতদবাপ্তব্যং দেহবদ্ভিরিত্যতো বুধঃ।
সুখং কৃষ্ণপদাম্ভোজভক্তিসংপথমাব্রজেৎ॥
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং
ভক্তিযোগো নাম দ্বাদশোঽধ্যায়ঃ॥ ১২

যাহারা পূর্ব্বোক্ত এই ধর্ম্মামৃত শ্রবণপুটে পান করেন, শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, আমাতে অত্যন্ত আসক্ত সেই ভক্তগণ আমার অত্যন্ত প্রিয়॥ ২০

ইতি শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী-সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে ভক্তিযোগনামক দ্বাদশ অধ্যায়।
মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বে ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ)

[জ্ঞানসহিতক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ কথনম্, প্রকৃতি-পুরুষয়োশ্চ নিরূপণম্।]

শ্রীভগবানুবাচ।

ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে।
এতদ্ যো বেত্তি তং প্রাহুঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ইতি তদ্বিদঃ॥ ১

টীকা—"ভক্তানামনুমুক্তূণাং সংসারাদিত্যবাদি যৎ।
ত্রয়োদশেঽথ তৎসিদ্ধ্যৈ তত্ত্বজ্ঞানমুদীর্য্যতে॥
"তেষামহং সমুদ্ধর্ত্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ। ভবামি নচিরাৎ পার্থ" ইতি পূর্ব্বং প্রতিজ্ঞাতং; ন চাত্মজ্ঞানং বিনা সংসারোদ্ধরণং সম্ভবতীতি তত্ত্বজ্ঞানোপদেশার্থং প্রকৃতি-পুরুষবিবেকাধ্যায় আরভ্যতে; তত্র যৎ সপ্তমাধ্যায়ে অপরা পরা চেতি প্রকৃতিদ্বয়মুক্তং তয়োরবিবেকাজ্জীব-ভাবমাপন্নস্য চিরংসংসারঃ, যাভ্যাঞ্চ জীবোপ-ভোগার্থমীশ্বরস্য সৃষ্ট্যাদিষু প্রবৃত্তিস্তদেব প্রকৃতিদ্বয়ং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞশব্দবাচ্যং পরস্পরবিবিক্তং তত্ত্বতো নিরূপয়িতুং শ্রীভগবানুবাচ — ইদমিতি। ইদং ভোগায়তনশরীরং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে সংসারস্য প্ররোহভূমিত্বাৎ, এতদ্ যো

ত্রয়োদশ অধ্যায়

[জ্ঞানের সহিত ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের বিষয় কথন এবং প্রকৃতি ও পুরুষের নিরূপণ।]

অর্জুন বলিলেন—হে কেশব! প্রকৃতি পুরুষ এবং ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞ ও জ্ঞান জ্ঞেয় কি? তাহা জানিতে ইচ্ছা করি॥ ১

ক্ষেত্রজ্ঞং চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেষু ভারত।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্জ্ঞানং যৎ তজ্ জ্ঞানং মতং মম ॥ ২
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চ যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ।
স চ যো যৎপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শৃণু ॥ ৩

ঋষিভির্বহুধা গীতং ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্।
ব্রহ্মসূত্রপদৈশ্চৈব হেতুমদ্ভির্বিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪
মহাভূতান্যহঙ্কারো বুদ্ধিরব্যক্তমেব চ।
ইন্দ্রিয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫

বেত্তি অহং মমেতি মন্যতে, তং ক্ষেত্রজ্ঞং প্রাহুঃ, কৃষীবল-বদুৎকলভোক্তৃত্বাৎ ; তদ্বিদঃ ক্ষেত্রক্ষেত্রয়োর্বিবেকজ্ঞাঃ ॥১

টীকা—তদেবং সংসারিণঃ স্বরূপমুক্তিমিদানীং তস্যৈব পারমার্থিকসংসারিস্বরূপমাহ—ক্ষেত্রজ্ঞমিতি। তচ্চ. ক ॥ তং সংসারিণং জীবং বস্তুতঃ সর্বক্ষেত্রেষ্বনুগতং মামেব বিদ্ধি "তত্ত্বমসি" ইতি ত্বত্পদলক্ষিতেন চিদংশেন মত্স্বরূপভোক্তৃত্বাৎ। আদরার্থমেতজ্ জ্ঞানং স্তৌতি—ক্ষেত্রক্ষেত্রয়োর্যথৈলক্ষণ্যেন জ্ঞানং তদেব মোক্ষহেতুত্বাৎ জ্ঞানমিতি মম মতম্ ; অন্যত্তু বৃথা পাণ্ডিত্যং বন্ধনহেতুত্বাদিত্যর্থঃ। তদুক্তং,—তৎ কর্ম যন্ন বন্ধায় সা বিদ্যা যা চ মুক্তয়ে। আয়াসায়াপরং কর্ম বিদ্যান্যা শিল্পনৈপুণম্। ইতি ॥১

টীকা—অত্র যদ্যপি চতুর্বিংশতিভেদভিন্না প্রকৃতিঃ ক্ষেত্রমিত্যভিপ্রেতং, তথাপি দেহরূপেণৈব পরিণতত্বাদ্যেব তস্যাহংভাবেন অবিবেকঃ দৃষ্ট ইতি তদ্বিবেকার্থম্ "ইদং শরীরং ক্ষেত্রজম্" ইত্যুক্তম্ ; তদেব প্রপঞ্চয়িষ্যন্ প্রতিজানীতে—তদিতি। যদুক্তং ময়া ক্ষেত্রং তৎ ক্ষেত্রং স্বরূপতো জড়ং দৃশ্যাদিস্বভাবং, যাদৃক্ যাদৃশং চেচ্ছাদিধর্মকং, যদ্বিকারি যৈর্বিন্দ্রিয়াদিবিকারৈর্যুক্তং, যতশ্চ প্রকৃতিপুরুষসংযোগাদ্ভবতি, যদিতি যৈঃ প্রকারৈঃ স্থাবর-জঙ্গমাদিভেদৈর্ভিন্নমিত্যর্থঃ, স চ ক্ষেত্রজ্ঞো যঃ স্বরূপতঃ যৎপ্রভাবশ্চ অচিন্ত্যস্বর্যযোগেন যৈঃ প্রভাবৈঃ সম্পন্নস্তৎ সর্বং সংক্ষেপতো মত্তঃ শৃণু ॥ ৩

টীকা—কৈঃ বিস্তরেণোক্তস্যায়ং সংক্ষেপ ইত্যপেক্ষায়ামাহ—ঋষিভিরিতি। ঋষিভির্বশিষ্ঠাদিভির্বোধশাস্ত্রেষু ধ্যানধারণাদিবিষয়ত্বেন বৈরাজাদিরূপেণ বহুধা গীতং নিরূপিতম্। বিবিধৈর্বিচিত্রৈর্নিত্যনৈমিত্তিক-কাম্যকর্ম্মাদি-বিষয়ৈশ্ছন্দোভির্বেদৈর্নানাপূজনীয়দেবতারূপেণ গীতং, ব্রহ্মণঃ সূত্রৈঃ পদৈশ্চ ব্রহ্ম সূত্র্যতে সূচ্যতে এভিরিতি ব্রহ্মসূত্রাণি "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদীনি তটস্থ-লক্ষণপরাণি উপনিষদ্বাক্যানি তথা ব্রহ্ম পদ্যতে গম্যতে সাক্ষাৎ ক্রিয়তে এভিরিতি পদানি স্বরূপলক্ষণপরাণি "সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" ইত্যাদীনি তৈশ্চ বহুধা গীতম্। কিম্ভূতৈর্হেতুমদ্ভিঃ "সদেব সৌম্যেদমগ্র আসীৎ, কথমসতঃ সজ্জায়েত" ইতি। "তথা কো হ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দো ন স্যাৎ এষ হ্যেবানন্দয়তি" ইত্যাদিযুক্তিমদ্ভিঃ। অন্যথা অপ্রমাণচেষ্টাঃ কঃ কুর্যাৎ, প্রাণ্যাৎ প্রাণব্যাপারং বা কঃ কুর্যাদিতি ইতিপদয়োরর্থঃ। বিনিশ্চিতৈরেকপ্রক্রমোপসংহারৈরেকবাক্যতয়া অনন্বিতার্থ-প্রতিপাদকৈরিত্যর্থঃ। তদেবমেতৈর্বিস্তরেণোক্তং ছন্দঃ-গ্রহং সংক্ষেপতস্তস্যায়ং কথয়িষ্যামি তৎ শৃণ্বিত্যর্থঃ। যদ্বা "অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা" ইত্যাদীনি ব্রহ্মসূত্রাণি গৃহ্যন্তে ; তাভ্যেব ব্রহ্ম পদ্যতে নিশ্চীয়তে এভিরিতি পদানি তৈর্হেতুমদ্ভিঃ "ঈক্ষতের্নাশব্দম্ আনন্দময়োঽভ্যাসাৎ" ইত্যাদিযুক্তিমদ্ভির্বিনিশ্চিতার্থৈঃ। শেষং সমানম্ ॥ ৪

টীকা—অত্র ক্ষেত্রস্বরূপমাহ—মহাভূতানীতি দ্বাভ্যাম্। মহাভূতানি ভূম্যাদীনি পঞ্চ, অহঙ্কারস্তৎকারণ-ভূতঃ, বুদ্ধির্জ্ঞানাত্মকঃ মহত্তত্ত্বম্, অব্যক্তং মূলপ্রকৃতিঃ, ইন্দ্রিয়াণি দশ বাহ্যানি জ্ঞানকর্মেন্দ্রিয়াণি, "শ্রোত্র-

---

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে কৌন্তেয়! এই শরীর ক্ষেত্র বলিয়া কথিত হইয়া থাকে—ইহা যিনি অবগত আছেন, তাঁহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ-ক্ষেত্রজ্ঞবিবেকিগণ ক্ষেত্রজ্ঞ বলেন ॥ ২

হে ভারত! নিখিল ক্ষেত্রেই আমাকে ক্ষেত্রজ্ঞ জানিবে। ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের যে জ্ঞান, তাহা আমার সম্মত ॥ ৩

সেই ক্ষেত্র স্বরূপতঃ জড় দৃশ্যাদিস্বভাব, যাদৃশ ইচ্ছাদি ধর্মক, যেরূপ ইন্দ্রিয়াদি বিকারযুক্ত প্রকৃতি পুরুষের সংযোগে উৎপন্ন হয় স্থাবর-জঙ্গমাদি ভেদের দ্বারা ভিন্ন এবং যেরূপ প্রভাবসম্পন্ন, আমার নিকট সংক্ষেপে তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪

বশিষ্ঠাদি ঋষিগণ যোগশাস্ত্রে ধ্যান-ধারণাদি বিষয়ত্ব পুরস্কারে বিরাটাদিরূপের বহু প্রকারে নিরূপণ করিয়াছেন। বিবিধ বিচিত্র নিত্য-নৈমিত্তিক কাম্য-কর্ম বিষয়ে বিভিন্ন বেদ নানা পূজনীয়

ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সঙ্ঘাতশ্চেতনাধৃতিঃ।
এতৎ ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্ ॥ ৬
অমানিত্বমদম্ভিত্বমহিংসা ক্ষান্তিরার্জবম্।
আচার্য্যোপাসনং শৌচং স্থৈর্য্যমাত্মবিনিগ্রহঃ ॥ ৭
ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহঙ্কার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥ ৮
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্র-দার-গৃহাদিষু।
নিত্যঞ্চ সমচিত্তত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিষু ॥ ৯
ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী।
বিবিক্তদেশসেবিত্বমরতির্জনসংসদি ॥ ১০
অধ্যাত্মজ্ঞাননিত্যত্বং তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্।
এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা ॥ ১১

স্বক্-ত্বাণ-চক্ষু-জিহ্বা-বাগ্‌দোর্মেঢ্রাঙ্ঘ্রি-পায়বঃ" ইতি। একঞ্চ মনঃ। ইন্দ্রিয়গোচরাশ্চ পঞ্চ তন্মাত্ররূপা এব। অন্যাদয় আকাশাদি বিশেষগুণতয়া ব্যক্তাঃ সন্তু ইন্দ্রিয়বিষয়াঃ পঞ্চ তদেবং চতুর্ব্বিংশতিতত্ত্বান্যুক্তানি। ইচ্ছেতি। ইচ্ছাদয়ঃ প্রসিদ্ধাঃ, সঙ্ঘাতঃ শরীরং, চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তিঃ, ধৃতিঃ ধৈর্য্যম্—এতে চেচ্ছাদয়ো দুস্তরাহঙ্কারধর্ম্মা হ্যপি তু মনোধর্ম্মা এব; অতঃ ক্ষেত্রান্তঃপাতিন এব, উপলক্ষণকৈতৎ সত্ত্বাদীনাম্। তথাচ শ্রুতিঃ "কামঃ সঙ্কল্পো বিচিকিৎসা শ্রদ্ধাঽশ্রদ্ধা ধৃতিরধৃতির্হ্রীর্ধীর্ভীরিত্যেতৎ সর্ব্বং মন এব" ইতি। অনেন যাদৃগিতি প্রতিজ্ঞাতাঃ ক্ষেত্রধর্ম্মা দর্শিতাঃ। এতৎ ক্ষেত্রং সবিকারমিচ্ছাদ্বেষাদিবিকারসহিতং সংক্ষেপেণ তুভ্যং ময়োক্তমিতি ক্ষেত্রোপসংহারঃ। ৫-৬

টীকা—ইদানীমুক্তলক্ষণাৎ ক্ষেত্রাদতিরিক্ততয়া জ্ঞেয়ং তদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞং বিস্তরেণ বর্ণয়িতুং তত্ত্বজ্ঞানসাধনান্যাহ—অমানিত্বমিতি পঞ্চভিঃ। অমানিত্বং স্বগুণশ্লাঘারাহিত্যম্, অদম্ভিত্বং দম্ভরাহিত্যম্, অহিংসা পরপীড়াবর্জ্জনম্, ক্ষান্তিঃ সহিষ্ণুত্বম্, আর্জ্জবম্ অবক্রতা, আচার্য্যোপাসনং সদ্‌গুরু-সেবা, শৌচং বাহ্যমাভ্যন্তরঞ্চ, তত্র বাহ্যং মৃজ্জলাদিনা, আভ্যন্তরঞ্চ রাগাদিমলক্ষালনম্। তথাচ স্মৃতিঃ—শৌচঞ্চ দ্বিবিধং প্রোক্তং বাহ্যমাভ্যন্তরং তথা। মৃজ্জলাভ্যাং স্মৃতং বাহ্যং ভাবশুদ্ধিস্তথান্তরম্।" ইতি। স্থৈর্য্যং সন্মার্গে প্রবৃত্তস্য তদেকনিষ্ঠতা, আত্মবিনিগ্রহঃ শরীরসংযমঃ, এতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তমিতি পঞ্চমেনান্বয়ঃ। কিঞ্চ ইন্দ্রিয়ার্থেষিতি। জন্মাদিষু দুঃখদোষয়োরনুদর্শনং পুনঃ পুনরালোচনং দুঃখরূপস্য দোষস্যানুদর্শনমিতি বা। স্পষ্টমন্যৎ। কিঞ্চ অসক্তিরিতি। অনসক্তিঃ পুত্রদারাদি-পদার্থেষু প্রীতিত্যাগঃ, অনভিষঙ্গঃ পুত্রাদীনাং সুখে বা দুঃখে অহমেব সুখী দুঃখী চ ইত্যাধ্যাসাতিরেকাভাবঃ। ইষ্টানিষ্টয়োরুপপত্তিষু প্রাপ্তিষু নিত্যং সর্ব্বদা সমচিত্তত্বম্। কিঞ্চ ময়ীতি। ময়ি পরমেশ্বরেঽনন্যযোগেন সর্ব্বাত্মদৃষ্ট্যা অব্যভিচারিণী একান্তা ভক্তিঃ, বিবিক্তঃ শুদ্ধশ্চিত্তপ্রসাদ-করত্বং দেশং সেবিতুং শীলং যস্য তস্য ভাবস্তত্ত্বং প্রাকৃতানাং জনানাং সংসদি সভায়ামরতীঃ রত্যভাবঃ। কিঞ্চ অধ্যাত্মেতি। আত্মানমধিকৃত্য বর্ত্তমানমধ্যাত্মজ্ঞানং তস্মিন্নিত্যত্বং নিত্যভাবঃ। স্বংপদার্থবুদ্ধিনিষ্ঠত্বমিত্যর্থঃ তত্ত্বজ্ঞানস্যার্থঃ প্রয়োজনং মোক্ষস্তস্য দর্শনং মোক্ষস্য সর্ব্বোৎকৃষ্টত্বালোচনমিত্যর্থঃ, এতদমানিত্বমদম্ভিত্বমিত্যাদি-বিংশতিসংখ্যকং যদুক্তমেতজ্জ্ঞানমিতি প্রোক্তং বশিষ্ঠাদিভি-র্জ্ঞানসাধনত্বাৎ; অতোঽন্যথা অস্মদ্বিপরীতং মানিত্বাদি যত্তদজ্ঞানমিতি প্রোক্তং জ্ঞানবিরোধিত্বাৎ; অতঃ সর্ব্বথা ত্যাজ্যমিত্যর্থঃ ॥ ৭-১১

দেবতারূপে গীত হইয়াছে, নিশ্চিত অর্থ প্রতিপাদক যুক্তিযুক্ত ব্রহ্মসূচক তটস্থলক্ষণের উপনিষদ্‌বাক্যসকল ও স্বরূপ লক্ষণ-বিষয়ক 'সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম' ইত্যাদি পদের দ্বারা বহু প্রকারে কথিত হইয়াছে। ৫

ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত; অহঙ্কার বুদ্ধি অব্যক্ত (মূল প্রকৃতি) শ্রোত্র ত্বক্ চক্ষু জিহ্বা ঘ্রাণ পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, বাক্ পাণি পাদ পায়ু উপস্থ পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মন শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ বিষয়পঞ্চক—এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্ব। ইচ্ছা দ্বেষ সুখ দুঃখ শরীর চেতনা জ্ঞানাত্মিকা মনোবৃত্তি ধৈর্য্য এই ইন্দ্রিয়াদি বিকারসহিত ক্ষেত্র তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম। ৬-৭

আত্মশ্লাঘারাহিত্য, শঠতাহীনতা, অহিংসা, ক্ষমা, সরলতা, গুরুসেবা, বাহ্য মৃজ্জলাদি ও আন্তর মৈত্র করুণা মুদিতা উপেক্ষাদি ভাবশুদ্ধিরূপ শৌচ, ধৈর্য্য, সৎপথে প্রবৃত্ত হইয়া তাহাতে একনিষ্ঠতা, শরীর সংযম, বিষয়বৈরাগ্য, অহঙ্কারপরিবর্জ্জন

জ্ঞেয়ং যৎ তৎ প্রবক্ষ্যামি যজ্ জ্ঞাত্বামৃতমশ্নুতে।
অনাদিমৎ পরং ব্রহ্ম ন সৎ তন্নাসদুচ্যতে ॥ ১২
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোঽক্ষি-শিরো-মুখম্।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩

টীকা—এভিঃ সাধনৈর্যজ্ জ্ঞেয়ং তদাহ—জ্ঞেয়মিতি ষড়্ভিঃ। যজ্ জ্ঞেয়ং তৎ প্রবক্ষ্যামি। শ্রোতুরাদরসিদ্ধয়ে জ্ঞানফলং দর্শয়তি। যদ্বক্ষ্যমাণং জ্ঞাত্বা অমৃতং মোক্ষং প্রাপ্নোতি। কিং তৎ—অনাদিমৎ। আদিমন্ন ভবতীত্যনাদিমৎ। পরং নিরতিশয়ং ব্রহ্ম। অনাদীত্যেতাবতৈব বহুব্রীহিণা অনাদিমত্বে সিদ্ধেঽপি পুনর্মতুপ্ প্রত্যয়শ্ছান্দসঃ। যদ্বা অনাদীতি মৎপরকেতি পদদ্বয়ম্। মম বিষ্ণোঃ পরং নির্বিশেষরূপং ব্রহ্মেত্যর্থঃ। তদেবাহ—ন সৎ ন চাসদুচ্যতে; বিধিমুখেন প্রমাণস্য বিষয়ঃ সচ্ছব্দেনোচ্যতে। নিষেধস্য বিষয়স্তল্লক্ষণেনোচ্যতে। ইত্থন্ত তদুভয়বিলক্ষণমবিষয়ত্বাদিত্যর্থঃ ॥ ১২

টীকা—নন্বেবং ব্রহ্মণঃ সদসদ্বিলক্ষণত্বে সতি "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" "ব্রহ্মৈবেদং সর্বম্" ইত্যাদি শ্রুতিভির্বিরুধ্যেতেত্যাশঙ্ক্য "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধয়া অচিন্ত্যশক্ত্যা সর্বাত্মকত্বাৎ তস্য দর্শয়ন্নাহ—ইতি পঞ্চভিঃ। সর্বতঃ সর্বত্র পাণয়ঃ পাদাশ্চ যস্য তৎ, সর্বতোঽক্ষীণি শিরাংসি মুখানি চ যস্য তৎ, সর্বতঃ শ্রুতিমৎ শ্রবণেন্দ্রিয়বৎ যুক্তং সৎ লোকে সর্বমাবৃত্য ব্যাপ্য তিষ্ঠতি। সর্বপ্রাণিপ্রবৃত্তিভিঃ পাণ্যাদিভিরূপাদিভিঃ সর্ববব্যবহারাস্পদত্বেন তিষ্ঠতীত্যর্থঃ ॥ ১৩

টীকা—কিঞ্চ সর্বেন্দ্রিয়েতি। সর্বেষাং চক্ষুরাদীনামিন্দ্রিয়াণাং গুণেষু রূপাদ্যাকারাসু বৃত্তিষু তদাকারেণ ভাসতে ইতি তথা। সর্বেন্দ্রিয়াণি গুণাংশ্চ তদ্বিষয়ান্ আভাসয়তীতি বা। সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্। তথা চ শ্রুতিঃ—"অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ" ইত্যাদি। অসক্তং সঙ্গশূন্যম্ তথাপি সর্বং বিভর্তীতি সর্বভৃৎ সর্বসাধারভূতম্। তদেব নির্গুণং সত্ত্বাদিগুণরহিতং গুণভোক্তৃ চ গুণানাং সত্ত্বাদীনাং ভোক্তৃ পালকম্ ॥ ১৪

সর্বেন্দ্রিয়গুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবর্জিতম্।
অসক্তং সর্বভৃচ্চৈব নির্গুণং গুণভোক্তৃ চ ॥ ১৪
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ।
সূক্ষ্মত্বাৎ তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ ১৫

টীকা—কিঞ্চ বহিরিতি। ভূতানাং চরাচরাণাং স্বকার্যাণাং বহিশ্চান্তশ্চ তদেব সুবর্ণমিব কটককুণ্ডলাদীনাং জলতরঙ্গাণামন্তর্বহিশ্চ ব্যাপ্য স্থাবরং চরং জঙ্গমং যদ্ ভূতজাতং তদেব কারণাকেষ্যং কার্যমস্য। এবমপি সূক্ষ্মত্বাৎ রূপাদিহীনত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ম্ ইত্যুক্তমিতি। স্পষ্টজ্ঞানার্হং ন ভবতি অতএব অবিদুষাং যোজনলক্ষান্তরিতমিব দূরস্থঞ্চ সবিকারাণাং প্রকৃতেঃ পরত্বাৎ। বিদুষাং পুনঃ প্রত্যগাত্মত্বাদন্তিকে চ তৎ নিত্যং সন্নিহিতম্। তথা চ মন্ত্রঃ—"তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে। তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ" ইতি। এজতি চলতি। নৈজতি ন চলতি। তৎ তু অন্তিকে ইতি ভেদঃ ॥ ১৫

জন্ম-মৃত্যু-জরা-ব্যাধি প্রভৃতি দুঃখ ও দোষের বারংবার আলোচনা, আসক্তি (পুত্রাদিতে প্রীতিপরিহার), অনভিষঙ্গ (স্ত্রী-পুত্রাদির সুখ দুঃখে আপনি সুখী দুঃখী না হওয়া), ইষ্ট অনিষ্ট (অনুকূল প্রতিকূল)-লাভে সতত সমচিত্ততা ও আমাতে সর্বাত্মভূতিতে ঐকান্তিক ভক্তি, শুদ্ধ নির্জনস্থানে নিয়ত অবস্থান, জনসমাজে বিরাগ, আত্মজ্ঞানে অত্যন্ত অনুরাগ, তত্ত্বজ্ঞানার্থ দর্শন মোক্ষের সর্বোৎকৃষ্ট আলোচনা—মৎকথিত এই অধ্যাত্মাদি বিংশতি-সংখ্যক জ্ঞান ইহার বিপরীত মানিত্ব প্রভৃত্যাদি অজ্ঞান, এজন্য তাহা সর্বপ্রকারে ত্যাজ্য ॥ ৮-১২

যাহা জানিবার যোগ্য, তাহা বলিতেছি শ্রবণ কর,—যে বিষয় জ্ঞাত হইয়া অমৃত (মোক্ষ) লাভ করিবে। আদিশূন্য, উৎপত্তিবিরহিত, নিরতিশয় পরব্রহ্মই জ্ঞাতব্য। তিনি সৎ কিম্বা অসৎ নন বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন ॥ ১৩

সকল দিকে সকল দেশে হস্তপদ, সকল দিক্ দেশে চক্ষু শির ও মুখ, সর্বত্র শ্রবণেন্দ্রিয়সম্পন্ন তিনি সম্পূর্ণ জগৎকে আবৃত করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৪

তিনি ইন্দ্রিয়গণকে ও তাহাদের বিষয়সমূহকে প্রকাশ করিয়া থাকেন—সমস্ত ইন্দ্রিয়বিমুক্ত, অনাসক্ত, চতুর্দশভুবনের আধারস্বরূপ, সত্ত্বাদি গুণরহিত ও সত্ত্বাদিগুণের ভোক্তা পালক ॥ ১৪

অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূতভর্তৃ চ তজ্জ্ঞেয়ং গ্রসিষ্ণু প্রভবিষ্ণু চ ॥ ১৬
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পরমুচ্যতে।
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য বিষ্ঠিতম্ ॥ ১৭

ইতি ক্ষেত্রং তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ং চোক্তং সমাসতঃ।
মদ্ভক্ত এতদ্ বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ॥ ১৮
প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।
বিকারাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্ ॥ ১৯

টীকা—কিঞ্চ অবিভক্তমিতি। ভূতেষু স্থাবরজঙ্গমাত্মকেষ্ববিভক্তং কারণাত্মনাঽভিন্নং, কার্য্যাত্মনা বিভক্তং ভিন্নমিব স্থিতং চ। সমুদ্রাজ্জাতং ফেনাদি সমুদ্রাদন্যন্ন ভবতি। তৎ স্বরূপমেবোক্তং তদ্ জ্ঞেয়ম্। ভূতানাং ভর্তৃ চ পোষকং স্থিতিকালে, প্রলয়কালে চ গ্রসিষ্ণু গ্রসনশীলং, সৃষ্টিকালে চ প্রভবিষ্ণু নানাকার্য্যাত্মনা প্রভবনশীলম্ ॥ ১৬

টীকা—কিঞ্চ জ্যোতিষামপীতি। জ্যোতিষাং সূর্য্যাদীনামপি তৎ জ্যোতিঃ প্রকাশকং তত্তো "যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ" "ন তত্র সূর্য্যো ভাতি ন চন্দ্রতারকং নেমা বিদ্যুতো ভান্তি কুতোঽয়মগ্নিঃ। তমেব ভান্তমনুভাতি সর্বং তস্য ভাসা সর্বমিদং বিভাতি" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অতএব তমসোঽজ্ঞানাৎ পরং তেনাসংস্পৃষ্টমুচ্যতে "আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ" ইত্যাদিশ্রুতে। জ্ঞানঞ্চ তদেব বুদ্ধিবৃত্তাবভিব্যক্তং, তদেব রূপান্তরেণেদং জ্ঞেয়ঞ্চ জ্ঞানে সম্যক্ তদেব অমানিত্বাদিলক্ষণেন পূর্ব্বোক্তজ্ঞানসাধনেন প্রাপ্যমিত্যর্থঃ। জ্ঞানগম্যং বিশিনষ্টি—সর্বস্য প্রাণিমাত্রস্য হৃদি বিষ্ঠিতং বিশেষেণাপ্রচ্যুতস্বরূপেণ নিয়ন্তৃতয়া স্থিতম্। "বিষ্ঠিতমিতি পাঠে অধিষ্ঠায় স্থিতমিত্যর্থঃ ॥ ১৭

টীকা — উক্তং ক্ষেত্রাদিকমধিকারিফলসহিতমুপসংহরতি—ইত্যেতি। ইত্যেবং ক্ষেত্রং মহাভূতাদি বৃত্তান্তং, তথা জ্ঞানঞ্চ অমানিত্বাদি তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনান্তং, জ্ঞেয়ঞ্চ অনাদিমৎ পরং ব্রহ্মেত্যাদি বিষ্ঠিতমিত্যন্তং বশিষ্ঠাদিভিবিস্তরেণোক্তং, সর্বমপি ময়া সংক্ষেপেণোক্তম্। এতচ্চ পূর্ব্বাধ্যায়োক্তলক্ষণো মদ্ভক্তো বিজ্ঞায় মদ্ভাবায় ব্রহ্মত্বায়োপপদ্যতে যোগ্যো ভবতি ॥ ১৮

টীকা—তদেবং তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্ চে'ত্যেতাবৎ প্রপঞ্চিতম্। ইদানীং যদ্বিকারি যতশ্চ যৎ। স চ যো যৎপ্রভাবশ্চে'ত্যেতৎ পূর্বপ্রতিজ্ঞাতমেব প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ সংসারহেতুত্বসাধনেন প্রপঞ্চয়তি প্রকৃতিমিতি পঞ্চভিঃ। অত্র প্রকৃতিপুরুষয়োরাদিমত্ত্বে তয়োরপি প্রকৃত্যন্তরেণ ভাব্যমিত্যনবস্থাপত্তিঃ স্যাদতস্তয়োরনাদী বিদ্ধি। অনাদেরীশ্বরস্য শক্তিত্বাৎ প্রকৃতেরনাদিত্বম্ পুরুষোঽপি তদংশত্বাদনাদিরেব। তত্র চ পরমেশ্বরস্য তচ্ছক্তীনাঞ্চ অনাদিত্বং নিত্যত্বঞ্চ শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্ভাষ্যকৃদ্ভিরভিপ্রবন্ধেনোপপাদিতমিতি গ্রন্থবাহুল্যান্নাস্মাভিঃ প্রপঞ্চ্যতে। বিকারাংশ্চ দেহেন্দ্রিয়াদীন্, গুণাংশ্চ গুণপরিণামান্ সুখদুঃখমোহাদীন্ প্রকৃতেঃ সম্ভূতান্ বিদ্ধি ॥ ১৯

স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতসমূহের অন্তরে বাহিরে বনস্থ-বৃক্ষে সূর্যের ন্যায়, তরঙ্গে জলের ন্যায় অবস্থান করিতেছেন। স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু সব তিনি। সূক্ষ্মত্বহেতু স্পষ্টরূপে ইঁহাকে জানা যায় না। তিনি অবিদ্বান্‌গণের প্রত্যগাত্মত্ব-হেতু অতি-নিকটে আছেন ॥ ১৫

স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ভূতসকলের কারণরূপে অভিন্ন হইলেও কার্য্যরূপে বিভিন্নের মত দৃষ্ট হন। বস্তুতঃ যেমন সমুদ্রজাত ফেনাদি সমুদ্র ভিন্ন অন্য কিছু নহে, তদ্রূপ জগতে যাহা কিছু তিনি। তিনি স্থিতিকালে ভূতগণের পোষক, প্রলয়কালে গ্রাসকারী ও সৃষ্টিকালে নানা-রূপে উৎপত্তিশীল তিনি জান ॥ ১৬

তিনি সূর্য-চন্দ্রাদি জ্যোতিষ্কগণের প্রকাশক, অন্ধকারের (অজ্ঞানের) পরপারে স্থিত। তিনিই বুদ্ধিবৃত্তিতে অভিব্যক্ত জ্ঞান, তিনিই রূপাদি আকারে জ্ঞাতব্য এবং জ্ঞানসাধনের দ্বারা লভ্য সমস্ত ভূতের হৃদয়ে অপ্রচ্যুতস্বরূপে নিয়ন্তারূপে বিরাজমান ॥ ১৭

এই ক্ষেত্র, জ্ঞান ও জ্ঞেয় তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম। আমার ভক্ত ইহা অবগত হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ করেন (মুক্ত হন) ॥ ১৮

কার্য্য-কারণ-কর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে।
পুরুষঃ সুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্ গুণান্।
কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥ ২১

টীকা—বিকারাণাং প্রকৃতিসম্ভবত্বং দর্শয়ন্ পুরুষস্য সংসারহেতুত্বং দর্শয়তি — কার্য্যেতি। কার্য্যং শরীরম্, কারণানি সুখদুঃখসাধনানীন্দ্রিয়াণি, তেষাং কর্তৃত্বে তদাকারপরিণামে প্রকৃতিহেতুরুচ্যতে কপিলাদিভিঃ। পুরুষো জীবস্তু তৎকৃতসুখদুঃখানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে। অয়ং ভাবঃ — যদ্যপ্যচেতনায়াঃ প্রকৃতেঃ স্বতঃ কর্তৃত্বং ন সম্ভবতি, তথা পুরুষস্যাপ্যবিকারিণো ভোক্তৃত্বং ন সম্ভবতি, তথাপি কর্তৃত্বং নাম ক্রিয়ানিষ্পাদকত্বম্, তচ্চ চেতনস্যাপি চেতনাদৃষ্টবশাৎ চৈতন্যাধিষ্ঠিতত্বাৎ সম্ভবতি, যদ্বেন্দ্রস্য জলনং বায়োস্তির্য্যগ্‌গমনম্, তৎসাদৃষ্টবশাৎ স্বভাবপরমঃ করণনিত্যাদি। অতঃ পুরুষসন্নিধানাৎ প্রকৃতেঃ কর্তৃত্বমুচ্যতে, ভোক্তৃত্বঞ্চ সুখদুঃখবেদনম্, তচ্চ চেতনধর্ম্ম এবেতি প্রকৃতিসন্নিধানাৎ পুরুষস্য ভোক্তৃত্বমুচ্যতে ইতি ॥ ২০

টীকা—তথাপ্যবিকারিণো জন্মরহিতস্য চ ভোক্তৃত্বং কথমিত্যত্রাহ—পুরুষ ইতি দ্বি। যস্মাৎ প্রকৃতিস্থস্তৎকার্য্যদেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতঃ পুরুষঃ, অতস্তন্নিষ্ঠান্ সুখদুঃখাধীন্ ভুঙ্‌ক্তে। অস্য চ পুরুষস্য সত্ত্বাদ্যৈ দেবাদিযোনিষু, রজসীষু তির্য্যগাদিযোনিষু, তামসীষু স্থাবরাদিযোনিষু, যানি জন্মানি তেষু গুণসঙ্গো

উপদ্রষ্টানুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ।
পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেঽস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২
য এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সহ।
সর্ব্বথা বর্ত্তমানোঽপি ন স ভূয়োঽভিজায়তে ॥ ২৩

গুণৈঃ শুভাশুভকর্ম্মকারিভিরিন্দ্রিয়ৈঃ সঙ্গঃ কারণমিত্যর্থঃ ॥ ২১

টীকা—তদনেন প্রকারেণ প্রকৃত্যবিবেকাদেব পুরুষস্য সংসারো ন তু স্বরূপত ইত্যাশয়েন তস্য স্বরূপমাহ—উপদ্রষ্টেতি। অস্মিন্ প্রকৃতিকার্য্যে দেহে বর্ত্তমানোঽপি পুরুষঃ পরো ভিন্ন এব ন তদ্‌গুণৈর্যুজ্যতে ইত্যর্থঃ। তত্র হেতবঃ,—যস্মাদুপদ্রষ্টা পৃথগ্‌ভূত এব সমীপে স্থিত্বা দ্রষ্টা সাক্ষীত্যর্থঃ, তথা অনুমন্তা অনুমোদিতেব সন্নিধিমাত্রেণানুগ্রাহকঃ। "সাক্ষী চেতা কেবলো নির্গুণশ্চ" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। তথা ঈশ্বরেণ রূপেণ ভর্তা বিধায়কঃ ভোক্তা ভোক্তা পালক ইতি চ, মহান্তং বিভুমাত্মানমীশ্বরঞ্চেতি স ব্রহ্মাদীনামধিপতিরিতি চ পরমাত্মা অন্তর্য্যামী চেত্যুক্তঃ শ্রুত্যা। তথা চ শ্রুতিঃ, "এষ সর্ব্বেশ্বর এষ ভূতাধিপতিরেষ লোকপালঃ" ইত্যাদি ॥ ২২

টীকা—এবং প্রকৃতিপুরুষবিবেকজ্ঞানিনং স্তৌতি—য এবমিতি। এবমুপদ্রষ্টৃত্বাদিরূপেণ পুরুষং যো বেত্তি প্রকৃতিঞ্চ গুণৈঃ সুখদুঃখাদিপরিণামৈঃ সহিতাং যো বেত্তি স পুরুষঃ সর্ব্বথা বিধিমভিলক্ষ্য বর্ত্তমানোঽপি পুনর্জ্জাতিজায়তে। মুচ্যত এবেত্যর্থঃ ॥ ২৩

প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে। দেহ ইন্দ্রিয়াদি বিকার সকলকে গুণপরিণাম, সুখ-দুঃখ মোহাদি প্রকৃতিসম্ভূত অবগত হইবে ॥ ১৯

কার্য্য—শরীর, কারণ—সুখদুঃখাদি সাধন ইন্দ্রিয়বর্গ। তাহাদের কর্তৃত্বে তদাকারপরিণামে প্রকৃতি হেতু, আর পুরুষ জীব তাহার সুখদুঃখ ভোক্তৃত্বে কারণ বলিয়া জানিবে। চৈতন্যের অধিষ্ঠানহেতু যেমন অগ্নির ঊর্দ্ধজ্বলন, বায়ুর তির্য্যক্ গমন, ব্রহ্মার অদৃষ্টবশে জন্ম হইতে দুষ্কররূপ, এবম্বিধ পুরুষের সন্নিধানে প্রকৃতির কর্তৃত্ব, ভোক্তৃত্ব—সুখদুঃখ সংবেদন যাহা তাহা চেতন ধর্ম্ম, তাই প্রকৃতির সন্নিধানহেতু পুরুষের ভোক্তৃত্ব ॥ ২০

অতএব পুরুষ (প্রকৃত) কার্য্য-দেহে অবস্থিত হইয়া প্রকৃতিসম্ভূত সুখদুঃখাদি ভোগ করেন আর এই পুরুষের দেব ও তির্য্যগাদি যোনিতে জন্মবিষয়ে শুভাশুভ কর্ম্মকারী ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গই কারণ ॥ ২১

এই (প্রকৃতি) কার্য্যশরীরে বর্ত্তমান পুরুষ ভিন্ন অর্থাৎ প্রকৃতির গুণে যুক্ত হন না। উপদ্রষ্টা, (সমীপে সাক্ষীর মত দর্শন করেন) ও অনুমন্তা সন্নিধিমাত্রে অনুগ্রাহক এবং ঐশ্বরিকরূপে থাকিয়া বিধাতৃ ও পালক—ব্রহ্মাদির অধিপতি আর অন্তর্য্যামী ॥ ২২

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে ॥ ২৪
অন্যে ত্বেবমজানন্তঃ শ্রুত্বাভ্য উপাসতে।
তেঽপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫
যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবর-জঙ্গমম্।
ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাৎ তদ্ বিদ্ধি ভরতর্ষভ ॥ ২৬
সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ॥ ২৭
সমং পশ্যন্ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরম্।
ন হিনস্ত্যাত্মনাত্মানং ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২৮

টীকা — এবন্তূতবিবিক্তাত্মজ্ঞানসাধনবিকল্পানাহ — ধ্যানেনেতি দ্বাভ্যাম্। ধ্যানেনাত্মাকারপ্রত্যয়প্রবাহেণ আত্মনি দেহ এব আত্মনা মনসা এনমাত্মানং কেচিৎ পশ্যন্তি, অন্যে তু সাংখ্যেন প্রকৃতিপুরুষবৈলক্ষণ্যালোচনেন যোগেনাষ্টাঙ্গেন, অপরে চ কর্মযোগেন পশ্যন্তীতি সর্বত্রানুষঙ্গঃ। এতেষাঞ্চ ধ্যানাদীনাং যথাযোগং ক্রম-সমুচ্চয়ে সত্যপি তত্ত্বনিষ্ঠাভেদাভিপ্রায়েণ বিকল্পোক্তিঃ ॥ ২৪

টীকা—অতিমন্দাধিকারিণাং নিস্তারোপায়মাহ—অন্যে ত্বিতি। অন্যে তু সাংখ্যযোগাদিমার্গেণ এবন্তূতমুপ-দ্রষ্টৃত্বাদিলক্ষণমাত্মনাং সাক্ষাৎকর্তুমজানন্তোঽন্যেভ্য আচার্যেভ্য উপদেশতঃ শ্রুত্বা উপাসতে ধ্যায়ন্তি। তেঽপি চ শ্রদ্ধয়া উপদেশশ্রবণপরায়ণাঃ সন্তো মৃত্যুং সংসারং শনৈরতিতরন্ত্যেব ॥ ২৫

টীকা—তত্র কর্মযোগস্য তৃতীয়-চতুর্থ-পঞ্চমেষু প্রপঞ্চিতত্বাৎ ধ্যানযোগস্য চ ষষ্ঠাষ্টময়োঃ প্রপঞ্চিতত্বাৎ ধ্যানাদেশ্চ সাংখ্যবিবিক্তাত্মবিষয়ত্বাৎ সাংখ্যমেব প্রপঞ্চয়ন্নাহ—যাবদিতি, যাবদধ্যায়সমাপ্তি। যাবৎ যৎ কিঞ্চিৎ বস্তুমাত্রং সত্ত্বমুৎপদ্যতে তৎ সর্বং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োর্যোগাদবিবেককৃতাত্তাদাত্ম্যাধ্যাসাদ্ভবতীতি জানীহি ॥ ২৬

টীকা—অবিবেককৃতং সংসারোদ্ভবমুক্ত্বা তন্নিবৃত্তয়ে বিবিক্তাত্মবিষয়ং সম্যগ্দর্শনমাহ—সমমিতি। স্থাবর-জঙ্গমাত্মকেষু ভূতেষু নির্বিশেষং সদ্রূপেণ সমং যথা ভবতি এবং তিষ্ঠন্তং পরমাত্মানং যঃ পশ্যতি, অতএব তেষু বিনশ্যৎস্বপ্যবিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৭

টীকা—কুত ইত্যত আহ—সমং পশ্যন্নিতি। সর্বত্র কৃৎস্নমাত্রে সমং সমবস্থিতং সম্যগপ্রচ্যুতস্বরূপেণাবস্থিতং পরমাত্মানং পশ্যন্ হি যস্মাদাত্মনা স্বেনৈবাত্মানং ন হিনস্তি অবিদ্যয়া সচ্চিদানন্দরূপমাত্মানং চিরমৃত্যু ন বিনাশয়তি, ততশ্চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি, যস্ত্বেবং ন পশ্যতি, স হি দেহাত্মদর্শী দেহেন সহাত্মানং হিনস্তি, তথাচ শ্রুতিঃ,—"অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ। তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ ॥" ইতি ॥ ২৮

যিনি এইরূপ পুরুষকে এবং গুণের সহিত প্রকৃতিকে অবগত আছেন, তিনি সর্বপ্রকার শাস্ত্রবিধি অতিক্রম করত বর্তমান থাকিলেও মুক্তিলাভ করেন। অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ সাক্ষাৎকার হইলে 'আমি দেহ হইতে ভিন্ন, আত্মা জ্যোতির্ময় নিরাকার ওঙ্কার' এরূপভাবে অনুক্ষণ ওঁকার নামে অবস্থিত—তাঁহার পক্ষে কোন বিধি নিষেধ নাই। তিনি নিত্যমুক্ত ব্রহ্মসংযোগমুক্তত্বেতি ॥ ২৪

কেহ ধ্যানাবলম্বনে মনের দ্বারা হৃদয়কমলস্থিত আত্মাকে দর্শন করেন, অপরে কেহ কেহ 'প্রকৃতি হইতে পুরুষ ভিন্ন' এই বিচার ও অষ্টাঙ্গ যোগের দ্বারা আত্মদর্শন করেন, আর অন্য কর্মযোগিগণ (নিষ্কাম কর্মযোগিগণ) কর্মযোগের দ্বারা আত্মাকে দেখিয়া থাকেন ॥ ২৫

আর অপর কেহ এই সমস্ত না জানিয়া আচার্যগণের মুখে আত্মতত্ত্ব শ্রবণ করত আত্মাকে উপাসনা করেন। তাঁহারাও শ্রদ্ধাসহকারে উপদেশ শ্রবণপরায়ণ হইয়া মৃত্যু হইতে উত্তীর্ণ হন ॥ ২৫

হে ভরতশ্রেষ্ঠ! স্থাবর জঙ্গম যাহা কিছু বস্তুমাত্র সমুৎপন্ন হয়, তাহা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের অবিবেককৃত অভেদ, অধ্যাস (আরোপ, এক বস্তুতে অন্য বস্তুজ্ঞান) হেতু হইয়া থাকে—বিদিত হইবে ॥ ২৬

চরাচরাত্মক সমস্তভূতে, নির্বিশেষ সদ্রূপে সমভাবে অবস্থিত বিনাশী নিখিল বস্তুতে বিনাশবিহীন পরমেশ্বরকে যিনি দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ দেখিয়া থাকেন ॥ ২৭

প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ।
যঃ পশ্যতি তথাত্মানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯
যদা ভূতপৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ॥ ৩০
অনাদিত্বান্নির্গুণত্বাৎ পরমাত্মায়মব্যয়ঃ।
শরীরস্থোঽপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১
যথা সর্বগতং সৌক্ষ্ম্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে।
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্মা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎস্নং লোকমিমং রবিঃ।
ক্ষেত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎস্নং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩

টীকা—নন্থ শুভাশুভকর্মকর্তৃত্বেন বৈষম্যে দৃশ্যমানে কথমাত্মনঃ সমত্বমিত্যাশঙ্ক্যাহ—প্রকৃত্যৈবেতি। প্রকৃত্যৈব দেহেন্দ্রিয়াকারেণ পরিণতয়া সর্বশঃ সর্বৈঃ প্রকারৈঃ ক্রিয়মাণানি কর্মাণি যঃ পশ্যতি, তথাত্মানমকর্তারং দেহাভিমানেনৈবাত্মনঃ কর্তৃত্বং ন স্বত ইত্যেবং যঃ পশ্যতি, স এব সম্যক্ পশ্যতি, নান্য ইত্যর্থঃ ॥ ২৯

টীকা—ইদানীং তু ভূতানামপি প্রকৃতিভাবমাত্রত্বেনাভেদাদ্ভূতভেদকৃতমপ্যাত্মনো ভেদমপশ্যন্ ব্রহ্মত্বমুপেতীত্যাহ—যদেতি। যদা ভূতানাং স্থাবর-জঙ্গমানাং পৃথগ্‌ভাবং ভেদম্ পৃথক্ত্বম্ একস্থম্ একস্যামেবেশ্বরশক্তিরূপায়াং প্রকৃতৌ প্রলয়ে স্থিতমনুপশ্যতি আলোচয়তি। ততঃ এব তস্যা এব প্রকৃতেঃ সকাশাদ্ভূতানাং বিস্তারং সৃষ্টিসময়ে অনুপশ্যতি, তদা প্রকৃতিভাবমাত্রত্বেন ভূতানামপ্যভেদং পশ্যন্ পরিপূর্ণং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে, ব্রহ্মৈব ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৩০

টীকা—তথাপি পরমেশ্বরস্য সংসারাবস্থায়াং দেহসম্বন্ধনিমিত্তৈঃ কর্মভিস্তৎফলৈশ্চ সুখদুঃখাদিভির্বৈষম্যং দুষ্পরিহরমিতি কুতঃ সমদর্শনং তত্রাহ—অনাদিত্বাদিতি। যদুৎপত্তিমৎ তদেব হি যোগি বিনাশমেতি, যচ্চ গুণবত্ত্বং তস্য গুণনাশে বারো ভবতি, অয়ং তু পরমাত্মা অনাদিনির্গুণশ্চ ; অতোঽব্যয়ঃ অবিকারীত্যর্থঃ। তস্মাৎ শরীরে স্থিতোঽপি ন কিঞ্চিৎ করোতি, ন চ কর্মফলৈর্লিপ্যত ইতি ॥ ৩১

টীকা—তত্র হেতুং সদৃষ্টান্তমাহ—যথেতি। যথা সর্বত্র পক্ষাদিষ্বপি স্থিতমাকাশং সৌক্ষ্ম্যাদসঙ্গত্বাৎ পঙ্কাদিভির্নোপলিপ্যতে, তথা সর্বত্র উত্তমে মধ্যমেঽধমে বা দেহে স্থিতোঽপ্যাত্মা নোপলিপ্যতে দৈহিকৈর্দোষগুণৈর্ন যুজ্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৩২

টীকা—অসঙ্গত্বাল্লেপো নাস্তীত্যাকাশদৃষ্টান্তেন দর্শিতং প্রকাশকত্বাচ্চ প্রকাশ্যদোষেন যুজ্যতে ইতি রবিদৃষ্টান্তেনাহ—যথা প্রকাশয়তীতি স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৩৩

সকল দিক্, দেশ ও কালে এবং সকল বিষয়ে সমানভাবে উত্তমরূপে অবস্থিত পরমাত্মাকে দর্শন করিয়া অবিদ্যার দ্বারা সচ্চিদানন্দস্বরূপ আত্মাকে আচ্ছাদিত করত বিনাশ করেন না, অতঃপর মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন ॥ ২৮

যিনি নিখিল কর্ম প্রকৃতির দ্বারাই সম্পাদিত হইতেছে ও আত্মা কোন কর্ম করেন না—দ্রষ্টামাত্র অকর্তা এইরূপ দর্শন করেন, তিনিই যথার্থ নিরীক্ষণ করেন ॥ ২৯

যখন আত্মা সমস্ত ভূতগণের প্রভেদ একমাত্র ঈশ্বর শক্তিরূপা প্রকৃতিতে প্রলয়কালে স্থিত আলোচনা করেন এবং পুনরায় সৃষ্টিকালে সেই প্রকৃতি হইতে ভূতসমূহের বিস্তার দেখেন, তখন তাহা কিছু সমস্তই প্রকৃত স্বরূপ বলে ভূতাদি স্বরূপ ব্রহ্মের ন্যায় ভূতসকলের অভেদ অবলোকনপূর্বক ব্রহ্ম হইয়া যান ॥ ৩০

হে কৌন্তেয়! অনাদিত্ব (আদিশূন্যত্ব), নির্গুণত্ব (সত্ত্বাদিগুণ রহিতত্ব) হেতু এই অব্যয় নির্বিকারস্বরূপ আত্মা শরীরে অবস্থান করিয়াও কিছুই করেন না এবং কর্মফলের দ্বারা লিপ্ত হন না ॥ ৩১

যেরূপ সর্বব্যাপী পক্ষাদিতে স্থিত আকাশ সূক্ষ্মত্ব ও অসঙ্গত্ব হেতু পঙ্কাদির দ্বারা লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ উত্তম, মধ্যম বা অধম দেহে অবস্থিত আত্মা দৈহিক দোষ-গুণের দ্বারা সংশ্লিষ্ট হয় না ॥ ৩২

হে ভারত! যেরূপ একমাত্র আদিত্য অখিল লোক প্রকাশিত করেন, সেইরূপ ক্ষেত্রী পরমাত্মা সমস্ত ক্ষেত্র প্রকাশিত করিয়া থাকেন ॥ ৩৩

ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা।
ভূতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্ ॥ ৩৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্বণি তু সপ্তত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

টীকা—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োরিতি। এবমুক্তপ্রকারেণ ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞয়োরন্তরং ভেদং বিবেক-জ্ঞানলক্ষণেন চক্ষুষা যে বিদুঃ, তথা চেত্থমুক্তা ভূতানাং প্রকৃতিভক্তাঃ সকাশাৎ মোক্ষং মোক্ষোপায়ং ধ্যানাদিকঞ্চ যে বিদুস্তে পরং পদং যান্তি ॥ ৩৪

বিবিক্তৌ যেন তত্ত্বেন মিশ্রৌ প্রকৃতি-পুরুষৌ।
তং বন্দে পরমানন্দং নন্দনন্দনমীশ্বরম্ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ত্রয়োদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৩

উক্ত প্রকার ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞের ভেদ এবং প্রাণিগণের প্রকৃতি সকাশ হইতে মোক্ষের উপায় ধ্যান সাংখ্যযোগ, নিষ্কাম কর্ম-যোগাদি যাহারা অবগত আছেন, তাঁহারা পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন ॥ ৩৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা পর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ নামক ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাপ্ত।
মহাভারতে ভীষ্মপর্বে সপ্তত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

অষ্টত্রিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ)

[জ্ঞানমহিমকথনম্, প্রকৃতি-পুরুষাভ্যাং জগদুৎপত্তেঃ, সত্ত্ব-রজস্তমসাং গুণত্রয়াণাং, ভগবৎপ্রাপ্তেরুপায়স্য গুণাতীতস্য লক্ষণানাঞ্চ বর্ণনম্।]

শ্রীভগবানুবাচ।
পর ভূয়ঃ প্রবক্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্।
যজ্জ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ ॥ ১

ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥ ২

টীকা—পুংপ্রকৃত্যোঃ স্বতন্ত্রয়ং বারয়ন্ গুণসঙ্গতঃ।
প্রাহ সংসারবৈচিত্র্যং বিস্তরেণ চতুর্দশে ॥
'যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত্ত্বং স্থাবরজঙ্গমম্। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ-সংযোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ' ইত্যুক্তং স চ ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োঃ সংযোগো নিরীশ্বরসাংখ্যানামিব ন স্বাতন্ত্র্যেণ, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছয়ৈবেতি কথনপূর্বকং "কারণং গুণসঙ্গোঽস্য সদসদ্যোনিজন্মসু" ইত্যনেনোক্তং সত্ত্বাদিগুণকৃতং সংসার-বৈচিত্র্যং প্রপঞ্চয়িতুমেবমুক্তং বক্ষ্যমাণবর্থং স্তৌতি—শ্রীভগবানুবাচ পরং ভূয় ইতি দ্বাভ্যাম্। পরং পরমাত্ম-নিষ্ঠং জ্ঞানভক্তিনেনোক্তং জ্ঞানমুপদেক্ষ্যে ভূয়োঽপি তুভ্যং প্রকর্ষেণ বক্ষ্যামি। কথম্ভূতম্? জ্ঞানানাং তপঃ-কর্মাদি-বিষয়াণাং মধ্যে উত্তমং মোক্ষহেতুত্বাৎ। তদেবাহ—যজ্জ্ঞাত্বা প্রাপ্য মুনয়ো মননশীলাঃ সর্বে ইতো দেহ-বন্ধনাৎ পরাং সিদ্ধিং মোক্ষং গতাঃ প্রাপ্তাঃ ॥ ১

টীকা—কিঞ্চ ইদমিতি। ইদং বক্ষ্যমাণং জ্ঞান-মুপাশ্রিত্য জ্ঞানসাধনমনুষ্ঠায় মম সাধর্ম্যং মদ্রূপত্বং প্রাপ্তাঃ সন্তঃ সর্গেঽপি ব্রহ্মাদিষু উৎপদ্যমানেষপি নোৎপদ্যন্তে, তথা প্রলয়েঽপি ন ব্যথন্তি প্রলয়-দুঃখানি নানুভবন্তি পুনর্নাধের্বন্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২

চতুর্দশ অধ্যায়।

[জ্ঞানমহিমাকথন, প্রকৃতি-পুরুষকৃত জগতের উৎপত্তি, সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণত্রয়, ভগবৎপ্রাপ্তির উপায় এবং গুণাতীতের লক্ষণসমূহের বর্ণন।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে অর্জুন! পুনরায় তোমাকে তত্ত্বজ্ঞা কর্মাদিবিষয়ক জ্ঞান হইতে উত্তম প্রধান পরমাত্মনিষ্ঠ জ্ঞান উপদেশ করিব, যাহা অবগত হইয়া সংসার-বাসন মুনিগণ মরণের পর মোক্ষলাভ করিয়া থাকেন ॥ ১

এই জ্ঞানসাধন অনুষ্ঠানপূর্বক তাঁহারা আমার স্বরূপলাভ করিয়াছেন, সৃষ্টিকালেও আর সমুৎপন্ন হন না এবং প্রলয়ের দুঃখ অনুভব করেন না ॥ ২

মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত ॥ ৩
সর্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্‌যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪
সত্ত্বং রজস্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্ ॥ ৫
তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ প্রকাশকমনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্ ॥ ৭

টীকা—তদেবং প্রপঞ্চসর্গা শ্রোতারভিমুখীকৃত্য পরমেশ্বরাধীনয়োঃ প্রকৃতি-পুরুষয়োঃ সর্বভূতোৎপত্তিং প্রতি হেতুত্বং, ন তু স্বতন্ত্রয়োরিতীমং বিবক্ষিতমর্থং কথয়তি—মমেতি। দেশতঃ কালতশ্চানবচ্ছিন্নত্বান্মহৎ, বৃংহণত্বাৎ স্বকার্য্যাণাং বৃদ্ধিহেতুত্বাদ্ বা ব্রহ্ম প্রকৃতিরিত্যর্থঃ। তস্মদ্‌যদ্‌ব্রহ্ম মম পরমেশ্বরস্য যোনির্গর্ভাধানস্থানং, তস্মিন্নহং গর্ভং জগদ্বিস্তারহেতুং চিদাভাসং দধামি নিক্ষিপামি। প্রলয়ে ময়ি লীনঃ সন্নমবিদ্যাকামকর্মানুশয়বদ্ধং ক্ষেত্রজ্ঞং সৃষ্টিসময়ে ভোগোপযিকেষু ক্ষেত্রেষু সংযোজয়ামীত্যর্থঃ। ততো গর্ভাধানাৎ সর্বভূতানাং ব্রহ্মাদীনাং সম্ভবঃ উৎপত্তির্ভবতি ॥ ৩

টীকা—ন কেবলং সৃষ্ট্যুপক্রম এব মদধিষ্ঠানেনাভ্যাং প্রকৃতি-পুরুষাভ্যাময়ং ভূতোৎপত্তিপ্রকারঃ, অপি তু সর্বদৈবেত্যাহ—সর্বেতি। সর্বাসু যোনিষু মনুষ্যাদ্যাসু যা মূর্তয়ঃ স্থাবর-জঙ্গমাত্মিকা উৎপদ্যন্তে তাসাং মূর্তীনাং মদ্‌যদ্‌ব্রহ্ম প্রকৃতির্যোনির্মাতৃস্থানীয়া, অহঞ্চ বীজপ্রদঃ গর্ভাধানকর্তা পিতা ॥ ৪

টীকা—তদেবং পরমেশ্বরাধীনাভ্যাং প্রকৃতি-পুরুষাভ্যাং সর্বভূতোৎপত্তিং নিরূপ্য ইদানীং প্রকৃতিসঙ্গেন পুরুষস্য সংসারং প্রপঞ্চয়তি—সত্ত্বমিত্যাদিভিশ্চতুর্দশভিঃ। সত্ত্বং রজস্তম ইত্যেব সংজ্ঞকাঃ ত্রয়ো গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ প্রকৃতেঃ সম্ভবঃ উদ্ভবো যেষাং তে তথোক্তাঃ। গুণসাম্যাৎ প্রকৃতিস্বরূপাঃ সকাশাৎ পৃথক্‌ত্বেনাভিব্যক্তাঃ সন্তঃ প্রকৃতিকার্যে দেহে তাদাত্ম্যেন স্থিতং দেহিনং চিদংশং বস্তুতোঽবায়ং নির্বিকারমেব সন্তং নিবধ্নন্তি, স্বকার্যৈঃ সুখদুঃখমোহাদিভিঃ সংযোজয়ন্তীত্যর্থঃ ॥ ৫

টীকা—তত্র সত্ত্বস্য লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারঞ্চাহ—তত্রেতি। তত্র তেষাং গুণানাং মধ্যে সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ স্বচ্ছত্বাৎ স্ফটিকবৎ প্রকাশকং ভাস্বরমনাময়ঞ্চ নিরুপদ্রবং শান্তমিত্যর্থঃ। অতঃ শান্তত্বাৎ স্বকার্যেণ সুখেন যঃ সঙ্গস্তেন চ বধ্নাতি, প্রকাশকত্বাচ্চ স্বকার্যেণ জ্ঞানেন যঃ সঙ্গস্তেন চ বধ্নাতি নিষ্পাপ! অহং সুখী জ্ঞানী চেতি মনোধর্মসঙ্গতিরিত্যনেন ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৬

টীকা—রজসো লক্ষণং বন্ধকত্বপ্রকারঞ্চাহ—রজ ইতি। রজঃসংজ্ঞকং গুণং রাগাত্মকমনুরঞ্জকরূপং বিদ্ধি; অতএব তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্। তৃষ্ণা অপ্রাপ্তেচ্ছার্থে অভিলাষঃ, সঙ্গঃ প্রাপ্তেচ্ছার্থে প্রীতিবিশেষাসক্তিস্তয়োরুৎকাসঙ্গয়োঃ সমুদ্‌

হে ভারত! মহৎ ব্রহ্ম প্রকৃতি আমার গর্ভাধান স্থান, তাহাতে আমি জগদ্বিস্তারহেতু চিদাভাস নিক্ষেপ করি, তারপর ব্রহ্মাদি নিখিল ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে ॥ ৩

হে কৌন্তেয়! মহদাদি সকল যোনিতে স্থাবরজঙ্গমাত্মিকা যত সম্ভব মূর্তি (কায়) সমুৎপন্ন হয়, সেই কায়সকলের মাতাস্থানীয়া মহান্ প্রকৃতি যোনি—কারণ, মাতৃস্থানীয়া আর আমি গর্ভাধানকর্তা পিতা ॥ ৪

হে মহাবাহো! সত্ত্ব রজ তম এই প্রকৃতিসম্ভূত গুণত্রয় গুণসাম্য প্রকৃতি তাহার নিকট হইতে পৃথক্‌ভাবে অভিব্যক্ত হইয়া প্রকৃতি কার্য শরীরে অভেদভাবে স্থিত আত্মা চিদংশকে বাস্তবিক নির্বিকার থাকিলেও বন্ধন করে অর্থাৎ স্বকার্য সুখদুঃখ মোহাদির দ্বারা সংযোজিত করে ॥ ৫

সেই গুণত্রয়ের মধ্যে নির্মলত্ব বশতঃহেতু স্ফটিকের ন্যায় প্রকাশক, ভাস্বর, অনাময় উপদ্রবশূন্য, শান্ত, শান্তত্বহেতু সুখে যে সঙ্গ তাহার দ্বারা প্রকাশকত্ব হেতু, জ্ঞানে যে সঙ্গ তাহার দ্বারা বন্ধন করে অর্থাৎ 'আমি সুখী জ্ঞানী' এই মনোধর্মসকল ক্ষেত্রজ্ঞে সংযোজিত করে ॥ ৬

হে কৌন্তেয়! অনুরাগজনক রজোগুণ অপ্রাপ্ত অর্থে অভিলাষ ও প্রাপ্ত বিষয়ে আসক্তি হইতে সমুৎপন্ন জানিবে। কর্মের আসক্তি দেহীকে কর্মে সংযোজিত করিয়া থাকে ॥ ৭

তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্য-নিদ্রাভিস্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮
সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি রজঃ কর্মণি ভারত।
জ্ঞানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সঞ্জয়ত্যুত ॥ ৯
রজস্তমশ্চাভিভূয় সত্ত্বং ভবতি ভারত।
রজঃ সত্ত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্ত্বং রজস্তথা ॥ ১০
সর্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্ প্রকাশ উপজায়তে।
জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদ্ বিবৃদ্ধং সত্ত্বমিত্যুত ॥ ১১
লোভঃ প্রবৃত্তিরারম্ভঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা।
রজস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্ষভ ॥ ১২

তবোঽস্মাৎ তমসো দেহিনং দৃষ্টাদৃষ্টার্থেষু কর্মসু সঙ্গেনাসক্ত্যা নিত্যং বধ্নাতি; তৃষ্ণাসঙ্গাভ্যাং হি কর্মস্বাসক্তির্ভবতি ইত্যর্থঃ ॥ ৭

টীকা—তমসো লক্ষণং বন্ধকত্বকথাং—তম ইতি। তমস্তু অজ্ঞানাজ্জাতম্ আবরণশক্তিপ্রধানং প্রকৃত্যংশাদুদ্ভূতং বিদ্ধীত্যর্থঃ। অতঃ সর্বেষাং দেহিনাং মোহনং ভ্রান্তিজনকম্; অতএব প্রমাদেন আলস্যেন নিদ্রয়া চ তত্তমো দেহিনং নিবধ্নাতি। তত্র প্রমাদোঽনবধানম্, আলস্যমনুদ্যমঃ, নিদ্রা চিত্তস্যাবসাদাবস্থাঃ ॥ ৮

টীকা—সত্ত্বাদীনামেবং স্বস্বকার্যোৎকরণে সামর্থ্যাতিশয়মাহ—সত্ত্বমিতি। সত্ত্বং সুখে সঞ্জয়তি সংশ্লেষয়তি। দুঃখশোকাদিকারণে সত্যপি সুখাভিমুখমেব দেহিনং করোতীত্যর্থঃ; এবং সুখাদিকারণে সত্যপি রজঃ কর্মণ্যেব সঞ্জয়তি, তমস্তু মহৎসঙ্গেনোৎপদ্যমানমপি জ্ঞানমাবৃত্য আচ্ছাদ্য প্রমাদে সঞ্জয়তি, মহদ্ভিরুপদিশ্যমানস্যার্থস্যানবধানে যোজয়তি, উত অপি আলস্যাদাবপি সংযোজয়তীত্যর্থঃ ॥ ৯

টীকা—তত্র হেতুমাহ—রজ ইতি। রজস্তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয় তিরস্কৃত্য সত্ত্বং ভবতি অদৃষ্টবশাদুদ্ভবতি, ততঃ স্বকার্যে সুখে জ্ঞানাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ। এবং রজোঽপি সত্ত্বং তমশ্চেতি গুণদ্বয়মভিভূয় উদ্ভবতি। ততঃ স্বকার্যে তৃষ্ণাকর্মাদৌ সংযোজয়তি। এবং তমোঽপি সত্ত্বং রজশ্চোভাবপি গুণাবভিভূয় উদ্ভবতি, ততশ্চ স্বকার্যে প্রমাদালস্যাদৌ সঞ্জয়তীত্যর্থঃ ॥ ১০

টীকা—ইদানীং সত্ত্বাদীনাং বৃদ্ধানাং লিঙ্গান্যাহ—ত্রিভিঃ। সর্বদ্বারেষিতি অস্মিন্নাত্মনো ভোগায়তনে দেহে সর্বেষ্বপি দ্বারেষু শ্রোত্রাদিষু যদা শব্দাদিজ্ঞানাত্মকঃ প্রকাশ উপজায়তে উৎপদ্যতে, তদানেন প্রকাশলিঙ্গেন সত্ত্বং বিবৃদ্ধং বিদ্যাদ্ জানীয়াৎ। উৎপত্তাৎ সুখাদিলিঙ্গেনাপি জানীয়াদিত্যুক্তম্ ॥ ১১

টীকা—কিঞ্চ লোভ ইতি। লোভো ধনাদ্যাগমে জায়মানেঽপি পুনঃ পুনর্বর্দ্ধমানোঽভিলাষঃ, প্রবৃত্তির্নিত্যং কুর্বদ্রূপতা, কর্মণামারম্ভো গৃহাদিনির্মাণোদ্যমঃ, অশমঃ ইদং কৃত্বেদং করিষ্যামীত্যাদিসঙ্কল্পবিকল্পানুপরমঃ, স্পৃহা ইচ্ছাবিশেষঃ দৃষ্টমাত্রেষু বস্তুষু ইতস্ততো বিষয়েষু, রজসি বিবৃদ্ধে সতি এতানি লিঙ্গানি জায়ন্তে এতৈর্লিঙ্গৈঃ রজোগুণস্য বৃদ্ধিং জানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১২

হে ভারত! তমোগুণ অজ্ঞানসম্ভূত দেহিগণের মোহজনক জানিবে। সেই তমঃ প্রমাদ (অকর্তব্যে কর্তব্যবুদ্ধিতে প্রবৃত্তি), আলস্য (সামর্থ্য সত্ত্বেও কর্মে অপ্রবৃত্তি) ও নিদ্রার দ্বারা দেহীকে নিবেশিত বদ্ধ করে ॥ ৮

হে ভারত! সত্ত্বগুণ দেহীকে সুখে সত্ত্বপরিণামরূপ প্রীত্যাত্মক চিত্তবৃত্তিবিশেষে সংযোজিত করে, রজোগুণ কর্মে ও তমোগুণ জ্ঞানকে আবৃত করিয়া কর্তব্যে অকর্তব্যবুদ্ধিতে তাহা হইতে নিবৃত্তিরূপ অনবধানে প্রযোজিত করে ॥ ৯

হে ভারত! সত্ত্বগুণ রজ ও তমোগুণকে অভিভূত করিয়া অদৃষ্টবশে উদ্ভূত হয়, রজও সত্ত্ব এবং তমোগুণকে, তমোগুণ সত্ত্ব ও রজকে অভিভূত করিয়া উদ্ভূত হইয়া থাকে ॥ ১০

যখন শরীরে শ্রোত্রাদি সকল দ্বারে জ্ঞানাত্মক প্রকাশ উৎপন্ন হয়, তখন সত্ত্বগুণ বিবর্দ্ধিত হইয়াছে জানিবে ॥ ১১

হে ভরতর্ষভ! লোভ (অতি তৃষ্ণা—প্রাপ্ত বিষয়ে অসংবুদ্ধি রাহিত্য), প্রবৃত্তি (রাগজন্য রাগবিষয়ক গুণ) গৃহাদি কর্মারম্ভ, ইহার ইহা করিব কেবল এইরূপ সংকল্প-বিকল্প কারণ ও দৃষ্টবস্তু মাত্র গ্রহণেচ্ছা রজোগুণ বর্দ্ধিত হইলে এই চিহ্নসকল সঞ্জাত হইয়া থাকে ॥ ১২

অপ্রকাশোঽপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ।
তমস্যেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩
যদা সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ।
তদোত্তমবিদাং লোকাননলান্ প্রতিপদ্যতে ॥ ১৪
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিষু জায়তে।
তথা প্রলীনস্তমসি মূঢ়যোনিষু জায়তে ॥ ১৫

কর্মণঃ সুকৃতস্যাহুঃ সাত্ত্বিকং নির্মলং ফলম্।
রজসস্তু ফলং দুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্ ॥ ১৬
সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ।
প্রমাদ-মোহৌ তমসো ভবতোঽজ্ঞানমেব চ ॥ ১৭
ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮

টীকা—কিঞ্চ অপ্রকাশ ইতি। অপ্রকাশো বিবেকভ্রংশঃ, অপ্রবৃত্তিরনুদ্যমঃ, প্রমাদঃ কর্ত্তব্যার্থানুসন্ধানরাহিত্যম্, মোহো মিথ্যাভিনিবেশঃ, তমসি বিবৃদ্ধে সত্যেতানি লিঙ্গানি চিহ্নানি জায়ন্তে। এতৈস্তমসো বৃদ্ধিঃ জ্ঞানীয়াদিত্যর্থঃ ॥ ১৩

টীকা—মরণসময় এব বৃদ্ধানাং সত্ত্বাদীনাং ফলবিশেষমাহ—যদেতি দ্বাভ্যাম্। সত্ত্বে প্রবৃদ্ধে সতি যদা জীবো মৃত্যুং প্রাপ্নোতি, তদা উত্তমান্ হিরণ্যগর্ভাদীন্ বিদন্তি উপাসত ইত্যুত্তমবিদস্তেষাং যে অমলাঃ প্রকাশময়া লোকাঃ সুখোপভোগস্থানবিশেষাস্তান্ প্রতিপদ্যতে প্রাপ্নোতি ॥ ১৪

টীকা—কিঞ্চ রজসীতি। রজসি প্রবৃদ্ধে সতি মৃত্যুং প্রাপ্য কর্ম্মাসক্তেষু মনুষ্যেষু জায়তে, তথা তমসি বিবৃদ্ধে সতি প্রলীনো মৃতো মূঢ়যোনিষু পশ্বাদিষু জায়তে ॥ ১৫

টীকা—ইদানীং সত্ত্বাদীনাং স্বানুরূপকর্ম্মদ্বারেণ বিচিত্রফলহেতুত্বমাহ—কর্ম্মণ ইতি। সুকৃতস্য সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ সাত্ত্বিকং সত্ত্বপ্রধানং, নির্ম্মলং প্রকাশবহুলং সুখং ফলমাহুঃ কপিলাদয়ঃ। রজস ইতি। রাজসস্য কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ; কর্ম্মফলকথনস্য প্রাকৃতত্বাৎ তস্য দুঃখং ফলমাহুঃ,—তমস ইতি তামসস্য কর্ম্মণ ইত্যর্থঃ, তদজ্ঞানং মূঢ়ং ফলমাহুঃ, —সাত্ত্বিকাদিকর্ম্মলক্ষণঞ্চ "নিয়তং সঙ্গরহিতম্" ইত্যাদিনাষ্টাদশাধ্যায়ে বক্ষ্যতি ॥ ১৬

টীকা—হেতুমাহ—সত্ত্বাদিতি। সত্ত্বাজ্জ্ঞানং সঞ্জায়তে, অতঃ সাত্ত্বিকস্য কর্ম্মণঃ প্রকাশবহুলং সুখং ফলং ভবতি। রজসো লোভো জায়তে তস্য চ দুঃখহেতুত্বাত্তৎপূর্ব্বকস্য কর্ম্মণো দুঃখং ফলং ভবতি। তমসস্তু প্রমাদমোহাজ্ঞানানি ভবন্তি, তস্মাত্তামসস্য কর্ম্মণোঽজ্ঞানপ্রাপকং ফলং ভবতীতি যুক্তমেবেত্যর্থঃ ॥ ১৭

টীকা—ইদানীং সত্ত্বাদিবৃত্তিশীলানাং ফলভেদমাহ—ঊর্দ্ধমিতি। সত্ত্বস্থাঃ সত্ত্বপ্রবৃত্তিপ্রধানাঃ ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি, সত্ত্বোৎকর্ষতারতম্যাদূর্দ্ধতরোদ্ধতমস্থানান্ মনুষ্যগন্ধর্ব্বপিতৃদেবাদিলোকান্ সত্যলোকপর্য্যন্তান্ প্রাপ্নুবন্তীত্যর্থঃ। রাজসাস্তু তৃষ্ণাদ্যাকুলা মধ্যে তিষ্ঠন্তি মনুষ্যলোক এবোৎপদ্যন্তে। জঘন্যো নিকৃষ্টস্তমোগুণস্তস্য বৃত্তিঃ প্রমাদমোহাদিঃ, তত্র স্থিতা অধো গচ্ছন্তি, তমসো বৃত্তিতারতম্যাত্তামিস্রাদিষু নিরয়েষু উৎপদ্যন্তে ॥ ১৮

হে কুরুনন্দন! বিবেকভ্রংশ, অনুদ্যম, কর্ত্তব্য অর্থে অনুসন্ধানরাহিত্য, মিথ্যাভিনিবেশ তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে এইসব চিহ্ন প্রকাশ হয় ॥ ১৩

মরণসময়ে যদি সত্ত্বগুণ বিবর্দ্ধিত হয়, তাহা হইলে জীব হিরণ্যগর্ভাদি উপাসকগণের গম্য প্রকাশময় লোকসকল প্রাপ্ত হয় ॥ ১৪

এবং রজোগুণ বিবর্দ্ধিত হইলে দেহত্যাগকারী মনুষ্যলোকে উৎপন্ন হইয়া থাকে, আর তমোগুণ প্রবৃদ্ধ হইলে যে দেহত্যাগ করে, সে ব্যক্তি পশু-আদিতে জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে ॥ ১৫

বিদ্বান্‌গণ সাত্ত্বিক কর্ম্মের ফল প্রকাশবহুল সুখ বলিয়া থাকেন, আর রাজস কর্ম্মের ফল দুঃখ এবং তামস কর্ম্মের ফল অজ্ঞান মোহ ॥ ১৬

সত্ত্বগুণ হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয়, রজোগুণ হইতে লোভ এবং তমোগুণ হইতে অজ্ঞান প্রমাদ মোহ সমুৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৭

সত্ত্বগুণস্থ মানবগণ স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে সত্যলোক পর্য্যন্ত গমন করেন, রাজসিকগণ মনুষ্যলোক প্রাপ্ত হয়, নিকৃষ্ট তমোগুণের মোহাদিতে স্থিত তামসিকগণ তমোবৃত্তির তারতম্য অনুসারে তামিস্রাদি নরকে গমন করিয়া থাকে ॥ ১৮

নান্যং গুণেভ্যঃ কর্ত্তারং যদা দ্রষ্টানুপশ্যতি।
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোঽধিগচ্ছতি ॥ ১৯
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্ দেহী দেহসমুদ্ভবান্।
জন্মমৃত্যুজরাদুঃখৈর্বিমুক্তোঽমৃতমশ্নুতে ॥ ২০

অর্জুন উবাচ।

কৈর্লিঙ্গৈস্ত্রীন্ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো।
কিমাচারঃ কথং চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ততে ॥ ২১

শ্রীভগবানুবাচ।

প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তিঞ্চ মোহমেব চ পাণ্ডব।
ন দ্বেষ্টি সম্প্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥ ২২
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে।
গুণা বর্ত্তন্ত ইত্যেব যোঽবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩

টীকা—তদেবং প্রকৃতিগুণসঙ্গকৃতং সংসারং প্রপঞ্চয়ন্ত্যা ইদানীং তদ্বিবেকতো মোক্ষং দর্শয়তি—নান্যমিতি। যদা তু দ্রষ্টা বিবেকী ভূত্বা বুদ্ধ্যাদ্যাকারপরিণতেভ্যো গুণেভ্যোঽন্যং কর্ত্তারং নানুপশ্যতি, অপি তু গুণা এব কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তীতি পশ্যতি। গুণেভ্যশ্চ পরং ব্যতিরিক্তং তৎসাক্ষিণমাত্মানং বেত্তি, স তু মদ্ভাবং ব্রহ্মস্বরূপমধিগচ্ছতি প্রাপ্নোতি ॥ ১৯

টীকা—ততশ্চ গুণকৃতসর্ব্বানর্থহন্ত্র্যা কৃতার্থো ভবতীত্যাহ—গুণানিতি। দেহাদ্যাকারঃ সমুদ্ভবঃ পরিণামো যেষাং তে দেহসমুদ্ভবাস্তানেতান্ ত্রীনপি গুণানতীত্যাতিক্রম্য তৎকৃতৈর্জন্মাদিভির্বিমুক্তঃ সন্নমৃতং অশ্নুতে পরমা [ব্রহ্ম]-নন্দং প্রাপ্নোতি ॥ ২০

টীকা—গুণানেতানতীত্য অমৃতমশ্নুত ইত্যেতদ্ভূত্বা গুণাতীতস্য লক্ষণং তদাচারং গুণাত্যয়োপায়ঞ্চ সমাগ্বুভুৎসুরর্জ্জুন উবাচ—কৈরিতি। হে প্রভো! কৈর্লিঙ্গৈঃ কীদৃশৈরাত্মন্যুৎপন্নৈঃ চিহ্নৈর্গুণাতীতো দেহী ভবতীতি লক্ষণপ্রশ্নঃ, ক আচারো যস্যেতি কিমাচারঃ কথং বর্ত্তত ইত্যর্থঃ। কথঞ্চ কেনোপায়েনৈতাংস্ত্রীনপি গুণানতীত্য বর্ত্ততে, তৎ কথয়েত্যর্থঃ ॥ ২১

টীকা—ইত্থমুক্তপ্রকারস্য কা ভাষা ইত্যাদিনা দ্বিতীয়াধ্যায়ে পৃষ্টমপি যত্তোত্তরমপি পুনর্বিশেষবুভুৎসয়া পৃচ্ছতীতি জ্ঞাত্বা প্রকারান্তরেণ তস্য লক্ষণাদিকং শ্রীভগবানুবাচ—প্রকাশঞ্চেত্যাদি ষড়্ভিঃ। তত্রৈকেন লক্ষণমাহ—প্রকাশমিতি। প্রকাশঞ্চ সর্ব্বদ্বারেষু দেহেঽস্মিন্নিতি পূর্ব্বোক্তং সত্ত্বকার্য্যম্, প্রবৃত্তিঞ্চ রজঃকার্য্যম্, মোহঞ্চ তমঃকার্য্যম্, উপলক্ষণার্থমেতৎ সত্ত্বাদীনাং সর্ব্বাণ্যপি কার্য্যাণি যথাযথং সম্প্রবৃত্তানি স্বতঃপ্রাপ্তানি সন্তি; দুঃখবুদ্ধ্যা যো ন দ্বেষ্টি নিবৃত্তানি চ সন্তি সুখবুদ্ধ্যা যো ন কাঙ্ক্ষতি, গুণাতীতঃ স উচ্যতে ইতি চতুর্থেনান্বয়ঃ ॥ ২২

টীকা—তদেবং স্বসংবেদ্যং তস্য গুণাতীতস্য লক্ষণমুক্ত্বা পরসংবেদ্যং তস্য লক্ষণং বক্তুং দ্বিতীয়প্রশ্নস্য কিমাচার ইত্যেতস্যোত্তরমাহ—উদাসীন ইতি ত্রিভিঃ। উদাসীনবৎ সাক্ষিতয়া আসীনঃ স্থিতঃ সন্ গুণৈর্গুণকার্য্যৈঃ সুখদুঃখাদিভির্যো ন বিচাল্যতে স্বরূপান্ন প্রচ্যাবতে, অপি তু গুণা এব স্বকার্য্যেষু বর্ত্তন্তে এতাবতৈব সম্বন্ধ এব নাস্তীতি বিবেকজ্ঞানেন বস্তুতোঽবতিষ্ঠতি। পরমৈকপদমার্ষম্। নেঙ্গতে ন চলতি ॥ ২৩

যখন বিদ্বান্ বুদ্ধ্যাদি আকারে পরিণত গুণসকল হইতে কার্য্যের অপর কর্ত্তা দর্শন করেন এবং গুণসমূহ হইতে অতিরিক্ত সাক্ষিস্বরূপ আত্মাকে বিদিত হন, তখন তিনি ব্রহ্মত্ব লাভ করিয়া থাকেন, আর দেহলাভ এই সমুদয় গুণকে উল্লঙ্ঘন করত জন্মমৃত্যুজরা দুঃখ হইতে বিশেষরূপ মুক্তিলাভপূর্ব্বক দেহী ব্রহ্মানন্দ লাভ করেন ॥ ১৯-২০

অর্জুন বলিলেন,—হে প্রভো! কি চিহ্নের দ্বারা জানা যায় যে জীব ত্রিগুণকে অতিক্রম করিয়াছে? তাহার আচার কি প্রকার? এবং কিরূপে তিনি এই তিন গুণকে অতিক্রম করেন? ২১

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পাণ্ডব! জ্ঞানোদয়ক প্রকাশরূপ সত্ত্ব কার্য্য ও সতত কার্য্যচেষ্টারূপ রজঃকার্য্য ও মোহ-মূঢ়তারূপ তমঃকার্য্য সকল সমুদ্ভূত হইলে, যিনি দুঃখ বুদ্ধিতে দ্বেষ করেন না, এ সকল নিবৃত্ত হউক—সুখ বুদ্ধিতে এরূপ আকাঙ্ক্ষা করেন না; যিনি নিরুদ্বেগ পক্ষপাতশূন্যভাবে উপবিষ্ট, অনুদ্বেগী হইয়া গুণসকল কর্ত্তৃক বিচালিত (বিকৃত, স্বরূপচ্যুত) হন না, আরও

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ ॥ ২৭
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ॥ ২৫
যশ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে।
স গুণান্ সমতীত্যৈতান্ ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ ॥ ২৭
ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং
ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু
ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে
গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্বণি তু অষ্টাত্রিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

টীকা—অপি চ সমেতি। সমে সুখদুঃখে যস্য, যতঃ স্বস্থঃ স্বরূপ এব স্থিতঃ, অতএব সমানি লোষ্টাশ্মকাঞ্চনানি যস্য, তুল্যে প্রিয়াপ্রিয়ে সুখদুঃখহেতুভূতে যস্য। ধীরো ধীমান্, তুল্যা নিন্দা চ আত্মনঃ সংস্তুতিশ্চ যস্য ॥ ২৪

টীকা—অপি চ মানেতি, মানে অপমানে চ তুল্যঃ, মিত্রপক্ষে অরিপক্ষে চ তুল্যঃ। সর্বান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থানারম্ভানুদ্যমান্ পরিত্যক্তুং শীলং যস্য স এবম্ভূতাচারযুক্তো গুণাতীত উচ্যতে ॥ ২৫

টীকা — কথঞ্চৈতাংস্ত্রীন্ গুণানতিবর্ত্ত ইত্যস্য প্রশ্নস্যোত্তরমাহ — মাঞ্চেতি। চশব্দোঽবধারণার্থঃ। মামেব পরমেশ্বরমব্যভিচারেণ ঐকান্তেন ভক্তিযোগেন যঃ সেবতে, স এতান্ গুণান্ সমতীত্য সম্যগতিক্রম্য ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মভাবায় মোক্ষায় কল্পতে সমর্থো ভবতি ॥ ২৬

ব্রহ্মণোঽহং প্রতিষ্ঠা প্রতিমা ঘনীভূতঃ ব্রহ্মৈবাহং যথা ঘনীভূতঃ প্রকাশ এব সূর্যমণ্ডল তদ্বদেবেত্যর্থঃ। তথা অব্যয়স্য নিত্যস্য অমৃতস্য মোক্ষস্য চ নিত্যমুক্তত্বাৎ, তথা তৎসাধনস্য শাশ্বতস্য ধর্মস্য চ তৎসম্বন্ধকত্বাৎ। তথা ঐকান্তিকস্য অখণ্ডিতস্য সুখস্য চ প্রতিষ্ঠাহং পরমানন্দরূপত্বাৎ। অতো মৎসেবিনো মদ্ভাবপ্রাপ্তাবিষয়ে যুক্তমেবোক্তং 'ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে' ইতি ॥ ২৭

কৃষ্ণাধীনত্বনামস্ত্রপ্রসঙ্গিতত্ত্বার্থনির্ণয়ম্।
গুণং তত্রতি তত্ত্বজ্ঞ ইত্যতাদি চতুর্দশে ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীবরবরযোগিকৃতটীকায়াং গুণত্রয়বিভাগযোগো নাম চতুর্দশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৪

'গুণসকল স্ব স্ব কার্যে প্রবৃত্ত হইতেছে ইহাদের সহিত আমার কোন সম্বন্ধ নাই'—এই বিবেক দ্বারা নীরবে থাকেন, কোন রূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ করেন না, যিনি সুখদুঃখ সমান, স্বরূপে অবস্থিত, মৃৎপিণ্ড প্রস্তর ও স্বর্ণে এবং সুখদুঃখের হেতুভূত প্রিয় অপ্রিয় সমজ্ঞানসম্পন্ন, ধীর ধৈর্যশীল, বুদ্ধিমান্, গম্ভীর, স্বীয় নিন্দা-স্তুতিতে, মান-অপমানে, শত্রু এবং মিত্র উভয় পক্ষে তুল্যজ্ঞানসম্পন্ন, দৃষ্ট অদৃষ্ট—ইহলোক পরলোক সম্বন্ধীয় সমস্ত উদ্যম পরিত্যাগী, তিনি গুণাতীত বলিয়া কীর্তিত হইয়া থাকেন। গুণাতীত এবিধ লক্ষণাক্রান্ত হন। ২২—২৫

যিনি আমাকেই ঐকান্তিক ভক্তিযোগের দ্বারা ভজনা করেন তিনি এই গুণসমূহ উত্তমরূপে অতিক্রমপূর্বক মোক্ষলাভ করেন, যেহেতু আমি ব্রহ্মের প্রতিমূর্তি—আকৃতি, আমি ঘনীভূত ব্রহ্ম, ঘনীভূত প্রকাশ, সূর্য বিকারশূন্য, আড়ম্বরহিত মোক্ষের ও পুনর্জন্মশূন্য ধর্মের এবং পরিপূর্ণ সুখের প্রতিমা (ছবি, প্রতিরূপ) ॥ ২৬।২৭

শ্রীমহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতামহাভারতের মধ্যে ভীষ্মপর্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে গুণত্রয়বিভাগযোগ নামক চতুর্দশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।

মহাভারতে ভীষ্মপর্বে অষ্টাত্রিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ)

[সংসারবৃক্ষস্য, ভগবৎপ্রাপ্তেরুপায়স্য, জীবস্বরূপস্য, স্বপ্রভাবস্য পরমেশ্বরস্য, ক্ষরাক্ষরয়োঃ পুরুষোত্তমস্য চ বর্ণনম্।]

শ্রীভগবানুবাচ।

ঊর্দ্ধমূলমধঃশাখমশ্বত্থং প্রাহুরব্যয়ম্।
ছন্দাংসি যস্য পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥১

অধশ্চোর্দ্ধং প্রসৃতাস্তস্য শাখা
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ।
অধশ্চ মূলান্যনুসন্ততানি
কর্ম্মানুবন্ধীনি মনুষ্যলোকে ॥২

টীকা—বৈরাগ্যেণ বিনা জ্ঞানং ন চ ভক্তিরতঃ স্ফুটম্।

বৈরাগ্যোপস্কৃতং জ্ঞানমীশঃ পঞ্চদশেঽদিশৎ ॥

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে 'মাঞ্চ যোঽব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে' ইত্যাদিনা পরমেশ্বরমেকান্তভক্ত্যা ভজতস্তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেন ব্রহ্মভাবো ভবতি ইত্যুক্তম্, ন চৈকান্তভক্তির্জ্ঞানং বা বিরক্তস্য সম্ভবতীতি বৈরাগ্যপূর্ব্বকং জ্ঞানমুপদেষ্টুকামঃ প্রথমং তাবৎ সাঙ্গোপাঙ্গাভ্যাং সংসারস্বরূপং বৃক্ষরূপকালঙ্কারেণ বর্ণয়ন্ -শ্রীভগবানুবাচ ঊর্দ্ধমূলমিতি। ঊর্দ্ধমুত্তমঃ ঋগ্যজুরাভ্যামুৎকৃষ্টঃ পুরুষোত্তমঃ মূলং যস্য তম্। অধ ইতি। তত্তোঽর্ব্বাচীনাঃ কার্য্যোপাধয়ো হিরণ্যগর্ভাদয়ো গৃহ্যন্তে। তে তু শাখা ইব শাখা যস্য তং বিনশ্বরত্বেন স্বপ্রভাতপর্য্যন্তমপি ন স্থাস্যতীতি বিশ্বাসানর্হত্বাদধস্থ প্রাহুঃ। প্রবাহরূপেণাবিচ্ছেদাদব্যয়ঞ্চ প্রাহুঃ। "ঊর্দ্ধমূলোঽবাক্‌শাখ এষোঽশ্বত্থঃ সনাতন" ইত্যাম্নায়াঃ প্রভবন্তি। ছন্দাংসি বেদা যস্য পর্ণানি ধর্ম্মাধর্ম্মপ্রতিপাদনদ্বারেণ ছায়াস্থানীয়ৈঃ কর্ম্মফলৈঃ সংসারবৃক্ষস্য সর্ব্বজীবাশ্রয়ণীয়ত্বপ্রতিপাদনাৎ পর্ণস্থানীয়া বেদাঃ। যস্তমেবম্ভূতমশ্বত্থং বেদ স এব বেদার্থবিৎ। সংসারপ্রপঞ্চবৃক্ষস্য মূলশরীরঃ শ্রীনারায়ণঃ ব্রহ্মাদয়স্তদংশাঃ শাখাস্থানীয়াঃ, স চ সংসারবৃক্ষো বিনশ্বরঃ প্রবাহরূপেণ নিত্যশ্চ বেদোক্তৈঃ কর্ম্মভিঃ সেব্যতামাপাদিতশ্চ ইত্যেতাবানেব হি বেদার্থঃ অতএব বিদ্বান্ বেদবিদিতি স্তূয়তে ॥১

টীকা—কিঞ্চ অধশ্চেতি। হিরণ্যগর্ভাদয়ঃ কার্য্যোপাধয়ো জীবাঃ শাখাস্থানীয়ত্বেনোক্তানেষু চ যে সুকৃতিনস্তেঽধঃ পশ্বাদিযোনিষু প্রসৃতাঃ বিস্তারং গতাঃ, সুকৃতিনশ্চোর্দ্ধং দেবাদিযোনিষু প্রসৃতাঃ তস্য সংসারবৃক্ষস্য শাখাঃ। কিঞ্চ গুণৈঃ সত্ত্বাদিবৃত্তিভিরঞ্জলসেচনৈরিব যথাযথং প্রবৃদ্ধা বৃদ্ধিং প্রাপ্তাঃ। কিঞ্চ বিষয়াঃ রূপাদয়ঃ প্রবালাঃ পল্লবস্থানীয়া যাসাং তাঃ; প্রশাখাস্থানীয়াভিরিন্দ্রিয়বৃত্তিভিঃ সংযুক্তত্বাৎ। কিঞ্চ অধশ্চ চন্দনাদ্যুপমৃষ্টকমূলানি অনুসন্ততানি বিরূঢ়ানি মুখ্যা মূলশীশ্বর এক এব। ইমানি ত্বন্যান্তরমূলানি তত্তদ্ভোগবাসনালক্ষণানি তেষাং কার্য্যমাহ—মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবন্ধীনি ইতি। কর্ম্ম এব অনুবন্ধি অনন্তরভাবি যেষাং তানি ঊর্দ্ধাধোলোকেষু উপভুক্তং তত্তদ্ভোগবাসনাদিভিহি কর্ম্মফলে মনুষ্যলোকং প্রাপ্তানাং তত্তদনুরূপেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তির্ভবতি; এতস্মিন্নেব হি কর্ম্মাধিকারো নান্যেষু লোকেষু। অতো মনুষ্যলোকে ইত্যুক্তম্ ॥২

পঞ্চদশ অধ্যায়

[সংসারবৃক্ষের ভগবৎপ্রাপ্তি-উপায়ের, জীবস্বরূপের, ভেদোপম পরমেশ্বরের ও ক্ষর-অক্ষরযুক্ত পুরুষোত্তমের বর্ণন।]

শ্রীভগবান্ কহিলেন—সংসার-প্রপঞ্চের মূল—ঈশ্বর শ্রীপুরুষোত্তম নারায়ণ। ব্রহ্মাদি দেবতাগণ তাঁহার শাখাস্থানীয়। সেই সংসারবৃক্ষ বিনশ্বর প্রবাহরূপে নিত্যও বটে। বেদসমূহ তাহার পত্র, সেই অশ্বত্থ বৃক্ষকে যিনি জানেন তিনি বেদবিৎ। শ্রীনারায়ণ সংসার-বৃক্ষের মূল, তাঁহাকে বেদোক্ত কর্ম্মের দ্বারা অর্চ্চনা করা কর্ত্তব্য ইহা বুঝিয়া যিনি ভগবৎ আরাধনার জন্য কর্ম্মানুষ্ঠান করেন তিনিই যথার্থ বেদবেত্তা ॥১

সেই অশ্বত্থ বৃক্ষের সত্ত্বাদি বৃত্তির দ্বারা (জল সেচনের ন্যায়) বৃদ্ধিপ্রাপ্ত রূপাদি বিষয় পল্লব। ইন্দ্রিয়বৃত্তি শাখা অধোদিকে ও ঊর্দ্ধদিকে বিস্তারপ্রাপ্ত হইয়াছে। মনুষ্যলোকে কর্ম্মানুবর্ত্তি মূলসকল অধোদিকে বিস্তীর্ণ হইয়াছে ॥২

ন রূপমস্যেহ তথোপলভ্যতে
নান্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা।
অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূল-
মসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ॥ ৩
ততঃ পদং তৎ পরিমার্গিতব্যং
যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে
যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ॥ ৪

নির্মানমোহা জিতসঙ্গদোষা
অধ্যাত্মনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈ-
র্গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ ॥ ৫
ন তদ্ ভাসয়তে সূর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ।
যদ্ গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্ ধাম পরমং মম ॥ ৬
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭

টীকা—কিঞ্চ ন রূপমিতি। ইহ সংসারে স্থিতৈঃ প্রাণিভিরস্য সংসারবৃক্ষস্য তথা ঊর্ধ্বমূলত্বাদিপ্রকারেণ রূপং নোপলভ্যতে, ন চান্তোঽবসানমপর্যন্তত্বাৎ, ন চাদিরনাদিত্বাৎ, ন চ সম্প্রতিষ্ঠা স্থিতিঃ কথং তিষ্ঠতীতি নোপলভ্যতে। যস্মাদেবম্ভূতোঽয়ং সংসারবৃক্ষো দুরবচ্ছেদ্যোঽনর্থকরশ্চ, তস্মাদেনং দৃঢ়েন বৈরাগ্যেণ শস্ত্রেণ ছিত্ত্বা তত্ত্বজ্ঞানে যতেতেত্যাহ অশ্বত্থমেনমিতি সার্দ্ধেন। এনমশ্বত্থং সুবিরূঢ়মূলম্ অত্যন্তং বদ্ধমূলং সন্তম্ অসঙ্গঃ সঙ্গরাহিত্যম্ অহংমমতাত্যাগস্তেন শস্ত্রেণ দৃঢ়েন সম্যগ্বিচারেণ ছিত্ত্বা পৃথক্কৃত্য। ততঃ কিং। ততস্তস্য মূলভূতং তৎ পদং বস্তু বৈষ্ণবং পদং পরিমার্গিতব্যম্, অন্বেষ্টব্যম্। কীদৃশম্? যস্মিন্ গতা যৎপদং প্রাপ্তাঃ সন্তো ভূয়ো ন নিবর্তন্তি নাবর্তন্ত ইত্যর্থঃ। অন্বেষণপ্রকারমেবাহ—তমেবেতি। যতঃ এষা পুরাণী চিরন্তনী সংসারপ্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা বিস্তৃতা, তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে শরণং ব্রজামি ইত্যেবমেকান্ততঃ অন্বেষ্টব্যমিত্যর্থঃ ॥ ৩-৪

টীকা—তৎপ্রাপ্তৌ সাধনান্তরাণি দর্শয়ন্নাহ—নির্মানেতি। নির্গতৌ মান-মোহৌ অহঙ্কার-মিথ্যাভিনিবেশৌ যেভ্যস্তে, জিতঃ পুত্রাদিসঙ্গরূপো দোষো যৈস্তে, অধ্যাত্মে আত্মজ্ঞানে নিত্যাঃ পরিনিষ্ঠিতাঃ। বিশেষেণ নিবৃত্তঃ কামো যেভ্যস্তে, সুখদুঃখহেতুত্বাৎ সুখদুঃখসংজ্ঞানি শীতোষ্ণাদীনি দ্বন্দ্বানি তৈর্বিমুক্তাঃ, অত এবামূঢ়া নিবৃত্তাবিদ্যাঃ সন্তস্তদব্যয়ং পদং বৈষ্ণবং গচ্ছন্তি। তদেব গন্তব্যং পদং বিশিনষ্টি—ন তদিতি। যৎ পদং সূর্য্যাদয়ো ন প্রকাশয়ন্তি, যৎ প্রাপ্য ন নিবর্তন্তে যোগিনস্তদ্ধাম স্বরূপং পরমং মম, অনেন সূর্য্যাদিপ্রকাশবিষয়ত্বেন জড়ত্বশীতোষ্ণাদিদোষপ্রসঙ্গো নিরস্তঃ ॥ ৫-৬

টীকা—নন্বত্র চ যদীয়ং ধাম প্রাপ্তাঃ সন্তো যদি ন নিবর্তন্তে, তর্হি "সতি সম্পদ্য ন বিদুঃ সতি সম্পদ্যামহে" ইত্যাদি শ্রুতেঃ। সুষুপ্তিপ্রলয়সময়ে তৎপ্রাপ্তিঃ সর্ব্বেষামস্তীতি কো নাম সংসারী স্যাদিত্যাশঙ্ক্য সংসারিণং দর্শয়তি—মমৈবেতি পঞ্চভিঃ। মমৈবাংশো যোঽয়মবিদ্যয়া জীবভূতঃ সনাতনঃ সর্ব্বদা সংসারিত্বেন প্রসিদ্ধঃ

ইহলোকে এই সংসার-বৃক্ষের রূপ উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ তাহার অন্ত (শেষ), আদি ও স্থিতির প্রতীতি হয় না। অতিদৃঢ় বদ্ধমূল এই সংসাররূপ অশ্বত্থ বৃক্ষকে অহং মমতা ত্যাগরূপ অস্ত্রের (সম্যগ্ বিচারের) দ্বারা ছেদন-পূর্ব্বক তাহার মূলীভূত সেই বৈষ্ণবপদ অন্বেষণ করা কর্ত্তব্য। যেখানে গমন করিলে পুনরায় কেহ প্রত্যাবৃত্ত হয় না, যেখান হইতে এই সংসারপ্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, সেই আদিভূত পুরুষের শরণাগত হই, এইরূপ একান্ত ভক্তিসহকারে অন্বেষণ করিতে হয়। ৩-৪

অহঙ্কার বিষয়াভিনিবেশরহিত, পুত্রকলত্রাদি সঙ্গরূপ দোষবিহীন, আত্মজ্ঞানে অত্যাসক্ত, কামনাপরিমুক্ত, সুখদুঃখরূপ দ্বন্দ্ব হইতে মুক্তিপ্রাপ্ত অবিদ্যাবিহীন হইয়া সেই সর্ব্ববিকারবিবর্জিত পরমপদ প্রাপ্ত হন। ৫

যে পরমপদে গমন করত যোগিগণ প্রত্যাবৃত্ত হন না, সূর্য্য চন্দ্র ও অগ্নি যাহা প্রকাশিত করিতে পারেন না, তাহাই আমার পরম ধাম। ৬

আমারই এই নিত্যসিদ্ধ অংশ অবিদ্যা কর্ত্তৃক জীবরূপে পরিণত হইয়া সুষুপ্তি ও প্রলয়কালে প্রকৃতিতে লীনভাবে স্থিত মন ও পঞ্চ ইন্দ্রিয়কে সংসারে আকর্ষণ করিয়া থাকেন। ৭

শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ ॥ ৮
শ্রোত্রং চক্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ রসনং ঘ্রাণমেব চ।
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষয়ানুপসেবতে ॥ ৯
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতম্।
বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি পশ্যন্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ ॥ ১০
যতন্তো যোগিনশ্চৈনং পশ্যন্ত্যাত্মন্যবস্থিতম্।
যতন্তোঽপ্যকৃতাত্মানো নৈনং পশ্যন্ত্যচেতসঃ ॥ ১১
যদাদিত্যগতং তেজো জগদ্ ভাসয়তেঽখিলম্।
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তৎ তেজো বিদ্ধি মামকম্ ॥ ১২

অসৌ সুষুপ্তি-প্রলয়য়োঃ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি মনঃ ষষ্ঠং যেষাং তানীন্দ্রিয়াণি পুনর্জীবলোকে সংসারে ভোগার্থমাকর্ষতি। এতচ্চ কর্মেন্দ্রিয়াণাং প্রাণস্য চোপলক্ষণার্থম্। অয়মর্থঃ—সত্যাং সুষুপ্তিপ্রলয়য়োরপি মদংশত্বাৎ সর্বস্যাপি জীবমাত্রস্য ময়ি লয়াদস্তোব মৎপ্রাপ্তিস্তথাপ্যবিদ্যয়াবৃতস্য সানুশয়স্য সপ্রকৃতিকে ময়ি লয়ো ন তু শুদ্ধে। তদুক্তম্—"অব্যাকাদ্ব্যাকৃতঃ সর্গাঃ প্রভবন্তি" ইত্যাদিনা। অতশ্চ পুনঃ সংসারায় নির্গচ্ছন্নবিদ্বান্ প্রকৃতৌ লীনতয়া স্থিতানি যোপাধিভূতানীন্দ্রিয়াণ্যাকর্ষতি, বিদুষস্তু তদ্বিরুদ্ধস্বরূপপ্রাপ্তেনার্থিরিতি ॥৭

টীকা—তস্যোৎক্রান্তৌ কিং ফলমিত্যত আহ—শরীরমিতি। যং যদা শরীরান্তরং কর্মবশাদবাপ্নোতি যচ্চ শরীরাদুৎক্রামতি ঈশ্বরো দেহাদীনাং স্বামী, তদা পূর্বস্মাৎ শরীরাদেতানি গৃহীত্বা তচ্ছরীরান্তরং সমাগ্ যাতি। শরীরে সত্যপি ইন্দ্রিয়গ্রহণে দৃষ্টান্তঃ—আশয়াৎ স্বস্থানাৎ কুসুমাদেঃ সকাশাৎ গন্ধান্ গন্ধবতঃ সূক্ষ্মাংশান্ গৃহীত্বা বায়ুর্যথা গচ্ছতি তদ্বৎ ॥ ৮

টীকা—তস্যেবেন্দ্রিয়াণি দর্শয়ন্ যথার্থং গৃহীত্বা গচ্ছতি তদাহ—শ্রোত্রমিতি। শ্রোত্রাদীনি বাহ্যেন্দ্রিয়াণি মনশ্চাভ্যন্তরকরণমধিষ্ঠায় আশ্রিত্য শব্দাদীন্ বিষয়ানয়ং জীব উপভুঞ্জতে ॥ ৯

টীকা—নন্বু কার্য্য-কারণসঙ্ঘাতব্যতিরেকেণ এবম্ভূতমাত্মানং সর্বেঽপি কিং ন পশ্যন্তি তত্রাহ—উৎক্রামন্তমিতি। উৎক্রামন্তং দেহাদ্দেহান্তরং গচ্ছন্তং তস্মিন্নেব দেহে স্থিতং বা বিষয়ান্ ভুঞ্জানং বা গুণান্বিতমিন্দ্রিয়াদিযুক্তং জীবং বিমূঢ়া নানুপশ্যন্তি নালোকয়ন্তি। জ্ঞানমেব চক্ষুর্যেষাং তে বিবেকিনঃ পশ্যন্তি ॥ ১০

টীকা—তুল্যেঽপ্যাত্মায়ং যতো বিবেকিনঃ কেচিদেব পশ্যন্তি, কেচিন্ন পশ্যন্তীত্যাহ—যততন্ত ইতি। যততো ধ্যানাদিভিঃ প্রযতমানা যোগিনঃ কেচিদেনমাত্মানমাত্মনি দেহেঽবস্থিতং বিবিক্তং পশ্যন্তি, শাস্ত্রাচার্যাদিভিঃ প্রযত্নং কুর্বাণা অপ্যকৃতাত্মানোঽবিশুদ্ধচিত্তা অত এবাচেতসো মন্দমতয় এনং ন পশ্যন্তি ॥ ১১

টীকা—তদেবং 'ন তদ্ভাসয়তে সূর্যঃ' ইত্যাদিনা পারমেশ্বরং পরং ধামোক্তং তৎপ্রাপ্তানাকাপুনরাবৃত্তিরুক্তা। তত্র চ সংসারিণোঽচাবনাশঙ্ক্য সংসারিস্বরূপং দেহাদিব্যতিরিক্তং দর্শিতম্। ইদানীং তদেব পারমেশ্বরং রূপমনন্তশক্তিত্বেন নিরূপয়তি—যদিত্যাদি-চতুর্ভিঃ। আদিত্যাদিস্থিতং যদনেকপ্রকারং তেজো বিশ্বং প্রকাশয়তি, তৎ সর্বং তেজো মদীয়মেব জানীহি ॥ ১২

এই ঈশ্বর যে শরীর প্রাপ্ত হন, যে শরীর হইতে উৎক্রান্ত হন, তখন বায়ু যেমন কুসুমাদি হইতে গন্ধবিশিষ্ট সূক্ষ্ম অংশসকল গ্রহণ করিয়া গমন করে, তদ্রূপ পূর্বশরীর হইতে মন এবং পঞ্চেন্দ্রিয়কে গ্রহণপূর্বক গমন করিয়া থাকেন ॥ ৮

এই জীব শ্রোত্র চক্ষু ত্বক্ রসনা ও ঘ্রাণেন্দ্রিয় এবং মনে অধিষ্ঠিত হইয়া শব্দস্পর্শাদি বিষয়সমূহ উপভোগ করিয়া থাকেন ॥ ৯

অবিবেকী বিমূঢ়গণ দেহ হইতে দেহান্তর গমনকারী, সেই দেহেই স্থিত অথবা বিষয়ভোগ নিরত, ইন্দ্রিয়াদিযুক্ত জীবকে দেখিতে পায় না; জ্ঞানরূপ চক্ষুবিশিষ্ট বিবেকিগণই দর্শন করেন ॥ ১০

প্রযত্নকারী যোগিগণই এই আত্মাকে শরীরে অবস্থিত দেখিতে পান। কিন্তু অবিশুদ্ধ চিত্ত অজ্ঞানিগণ যত্নবান্ হইয়াও এই আত্মাকে দর্শন করিতে সমর্থ হন না ॥ ১১

আদিত্যে অবস্থিত যে তেজ, চন্দ্রে ও অগ্নিতে যে তেজ সমগ্র জগৎ প্রকাশিত করিতেছে, সে তেজ আমার-ই অবগত হইবে ॥ ১২

গামাবিশ্য চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা।
পুষ্ণামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা রসাত্মকঃ ॥ ১৩
অহং বৈশ্বানরো ভূত্বা প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ।
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুর্বিধম্ ॥ ১৪
সর্বস্য চাহং হৃদি সন্নিবিষ্টো
মত্তঃ স্মৃতির্জ্ঞানমপোহনঞ্চ।
বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো
বেদান্তকৃদ্ বেদবিদেব চাহম্ ॥ ১৫
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরশ্চাক্ষর এব চ।
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কূটস্থোঽক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬
উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহৃতঃ।
যো লোকত্রয়মাবিশ্য বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ ॥ ১৭

টীকা—কিঞ্চ গামিতি। গাং পৃথিবীমোজসা বলেনাবিষ্টায় অহমেব চরাচরাণি ভূতানি ধারয়ামি, অহঞ্চৈব চ রসময়ঃ সোমো ভূত্বা ব্রীহ্যাদ্যোষধীঃ সর্বাঃ সংবর্দ্ধয়ামি ॥১৩

টীকা—অহমিতি। বৈশ্বানরো জঠরাগ্নির্ভূত্বা প্রাণিনাং দেহভাজঃ প্রবিশ্য প্রাণাপানাভ্যাঞ্চ তদ্দীপকাভ্যাং সহিতঃ প্রাণিভির্ভুক্তং, ভক্ষ্যং ভোজ্যং, লেহ্যং চেতি চতুর্বিধমন্নং পচামি। তত্র যদ্দন্তৈরবখণ্ড্যাবখণ্ড্য ভক্ষ্যতে অপূপাদি তদ্ভক্ষ্যং, যত্তু কেবলং জিহ্বয়া বিলোড্য নিগীর্য্যতে পায়সাদি তদ্ভোজ্যং, যত্তু জিহ্বায়াং নিক্ষিপ্য রসাস্বাদেন ক্রমশো নিগীর্য্যতে দ্রবীভূতং গুড়াদি, তল্লেহ্যম্। যত্তু দংষ্ট্রাভিনিষ্পীড্য রসাংশং নির্গীর্য্যাবশিষ্টং ত্যজ্যতে ইক্ষুদণ্ডাদি তচ্চোষ্যমিতি চতুর্বিধমন্নং ভবতি ॥ ১৪

টীকা—কিঞ্চ সর্ব্বস্যেতি। সর্ব্বস্য প্রাণিজাতস্য হৃদি সম্যগন্তর্য্যামিরূপেণ প্রবিষ্টোঽহম্। অতশ্চ মত্ত এব হেতোঃ প্রাণিমাত্রস্য পূর্ব্বানুভূতার্থবিষয়া স্মৃতির্ভবতি। জ্ঞানঞ্চ বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগজং ভবতি, অপোহনঞ্চ তয়োঃ প্রমোষো ভবতি। বেদৈশ্চ সর্ব্বৈস্তত্তদ্দেবতাদিরূপেণাহমেব বেদ্যঃ, বেদান্তকৃৎ তৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তকশ্চ জ্ঞানদো

আমি বলের দ্বারা এই ধরণীতে অধিষ্ঠান করিয়া ভূত-সকলকে ধারণ করিয়া আছি এবং রসময় নিশাকর হইয়া ঔষধীসকল সংবর্দ্ধিত করি ॥ ১৩

আমি বৈশ্বানর (জঠরাগ্নি) হইয়া প্রাণিগণের শরীর মধ্যে স্থিত হইয়া তাহার উদীপক প্রাণ ও অপানের সহিত ভূতগণের ভক্ষ্য, ভোজ্য, লেহ্য, পেয় চতুর্বিধ ভক্ষ্য অন্ন পরিপাক করিয়া থাকি ॥ ১৪

আমি সমস্ত ভূতের হৃদয়ে সম্যক্ অন্তর্য্যামিরূপে প্রবিষ্ট এইজন্য আমা হইতে প্রাণিমাত্রে পূর্ব্বানুভূতি অর্থ বিষয়িণী স্মৃতি ও বিষয়েন্দ্রিয় সংযোগ উৎপন্ন জ্ঞানও হয় এবং উভয়ের অভাবও

গুরুরহমিত্যর্থঃ, বেদবিদেব চ বেদার্থবিদহমেব ॥ ১৫

টীকা—ইদানীং 'উত্তমঃ পুরুষস্ত্বন্যঃ' ইত্যুক্তং স্বকীয়ং সর্ব্বোত্তমত্বং তং দর্শয়তি—দ্বাবিতি ত্রিভিঃ। ক্ষরশ্চ অক্ষরশ্চেতি দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে প্রসিদ্ধৌ। তাবেবাহ—তত্র ক্ষরঃ পুরুষো নাম সর্ব্বাণি ভূতানি ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তানি শরীরাণি, অবিবেকিলোকস্য শরীরেষেব পুরুষত্বপ্রসিদ্ধেঃ। কূটং শিলারাশিঃ। পর্ব্বত ইব দেহেষু সন্ত্যজৎস্বপি নির্ব্বিকারতয়া তিষ্ঠতীতি কূটস্থশ্চেতনো ভোক্তা স ন ক্ষরঃ পুরুষঃ ইত্যুচ্যতে বিবেকিভিঃ ॥ ১৬

টীকা—যদর্থমেতৌ লক্ষিতৌ তমাহ—উত্তম ইতি এতাভ্যাং ক্ষরাক্ষরাভ্যামন্যো বিলক্ষণ উত্তমঃ পুরুষঃ। বৈলক্ষণ্যমেবাহ পরমশ্চাসাবাত্মা চেতি। উদাহৃত উক্তঃ শ্রুতিভিঃ। আত্মেতন অবাঙ্মনচেতনাদিলক্ষণঃ। পরমত্বেনাক্ষরাচ্ছেতনাদ্ ভোক্তৃবিলক্ষণ ইত্যর্থঃ। পরমাত্মত্বমেব দর্শয়তি—যো লোকত্রয়মিতি। য ঈশ্বর ঈশনশীলঃ অব্যয়শ্চ নির্ব্বিকার এব সন্ লোকত্রয়ং কৃৎস্নং হৃদয়মাবিশ্য বিভর্ত্তি পালয়তি ॥ ১৭

হইয়া থাকে, সকল বেদের দ্বারা সেই সেই দেবতারূপে আমিই জ্ঞাতব্য; বেদান্তকৃৎ বেদান্ত-সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক জ্ঞানদাতা গুরু আমিই এবং আমিই বেদার্থকর্ত্তা ॥ ১৫

ক্ষর ও অক্ষর নামক দুইটী পুরুষ জগতে বিখ্যাত। তন্মধ্যে ক্ষর পুরুষ ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত সকলের শরীর, আর যেহ নষ্ট হইলেও পর্ব্বতের ন্যায় নির্ব্বিকারভাবে অবস্থিত কূটস্থ চেতন ভোক্তাই অক্ষর পুরুষ বলিয়া কীর্ত্তিত হন ॥ ১৬

এবং অন্য উত্তম পুরুষ পরমাত্মা নামে উক্ত হন, যিনি ঈশ্বর ও সর্ব্ববিকার বিবর্জ্জিত হইয়া লোকত্রয়ের সমস্ত হৃদয়ে আবেশপূর্ব্বক (আশ্রিত হইয়া) পালন করিয়া থাকেন ॥ ১৭

যস্মাৎ ক্ষরমতীতোঽহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ।
অতোঽস্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুষোত্তমঃ ॥ ১৮
যো মামেবমসম্মূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ব্ববিদ্ ভজতি মাং সর্ব্বভাবেন ভারত ॥ ১৯
ইতি গুহ্যতমং শাস্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ।
এতদ্ বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত ॥ ২০

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-সূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুন-সংবাদে পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্ব্বণি তু একোনচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥ ৩৯

টীকা—এবম্ভূতং পুরুষোত্তমত্বমাত্মনো নামনির্ব্বচনেন দর্শয়তি—যস্মাদিতি। যস্মাৎ ক্ষরং জড়বর্গমতিক্রান্তোঽহং নিত্যমুক্তত্বাৎ, অক্ষরাচ্চেতনবর্গাদপ্যুত্তমশ্চ নিরস্তত্বাৎ, অতো লোকে বেদে চ পুরুষোত্তম ইতি প্রথিতঃ প্রখ্যাতোঽস্মি। তথাচ শ্রুতিঃ,—"স বা অয়মাত্মা সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ সর্ব্বমিদং প্রশাস্তি" ইত্যাদি ॥ ১৮

টীকা—এবম্ভূতেশ্বরস্য জ্ঞাতুঃ ফলমাহ—য ইতি। এবম্ উক্তপ্রকারেণাসম্মূঢ়ো নিশ্চিতমতিঃ সন্ যো মাং পুরুষোত্তমং জানাতি, স সর্ব্বভাবেন সর্ব্বপ্রকারেণ মামেব ভজতি। ততশ্চ সর্ব্ববিৎ সর্ব্বজ্ঞো ভবতি ॥ ১৯

টীকা—অধ্যায়ার্থমুপসংহরতি—ইতীতি। ইত্যনেন সংক্ষেপপ্রকারেণ গুহ্যতমমতিরহস্যং সম্পূর্ণং শাস্ত্রমেব ময়োক্তং, ন তু পুনর্বিংশতিশ্লোকমধ্যায়মাত্রম্। হে অনঘ! ব্যসনশূন্য! অতএবৈতদ্গুহ্যতমং শাস্ত্রং বুদ্ধা বুদ্ধিমান্ সম্যগ্-জ্ঞানী স্যাৎ, কৃতকৃত্যশ্চ স্যাৎ—যোঽপি কোঽপি। হে ভারত! ত্বং কৃতকৃত্যোঽসীতি কিং বক্তব্যমিতি ভাবঃ ॥২০

সংসারশাখিনং ছিত্বা স্পষ্টং পঞ্চদশে বিভুঃ।
পুরুষোত্তমযোগাখ্যে পরং পদমুপাদিশৎ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীমদ্ধরস্বামিকৃতটীকায়াং পুরুষোত্তমযোগো নাম পঞ্চদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৫

যেহেতু আমি ক্ষর জড়বর্গ হইতে অতিক্রান্ত এবং অক্ষর চেতন বর্গ হইতেও উত্তম, এইজন্য লোকে এবং বেদে পুরুষোত্তম বলিয়া প্রখ্যাত ॥ ১৮

হে ভারত! যিনি এইরূপ মোহবিরহিত হইয়া পুরুষোত্তম আমাকে বিদিত হন, তিনি কায়মনোবাক্যদ্বারা সর্ব্বপ্রকারে আমাকে ভজনা করেন, অনন্তর সর্ব্বজ্ঞ হইয়া থাকেন ॥ ১৯

হে নিষ্পাপ ভারত! এই সংক্ষেপে গুহ্যতম অতি রহস্যপূর্ণ শাস্ত্র আমি বলিলাম (মাত্র এই অধ্যায়ের বিংশতি শ্লোক নহে), অতএব যৎকথিত ইহা অবগত হইলে যে কেহ বুদ্ধিমান্‌ও কৃতকৃত্য হইয়া থাকে ॥ ২০

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত সংহিতাবিভাগাত্মক মহাভারতের মধ্যে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্ব্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদে পুরুষোত্তমযোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায় সম্পূর্ণ।
মহাভারতে ভীষ্মপর্বে একোনচত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

চতুশ্চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং ষোড়শোঽধ্যায়ঃ)

[ফলসহিতদৈবাসুর-সম্পদাং বর্ণনম্, শাস্ত্রবিপরীতাচরণানাং ত্যাগায়, তদনুকূলাচরণমনুষ্ঠানায় চ ভগবতঃ শ্রীকৃষ্ণস্য প্রেরণা]

শ্রীভগবানুবাচ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ॥ ১
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্।
দয়া ভূতেষ্বলোলুপ্ত্বং মার্দবং হ্রীরচাপলম্ ॥ ২
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ॥ ৩
দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ।
অজ্ঞানং চাভিজাতস্য পার্থ সম্পদমাসুরীম্ ॥ ৪

টীকা—আসুরীং সম্পদং তাক্ত্বা।

দৈবীমেবাশ্রিতা নরাঃ।
মুচ্যন্ত ইতি নির্ণেতুং
তদ্বিবেকোঽয়ং ষোড়শে ॥"

পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "এতদ্বুদ্ধ্বা বুদ্ধিমান্ স্যাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভারত" ইত্যুক্তম্, তত্র ক এতদ্বুদ্ধ্যতে। কো বা ন বুধ্যতে ইত্যপেক্ষায়াং তদ্বুদ্ধ্যনেঽধিকারিণোঽনধিকারিণশ্চ বিবেকার্থং ষোড়শাধ্যায়সারম্ভঃ। নিরূপিতেঽপি কার্য্যার্থে চাধিকারিজিজ্ঞাসা ভবতি। তদুক্তং ভট্টৈঃ, —"ভারো যো যেন বোঢ়ব্যঃ স প্রাগেবালিতো যদা। যদা কস্যচিদ্বোঢ়েতি শক্যং কর্তুং নিরূপণম্॥" ইতি। তত্রাধিকারিবিশেষবীভূতাং দৈবীং সম্পদমাহ—শ্রীভগবানুবাচ অভয়মিতি ত্রিভিঃ। অভয়ং ভয়াভাবঃ, সত্ত্বস্য চিত্তস্য সংশুদ্ধিঃ স্বপ্রসন্নতা, জ্ঞানযোগে আত্মজ্ঞানোপায়ে ব্যবস্থিতিঃ পরিনিষ্ঠা। দানং স্বভোজ্যস্যান্যদেবযোগ্যেভ্যঃ সংবিভাগঃ। দমো বাহ্যেন্দ্রিয়সংযমঃ, যজ্ঞো যথাধিকারং দর্শপৌর্ণমাসাদিঃ। স্বাধ্যায়ো ব্রহ্মযজ্ঞাদির্জপযজ্ঞঃ বা। তপ উত্তরাধ্যায়ে বক্ষ্যমাণং শরীরাদি, আর্জবমবক্রতা। কিঞ্চ অহিংসেতি। অহিংসা পরপীড়াবর্জনম্। সত্যং যথাদৃষ্টার্থভাষণম্, অক্রোধস্ত্যক্তিতমপি চিত্তে ক্রোধানুৎপত্তিঃ, ত্যাগ ঔদার্য্যম্, শান্তিশ্চিত্তোপরতিঃ, পৈশুনং পরোক্ষে পরদোষপ্রকাশনং তদ্বর্জনমপৈশুনম্, ভূতেষু দীনেষু দয়া, অলোলুপ্ত্বং লোভাভাবঃ। অবর্ণলোপশ্ছার্ষঃ। মার্দবং মৃদুত্বম্ অক্রূরতা, হ্রীরকার্য্যপ্রবৃত্তৌ লোকলজ্জা, অচাপল্যং ব্যর্থক্রিয়ারাহিত্যম্। কিঞ্চ তেজঃ ইতি। তেজঃ প্রাগল্ভ্যং, ক্ষমা পরিভবাদিহেতৌপস্থিতেষু ক্রোধপ্রতিবন্ধঃ, ধৃতির্ভয়াদিহেতৌপস্থিতেঽপি চিত্তস্য স্থিরীকরণম্, শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরশুদ্ধিঃ, অদ্রোহো দ্বিষাংসারাহিত্যম্, অতিমানিতা আত্মাতিপূজাবাঞ্ছাভিমানস্তদভাবো নাতিমানিতা; এতাস্যভয়াদিনী ষড়্বিংশতিপ্রকারাণি লক্ষণানি দৈবীং সম্পদমভিজাতস্য ভবন্তি। দেবযোগ্যাং সাত্ত্বিকীং সম্পদমভিলক্ষ্য তদাভিমুখ্যেন জাতস্য ভাবিকল্যাণস্য পুংসো ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ১-৩

টীকা—আসুরীং সম্পদমাহ—দম্ভ ইতি। দম্ভো ধর্মধ্বজিত্বম্। দর্পো ধনবিদ্যাদিনিমিত্তং চিত্তস্যৌদ্ধত্যম্, অভিমানো ব্যাখ্যাত এব, ক্রোধঃ প্রসিদ্ধঃ, পারুষ্যং

ষোড়শ অধ্যায়

[ফলের সহিত দৈব ও আসুরসম্পদসমূহের বর্ণন এবং শাস্ত্রবিপরীত আচরণফলের ত্যাগের জন্য ও তদনুকূল আচরণফলের অনুষ্ঠানের জন্য ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণা।]

শ্রীভগবান্ বলিলেন—হে ভারত! অভয়, চিত্তের স্বপ্রসন্নতা, আত্মজ্ঞানোপায়ে সম্যক্ অবস্থিতি—পরিনিষ্ঠা, দান, বাহ্যেন্দ্রিয়-নিগ্রহ ও যজ্ঞ, স্বাধ্যায় (মোক্ষশাস্ত্র পাঠ), তপস্যা, সরলতা, কায়মনোবাক্যে হিংসা পরিত্যাগ, যথার্থ ভাষণ, ক্রোধরহিত, ত্যাগশীলতা, ঔদার্য্য, শান্তি—উপরতি, পরদোষ কথন পরিহার, কৃতপথে দয়া, লোভশূন্যতা, মৃদুত্ব, অকার্য্যে লজ্জা, চঞ্চলতারহিত,

বাগ্‌ব্যর্থক্রিয়া ত্যাগ, তেজস্বিতা, ক্ষমা, ধৈর্য্য, বাহ্যাভ্যন্তর শুচি, অনিষ্টাচরণ না করা, আপনার পূজায় অতিমানহীনতা, যাঁহারা দৈবী সম্পদ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করেন, সেই ভাগ্যবান্ কল্যাণময় পুরুষের এই ছাব্বিশটি প্রকার দৈবী সম্পদ লাভ হইয়া থাকে। ১-৩

হে পার্থ! ধর্মধ্বজিত্ব (ধর্ম বিদ্যাদি নিমিত্ত চিত্তের ঔদ্ধত্য, 'আমি শ্রেষ্ঠ' এই বুদ্ধি), দোষ, নিষ্ঠুরত্ব, অবিবেক এই আসুরী সম্পদ লক্ষ্য করিয়া যাহারা জন্মগ্রহণ করিয়া থাকে, তাহারা এই সকল প্রাপ্ত হয়। ৪

দৈবী সম্পদ্‌বিমোক্ষায় নিবন্ধায়াসুরী মতা।
মা শুচঃ সম্পদং দৈবীমভিজাতোঽসি পাণ্ডব ॥ ৫
দ্বৌ ভূতসর্গৌ লোকেঽস্মিন্ দৈব আসুর এব চ।
দৈবো বিস্তরশঃ প্রোক্ত আসুরং পার্থ মে শৃণু ॥ ৬
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ জনা ন বিদুরাসুরাঃ।
ন শৌচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যতে ॥ ৭
অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহুরনীশ্বরম্।
অপরস্পরসম্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্ ॥ ৮
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্মানোঽল্পবুদ্ধয়ঃ।
প্রভবন্ত্যুগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ ॥ ৯

নিষ্কৃষ্টম্। অজ্ঞানমবিবেকঃ, আসুরীমিত্যুপলক্ষণম্। অসুরাণাং রাক্ষসানাঞ্চ যা সম্পৎ তামাসুরীমভিলক্ষ্য জাতস্যেতানি লক্ষণানি ভবন্তি ॥ ৪

টীকা—এতয়োঃ সম্পদোঃ কার্য্যং দর্শয়ন্নাহ—দৈবীতি। দৈবী যা সম্পৎ তয়া যুক্তো মনোপদিষ্টে তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী, আসুর্যা সম্পদা যুক্তস্তু নিত্যং সংসারীত্যর্থঃ। এতৎ শ্রুত্বা কিমস্মন্ত্রাধিকারী ন বেত্তি সন্দেহব্যাকুলচিত্তমর্জ্জুনমাশ্বাসয়তি—হে পাণ্ডব! মা শুচঃ শোকং মা কার্ষীঃ, যতস্ত্বং দৈবীং সম্পদমভিজাতোঽসি ॥ ৫

টীকা—আসুরী সম্পৎ সর্ব্বাত্মনা বর্জ্জয়িতুমেতাবতোক্তার্থানাসুরীং সম্পদং প্রপঞ্চয়িতুমাহ—দ্বাবিতি। দ্বৌ বিপ্রকারৌ ভূতানাং সর্গৌ যে ময়োচ্যমানৌ শৃণু। আসুর-রাক্ষসপ্রকৃত্যোরেকীকরণেন দ্বাবিত্যুক্তম্। অতো 'রাক্ষসীমাসুরীঞ্চৈব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতা' ইত্যাদিনা নবমাধ্যায়োক্তপ্রকৃতিদ্বৈবিধ্যেনাবিরোধঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৬

টীকা—আসুরীং বিস্তরশো নিরূপয়তি—প্রবৃত্তিঞ্চেত্যাদিদ্বাদশভিঃ। ধর্ম্মে প্রবৃত্তিমধর্ম্মান্নিবৃত্তিঞ্চাসুরস্বভাবা জনা ন জানন্তি, অতঃ শৌচমাচারঃ সত্যঞ্চ তেষু নাস্ত্যেব ॥ ৭

টীকা—নন্ন বেদোক্তয়োর্ধর্ম্ময়োঃ প্রবৃত্তিং নিবৃত্তিঞ্চ কথং ন বিদুঃ? কুতো বা ধর্ম্মাধর্ম্ময়োরনঙ্গীকারে জগতঃ সুখদুঃখাদিব্যবস্থা স্যাৎ। কথং বা শৌচাচারাদি-বিরহ্যানীশ্বরাজ্ঞামভিবর্ত্তেরন্, ঈশ্বরানঙ্গীকারে চ কুতো জগদুৎপত্তিঃ স্যাদত আহ—অসত্যমিতি। নাস্তি সত্যং বেদপুরাণাদিপ্রমাণং যস্মিংস্তাদৃশং জগদাহুঃ। বেদাদীনাং প্রামাণ্যং ন বস্তুস্ত ইত্যর্থঃ। তদুক্তং—"ত্রয়ো বেদস্য কর্ত্তারো ভণ্ড-ধূর্ত্ত-নিশাচরাঃ" ইত্যাদি। অতএব নাস্তি ধর্ম্মাধর্ম্মরূপা প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থাহেতুর্যস্য তৎ, স্বাভাবিকং জগদ্বৈচিত্র্যমাহুরিত্যর্থঃ। অতএব নাস্তীশ্বরঃ কর্ত্তা ব্যবস্থাপকশ্চ যস্য তাদৃশং জগদাহুঃ। তর্হি কুতোঽস্য জগত উৎপত্তিঃ যদস্তীত্যত আহ—অপরস্পরসম্ভূতমিতি। অপরশ্চ পরশ্চেতি অপরস্পরম্ অপরস্পরতোঽন্যোন্যতঃ স্ত্রীপুংসয়োর্মিথুনাৎ সম্ভূতং জগৎ। কিমন্যৎ কারণমস্য? নান্যদস্তি কিঞ্চিৎ, কিন্তু কামহৈতুকমেব স্ত্রীপুংসয়োরুভয়োঃ কাম এব প্রবাহরূপেণ হেতুরন্যোন্যতোঽস্তীত্যর্থঃ ॥ ৮

টীকা—কিঞ্চ এতামিতি। এতাং লোকায়তিকানাং দৃষ্টিং দর্শনমাশ্রিত্য নষ্টাত্মানো মলীমসচিত্তাঃ সন্তোঽল্প-বুদ্ধয়ো দৃষ্টার্থমাত্রমতয়ঃ, অতএবোগ্রং হিংস্রং কর্ম্ম যেষাং তে, অহিতা বৈরিণো ভূত্বা জগতঃ ক্ষয়ায় প্রভবন্তি উদ্ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ৯

দৈবী সম্পদ্—মোক্ষযোগ্যা সাত্ত্বিকী সম্পদ মোক্ষের হেতু আর আসুর সম্পদ সংসারের কারণ। হে পাণ্ডব! শোক করিও না যেহেতু তুমি দৈবী সম্পদ লক্ষ্য করিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছ ॥ ৫

হে পার্থ! ইহলোকে দৈব ও আসুর—সৃষ্টি এই দুই প্রকার। তন্মধ্যে দৈব বিস্তারপূর্ব্বক বলিয়াছি, আসুর সৃষ্টির কথা আমার নিকট শ্রবণ কর ॥ ৬

আসুর-প্রকৃতি জনগণ ধর্ম্মে প্রবৃত্তি বা অধর্ম্মে নিবৃত্তি অবগত নহে, তাহাদের শৌচ মলবিরহন করচরণাদি প্রক্ষালনাদি বাহ্যাচার নাই, শাস্ত্রবিহিত আচার নাই এবং যথার্থ জ্ঞান ভূতহিতরূপ সত্য নাই ॥ ৭

তাহারা বলে—জগৎ অসত্য, ধর্ম্মাধর্ম্মরূপ প্রতিষ্ঠা ব্যবস্থার হেতু নাই, জগৎ বৈচিত্র্য স্বাভাবিক, ইহার কোন কর্ত্তা নাই, স্ত্রী-পুরুষের মিথুন হইতে সম্ভূত, অন্য কোন কারণ নাই—স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের কামই প্রবাহরূপে ইহার হেতু ॥ ৮

অল্পবুদ্ধি আসুরপ্রকৃতিসম্পন্নগণ এইরূপ নাস্তিক দর্শন আশ্রয় করিয়া বিমলিনচিত্ত, হিংসকর্ম্মা, সকলের শত্রু হইয়া জগতের বিনাশের জন্যই উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ৯

কামমাশ্রিত্য দুষ্পূরং দম্ভ-মান-মদান্বিতাঃ।
মোহাদ্ গৃহীত্বাসদ্গ্রাহান্ প্রবর্তন্তেঽশুচিব্রতাঃ ॥ ১০
চিন্তামপরিমেয়াঞ্চ প্রলয়ান্তামুপাশ্রিতাঃ।
কামোপভোগপরমা এতাবদিতি নিশ্চিতাঃ ॥ ১১
আশাপাশশতৈর্বদ্ধাঃ কাম-ক্রোধপরায়ণাঃ।
ঈহন্তে কামভোগার্থমন্যায়েনার্থসঞ্চয়ান্ ॥ ১২
ইদমদ্য ময়া লব্ধমিমং প্রাপ্স্যে মনোরথম্।
ইদমস্তীদমপি মে ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্ ॥ ১৩
অসৌ ময়া হতঃ শত্রুর্হনিষ্যে চাপরানপি।
ঈশ্বরোঽহমহং ভোগী সিদ্ধোঽহং বলবান্ সুখী ॥ ১৪
আঢ্যোঽভিজনবানস্মি কোঽন্যোঽস্তি সদৃশো ময়া।
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিষ্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ ॥ ১৫
অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমাবৃতাঃ।
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতন্তি নরকেঽশুচৌ ॥ ১৬

টীকা—অপি চ কামমাশ্রিত্যেতি। দুষ্পূরমিতু-মশক্যং কামমাশ্রিত্য দম্ভাদিভির্যুক্তাঃ সন্তঃ ক্ষুদ্রদেবতা-রাধনাদৌ প্রবর্তন্তে। কথম্, অসদ্গ্রাহান্ গৃহীত্বা, অনেন মন্ত্রেণৈতাং দেবতামারাধ্য মহানিধীন্ সাধয়িষ্যাম ইত্যাদি দুরাগ্রহান্ মোহমাত্রেণ স্বীকৃত্য প্রবর্তন্তে। অশুচিব্রতাঃ অশুচীনি মদ্য-মাংসাদিবিষয়াণি ব্রতানি যেষাং তে ॥ ১০

টীকা—কিঞ্চ চিন্তামিতি। প্রলয়ো মরণমেবান্তো যস্যাস্তামপরিমেয়াং পরিমাতুমশক্যাং চিন্তামাশ্রিতাঃ। নিত্যচিন্তাপরায়ণা ইত্যর্থঃ। কামোপভোগ এব পরমো যেষাং তে। এতাবদিতি কামোপভোগ এব পরমঃ পুরুষার্থো নাতঃপরমস্তীতি কৃতনিশ্চয়া অর্থসঞ্চয়ানীহন্ত ইত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। তথাচ বার্হস্পত্যং সূত্রং—"কাম এবৈকঃ পুরুষার্থ" ইতি, "চৈতন্যবিশিষ্টঃ কামঃ পুরুষ" ইতি চ। অতএব আশেতি। আশা এব পাশাস্তেষাং শতানি তৈর্বদ্ধা ইতস্তত আকৃষ্যমাণাঃ। কামক্রোধপরায়ণাঃ কামক্রোধৌ পরময়নমাশ্রয়ো যেষাং তে, কামভোগার্থমন্যায়েন চৌর্য্যাদিনার্থানাং সঞ্চয়ান্ রাশীনীহন্ত ইচ্ছন্তি ॥ ১১-১২

টীকা—তেষাং মনোরথং কথয়ন্ নরকপ্রাপ্তিমাহ—ইদমস্তেতি চতুর্ভিঃ। প্রাপ্স্যে প্রাপ্স্যামি। মনোরথং মনসঃ প্রিয়ম্। স্পষ্টমন্যৎ। এতেষাঞ্চ ত্রয়াণাং শ্লোকানা-মিত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ সন্তো নরকে পতন্তীতি চতুর্থে-নান্বয়ঃ ॥ ১৩

টীকা—কিঞ্চ অসাবিতি। সিদ্ধঃ কৃতকৃত্যঃ। স্পষ্টমন্যৎ। ॥ ১৪

টীকা—কিঞ্চ আঢ্য ইতি। আঢ্যো ধনাদিসম্পন্নঃ। অভিজনবান্ কুলীনঃ। যক্ষ্যে যাগান্তরানুষ্ঠানেনাপি দীক্ষিতান্তরেভ্যঃ সকাশাদহমতিশয়েন প্রতিষ্ঠাং প্রাপ্স্যামি। দাস্যামি স্তাবকেভ্যশ্চ। মোদিষ্যে হৃষ্টো ভবিষ্যামি ইত্যেবমজ্ঞানেন বিমোহিতা মিথ্যাভিনিবেশং প্রাপিতাঃ ॥ ১৫

টীকা—এবম্ভূতা যে প্রাগুক্তাস্তেষ্বনু—অনেকেতি। অনেকেষু মনোরথেষু প্রসক্তং চিত্তম্ অনেকচিত্তং তেন বিভ্রান্তা বিক্ষিপ্তাঃ তেনৈব মোহময়েন জালেন সমাবৃতাঃ, মৎস্যা ইব সূত্রময়েন জালেন যন্ত্রিতাঃ। এবং কামভোগেষু প্রসক্তা অভিনিবিষ্টাঃ সন্তঃ অশুচৌ কন্মলে নরকে পতন্তি ॥ ১৬

দুঃখে পূরণীয় কাম আশ্রয় করত দর্প-মান-গর্বযুক্ত হইয়া চিত্ত-বৈকল্য হেতু অন্যায় আগ্রহ গ্রহণপূর্বক মদ্যমাংসাদি সহকারে ক্ষুদ্র দেবতাগণের আরাধনা করে ॥ ১০

মরণাবধি নিরতিশয় চিন্তা আশ্রয়পূর্বক কাম উপভোগই পরম পুরুষার্থ ইহা নিশ্চয় করিয়া শত আশাপাশে বদ্ধ হইয়া কাম ক্রোধে অতিশয় আসক্ত, কাম ভোগের নিমিত্ত চৌর্য্য দ্বারাদি দ্বারা অর্থরাশি অভিলাষ করিয়া থাকে ॥ ১১-১২

অদ্য আমি ইহা পাইয়াছি, এই মনোরথ ইচ্ছিত বস্তু পাইব, ইহা আছে, পুনরায় আমার এই ধন হইবে, এই শত্রুকে আমি বিনাশ করিয়াছি, অপর অরাতিগণকেও হনন করিব, আমি ঈশ্বর (কর্তা), আমি ভোগশীল, কৃতকৃত্য, বলবান্, সুখী ও আমি ধনাঢ্য কুলীন। আমার মত আর কে আছে, আমি যজ্ঞ করিয়া অপরের অপেক্ষা বহুতর প্রতিষ্ঠা লাভ করিব, আমি স্তাবকদিগকে দান করিব, হৃষ্টপ্রাপ্ত হইব, এই অজ্ঞান কর্তব্যাকর্তব্যাদি বিষয়-বিবেক অভাবের দ্বারা বিমোহিত বিবিধ কামনায় ভ্রমান্বিতচিত্ত, চিত্তাস্থির বুদ্ধিসূত্রবদ্ধ জালে সমাবৃত, অনাত্মীয় ভোগে অভিনিবিষ্ট হইয়া ঘৃণিত নরকে পতিত হয় ॥ ১৩-১৬

আত্মসম্ভাবিতাঃ স্তব্ধা ধন-মান-মদান্বিতাঃ।
যজন্তে নামযজ্ঞৈস্তে দম্ভেনাবিধিপূর্বকম্ ॥ ১৭
অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ ॥ ১৮
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু ॥ ১৯

আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥ ২০
ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতৎ ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥ ২১
এতৈর্বিমুক্তঃ কৌন্তেয় তমোদ্বারৈস্ত্রিভির্নরঃ।
আচরত্যাত্মনঃ শ্রেয়স্ততো যাতি পরাং গতিম্ ॥ ২২

টীকা—যজন্ত ইতি চ। যজ্ঞেষাং মনোরথ উক্তঃ, স কেবলং দম্ভাহঙ্কারাদিপ্রধান এব ন তু সাত্ত্বিক ইত্যভিপ্রায়েণাহ—আত্মেতি দ্বাভ্যাম্। আত্মনৈব সম্ভাবিতাঃ পূজ্যতাং নীতাঃ, ন তু সাধুভিঃ কৈশ্চিৎ। অতএব স্তব্ধা অনম্রাঃ ধনেন যো মানো মদশ্চ তাভ্যাং সমন্বিতাঃ সন্তঃ নামমাত্রেণ যে যজন্তে নামযজ্ঞাঃ, যথা 'দীক্ষিতঃ সোমযাজী' ত্যেবমাদিনা নামমাত্রপ্রসিদ্ধ্যে যে যজ্ঞান্তৈর্যজন্তে। কথম্? দম্ভেন ন তু শ্রদ্ধয়া অবিধিপূর্বকঞ্চ যথা ভবতি তথা ॥ ১৭

টীকা—অবিধিপূর্বকত্বমেব প্রপঞ্চয়তি অহঙ্কারমিতি। অহঙ্কারাদীন্ সংশ্রিতাঃ সন্তঃ আত্মপরদেহেষু আত্মদেহে পরদেহেষু চ চিরংতনেন স্থিতং মাং প্রদ্বিষন্তো যজন্তে। দম্ভযজ্ঞেষু শ্রদ্ধয়া অভাবাদাত্মনো দুঃখমেব পীড়া ভবতি, তথা পশ্বাদীনামপ্যবিধিনা হিংসায়াং চৈতন্যদ্রোহমাত্রমবশিষ্যত ইতি প্রদ্বিষন্ত ইত্যুক্তম্। অভ্যসূয়কাঃ সন্মার্গবর্ত্তিনাং গুণেষু দোষারোপকাঃ ॥ ১৮

টীকা — তেষাঞ্চ কদাচিদপ্যাসুরস্বভাবপ্রচ্যুতির্ন ভবতীত্যাহ তানীতি দ্বাভ্যাম্। তানহং মাং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু জন্মমৃত্যুমার্গেষু তত্রাপ্যাসুরীষ্বেবাতিক্রূরং ব্যাঘ্রসর্পাদিযোনিষজস্রমনবরতং ক্ষিপামি, তেষাং পাপকর্ম্মণাং তাদৃশং ফলং দদামীত্যর্থঃ ॥ ১৯

টীকা—কিঞ্চ আসুরীমিতি। তে চ মামপ্রাপ্যৈবেত্যেবকারেণ মৎপ্রাপ্তিশঙ্কাপি কুতস্তেষাম্? মৎপ্রাপ্ত্যুপায়ং সন্মার্গমপ্রাপ্য ততোঽপ্যধমাং কৃমিকীটাদিযোনিং যান্তীত্যুক্তম্। শেষঃ স্পষ্টম্ ॥ ২০

টীকা—উক্তানামাসুরদোষাণাং মধ্যে সকলদোষমূলভূতং দোষত্রয়ং সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়মিত্যাহ—ত্রিবিধমিতি। কামঃ ক্রোধো লোভশ্চ ইত্যেতৎ ত্রিবিধং নরকস্য দ্বারম্, অতএবাত্মনো নাশনং নীচযোনিপ্রাপকম্ তস্মাদেতৎত্রয়ং সর্ব্বাত্মনা ত্যজেৎ ॥ ২১

টীকা — ত্যাগে চ বিশিষ্টং ফলমাহ — এতৈরিতি। তদেতো নরকস্য দ্বারভূতৈস্ত্রিভিঃ কামাদিভির্বিমুক্তো নর আত্মনঃ শ্রেয়ঃসাধনং তপোযোগাদিকমাচরতি ততশ্চ মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২২

আমি সকলের পূজনীয়, এরূপ অভিমানবিশিষ্ট বিদ্যা-বিহীন ধনমানে অন্ধআত্মী হইয়া তাহারা স্বকীয় মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য নামমাত্র যজ্ঞের দ্বারা অপাত্রীয় ভাবে যজন করে ॥ ১৭

ইহারা অহঙ্কার, শারীরিক বল, দর্প, কাম, ক্রোধ আশ্রয়পূর্ব্বক আপনার এবং অপর প্রাণীর শরীরে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত আমার দ্বেষ করত সাধুগণের গুণে দোষারোপ করিয়া থাকে ॥ ১৮

আমি আমার দ্বেষকারী হিংসাপরায়ণ নরাধম দুষ্টিমান্ অশুভস্বরূপকে সংসারে যাহা সর্প প্রভৃতি আসুরী যোনিতে বারংবার নিক্ষেপ করিয়া থাকি ॥ ১৯

হে কৌন্তেয়! মূর্খ বিবেকহীনগণ জন্মে জন্মে আসুরী যোনি লাভ করত আমাকে প্রাপ্ত না হইয়া তদপেক্ষা নিকৃষ্ট কৃমিকীটাদি যোনিতে গমন করে ॥ ২০

কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিনটি নরকের উক্ত দ্বার,—অতএব আত্মবিনাশক এই তিনটিকে সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবে ॥ ২১

হে কৌন্তেয়! এই তিনটি তমোদ্বার হইতে মুক্তিলাভ করত মনুষ্য স্বকীয় বিহিত কর্ম্ম তপস্যাদি যথানিয়ম কর্ম্মানুষ্ঠানপূর্ব্বক শুদ্ধচিত্ত হইয়া জ্ঞানলাভান্তে মোক্ষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ২২

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥ ২৩
তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি ॥ ২৪

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্বণি তু চত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

টীকা—কামাদিত্যাগশ্চ স্বধর্মাচরণং বিনা ন সম্ভবতীত্যাহ — য ইতি। শাস্ত্রবিধিং বেদবিহিতং ধর্ম্মমুৎসৃজ্য যঃ কামকারতো যথেষ্টং বর্ততে, স সিদ্ধিং তত্ত্বজ্ঞানং ন প্রাপ্নোতি, ন চ সুখমুপশমং, ন চ পরাং গতিং মোক্ষং প্রাপ্নোতি ॥ ২৩

টীকা—ফলিতমাহ—তস্মাদিতি। ইদং কার্য্যমিদমকার্য্যমিত্যস্যাং ব্যবস্থায়াং তে তব শাস্ত্রং শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদিকমেব প্রমাণম্। অতঃ শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম জ্ঞাত্বা ইহ কর্ম্মাধিকারে বর্ত্তমানঃ যথাধিকারং কর্ম্ম কর্ত্তুমর্হসি, তস্মাদস্মাৎ সত্ত্বশুদ্ধিসমনন্তরজ্ঞানমুক্তীনামিত্যর্থঃ ॥ ২৪

দৈব-দৈত্যৈরসম্পত্তিসংবিভাগেন ষোড়শে।
তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারস্তু সাত্ত্বিকস্যেতি দর্শিতম্ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীশ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং দৈবাসুরসম্পদ্বিভাগযোগো নাম ষোড়শোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৬

যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বেচ্ছানুসারে অবস্থিত হয়, সে সিদ্ধি, সুখ, পরমগতি কিছুই লাভ করিতে পারে না ॥ ২৩

অতএব কার্য্যাকার্য্য ব্যবস্থাতে তোমার শ্রুতি স্মৃতি পুরাণাদি শাস্ত্রসকল কর্ত্তব্যনির্ণায়ক, এইজন্য শাস্ত্রবিধানোক্ত কর্ম্ম অবগত হইয়া আপনার অধিকার অনুসারে কর্ম্মানুষ্ঠান করিবে ॥ ২৪

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা মহাভারতে ভীষ্মপর্ব্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে দৈবাসুরসম্পদ্ বিভাগযোগনামক ষোড়শ অধ্যায় সম্পূর্ণ
মহাভারতে ভীষ্মপর্বে চত্বারিংশ অধ্যায় সমাপ্ত।

একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ)

[ত্রিবিধশ্রদ্ধাবর্ণনপ্রসঙ্গেন তদাত্মক-তপ-আহার-যজ্ঞ-দানানাং পৃথক্‌পৃথগ্‌ভেদকথনম্, 'ওঁ তৎ সৎ' ইতি শব্দানাং প্রয়োগস্য চ ব্যাখ্যা।]

অর্জুন উবাচ।

যে শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ।
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্ত্বমাহো রজস্তমঃ ॥ ১

টীকা—উক্তাধিকারহেতূনাং শ্রদ্ধা মুখ্যা চ সাত্ত্বিকী।
ইতি সপ্তদশে গৌণশ্রদ্ধাভেদত্রিধোচ্যতে ॥
পূর্ব্বাধ্যায়ান্তে "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ততে কামকারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি" ইত্যনেন শাস্ত্রোক্তবিধিমুৎসৃজ্য কামকারেণ বর্ত্তমানস্য জ্ঞানেঽধিকারো নাস্তীত্যুক্তম্। তত্র শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য কামকারং বিনা শ্রদ্ধয়া বর্ত্তমানানাং জ্ঞানেঽধিকারোঽস্তি নাস্তি বেতি বুভুৎসয়া অর্জ্জুন উবাচ—য ইতি। অত্র চ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য যজন্ত ইত্যনেন শাস্ত্রার্থং বুদ্ধা তমুল্লঙ্ঘ্য বর্ত্তমানাশ্চ গৃহ্যন্তে; তেষাং শ্রদ্ধয়া যজনানুপপত্তেঃ। আস্তিক্যবুদ্ধিহি শ্রদ্ধা, ন চাসৌ শাস্ত্রবিরুদ্ধেঽর্থে শাস্ত্রজ্ঞানবতাং সম্ভবতি, তানেবাধিকৃত্য "ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা" "যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্" ইত্যাদ্যুত্তরানুপপত্তেশ্চ; অতো নাত্র শাস্ত্রাভিজ্ঞিনো গৃহ্যন্তে, অপি তু ক্লেশবুদ্ধ্যা আলস্যাদ্দুর্গমশাস্ত্রার্থজ্ঞানে প্রযত্নমকৃত্বা কেবলমাচারপরম্পরাবশেন শ্রদ্ধয়া ক্বচিদ্দেবতারাধনাদৌ প্রবর্ত্তমানা গৃহ্যন্তে, অতোঽয়মর্থঃ—যে

সপ্তদশ অধ্যায়।

[ত্রিবিধশ্রদ্ধাবর্ণনপ্রসঙ্গে তদাত্মক তপ, আহার যজ্ঞ ও দানসমূহের পৃথক্ পৃথক্ ভেদ বর্ণন এবং "ওঁ তৎ সৎ" এই শব্দসমূহের ও তাহার প্রয়োগের ব্যাখ্যা।)

অর্জুন বলিলেন,—হে কৃষ্ণ! যাহারা শাস্ত্রবিধি অনাদরপূর্ব্বক শ্রদ্ধাসম্পন্ন হইয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করে, তাহাদের শ্রদ্ধা কি সাত্ত্বিকী, রাজসী অথবা তামসী? ॥ ১

শ্রীভগবানুবাচ।

ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ২

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥ ৩
যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষ-রক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ ৪

শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য হৃদ্যেবৃদ্ধ্যা আলস্যাদ্ বা অনাদৃত্য, কেবলমাচারপ্রামাণ্যেন শ্রদ্ধয়ান্বিতাঃ সন্তো যজন্তে তেষান্তু কা নিষ্ঠা? কা স্থিতিঃ? ক আশ্রয়ঃ? তামেব বিশেষেণ পৃচ্ছতি,—কিং সত্ত্বম্? আহো কিং রজঃ? অথবা তম ইতি; তেষাং তাদৃশী দেবপূজাদিপ্রবৃত্তিঃ কিং সত্ত্বসংশ্রিতা? রজঃসংশ্রিতা? তমঃসংশ্রিতা বেত্যর্থঃ? শ্রদ্ধায়াঃ সাত্ত্বিকত্বাৎ হ্রেষবুদ্ধ্যা আলস্যেন চ শাস্ত্রানাদরস্তু রাজসতামসত্বাভ্রেধা সংশয়ঃ। যদি সত্ত্বসংশ্রিতা, তর্হি তেষামপি সাত্ত্বিকত্বাদ্ যথোক্তাজ্ঞানেঽবিকারঃ স্যাদেবমথা নেতি প্রশ্নতাৎপর্য্যার্থঃ॥ ১

টীকা—অত্রোত্তরং শ্রীভগবানুবাচ ত্রিবিধেতি। সমন্বয়ঃ—শাস্ত্রতত্ত্বজ্ঞানতঃ প্রবর্ত্তমানানাং পরমেশ্বরপূজাবিষয়া সাত্ত্বিকী একবিধৈব ভবতি শ্রদ্ধা। লোকাচারমাত্রেণ তু প্রবর্ত্তমানানাং দেহিনাং যা শ্রদ্ধা, সা তু সাত্ত্বিকী রাজসী তামসী চেতি ত্রিবিধা ভবতি। অত্র হেতুঃ—স্বভাবজা; স্বভাবঃ পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারস্তস্মাজ্জাতা, স্বভাবমন্তথা কর্ত্তুং সমর্থং হি শাস্ত্রোক্তং বিবেকজ্ঞানম্; তন্তু তেষাং নাস্তি, অতঃ কেবলং পূর্ব্বস্বভাবেনৈব ভবতীতি শ্রদ্ধা ত্রিবিধা ভবতি। তামিমাং ত্রিবিধাং শ্রদ্ধাং পৃচ্ছতি, তদুক্তং—'ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন' ইত্যাদিনা॥ ২

টীকা—নন্বু চ শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকেব সর্ব্বকার্য্যেষু ঘয়ৈব শ্রীভগবতা উদ্ধবং প্রতি নির্দ্দিষ্টত্বাৎ, যথোক্তং,—"শমো দমস্তিতিক্ষেক্ষা তপঃ সত্যং দয়া স্মৃতিঃ। তুষ্টিস্ত্যাগোঽস্পৃহা শ্রদ্ধা হ্রীর্দয়াদিঃ স্বনির্ব্বৃতিঃ। ইত্যেতাঃ সত্ত্বস্য বৃত্তয়ঃ" ইতি। অতঃ কথং তস্যাস্ত্রৈবিধ্যমুচ্যতে? সত্যং, তথাপি রজস্তমোযুক্তপুরুষাশ্রয়েণ রজস্তমোমিশ্রিতত্বেন সত্ত্বস্য ত্রৈবিধ্যাৎ শ্রদ্ধায়া অপি ত্রৈবিধ্যং ঘটত ইত্যাহ—সত্ত্বেতি। সত্ত্বানুরূপা সত্ত্বতারতম্যানুসারিণী সর্ব্বস্য বিবেকিনোঽবিবেকিনো বা লোকস্য শ্রদ্ধা ভবতি; তস্মাদয়ং পুরুষো লৌকিকঃ শ্রদ্ধাময়ঃ শ্রদ্ধাবিকারঃ, ত্রিবিধয়া শ্রদ্ধয়া বিক্রিয়ত ইত্যর্থঃ। তদেবাহ—যো যচ্ছ্রদ্ধঃ যাদৃশী শ্রদ্ধা যস্য, স এব সঃ তাদৃশ্যা শ্রদ্ধয়া যুক্তঃ এব স ইতি। যঃ পূর্ব্বং সর্ব্বোৎকর্ষেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধয়া যুক্তঃ পুরুষঃ, স পুনস্তাদৃশসত্ত্বসংস্কারেণ সাত্ত্বিকশ্রদ্ধয়া যুক্ত এব ভবতি। যস্তু রজস উৎকর্ষেণ রাজসশ্রদ্ধাযুক্তঃ স পুনস্তাদৃশ এব ভবতি, যস্তু তমস উৎকর্ষেণ তামসশ্রদ্ধয়া যুক্তঃ, স পুনস্তাদৃশ এব ভবতীতি। লোকাচারমাত্রেণ প্রবর্ত্তমানেষ্বেবং সাত্ত্বিক-রাজস-তামসশ্রদ্ধাব্যবস্থা শাস্ত্রজনিতবিবেকজ্ঞানযুক্তানাং তু স্বভাববিজয়েন সাত্ত্বিকী একৈব শ্রদ্ধেতি প্রকরণার্থঃ॥ ৩

টীকা—সাত্ত্বিকাদিভেদমেব কার্য্যভেদেন প্রপঞ্চয়তি—যজন্ত ইতি। সাত্ত্বিকা জনাঃ সত্ত্বপ্রকৃতীন্ দেবানেব যজন্তে পূজয়ন্তি। রাজসাস্তু রজঃপ্রকৃতীন্ যক্ষান্ রাজসাংশ্চ যজন্তে, এতেভ্যোঽতিরিক্তে বিলক্ষণাস্তামসা জনাস্তামসানেব প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চ যজন্তে। সত্ত্বাদিপ্রকৃতীনাং তত্তদ্দেবাদীনাং তু পূজারুচিভিস্তত্তৎপূজকানাং সাত্ত্বিকত্বাদি জ্ঞাতব্যমিত্যর্থঃ॥ ৪

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—দেহিগণের সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী ত্রিবিধা শ্রদ্ধা পূর্ব্বসংস্কার হইতে উৎপন্না, তাহা আমার নিকট শ্রবণ কর॥ ২

হে ভারত! সকলের শ্রদ্ধাই সত্ত্বানুগামিনী। এই পুরুষ শ্রদ্ধাময় (শ্রদ্ধার বিকার) অতএব যিনি যেরূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন, তিনি তদ্রূপ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হন। (শ্রদ্ধাসত্ত্বগুণের বৃত্তি হইলেও রজস্তমোযুক্ত পুরুষের আশ্রয়বশতঃ রজস্তমোমিশ্রিতত্ব সত্ত্বগুণের ত্রৈবিধ্য হেতু শ্রদ্ধাও ত্রিবিধা)॥ ৩

সাত্ত্বিকগণ দেবতাসকলকে অর্চ্চনা করেন; রাজসিকগণ যক্ষ ও রাক্ষসদিগকে, তামস প্রকৃতি লোকসমূহ প্রেত ও ভূতগণকে পূজা করিয়া থাকে॥ ৪

অশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ।
দম্ভাহঙ্কারসংযুক্তাঃ কামরাগবলান্বিতাঃ ॥ ৫
কর্শয়ন্তঃশরীরস্থং ভূতগ্রামমচেতসঃ।
মাং চৈবান্তঃশরীরস্থং তান্ বিদ্ধ্যাসুরনিশ্চয়ান্ ॥ ৬
আহারস্ত্বপি সর্বস্য ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ।
যজ্ঞস্তপস্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু ॥ ৭
আয়ুঃ সত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরূক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ ॥ ৯

টীকা — রাজস-তামসেষ্বপি পুনর্বিশেষান্তরমাহ — অশাস্ত্রবিহিতমিতি দ্বাভ্যাম্। শাস্ত্রবিধিমজানন্তোঽপি কেচিৎ প্রাচীনপুণ্যসংস্কারেণোত্তমাঃ সাত্ত্বিকা এব ভবন্তি, কেচিন্মধ্যমা রাজসা ভবন্তি, অধমাস্তু তামসা ভবন্তি। যে পুনরত্যন্তং মন্দভাগ্যাস্তে গতানুগতিকা পাষণ্ডসঙ্গেন চ তথাচারানুবর্তিনঃ সন্তোঽশাস্ত্রবিহিতং ঘোরং ভয়ঙ্করং তপস্তপ্যন্তে কুর্বন্তি। তত্র হেতবঃ, দম্ভাহঙ্কারাভ্যাং সংযুক্তাঃ, তথা কামোঽভিলাষঃ, রাগ আসক্তিঃ, বলমাগ্রহঃ, এতৈরন্বিতাঃ সন্তঃ, তানাসুরনিশ্চয়ান্ বিদ্ধীত্যুত্তরেণান্বয়ঃ। কিঞ্চ কর্শয়ন্ত ইতি। শরীরস্থং প্রারব্ধকর্মণা দেহে স্থিতং ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং গ্রামং সমূহং কর্শয়ন্তো রুধৈবোপবাসাদিভিঃ কৃশং কুর্বন্তোঽচেতসোঽবিবেকিনঃ মাঞ্চ অন্তর্যামিতয়া অন্তঃশরীরস্থং দেহমধ্যে স্থিতং মদাজ্ঞালঙ্ঘনেনৈব কর্শয়ন্তঃ এবং যে তপশ্চরন্তি, তানাসুরনিশ্চয়ান্ আসুরোঽভিনিবেশো নিশ্চয়ো যেষাং তান্ বিদ্ধি ॥ ৫-৬

টীকা—আহারাদিভেদাদপি সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুমাহ—আহারস্ত্বিত্যাদি ত্রয়োদশভিঃ। সর্বস্যাপি জনস্য য আহারোঽন্নাদিঃ, স তু যথাযথং ত্রিবিধঃ প্রিয়ো ভবতি, তথা যজ্ঞতপোদানানি ত্রিবিধানি প্রিয়াণি ভবন্তি। তেষাং চ বক্ষ্যমাণং ভেদমিমং শৃণু। এতচ্চ রাজস-তামসাহারজ্ঞাদিপরিত্যাগেন সাত্ত্বিকাহারযজ্ঞাদিসেবয়া সত্ত্ববৃদ্ধৌ সত্যাং কর্তব্য ইত্যেতদর্থং কথ্যতে ॥ ৭

টীকা—তত্রাহারত্রৈবিধ্যমাহ - আয়ুরিতি ত্রিভিঃ। আয়ুর্জীবিতম্, সত্ত্বমুৎসাহঃ, বলং শক্তিঃ, আরোগ্যং রোগরাহিত্যং, সুখং চিত্তপ্রসাদঃ, প্রীতিরভিরুচিঃ, আয়ুরাদীনাং বিবর্ধনাঃ বিশেষেণ বৃদ্ধিকরাঃ যে চ রস্যা রসবন্তঃ, স্নিগ্ধাঃ স্নেহযুক্তাঃ, স্থিরা দেহে দীর্ঘকালেন চিরকালাবস্থায়িনঃ, হৃদ্যা দৃষ্টমাত্রা এব হৃদয়ঙ্গমাঃ [illegible] আহারা ভক্ষ্যাভোজ্যাদয়ঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮

টীকা—তথা কট্বিতি অতিশয়েন কটুনিম্বু সন্তস্থাপি সম্বধ্যতে, তেন অতিকটুনিম্বাদিঃ, অত্যুল্বোঽতিলবণোঽত্যুষ্ণশ্চ প্রসিদ্ধঃ, অতিতীক্ষ্ণো মরীচাদিঃ, অতিরুক্ষঃ কদুকোদ্রবাদিঃ, অতিবিদাহী সর্ষপাদিঃ, অতিকটুাদয় আহারা রাজসস্যেষ্টাঃ প্রিয়াঃ, দুঃখং তাৎকালিকং হৃদয়সন্তাপাদি, শোকঃ পশ্চাদ্ভাবিদৌর্মনস্যম্, আময়ো রোগঃ এতান্ প্রদধতি প্রযচ্ছন্তীতি ॥ ৯

বক্তৃতা 'আমি কর্তা এই অভিমানযুক্ত ইচ্ছা, অনুরাগ বল আশ্রয়করিয়া যে বিবেকহীন অনর্থক শরীরস্থ ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূতকে বৃথা উপবাসাদির দ্বারা এবং অন্তর্যামিরূপে হৃদয়কমলস্থিত আমাকে আমার আজ্ঞালঙ্ঘনের দ্বারা কৃশ করত শাস্ত্রবিধিবিরহিত ভয়ানক তপস্যা করে, তাহাদিগকে আসুর ভাবে বলিয়া অবগত হইবে ॥ ৫-৬

আহারও লোকের গুণভেদে তিন প্রকার প্রিয় হইয়া থাকে। সেইরূপ যজ্ঞ, তপস্যা এবং দানও ত্রিবিধ। ইহাদের প্রভেদ প্রবণ কর ॥ ৭

জীবন, উৎসাহ, শক্তি, রোগশূন্যতা, চিত্তের প্রসন্নতা, রুচিবিবর্ধক, রসময়, স্নেহযুক্ত, স্থির শরীরে সারাংশের দ্বারা চিরকাল স্থায়ী (অভীপ্সিত) ভক্ষ্য ভোজ্যাদি সাত্ত্বিকগণের বাঞ্ছিত।

অতি কটু (নিমাদি), অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ (মরীচ প্রভৃতি), অতি রুক্ষ, অতি বিদাহী (সর্ষপাদি) দুঃখ-শোক-রোগ জনক আহার্য ভক্ষ্য ভোজ্য রাজসিকগণের প্রীতিজনক।

এক প্রহর পূর্বে পাক করা, অতি শীতল, গতরস—যাহা সার নিষ্পীড়ন করিয়া লওয়া হইয়াছে, এরূপ ভক্ষ্য, দুর্গন্ধযুক্ত বাসি,

যাতযামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্ ॥ ১০
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যজ্ঞো বিধিদৃষ্টো য ইজ্যতে।
যষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্ত্বিকঃ ॥ ১১
অভিসন্ধায় তু ফলং দম্ভার্থমপি চৈব যৎ।
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ তং যজ্ঞং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ১২
বিধিহীনমসৃষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণম্।
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে ॥ ১৩
দেব-দ্বিজ-গুরু-প্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে ॥ ১৪
অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতঞ্চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে ॥ ১৫
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতৎ তপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬

টীকা—তত্র যাতযামমিতি। যাতো যামঃ প্রহরো যস্য পক্কস্য তদনাদেঃ তদ্ যাতযামং শৈত্যাবস্থাং প্রাপ্তমিত্যর্থঃ, গতরসং নিষ্পীড়িতসারং, পূতি দুর্গন্ধং, পর্য্যুষিতং দিনান্তরপক্কম্, উচ্ছিষ্টম্ অন্যভুক্তাবশিষ্টম্, অমেধ্যং অভক্ষ্যম্ ফলাদি এবম্ভূতং ভোজনং ভোজ্যং তামসস্য প্রিয়ম্ ॥ ১০

টীকা—যজ্ঞোঽপি ত্রিবিধস্তত্র সাত্ত্বিকং যজ্ঞমাহ—অফলাকাঙ্ক্ষিভিরিতি ত্রিভিঃ। ফলাকাঙ্ক্ষারহিতৈঃ পুরুষৈর্বিধিনা দিষ্ট আবশ্যকতয়া বিহিতো যো যজ্ঞ ইজ্যতে অনুষ্ঠীয়তে, স সাত্ত্বিকো যজ্ঞঃ। কথমিজ্যতে, যষ্টব্যমেবেতি যজ্ঞানুষ্ঠানমেব কার্য্যং নান্যৎ ফলং সাধনীয়মিতেবং মনঃ সমাধায়ৈকাগ্র্যং কৃত্বেত্যর্থঃ ॥ ১১

টীকা—রাজসং যজ্ঞমাহ—অভিসন্ধায়েতি। ফলমভিসন্ধায় উদ্দিশ্য তত্তু ইজ্যতে যজ্ঞঃ ক্রিয়তে। দম্ভার্থঞ্চ স্বনহত্ত্বখ্যাপনায় তং যজ্ঞং রাজসং বিদ্ধি ॥ ১২

টীকা—তামসং যজ্ঞমাহ—বিধীতি। বিধিহীনং শাস্ত্রোক্তবিধিশূন্যম্। অসৃষ্টান্নং ব্রাহ্মণাদিভ্যো ন সৃষ্টং ন নিষ্পাদিতমন্নং যস্মিংস্তং মন্ত্রহীনং যথোক্তদক্ষিণারহিতং শ্রদ্ধাশূন্যঞ্চ যজ্ঞং তামসং পরিচক্ষতে কথয়ন্তি শিষ্টাঃ ॥ ১৩

টীকা—তপসঃ সাত্ত্বিকাদিভেদং দর্শয়িতুং প্রথমঃ তাবচ্ছারীরাদিভেদেন তস্য ত্রৈবিধ্যমাহ দেবদ্বিজাদিভিঃ ত্রিভিঃ। অত্র শারীরমাহ—দেবেতি। প্রাজ্ঞো গুরুব্যতিরিক্তা অন্যেঽপি তত্ত্ববিদঃ, দেবব্রাহ্মণাদিপূজনং শৌচাদিকঞ্চ শারীরং শরীরনির্ব্বর্ত্ত্যং তপ উচ্যতে ॥ ১৪

টীকা—বাচিকং তপ আহ—অনুদ্বেগকরমিতি। উদ্বেগং ভয়ং ন করোতীত্যনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং শ্রোতুঃ প্রিয়ং হিতঞ্চ পরিণামে সুখকরং স্বাধ্যায়াভ্যসনং বেদাভ্যাসশ্চ বাঙ্ময়ং বাচো নির্ব্বর্ত্ত্যং তপঃ উচ্যতে ॥ ১৫

টীকা—মানসং তপ আহ—মন ইতি। মনসঃ প্রসাদঃ স্বস্থতা, সৌম্যত্বমক্রূরতা, মৌনং মুনের্ভাবো মননমিত্যর্থঃ, আত্মনো মনসো বিনিগ্রহো বিষযেভ্যঃ প্রত্যাহারঃ, ভাবসংশুদ্ধিঃ ব্যবহারে মায়ারাহিত্যমিত্যেতন্মানসং তপঃ উচ্যতে ॥ ১৬

শুরুজন ভিন্ন অন্যের ভুক্তাবশিষ্ট, অপবিত্র যে তথ্য ভোজ্য তামসিক প্রকৃতিগণের প্রীতিপ্রদ ॥ ৮-১০

যজ্ঞ করা কর্ত্তব্য—এই বোধে ফলাকাঙ্ক্ষারহিত পুরুষ একাগ্রমনে বিধিবিহিত যে যজ্ঞ করেন, তাহা সাত্ত্বিক যজ্ঞ ॥ ১১

আর ফললাভের উদ্দেশ করত ও নিজের মহত্ত্ব প্রচার করিবার জন্য যে যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হয়, তাহা রাজস ॥ ১২

শাস্ত্রোক্ত বিধিবিবর্জ্জিত, ব্রাহ্মণাদিকে অন্নদানরহিত, মন্ত্রহীন, যথোক্ত দক্ষিণারহিত, শ্রদ্ধাশূন্য যজ্ঞকে শিষ্টগণ তামস যজ্ঞ বলেন ॥ ১৩

দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু তত্ত্বজ্ঞগণের অর্চ্চনা, শৌচ (অভক্ষ্য বর্জ্জন), অনিন্দিত ব্যক্তির মত এবং স্বধর্ম্মে বিশেষভাবে অবস্থানের নাম শৌচ), সারল্য, কায়মনোবাক্যে সকল অবস্থাতে, সকল স্থানে মৈথুন ত্যাগরূপ ব্রহ্মচর্য্য, বাক্য-মন-শরীরের দ্বারা সর্ব্বভূতের দ্রোহ না করা রূপ অহিংসা—শারীরিক তপস্যা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ১৪

অন্যপ্রদ, সত্য, যথাদৃষ্টশ্রুত, প্রিয় ও হিতজনক বাক্য, মোক্ষশাস্ত্রাভ্যাস বাঙ্ময় তপস্যা বলিয়া উক্ত হয় ॥ ১৫

মনের প্রসন্নতা, অক্রূরতা, মনন বা মৌনব্রত, মনের সংযম, ভাবসংশুদ্ধি, সর্ব্বত্র ভগবদ্দর্শন, অর্থাৎ জড় চেতন সমস্ত ভগবানের শরীর মনে করিয়া প্রণাম অভ্যাস—মানস তপ বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ১৬

শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭
সৎকারমানপূজার্থং তপো দম্ভেন চৈব যৎ।
ক্রিয়তে তদিহ প্রোক্তং রাজসং চলমধ্রুবম্ ॥ ১৮
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তপঃ।
পরস্যোৎসাদনার্থং বা তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ১৯

দাতব্যমিতি যদ্ দানং দীয়তেঽনুপকারিণে।
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্ দানং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্ ॥২০
যত্তু প্রত্যুপকারার্থং ফলমুদ্দিশ্য বা পুনঃ।
দীয়তে চ পরিক্লিষ্টং তদ্ দানং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ২১
অদেশকালে যদ্ দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে।
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

টীকা — তদেবং শরীরবাঙ্মনোভির্নির্ব্বর্ত্ত্যং ত্রিবিধং তপো দর্শিতম্। তস্য ত্রিবিধস্যাপি তপসঃ সাত্ত্বিকাদি-ভেদেন ত্রৈবিধ্যমাহ — শ্রদ্ধয়েত্যাদি ত্রিভিঃ। তৎ ত্রিবিধস্যাপি তপঃ শ্রেষ্ঠয়া শ্রদ্ধয়া ফলাকাঙ্ক্ষাশূন্যৈর্যুক্তৈ-রেকাগ্রচিত্তৈর্নরৈস্তপ্তং সাত্ত্বিকং কথয়ন্তি ॥ ১৭

টীকা—রাজসমাহ—সৎকারেতি। সৎকারঃ সাধুকারঃ সাধুরয়মিতি, তাপসোঽয়মিতি, তাপসোঽয়মিত্যাদি-বাক্‌পূজা। মানঃ প্রত্যুত্থানাভিবাদনাদিঃ, দৈহিকী পূজা অর্থলাভাদিঃ, এতদর্থং দম্ভেন চ যৎ তপঃ ক্রিয়তে অতএব চলমনিয়তম্ অধ্রুবঞ্চ ক্ষণিকং যদেবম্ভূতং তপস্তদিহ রাজসং প্রোক্তম্ ॥ ১৮

টীকা—তামসং তপ আহ—মূঢ়েতি। মূঢ়গ্রাহেণা-বিবেককৃতেন দুরাগ্রহেণাত্মনঃ পীড়য়া যত্তপঃ ক্রিয়তে পরস্যোৎসাদনার্থং বা অন্যস্য বিনাশার্থমভিচাররূপং তত্তামসমুদাহৃতং কথিতম্ ॥ ১৯

টীকা—পূর্ব্বপ্রতিজ্ঞাতমেব দানস্য ত্রৈবিধ্যমাহ—দাতব্যমিতি। দাতব্যমেবেত্যেবং নিশ্চয়েন যদ্দানং দীয়তে অনুপকারিণে প্রত্যুপকারাসমর্থায়, দেশে কুরু-ক্ষেত্রাদৌ, কালে গ্রহণাদৌ, পাত্রে চেতি দেশকালাদি-সাহচর্য্যাৎ সপ্তমী প্রযুক্তা, পাত্রে পাত্রভূতায় তপঃশ্রুতা-দিসম্পন্নায় ব্রাহ্মণায়েত্যর্থঃ, যদ্বা চতুর্থ্যৈবৈষা পাত্রে ইতি তুজন্তং রক্ষকায় ইত্যর্থঃ। স হি সর্ব্বস্মাদাপদ্গণাদ্দাতারং পাতীতি পাত্রং। তস্মৈ যদেবম্ভূতং দানং তৎ সাত্ত্বিকম্ ॥২০

রাজসং দানমাহ—যদিতি। কালোপস্থেঽয়ং মাং প্রত্যু-পকারং করিষ্যতীত্যেবমর্থং ফলং বা স্বর্গাদিকমুদ্দিশ্য যৎ পুনর্দ্দানং দীয়তে পরিক্লিষ্টং চিত্তক্লেশযুক্তং যথা ভবত্যেবম্ভূতং তৎ দানং রাজসমুদাহৃতং কথিতম্ ॥ ২১

তামসং দানমাহ—অদেশেতি। অদেশে অশুচিস্থানে, অকালে অশৌচাদি-সময়ে, অপাত্রেভ্যো বিটনটাদিভ্যো যদ্দানং দীয়তে, তৎ দেশকালপাত্রসম্পত্তাবপি অসৎকৃতং পাদপ্রক্ষালনাদিসৎকারশূন্যম্। অবজ্ঞাতং তিরস্কারযুক্তম্ এবম্ভূতং দানং তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

ফলকামনা পরিশূন্য, একাগ্রচিত্ত মানবগণ কর্ত্তৃক পরম শ্রদ্ধার সহিত আচরিত পূর্ব্বকথিত ত্রিবিধ তপস্যাকে জ্ঞানিগণ সাত্ত্বিক তপস্যা বলেন। ১৭

সাধুবাদ, সম্মান এবং লোকসমাজে পূজা লাভ করিবার অভিপ্রায়ে আড়ম্বরসহ লোকরঞ্জনার জন্য যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাদৃশ অনিত্য সেই তপস্যা রাজস নামে প্রসিদ্ধ ॥ ১৮

অবিবেককৃত দুরাগ্রহের দ্বারা আত্মাকে পীড়িত করিয়া বা অন্যের বিনাশের নিমিত্ত যে তপস্যা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা তামস বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥ ১৯

দান করা কর্ত্তব্য—ইহা মনে করিয়া কুরুক্ষেত্রাদি পবিত্র ক্ষেত্রে, গ্রহণাদি পুণ্যকালে, তপঃশ্রুতাদিসম্পন্ন ব্রাহ্মণকে ও অনুপকারীকে যে দান করা হয়, সেই দান সাত্ত্বিক ॥ ২০

যে দান প্রত্যুপকার নিমিত্ত অথবা ফললাভের কামনায় বিত্তনাশহেতু ক্লেশযুক্তচিত্তে অনুষ্ঠিত হয়, তাহার নাম রাজস দান ॥ ২১

অপবিত্র স্থানে, অশৌচাদি সময়ে, নট-বর্ত্তক আদি অপাত্রগণকে যে দান করা হয় এবং দেশকালপাত্রে ও পাদপ্রক্ষাল-নাদি সৎকারশূন্যভাবে, অবজ্ঞা, তিরস্কার করিয়া যত্ত দান—তামস নামে কথিত ॥ ২২

ওঁ তৎ সদিতি নির্দ্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥ ২৩
তস্মাদোমিত্যুদাহৃত্য যজ্ঞ-দান-তপঃ-ক্রিয়াঃ।
প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥ ২৪
তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞ-তপঃ-ক্রিয়াঃ।
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ ॥ ২৫
সদ্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে।
প্রশস্তে কর্ম্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে ॥ ২৬
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতিঃ সদিতি চোচ্যতে।
কর্ম্ম চৈব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ২৭

টীকা—নন্বেবং বিচার্য্যমাণে সর্ব্বমপি যজ্ঞতপো-দানাদি রাজসতামসপ্রয়মেবেতি ব্যর্থো যজ্ঞাদিপ্রয়াস ইত্যাশঙ্ক্য তথাবিধস্যাপি সাত্ত্বিকত্বোপপাদনপ্রকারং দর্শয়িতুমাহ—ওমিতি। ওম্ তৎসদিতি ত্রিবিধো ব্রহ্মণঃ পরমাত্মনো নির্দ্দেশো নাম ব্যপদেশঃ স্মৃতঃ শিষ্টৈঃ। তত্র তাবৎ ওমিতি "ত্রিবিধং ব্রহ্ম" ইত্যাদিশ্রুতিপ্রসিদ্ধেঃ ওমিতি ব্রহ্মণো নাম, জগৎকারণত্বেন অতিপ্রসিদ্ধত্বাৎ অবিলুপ্তত্বাৎ পরোক্ষত্বাচ্চ। তচ্ছব্দোঽপি ব্রহ্মণো নাম। পরমার্থসত্ত্বসাধুত্বপ্রশস্তত্বাদিতি। সচ্ছব্দোঽপি ব্রহ্মণো নাম "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ" ইত্যাদিশ্রুতেঃ। অয়ং ত্রিবিধোঽপি নামনির্দ্দেশো বিগুণমপি সগুণীকর্ত্তুং সমর্থ ইত্যাশয়েন স্তৌতি—তেন ত্রিবিধেন ব্রহ্মণো নির্দ্দেশেন ব্রাহ্মণাশ্চ বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ পুরা সৃষ্ট্যাদৌ বিহিতা বিধাত্রা নির্ম্মিতাঃ সগুণীকৃতা ইতি বা। যদ্বা যস্মাৎ ত্রিবিধো নির্দ্দেশস্তেন পরমাত্মনা ব্রাহ্মণাদয়ঃ পবিত্রতমাঃ সৃষ্টাশ্চ তস্মাত্তস্যায়ং ত্রিবিধো নির্দ্দেশোঽতিপ্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৩

টীকা — ইদানীং প্রত্যেকমোঙ্কারাদীনাং প্রাশস্ত্যং দর্শয়িতুম্ ওঙ্কারস্য তদেবাহ—তস্মাদিতি। যস্মাদেবং ব্রহ্মণো নির্দ্দেশঃ প্রশস্ততমস্তস্মাৎ ওমিত্যুদাহৃত্য তদুচ্চার্য্য কৃতা বেদবাদিনাং যজ্ঞাদ্যাঃ শাস্ত্রোক্তাশ্চ ক্রিয়াঃ সততং সর্ব্বদা অঙ্গবৈকল্যেঽপি প্রকর্ষেণ বর্ত্তন্তে সগুণা ভবন্তীত্যর্থঃ ॥ ২৪

টীকা—কিঞ্চ দ্বিতীয়ং নাম স্তৌতি—তদিতি। উদাহৃত্যেতি পূর্ব্বস্যানুষঙ্গঃ। তদিত্যুদাহৃত্য উচ্চার্য্য তত্তচ্চিত্তৈর্মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ পুরুষৈঃ ফলাভিসন্ধিমকৃত্বা যজ্ঞাদ্যাঃ ক্রিয়াঃ ক্রিয়ন্তে, অতশ্চিত্তশোধনদ্বারেণ ফলসঙ্কল্পত্যাজনেন মুমুক্ষুত্বসম্পাদকত্বাত্তচ্ছব্দনির্দ্দেশঃ প্রশস্ত ইত্যর্থঃ ॥ ২৫

টীকা—সচ্ছব্দস্য প্রাশস্ত্যমাহ—সদ্ভাব ইতি দ্বাভ্যাম্। সদ্ভাবে অস্তিত্বে। দেবদত্তস্য পুত্রাদিকমস্তীত্যস্মিন্নর্থে সাধুভাবে চ সাধুত্বে। দেবদত্তস্য পুত্রাদি শ্রেষ্ঠমিত্যস্মিন্নর্থে সদিত্যেতৎ পদং প্রযুজ্যতে। প্রশস্তে মাঙ্গলিকে বিবাহাদি কর্ম্মণি চ সদিদং কর্ম্মেতি সচ্ছব্দো যুজ্যতে প্রযুজ্যতে সচ্ছস্ত ইতি বা। কিঞ্চ যজ্ঞ ইতি। যজ্ঞাদিষু যা স্থিতিস্তাৎপর্য্যেণাবস্থানং তদপি সদিত্যুচ্যতে। যস্য চেদং নামত্রয়ং স এব পরমাত্মা অর্থঃ ফলং যস্য তত্তদর্থং কর্ম্ম পূজোপহারগৃহাঙ্গনপরিমার্জ্জনোপলেপনাঙ্গমাঙ্গলিকাদি-ক্রিয়া, তৎসিদ্ধয়ে যদপ্যন্যৎ কর্ম্ম ক্রিয়তে উদ্যানশালিক্ষেত্র-ধনার্জ্জনাদিবিষয়ং তৎকর্ম্ম তদর্থীয়ম্। তচ্চাতিব্যবহিতমপি সদিত্যেবাভিধীয়তে। যস্মাদেবমতিপ্রশস্তমেতন্নামত্রয়ং,

ওঁ তৎ সৎ—পরমাত্মার এই ত্রিবিধ নাম, এই ত্রিবিধ ব্রহ্মের নির্দ্দেশের দ্বারা সৃষ্টির আদিতে ব্রহ্মা ব্রাহ্মণ, বেদ এবং যজ্ঞসকল নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ২৩

সেই হেতু ব্রহ্মবাদিগণের "ওঁ" ইহা বলিয়া যজ্ঞ, দান ও তপস্যাক্রিয়া আরম্ভ হয়। ২৪

মোক্ষার্থিগণ ফল উদ্দেশ না করিয়া 'তৎ' শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক নানাবিধ যজ্ঞ তপঃক্রিয়া ও দানক্রিয়া করিয়া থাকেন। ২৫

হে পার্থ! সদ্ভাবে—অস্তিত্বে (দেবদত্তের পুত্রাদি আছে এই অর্থে) ও সাধুভাবে—সাধুত্বে (দেবদত্তের পুত্রাদি শ্রেষ্ঠ এই অর্থে) এইরূপ অস্তিত্বে এবং সাধুত্বে 'সৎ' এই শব্দ প্রযুক্ত হয়; প্রশস্ত—মাঙ্গলিক অন্নপ্রাশন, উপনয়ন, বিবাহাদি কর্ম্মে 'এই কর্ম্ম সৎ' শব্দ প্রযুক্ত হয়।

ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশে যজ্ঞ, দান, তপস্যায় যে অবস্থান তাহাও সৎ এবং শ্রীভগবানের জন্য কৃতকর্ম্ম পূজা উপহার, গৃহ অঙ্গন পরিমার্জ্জন, উপলেপন আদি এবং সেই কর্ম্মনিষ্পত্তির জন্য কৃষি বাণিজ্য ইত্যাদি অভিব্যবহিত কর্ম্মও তদর্থীয় কর্ম—তাহাও সৎ। মূল কথা যে কোনভাবে ভগবান্‌কে উদ্দেশ করিয়া যে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হইবে, তাহাই তদর্থীয়, পূজা জপই হউক অথবা দেবানির্ব্বাহের জন্য ধানচাষই হউক সকলই তদর্থীয় কর্ম্ম। যেহেতু এই নামত্রয় অতি প্রশস্ত, তজ্জন্য সমস্ত কর্ম্মেই সচ্ছব্দ প্রযুক্ত করা কর্ত্তব্য ॥ ২৬-২৭

অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ যৎ।
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং ভীষ্মপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বণি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥
ভীষ্মপর্বণি তু একচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥

তস্মাদেতৎ সর্ব্বকর্ম্মণাম্গুণার্থং সংকীর্ত্তয়েদিতি তাৎপর্য্যার্থঃ। অত্র চার্থবাদানুপপত্ত্যা বিধিঃ কল্প্যতে, 'বিধেয়ং স্তূয়তে বস্তু' ইতি ন্যায়াৎ। অপরে তু "প্রবর্ত্তন্তে বিধানোক্তাঃ" "ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাঙ্ক্ষিভিঃ" ইত্যাদি বর্ত্তমানোপদেশঃ সমিধো যজতীত্যাদিবদ্বিধিতয়া পরিণমনীয় ইত্যাহুঃ। তন্তু সদ্ভাবে চেত্যাদিনা প্রাপ্তার্থত্বাৎ সঙ্গচ্ছত ইতি পূর্ব্বোক্তক্রমেণ বিধিকল্পনৈব ন্যায্যা ॥ ২৬-২৭

টীকা—ইদানীং সর্ব্বকর্ম্মসু শ্রদ্ধয়ৈব প্রবৃত্তার্থমশ্রদ্ধয়া কৃতং সর্ব্বং নিন্দতি—অশ্রদ্ধয়েতি। হুতং হবনং দত্তং দানং তপস্তপ্তং নির্ব্বর্ত্তিতং যচ্চান্যদপি কৃতং কর্ম্ম, তৎ সর্ব্বমসদিত্যুচ্যতে। যতশ্চৈতৎ প্রেত্য লোকান্তরে ন ফলতি বিনশ্যৎ, নো ইহ ন চাস্মিন্ লোকে ফলতি অফলস্মরণাৎ ॥ ২৮

রজস্তমোময়ীং ত্যক্ত্বা শ্রদ্ধাং সত্ত্বময়ীং শ্রিতঃ।
তত্ত্বজ্ঞানেঽধিকারী স্যাদিতি সপ্তদশে স্থিতম্ ॥
ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াং শ্রীধরস্বামিকৃতটীকায়াং শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগো নাম সপ্তদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৭

অশ্রদ্ধাসহকারে হবন, দান, তপস্যা আর অন্যান্য কর্ম্মসমূহ কৃত হইলে তাহা অসৎ বলিয়া কথিত হয়, ইহলোক পরলোক—কোন স্থানেই তাহা সুফল দান করে না। ২৮

শ্রীমন্মহর্ষি বেদব্যাসবিরচিত শতসাহস্রী সংহিতা (লক্ষশ্লোকাত্মক) শ্রীমহাভারতে ভীষ্মপর্বে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাপর্বে যোগশাস্ত্রে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণার্জুন-সংবাদে শ্রদ্ধাত্রয়বিভাগ নামক সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত।
মহাভারতে ভীষ্মপর্বে একচত্বারিংশ অধ্যায় সম্পূর্ণ

দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ।

(শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াম্ অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ)

[ত্যাগস্য মহিমকথনম্ তথা সাংখ্যসিদ্ধান্তস্য, ফলসহিতবর্ণধর্ম্মস্য, উপাসনাসহিতজ্ঞাননিষ্ঠায়াঃ, ভক্তিসহিত-নিষ্কামকর্ম্মযোগস্য, গীতামাহাত্ম্যস্য চ বর্ণনম্।]

অর্জুন উবাচ।

সন্ন্যাসস্য মহাবাহো তত্ত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্।
ত্যাগস্য চ হৃষীকেশ পৃথক্ কেশিনিষূদন ॥ ১

টীকা—ন্যাসত্যাগবিভাগেন সর্ব্বগীতার্থসংগ্রহম্। স্পষ্টমষ্টাদশে প্রাহ পরমার্থবিনির্ণয়ে ॥

অত্র চ "সর্ব্বকর্ম্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী।" "সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা" ইত্যাদিষু কর্ম্মসংন্যাস উপদিষ্টঃ। তথা "ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ। সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্" ইত্যাদিষু চ ফলমাত্রত্যাগেন কর্ম্মানুষ্ঠানমুপদিষ্টম্, ন চ পরস্পরবিরুদ্ধং সর্ব্বজ্ঞঃ পরমকারুণিকো ভগবানুপদিশেৎ। অতঃ কর্ম্মসংন্যাসস্য তদনুষ্ঠানস্য চাবিরোধপ্রকারং বুভুৎসুরর্জুন উবাচ—সংন্যাসস্যেতি। ভো হৃষীকেশ! সর্ব্বেন্দ্রিয়নিয়ামক! হে কেশিনিসূদন! হে কেশিনামানং মহান্তং হয়াকৃতৈর্দৈত্যস্য যুদ্ধে মুখং ব্যাদায় ভক্ষিতুমিচ্ছতোঽত্যন্তং ব্যাত্তে মুখে বামবাহুং প্রবেশ্য তৎক্ষণমেব বিবৃদ্ধেন তেনৈব স্ববাহুনা কর্কটিকাফলবত্তং বিদার্য্য নিসূদিতবান, অতএব হে

অষ্টাদশ অধ্যায়

[ত্যাগের মহিমা কথন এবং সাংখ্যসিদ্ধান্ত, ফলের সহিত বর্ণধর্ম, উপাসনার সহিত জ্ঞাননিষ্ঠা, ভক্তিসহ নিষ্কাম কর্মযোগ ও গীতামাহাত্ম্য বর্ণন।]

অর্জুন বলিলেন—হে মহাবাহো হৃষীকেশ কেশিনিষূদন! সন্ন্যাসের ও ত্যাগের তত্ত্ব বিশেষভাবে নিশ্চিত হইতে ইচ্ছা করি। ১

শ্রীভগবানুবাচ।

কাম্যানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।
সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥ ২

ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম্ম প্রাহুর্মনীষিণঃ।
যজ্ঞদানতপঃকর্ম্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপরে ॥ ৩

মহাবাহো! ইতি সম্বোধনং, সংন্যাসস্য ত্যাগস্য চ তত্ত্বং পৃথক্ বিবেকেন বেদিতুমিচ্ছামি ॥ ১

টীকা—তত্রোত্তরম্ শ্রীভগবানুবাচ—কাম্যানামিতি। কাম্যানাং 'পুত্রকামো যজেত' 'স্বর্গকামো যজেত' ইত্যাদি-কামোপবন্ধেন বিহিতানাং কর্ম্মণাং ন্যাসং পরিত্যাগং সংন্যাসং কবয়ো বিদুঃ। সম্যক্ ফলৈঃ সহ সর্ব্বকর্ম্মণামপি ন্যাসং সংন্যাসং পণ্ডিতা বিদুঃ, জ্ঞানভূতার্থং। সর্ব্বেষাং কাম্যানাং নিত্যনৈমিত্তিকানাঞ্চ কর্ম্মণাং ফলমাত্রত্যাগং বিচক্ষণা নিপুণাঃ। ন তু স্বরূপতঃ কর্ম্মত্যাগম্। নন্থ নিত্যনৈমিত্তিকানাং ফলশ্রবণাদবিদ্যমানস্য ফলস্য কথং ত্যাগঃ স্যাৎ, নহি বন্ধ্যায়াঃ পুত্রত্যাগঃ সম্ভবতি। উচ্যতে, যদপি স্বর্গকামঃ পশুকামঃ ইত্যাদিবৎ "অহরহঃ সন্ধ্যা-মুপাসীত" "যাবজ্জীবমগ্নিহোত্রং জুহোতি" ইত্যাদিষু ফলবিশেষো ন শ্রূয়তে, তথাপ্যপুরুষার্থব্যাপারে প্রেক্ষাবন্তং প্রবর্ত্তয়িতুমশক্নুবন্, বিধিঃ "বিদধিতা যজেত" ইত্যাদিবিব সামান্যতঃ কিমপি ফলমাক্ষিপত্যেব। ন চাতীব গুরুমতঃ শ্রদ্ধয়া বসিদ্ধিরেবং বিধেঃ প্রয়োজনং বক্তব্যং, পুরুষ-প্রবৃত্ত্যনুপপত্তেরুপরিহরণাৎ। শ্রূয়তে চ নিত্যাদাবপি ফলং "সর্ব্বে এতে পুণ্যলোকা ভবন্তি" ইতি "কর্ম্মণা পিতৃলোকঃ" ইতি "ধর্ম্মেণ পাপমপনুদতি" ইত্যাদিষু। তস্মাদ্ যুক্তমুক্তং "সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচ-ক্ষণাঃ" ইতি। নন্থ ফলত্যাগেন পুনরপি নিষ্ফলেষু কর্ম্মসু প্রবৃত্তিরেব ন স্যাৎ, তত্র। সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং সংযোগ-পৃথক্ত্বেন বিবিদিষার্থতয়া বিনিয়োগাৎ। তথাচ শ্রুতিঃ—"তমেতমাত্মানং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন" ইতি, তত্তচ্ছ্রুতিপ্রোক্তং সর্ব্বং ফলং বন্ধকত্বেন ত্যক্ত্বা বিবিদিষার্থং সর্ব্বকর্ম্মানুষ্ঠানং ঘটত এব। বিবিদিষা চ নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকেন নিবৃত্ত-

দেহাত্মাভিমানতয়া বুদ্ধেঃ প্রত্যক্প্রবণতা। তাবৎ পর্য্যন্তং সত্ত্বশুদ্ধ্যর্থং জ্ঞানবিরুদ্ধং যথোচিতমাবশ্যকং কর্ম্ম কুর্ব্বতস্তৎ ফলত্যাগ এব কর্ম্মত্যাগো নাম, ন স্বরূপেণ। তথাচ শ্রুতিঃ—"কুর্ব্বন্নেবেহ কর্ম্মাণি জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ" ইতি। ততঃ পরন্তু সর্ব্বকর্ম্মনিবৃত্তিঃ স্বত এব ভবতি। তদুক্তং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধৌ,—প্রত্যক্প্রবণতাং বুদ্ধেঃ কর্ম্মাণ্যুৎ-পাদ্য শুদ্ধিতঃ। কৃতার্থা সম্ভবন্ত্যাশু প্রারব্ধান্তে ঘনা ইব॥" উক্তঞ্চ ভগবতা—'যদ্ভাবস্তদ্ভবেদেব স্যাৎ' ইত্যাদি। বশিষ্ঠেন চোক্তং—"ন কর্ম্মাণি ত্যজেদ্ যোগী কর্ম্মচিত্তস্ত্যজ্যতে হ্যসৌ" ইতি। জ্ঞাননিষ্ঠাবিক্ষেপকত্বলক্ষণা ত্যাজ্যতা। তদুক্তং শ্রীভগবতা "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা। মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ জ্ঞাননিষ্ঠো বিরক্তো বা মদ্ভক্তো বানপেক্ষকঃ। সলিঙ্গানাশ্রমাংস্ত্যক্ত্বা চরেদবিধিগোচরঃ॥" ইত্যাদি। অলমতিপ্রসঙ্গেন প্রকৃতমনুসরামঃ ॥ ২

টীকা—অবিদুষঃ ফলত্যাগমাত্রমেব ত্যাগশব্দার্থো ন কর্ম্মত্যাগ ইতি। এতদেব মতান্তর-নিরাসেন দৃঢ়ীকর্ত্তুং মতভেদং দর্শয়তি—ত্যাজ্যমিতি। দোষবদ্ধিংসাদিদোষ-বত্ত্বেন বন্ধকমিতি হেতোঃ সর্ব্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমিত্যেকে সাংখ্যাঃ প্রাহুর্মনীষিণ ইতি। অস্যায়ং ভাবঃ—'মা হিংস্যাৎ সর্ব্বাভূতানি' ইতি নিষেধঃ পুরুষস্যানর্থহেতু-হিংসেত্যাহ, "অগ্নীষোমীয়ং পশুমালভেত"—ইত্যাদি-প্রাকরণিকো বিধিস্তু হিংসায়াঃ ক্রতূপকারকত্বমাহ; অতো ভিন্নবিষয়ত্বেন সামান্যবিশেষভাবাগোচরত্বাৎ বাধ্য-বাধকতা নাস্তি। দ্রব্যসাধ্যেষু চ সর্ব্বেষ্বপি কর্ম্মসু হিংসোদেঃ সম্ভবাৎ সর্ব্বমপি কর্ম্ম ত্যাজ্যমেবেতি। তদুক্তং, "দৃষ্টবদানুশ্রবিকঃ স হ্যবিশুদ্ধিক্ষয়াতিশয়যুক্ত ইতি।" অস্যার্থঃ—উপায়ো জ্যোতিষ্টোমাদিঃ সোঽপি দৃষ্টোপায়বদ্

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—পণ্ডিতগণ কাম্য কর্ম্মসমূহের পরি-ত্যাগকে সন্ন্যাস বলিয়া জানেন ও জ্ঞানিগণ নিখিল কর্ম্মের ফলত্যাগকে ত্যাগ বলিয়া থাকেন। ২

সাংখ্যবেত্তাগণ 'কর্ম্ম দোষবিশিষ্ট' এই হেতু পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য বলেন। মীমাংসকগণ 'যজ্ঞ, দান ও তপস্যাকর্ম্ম পরিত্যাজ্য নহে' ইহা বলিয়া থাকেন। ৩

নিশ্চয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভরতসত্তম।
ত্যাগো হি পুরুষব্যাঘ্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীর্তিতঃ ॥ ৪
যজ্ঞ-দান-তপঃকর্ম ন ত্যাজ্যং কার্য্যমেব তৎ।
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্ ॥ ৫
এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলানি চ।
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্তমম্ ॥ ৬
নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে।
মোহাৎ তস্য পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ।
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮

গুরুপাঠাদ্ অনুশ্রূয়তে ইত্যনুশ্রবো বেদস্তদ্বোধিতঃ। তত্রাবিশুদ্ধিহিংসা তত্রা ক্ষয়ো বিনাশঃ। অগ্নিহোত্র-জ্যোতিষ্টোমাদিজন্যং স্বর্গেষু তারতম্যং চ বর্ততে, পরোৎ-কর্ষস্তু সর্বান্ দুঃখীকরোতি। অপরে তু মীমাংসকা যজ্ঞাদিকং কর্ম ন ত্যাজ্যমেবেতি প্রাহুঃ। অয়ং ভাবঃ—ক্বচিদপি সতীয়ং হিংসা পুরুষেণ কর্তব্যা, সা চাম্নো-দ্দেশেনাপি কৃতা পুরুষস্য প্রত্যবায়হেতুরেব, তথাহি বিধিবিধেয়স্য তদুদ্দেশেনানুষ্ঠানং বিধত্তে, তাদর্থ্যলক্ষণবা-ক্যচ্ছেষস্তু ন বেদঃ নিষেধো নিষেধস্তু তদর্থমপেক্ষতে প্রাপ্তিমাত্রাপেক্ষিতত্বাৎ, অন্যথা অজ্ঞানপ্রমাদাদিকৃতে দোষাভাবপ্রসঙ্গাৎ, তদেবং সমানবিষয়ত্বেন সামান্যশাস্ত্রস্য বিশেষেণ বাধাপ্রাপ্তি দোষদুষ্টম্, অতো নিত্যং যজ্ঞাদি কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি অনেন বিধিনিষেধয়োঃ সমানবলত্বা বার্থাতে সামান্যবিশেষভাবঃ সম্পাদয়িতুম্ ॥ ৩

টীকা—এবং মতভেদমুপন্যস্য স্বমতং কথয়িতুমাহ—নিশ্চয়ং শৃণিতি। তত্রৈবং বিপ্রতিপন্নে ত্যাগে নিশ্চয়ং মে বচনাদ্ শৃণু। ত্যাগস্য লোকপ্রসিদ্ধাং কিমত্র শ্রোতব্যমিতি মাবমংস্থা ইত্যাহ—হে পুরুষব্যাঘ্র! পুরুষশ্রেষ্ঠ! ত্যাগোঽয়ং দুর্বোধো হি যস্মাদয়ং কর্মত্যাগ-স্তত্ত্ববিদ্ভিস্তামসাদিভেদেন ত্রিবিধঃ সম্যগ্বিবেকেন

হে ভরতপ্রধান পুরুষশ্রেষ্ঠ! এই ত্যাগবিষয়ে আমার বাক্য হইতে নির্ণয় শ্রবণ কর,—ত্যাগও ত্রিবিধ বলিয়া কথিত হয়। ৪

যজ্ঞ, দান ও তপস্যারূপ কর্ম ত্যাগ করা উচিত নহে, তাহা কর্তব্যই করিবে, কেননা যজ্ঞ-দান-তপস্যা জ্ঞানিগণের পবিত্রতা-বিধায়ক। ৫

হে পার্থ! এই কর্মসকল আসক্তি ও ফল-কামনা ত্যাগ করিয়া অনুষ্ঠান করা উচিত। ইহা আমার নিশ্চিত সর্বোৎকৃষ্ট অভিমত। ৬

প্রকীর্তিতঃ। ত্রৈবিধ্যঞ্চ—নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণ ইত্যাদিনা বক্ষ্যতি ॥ ৪

টীকা—প্রথমং তাবদ্বিস্তরমাহ—যজ্ঞেতি দ্বাভ্যাম্। মনীষিণাং বিবেকিনাং পাবনানি চিত্তশুদ্ধিকরাণি। যেন প্রকারেণ কৃতান্যেতানি পাবনানি ভবন্তি তৎপ্রকারং দর্শয়ন্নাহ—এতান্যপীতি। যানি যজ্ঞাদীনি কর্মাণি ময়া পাবনানীত্যুক্তানি এতান্যপ্যহং কর্তব্যানি। কথম্? সঙ্গং কর্তৃত্বাভিনিবেশং ত্যক্ত্বা। কেবলমীশ্বরারাধনতয়া কর্তব্যানি, ফলানি চ ত্যক্ত্বা কর্তব্যানীতি নিশ্চিতং মে মতম্; অতএবোত্তমম্ ॥ ৫-৬

টীকা—প্রতিজ্ঞাতং ত্যাগস্য ত্রৈবিধ্যমিদানীং দর্শয়তি—নিয়তস্যেতি ত্রিভিঃ। তামস্য কর্মণো বন্ধকত্বাৎ সংন্যাসো যুক্তঃ; নিয়তস্য তু নিত্যস্য পুনঃ কর্মণঃ সংন্যাসত্যাগো নোপপদ্যতে সত্ত্বশুদ্ধিদ্বারা মোক্ষহেতুত্বাৎ। অতস্তস্য পরিত্যাগ উপাদেয়হেতুরপি ত্যাজ্যমিত্যেবং লক্ষণমোহাদেব ভবেৎ, স চ মোহস্য তামসত্বাত্তামসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ৭

টীকা—রাজসং ত্যাগমাহ—দুঃখমিতি। যঃ কর্তা আত্মবোধং বিনা কেবলং দুঃখমিত্যেবং মত্বা শরীরায়াস-ভয়াদ্ধিত্যং কর্ম ত্যজেদিতি যত্তাদৃশস্ত্যাগো রাজসো

সন্ধ্যা প্রভৃতি নিত্যকর্ম ত্যাগ করা যুক্তিসঙ্গত নহে; অজ্ঞানবশে তাহার পরিত্যাগ তামস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ৭

যে কর্তা আত্মজ্ঞান ব্যতীত কর্ম করা দুঃখকর বলিয়া শরীরের আয়াস-ভয়ে নিত্যকর্ম ত্যাগ করে, (দুঃখ রাজস) সে তজ্জন্য রাজস ত্যাগ করত জ্ঞাননিষ্ঠা-লক্ষণ ত্যাগফল লাভ করে না। ৮

কার্য্যমিত্যেব যৎ কর্ম্ম নিয়তং ক্রিয়তেঽর্জ্জুন।
সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলং চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ ৯
ন দ্বেষ্ট্যকুশলং কর্ম্ম কুশলে নানুষজ্জতে।
ত্যাগী সত্ত্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ॥ ১০
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্ম্মণঃ ফলম্।
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিৎ॥ ১২
পঞ্চৈতানি মহাবাহো কারণানি নিবোধ মে।
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্ব্বকর্ম্মণাম্॥ ১৩

দুঃখস্য রাজসত্বাৎ, অতস্তং রাজসং ত্যাগং কৃত্বা স রাজসঃ পুরুষস্ত্যাগস্য ফলং জ্ঞাননিষ্ঠালক্ষণং নৈব লভত ইত্যর্থঃ॥ ৮

টীকা—সাত্ত্বিকং ত্যাগমাহ—কার্য্যমিতি। কার্য্যমিত্যেবং বুদ্ধ্যা নিয়তমবশ্যকর্ত্তব্যতয়া বিহিতং কর্ম্ম সঙ্গং ফলঞ্চ ত্যক্ত্বা ক্রিয়ত ইতি যত্তাদৃশস্ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ॥ ৯

টীকা—এবম্ভূতসাত্ত্বিকত্যাগপরিনিষ্ঠিতস্য লক্ষণমাহ—ন দ্বেষ্টীত্যাদি। সত্ত্বসমাবিষ্টঃ সত্ত্বেন সংব্যাপ্তঃ সাত্ত্বিকত্যাগী। অকুশলং দুঃখাবহং শিশিরে প্রাতঃস্নানাদিকং কর্ম্ম ন দ্বেষ্টি, কুশলে চ সুখকরে কর্ম্মণি নিদাঘে মধ্যাহ্নস্নানাদৌ নানুষজ্জতে প্রীতিং ন করোতি। তত্র হেতুঃ—মেধাবী স্থিরবুদ্ধিঃ। যত্র পরপরিভবাদি মহদপি দুঃখং সহতে স্বর্গাদিসুখঞ্চ ত্যজতি; তত্র কিয়দেতত্তাৎকালিকং সুখং দুঃখঞ্চেত্যেবমনুসন্ধানবানিত্যর্থঃ। অতএব ছিন্নঃ সংশয়ো মিথ্যাজ্ঞানং দৈহিকসুখদুঃখয়োরুপাদিৎসাপরিজিহীর্ষালক্ষণং যস্য সঃ॥ ১০

টীকা—নন্বেবম্ভূতাৎ কর্ম্মফলত্যাগাদ্ বরং সর্ব্বকর্ম্মত্যাগস্তথা সতি কর্ম্মবিক্ষেপাভাবেন জ্ঞাননিষ্ঠা সুখং সম্পদ্যতে, তত্রাহ—ন হীতি। দেহভৃতা দেহাত্মাভিমানবতা নিঃশেষেণ সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি ত্যক্তুং ন হি শক্যম্। তদুক্তং, "ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ" ইত্যাদিনা। তস্মাদ্ যস্তু কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্নপি কর্ম্মফলত্যাগী স এব মুখ্যঃ ত্যাগীত্যভিধীয়তে॥ ১১

টীকা—এবম্ভূতস্য কর্ম্মফলত্যাগস্য ফলমাহ—অনিষ্টমিতি। অনিষ্টং নারকিত্বম্, ইষ্টং দেবত্বং, মিশ্রং মনুষ্যত্বম্ এবং ত্রিবিধং পাপস্য চোত্তমমিশ্রস্য চ কর্ম্মণো যৎ ফলং প্রসিদ্ধং, তৎ সর্ব্বমত্যাগিনাং সকামানামেব প্রেত্য পরত্র ভবতি; তেষামেব ত্রিবিধকর্ম্মফলত্ববাৎ; ন তু সন্ন্যাসিনাং ক্বচিদপি ভবতি। সন্ন্যাসিশব্দমাত্র ফলত্যাগসাম্যাৎ প্রকৃতাঃ কর্ম্মফলত্যাগিনো গৃহ্যন্তে, "অনাশ্রিতঃ কর্ম্মফলং কার্য্যং কর্ম্ম করোতি যঃ। স সন্ন্যাসী চ যোগী চ" ইত্যেবমাদৌ কর্ম্মফলত্যাগিষু সন্ন্যাসিশব্দপ্রয়োগদর্শনাৎ তেষাং সাত্ত্বিকানাং পাপাসম্ভাবনাবীশ্বরার্পণেন চ পুণ্যফলস্য ত্যক্তত্বাৎ, ত্রিবিধমপি কর্ম্মফলং ন ভবতীত্যর্থঃ॥ ১২

টীকা—নন্বু কর্ম্ম কুর্ব্বতঃ কর্ম্মফলং কথং ন ভবেদিত্যাশঙ্ক্য সঙ্গত্যাগিনো নিরহঙ্কারস্য সতঃ কর্ম্মফলেন লেপো নাস্তীত্যুপপাদয়িতুমাহ — পঞ্চেতি পঞ্চভিঃ। সর্ব্বকর্ম্মণাং সিদ্ধয়ে নিষ্পত্তয়ে ইমানি বক্ষ্যমাণানি পঞ্চ কারণানি মে মম বচনাদ্বিবোধ জানীহি। আত্মনঃ কর্ত্তৃ-

হে অর্জুন! কর্ম্মে অনুরাগ ও ফলত্যাগপূর্ব্বক, অবশ্যকর্ত্তব্য—ইহা বোধ করত যে নিত্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, সেই ত্যাগ সাত্ত্বিক ইহা আমার মত॥ ৯

সত্ত্বগুণপন্ন, মেধাবী, প্রজ্ঞাবান্, সন্দেহরহিত ত্যাগী দুঃখপ্রদ কর্ম্মে দ্বেষ করেন না, মঙ্গলকর কর্ম্মেও অনুরক্ত হন না॥ ১০

দেহধারী সম্পূর্ণভাবে নিখিল কর্ম্মত্যাগ করিতে সমর্থ হন না, পরন্তু যিনি কর্ম্মফল ত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠান করেন, তিনি ত্যাগী বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন॥ ১১

সকাম ব্যক্তিগণের পরলোকগমনের পর অনিষ্ট (নারকিত্ব), ইষ্ট (দেবত্ব) ও মিশ্র (মনুষ্যত্ব) এই ত্রিবিধ কর্ম্মের ফল হইয়া থাকে, কিন্তু সন্ন্যাসিগণের হয় না। সন্ন্যাসী পদের অর্থ এখানে যাঁহারা প্রকৃত কর্ম্মত্যাগী সাত্ত্বিকপ্রকৃতি, তাঁহাদের পাপানুষ্ঠান অসম্ভব আর ঈশ্বরে অর্পণের দ্বারা পুণ্যফল ত্যাগ হেতু ত্রিবিধ কর্ম্মফল হয় না॥ ১২

হে মহাবাহো! বেদান্তসিদ্ধান্তে সমস্ত কর্ম্মের সিদ্ধির জন্য এই পাঁচটি কারণ আমার নিকট অবগত হও॥ ১৩

অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগ্বিধম্।
বিবিধাশ্চ পৃথক্ চেষ্টা দৈবং চৈবাত্র পঞ্চমম্ ॥ ১৪
শরীর-বাঙ্-মনোভির্যৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ।
ন্যায্যং বা বিপরীতং বা পঞ্চৈতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫
তত্রৈবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলং তু যঃ।
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি দুর্মতিঃ ॥ ১৬
যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
হত্বাপি স ইমাঁল্লোকান্ হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং পরিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা।
করণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮

ত্বাভিমাননিবৃত্ত্যর্থমবস্তুমেতানি জ্ঞাতব্যানীত্যেবং তেষাং স্তুত্যর্থমেবাহ—সাংখ্য ইতি। সম্যক্ খ্যায়তে জ্ঞায়তে পরমাত্মা অনেনেতি সাংখ্যং তত্ত্বজ্ঞানম্। প্রকাশমান আত্মবোধঃ সাংখ্যম্, তস্মিন্ কৃতং কর্ম তস্মান্তঃ সমাপ্তিরস্মিন্নিতি কৃতান্তস্তস্মিন্ বেদান্তসিদ্ধান্ত ইত্যর্থঃ। যদ্বা, সংখ্যায়ন্তে গণ্যন্তে তত্ত্বান্যস্মিন্নিতি সাংখ্যং, কৃতোঽন্তো নির্ণয়োঽস্মিন্নিতি কৃতান্তং সাংখ্যশাস্ত্রমেব তস্মিন্ প্রোক্তানি অতঃ সম্যক্ নিবোধেত্যর্থঃ ॥ ১৩

টীকা — তত্রৈবাহ — অধিষ্ঠানমিতি। অধিষ্ঠানং শরীরং, কর্তা চিদচিদ্গ্রন্থিরহঙ্কারঃ, পৃথগ্বিধমনেকপ্রকারম্। করণং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি, বিবিধাঃ কার্যাতঃ স্বরূপতশ্চ পৃথগ্ভূতাশ্চেষ্টাঃ প্রাণাপানাদীনাং ব্যাপারাঃ; অত্র চ এতত্ত্রয়ে পঞ্চমং দৈবঞ্চ কারণং চক্ষুরাদ্যনুগ্রাহকমাদিত্যাদিসর্বপ্রেরকোঽন্তর্যামী বা ॥ ১৪

টীকা—এতেষামেব সর্বকর্মহেতুত্বমাহ—শরীরেতি। যথোক্তৈঃ পঞ্চভিঃ প্রারভ্যমাণং কর্ম ত্রিধৈবাবতর্ততাম্, শরীরবাঙ্মনোভিরিত্যুক্তম্। শারীরং বাচিকং মানসঞ্চ ত্রিবিধং কর্মেতি প্রসিদ্ধেঃ। শরীরাদিভির্যৎ কর্ম ধর্ম্যমধর্ম্যং বা করোতি নরস্তস্য কর্মণ এতে পঞ্চ হেতবঃ ॥ ১৫

টীকা—ততঃ কিমত আহ তত্রেতি। তত্র সর্বস্মিন্ কর্মণি এতে পঞ্চ হেতব ইত্যেবং সতি কেবলং নিরুপাধিকমসঙ্গমাত্মানং যঃ কর্তারং পশ্যতি শাস্ত্রাচার্যোপদেশত্যাগেনাসংস্কৃতবুদ্ধিত্বাৎ দুর্মতিরসৌ সম্যক্ ন পশ্যতি ॥ ১৬

টীকা—কস্তর্হি সুমতির্যস্য কর্মলেপো নাস্তীত্যুক্তমিত্যপেক্ষায়ামাহ — যস্যেতি। যদ্বা অহমিতি কৃতোঽহঙ্কর্তেত্যেবম্ভূতো ভাবোঽভিপ্রায়ো যস্য নাস্তি, অহঙ্কৃতোঽহঙ্কারস্য ভাবঃ, স্বভাবঃ কর্তৃত্বাভিনিবেশো যস্য নাস্তি শরীরাদীনামেব কর্মকর্তৃত্বালোচনাদিত্যর্থঃ, অতএব যস্য বুদ্ধির্ন লিপ্যতে ইষ্টানিষ্টবৃত্ত্যা কর্মসু ন সজ্জতে, স এবম্ভূতো দেহাদিব্যতিরিক্তাত্মদর্শী ইমান্ লোকান্ সর্বানপি প্রাণিনো লোকদৃষ্ট্যা হত্বাপি বিবিক্তয়া স্বদৃষ্ট্যা ন হন্তি, ন চ তৎফলৈর্নিবধ্যতে বন্ধং ন প্রাপ্নোতি। কিং পুনঃ সদ্বস্তুবুদ্ধিদ্বারা পরোক্ষজ্ঞানোৎপত্তিহেতুভিঃ কর্মভিস্তস্য বন্ধশঙ্কেত্যর্থঃ। তদুক্তং "ব্রহ্মণ্যাধায় কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ। লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা" ইতি ॥ ১৭

টীকা—হত্বাপি ন হন্তি ন নিবধ্যতে—ইত্যেতদেবোপপাদয়িতুং কর্মচোদনায়াঃ কর্মাশ্রয়স্য চ কর্মফলাদীনাঞ্চ ত্রিগুণাত্মকত্বান্নিগুণস্য আত্মনস্তৎসম্বন্ধো নাস্তীত্যভিপ্রায়েণ কর্মচোদনাং কর্মাশ্রয়কাংশ্চ—জ্ঞানমিতি। জ্ঞান-

---

শরীর ও কর্তা (অহঙ্কার), ভিন্ন ভিন্ন ইন্দ্রিয়, বহুবিধ চেষ্টা, আর পঞ্চম দৈব অথবা চক্ষু আদি প্রেরক আদিত্য প্রভৃতি সকলের প্রেরক অন্তর্যামী ॥ ১৪

মানুষ কায়মনোবাক্যের দ্বারা যে ন্যায্য বা অন্যায্য কর্মানুষ্ঠান করে, এই পাঁচটি তাহার কারণ ॥ ১৫

অতএব কর্মে শরীর, অহঙ্কার, চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়, বিবিধ পৃথক্ পৃথক্ চেষ্টা আর দৈব—এই পাঁচটি হেতু হইলেও নিরুপাধি, অসঙ্গ আত্মাকে যে কর্তারূপে দর্শন করে, শাস্ত্রাচার্য-সেবা বিমুখ সেই দুর্বুদ্ধি দেখিতে পায় না—সে সত্যদর্শনে বঞ্চিত ॥ ১৬

যাহার "আমি কর্তা" এইরূপ স্বভাব নয়, যাহার বুদ্ধি ইষ্ট অনিষ্ট বুদ্ধিতে কর্মে আসক্ত হয় না, তিনি সমস্ত প্রাণিগণকে লোকদৃষ্টিতে হনন করিলেও অসম্পৃক্ত স্বকীয় দৃষ্টির দ্বারা কাহাকেও বিনাশ করেন না বা তাহার ফলে নিবদ্ধ হন না ॥ ১৭

জ্ঞান—ইহা উপায়রূপ এই বোধ, জ্ঞেয়—উপায়রূপ কর্ম, পরিজ্ঞাতা—এই জ্ঞানের আশ্রয়, এই ত্রিবিধ কর্মপ্রবৃত্তির কারণ। আর করণ সাধকতম, কর্ম কর্তার ঈপ্সিততম, কর্তা ক্রিয়ানিষ্পাদক এই করণাদি ত্রিবিধ কারক ক্রিয়ার আশ্রয় ॥ ১৮

জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ।
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছৃণ্বতান্যপি ॥ ১৯
সর্বভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে।
অবিভক্তং বিভক্তেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি সাত্ত্বিকম্ ॥ ২০
পৃথক্ত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্ পৃথগ্বিধান্।
বেত্তি সর্বেষু ভূতেষু তজ্জ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্ ॥ ২১
যত্তু কৃৎস্নবদেকস্মিন্ কার্যে সক্তমহৈতুকম্।
অতত্ত্বার্থবদল্পঞ্চ তৎ তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২
নিয়তং সঙ্গরহিতমরাগদ্বেষতঃ কৃতম্।
অফলপ্রেপ্সুনা কর্ম যত্তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩

মিষ্টসাধনমেতদিতি বোধঃ, জ্ঞেয়মিষ্টসাধনং কর্ম, পরিজ্ঞাতা এবম্ভূতজ্ঞানাশ্রয়ঃ, এবং ত্রিবিধা কর্মচোদনা চোদ্যতে প্রবর্ত্যতেঽনয়েতি চোদনা জ্ঞানাদিত্রিতয়ং কর্মপ্রবৃত্তিহেতুরিত্যর্থঃ। যদ্বা চোদনেতি বিধিরুচ্যতে, তদুক্তং ভট্টৈঃ, —"চোদনা চোপদেশশ্চ বিধিরিষ্টেঽর্থবাচিনঃ" ইতি। তত্তচ্চারমর্থঃ—উক্তলক্ষণং ত্রিগুণাত্মকং জ্ঞানাদিত্রয়মবলম্ব্য কর্মবিধিঃ প্রবর্ত্তত ইতি। তদুক্তং—ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা' ইতি। তথা করণং সাধকতমং, কর্ম চ কর্তুরীপ্সিততমম্। কর্তা ক্রিয়ানির্বর্তকঃ, কর্ম সংগৃহ্যতেঽস্মিন্নিতি কর্মসংগ্রহঃ; করণাদিত্রিবিধং কারকং ক্রিয়াশ্রয় ইত্যর্থঃ। সম্প্রদানাদি-কারকত্রয়ন্তু পরম্পরয়া ক্রিয়াপ্রবর্তকমেব কেবলং, ন তু সাক্ষাৎ ক্রিয়ায়া আশ্রয়ঃ। অতঃ করণাদিত্রয়মেব ক্রিয়াশ্রয় ইত্যুক্তম্। ততঃ কিমত আহ—জ্ঞানমিতি। গুণাঃ সম্যক্ কার্যাভেদেন খ্যায়ন্তে প্রতিপাদ্যন্তেঽস্মিন্নিতি গুণসংখ্যানং সাংখ্যশাস্ত্রম্, তস্মিন্ জ্ঞানঞ্চ কর্ম চ কর্তা চ প্রত্যেকং সত্ত্বাদিগুণভেদেন ত্রিধৈবোচ্যতে, তানপি জ্ঞানাদীনি বক্ষ্যমাণানি যথাবচ্ছৃণু। ত্রিধৈবেত্যেবকারো গুণত্রয়োপাধিব্যতিরেকেণান্যস্য স্বতঃ কর্তৃত্বাদিপ্রতিষেধার্থঃ, চতুর্দশাধ্যায়ে 'তত্র সত্ত্বং নির্মলত্বাৎ' ইত্যাদিনা। গুণানাং বন্ধকত্বপ্রকারো নিরূপিতঃ, সপ্তদশাধ্যায়ে 'যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্' ইত্যাদিনা গুণকৃতত্রিবিধস্বভাবনিরূপণেন রজস্তমঃস্বভাবং পরিত্যজ্য সাত্ত্বিকাহারাদিসেবয়া সাত্ত্বিকস্বভাবঃ সম্পাদনীয় ইত্যুক্তম্। ইহ তু ক্রিয়াকারকফলাদীনামাত্মসম্বন্ধো নাস্তীতি দর্শয়িতুং সর্বেষাং ত্রিগুণাত্মকত্বমুচ্যতে ইতি বিশেষো জ্ঞাতব্যঃ ॥ ১৮-১৯

টীকা—তত্র জ্ঞানস্য সাত্ত্বিকাদিত্রৈবিধ্যমাহ—সর্বেষ্বিতি ত্রিভিঃ। সর্বেষু ভূতেষু ব্রহ্মাদিস্থাবরান্তেষু বিভক্তেষু পরস্পরং ব্যাবৃত্তেষু অবিভক্তমনুস্যূতম্ একমব্যয়ং নির্বিকারং ভাবং পরমাত্মতত্ত্বং যেন জ্ঞানেনেক্ষতে আলোচয়তি, তৎ জ্ঞানং সাত্ত্বিকং বিদ্ধীতি ॥ ২০

টীকা—রাজসং জ্ঞানমাহ—পৃথক্ত্বেনেতি। পৃথক্ত্বেন তু যৎ জ্ঞানমিত্যস্যৈব বিবরণং সর্বেষু ভূতেষু দেহেষু নানাভাবান্ বস্তুত একানেকান্ ক্ষেত্রজ্ঞান্ পৃথগ্বিধান্ সুখিদুঃখিত্বাদিরূপেণ বিলক্ষণান্ যেন জ্ঞানেন বেত্তি, তৎ জ্ঞানং রাজসং বিদ্ধি ॥ ২১

টীকা—তামসং জ্ঞানমাহ যদিতি। একস্মিন্ কার্যে দেহে প্রতিমাদৌ বা কৃৎস্নবৎ পরিপূর্ণবৎ সক্তম্ এতাবানেবাত্মা ঈশ্বরো বেত্যভিনিবেশযুক্তম্। অহৈতুকং নিরূপপত্তিকম্, অতত্ত্বার্থবৎ পরমার্থাবলম্বনশূন্যম্ অত এবাল্পং তুচ্ছম্ অল্পবিষয়ত্বাৎ অল্পফলত্বাচ্চ। যদেবম্ভূতং জ্ঞানং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২২

টীকা—ইদানীং ত্রিবিধং কর্মাহ — নিয়তমিতি ত্রিভিঃ। নিয়তং নিত্যতয়া বিহিতং সঙ্গরহিতমভি-

---

শাস্ত্রোপায়ে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তা সত্ত্ব, রজ ও তম এই গুণভেদে তিন প্রকার কথিত হয়, তাহাও যথার্থরূপে শ্রবণ কর ॥ ১৯

যে জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মাদি স্থাবরান্ত বিভিন্ন ভূতসকলে অভিন্ন এক অব্যয় নির্বিকার পরমাত্ম-তত্ত্ব আলোচিত হয়, সেই জ্ঞান সাত্ত্বিক জ্ঞান জানিবে ॥ ২০

কিন্তুহেতু যে জ্ঞান প্রাণিসকলে বিবিধ আত্মাকে নানাভাবে জ্ঞাত হওয়া যায়, সেই জ্ঞান রাজস বলিয়া জানিবে ॥ ২১

এবং যে জ্ঞান এক শরীরে অথবা প্রতিমাদিতে পরিপূর্ণের 'ইহাই আত্মা বা ঈশ্বর' এই প্রণিধানযুক্ত, যুক্তিহীন, পরমার্থ অবলম্বনরহিত, তুচ্ছ সেই জ্ঞান তামস নামে কথিত হয় ॥ ২২

নিষ্কাম ব্যক্তির দ্বারা নিত্য আগ্রহবিরহিত, অনুরাগ বিরাগ বিবর্জিতভাবে অনুষ্ঠিত যে কর্ম, তাহা সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে ॥ ২৩

যত্তু কামেপ্সুনা কর্ম সাহঙ্কারেণ বা পুনঃ।
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্ রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪

অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনবেক্ষ্য চ পৌরুষম্।
মোহাদারভ্যতে কর্ম যত্তৎ তামসমুচ্যতে ॥ ২৫

মুক্তসঙ্গোঽনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিতঃ।
সিদ্ধ্যসিদ্ধ্যোর্নির্বিকারঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬

রাগী কর্মফলপ্রেপ্সুর্লুব্ধো হিংসাত্মকোঽশুচিঃ।
হর্ষশোকান্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ ॥ ২৭

অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধঃ শঠো নৈষ্কৃতিকোঽলসঃ।
বিষাদী দীর্ঘসূত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮

বুদ্ধের্ভেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতস্ত্রিবিধং শৃণু।
প্রোচ্যমানমশেষেণ পৃথক্ত্বেন ধনঞ্জয় ॥ ২৯

প্রবৃত্তিং চ নিবৃত্তিং চ কার্যাকার্যে ভয়াভয়ে।
বন্ধং মোক্ষং চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩০

নিবেশশূন্যম্, অরাগদ্বেষতঃ পুত্রাদিপ্রীত্যা বা শত্রুদ্বেষেণ বা যৎ কৃতং ন ভবতি ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতীতি ফলপ্রেপ্সুস্তদ্বিলক্ষণেন নিষ্কামেন কর্ত্রা যৎ কৃতং কর্ম তৎ সাত্ত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩

টীকা—রাজসং কর্মাহ — যদিতি। যত্তু কর্ম কামেপ্সুনা ফলং প্রাপ্তুমিচ্ছতা সাহঙ্কারেণ বা মৎসমঃ কোঽন্যঃ শ্রোত্রিয়োঽস্তীত্যেবং নিকৃষ্টাহঙ্কারযুক্তেন চ ক্রিয়তে। যচ্চ পুনর্বহুলায়াসমতিক্লেশযুক্তং তৎ কর্ম রাজসমুদাহৃতম্ ॥ ২৪

টীকা—তামসং কর্মাহ—অনুবন্ধমিতি। অনুবধ্যত ইত্যনুবন্ধঃ পশ্চাদ্ভাবি শুভাশুভং, ক্ষয়ঃ বিত্তক্ষয়ঃ বিত্তব্যয়ঃ, হিংসাং পরপীড়াং, পৌরুষঞ্চ স্বসামর্থ্যমনপেক্ষ্য অপর্যালোচ্য কেবলং মোহাদেব যৎ কর্ম আরভ্যতে তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ২৫

টীকা—কর্তারং ত্রিবিধমাহ - মুক্তসঙ্গ ইতি ত্রিভিঃ। মুক্তসঙ্গস্ত্যক্তাভিনিবেশঃ, অনহংবাদী গর্বোক্তিরহিতঃ, ধৃতির্ধৈর্যম্, উৎসাহ উত্তমস্তাভ্যাং সমন্বিতঃ সংযুক্তঃ। আরব্ধস্য কর্মণঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ নির্বিকারো হর্ষবিষাদশূন্যঃ স এবম্ভূতঃ কর্তা সাত্ত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬

রাজসং কর্তারমাহ—রাগীতি। রাগী পুত্রাদিপ্রীতিমান, কর্মফলপ্রেপ্সুঃ কর্মফলকামী, লুব্ধঃ পরস্বাভিলাষী, হিংসাত্মকো মারকস্বভাবঃ, অশুচিঃ বিহিতশৌচশূন্যঃ, লাভালাভয়োর্হর্ষশোকাভ্যাং সমন্বিতঃ কর্তা রাজসঃ পরিকীর্তিতঃ। ২৭

তামসং কর্তারমাহ—অযুক্ত ইতি। অযুক্তোঽনবহিতঃ, প্রাকৃতো বিবেকশূন্যঃ, স্তব্ধোঽনম্রঃ, শঠঃ শক্তিগূহনকারী, নৈষ্কৃতিকঃ পরাপমানী, অলসোঽনুদ্যমশীলঃ, বিষাদী শোকশীলঃ, যদদ্য বা শ্বো বা কর্তব্যং তদ্যত্নেনাপি ন সম্পাদয়তি যঃ, স দীর্ঘসূত্রী এবম্ভূতঃ কর্তা তামসঃ। কর্তৃত্রৈবিধ্যেনৈব জ্ঞাতুরপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং ভবতি, কর্মত্রৈবিধ্যেন চ জ্ঞেয়স্যাপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং বেদিতব্যম্। বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যেন করণস্যাপি ত্রৈবিধ্যমুক্তং ভবিষ্যতি ॥ ২৭-২৮

টীকা—ইদানীং বুদ্ধের্ধৃতেশ্চ ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে বুদ্ধের্ভেদমিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ২৯

টীকা—অত্র বুদ্ধেস্ত্রৈবিধ্যমাহ—প্রবৃত্তিমিতি ত্রিভিঃ। প্রবৃত্তিং ধর্মে, নিবৃত্তিমধর্মে, যস্মিন্ দেশে কালে চ যৎ

সকাম পুরুষ 'আমি কর্তা' এই অহঙ্কার সহ অত্যন্ত ক্লেশকর যে কর্ম আচরণ করে, তাহা রাজস বলিয়া কথিত হইয়া থাকে ॥ ২৪

ভাবি-মঙ্গলামঙ্গল, ধনক্ষয়, পরপীড়ন ও স্বকীয় সামর্থ্য পর্যালোচনা করিয়া অজ্ঞানবশে যে কর্ম আরম্ভ করা হয়, তাহা তামস কর্ম নামে উদাহৃত হয় ॥ ২৫

আগ্রহ-বিবর্জিত, গর্বোক্তিবিহীন, ধৈর্য, উদ্যমসংযুক্ত, সিদ্ধি ও অসিদ্ধিতে হর্ষ-বিষাদশূন্য কর্তা সাত্ত্বিক বলিয়া উক্ত হন ॥ ২৬

পুত্রাদিতে অনুরাগসম্পন্ন, কর্মফলকামী, পরস্ব অভিলাষী, মারক-স্বভাব, শাস্ত্রবিহিত শৌচাচার-বিবর্জিত, আনন্দ-দুঃখ সমন্বিত কর্তা রাজস বলিয়া পরিকীর্তিত হন ॥ ২৭

অমনোযোগী, বিবেকহীন, নম্রতাশূন্য, শঠ, গোপনে অনিষ্টকারী, পরাপমানী, উদ্যমবিহীন, বিষাদসম্পন্ন শোকশীল, চিরকারী (এক দিনের কর্ম যে এক মাসেও সম্পন্ন করে না) কর্তা তামস বলিয়া উক্ত হয় ॥ ২৮

হে ধনঞ্জয়! বুদ্ধি এবং ধৃতির সাত্ত্বিকাদি ভেদানুসারে তিন প্রকার ভিন্নত্ব-হেতু সমগ্ররূপে কথ্যমান প্রভেদ শ্রবণ কর ॥ ২৯

হে ধনঞ্জয়! ধর্মে প্রবৃত্তি, অধর্মে নিবৃত্তি দেশ ও কালে যে কার্য এবং অকার্য, কার্যাকার্য নিমিত্ত অর্থ ও অনর্থ, বন্ধ কি এবং মোক্ষ কি প্রকার—যে বুদ্ধি (অন্তঃকরণ) অবগত হয়, তাহা সাত্ত্বিকী বুদ্ধি ॥ ৩০

যয়া ধর্ম্মমধর্ম্মঞ্চ কার্য্যঞ্চাকার্য্যমেব চ।
অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩১
অধর্ম্মং ধর্ম্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা।
সর্ব্বার্থান্ বিপরীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২
ধৃত্যা যয়া ধারয়তে মনঃ প্রাণেন্দ্রিয়ক্রিয়াঃ।
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ধৃতিঃ সা পার্থ সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩
যয়া তু ধর্ম্ম-কামার্থান্ ধৃত্যা ধারয়তেঽর্জুন।
প্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪
যয়া স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ।
ন বিমুঞ্চতি দুর্ম্মেধা ধৃতিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫
সুখং ত্বিদানীং ত্রিবিধং শৃণু মে ভরতর্ষভ।
অভ্যাসাদ্ রমতে যত্র দুঃখান্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৬
যত্তদগ্রে বিষমিব পরিণামেঽমৃতোপমম্।
তৎ সুখং সাত্ত্বিকং প্রোক্তমাত্মবুদ্ধিপ্রসাদজম্ ॥ ৩৭

কার্য্যমকার্য্যঞ্চ, তদ্ভাবয়ে কার্য্যাকার্য্যনিমিত্তৌ অর্থানর্থৌ কথং বন্ধঃ, কথং বা মোক্ষ ইতি যা বুদ্ধিরন্তঃকরণং বেত্তি, সা সাত্ত্বিকী। যয়া পুমান্ বেত্তীতি বক্তব্যে করণে কর্ত্তৃত্বোপচারঃ কাষ্ঠানি পচন্তীতিবৎ ॥ ৩০

টীকা—রাজসীং বুদ্ধিমাহ—যয়েতি। অযথাবৎ সন্দেহাস্পদত্বেনেত্যর্থঃ। স্পষ্টমন্যৎ ॥ ৩১

টীকা—তামসীং বুদ্ধিমাহ—অধর্ম্মমিতি। বিপরীতগ্রাহিণী বুদ্ধিস্তামসীত্যর্থঃ। বুদ্ধিরন্তঃকরণং পূর্ব্বোক্তং, জ্ঞানন্তু তদ্বৃত্তিঃ, ধৃতিরপি তদ্বৃত্তিরেব। যদ্বা, অন্তঃকরণস্য ধর্ম্মিণো বুদ্ধিরপ্যধ্যবসায়লক্ষণা বৃত্তিরেব ; ইচ্ছাদ্বেষাদীনাং তদ্বৃত্তীনাং বহূনামপি ধর্ম্মাধর্ম্মভূতসাধনত্বেন প্রাধান্যাদেতাসাং ত্রৈবিধ্যমুক্তম্। উপলক্ষণঞ্চৈতদস্যাসাম্ ॥ ৩২

টীকা—ইদানীং ধৃতেস্ত্রৈবিধ্যমাহ—ধৃত্যেতি ত্রিভিঃ। যোগেন চিত্তৈকাগ্র্যেণ হেতুনাব্যভিচারিণ্যা বিষয়ান্তরমধারয়ন্ত্যা যয়া ধৃত্যা মনসঃ প্রাণস্য ইন্দ্রিয়াণাঞ্চ ক্রিয়া ধারয়তে নিয়চ্ছতি, সা ধৃতিঃ সাত্ত্বিকী। ৩৩

রাজসীং ধৃতিমাহ—যয়েতি। যয়া তু ধৃত্যা ধর্ম্মার্থকামান্ প্রাধান্যেন ধারয়তে ন বিমুঞ্চতি, তৎপ্রসঙ্গেন ফলাকাঙ্ক্ষী চ ভবতি সা রাজসী ধৃতিঃ। ৩৪

তামসীং ধৃতিমাহ—যয়েতি। দুষ্টা অবিবেকবহুলা মেধা যস্য স দুর্ম্মেধাঃ পুরুষো যয়া ধৃত্যা স্বপ্নাদীন্ ন বিমুঞ্চতি পুনঃপুনরাবর্ত্তয়তি। স্বপ্নোঽত্র নিদ্রা। সা ধৃতিস্তামসী ॥ ৩৫

টীকা—[ইদানীং] সুখস্য ত্রৈবিধ্যং প্রতিজানীতে অর্দ্ধেন—সুখমিতি। স্পষ্টোঽর্থঃ ॥ ৩৬

টীকা—তত্র সাত্ত্বিকং সুখমাহ—অভ্যাসাদিতি সার্দ্ধেন। যত্র যস্মিন্ সুখে অভ্যাসাদতিপরিচয়াদ্ রমতে ন তু বিষয়সুখ ইব সহসা রতিং প্রাপ্নোতি। যস্মিন্ রমমাণশ্চ দুঃখস্যান্তমবসানং নিতরাং গচ্ছতি প্রাপ্নোতি। কীদৃশং তৎ? যত্তৎ কিমপি অগ্রে প্রথমং বিষমিব মনঃসংযমাধীনত্বাদ্ দুঃখাবহমিব ভবতি, পরিণামে ত্বমৃতসদৃশম্ আত্মবিষয়া বুদ্ধিরাত্মবুদ্ধিস্তস্যাঃ প্রসাদো রজস্তমোমলত্যাগেন স্বচ্ছতরাবস্থানং ততো জাতং যৎ সুখং তৎ সাত্ত্বিকং প্রোক্তং যোগিভিঃ ॥ ৩৭

হে পার্থ! যে বুদ্ধির দ্বারা ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য-অকার্য্য সন্দেহাস্পদ বলিয়া বিদিত হয়, তাহা রাজসী বুদ্ধি ॥ ৩১

হে পার্থ! যে বুদ্ধি অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া বোধ করে ও সকল অর্থ বিপরীতভাবে মনে বিবেচনা করিয়া থাকে, অজ্ঞান অন্ধকারে সমাচ্ছন্ন সে বুদ্ধি তামসী ॥ ৩২

হে পার্থ! চিত্তের একাগ্রতা-হেতু বিষয়ান্তর ধারণ না করিয়া যে ধৃতির দ্বারা মন, প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়সকলের ক্রিয়া নিয়মিত হয়, সেই ধৃতি সাত্ত্বিকী ॥ ৩৩

হে অর্জ্জুন! ধৃতির দ্বারা ধর্ম্ম কাম অর্থসমূহ প্রধানভাবে ধৃত হয়, ত্যাগ করে না, তৎ প্রসঙ্গক্রমে ফলের আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে, তাহা রাজসী ধৃতি ॥ ৩৪

হে পার্থ! দুর্বুদ্ধি পুরুষ যে ধৃতির দ্বারা নিদ্রা, ভয়, শোক, বিষণ্ণতা এবং মদ (গর্ব্ব) ত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না সেই ধৃতি তামসী ॥ ৩৫

হে ভরতর্ষভ! এখন ত্রিবিধ সুখও আমার নিকট শ্রবণ কর—যে সুখানুভবে অভ্যাসনিমিত্ত আসক্ত হয় এবং দুঃখের অবসানও হয়, তাহা প্রথমে বিষের তুল্য, পরিণামে অমৃতের সদৃশ, আত্মবিষয়িণী বুদ্ধির প্রসন্নতা হইতে জাত সেই সুখ সাত্ত্বিক বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৬-৩৭

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেঽমৃতোপমম্।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮
যদগ্রে চানুবন্ধে চ সুখং মোহনমাত্মনঃ।
নিদ্রালস্যপ্রমাদোত্থং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯
ন তদস্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ।
সত্ত্বং প্রকৃতিজৈর্মুক্তং যদেভিঃ স্যাৎ ত্রিভির্গুণৈঃ ॥৪০

টীকা—রাজসং সুখমাহ — বিষয়েতি। বিষয়াণামিন্দ্রিয়াণাঞ্চ সংযোগাৎ যত্তৎ প্রসিদ্ধং শ্রীসংসর্গাদিসুখম্, অমৃতমুপমা যস্য তাদৃশং ভবতি অগ্রে প্রথমং, পরিণামে চ বিষতুল্যম্ ইহামুত্র চ দুঃখহেতুত্বাৎ তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ॥ ৩৮

টীকা—তামসং সুখমাহ—যদিতি। অগ্রে প্রথমক্ষণে অনুবন্ধে চ পশ্চাদপি যৎ সুখমাত্মনো মোহকরং তদেবাহ। নিদ্রা চালস্যঞ্চ প্রমাদশ্চ কর্তব্যার্থাবধানরাহিত্যেন মনোরাজ্যমেভ্যো উত্তিষ্ঠতি যৎ সুখং তত্তামসমুদাহৃতম্ ॥ ৩৯

টীকা—অনুক্তমপি সংগ্রহুন্ প্রকরণার্থমুপসংহরতি ন—তদস্তীতি ত্রিভিঃ। এভিঃ প্রকৃতিসম্ভবৈঃ সত্ত্বাদিভিস্ত্রিভির্গুণৈর্মুক্তং হীনং সত্ত্বং প্রাণিজাতম্ অন্যত্র যৎ স্যাত্তৎ পৃথিব্যাং মনুষ্যাদিষু দিবি দেবেষু চ কাপি নাস্তীত্যর্থঃ ॥ ৪০

টীকা—নন্বু যত্তেবং সর্ব্বমপি ক্রিয়াকারকফলাদিকং প্রাণিজাতঞ্চ ত্রিগুণাত্মকমেব, তর্হি কথমস্য মোক্ষ ইত্যপেক্ষায়াং স্বস্বাধিকারবিহিতৈঃ কর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাত্তৎপ্রসাদলব্ধজ্ঞানেনেত্যেবং সর্ব্বগীতার্থসারং সংগৃহ্য প্রদর্শয়িতুং প্রকারান্তরমারভতে—ব্রাহ্মণেত্যাদি যাবদধ্যায়সমাপ্তি। হে পরন্তপ! হে শত্রুতাপন! ব্রাহ্মণানাং ক্ষত্রিয়াণাং বৈশ্যানাং শূদ্রাণাঞ্চ কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি প্রকর্ষেণ বিভাগশো বিহিতানি। শূদ্রাণাং স্বভাবাৎ পৃথক্করণং দ্বিজস্বাভাবেন বৈলক্ষণ্যাৎ। বিভাগোপলক্ষণমাহ—স্বভাবঃ সাত্ত্বিকরাজসাদিঃ প্রভবতি প্রাদুর্ভবতি যেভ্যস্তৈর্গুণৈরুপলক্ষণভূতৈঃ। যদ্বা, স্বভাবপ্রভবৈঃ পূর্ব্বজন্মসংস্কারপ্রাদুর্ভূতৈরিত্যর্থঃ। তত্র সত্ত্বপ্রধানা ব্রাহ্মণাঃ, সত্ত্বোপসর্জ্জনরজঃপ্রধানাঃ ক্ষত্রিয়াঃ, তম উপসর্জ্জনরজঃপ্রধানা বৈশ্যাঃ, রজঃউপসর্জ্জনতমঃপ্রধানাঃ শূদ্রাঃ ॥ ৪১

টীকা—তত্র ব্রাহ্মণস্য স্বাভাবিকানি কর্ম্মাণ্যাহ—শম ইতি। শমশ্চিত্তোপরমঃ, দমো বাহ্যেন্দ্রিয়োপরমঃ, তপঃ পূর্ব্বোক্তং শারীরাদি, শৌচং বাহ্যাভ্যন্তরং, ক্ষান্তিঃ ক্ষমা, আর্জ্জবমবক্রতা, জ্ঞানং শাস্ত্রীয়ম্; বিজ্ঞানমনুভবঃ, আস্তিক্যমস্তি পরলোক ইতি নিশ্চয়ঃ, এতচ্ছমাদি ব্রাহ্মণস্য স্বভাবাজ্জাতং কর্ম্ম। ৪২ ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্ম্মাহ — শৌর্য্যমিতি। শৌর্য্যং পরাক্রমঃ, তেজঃ প্রাগল্ভ্যং, ধৃতিঃ ধৈর্য্যং, দাক্ষ্যং কৌশলং, যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ অপরাঙ্মুখতা, দানমৌদার্য্যম্, ঈশ্বরভাবো নিয়মনশক্তিঃ, এতৎ ক্ষত্রিয়স্য স্বাভাবিকং কর্ম্ম ॥৪৩

বৈশ্যশূদ্রয়োঃ কর্ম্মাহ—কৃষীতি। কৃষিঃ কর্ষণং, গা রক্ষ-

ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং শূদ্রাণাঞ্চ পরন্তপ।
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ ॥ ৪১
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জ্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪২
শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম্ম স্বভাবজম্ ॥ ৪৩

বিষয় ও ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ নিমিত্ত যে সুখ প্রথমে অমৃতের মত এবং শেষে বিষের ন্যায় বলাবাহুল্য, সেই সুখ রাজস বলিয়া কথিত হয় ॥ ৩৮

নিদ্রা, আলস্য, অনবধান সম্ভূত যে-সুখ প্রথমে এবং পরে আত্মার মোহজনক, তাহা তামস সুখ নামে কথিত ॥ ৩৯

পৃথিবীতে, স্বর্গলোকে অথবা দেবগণের মধ্যেও এই প্রকৃতিসম্ভব সত্ত্বাদিগুণহীন প্রাণিজাত বা অন্য কিছু নাই ॥ ৪০

হে শত্রুতাপন! ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্ম্মসমূহ পূর্ব্বজন্মসংস্কার প্রাদুর্ভূত গুণসকলের দ্বারা প্রকৃষ্ট অর্থাৎ উত্তমরূপে বিভাগক্রমে বিহিত হইয়াছে ॥ ৪১

শম (চিত্তের উপরম), দম (বাহ্যেন্দ্রিয় দমন), শারীর বাচিক মানস তপস্যা, শৌচ (মলনিরসন শরীর মনের শুদ্ধি), ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান (শাস্ত্রীয়), বিজ্ঞান (অনুভব), আস্তিক্য (পরলোক আছে ইহা নিশ্চয়) ব্রাহ্মণের স্বভাবজাত কর্ম্ম ॥ ৪২

শৌর্য্য (বল, সাহস), তেজঃ (প্রতাপ, শৌর্য্য প্রয়োগ সকলে অনুদ্বেগ), ধৈর্য্য, কৌশল, যুদ্ধে অপরাঙ্মুখতা, দান ঔদার্য্য, ঈশ্বরভাব (নিয়মনশক্তি) ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম্ম ॥ ৪৩

কৃষি-গৌরক্ষ্য-বাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্।
পরিচর্য্যাত্মকং কর্ম শূদ্রস্যাপি স্বভাবজম্ ॥ ৪৪
যে যে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু ॥ ৪৫
যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ ৪৬
শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ।
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্ নাপ্নোতি কিল্বিষম্ ॥ ৪৭
সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ।
সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নিরিবাবৃতাঃ ॥ ৪৮
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতস্পৃহঃ।
নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯

তীতি গৌরক্ষ্যস্য ভাবো গৌরক্ষ্যং পশুপাল্যমিত্যর্থঃ। বাণিজ্যং ক্রয়বিক্রয়াদি, এতদ্বৈশ্যস্য স্বাভাবিকং কর্ম। ত্রৈবর্ণিকপরিচর্য্যাত্মকং শূদ্রস্যাপি স্বভাবজং কর্ম ॥ ৪৪

টীকা—এবম্ভূতস্যাপি ব্রাহ্মণাদিকর্মণো জ্ঞানহেতুত্বমাহ—যে যে ইতি। স্বস্বাধিকারবিহিতে কর্মণ্যভিরতঃ পরিনিষ্ঠিতো নরঃ সংসিদ্ধিং জ্ঞানযোগ্যতাং লভতে। কর্মণা জ্ঞানপ্রাপ্তিকারমাহ—স্বকর্মেতি সার্দ্ধেন। স্বকর্মপরিনিষ্ঠিতো যথা যেন প্রকারেণ তত্ত্বজ্ঞানং লভতে, তৎ প্রকারং শৃণু ॥ ৪৫

টীকা—তমেবাহ—যত ইতি। যতোঽভ্যুদয়নিঃশ্রেয়সাদিনিঃ পরমেশ্বরাদুদ্ভূতানাং প্রাণিনাং প্রবৃত্তিশ্চেষ্টা ভবতি। যেন প্রকারেণাত্মনা সর্বমিদং বিশ্বং ততং ব্যাপ্তম্, তমীশ্বরং স্বকর্মণাঽভ্যর্চ্য পূজয়িত্বা সিদ্ধিং লভতে মনুষ্যঃ ॥ ৪৬

টীকা—স্বকর্মণেতি বিশেষণস্য ফলমাহ—শ্রেয়ানিতি। বিগুণোঽপি স্বধর্মঃ সম্যগনুষ্ঠিতাদপি পরধর্মাৎ শ্রেয়ান্ শ্রেষ্ঠঃ, ন চ বন্ধবধাদিযুক্তাদ্ যুদ্ধাদেঃ স্বধর্মাদ্ভিক্ষাটনাদিপরধর্মঃ শ্রেষ্ঠ ইতি মন্তব্যম্। যতঃ স্বভাবেন পূর্বোক্তেন নিয়তং নিয়মেনোক্তং কর্ম কুর্বন্ কিল্বিষং নাপ্নোতি ॥ ৪৭

টীকা—যদি পুনঃ সাংখ্যদৃষ্ট্যা স্বধর্মে হিংসালক্ষণং দোষং মত্বা পরধর্মং শ্রেষ্ঠং মন্যসে, তর্হি সদোষত্বং পরধর্মেঽপি তুল্যমিত্যাশয়েনাহ—সহজমিতি। সহজং স্বভাববিহিতং কর্ম সদোষমপি ন ত্যজেৎ। হি যস্মাৎ সর্বেঽপ্যারম্ভা দৃষ্টাদৃষ্টার্থানি সর্বাণ্যপি কর্মাণি দোষেণ কেনচিদাবৃতা ব্যাপ্তা এব, যথা সহজেন ধূমেনাগ্নিরাবৃতস্তদ্বৎ; অতো যথাগ্নের্ধূমরূপং দোষমপাকৃত্য প্রতাপ এব তমঃশীতাদিনিবৃত্তয়ে সেব্যতে, তথা কর্মণোঽপি দোষাংশং বিহায় গুণাংশ এব সত্ত্বশুদ্ধয়ে সেব্যত ইত্যর্থঃ ॥ ৪৮

টীকা—নন্বু কথং কর্মণি ক্রিয়মাণে দোষাংশপ্রহাণেন গুণাংশ এব সম্পদ্যত ইত্যপেক্ষায়ামাহ—অসক্তবুদ্ধিরিতি। অসক্তা সঙ্গশূন্যা বুদ্ধির্যস্য, জিতাত্মা নিরহঙ্কারঃ বিগতা স্পৃহা ফলবিষয়েচ্ছা যস্মাৎ স এবম্ভূতেন, "সঙ্গং ত্যক্ত্বা ফলঞ্চৈব স ত্যাগঃ সাত্ত্বিকো মতঃ" ইত্যেবং পূর্বোক্তেন কর্মাশক্তিতৎফলরোত্ত্যাগলক্ষণেন সংন্যাসেন নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং সর্বকর্মনিবৃত্তিলক্ষণাং সত্ত্বশুদ্ধিমধিগচ্ছতি। যদ্যপি সঙ্গফলয়োস্ত্যাগেন কর্মানুষ্ঠানমপি নৈষ্কর্ম্যমেব কর্তৃত্বাভিনিবেশাভাবাৎ। তদুক্তং—"নৈব কিঞ্চিৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ত্ববিৎ" ইত্যাদি শ্লোকচতুষ্টয়েন, তথাপ্যনেনোক্তলক্ষণেন সন্ন্যাসেন পরমাং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং "সর্বকর্মাণি মনসা সংন্যস্যাস্তে সুখং বশী" ইত্যেবং লক্ষণং পারমহংস্যাপরপর্য্যায়াং প্রাপ্নোতি ॥ ৪৯

কৃষি, গোরক্ষা, পশুপালন, ক্রয় বিক্রয় আদি বাণিজ্য ইহা বৈশ্যের স্বাভাবিক কর্ম। ত্রৈবর্ণিক পরিচর্য্যা (সেবা) শূদ্রের স্বভাবপ্রাপ্ত কর্ম। ৪৪

স্ব স্ব অধিকারবিহিত কর্মে নিযুক্ত সন্তুষ্ট মানব জ্ঞানযোগ্যতা লাভ করেন। আপন আপন কর্মে অনুরক্ত মানব যেরূপ সিদ্ধি অর্থাৎ চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন, তাহা শ্রবণ কর। ৪৫

যে অন্তর্যামী পরমেশ্বর হইতে প্রাণিগণের প্রবৃত্তি (চেষ্টা) হয়, যাহা দ্বারা এই চরাচর বিশ্ব সমাচ্ছন্ন মানব স্বীয় কর্মের দ্বারা সেই ঈশ্বরকে পূজা করত সিদ্ধি (জ্ঞানযোগ্যতা) লাভ করেন ॥ ৪৬

অন্যহীন স্বধর্মও উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত পরধর্ম হইতে অতি প্রশস্ত; স্বভাবনিয়ন্ত্রিত কর্ম করিয়া অপরাধী হয় না ॥ ৪৭

হে কৌন্তেয়! দোষযুক্ত ও স্বভাববিহিত কর্ম ত্যাগ করিবে না, যেহেতু দৃষ্টাদৃষ্ট সকল কর্ম কোন না কোন দোষের দ্বারা সহজ ধূমের অগ্নির ন্যায় আচ্ছাদিত দেখা যায় ॥ ৪৮

সকল বিষয়ে অনাসক্ত বুদ্ধি, অহঙ্কারবিহীন, সকল ইচ্ছাবিহীন, সন্ন্যাসের দ্বারা অন্তরঙ্গ সর্বকর্মনিবৃত্তিলক্ষণা চিত্তশুদ্ধি লাভ করেন ॥ ৪৯

সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্নোতি নিবোধ মে।
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরা ॥ ৫০
বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্তো ধৃত্যাত্মানং নিয়ম্য চ।
শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা রাগ-দ্বেষৌ ব্যুদস্য চ ৫১
বিবিক্তসেবী লঘ্বাশী যতবাক্কায়মানসঃ।
ধ্যানযোগপরো নিত্যং বৈরাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ ॥ ৫২

অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্।
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩
ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি।
সমঃ সর্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্ ॥ ৫৪
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ ৫৫

টীকা—এবম্ভূতস্য পরমহংসস্য জ্ঞাননিষ্ঠয়া ব্রহ্মভাব-প্রকারমাহ—সিদ্ধিং প্রাপ্ত ইতি ষড়্ভিঃ। নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিং প্রাপ্তঃ সন্ যথা যেন প্রকারেণ ব্রহ্ম প্রাপ্নোতি, তথা তং প্রকারং সংক্ষেপেণৈব মে বচনান্নিবোধ। প্রতিষ্ঠিতা যা ব্রহ্মপ্রাপ্তিস্তামিমাং তথা দর্শয়িতুমাহ—নিষ্ঠা জ্ঞানস্য যা পরেতি। নিষ্ঠা পর্য্যবসানাং পরিসমাপ্তিরিত্যর্থঃ ॥ ৫০

টীকা—তদেবাহ—বুদ্ধ্যেতি। উক্তেন প্রকারেণ বিশুদ্ধয়া পূর্ব্বোক্তয়া সাত্ত্বিক্যা বুদ্ধ্যা যুক্তো ধৃত্যা সাত্ত্বিক্যা স্বাত্মানং কার্য্য-কারণসঙ্ঘাতরূপাৎ তস্মাদ্ বুদ্ধিং নিয়ম্য নিশ্চলাং কৃত্বা শব্দাদীন্ বিষয়াংস্ত্যক্ত্বা তদ্বিষয়ৌ রাগ-দ্বেষৌ চ ব্যুদস্য বুদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়া যুক্ত ইত্যাদীনাং ব্রহ্মভূয়ায় কল্পত ইতি তৃতীয়েনান্বয়ঃ। কথং বিবিক্তেতি। বিবিক্ত-সেবী শুদ্ধদেশাবস্থায়ী, লঘ্বাশী মিতভোজী, এতেনরূপা-রৈর্যতবাক্কায়মানসঃ সংযতবাঙ্মনোদেহচিত্তো ভূত্বা নিত্যং সর্ব্বদা ধ্যানেন যো যোগো ব্রহ্মসংস্পর্শস্তৎপরঃ সন্ ধ্যানাবিচ্ছেদার্থং পুনঃ পুনর্দৃঢ়ং বৈরাগ্যং সম্যগুপাশ্রিতো ভূত্বা। ৫২.

কিঞ্চ অহঙ্কারমিতি। ততশ্চ বিরক্তোঽহমিত্যাত্মহঙ্কারং বলং দুরাগ্রহং দর্পং যোগবলাদুত্মার্গপ্রবৃত্তিলক্ষণং প্রারব্ধ-বশাৎ প্রাপ্যমাণেষ্বপি বিষয়েষু কামং ক্রোধং পরিগ্রহঞ্চ বিমুচ্য বিশেষেণ ত্যক্ত্বা বধ্যাদাপন্নেষু নির্ম্মমঃ সন্ শান্তঃ পরমামুপশান্তিং প্রাপ্তো ব্রহ্মভূয়ায় ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যো-নাবস্থানায় কল্পতে যোগ্যো ভবতি ॥ ৫৩

টীকা—ব্রহ্মাহমিতি নৈশ্চল্যেনাবস্থানস্য ফলমাহ—ব্রহ্মেতি। ব্রহ্মভূতো ব্রহ্মণ্যবস্থিতঃ প্রসন্নচিত্তঃ নষ্টং ন শোচতি ন চাপ্রাপ্তং কাঙ্ক্ষতি দেহাদ্যভিমানাভাবাৎ। অতএব সর্ব্বেষ্বপি ভূতেষু সমঃ সন্ রাগদ্বেষাদিকৃত-বিক্ষেপাভাবাৎ। সর্ব্বভূতেষু মদ্ভাবনালক্ষণাং পরমাং মদ্ভক্তিং লভতে ॥ ৫৪

টীকা—ততশ্চ ভক্ত্যেতি। তয়া চ পরয়া ভক্ত্যা তত্ত্বতো মামভিজানাতি, কথম্ভূতম্, যাবান্ সর্ব্বব্যাপী যশ্চাস্মি সচ্চিদানন্দঘনস্বরূপাদ্ভূতঃ, ততশ্চ মামেবং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা তদনন্তরং তস্য জ্ঞানস্যোপরমে সতি মাং বিশতে পরমানন্দরূপো ভবতীত্যর্থঃ ॥ ৫৫

হে কৌন্তেয়! চিত্তশুদ্ধি লাভের পর যেরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা সংক্ষেপে আমার নিকট অবগত হও এবং জ্ঞানের পরিসমাপ্তি তাহাও জ্ঞাত হও ॥ ৫০

পূর্ব্বকথিত সাত্ত্বিকী বুদ্ধিসম্পন্ন, সাত্ত্বিকী ধৃতির দ্বারা আত্মাকে কার্য্যকারণ সঙ্ঘাত সেই বুদ্ধিকে নিশ্চলা করিয়া শব্দাদি বিষয়সমূহ পরিত্যাগপূর্ব্বক তদ্বিষয়ক অনুরাগ-বিরাগ ত্যাগ করত শুদ্ধ নির্জ্জনদেশে অবস্থানকারী, মিতভোজী, বাক্য, শরীর, চিত্ত সংযত করিয়া ধ্যানযোগে পরম আসক্ত, উত্তমরূপে বৈরাগ্য আশ্রিত, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ পরিগ্রহ বিশেষভাবে বিমুক্ত হইয়া মমতাবিহীন শমগুণসম্পন্ন 'ব্রহ্মাহং' এইরূপ নিশ্চল-ভাবে অবস্থানে সমর্থ হন ॥ ৫১-৫৩

ব্রহ্মপ্রাপ্ত প্রসন্নচিত্ত কোন বিষয়ে শোক করেন না, অপ্রাপ্ত বিষয়ের আকাঙ্ক্ষা করেন না, সর্বভূতে সমভাবাপন্ন হইয়া আমার শ্রেষ্ঠলক্ষণা পরা ভক্তি লাভ করেন ॥ ৫৪

সর্ব্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘনরূপ আমাকে পরা ভক্তির দ্বারা তত্ত্বতঃ অবগত হয়, অনন্তর আমাকে যথার্থতঃ অর্থাৎ একমাত্র অদ্বয় তিনিই মায়াবলম্বনে বিশ্বে সৃষ্টি স্থিতি নাশ করেন, একমাত্র পরম জ্যোতি অদ্বয়জ্ঞানই পরম সত্য এইভাবে অবগত হইয়া আমাতে প্রবিষ্ট হয় ॥ ৫৫

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭
মচ্চিত্তঃ সর্ব্বদুর্গাণি মৎপ্রসাদাৎ তরিষ্যসি।
অথ চেৎ ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮

যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাং নিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মণা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোঽপি তৎ ॥ ৬০
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১

টীকা—সকর্ম্মভিঃ পরমেশ্বরারাধনাদুক্তং মোক্ষপ্রকারমুপসংহরতি — সর্ব্বকর্ম্মাণীতি। সর্ব্বাণি নিত্যানি নৈমিত্তিকানি কাম্যানি চ কর্ম্মাণি পূর্ব্বোক্তক্রমেণ মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ সন্ সর্ব্বদাঃ কুর্ব্বাণঃ অহমেব ব্যপাশ্রয়ঃ আশ্রয়ণীয়ো ন তু স্বর্গাদিফলং যস্য স মম প্রসাদাৎ শাশ্বতমনাদি অব্যয়ং নিত্যং সর্ব্বোৎকৃষ্টং বৈষ্ণবং পদং প্রাপ্নোতি ॥ ৫৬

টীকা—যস্মাদেবং তস্মাৎ — চেতসেতি। সর্ব্বাণি কর্ম্মাণি চেতসা ময়ি সংন্যস্য সমর্প্য, মৎপরঃ অহমেব পরঃ প্রাপ্যঃ পুরুষার্থো যস্য স ব্যবসায়াত্মিকয়া বুদ্ধ্যা যোগমুপাশ্রিত্য সততং কর্ম্মানুষ্ঠানকালেঽপি ব্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবির্ব্রাহ্মণ ন্যায়েন মযোব চিত্তং যস্য স তথাভূতো ভব ॥ ৫৭

টীকা — ততো যদ্ব্যবিষ্যসি তচ্ছৃণু—মচ্চিত্ত ইতি। মচ্চিত্তঃ সন্ মৎপ্রসাদাৎ সর্ব্বাণ্যপি দুর্গাণি দুস্তরাণি সাংসারিকাণি দুঃখানি তরিষ্যসি। বিপক্ষে দোষমাহ, অথ চেৎ যদি পুনস্ত্বমহঙ্কারাৎ জ্ঞাতৃত্বাভিমানাৎ মদুক্তমেবং ন শ্রোষ্যসি, তর্হি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮

টীকা—কামং বিনঙ্ক্ষ্যামি, ন তু বন্ধুভির্মুক্তা করিষ্যামীতি চেত্তত্রাহ—যদিতি। মদুক্তমনাদৃত্য কেবলমহঙ্কারমবলম্ব্য যুদ্ধং ন করিষ্যামীতি ত্বং যদ্যসে অধ্যবস্যসি, এষ তে অধ্যবসায়ো মিথ্যৈবাস্বতন্ত্রস্যাস্তব। তদেবাহ—প্রকৃতিস্ত্বাং রজোগুণরূপেণ পরিণতা সতী নিযোক্ষ্যতি যুদ্ধে প্রবর্ত্তয়িষ্যত্যেব ॥ ৫৯

টীকা—কিঞ্চ স্বভাবেতি। স্বভাবঃ ক্ষত্রিয়ত্বহেতুঃ পূর্ব্বকর্ম্মসংস্কারস্তস্মাজ্জাতেন স্বীয়েন কর্ম্মণা শৌর্য্যাদিনা পূর্ব্বোক্তেন নিবদ্ধো যন্নিমিত্তং মোহাৎ যৎ কর্ম্ম যুদ্ধলক্ষণং কর্ত্তুং নেচ্ছসি, অবশোঽপি তৎ কর্ম্ম করিষ্যস্যেব ॥ ৬০

টীকা—তদেবং শ্লোকদ্বয়েন সাংখ্যাদিমতেন প্রকৃতিপারতন্ত্র্যং স্বভাবপারতন্ত্র্যং চোক্তম্; ইদানীং স্বমতমাহ—ঈশ্বর ইতি দ্বাভ্যাম্। সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশে হৃদয়মধ্যে ঈশ্বরোঽন্তর্য্যামী তিষ্ঠতি। কিং কুর্ব্বন্? সর্ব্বাণি ভূতানি মায়য়া নিজশক্ত্যা ভ্রাময়ন্তৎকর্ম্মসু প্রবর্ত্তয়ন্, যথা দারুযন্ত্রমারূঢ়ানি কৃত্রিমাণি ভূতানি সূত্রধারো লোকে ভ্রাময়তি তদ্বদিত্যর্থঃ। যদ্বা, যন্ত্রাণি শরীরাণি আরূঢ়ানি ভূতানি দেহাভিমানিনো জীবান্ ভ্রাময়ন্নিত্যর্থঃ।

সতত সকল কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াও একমাত্র আমাকে অনন্যভাবে আশ্রয় করত আমার প্রসাদে শাশ্বত (সদা একরূপ) অব্যয় আত্মস্বরূপ, সর্ব্ববিকারশূন্য, সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥ ৫৬

চিত্তের দ্বারা নিখিল কর্ম্ম আমাতে সমর্পণপূর্ব্বক মৎপরায়ণ হইয়া ব্যবসায়াত্মিকা অর্থাৎ ভগবদারাধনে আমি অবশ্যই কৃতার্থ হইব এই বুদ্ধিযোগ আশ্রয় করত সতত নিখিল কর্ম্মানুষ্ঠানকালে মদ্গতচিত্ত হও ॥ ৫৭

তুমি সতত আমাতে সমর্পিতচিত্ত হইয়া আমার অনুগ্রহে দুস্তর সাংসারিক দুঃখসমূহ উত্তীর্ণ হইবে। আর যদি তুমি "আমি কর্ত্তা জ্ঞাতা" এই অভিমানবশে আমার বাক্য গ্রহণ না কর, তাহা হইলে পুরুষার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে ॥ ৫৮

যদি তুমি অহঙ্কার আশ্রয়পূর্ব্বক "আমি যুদ্ধ করিব না" মনে কর, তবে তোমার সে নিশ্চয় মিথ্যাই; কেন না তুমি স্বাধীন নহ—তোমার কাল প্রকৃতি তোমাকে অবশই যুদ্ধে নিযুক্ত করিবে ॥ ৫৯

হে কৌন্তেয়! অজ্ঞানতাপ্রযুক্ত যাহা করিতে ইচ্ছা করিতেছ না, তোমার জন্মান্তরীয় কর্ম্মজন্যস্বভাব উৎপন্ন স্বীয় কর্ম্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত তুমি অবশভাবে সেই যুদ্ধই করিবে ॥ ৬০

হে অর্জ্জুন! সকলভূতের হৃদয়মধ্যে ঈশ্বর সমস্ত ভূতকে নিজশক্তি মায়ার দ্বারা দারুযন্ত্রারূঢ় কাষ্ঠপুত্তলিকাগণকে যেমন সূত্রধার ভ্রমণ করায়, তদ্রূপ ভ্রমণ করাইয়া অর্থাৎ তৎ তৎ কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করত অবস্থান করিতেছেন ॥ ৬১

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥৬২
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩
সর্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।

ইষ্টোঽসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্॥ ৬৪
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥৬৫
সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬

তথা চ শ্বেতাশ্বতরাণাং মন্ত্রঃ, "একো দেবঃ সর্বভূতেষু গূঢ়ঃ, সর্বব্যাপী সর্বভূতান্তরাত্মা। কর্মাধ্যক্ষঃ সর্বভূতাধিবাসঃ, সাক্ষী চেতাঃ কেবলো নির্গুণশ্চ"। ইতি অন্তর্যামিব্রাহ্মণঞ্চ, "য আত্মনি তিষ্ঠন্নাত্মানমন্তরো যময়তি যমাত্মানং বেদ যস্যাত্মা শরীরম্ এষ তে অন্তর্যাম্যমৃত" ইত্যাদি॥ ৬১

টীকা—তমিতি—যস্মাদেবং সর্বে জীবাঃ পরমেশ্বরপরতন্ত্রাস্তস্মাদহঙ্কারং পরিত্যজ্য সর্বভাবেন সর্বাত্মনা তমীশ্বরমেব শরণং গচ্ছ, ততশ্চ তস্যৈব প্রসাদাৎ পরামুত্তমাং শান্তিং স্থানঞ্চ পারমেশ্বরং শাশ্বতং নিত্যং প্রাপ্স্যসি॥ ৬২

টীকা—সর্বগীতার্থমুপসংহরন্নাহ ইতীতি। ইত্যনেন প্রকারেণ তে তুভ্যং সর্বজ্ঞেন পরমকারুণিকেন ময়া জ্ঞানমাখ্যাতমুপদিষ্টম্। কথম্ভূতম্, গুহ্যাৎ গোপ্যাৎ রহস্যমন্ত্রযোগাদিজ্ঞানাদপি গুহ্যতরম্, এতন্ময়োপদিষ্টং গীতাশাস্ত্রমশেষতো বিমৃশ্য পর্যালোচ্য পশ্চাদ্ যথেচ্ছসি তথা কুরু। এতস্মিন্ পর্যালোচিতে সতি তব মোহো নিবর্তিষ্যতে ইতি ভাবঃ॥ ৬৩

টীকা—অতিগম্ভীরং গীতাশাস্ত্রমশেষতঃ পর্যালোচয়িতুমশক্নুবতঃ কৃপয়া স্বয়মেব তস্য সারং সংগৃহ্য কথয়তি—

হে ভারত! কায়মনোবাক্যে সর্বপ্রযত্নে সেই অন্তর্যামী ঈশ্বরেরই শরণ গ্রহণ কর। তাঁহার প্রসাদে পরমা শান্তি এবং নিত্য পরমেশ্বর স্থান প্রাপ্ত হইবে॥ ৬২

এই গুহ্য হইতে অর্থাৎ রহস্যময় যোগাদি জ্ঞান হইতেও গুহ্যতর তোমাকে উপদেশ করিলাম। আমার উপদিষ্ট এই গীতাশাস্ত্র অশেষভাবে পর্যালোচনা করত অনন্তর যাহা ইচ্ছা হয় তাহাই কর॥ ৬৩

তুমি আমার সর্বগুহ্যতম পরমবাক্য পুনরায় শ্রবণ কর—আমার অত্যন্ত প্রিয় তুমি, তজ্জন্য তোমার হিত আমার বলিতেছি॥ ৬৪

তুমি মচ্চিত্ত হও, আমার ভজনপরায়ণ হও, আমার যজনশীল হও, আমাকে নমস্কার কর—এরূপ করিলে আমার অনুগ্রহলব্ধ জ্ঞানের দ্বারা আমাকেই প্রাপ্ত হইবে। সংশয় করিও না—যেহেতু তুমি আমার প্রিয়, তজ্জন্য আমি তোমার সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি॥ ৬৫

সর্বধর্ম পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র আমার শরণাগত হও। আমার শক্তি দ্বারাই সমস্ত হইবেই এই দৃঢ় বিশ্বাসে বিধি বৈকল্য ত্যাগ করত মদেকশরণ হও। এরূপ করিলে কর্মত্যাগজনিত পাপ হইবে এরূপ অনুশোচনা করিও না, যেহেতু একমাত্র আমার শরণাপন্ন তোমাকে আমি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করিব॥ ৬৬

ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ ৬৭
য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ ॥ ৬৮
ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥ ৬৯
অধ্যেষ্যতে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ।
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্যামিতি মে মতিঃ ॥ ৭০
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ।
সোঽপি মুক্তঃ শুভাঁল্লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্ ॥ ৭১

টীকা—এবং গীতার্থতত্ত্বমুপদিশ্য তৎসম্প্রদায়প্রবর্ত্তনে নিয়মমাহ — ইদমিতি। ইদং গীতার্থতত্ত্বং তে ময়া অতপস্কায় স্বধর্মানুষ্ঠানহীনায় ন বাচ্যম্, ন চ অভক্তায় গুরাবীশ্বরে চ ভক্তিশূন্যায় কদাচিদপি ন বাচ্যম্, ন চাশুশ্রূষবে পরিচর্য্যামকুর্ব্বতে শ্রোতুমনিচ্ছতে বা বাচ্যম্, মাং পরমেশ্বরং যোঽভ্যসূয়তি মনুষ্যদৃষ্ট্যা দোষারোপেণ নিন্দতি, তস্মৈ ন চ বাচ্যম্ ॥ ৬৭

টীকা—এতৈর্দোষৈর্বিরহিতেভ্যো গীতাশাস্ত্রোপদেষ্টুঃ ফলমাহ—য ইমমিতি। মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি মদ্ভক্তেভ্যো যো বক্ষ্যতি স ময়ি পরাং ভক্তিং করোতি, ততো নিঃসংশয়ঃ সন্ মামেব প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ ॥ ৬৮

টীকা—কিঞ্চ ন চেতি—তস্মাদ্ভক্তেভ্যো গীতাশাস্ত্রব্যাখ্যাতুঃ সকাশাদন্যো মনুষ্যেষু মধ্যে কশ্চিদপি মম প্রিয়কৃত্তমোঽত্যন্তং পরিতোষকর্ত্তা নাস্তি, ন চ কালান্তরে ভবিতা ভবিষ্যতি। মমাপি তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরোঽধুনা ভুবি তাবন্নাস্তি, ন চ কালান্তরেঽপি ভবিষ্যতীত্যর্থঃ। পঠতঃ ফলমাহ — অধ্যেষ্যত ইতি। আবয়োঃ

শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনয়োরিমং ধর্ম্যং ধর্মাদনপেতং সংবাদং যোঽধ্যেষ্যতে জপন্নুপেত্য পঠিষ্যতি, তেন পুংসা সর্ব্বযজ্ঞেভ্যঃ শ্রেষ্ঠেন জ্ঞানযজ্ঞেন অহমিষ্টঃ স্যাং তবেয়মিতি মে মতিঃ। যদ্যপ্যসৌ গীতার্থমবুধ্যমান এব কেবলং জপতি, তথাপি মম তদ্ভক্তত্বতো মামেবাসৌ প্রকাশয়তীতি বুদ্ধির্ভবতি। যথা লোকে যদৃচ্ছয়াপি যদা কস্যচিৎ কদাচিৎ কস্যচিন্নাম গৃহ্ণাতি, তদাসৌ মামেবাহ্বয়তীতি মত্বা তৎপার্শ্বমাগচ্ছতি, তথাহমপি তস্য সন্নিহিতো ভবেয়ম্, অতএব অজ্ঞানিলক্ষত্রবন্ধূপ্রমুখানাং কথঞ্চিন্নামোচ্চারণমাত্রেণ প্রসন্নোঽস্মি, তথৈবাস্যাপি প্রসন্নো ভবেয়মিতি ভাবঃ ॥ ৬৯-৭০

টীকা—অন্যস্য জপতো যোঽন্যঃ কশ্চিচ্ছৃণোতি তস্যাপি ফলমাহ—শ্রদ্ধাবানিতি। যো নরঃ শ্রদ্ধাযুক্তঃ কেবলং শৃণুয়াদপি। শ্রদ্ধাবানপি যঃ কশ্চিৎ কিমর্থময়মুচ্চৈর্জপতি অসম্বদ্ধং বা জপতীতি দোষদৃষ্টিং করোতি তন্ব্যাবৃত্ত্যর্থমাহ — অনসূয়শ্চাসূয়ারহিতো যঃ শৃণুয়াৎ, সোঽপি সর্ব্বৈঃ পাপৈর্মুক্তঃ সন্নয়মেবাগ্নিষ্টোমাদিপুণ্যকৃতাং লোকান্ প্রাপ্নুয়াৎ ॥ ৭১

এই গীতার্থ তত্ত্ব স্বধর্ম্ম-অনুষ্ঠানহীনকে বলিবে না। আর গুরু এবং ঈশ্বরে ভক্তিশূন্যকে বলিবে না, যে শুশ্রূষাকারী নহে তাহাকে বলিবে না এবং পরমেশ্বর আমাকে যে মনুষ্যদৃষ্টিতে নিন্দা করে, তাহাকে বলিবে না ॥ ৬৭

যিনি পরম গোপনীয় আমার এই গীতাশাস্ত্র আমার ভক্তগণকে বলিবেন, তিনি আমাতে প্রেমলক্ষণা ভক্তিলাভ করত নিশ্চয়ই আমাকেই প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৬৮

অতএব আপনার ভক্তগণের নিকট গীতাশাস্ত্র ব্যাখ্যাতা হইতে মনুষ্যগণের মধ্যে কেহই আমার নিরতিশয় পরিতোষকর্ত্তা নাই; কালান্তরেও হইবে না, আমারও তাহা হইতে অন্য প্রিয়তর অধুনা সংসারে নাই—কালান্তরেও হইবে না ॥ ৬৯

এবং যিনি আমাদের এই ধর্ম্মযুক্ত সংবাদ পাঠ করিবেন, তাঁহার দ্বারা আমি সর্ব্বযজ্ঞের শ্রেষ্ঠ যজ্ঞ জ্ঞানযজ্ঞের দ্বারা অর্চ্চিত হইব। যদি কেহ গীতার্থ না বুঝিয়াও পাঠ করে, তাহা হইলেও আমি তাহার প্রতি প্রসন্ন হইব। যেমন কেহ কাহাকেও যদৃচ্ছাক্রমে নাম ধরিয়া আহ্বান করিলে সে তাহার নিকট উপস্থিত হয়, তদ্রূপ গীতাপাঠকারী আমাকেই আহ্বান করিতেছে মনে করিয়া তাহার নিকট উপস্থিত হইব ॥ ৭০

শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও গুণে দোষাবিষ্কারহীন যে মানব কেবলমাত্র শ্রবণও করিবেন, তিনিও সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হইয়া অশ্বমেধ যজ্ঞকারিগণের লোকসমূহ প্রাপ্ত হইবেন ॥ ৭১

কচ্চিদেতচ্ছ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা।
কচ্চিদজ্ঞানসম্মোহঃ প্রনষ্টস্তে ধনঞ্জয়॥ ৭২

অর্জ্জুন উবাচ।

নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লব্ধা ত্বৎপ্রসাদান্ময়াচ্যুত।
স্থিতোঽস্মি গতসন্দেহঃ করিষ্যে বচনং তব॥ ৭৩

সঞ্জয় উবাচ।

ইত্যহং বাসুদেবস্য পার্থস্য চ মহাত্মনঃ।
সংবাদমিমমশ্রৌষমদ্ভুতং রোমহর্ষণম্॥ ৭৪
ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ্রুতবানিমং গুহ্যমহং পরম্।
যোগং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্॥ ৭৫
রাজন্ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য সংবাদমিমমদ্ভুতম্।
কেশবার্জ্জুনয়োঃ পুণ্যং হৃষ্যামি চ মুহুর্মুহুঃ॥ ৭৬
তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ॥ ৭৭

টীকা — সম্যগ্‌বোধানুৎপত্তৌ পুনরুপদেক্ষ্যামীত্যাশয়েনাহ—কচ্চিদিতি। কচ্চিদিতি প্রশ্নার্থঃ। অজ্ঞান-সম্মোহস্তত্ত্বাজ্ঞানকৃতো বিপর্য্যয়ঃ। স্পষ্টমন্যৎ॥ ৭২

টীকা — কৃতার্থঃ সন্নর্জ্জুন উবাচ — নষ্ট ইতি। আত্মবিষয়ো মোহো নষ্টঃ, যতোঽহমহমস্মীতি স্বরূপানুসন্ধানরূপা স্মৃতিস্ত্বৎপ্রসাদান্ময়া লব্ধা; স্থিতোঽস্মি, যুদ্ধায়োত্থিতোঽস্মি। গতঃ ধর্ম্মবিষয়ঃ সন্দেহো যস্য সোঽহং তবাজ্ঞাং করিষ্যে ইতি॥ ৭৩

টীকা—অথেবং ধৃতরাষ্ট্রং প্রতি শ্রীকৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদং প্রস্তুত্য কথামনুসন্দধানঃ সঞ্জয় উবাচ—ইত্যহমিতি। রোমহর্ষণং রোমাঞ্চকরং সংবাদমশ্রৌষং শ্রুতবানহম্। স্পষ্টমন্যৎ॥ ৭৪

আত্মনস্তস্য শ্রবণে সম্ভাবনামাহ—ব্যাসপ্রসাদাদিতি। ভগবতা ব্যাসেন দিব্যং চক্ষুঃশ্রোত্রাদি মহ্যং দত্তম্, অতো ব্যাসস্য প্রসাদাদেতৎ অহং শ্রুতবানস্মি। কিং তদিত্যপেক্ষায়ামাহ—পরং যোগম্। পরমমাবিষ্করোতি—যোগেশ্বরাৎ শ্রীকৃষ্ণাৎ স্বয়মেব সাক্ষাৎ কথয়তঃ শ্রুতবানিতি॥ ৭৫

টীকা—কিঞ্চ—রাজন্নিতি। হৃষ্যামি রোমাঞ্চিতো

হে পার্থ! তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রবণ করিয়াছ তো? হে ধনঞ্জয়! তোমার অজ্ঞানকৃত বিপরীতক্রম উত্তমরূপে ধ্বস্ত হইয়াছে ত? ৭২

অর্জুন বলিলেন,—হে অচ্যুত! আমার আত্মবিষয়ক মোহ (অজ্ঞান) নষ্ট হইয়াছে। তোমার প্রসাদে আমি স্বরূপ অনুসন্ধান-রূপিণী স্মৃতি লাভ করিয়াছি, আমি যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াছি, আমার ধর্ম্মবিষয়ক সংশয় আর নাই, আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিব॥ ৭৩

সঞ্জয় বলিলেন,—আমি ভগবান্ বাসুদেব এবং মহাত্মা অর্জুনের

এই রোমাঞ্চকর বিস্ময়জনক এই সংবাদ শ্রবণ করিলাম॥ ৭৪

আমি ভগবান্ ব্যাসের কৃপায় এই নিগূঢ়তম পরম গোপনীয় যোগকথনকারী সাক্ষাৎ যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমুখ হইতে শুনিলাম॥ ৭৫

হে রাজন্! কেশব ও অর্জুনের এই বিশুদ্ধ বিস্ময়জনক বৃত্তান্ত পুনঃ পুনঃ উত্তমরূপে স্মরণ করত বারংবার পুলকিত হইতেছি॥ ৭৬

হে রাজন্! হরির সেই বিস্ময়জনক বিশ্বরূপ স্মরণ করিয়া, স্মরণ করিয়া মহান্ বিস্ময় হইতেছে, আমি বারবার আহ্লাদিত হইতেছি॥ ৭৭

যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনুর্ধরঃ।
তত্র শ্রীর্বিজয়ো ভূতির্ধ্রুবা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮

ইতি শ্রীমহাভারতে শতসাহস্র্যাং সংহিতায়াং বৈয়াসিক্যাং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষদ্সু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণার্জুনসংবাদে মোক্ষসন্ন্যাসযোগো নামাষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ভীষ্মপর্বণি তু দ্বিচত্বারিংশোঽধ্যায়ঃ ॥
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সমাপ্তা

মামুপযান্তি তে।" "মদ্ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে" ইত্যাদি বচনাৎ, ন তত্ত্বজ্ঞানমেব ভক্তিরিতি যুক্তম্, "সঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পরাম্। ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ॥" ইত্যাদৌ ভেদদর্শনাৎ। ন চৈবং সতি "তমেব বিদিত্বাঽতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়" ইতি শ্রুতিবিরোধঃ শঙ্কনীয়ঃ, ভক্ত্যাদ্যন্তরব্যাপারত্বাৎ জ্ঞানস্য। ন হি কাষ্ঠৈঃ পচত্যোদনাদ্যে জ্বালানামসাধনত্বমুক্তং ভবতি কিন্তু, "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥" "দেহান্তে দেবঃ পরং ব্রহ্ম তারকং ব্যাচষ্টে" "যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ" ইত্যাদি শ্রুতিস্মৃতিপুরাণবচনান্যেবং সতি সমঞ্জসানি ভবন্তি, তস্মাদ্ভগবদ্ভক্তিরেব মোক্ষহেতুরিতি সিদ্ধম্ ॥ ৭৮

তেনৈব দত্তয়া যত্যা তদ্গীতাবিবৃতিঃ কৃতা।
স এব পরমানন্দস্তয়া প্রীণাতু মাধবঃ॥
পরমানন্দপাদাম্ভোরুহ-শ্রীধরবিধাধুনা।
শ্রীধরস্বামিযতিনা কৃতা গীতা-সুবোধিনী॥
যৎপ্রাপ্যলভ্যবলাদ্বিলোড্য ভগবদ্গীতাঃ তদন্তর্গতং
তত্ত্বং প্রেক্ষ্য কৃপেতি কিং গুরুকৃপাপীযূষদৃষ্টিং বিনা।
অদ্য, স্বাঞ্জলিনা নিবন্ত জলধেরাদিংসুবন্তর্মনী-
নাবর্তেষু ন কিং নিমজ্জতি জনঃ সংকর্ণধারং বিনা॥

ইতি শ্রীশ্রীধরস্বামিযতিকৃতায়াং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাটীকায়াং সুবোধিন্যাং পরমার্থনির্ণয়ো (মোক্ষযোগঃ) নাম অষ্টাদশোঽধ্যায়ঃ ॥ ১৮

যে পাণ্ডবগণের পক্ষে স্বয়ং যোগেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ বর্ত্তমান, যে পক্ষে গাণ্ডীব ধনুর্দ্ধর অর্জুন, সেখানেই রাজলক্ষ্মী ও সেখানেই বিজয় এবং উত্তর উত্তর অভিবৃদ্ধি নীতি ও নিশ্চয় ইহাই আমার নিশ্চয়।

অধুনা আপনি শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হইয়া পাণ্ডবগণকে প্রদত্ত সর্ব্বস্ব তাঁহাদের অন্বেষণপূর্ব্বক পুত্রগণের প্রাণরক্ষা করুন ॥ ১৮

ইতি শ্রীমহাভারতে বেদব্যাসবিরচিত শতসহস্র-সংহিতা মধ্যে ভীষ্মপর্বান্তর্গত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা উপনিষদে ব্রহ্মবিদ্যাবিষয়ক যোগশাস্ত্রে কৃষ্ণার্জুনসংবাদে মোক্ষসন্ন্যাসযোগ নামক
অষ্টাদশ অধ্যায়।
অনন্তশ্রীবলিত শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎগীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবকৃত
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনুবাদ সমাপ্ত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা সম্পূর্ণা

(গীতাপাঠের পূর্ব্বে যথাবিহিত সঙ্কল্প, অঙ্গন্যাস, করন্যাস ও ধ্যানান্তে পৃথক্‌পৃথক্‌ এই মঙ্গলাচরণ শ্লোকগুলি পাঠ করিতে হয়।)

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

অথ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়াঃ প্রারম্ভঃ

মঙ্গলাচরণম্।

ওঁ অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্।
তৎপদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥
য আদিনাথো ভগবাননাদি-
র্জ্ঞানাবৃধিঃ বাসুরবতিমহাত্মা।
শ্রীদেশিকেন্দ্রঃ করুণাম্বুরাশি-
র্মানাবরূপৈশ্চরতীহ লোকে॥

শ্রীহয়গ্রীবায় নমঃ

শুক্লাম্বরধরং বিষ্ণুং শশিবর্ণং চতুর্ভুজম্।
প্রসন্নবদনং ধ্যায়েৎ সর্ব্ববিঘ্নোপশান্তয়ে॥

বাগীশাদ্যাঃ সুমনসঃ সর্ব্বার্থানামুপক্রমে।
যং নত্বা কৃতকৃত্যাঃ স্যুস্তং নমামি গজাননম্॥ ২
নমো ধর্ম্মায় মহতে নমঃ কৃষ্ণায় বেধসে।
ব্রাহ্মণেভ্যো নমস্কৃত্য ধর্ম্মান্ বক্ষ্যে সনাতনান্॥ ৩
নারায়ণং নমস্কৃত্য নরঞ্চৈব নরোত্তমম্।
দেবীং সরস্বতীঞ্চৈব ততো জয়মুদীরয়েৎ॥ ৪
ব্যাসং বশিষ্ঠনপ্তারং শক্তেঃ পৌত্রমকল্মষম্।
পরাশরাত্মজং বন্দে শুকতাতং তপোনিধিম্॥ ৫
ব্যাসায় বিষ্ণুরূপায় ব্যাসরূপায় বিষ্ণবে।
নমো বৈ ব্রহ্মনিধয়ে বাশিষ্ঠায় নমো নমঃ॥ ৬
অচতুর্ব্বদনো ব্রহ্মা দ্বিবাহুরপরো হরিঃ।
অভাললোচনঃ শম্ভুর্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ॥ ৭

শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্যম্

ধরোবাচ

ভগবন্ পরমেশান ভক্তিরব্যভিচারিণী।
প্রারব্ধং ভুঞ্জমানস্য কথং ভবতি হে প্রভো॥ ১

শ্রীবিষ্ণুরুবাচ।

প্রারব্ধং ভুঞ্জমানো হি গীতাভ্যাসরতঃ সদা।
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে॥ ২
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যানং করোতি চেৎ।
ক্বচিৎ স্পর্শং ন কুর্ব্বন্তি নলিনীদলমম্বুবৎ॥ ৩

গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র যত্র পাঠঃ প্রবর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে॥ ৪
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনঃ পন্নগাশ্চ যে।
গোপালা গোপিকা বাপি নারদোদ্ধবপার্ষদৈঃ॥
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে॥ ৫
যত্র গীতাবিচারশ্চ পঠনং পাঠনং শ্রুতম্।
তত্রাহং নিশ্চিতং পৃথ্বি নিবসামি সদৈব হি॥ ৬

শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্য

অনুবাদক—শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব।

শ্রীরাদেবী বলিলেন—হে ভগবন্ পরমেশ্বর! হে প্রভো! প্রারব্ধ ভোগকারীর অব্যভিচারিণী অনন্যা নিষ্কলা ভক্তি কি প্রকারে হয়? ১

শ্রীভগবান্ বিষ্ণু বলিলেন—হে দেবি! সর্ব্বদা যে মানব গীতাভ্যাসে রত প্রারব্ধ ভোগ করিলেও তিনি মুক্ত, জগতে তিনি সুখী এবং কোন কর্ম্মের দ্বারা লিপ্ত হন না। ২

যেমন পদ্মপত্রে জল সংলগ্ন হয় না, তদ্রূপ যিনি গীতাধ্যান করেন, তাঁহাকে মহাপাপ অতিপাপ সকল কখনও স্পর্শ করিতে পারে না। ৩

যে স্থানে গীতাপুস্তক থাকে, যে স্থলে গীতা পাঠ হয়, সেখানে প্রয়াগ আদি নিখিল তীর্থ বর্ত্তমান থাকে। ৪

যে স্থলে গীতা পাঠ অনুষ্ঠিত হয়, তথায় সমস্ত দেবতা ঋষিসমূহ, যোগিগণ, পন্নগ সকল, গোপালবৃন্দ, গোপিকাবৃন্দ, নারদ, উদ্ধব আদি পার্ষদবৃন্দের সহ সত্বর সহায় হন। ৫

হে ধরণি! যেখানে গীতা বিচার, পাঠ, পাঠন, শ্রবণ হয়, আমি নিশ্চিত সততই সে স্থলে নিবাস করি। ৬

গীতাশ্রয়েঽহং স্থিতোমি গীতা মে চোত্তমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানমুপাশ্রিত্য ত্রীল্লোকান্ পালয়াম্যহম্ ॥ ৭
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যা স্বানির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা ॥ ৮
চিদানন্দেন কৃষ্ণেন প্রোক্তা স্বমুখতোঽর্জ্জুনম্।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানসংযুতা ॥ ৯
যোঽষ্টাদশ জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং স লভতে ততো যাতি পরং পদম্ ॥ ১০
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে ততোঽর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১১
ত্রিভাগং পঠমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ ॥ ১২
একাধ্যায়ং তু যো নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুতঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ১৩
অধ্যায়ং শ্লোকপাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে নরঃ।
স যাতি নরতাং যাবন্মন্বন্তরং বসুন্ধরে ॥ ১৪
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
দ্বৌ ত্রীনেকং তদর্দ্ধং বা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ ॥ ১৫
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং ধ্রুবম্।
গীতাপাঠসমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ ॥ ১৬
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্।
গীতেত্যুচ্চারসংযুক্তো ম্রিয়মাণঃ গতিং লভেৎ ॥ ১৭
গীতার্থশ্রবণাসক্তো মহাপাপযুতোঽপি বা।
বৈকুণ্ঠং সমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ১৮
গীতার্থং ধ্যায়তে নিত্যং কৃত্বা কর্ম্মাণি ভূরিশঃ।
জীবন্মুক্তঃ স বিজ্ঞেয়ো দেহান্তে পরমং পদম্ ॥ ১৯
গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্দ্ধূতকল্মষা লোকে গীতা যাতা পরং পদম্ ॥ ২০
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠো ভবেত্তস্য শ্রম এব হ্যুদাহৃতঃ ॥ ২১

গীতাকে আশ্রয় করিয়া আমি অবস্থান করি, গীতা আমার উত্তম গৃহ, উত্তমরূপে গীতাজ্ঞান আশ্রয় করত আমি ত্রিভুবন পালন করি। ৭

গীতা আমার অর্দ্ধমাত্রা অক্ষরা নিত্যা অনির্ব্বচনীয়া পদাত্মিকা ব্রহ্মরূপা পরমা বিদ্যা, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। ৮

চিদানন্দময় কৃষ্ণ স্বমুখে বেদত্রয়ী ত্রিবেদস্বরূপিণী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানসংযুতা এই গীতা অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন। ৯

যে মানব আগ্রহচিত্তে অষ্টাদশ অধ্যায় গীতা নিত্য পাঠ করেন তিনি সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন এবং অনন্তর পরমপদ প্রাপ্ত হন। ১০

সম্পূর্ণ পাঠ করিতে অসমর্থ হইলে অর্দ্ধেক পাঠ করিবেন, তাহাতে গোদান-জনিত পুণ্য লাভ করিবেন—এবিষয়ে কোন সংশয় নাই। ১১

গীতা ত্রিভাগ পাঠ করিলে গঙ্গাস্নানের ফললাভ হয়, ষড়ভাগ পাঠে সোমযাগের ফল লাভ হইয়া থাকে। ১২

যিনি ভক্তি সহকারে নিত্য এক অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি দেহান্তে রুদ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং রুদ্র-গণ হইয়া চিরকাল তথায় বাস করিয়া থাকেন। ১৩

হে বসুন্ধরে! যে মানব নিত্য গীতার এক অধ্যায় অথবা অধ্যায়ের চতুর্থ অংশ পাঠ করেন, তিনি মন্বন্তরকাল নরজন্ম লাভ করিয়া থাকেন। ১৪

যে মানব গীতার দশটি সাতটি পাঁচটি চারিটি তিনটি দুইটি একটি অধিক কি অর্দ্ধ শ্লোকও পাঠ করেন। ১৫

তিনি নিশ্চিত অযুত বর্ষ কাল চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। গীতা-পাঠনিরত মৃত মানব নরজন্ম লাভ করিয়া থাকেন। ১৬

পুনঃ পুনঃ গীতা অভ্যাস করত উত্তম মুক্তি লাভ করেন, মরণ কালে "গীতা" এই মহামন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেহত্যাগ করিলে পরমা গতি প্রাপ্ত হন। ১৭

মহাপাপযুক্ত ব্যক্তিও যদি গীতার্থ শ্রবণে আসক্ত হন, তাহা হইলে বৈকুণ্ঠে গমন করত বিষ্ণুর সহিত আনন্দে অবস্থান করেন। ১৮

বহুকর্ম্মানুষ্ঠান করিয়াও যিনি নিত্য গীতার অর্থ চিন্তা করেন তাঁহাকে জীবন্মুক্ত বলিয়া জানিবে, দেহান্তে তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১৯

সংসারে জনক প্রভৃতি বহু নরপতি গীতাকে আশ্রয় করিয়া বিগতপাপ বলিয়া কথিত হইয়া অন্তে পরমপদ লাভ করিয়াছেন। ২০

যিনি গীতা পাঠ করত মাহাত্ম্য পাঠ করেন না, তাঁহার পাঠ বৃথা শ্রমমাত্র বলিয়া কথিত হয়। ২১

এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাভ্যাসং করোতি যঃ।
স তৎফলমবাপ্নোতি দুর্লভাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ২২

যিনি এই মাহাত্ম্যসহ গীতা অভ্যাস করেন, তিনি যথোক্ত ফল লাভ করেন এবং অন্তে দুর্লভ গতি প্রাপ্ত হন। ২২

সূত উবাচ
মাহাত্ম্যমেতদ্ গীতায়া ময়া প্রোক্তং সনাতনম্।
গীতান্তে চ পঠেদ্ যস্তু যত্কিঞ্চিৎ তৎ ফলং লভেৎ ॥ ২৩

ইতি শ্রীশ্রীগীতামাহাত্ম্যং সমাপ্তম্ ॥

সূত কহিলেন, আমি এই সনাতন মাহাত্ম্য বলিলাম। যিনি গীতা পাঠের পর ইহা পাঠ করেন, তিনি কথিত ফল লাভ করিয়া থাকেন। ২৩

অনন্তশ্রীবিভূষিত শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবকৃত শ্রীগীতামাহাত্ম্যের অনুবাদ সমাপ্ত।

অথ দ্বিতীয়মাহাত্ম্যম্।

গীতাশাস্ত্রমিদং পুণ্যং যঃ পঠেৎ প্রযতঃ পুমান্।
বিষ্ণোঃ পদমবাপ্নোতি ভয়শোকাদিবর্জিতঃ ॥ ১
গীতাধ্যয়নশীলস্য প্রাণায়ামপরস্য চ।
নৈব সন্তি হি পাপানি পূর্বজন্মকৃতানি চ ॥ ২
মলনির্মোচনং পুংসাং জলস্নানং দিনে দিনে।
সকৃদ্ গীতাম্ভসি স্নানং সংসারমলনাশনম্ ॥ ৩
গীতা সুগীতা কর্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
যা স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্ বিনিঃসৃতা ॥ ৪
ভারতামৃতসর্বস্বং বিষ্ণোর্বক্ত্রাদ্ বিনিঃসৃতম্।
গীতাগঙ্গোদকং পীত্বা পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ ৫
সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ ॥ ৬
একং শাস্ত্রং দেবকীপুত্রগীতং
একো দেবো দেবকীপুত্র এব।
একো মন্ত্রস্তস্য নামানি যানি
কর্মাপ্যেকং তস্য দেবস্য সেবা ॥ ৭

অথ দ্বিতীয় মাহাত্ম্য

অনুবাদক—অনন্তশ্রীবিভূষিত শ্রীশ্রীঠাকুর শ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব।

যে সংযত পুরুষ এই পবিত্র গীতাশাস্ত্র পাঠ করেন, তিনি শোকভয়াদিবিহীন বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ১

গীতাধ্যয়নশীল ও প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তির পূর্বজন্মকৃত পাপ থাকিতে পারে না। ২

পুরুষের প্রতিদিন জলের দ্বারা স্নানে গাত্রমল দূরীভূত হয়—একবার মাত্র গীতারূপ পরম পাবনবারিতে স্নান করিলে সংসার-মল নাশ হইয়া থাকে। ৩

যে গীতা স্বয়ং পদ্মনাভ নারায়ণের মুখপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে, তাহাই উত্তমরূপে অভ্যাস করা কর্তব্য, অন্য বিস্তর শাস্ত্রে কি প্রয়োজন। ৪

মহাভারতরূপ অমৃতের সর্বস্ব বিষ্ণুর শ্রীমুখ হইতে বিনির্গত গীতা-গঙ্গাজল পান করিলে পুনর্জন্ম হয় না। ৫

যিনি উপনিষদ্ গাভী, গোপনন্দন কৃষ্ণ, অর্জুন বৎস, সুধী মহৎ গীতামৃত, সুধীগণ ইহার ভোক্তা। ৬

দেবকীপুত্র-কথিত গীতাই একমাত্র শাস্ত্র, একমাত্র দেবতা দেবকীপুত্র, একমাত্র মন্ত্র হইল তাঁহার নাম—তাঁহার সেবাই একমাত্র কর্ম। ৭

অনন্তশ্রীবিভূষিত শ্রীশ্রীঠাকুরশ্রীমৎসীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেবকৃত
শ্রীগীতামাহাত্ম্যের অনুবাদ সমাপ্ত।

অথ তৃতীয়মাহাত্ম্যম্।

ঋষিরুবাচ।

গীতায়াশ্চৈব মাহাত্ম্যং যথাবৎ সূত! মে বদ।
পুরা নারায়ণ-ক্ষেত্রে ব্যাসেন মুনিনোদিতম্॥ ১

সূত উবাচ।

তত্রৈ ভগবতা পৃষ্টং যদ্ধি গুহ্যতমং পরম্।
শক্যতে কেন তদ্বক্তুং গীতামাহাত্ম্যমুত্তমম্॥ ২
কৃষ্ণো জানাতি বৈ সম্যক্ কিঞ্চিৎ কুন্তীসুতঃ ফলম্।
ব্যাসো বা ব্যাসপুত্রো বা যাজ্ঞবল্ক্যোঽথ মৈথিলঃ॥ ৩
অন্যে শ্রবণতঃ শ্রুত্বা লেশং সংকীর্তয়ন্তি চ।
তস্মাৎ কিঞ্চিদ্বদাম্যত্র ব্যাসস্যাস্যাজ্ঞয়া শ্রুতম্॥ ৪
সর্বোপনিষদো গাবো দোগ্ধা গোপালনন্দনঃ।
পার্থো বৎসঃ সুধীর্ভোক্তা দুগ্ধং গীতামৃতং মহৎ॥ ৫
সারথ্যমর্জুনস্যাদৌ কুর্বন্ গীতামৃতং দদৌ।
লোকত্রয়োপকারায় তস্মৈ কৃষ্ণাত্মনে নমঃ॥ ৬
সংসারসাগরং ঘোরং তর্তুমিচ্ছতি যো নরঃ।

অথ তৃতীয়মাহাত্ম্য।

অনুবাদক—শ্রীশ্রীভক্তানন্দাধিদেবক শ্রীরামহরণকাব্যব্যাকরণতীর্থ।

ঋষি বলিলেন,—হে সূত! পূর্বকালে নারায়ণক্ষেত্রে মহর্ষি ব্যাস-কথিত গীতার মাহাত্ম্য আমার নিকট কীর্তন করুন॥ ১

সূত কহিলেন,—ভগবন্! আপনি উত্তম বিষয় জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। যাহা পরম গোপনীয়শাস্ত্রের মধ্যেও গোপনীয়, সেই উত্তম গীতামাহাত্ম্য কোন ব্যক্তি বর্ণনা করিতে পারেন? ২

একমাত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ইহা সম্যক্ অবগত আছেন, কুন্তীনন্দন অর্জুন ইহার কিঞ্চিৎ ফল জানেন এবং ব্যাস, ব্যাসপুত্র শুকদেব, যাজ্ঞবল্ক্য ও মিথিলাধিপতি জনক কিছু কিছু অবগত আছেন॥ ৩

অন্যান্য ব্যক্তিগণ পরম্পরের মুখে শ্রবণ করিয়া ইহার লেশমাত্র কীর্তন করেন। অতএব আমি ব্যাসদেবের মুখে যেরূপ শুনিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ কীর্তন করিতেছি॥ ৪

সমস্ত উপনিষদ্ গোস্বরূপা, নন্দনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দোহনকর্তা, কুন্তীপুত্র অর্জুন বৎস, জ্ঞানী ভোক্তা এবং এই গীতারূপ অমৃত দুগ্ধ॥ ৫

যিনি অর্জুনের সারথ্যকার্যে ব্রতী হইয়া লোকত্রয়ের উপকারার্থ গীতারূপ অমৃত দান করিয়াছিলেন, সেই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকে প্রণাম করি॥ ৬

যে মানব ঘোর সংসারসাগর উত্তীর্ণ হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি গীতারূপ নৌকা লাভ করিয়া অনায়াসে উহা পার হইতে সমর্থ হন॥ ৭

যে মূঢ়ব্যক্তি সম্যক্ অভ্যাসযোগের দ্বারা গীতাজ্ঞান শ্রবণ করে নাই, অথচ মোক্ষপ্রাপ্তির ইচ্ছা করে, সে বালকের উপহাসাস্পদ হয়॥ ৮

যাঁহারা দিবারাত্র গীতাশাস্ত্র শ্রবণ বা পাঠ করেন, তাঁহারা মনুষ্য নহেন; দেবতুল্য—ইহাতে কোনও সংশয় নাই॥ ৯

শ্রীকৃষ্ণ গীতাজ্ঞান দ্বারাই সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্মবিষয়ক পরম ভক্তিতত্ত্ব অর্জুনের বোধোৎপাদনের জন্য তাঁহার নিকট কীর্তন করিয়াছিলেন॥ ১০

ভুক্তিমুক্তিপ্রদায়ক অষ্টাদশ অধ্যায়রূপ সোপান(সিঁড়ি)-বিশিষ্ট এই গীতা দ্বারা ক্রমে প্রেমভক্ত্যাদি সকল কার্যে চিত্তশুদ্ধি হয়॥ ১১

এই গীতারূপ সলিলে স্নান করিলে সাধুজনের সংসারমল নাশ হয়; কিন্তু শ্রদ্ধাবিহীন মানবের পক্ষে এই স্নানকার্য হস্তিস্নানের ন্যায় বৃথায় পর্যবসিত হয়॥ ১২

যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্রের পাঠ, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা অবগত নহে, মনুষ্যলোকে তাদৃশ ব্যক্তি বৃথা কর্মকারী অর্থাৎ তাহার সকল কর্মই বিফল হইয়া থাকে॥ ১৩

অতএব যে ব্যক্তি গীতা শাস্ত্র অবগত নহে, তদপেক্ষা অধম আর নাই। তাহার মানুষদেহে ধিক্, তাহার শাস্ত্রপাঠজনিত বিজ্ঞানে এবং কুলশীলতাতেও ধিক্॥ ১৪

গীতার্থং ন বিজানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ শরীরং শুভং শীলং বিভবস্তস্য গৃহাশ্রমম্ ॥ ১৫
গীতাশাস্ত্রং ন জানাতি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
ধিক্ প্রারম্ভং প্রতিষ্ঠাঞ্চ পূজাং দানং মহত্তমম্ ॥ ১৬
গীতাশাস্ত্রে মতির্নাস্তি সর্ব্বং তন্নিষ্ফলং জগুঃ।
ধিক্ তস্য জ্ঞানদাতারং ব্রতং নিষ্ঠাং তপো যশঃ ॥ ১৭
গীতার্থপঠনং নাস্তি নাধমস্তৎপরো জনঃ।
গীতাগীতং ন যজ্জ্ঞানং তদ্বিদ্ধ্যাসুরসম্মতম্।
তন্মোঘং ধর্ম্মরহিতং বেদবেদান্তগর্হিতম্ ॥ ১৮
তস্মাদ্ধর্ম্মময়ী গীতা সর্ব্বজ্ঞানপ্রযোজিকা।
সর্ব্বশাস্ত্রসারভূতা বিশুদ্ধা সা বিশিষ্যতে ॥ ১৯
যোঽহরীতে বিষ্ণুপর্ব্বণ্যাং গীতাং শ্রীহরিবাসরে।
স্বপন্ জাগ্রৎ চলন্ তিষ্ঠন্ শত্রুভির্ন স হীয়তে ॥ ২০
শালগ্রাম-শিলায়াং বা দেবাগারে শিবালয়ে।
তীর্থে নদ্যাং পঠেদ্গীতাং সৌভাগ্যং লভতে ধ্রুবম্ ॥ ২১
দেবকীনন্দনঃ কৃষ্ণো গীতাপাঠেন তুষ্যতি
যথা ন বেদৈর্দানেন যজ্ঞতীর্থব্রতাদিভিঃ ॥ ২২
গীতাধীতা চ যেনাপি ভক্তিভাবেন চেতসা।
বেদশাস্ত্রপুরাণানি তেনাধীতানি সর্ব্বশঃ ॥ ২৩
যোগস্থানে সিদ্ধপীঠে শিলাগ্রে সংসভাসু চ।
যজ্ঞে চ বিষ্ণুভক্ত্যাগ্রে পঠন্ সিদ্ধিং পরাং লভেৎ ॥ ২৪
গীতাপাঠঞ্চ শ্রবণং যঃ করোতি দিনে দিনে।
ক্রতবো বাজিমেধাদ্যাঃ কৃতাস্তেন সদক্ষিণাঃ ॥ ২৫
যঃ শৃণোতি চ গীতার্থং কীর্ত্তয়ত্যেব যঃ পরম্।
শ্রাবয়েচ্চ পরার্থং বৈ স প্রযাতি পরং পদম্ ॥ ২৬
গীতায়াঃ পুস্তকং শুদ্ধং যোঽর্পয়ত্যেব সাদরাৎ।
বিধিনা ভক্তিভাবেন তস্য ভার্য্যা প্রিয়া ভবেৎ ॥ ২৭
যশঃ সৌভাগ্যমারোগ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ।
পত্নিতানাং প্রিয়ো ভূত্বা পরমং সুখমশ্নুতে ॥ ২৮
অভিচারোদ্ভবং দুঃখং তৎপাপাগতঞ্চ যৎ।
নোপসর্পতি তত্রৈব যত্র গীতার্চ্চনা গৃহে ॥ ২৯

যে ব্যক্তি গীতার অর্থ অবগত নহে, তাহার অপেক্ষা অধম আর নাই; তাহার মনোহর দেহ, তাহার উৎকৃষ্ট চরিত্রে ধিক্, তাহার উত্তম বিভবে ধিক্ এবং তাহার সুরম্য গৃহাশ্রমেও ধিক্ ॥ ১৫

যে ব্যক্তি গীতাশাস্ত্র অবগত নহে, তদপেক্ষা অধম আর নাই; তাহার প্রারম্ভে ধিক্, প্রতিষ্ঠায় ধিক্, পূজায় ধিক্, দানে ধিক্ ও মহত্বে ধিক্ ॥ ১৬

গীতাশাস্ত্রে যাহার মতি নাই, তাহার সমস্ত নিষ্ফল বলিয়া কীর্ত্তিত হয়; তাহার জ্ঞানদাতাকে ধিক্, তাহার ব্রত, নিষ্ঠা ও তপস্যায় ধিক্, তাহার যশেও ধিক্ ॥ ১৭

যে ব্যক্তি গীতার অর্থসহ পাঠ না জানে, তদপেক্ষা অধম আর নাই। যে জ্ঞান গীতায় উক্ত হয় নাই, তাহা আসুর জ্ঞান বলিয়া জানিবে; তাহা বিফল ধর্ম্মহীন এবং বেদবেদান্তে নিন্দিত ॥ ১৮

অতএব ধর্ম্মময়ী গীতা সকল জ্ঞানেরই কারণস্বরূপা, ইহা সর্ব্বশাস্ত্রের সারভূতা ও বিশুদ্ধা বলিয়া প্রশংসিতা ॥ ১৯

যিনি বিষ্ণুপর্ব্বদিনে ও শ্রীহরিবাসরে গীতা অধ্যয়ন করেন, নিদ্রাবস্থায়, জাগরিতাবস্থায়, গমনকালে বা অবস্থান কালে তিনি শত্রুকর্ত্তৃক পরাভূত হন না ॥ ২০

যিনি শালগ্রামশিলা-সমীপে, দেবালয়ে, শিবমন্দিরে, তীর্থে ও নদীতীরে গীতা পাঠ করেন, তাঁহার নিশ্চয়ই সৌভাগ্যলাভ হয় ॥ ২১

দেবকীনন্দন ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতাপাঠে যেরূপ সন্তোষ লাভ করেন, বেদপাঠে, দান, যজ্ঞানুষ্ঠান, তীর্থপর্য্যটন ও ব্রত প্রভৃতি দ্বারা সেরূপ সন্তুষ্ট হন না ॥ ২২

যে ব্যক্তি ভক্তিযুক্ত মনে গীতা অধ্যয়ন করেন, তৎকর্ত্তৃক সমুদয় বেদ, নিখিলশাস্ত্র ও পুরাণ—এ সমস্তই সর্ব্বপ্রকারে অধীত হয় ॥ ২৩

যোগস্থানে, সিদ্ধপীঠে, শালগ্রামশিলার সম্মুখে, সজ্জনগণের সভায়, যজ্ঞে এবং বিষ্ণুভক্তসমীপে গীতা পাঠ করিলে পরম সিদ্ধিলাভ হয় ॥ ২৪

যিনি প্রত্যহ গীতা পাঠ বা শ্রবণ করেন, তৎকর্ত্তৃক অশ্বমেধ প্রভৃতি সমস্ত যজ্ঞ সম্পাদিত হইয়া থাকে ॥ ২৫

যিনি গীতার অর্থ শ্রবণ অথবা কীর্ত্তন করেন, কিম্বা অন্য ব্যক্তিকে শ্রবণ করান, তাঁহার পরমপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে ॥ ২৬

যিনি আদরসহকারে যথাবিধি ভক্তিভাবে কাহাকেও বিশুদ্ধ গীতাপুস্তক দান করেন, তাঁহার পত্নী প্রিয়তমা হয় ॥ ২৭

তিনি যশ, সৌভাগ্য ও আরোগ্য লাভ করেন, ইহাতে সন্দেহ নাই এবং পত্নীর প্রিয়তমা হইয়া পরম সুখ লাভ করেন ॥ ২৮

যে গৃহে প্রতিনিয়ত গীতার অর্চ্চনা হয়, তথায় অভিচারজাত দুঃখ অথবা কঠোর পাপজাত ক্লেশ উপস্থিত হয় না ॥ ২৯

তাপত্রয়োদ্ভবা পীড়া নৈব ব্যাধিভবং ক্বচিৎ।
ন শাপো নৈব পাপঞ্চ দুর্গতির্নরকং ন চ ॥ ৩০
বিক্ষোটকাদয়ো দেহে ন বাধন্তে কদাচন।
লভেৎ কৃষ্ণপদে দাস্যং ভক্তিঞ্চাব্যভিচারিণীম্ ॥ ৩১
জায়তে সততং সখ্যং সর্ব্বজীবগণৈঃ সহ।
প্রারব্ধং ভুঞ্জতে বাপি গীতাভ্যাসরতস্তু চ ॥ ৩২
স মুক্তঃ স সুখী লোকে কর্ম্মণা নোপলিপ্যতে।
মহাপাপাতিপাপানি গীতাধ্যায়ী করোতি চেৎ।
ন কিঞ্চিৎ স্পৃশ্যতে তস্তু নলিনীদলমম্ভসা ॥ ৩৩
অনাচারোদ্ভবং পাপমবাচ্যাদিকৃতঞ্চ যৎ।
অভক্ষ্যভক্ষজং দোষমস্পৃশ্যস্পর্শজং তথা ॥ ৩৪
জ্ঞানাজ্ঞানকৃতং নিত্যমিন্দ্রিয়ৈর্জনিতঞ্চ যৎ।
তৎ সর্ব্বং নাশমায়াতি গীতাপাঠেন তৎক্ষণাৎ ॥ ৩৫
সর্ব্বত্র প্রতিভোক্তা চ প্রতিগ্রহ চ সর্ব্বশঃ।
গীতাপাঠং প্রকুর্ব্বাণো ন লিপ্যেত কদাচন ॥ ৩৬
রত্নপূর্ণাং মহীং সর্ব্বাং প্রতিগৃহ্যাবিধানতঃ।
গীতাপাঠেন বৈকেন তুষ্টস্তুষ্টো ভবেৎ সদা ॥ ৩৭
যস্যান্তঃকরণং নিত্যং গীতায়াং রমতে সদা।
স সাত্ত্বিকঃ সদা জ্ঞানী ক্রিয়াবান্ স চ পণ্ডিতঃ ॥ ৩৮
দর্শনীয়ঃ স ধনবান্ স যোগী জ্ঞানবানপি।
স এব যাজ্ঞিকো যাজ্ঞী সর্ব্ববেদার্থদর্শকঃ ॥ ৩৯
গীতায়াঃ পুস্তকং যত্র নিত্যপাঠশ্চ বর্ত্ততে।
তত্র সর্ব্বাণি তীর্থানি প্রয়াগাদীনি ভূতলে ॥ ৪০
নিবসন্তি সদা দেহে দেহশেষেঽপি সর্ব্বদা।
সর্ব্বে দেবাশ্চ ঋষয়ো যোগিনো দেহরক্ষকাঃ ॥ ৪১
গোপালো বালকৃষ্ণোঽপি নারদ-ধ্রুবপার্ষদৈঃ।
সহায়ো জায়তে শীঘ্রং যত্র গীতা প্রবর্ত্ততে ॥ ৪২
যত্র গীতা-বিচারশ্চ পঠনং পাঠনং তথা।
মোদতে তত্র শ্রীকৃষ্ণো ভগবান্ রাধয়া সহ ॥ ৪৩

শ্রীভগবানুবাচ।

গীতা মে হৃদয়ং পার্থ! গীতা মে সারমুত্তমম্।
গীতা মে জ্ঞানমত্যুগ্রং গীতা মে জ্ঞানমব্যয়ম্ ॥ ৪৪

তথায় আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক, আধিভৌতিক এই ত্রিবিধ তাপত্রয় পীড়া হয় না, পাপ, শাপ, দুর্গতি বা নরকের সম্ভাবনা থাকে না। ৩০

সেই গৃহে বিস্ফোটকাদি কাহারও দেহে পীড়া উৎপাদন করিতে পারে না; সেই গৃহস্থিত জনগণ কৃষ্ণপদে দাস্য ও অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ করেন। ৩১

যে ব্যক্তি গীতাভ্যাসে রত থাকেন, তিনি প্রারব্ধবশে সুখ দুঃখ ভোগ করিলেও সকলজীবগণের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। ৩২

গীতাধ্যায়নকারী ব্যক্তি সতত মুক্ত ও সুখী; তিনি মহাপাতক বা অতিপাতক করিলেও যেমন পদ্মপত্রে জল লিপ্ত হয় না, সেইরূপ তিনিও সহায়ে বা নিজমে কোন কর্ম্মেই লিপ্ত হন না। ৩৩

অনাচার-জনিত, অবাচ্যবাক্য-প্রয়োগজাত, অভক্ষ্য-ভক্ষণজাত অস্পৃশ্য-স্পর্শজনিত, জ্ঞানাজ্ঞানকৃত এবং প্রাত্যহিক ইন্দ্রিয়সম্ভোগজ সর্ব্ববিধ পাপই গীতাপাঠে তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হয়। ৩৪-৩৫

সর্ব্বত্র ভোজনকারী এবং সর্ব্ববিধ দানগ্রহণকারী গীতা পাঠ করিলে, কদাপি পাপে লিপ্ত হয় না। ৩৬

অবিধিপূর্ব্বক রত্ন-পূর্ণা সমগ্র পৃথিবী প্রতিগ্রহ করিয়াও যে ব্যক্তি একবারমাত্র গীতা পাঠ করেন, তিনি বিশুদ্ধ স্ফটিকবৎ নির্ম্মল হইয়া যান। ৩৭

যাঁহার চিত্ত প্রত্যহ নিয়ত গীতায় নিরত থাকে, এই ভূতলে তিনিই সাত্ত্বিক, তিনিই ক্রিয়াবান ও তিনিই পণ্ডিত। ৩৮

তিনি দর্শনীয়, তিনি ধনবান্, তিনি যোগী, তিনি জ্ঞানবান, তিনিই যাজ্ঞিক, তিনিই যাজ্ঞী এবং তিনিই সমুদয় বেদার্থ-প্রদর্শী। ৩৯

যে স্থানে প্রত্যহ গীতা পুস্তক থাকে এবং অধীত হয়, ভূতলে সেই স্থানেই প্রয়াগাদি সকল তীর্থই সর্ব্বদা বিরাজিত থাকেন। ৪০

গীতাপাঠকের দেহে এবং এমন কি দেহশেষেও সর্ব্ব দেবতা এবং যোগিগণ দেহরক্ষকরূপে বাস করেন। ৪১

যে স্থানে গীতাপাঠ হয়, তথায় বালকৃষ্ণদেবী শ্রীগোপাল, তৎক্ষণাৎ নারদাদি (অথবা নারদ ও ধ্রুব প্রভৃতি) নিত্য-পার্ষদগণের সহিত সহায়করূপে উপস্থিত হন। ৪২

যেখানে গীতার বিচার, অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হয়, তথায় শ্রীরাধিকার সহিত ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিরতিশয় আনন্দ লাভ করেন। ৪৩

শ্রীভগবান্ বলিলেন,—হে পার্থ! গীতাই আমার হৃদয়, গীতাই আমার উত্তম সার-স্বরূপ, গীতাই আমার অত্যুগ্র জ্ঞান এবং গীতাই আমার অব্যয় জ্ঞান। ৪৪

গীতা মে চোত্তমং স্থানং গীতা মে পরমং পদম্।
গীতা মে পরমং গুহ্যং গীতা মে পরমো গুরুঃ ॥ ৪৫
গীতাশ্রয়েঽহং তিষ্ঠামি গীতা মে পরমং গৃহম্।
গীতাজ্ঞানং সমাশ্রিত্য ত্রিলোকীং পালয়াম্যহম্ ॥ ৪৬
গীতা মে পরমা বিদ্যা ব্রহ্মরূপা ন সংশয়ঃ।
অর্দ্ধমাত্রাক্ষরা নিত্যমনির্ব্বাচ্যপদাত্মিকা ॥ ৪৭
গীতানামানি বক্ষ্যানি গুহ্যানি শৃণু পাণ্ডব।
কীর্ত্তনাৎ সর্ব্বপাপানি বিলয়ং যান্তি তৎক্ষণাৎ ॥ ৪৮
গঙ্গা গীতা চ সাবিত্রী সীতা সত্যা পতিব্রতা।
ব্রহ্মাবলির্ব্রহ্মবিদ্যা ত্রিসন্ধ্যা মুক্তিগেহিনী ॥ ৪৯
অর্দ্ধমাত্রা চিদানন্দা ভবঘ্নী ভ্রান্তিনাশিনী।
বেদত্রয়ী পরানন্দা তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী ॥ ৫০
ইত্যেতানি জপেন্নিত্যং নরো নিশ্চলমানসঃ।
জ্ঞানসিদ্ধিং লভেন্নিত্যং তথান্তে পরমং পদম্ ॥ ৫১
পাঠেঽসমর্থঃ সম্পূর্ণে তদর্দ্ধং পাঠমাচরেৎ।
তদা গোদানজং পুণ্যং লভতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৫২
ত্রিভাগং পঠমানস্তু সোমযাগফলং লভেৎ।
ষড়ংশং জপমানস্তু গঙ্গাস্নানফলং লভেৎ ॥ ৫৩
তথাধ্যায়দ্বয়ং নিত্যং পঠমানো নিরন্তরম্।
ইন্দ্রলোকমবাপ্নোতি কল্পমেকং বসেদ্ধ্রুবম্ ॥ ৫৪
একমধ্যায়কং নিত্যং পঠতে ভক্তিসংযুক্তঃ।
রুদ্রলোকমবাপ্নোতি গণো ভূত্বা বসেচ্চিরম্ ॥ ৫৫
অধ্যায়ার্দ্ধঞ্চ পাদং বা নিত্যং যঃ পঠতে জনঃ।
প্রাপ্নোতি রবিলোকং স মন্বন্তরসমাঃ শতম্ ॥ ৫৬
গীতায়াঃ শ্লোকদশকং সপ্ত পঞ্চ চতুষ্টয়ম্।
দ্বি-শ্লোকমেকমথবা শ্লোকানাং যঃ পঠেন্নরঃ।
চন্দ্রলোকমবাপ্নোতি বর্ষাণামযুতং তথা ॥ ৫৭
গীতার্দ্ধমেকপাদঞ্চ শ্লোকমধ্যায়মেব চ।
স্বয়ং ত্যক্ত্বা তনুং দেহং প্রয়াতি পরমং পদম্ ॥ ৫৮

গীতা আমার উত্তম স্থান, গীতা আমার পরম পদ, গীতা আমার পরম গুহ্য বস্তু এবং এমন কি গীতাই আমার পরম গুরু ॥ ৪৫

আমি গীতার আশ্রয়েই অবস্থান করি, গীতা আমার পরম গৃহ এবং এই গীতাজ্ঞান আশ্রয় করিয়াই আমি ত্রিভুবন পালন করিয়া থাকি ॥ ৪৬

গীতাই আমার সর্ব্বোত্তমা ব্রহ্মরূপা বিদ্যা,—ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই; উহা পরম অনির্ব্বাচ্য-পদাত্মিকা (বাক্যের অগোচর) অর্দ্ধমাত্রাস্বরূপা ॥ ৪৭

হে পাণ্ডুনন্দন অর্জুন! গীতার গুহ্য নামসকল কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। এই নামসমূহের কীর্ত্তনে তৎক্ষণাৎ সকল পাপ বিনাশ প্রাপ্ত হয় ॥ ৪৮

গঙ্গা, গীতা, সাবিত্রী, সীতা, সত্যা, পতিব্রতা, ব্রহ্মাবলি, ব্রহ্মবিদ্যা, ত্রিসন্ধ্যা, মুক্তগেহিনী, অর্দ্ধমাত্রা, চিদানন্দা, ভবঘ্নী, ভ্রান্তিনাশিনী, বেদত্রয়ী, পরানন্দা, তত্ত্বার্থজ্ঞানমঞ্জরী—যিনি শুদ্ধচিত্তে প্রত্যহ এই সকল নাম জপ করেন, তিনি জ্ঞানসিদ্ধি লাভ করেন এবং অন্তে পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৪৯-৫১

প্রত্যহ সম্পূর্ণ পাঠে অসমর্থ ব্যক্তি গীতার অর্দ্ধেক অংশ পাঠ করিবেন। তাহাতে তিনি নিঃসন্দেহে গোদানজ পুণ্য লাভ করিবেন ॥ ৫২

যিনি তিন ভাগের এক ভাগ পাঠ করেন, তিনি সোমযাগের ফল এবং ছয় ভাগের এক ভাগ পাঠ করিলে গঙ্গাস্নানের ফল লাভ করেন ॥ ৫৩

যিনি সাবধানতার সহিত নিরন্তরভাবে প্রত্যহ ইহার দুইটিমাত্র অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ইন্দ্রলোক লাভ করেন এবং সেখানে একবল্পকাল বাস করেন ॥ ৫৪

যিনি ভক্তিযুক্ত হইয়া প্রত্যহ একটিমাত্র অধ্যায় পাঠ করেন, তিনি রুদ্রলোকে গমন করেন এবং ভগবান্ শঙ্করের গণমধ্যে পরিগণিত হইয়া বহুকাল তথায় বাস করেন ॥ ৫৫

যে ব্যক্তি প্রত্যহ ইহার অর্দ্ধ অধ্যায় বা অধ্যায়ের চারি ভাগের এক ভাগ পাঠ করেন, তিনি সূর্য্যলোকে প্রাপ্ত হন এবং শত মন্বন্তর কাল তথায় অবস্থান করেন ॥ ৫৬

যিনি প্রত্যহ গীতার দশটি, সাতটি, পাঁচটি, তিনটি, দুইটি, একটি বা অর্দ্ধ শ্লোকমাত্র একাগ্রচিত্তে পাঠ করেন, তিনি চন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন এবং অযুত বর্ষকাল তথায় বাস করিয়া থাকেন ॥ ৫৭

যে ব্যক্তি গীতার অর্দ্ধ, একপাদ, একটি শ্লোক বা একটি অধ্যায় স্মরণ করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করেন, তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন ॥ ৫৮

গীতার্থমপি পাঠং বা শৃণুয়াদন্তকালতঃ।
মহাপাতকযুক্তোঽপি মুক্তিভাগী ভবেজ্জনঃ ॥ ৫৯
গীতাপুস্তক-সংযুক্তঃ প্রাণাংস্ত্যক্ত্বা প্রয়াতি যঃ।
স বৈকুণ্ঠমবাপ্নোতি বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬০
গীতাধ্যায়সমাযুক্তো মৃতো মানুষতাং ব্রজেৎ।
গীতাভ্যাসং পুনঃ কৃত্বা লভতে মুক্তিমুত্তমাম্ ॥ ৬১
গীতেত্যুচ্চার-সংযুক্তো ম্রিয়মাণো গতিং লভেৎ ॥ ৬২
যদ্‌যৎ কর্ম্ম চ সর্ব্বত্র গীতাপাঠপ্রকীর্ত্তিমৎ।
তত্তৎ কর্ম্ম চ নির্দ্দোষং কৃত্বা পূর্ণমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৬৩
পিতৃনুদ্দিশ্য যঃ শ্রাদ্ধে গীতাপাঠং করোতি হি।
সন্তুষ্টাঃ পিতরস্তস্য নিরয়াদ্ যান্তি স্বর্গতিম্ ॥ ৬৪
গীতাপাঠেন সন্তুষ্টাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধতর্পিতাঃ।
পিতৃলোকং প্রয়ান্ত্যেব পুত্রাশীর্ব্বাদতৎপরাঃ ॥ ৬৫
গীতাপুস্তকদানঞ্চ ধেনুপুচ্ছসমন্বিতম্।
কৃত্বা চ তদ্দিনে সম্যক্ কৃতার্থো জায়তে জনঃ ॥ ৬৬
পুস্তকং হেমসংযুক্তং গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
দত্ত্বা বিপ্রায় বিদুষে জায়তে ন পুনর্ভবম্ ॥ ৬৭
শতপুস্তকদানঞ্চ গীতায়াঃ প্রকরোতি যঃ।
স যাতি ব্রহ্মসদনং পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভম্ ॥ ৬৮
গীতাদানপ্রভাবেণ সপ্তকল্পমিতাঃ সমাঃ।
বিষ্ণুলোকমবাপ্যান্তে বিষ্ণুনা সহ মোদতে ॥ ৬৯
সম্যক্ শ্রুত্বা চ গীতার্থং পুস্তকং যঃ প্রদাপয়েৎ।
তুষ্টঃ প্রীতঃ শ্রীভগবান্ দদাতি মানসেপ্সিতম্ ॥ ৭০
দেহং মানুষমাশ্রিত্য চাতুর্ব্বর্ণ্যেষু ভারত।
ন শৃণোতি ন পঠতি গীতামমৃতরূপিণীম্।
হত্বাত্মক্লেশযুক্তং স্যাৎ স নরো বিষমশ্নুতে ॥ ৭১
জনঃ সংসারদুঃখার্ত্তো গীতাজ্ঞানং সমাপ্নুতে।
পীত্বা গীতামৃতং লোকে লব্ধ্বা ভক্তিং সুখী ভবেৎ ॥ ৭২
গীতামাশ্রিত্য বহবো ভূভুজো জনকাদয়ঃ।
নির্দ্ধূতকল্মষা লোকে গতাস্তে পরমং পদম্ ॥ ৭৩
গীতায়াং ন বিশেষোঽস্তি জনেষূচ্চাবচেষু চ।
জ্ঞানেষ্বেব সমগ্রেষু সমা ব্রহ্মস্বরূপিণী ॥ ৭৪

যে ব্যক্তি অন্তকালে গীতার অর্থ, পাঠ বা শ্রবণ করেন, মহাপাতকী হইলেও তিনি মুক্তিভাগী হন। ৫৯

যে ব্যক্তি গীতাগ্রন্থসংযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি বৈকুণ্ঠে গমন করেন এবং বিষ্ণুর সহিত আনন্দে বাস করেন। ৬০

গীতার একটি অধ্যায় সংযুক্ত হইয়া মরিলে মনুষ্যজন্ম প্রাপ্ত হইয়া পুনরায় গীতাজ্ঞান পূর্ব্বক মুক্তি লাভ করেন। ৬১

"গীতা" এই শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি দেহত্যাগ করেন, তাঁহার পরমা গতি লাভ হয়। ৬২

সর্ব্বত্র গীতা পাঠ করিয়া যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, তৎসমস্ত নির্দ্দোষ ও পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়। ৬৩

যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধকালে পিতৃগণের উদ্দেশে গীতা পাঠ করেন, তাঁহার পিতৃগণ সন্তুষ্ট হইয়া নরক হইতে স্বর্গে গমন করেন। ৬৪

শ্রাদ্ধে গীতাপাঠ দ্বারা তৃপ্তিপ্রাপ্ত ও সন্তুষ্ট হইয়া পিতৃগণ পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে স্বর্গলোকে গমন করেন। ৬৫

গোপুচ্ছ (চামর) সমন্বিত গীতাপুস্তক দান করিলে, সেই দিনেই মানব সম্যক্ কৃতার্থ হন। ৬৬

যিনি স্বর্ণসংযুক্ত গীতাপুস্তক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন, তাঁহাকে আর পুনর্ব্বার ভূলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ৬৭

যে ব্যক্তি একশত গীতাগ্রন্থ দান করেন, তাঁহার ব্রহ্মধামে গতি হয় এবং আর মর্ত্ত্যলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না। ৬৮

গীতাদানের প্রভাবে বিষ্ণুলোকে সপ্তকল্প পরিমিতকাল অবস্থান পূর্ব্বক বিষ্ণুর সহিত বাস করিয়া আনন্দ লাভ করা যায়। ৬৯

গীতার্থ সম্যক্ শ্রবণ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি ঐ গ্রন্থ দান করেন, ভগবান্ তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহার মনোবাসনা পূর্ণ করেন। ৭০

চতুর্ব্বর্ণমধ্যে শাস্ত্রপাঠোপযোগী মানুষ দেহ ধারণ করিয়া যে ব্যক্তি অমৃতরূপিণী গীতা শ্রবণ বা পাঠ না করে, সে হস্তপ্রাপ্ত অমৃত ত্যাগ করিয়া বিষ ভক্ষণ করে। ৭১

সংসার-দুঃখে একান্ত কাতর ব্যক্তি গীতাজ্ঞান প্রাপ্ত হইয়া গীতামৃত পান পূর্ব্বক জগতে ভক্তিলাভ করিবে ও সুখী হইবে। ৭২

ইহলোকে জনকাদি বহু রাজা গীতার আশ্রয়গ্রহণে নিষ্পাপ হইয়া পরমপদ লাভ করিয়াছেন। ৭৩

গীতাজ্ঞানসম্বন্ধে উচ্চ নীচ জনসমূহে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। সমগ্র জ্ঞানের মধ্যে গীতাজ্ঞানই নির্ব্বিশেষ এবং গীতাই ব্রহ্মস্বরূপিণী। ৭৪

যোঽভিমানেন গর্ব্বেণ গীতানিন্দাং করোতি চ।
স যাতি নরকং ঘোরং যাবদাহূতসংপ্লবম্ ॥ ৭৫
অহঙ্কারেণ মূঢ়াত্মা গীতার্থং নৈব মন্যতে।
কুম্ভীপাকেষু পচ্যেত যাবৎ কল্পক্ষয়ো ভবেৎ ॥ ৭৬
গীতার্থং বাচ্যমানং যো ন শৃণোতি সমাসতঃ।
স শূকরত্বং যোনিমনেকামধিগচ্ছতি ॥ ৭৭
চৌর্য্যং কৃত্বা চ গীতায়াঃ পুস্তকং য সমানয়েৎ।
ন তস্য সফলং কিঞ্চিৎ পঠনঞ্চ বৃথা ভবেৎ ॥ ৭৮
যঃ শ্রুত্বা নৈব গীতাঞ্চ মোদতে পরমার্থতঃ।
নৈব তস্য ফলং লোকে শ্রমস্তস্য যথা শ্রমঃ ॥ ৭৯
গীতাং শ্রুত্বা স্থিরশ্চাপি ভোজ্যং পট্টাম্বরং তথা।
নিবেদয়েৎ প্রদানার্থং প্রীতয়ে পরমাত্মনঃ ॥ ৮০
বাচকং পূজয়েদ্ভক্ত্যা দ্রব্য-বস্ত্রাদ্যুপস্করৈঃ।
অনেকৈর্বিধধা প্রীত্যা তুষ্যতাং ভগবান্ হরিঃ ॥ ৮১

সূত উবাচ।

মাহাত্ম্যমেতদ্গীতায়াঃ কৃষ্ণপ্রোক্তং পুরাতনম্।
গীতান্তে পঠতে যস্তু যথোক্তফলভাগ্ ভবেৎ ॥ ৮২
গীতায়াঃ পঠনং কৃত্বা মাহাত্ম্যং নৈব যঃ পঠেৎ।
বৃথা পাঠফলং তস্য শ্রম এব উদাহৃতঃ ॥ ৮৩
এতন্মাহাত্ম্যসংযুক্তং গীতাপাঠং করোতি যঃ।
শ্রদ্ধয়া যঃ শৃণোত্যেব পরমাং গতিমাপ্নুয়াৎ ॥ ৮৪
শ্রুত্বা গীতামর্থযুক্তাং মাহাত্ম্যং যঃ শৃণোতি চ।
তস্য পুণ্যফলং লোকে ভবেৎ সর্ব্বসুখাবহম্ ॥ ৮৫

ইতি শ্রীবৈষ্ণবীয়-তন্ত্রসারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-
মাহাত্ম্যং সম্পূর্ণম্

---

১ যে ব্যক্তি অভিমান বা গর্ব্বভরে গীতার নিন্দা করে, যতদিন প্রলয়কাল উপস্থিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত সে ঘোর নরকে অবস্থান করিয়া থাকে। ৭৫

যে মূঢ়াত্মা ব্যক্তি অহঙ্কারবশতঃ গীতার্থ মানে না, সে যতদিন কল্পক্ষয় না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক-নরকে পচিতে থাকে। ৭৬

গীতার্থ সম্যক্ ব্যাখ্যাত হইতে থাকিলেও যে ব্যক্তি তাহা শ্রবণ না করে, সে বহুবার শূকরযোনি প্রাপ্ত হয়। ৭৭

যে ব্যক্তি গীতাগ্রন্থ চুরি করিয়া আনে, তাহার কিছুই সফল হয় না এবং পাঠও বৃথা হয়। ৭৮

যে ব্যক্তি গীতার্থ শ্রবণ করিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে আনন্দ বোধ করে না, প্রযত্ন ব্যক্তির পরিশ্রমের ন্যায় ইহলোকে তাহার সমস্তই বিফল হয়। ৭৯

গীতা শ্রবণ পূর্ব্বক পরমাত্মা ভগবান্ শ্রীহরির প্রীতিসাধনার্থ ব্রাহ্মণাদিকে দিবার জন্য স্বর্ণ ভোজ্য ও পট্টবস্ত্র নিবেদন করিবে। ৮০

ভগবান্ শ্রীহরির প্রীতির জন্য গীতাপাঠককে ভক্তিসহকারে পূজা করিয়া নানাবিধ দ্রব্য, বস্ত্র ও উপকরণ প্রদান করিবে। ৮১

সূত বলিলেন,—যে ব্যক্তি গীতাপাঠান্তে শ্রীকৃষ্ণপ্রোক্ত এই পুরাতন গীতামাহাত্ম্য পাঠ করেন, তিনি যথোক্ত ফল লাভ করিয়া থাকেন। ৮২

গীতা-পাঠান্তে যে ব্যক্তি মাহাত্ম্য পাঠ না করেন, তাহার পাঠ বৃথা ও পরিশ্রমমাত্রই সার হয়। ৮৩

যে ব্যক্তি এই মাহাত্ম্য-সম্বলিত গীতা পাঠ করেন, বা শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রবণ করেন, তাঁহার পরমা গতি লাভ হয়। ৮৪

যে ব্যক্তি অর্থযুক্ত গীতা ভক্তিসহকারে শ্রবণ করিয়া এই মাহাত্ম্য শ্রবণ করেন, তাঁহার পুণ্যফল সর্ব্বসুখের কারণ হইয়া থাকে। ৮৫

শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মসেবক শ্রীরামরঞ্জন-কাব্য-ব্যাকরণতীর্থকৃত শ্রীবৈষ্ণবীয়তন্ত্রসারোক্ত-শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-
মাহাত্ম্যের অনুবাদ সমাপ্ত।

বংশীবিভূষিতকরাম্বুজনীরদাভাৎ পীতাম্বরাদরুণবিম্বফলাধরোষ্ঠাৎ।
পূর্ণেন্দুসুন্দরমুখাদরবিন্দনেত্রাৎ কৃষ্ণাৎ পরং কিমপি তত্ত্বমহং ন জানে।

তাঁদের জ্ঞানযোগ, কর্ম্মে অবিরক্ত কামনা-পরায়ণগণের কর্ম্মযোগ আর আমার কথাদিতে যাঁর শ্রদ্ধা জন্মে—যারা একান্ত নির্বিণ্ণ বা অত্যন্ত আসক্ত নহেন, তাঁদের ভক্তিযোগ সুখপ্রদ। আমার কথিত ভক্তিযোগ দ্বারা সে মুনিবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তি আমাকে নিত্য ভজনা করেন, আমি তাঁর হৃদয়ে বাস করি, অতএব তাঁর সমস্ত কামনা বিনষ্ট হয়ে যায়। আমি অখিলাত্মা, আমাকে যিনি দর্শন করেন—তাঁর হৃদয়গ্রন্থি ভিন্ন হয়, সকল সংশয় ছিন্ন হয়ে যায়, সমস্ত কর্ম্মের ক্ষয় হয়ে থাকে, অতএব আমাতে ভক্তিযুক্ত—আমাতে অর্পিতচিত্ত যোগীর জ্ঞান বা বৈরাগ্য ইহলোকে আর কি মঙ্গল সাধন করবে? কর্ম্মদ্বারা, তপস্যাদ্বারা, জ্ঞান ও বৈরাগ্যদ্বারা, যোগ ও দানধর্ম্মদ্বারা অথবা শ্রেয়ঃসাধন অন্যান্য কর্ম্মের দ্বারা যাহা লাভ করা যায়, তৎসমস্ত এবং স্বর্গ মুক্তি, এমন কি আমার বৈকুণ্ঠলোকও যদি আমার ভক্ত প্রার্থনা করে, আমার ভক্তির দ্বারা তাও তৎক্ষণাৎ লাভ করে থাকে। আমার একান্ত ভক্ত ধীর-সাধুগণ কিছুই কামনা করেন না। অধিক কি, আমি আত্যন্তিক মুক্তি প্রদান করলেও তাঁরা তাকে অভিনন্দন করেন না। কামনা-ত্যাগই মহৎ উৎকৃষ্ট ফল ও ফলের উৎকৃষ্ট সাধন কথিত হয়েছে, অতএব কামনাশূন্য প্রার্থনাহীন ব্যক্তিরই মদীয় ভক্তি লাভ হয়।

সখা উদ্ধবকে বলেছিলাম—অতএব হে উদ্ধব! শ্রুতি-স্মৃতি, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি, শ্রোতব্য-শ্রুত, সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া সর্ব্বভাবে সর্ব্বদেহীর শরণ্য পরমাত্মা আমার শরণ লও, তাহলে আমার দ্বারা তোমার সকল ভয় অপসারিত হবে।

নির্ম্মলমনা মানব সর্ব্বব্যাপক আকাশের মত পরমাত্মা আমাকেই স্বীয় আত্মার ও সর্ব্বভূতের অন্তরে বাইরে অনাবৃতরূপে

BAISAKH
JAISTHA
1378 B.S. :

Regd. No. C-67

Aryashastra

Mahabharata 35 36
April—May. 1971
May—June. 1971

অবলোকন করবে। কেবল জ্ঞানময়ী দৃষ্টির আশ্রয়ে সকল প্রাণীকে আমার ভাবে ভাবিত মনে করে, যিনি তাঁদের প্রতি সংকার করেন এবং ব্রাহ্মণ ও অন্ত্যজ, তস্কর ও দাতা, সূর্য্য এবং অগ্নি, কুটিল ও সরলের প্রতি সমদর্শী হন—তিনিই পণ্ডিত। যে ব্যক্তি নিত্য সর্ব্ব-প্রাণীকে মদীয় ঈশ্বরভাবে চিন্তা করেন, তাঁর অহঙ্কারের সহিত স্পর্দ্ধা, অসূয়া, আক্রোশ নিঃসংশয়ে আশু বিনষ্ট হয়। স্বজন হতে উপহাস, উচ্চনীচ দৃষ্টি এবং তজ্জন্য লজ্জা উপেক্ষা করে, কুকুর-চণ্ডাল-গো-গর্দ্দভ পর্য্যন্ত প্রাণিগণকে দণ্ডের ন্যায় ভূমিতে পতিত হয়ে প্রণাম করবে। যে পর্য্যন্ত সর্ব্বপ্রাণীতে আমার ভাব না জন্মায়, তাবৎকাল এইরূপে বাক্য, মন ও শরীরের দ্বারা উপাসনা করবে, এ প্রকার আচরণে তাঁর সমস্ত বন্ধনত্ব হয়ে যায়। তারপর সর্ব্বত্র ঈশ্বরদৃষ্টিরূপা বিদ্যার দ্বারা সর্ব্বত্র ব্রহ্মভাব দর্শন করতে করতে মুক্তসন্দেহ হয়ে তিনি সমস্ত বস্তু হতে উপরত হন। মন, বাক্য ও কায়কৃত ব্যাপারের দ্বারা এই যে সর্ব্বভূতে মদীয় ভাব, একেই আমি অন্যান্য সমস্ত উপায় হতে সমীচীন মনে করি। আমার এই ভাগবতধর্ম্ম সংলোপ হলে তা সংস্থাপন করতে আমায় আসতে হয়।

—:০:—

শ্রীরামরঞ্জন কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ কর্তৃক শ্রীসীতারাম বৈদিক মহাবিদ্যালয়, ৭।২, পি.ডব্লিউ. ডি রোড, কলিকাতা—৩৪ হইতে প্রকাশিত ও শান্তিগোপাল প্রেস, মহানির্বাণ মঠ, পি. ডব্লিউ. ডি. রোড, কলিকাতা-৩৭ হইতে মুদ্রাপিত।